অর্থাৎ গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের বৃত্তান্ত

ফৌসবোল-সম্পাদিত জাতকার্থবর্ণনা-নামক মূল পালিগ্রন্থ হইতে

সন্ - ১৩৪৭

শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ

অনূদিত

দ্বিতীয় খণ্ড

করুণা প্রকাশনী । কলিকাতা ৯

পুনর্মুদ্রন ফাল্গুন ১৩৮৯ 1388

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ টেমার লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর
অনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী
গণেশ হালুই

পঁয়ত্রিশ টাকা

উৎসর্গ-পত্র

যিনি দরিদ্রের হাতে পড়িয়াও ক্ষণকালের জন্য বিষাদের চিহ্ন প্রদর্শন
করেন নাই, যিনি সৌভাগ্যের সময়েও অনুৎসেকিনী ছিলেন এবং
চিরদিন তপস্বিনী-বেশে দেবসেবায়, পতিসেবায় ও সন্তান-
পালনে দেহপাত করিষাছেন, যিনি নিজের চরিত্রগুণে
শ্বশুরকুল ও পিতৃকুল পবিত্র করিয়া গিযাছেন এবং
যাঁহার বিরহে আমি এই দশ বৎসর অর্দ্ধমৃত-
ভাবে জীবন বহন করিতেছি, আমার
সেই সহধর্ম্মিণী পরলোকগতা
৺ শশিমুখীর তৃপ্তি-সাধনার্থ
আমার বহুশ্রমসাধ্য
জাতকের দ্বিতীয়
খণ্ড উৎসর্গ
করিলাম।

বিজ্ঞাপন।

এত দিনে জাতকের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত এবং তৃতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ হইল। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতাই বিলম্বের প্রধান কারণ। এখন যেমন দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অন্ততঃ আরও দুই বৎসর এ অসুবিধা বাড়িবে ভিন্ন কমিবে না। দ্বিতীয় খণ্ডে ১৫১ম হইতে ৩০০ম পর্য্যন্ত ১৫০টী জাতক আছে, তৃতীয় খণ্ডে ১৩৮টী থাকিবে।

আমার অনভিজ্ঞতাবশতঃ প্রথম খণ্ডে কোথাও কোথাও ভ্রমপ্রমাদ ছিল। সমালোচকদিগের অনুগ্রহে এবং পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ভাষার অন্যতম অধ্যাপক বিনয়াচার্য্য শ্রীমান্ সিদ্ধার্থ প্রভৃতি কতিপয় বন্ধুর সাহায্যে এ খণ্ডে সে সমস্ত যথাসাধ্য পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। গাথার সংখ্যানুসারে জাতকগুলির যে সকল অধ্যায় নির্দ্দিষ্ট আছে, Childers সাহেবের অনুসরণ করিয়া আমি তাহাদিগকে প্রথম খণ্ডে "নিপাঠ" নামে অভিহিত করিয়াছিলাম; শাস্ত্রী মহাশয়ের এবং শ্রীমান্ সিদ্ধার্থের উপদেশে এ খণ্ডে তৎপরিবর্ত্তে "নিপাত" শব্দ ব্যবহার করিলাম। এক নিপাত বলিলে যে সকল জাতকে একটা মাত্র গাথা আবৃত্তি করিতে হয়, তাহাদের সমষ্টি বুঝায়; এইরূপ দ্বি-নিপাত, ত্রি-নিপাত ইত্যাদি। দ্বিতীয় খণ্ডে দুইটী নিপাত এবং পনরটী বর্গ আছে। ১৫১ম হইতে ২৫০ম পর্য্যন্ত একশতটী জাতকে দুক-নিপাত এবং ২৫১ম হইতে ৩০০ম পর্য্যন্ত পঞ্চাশটী জাতকে তিক-নিপাত। প্রতি নিপাতের দশ দশটী জাতক লইয়া এক একটী বর্গ।

প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকায় বলা হইয়াছে যে গাথাগুলি জাতকের বীজ। খুদ্দকনিকায়ের যে অংশ 'জাতক' নামে অভিহিত, তাহাতে কেবল গাথাই আছে, গদ্য নাই। কিন্তু অনেক স্থানে, বিশেষতঃ সংখ্যার নিতান্ত অল্প হইলে, কেবল গাথাদ্বারা আখ্যায়িকাটী বুঝিতে পারা যায় না। অতএব গদ্যে গল্প রচনা করিয়া তাহার সঙ্গে গাথাগুলি সংযোজিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এইরূপেই জাতকার্থকথা ও জাতকার্থবর্ণনার উৎপত্তি হয়। বিরুট ও সাঁচীর স্তূপে যখন কোন কোন জাতকের নাম এবং গদ্যময় অংশের ঘটনা উৎকীর্ণ রহিয়াছে, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে গদ্যপদ্যাত্মক জাতকের রচনা খ্রীষ্টের অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বেই সম্পাদিত হইয়াছিল।

অনেক জাতকে [যেমন মূকপঙ্গু (৫৩৮), ভূরিদত্ত (৫৪৩), মহানারদকাশ্যপ (৫৪৪), বিদুরপণ্ডিত (৫৪৫), বিশ্বন্তর (৫৪৭)] গাথার ভাগ এত বেশী যে গদ্যাংশ না থাকিলেও চলে; কোথাও কোথাও গদ্যাংশ গাথারই পুনরুক্তি মাত্র। সম্ভবতঃ এই সকল প্রথমে কাব্যাকারেই রচিত হইয়াছিল।

সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নামক গ্রন্থে জাতকের উৎপত্তিসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে:—"বুদ্ধদেব তাঁহার বহুশিষ্যের অধিকার-ভেদ বিবেচনাপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ধর্ম্মদেশন করিতেন। এই জন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে চিত্তরঞ্জক অথচ সদুপদেশমূলক গল্প করিতে হইত; লোকে তাহা শুনিয়া ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিত ও সন্নীতি-পরায়ণ হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখ লাভ করিত।" বুদ্ধের শিষ্যপ্রশিষ্যগণও এই উপায় অবলম্বন করিতেন এবং গাথাগুলিকে বর্ণনাত্মক গদ্যের সহিত ইচ্ছামত সাজাইয়া মনোহর গল্পের সৃষ্টি করিতেন। গল্পের সাহায্যব্যতিরেকে,

পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া অভিধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে গেলে বৌদ্ধেরা কখনও এত কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

জাতকের প্রধান উদ্দেশ্য পারমিতাসমূহের মহিমাকীর্ত্তন। বোধিসত্ত্ব কোন জন্মে দান, কোন জন্মে শীল, কোন জন্মে প্রজ্ঞা, কোন জন্মে সত্য, কোন জন্মে মৈত্রী ইত্যাদি পারমিতার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং সেই সঞ্চিত পুণ্যবলে অন্তিমকালে অভিসম্বুদ্ধ হইয়া পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উপাসকেরাও স্ব স্ব সাধ্যানুসারে এই সমস্ত পারমিতার অনুষ্ঠান করুন; তাহা হইলে তাঁহারাও জন্ম-জন্মান্তরে উন্নতি লাভ করিয়া শেষে নির্ব্বাণ লাভ করিবেন;—সরল ভাষায় এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করাই জাতকের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথমে স্থির করিয়াছিলাম জাতকের দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকায় মহাভারতের জাতক-সাদৃশ্যযুক্ত আখ্যায়িকাসমূহের একটা তালিকা দিব, এবং পরবর্ত্তী খণ্ডসমূহে পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থ লইয়াও এইরূপ আলোচনা করিব। কিন্তু শেষে ভাবিয়া দেখিলাম, এরূপ তালিকার উপযোগিতা তত অধিক নহে, পাঠকেরা নিজেরাই অনেক স্থানে সাদৃশ্য অনুভব করিতে পারেন; অনুবাদকের যাহা বক্তব্য, তাহা পাদটীকাকারে দিলেও চলে। জাতকপাঠে পুরাকালীন সমাজ, আচারব্যবহার, শাসনপ্রণালী ইত্যাদির সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা একত্র সন্নিবদ্ধ করিতে পারিলে বরং পাঠকদিগের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে, এই বিশ্বাসে আমি শেষে সেই দুঃসাহসিক কাজে হাত দিয়াছি। কেহ হয়ত বলিবেন, সমস্ত জাতকের অনুবাদ শেষ হইবার পরেই এরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। এ আপত্তি যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু ততদিন পর্য্যন্ত নীরব থাকা এ বয়সে আমার সাহসে কুলায় না। আমি এ পর্য্যন্ত প্রায় ৪৪০টী জাতকের অনুবাদ করিয়াছি, অবশিষ্ট শতাধিক জাতকও মোটামুটি পড়িয়াছি। ইহার ফলে আমার যে প্রতীতি জন্মিয়াছে, এ খণ্ডে তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। ভিত্তি স্থাপিত হইল; উত্তরকালে অন্য কেহ অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে ইহার উপর গঠন করিতে পারিবেন। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জাতকপ্রদত্ত সমাজ-চিত্র প্রাধানতঃ আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্যখণ্ডের; তাহা দেখিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন নহে। অধিকাংশ জাতকেই কাশী, কোশল, বিদেহ, বৈশালী প্রভৃতি প্রাচ্য-রাজ্যসমূহের কথা; পশ্চিমে সাঙ্কাশ্যার ও পূর্ব্বে অঙ্গের বাহিরে কোন অঞ্চলের রীতিনীতির বড় উল্লেখ নাই। গান্ধার, কলিঙ্গ প্রভৃতি কতিপয় দূরবর্ত্তী দেশের নাম আছে বটে, কিন্তু সে কেবল প্রসঙ্গক্রমে, আখ্যায়িকার মূল অংশের সহিত সে উল্লেখের সম্বন্ধ খুব অল্প। আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বার্দ্ধেই বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি ও অভ্যুদয়, এবং প্রথম দুইশত বৎসর ইহা এই অঞ্চলেই নিবদ্ধ ছিল। কাজেই বৌদ্ধেরা জাতককথাগুলিকে সর্ব্বজনীন করিতে গিয়াও তাহাদিগকে উৎপত্তিস্থানগত বৈশিষ্ট্যহীন করিতে পারেন নাই। এই কারণেই জার্ম্মাণ পণ্ডিত ডাক্তার ফিক্ জাতকের প্রথম পাঁচ খণ্ডের আলোচনা করিয়া যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন, তাহার Social Organisation in North-east India in Buddha's Time এই নাম দিয়াছেন। * আমি এই পুস্তক হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু ইহাতে যে যে বিষয়ের আলোচনা আছে, তাহার অতিরিক্ত দুই একটী বিষয়েও হাত দিয়াছি, যেমন নারীজাতির অবস্থা, বিবাহের বয়স্, বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ। ফিকের গ্রন্থ প্রথম ৫৩৭টী জাতক অবলম্বন করিয়া রচিত। আমি পরবর্ত্তী দশটী জাতক হইতেও উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি।

---

* সম্প্রতি ডাক্তার শিশিরকুমার মৈত্র, এম্. এ. মহোদয় ইংরাজী ভাষায় এই গ্রন্থের অতি উৎকৃষ্ট অনুবাদ করিয়াছেন।

প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকায় কয়েকটী বাঙ্গালা শব্দের উৎপত্তিসম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছিল। নিম্নে আরও কয়েকটী শব্দ প্রদত্ত হইল :—

কুল—বদরি ফল। পালি 'কোল'; সংস্কৃত 'কোল' বা 'কুবল'। 'বদরি' হইতে পূর্ব্ববঙ্গের 'বরই'।

কুলো—শূর্পের (শূপের) প্রাদেশিক নাম ('ছাই ফেল্‌তে ভাঙ্গা কুলো')। পালি 'কুল্লক'।

গূ—(বিষ্ঠা)। পালি ও সংস্কৃতে 'গূথ'। বাঙ্গালা 'ঘুটে' শব্দটী ইহারই রূপান্তর কি না, তাহা বিবেচ্য।

জুজু—পালি 'জূজক'—বিশ্বন্তর-জাতকবর্ণিত এক নিষ্ঠুর (অতিবিয়ো ফরুসো) এবং ভীষণাকার ('অট্‌ঠারস পুরিসদোস'-যুক্ত) বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। এ ব্যক্তি বিশ্বন্তরের পুত্র জালিকুমার এবং কন্যা কৃষ্ণাজিনাকে লইয়া গিয়াছিল এবং পথে তাহাদিগকে বড় কষ্ট দিয়াছিল। এখনও আমরা ছোট ছেলেদিগকে "জুজু আসিতেছে" বলিয়া ভয় দেখাই। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, পূর্ব্বে এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই বিশ্বন্তরের কাহিনী জানিত।

টাট—দেবপূজায় ব্যবহৃত তাম্রপাত্রবিশেষ। পালি 'তট্টক'। ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ পাই নাই।

থলি—পালি 'থবিকা'; সংস্কৃত 'স্থবিকা' (?)।

পলিতা (পল্‌তে)—পালি 'পিলোতিকা', সংস্কৃত 'প্লোতিকা' বা 'প্রোতিকা'।

বস্তা—পালি 'ভস্তা', সংস্কৃত 'ভস্ত্রা'। **থলুভস্তা**=ছাতুর বস্তা।

বাড়া (ভাত)—পালি 'বড্‌ঢন'। স্থূল-পাত্র হইতে পরিবেষণের জন্য ভাত তোলার নাম ভাত বাড়া। ইহা নিজন্ত বৃধ্‌-ধাতুজ।

শাড়ী—পালি 'শাটক', সংস্কৃত 'শাট', 'শাটক'।

পূর্ব্বপ্রচলিত যে সকল শব্দ এখন অচল হইয়াছে, সেগুলিকে আবার চালাইতে পারিলে ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে, একথাও প্রথম খণ্ডের উপক্রমণিকায় বলা হইয়াছিল। দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদস্থলে আমি এইরূপ আরও কয়েকটী শব্দ পাইয়াছি। তন্মধ্যে 'আজ্ঞাসম্পন্ন' (of commanding presence—চেহারা দেখিলেই যাহার আদেশ মানিয়া চলিতে হয়), উত্তান (চিৎ), গণদান (চাঁদা তুলিয়া যে দান করা হয়), পন্থঘাতক (বাটপার, highwayman), সংবহুল (করা) অর্থাৎ মতভেদ ঘটিলে vote লইয়া মীমাংসা করা, সন্ধিচ্ছেদক (সিঁদেল চোর) প্রভৃতি শব্দ উল্লেখযোগ্য।

বৈদ্যনাথ ধাম
৩০শে কার্ত্তিক ১৩২৭

শ্রীঈশানচন্দ্র ঘোষ

বিশেষ দ্রষ্টব্য

☞ ৬২ম পৃষ্ঠে ৩৬ পঙ্‌ক্তিতে 'মন্ত্র' শব্দে বেদ বুঝিতে হইবে।

১০৭ম পৃষ্ঠে 'ভরু'-জাতক লেখা হইয়াছে। সংস্কৃত 'ভৃগু' শব্দ পালিতে 'ভরু'। সংস্কৃত 'ভৃগু-কচ্ছ'; পালি 'ভরুকচ্ছ'।

২১৫ম পৃষ্ঠের পাদটীকায় ষষ্টিবৎসর বয়স্ক হস্তীর কথা বলা হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যেও ষষ্টিহায়ন কুঞ্জরের উৎকর্ষ বর্ণিত আছে (রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬৭।২০)।

জাতকে পুরাতত্ত্ব।

[এই অংশে মধ্যে মধ্যে যে সকল অঙ্ক আছে, সেগুলি জাতকের সংখ্যানির্দ্দেশক]

(ক) জাতিভেদ।

পালি সাহিত্যে জাতিভেদের উল্লেখ।

বৌদ্ধেরা কর্ম্মফলবাদী; তাঁহাদের মতে কর্ম্মশুদ্ধিই নির্ব্বাণলাভের একমাত্র উপায়; তাঁহাদের সঙ্ঘে নাপিতজাতীয় উপালি বিনয়ধর হইয়াছিলেন, কৈবর্ত্ত-কুলজ লোসক (৪১) এবং দাসের ঔরসে শ্রেষ্ঠিকন্যার গর্ভজাত মহাপন্থক ও চুল্লপন্থক [চুল্লশ্রেষ্ঠী (৪)] অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং বুদ্ধদেবই বলিয়াছিলেন, "যেমন গঙ্গা, যমুনা, সরযু, অচিরবতী প্রভৃতি মহানদীসকল সমুদ্রে পড়িয়া নিজ নিজ নাম হারায় এবং সমুদ্রেরই অংশীভূত হয়, সেইরূপ ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইলে তাহাদের আর জাতিগত পার্থক্য থাকে না; তখন তাহারা সকলেই 'শ্রমণ' পদবাচ্য হয়।" কিন্তু এ ব্যবস্থা ছিল কেবল ভিক্ষুদিগের সম্বন্ধে; সঙ্ঘের বাহিরে, গৃহীদিগের মধ্যে, জাতিভেদ যে অপরিহার্য্য, বৌদ্ধেরাও তাহা মানিতেন এবং নীচজাতিতে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপের ফল বলিয়া মনে করিতেন।

ভিক্ষুরাও যে পুরুষ-পরম্পরাগত জাত্যভিমান সহসা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, তাহা নহে। ভীমসেন-জাতকের (৮০) বর্ত্তমান বস্তুতে দেখা যায়, জেতবন-বিহারের একজন ভিক্ষু আস্পর্দ্ধা করিতেন যে জাতি ও গোত্রে কেহই তাঁহার তুল্যকক্ষ নহে, কেন না তাঁহার জন্ম মহাক্ষত্রিয় কুলে। দেবদত্ত এবং কোকালিকও [জম্বুখাদক (২৯৪)] পরস্পরের সম্বন্ধে বিকত্থন করিয়া বেড়াইতেন; কোকালিক বলিতেন, "দেবদত্ত ইক্ষ্বাকুকুলের ধুরন্ধর"; দেবদত্ত বলিতেন, "কোকালিক উদীচ্য ব্রাহ্মণ।" অদ্যাপি সিংহলের বিহারসমূহে উচ্চ-জাতীয় ভিক্ষুরা নিম্নজাতীয় ভিক্ষুদিগের সহিত সমানভাবে মিশেন না।

আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বখণ্ডে ক্ষত্রিয়প্রাধান্য।

যখন বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়, তখন আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্যখণ্ডে বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে ক্ষত্রিয়দিগেরই প্রাধান্য ছিল। প্রাচীন ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি ও মধ্যদেশে ব্রাহ্মণেরা সমাজে যে শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহারা তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। জাতকের নিদানকথায় এবং ললিতবিস্তরে দেখা যায়, গৌতমবুদ্ধ ধরাধামে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিতেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, কেন না তখন ক্ষত্রিয়েরাই জনসমাজে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এই সংস্কারবশতঃ, পালি গ্রন্থসমূহে যেখানে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতির নামোল্লেখ আছে, প্রায় সেই সেই স্থানেই প্রথমে 'ক্ষত্রিয়, পরে 'ব্রাহ্মণ' শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে [বিনয়পিটক (৯।১, ৪), শীলমীমাংসা (৩৬২); উদ্দালক (৪৮৭) ইত্যাদি]। তৎকালে আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্যখণ্ডবাসী ক্ষত্রিয়েরা এমনই জাত্যভিমানী

হইয়াছিলেন যে তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে অবজ্ঞার চক্ষেও দেখিতেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহার মুখ দর্শন করিতে দিতেন না [দিঘ-নিকায় (৩।২৬)]। শাক্যদিগের সম্বন্ধে কথিত আছে যে একদা ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠ তাঁহাদের সভাগৃহে প্রবেশ করিলে তাঁহারা তাঁহাকে কেবল আসন না দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা স্ব স্ব উচ্চাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া এমন অট্টহাস্য করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণকে অপ্রতিভ হইয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে হইয়াছিল। বারাণসীরাজ অরিন্দম প্রত্যেকবুদ্ধ শোণককে "অয়ং ব্রাহ্মণো হীনজচ্চো" বলিয়া অবজ্ঞা করিয়াছিলেন [শোণক (৫২৯)]। প্রাচ্যক্ষত্রিয়েরা কি জন্য এইরূপ জাত্যভিমানী হইয়াছিলেন, নিম্নে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে ব্রহ্ম-বিদ্যার চর্চ্চা।

অতি প্রাচীন কালেও জ্ঞানে ও মর্য্যাদায় ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগের প্রায় তুল্যকক্ষ ছিলেন। ঊনপঞ্চাশৎ প্রবরপ্রবর্ত্তক ঋষির মধ্যে ২১ জন ব্রাহ্মণ, ১৯ জন ক্ষত্রিয় এবং ৯ জন বৈশ্য। যে সাবিত্রী বেদের মাতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা, তিনি প্রথমে এক ক্ষত্রিয় মহর্ষিকেই দেখা দিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের সমস্ত তৃতীয় মণ্ডলটী এবং আরও বহু সূক্ত তাঁহার ও তদীয় বংশধরদিগের নামেই প্রচলিত হইয়াছে। যে উপনিষদ্-গুলি আর্য্যজাতির প্রধান গৌরবের বিষয়, ক্ষত্রিয়েরাও তাহাদের আলোচনায় সমধিক প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন। যিনি উপনিষদ্রূপ কামধেনু দোহন করিয়াছিলেন এবং যিনি দোহনকালে বৎসরূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা উভয়েই ক্ষত্রিয়। সমগ্র হিন্দুজাতি যাঁহাদিগকে ভগবানের অবতার বলিয়া পূজা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান তিন জনই ক্ষত্রিয়কুলজাত। আর্য্যেরা যতই পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়দিগের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ততই পরিস্ফুটিত হইয়াছিল। মিথিলার ক্ষত্রিয় রাজর্ষি জনক যে ব্রহ্মবিদ্যায় গুরুস্থানীয় ছিলেন, ব্রাহ্মণেরাও একথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। উত্তরকালে যে দুই মহাপুরুষ মোক্ষলাভের যে দুইটী প্রকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করেন, তাঁহারাও প্রাচ্য ক্ষত্রিয়—বৈশালীর লিচ্ছবিকুলজ মহাবীর এবং কপিলবস্তুর শাক্যকুলজ সিদ্ধার্থ।

ক্ষত্রিয়দিগের বেদাধ্যয়ন ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন।

জাতকপাঠেও দেখা যায়, বিদ্যাশিক্ষায় ও বেদাধ্যয়নে ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন না। কাশী প্রভৃতি স্থানের রাজপুত্রেরা ষোড়শবর্ষ বয়সে বিদ্যালাভার্থ তক্ষশিলার ন্যায় দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া গুরুগৃহে অবস্থানপূর্ব্বক কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন। তাঁহাদের শিক্ষার প্রধান বিষয় ছিল অষ্টাদশ শিল্প বা বিদ্যা। এই অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে চতুর্ব্বেদের নাম আছে। কোন কোন জাতকে ইহার সঙ্গে বেদত্রয় (তয়ো বেদো) বিশিষ্টরূপেও উল্লিখিত হইয়াছে। দুর্মেধোজাতকের (৫০) ব্রহ্মদত্তকুমার তক্ষশিলায় গিয়া তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যাস্থানে পারগ হইয়াছিলেন। বারাণসীরাজপুত্র অসদৃশকুমার [অসদৃশ (১৮১)] তক্ষশিলায় গিয়া তিন বেদ ও অষ্টাদশ শিল্পে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন; ধোনসাখ-জাতকে (৩৫৩) যে অধ্যাপকের কথা আছে, তিনি জম্বুদ্বীপের বহু ক্ষত্রিয়-কুমার ও ব্রাহ্মণকুমারকে বেদত্রয় শিক্ষা দিতেন। গ্রামণিচণ্ড-জাতক-

বর্ণিত (২৫৭) রাজপুত্র আদর্শমুখ তক্ষশিলায় যান নাই, গৃহে থাকিয়াই পিতার নিকটে বেদত্রয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ফলতঃ জাতকের বহু আখ্যায়িকায় ক্ষত্রিয়দিগের, বিশেষতঃ রাজপুত্রদিগের, এইরূপ বেদাধ্যয়নের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা শিক্ষা-সমাপ্তির পর গৃহে ফিরিতেন এবং পরিণত বয়সে প্রকৃত ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রব্রজ্যাগ্রহণ-পূর্ব্বক বানপ্রস্থ হইতেন। ইহাতে বোধ হয়, ক্ষত্রিয়েরাও অক্ষরে অক্ষরে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিয়া চলিতেন। কেশ পলিত হইতেছে দেখিয়া মিথিলারাজ মখাদেব [মখাদেব (৯)] এবং বারাণসীরাজ শ্রুতসোম [চুল্লশ্রুতসোম (৫২৫)] সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত কুদ্দালপণ্ডিতের [কুদ্দাল (৭০)] রিপুবিজয়োল্লাস দেখিয়া প্রব্রাজক হইয়াছিলেন। জাতকের আরও অনেক আখ্যায়িকায় রাজাদিগের এইরূপ মুনিবৃত্তি অবলম্বনের কথা আছে। কোন কোন রাজকুমার গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন না করিয়াও আরণ্যক হইতেন। যুবরাজ যুবঞ্জয় [যুবঞ্জয় (৪৬০)] পিতার জীবদ্দশাতেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন; তেমিয় কুমার ত জন্মাবধিই ভোগে অনাসক্ত ছিলেন এবং ষোড়শবর্ষ বয়সে প্রব্রাজক হইয়াছিলেন [মূকপঙ্গু (৫৩৮)]।

পালি সাহিত্যে ক্ষত্রিয় শব্দে কি বুঝায়?

পালি সাহিত্যে যে ক্ষত্রিয়দিগের উল্লেখ আছে, কেবল যোদ্ধা বলিলে তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না, কারণ অন্যান্য বর্ণের লোকেও যুদ্ধবৃত্তি অবলম্বন করিত এবং 'যোধ' নামে অভিহিত হইত। জাতকের ক্ষত্রিয়েরা 'রাজন্য', অর্থাৎ তাঁহারা রাজা না হইলেও রাজকার্য্যনির্ব্বাহের জন্য রাজার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। এইজন্যই বোধ হয় জাতকের কোন কোন আখ্যায়িকায় "রাজা" ও "ক্ষত্রিয়" শব্দ একার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে [সোমদত্ত (২১১), রথলট্ঠি (৩৩২), মণিকুণ্ডল (৩৫১), কুল্মাষপিণ্ড (৪১৫), সুমঙ্গল (৪২০), গণ্ডতিণ্ড (৫২০), ত্রিশকুন (৫২১)]। পালি অভিধানে 'রাজা' শব্দের যে ব্যাখ্যা দেখা যায়, তাহাতেও এই প্রয়োগেরই সমর্থন হয়। "রাজানো নাম পঠব্যা রাজা পদেশরাজা মণ্ডলিকরাজা অন্তরভোগিকা, অক্খদস্সা মহামত্তা যে বা পন ছেজ্জভেজ্জং অনুসাসন্তি এতে রাজানো নাম"—অর্থাৎ 'রাজা' শব্দে পৃথিবীপতি, প্রদেশপতি, মণ্ডল, প্রত্যন্তের শাসনকর্ত্তা, বিচারকর্ত্তা, মহামাত্র এবং যাঁহারা প্রাণদণ্ডবিধান করিতে পারেন, এই সকল ব্যক্তিকে বুঝায়। রাজা বা রাজন্যগণ দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, বিদ্যার্জ্জনে ও শীলরক্ষণেও পশ্চাৎপদ ছিলেন না; কাজেই তাঁহারা সমাজে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে অন্ন-সংস্থানের জন্য কোনরূপ হীনবৃত্তির আশ্রয় লইতে হইত না।

আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বখণ্ডে ব্রাহ্মণের অবনতি।

এদিকে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেক অনাচার দেখা দিয়াছিল। তাঁহাদের কেহ কেহ অসিজীবী হইয়া সৈনাপত্য প্রভৃতি উচ্চ সৈনিকপদ লাভ করিতেন [শরভঙ্গ (৫২২)]। ইহা তত দোষাবহ নহে, কারণ পূর্ব্বে দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি এ পথ দেখাইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু এই অসি লইয়াই জাতকবর্ণিত অনেক ব্রাহ্মণ অটবি-আরক্ষিকের কাজ করিতেন, অর্থাৎ সার্থবাহদিগের দস্যুভয় নিরাকরণ

করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন [দশব্রাহ্মণ (৪৯৫)], কখনও বা নিজেরাই পথিকদিগের সর্ব্বস্বাপহরণ ও প্রাণান্ত করিতেন [মহাবৃক্ষ (৪৬৯)]। তাঁহাদের কেহ কেহ অত্যন্ত অর্থলোভী ছিলেন [শৃগাল (১১৩), সুসীম (১৬৩), জ্যোৎস্না (৪৫৬)]; কেহ কেহ বৈশ্যদিগের ন্যায় স্বহস্তে হলকর্ষণ করিতেন [সোমদত্ত (২১১), উবগ (৩৫৪)]; পণ্যভাণ্ড মাথায় লইয়া গ্রামে গ্রামে ফিরি করিয়া বেড়াইতেন [গর্গ (১৫৫)]; বিক্রয়ের জন্য ছাগ ও মেষ পালন করিতেন [ধূমকারী (৪১৩), দশ-ব্রাহ্মণ (৪৯৫)]; সূত্রধারের কাজ করিতেন [স্পন্দন (৪৭৫)], অহিতুণ্ডিক হইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন [চাম্পেয় (৫০৬)], ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না [চুল্লনন্দিক (২২২)]। * তবে এই সকল হীনকর্ম্মা ব্রাহ্মণ বর্ত্তমানকালের বর্ণব্রাহ্মণদিগের স্থানীয় ছিলেন কি না তাহা বিবেচ্য।

ফলিত জ্যোতিষ, সামুদ্রিক বিদ্যা, ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভৃতির ব্যবহার বা অপব্যবহার করিয়াও ব্রাহ্মণেরা ধনোপার্জ্জন করিতেন। তখন লোকের বিশ্বাস ছিল যে বাস্তুবিদ্যাবলে বাস্তুভূমির কোন অংশে অমঙ্গলকর শল্য প্রোথিত আছে কি না জানিতে পারা যায় [গ্রামণিচণ্ড (২৫৭), সুরুচি (৪৮৯)], অসির আঘ্রাণ লইয়া উহার ব্যবহারে শুভ বা অশুভ হইবে বলিতে পারা যায় [অসিলক্ষণ (১২৬)]; গ্রহাদির অবস্থান দেখিয়া কিংবা অঙ্গলক্ষণ পরীক্ষা করিয়া ভাগ্য গণিতে পারা যায় [পঞ্চায়ুধ (৫৫), অলীনচিত্ত (১৫৬), নানাচ্ছন্দ (২৮৯)]। ব্রাহ্মণেরা এই সকল বিদ্যা শিখিতেন, কেহ কেহ উৎকোচ পাইলে, কিংবা অন্য কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য, জানিয়া শুনিয়াও মিথ্যা গণনা করিতেন [নক্ষত্র (৪৯), অসিলক্ষণ (১২৬), কুণাল (৫৩৬)], এবং ধনী লোকে দুঃস্বপ্ন দেখিলে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ঘটা করিয়া প্রচুর অর্থ পাইতেন [মহাস্বপ্ন (৭৭), লোহকুম্ভি (৩১৪)]। † ব্রাহ্মণেরা যে সকল হীনবৃত্তি অবলম্বন করিতেন, দশব্রাহ্মণ-জাতকে (৪৯৫) তাহার এক সুদীর্ঘ তালিকা আছে। যাঁহারা রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারাও অর্থলোভে কিংবা ঈর্ষ্যাবশে সময়ে সময়ে নানারূপ দুষ্কার্য্য করিতেন [পদকুশল-মাণব (৪৩২), খণ্ডহাল (৫৪২), মহাউন্মার্গ (৫৪৬)]। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, তখন আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচ্য-খণ্ডে অনেক ব্রাহ্মণ ঘোর বিষয়ী হইয়াছিলেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি অপেক্ষা ঐহিক ঐশ্বর্য্যেই অধিক আসক্তি দেখাইতেন।

ব্রহ্মবন্ধু ও প্রকৃত ব্রাহ্মণ, উদীচ্য ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ-চরিত্রের অপকর্ষসম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহা বৌদ্ধদিগের হাতে অতিরঞ্জিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু অতিরঞ্জনের মধ্যেও যে সত্যের আভাস

---

* মৃচ্ছকটিকে আমরা একজন চৌরবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণকেও দেখিতে পাই।

† যাহারা স্বপ্নের ফলাফল গণনা করিত, তাহাদের নাম ছিল স্বপ্ন-পাঠক [কুণাল (৫৩৬)]।

পাওয়া যায় না, এমন নহে। সম্ভবতঃ মগধ প্রভৃতি প্রাচ্য অঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেই এইরূপ চরিত্রভ্রংশ দেখা দিয়াছিল। ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ না বলিয়া 'ব্রহ্মবন্ধু' বলা উচিত। 'ব্রহ্মবন্ধুভূমি' বলিয়া প্রাচীনকালেই মগধের একটা দুর্নাম রটিয়াছিল। বৌদ্ধ লেখকেরা এই সকল ব্রহ্মবন্ধুরই চরিত্রহীনতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন; যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্মণ-লক্ষণ-যুক্ত, তাঁহাদিগের নিন্দাবাদ করেন নাই, বরং প্রশংসাই করিয়াছেন। পালি সাহিত্যে প্রশংসার্হ ব্রাহ্মণদিগের অনেকে উদীচ্য অর্থাৎ উত্তরদেশের ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত [সত্যংকিল (৭৩), মহাস্বপ্ন (৭৭), ভীমসেন (৮০), সুরাপান (৮১), মঙ্গল (৮৭), পরসহস্র (৯৯), তিত্তির (১১৭), অকালরাবী (১১৯), আম্র (১২৪), লাঙ্গুষ্ঠ (১৪৪), একপর্ণ (১৪৯), শতধর্ম্মা (১৭৯), শ্বেতকেতু (৩৭৭), নলিনীকা (৫২৬), মহাবোধি (৫২৮)]। উত্তরদেশ বলিলে উত্তরের নহে, উত্তরপশ্চিমের অর্থাৎ ব্রহ্মাবর্ত্তাদি পবিত্রভূমির বুঝিতে হইবে। জাতকের উদীচ্য ব্রাহ্মণেরা কুরু, পঞ্চাল প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়া কাশী, কোশল, মগধ প্রভৃতি অঞ্চলে বাস করিয়াছিলেন, এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যথানিয়মে পালন করিতেন। বৌদ্ধেরা শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান করিতেন; শ্রমণ, ব্রাহ্মণ উভয়েই তাঁহাদের নিকট সমান শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন [মহিলামুখ (২৬), মৃদুলক্ষণা (৬৬)]। ধর্ম্মপদের ব্রাহ্মণবর্গে শুদ্ধাচার ব্রাহ্মণের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জাতকে যত অধ্যাপকের বর্ণনা আছে, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ; কোথাও কোন ক্ষত্রিয় অধ্যাপক দেখা যায় না।

গুরুতর অপরাধে ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড।

পুরাকালে ব্রাহ্মণদিগের যে চারিটী বিশিষ্ট অধিকার ছিল, তাহাদের মধ্যে একটীর নাম 'অবধ্যতা।' জাতকে কিন্তু দেখা যায়, অপরাধ-বিশেষে ব্রাহ্মণদিগেরও প্রাণদণ্ড হইত [বন্ধনমোক্ষ (১২০), পদকুশল-মাণব (৪৩২)]। ব্রাহ্মণদিগের এই অধিকারলোপ বৌদ্ধ প্রভাবের ফল কি না ইহা বিবেচনার বিষয়। মৃচ্ছকটিকনায়ক চারুদত্তের বিচারকালে বিচারপতি রাজাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, ব্রাহ্মণ অবধ্য; তথাপি রাজা তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিয়াছিলেন।

সবর্ণে বিবা

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য সবিশেষ যত্ন ছিল। অনেক আখ্যায়িকাতে অন্যান্য জাতির মধ্যেও সমজাতিকুল হইতে পাত্রীগ্রহণের প্রথা দেখা যায় [শৃগাল (১৫২), অসিতাভূ (২৩৪), উরগ (৩৫৪), সুবর্ণমৃগ (৩৫৯), কাত্যায়নী (৪১৭) ইত্যাদি]। তবে অসবর্ণ-বিবাহ যে একেবারেই ছিল না, ইহা বলা যায় না। কোন কোন জাতকের বর্ত্তমান ও অতীত বস্তু উভয় অংশেই এই প্রথার উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণের ঔরসে গণিকাগর্ভজাত উদ্দালক ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছিলেন [উদ্দালক (৪৮৭)], রাজারাও সময়ে সময়ে "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" সংগ্রহ করিতেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ মালাকার-কন্যা মল্লিকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন [কুল্মাষপিণ্ড (৪১৫)]; বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত এক কাষ্ঠহারিণীকে মহিষী করিয়াছিলেন [কাষ্ঠহারী (৭)]। বাহু (১০৮) ও সুজাত (৩০৬) জাতকেও রাজাদিগের এইরূপ খামখেয়ালির কথা আছে। কিন্তু

লোকে যে এরূপ বিবাহ-জাত সন্তানকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিত, ভদ্রশাল জাতকের (৪৬৫) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। শাক্যবংশীয় মহানামার ঔরসে নাগমুণ্ডা নাম্নী দাসীর গর্ভে বাসভ-ক্ষত্রিয়ার জন্ম হয় এবং প্রসেনজিৎ ঐ কন্যাকে শাক্যকুলজাতা মনে করিয়া বিবাহ করেন। বাসভক্ষত্রিয়ার পুত্র বিরূঢ়ক যখন কপিলবস্তুতে মাতুলকুলের সঙ্গে দেখা করিতে যান, তখন তিনি যে আসনে বসিয়াছিলেন, তাহা অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া শাক্যেরা উহা দুগ্ধ-মিশ্রিত জলে ধৌত করাইয়াছিলেন। * বাসভক্ষত্রিয়া যে দাসীকন্যা, এই ঘটনা হইতেই প্রসেনজিৎ তাহা প্রথম জানিতে পারেন এবং তিনি বাসভক্ষত্রিয়া ও বিরূঢ়ক উভয়কেই পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। বুদ্ধদেব তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন, "মহারাজ, মাতৃকুলের উৎকর্ষাপকর্ষে কিছু আসিয়া যায় না, পিতার জাতিগোত্রই আভিজাত্যের পরিচায়ক।" কিন্তু বুদ্ধদেবের এই উদারনীতি সমাজে পরিগৃহীত হয় নাই। যাঁহারা "অসম্ভিন্নক্ষত্রিয়বংশজাত" [শোণক (৫২৯)], অর্থাৎ যাঁহাদের পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় (মাতাপিতৃসু খত্তিয়), তাঁহারাই ক্ষত্রিয়সমাজে শ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া বিদিত ছিলেন [কুক্কুর (২২), ত্রিশকুন (৫২১)]। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও যাঁহাদের পিতৃকুলে ও মাতৃকুলে ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত জাতিগত কোন কলঙ্ক স্পর্শে নাই, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠকুলীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন।

জাত্যভিমান। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের জাত্যভিমান সম্বন্ধে কোন কোন আখ্যায়িকা বেশ কৌতুকাবহ। উপসাঢ় নামক এক ব্রাহ্মণ, পাছে যেখানে কোন শূদ্রের শব দগ্ধ করা হইয়াছে, এমন কোথাও তাঁহার সৎকার হয়, এই ভয়ে উদ্বিগ্ন থাকিতেন এবং পবিত্র শ্মশান খুঁজিয়া বেড়াইতেন [উপসাঢ় (১৬৬)]। শাক্যবংশীয় মহানামা যে কৌশলে নিজের ঔরসজাতা কন্যা বাসভক্ষত্রিয়ার সহিত একপাত্রে অন্ন গ্রহণ করা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, তাহাও বেশ হাস্যজনক [ভদ্রশাল (৪৬৫)]।

গৃহপতি। কোন কোন জাতকে 'ব্রাহ্মণ' শব্দের পর 'গৃহপতি' শব্দের প্রয়োগ আছে [দুর্মেধো (৫০), পঞ্চগুরু (১৩২), মহাপিঙ্গল ২৪০)]। যিনি গৃহস্থ—স্ত্রীপুত্র লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, 'গৃহপতি' শব্দের এই অর্থ ধরিলে সর্ব্ববর্ণের লোকেই গৃহপতি-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু পালি-সাহিত্যে গৃহপতি শব্দটী বোধ হয় বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদ গৃহপতি। সৌমনস্য-জাতকে (৫০৫) এক বণিক্ গৃহপতির পরিচয় পাওয়া

* এইরূপে অপমানিত হইয়া বিরূঢ়ক যে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—আমি রাজা হইলে এই আসন তোমাদের কণ্ঠরক্তে আবার ধোওয়াইব—তাহা তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন। Tarentum নগরের গ্রীক্ অধিবাসীরা যখন রোমকদূত Postumius এর শুভ্র বস্ত্রে মল নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন সেই বীরপুরুষও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, "এই পরিচ্ছদ তোমাদেরই রক্তস্রোতে ধৌত হইবে।" কিরূপে Beneventumএর যুদ্ধে এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়, তাহা পুরাবৃত্ত-পাঠকের সুবিদিত।

খায়; সুতনো-জাতক-বর্ণিত গৃহপতি এমন দুঃস্থ ছিলেন যে তাঁহার পুত্রকে মজুর খাটিয়া সংসার চালাইতে হইত। ইহাতে মনে হয় 'গৃহপতি'পদ কুলক্রমাগত ছিল এবং গৃহপতিদিগের মধ্যে ধনী, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সর্ব্বাবস্থার লোকই দেখা যাইত। যাঁহারা 'শ্রেষ্ঠী' নামে বিদিত, তাঁহারাই গৃহপতিসমাজে সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। ইঁহারা যে বৈশ্যদিগের স্থানীয়, এ অনুমানও অসঙ্গত নহে, কারণ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদিগের পরেই 'গৃহপতি'দিগের উল্লেখ দেখা যায়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগকে বোধ হয় রাজকর দিতে হইত না; গৃহপতিরা কর দিতেন।

কুটুম্বিক। আর এক শ্রেণীর লোক 'কুটুম্বিক' নামে বর্ণিত। কুটুম্বিকেরা গৃহপতিদিগেরই স্থানীয় ছিলেন বলিয়া মনে হয়। যাঁহারা নগরবাসী, তাঁহারা সম্ভবতঃ কুসীদজীবী ছিলেন [শতপত্র (২৭৯), সুত্যজ (৩২০)]; এবং কেহ কেহ ধান্যাদি শস্য ক্রয় বিক্রয় করিতেন [শালক (২৪৯)]। মুনিক-জাতকে (৩০) দেখা যায় কোন নগরবাসী কুলপুত্র নিজের এক পুত্রের সহিত এক পল্লীবাসী কুটুম্বিকের কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। পল্লীবাসী কুটুম্বিকেরা বোধ হয় বর্ত্তমান-কালের তালুকদার বা যোৎদারদিগের স্থানীয় ছিলেন।

শূদ্র। হিন্দুসমাজের চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের কথা বলা হইল। জাতকে 'বৈশ্য' শব্দের প্রয়োগের ন্যায় 'শূদ্র' শব্দের প্রয়োগও নিতান্ত বিরল। যতদূর স্মরণ হয় তাহাতে কেবল দুইটী জাতকে 'বৈশ্য' শব্দ পাইয়াছি :—দশব্রাহ্মণ-জাতকে (৪৯৫) বৈশ্য ও অম্বষ্ঠেরা কৃষি, বাণিজ্য ও ছাগ পালন করে এবং সুবর্ণ-লোভে আপনাদের কন্যাদিগকে অন্যের ভোগে নিয়োজিত করে এই কথা বলা হইয়াছে, এবং বিশ্বন্তর-জাতকে (৫৪৭) একটা বৈশ্য-বীথির উল্লেখ আছে। শূদ্র শব্দের প্রয়োগ ত একেবারেই নাই, দুই একটী আখ্যায়িকায় [যেমন উপসাঢ়-জাতকে (১৬৬)] 'বৃষল' শব্দ দেখা যায়। কিন্তু 'বৃষল' শব্দে শূদ্র এবং চণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিও বুঝায়। বেণ, পুক্কস, চণ্ডাল প্রভৃতি নীচজাতি মনুর মতে শূদ্র নহে, বর্ণসঙ্কর। ফলতঃ খাঁটি শূদ্র বলিলে যে কি বুঝাইত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এখনও যাহারা শূদ্র-পদবাচ্য, তাহারা প্রায় সকলেই 'অন্তরপ্রভব'।

নীচ জাতি। সুত্তবিভঙ্গে নলকার, কুম্ভকার, তন্তবায় (পালি 'পেসকার'), চর্ম্মকার, নাপিত, বেণ, রথকার, চণ্ডাল, নিষাদ ও পুক্কস এই কয়েকটী অন্ত্যজ জাতির নাম আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম পাঁচটী হীনশিল্পী এবং শেষের পাঁচটী হীনজাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিজয়ী আর্য্যেরা যখন সভ্য ও সঙ্গতিপন্ন হইয়াছিলেন, তখন 'হীন' ব্যবসায়গুলি অনার্য্যদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত এবং লোকে সাধারণতঃ বংশানুক্রমে এক একটী ব্যবসায় করিত বলিয়া জাতিবিভাগ ব্যবসায়মূলক হইয়াছিল। কাজে কাজেই হীন জাতির ব্যবসায় হীন ব্যবসায় এবং হীনব্যবসায়ী হীনজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছে। বস্তুতঃ কোন ব্যবসায়ই

যে স্বভাবতঃ হীন, ইহা বলিবাব কোন কারণ নাই, কারণ সমাজরক্ষার জন্য সকল ব্যবসায়েরই একটা না একটা উপযোগিতা আছে।

উল্লিখিত জাতিনিচয়ের মধ্যে নলকার, চর্ম্মকার ও চণ্ডাল এখনও সমাজের নিম্নতম স্তরে অবস্থিত। কুম্ভকার, তন্তুবায় ও নাপিত উন্নতিলাভ করিয়া আচরণীয় শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। অপর কয়েকটী জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিরূপণ করা বর্ত্তমান সময়ে সহজ নহে। মনুর মতে বেণদিগের বৃত্তি 'ভাণ্ডবাদনম্', অর্থাৎ ইহারা খোল, করতাল ইত্যাদি লইয়া বাদ্য করিয়া বেড়াইত। ভেরীবাদ (৫৯) ও শঙ্খধ্ম (৬০) জাতকে আমরা এই শ্রেণীব লোক দেখিতে পাই। মনু বলিয়াছেন (১০।৪৯) পুক্কসেরা 'বিলৌকবধবন্ধন' দ্বারা, অর্থাৎ যে সকল জন্তু গর্ত্তে থাকে (যেমন গোধা, শল্লকী), তাহাদিগকে ধরিয়া ও মারিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহা নিষাদ-বৃত্তিরই রূপান্তর। আমার মনে হয় বেণ, পুক্কস, নিষাদ ও চণ্ডাল বর্ত্তমানকালে এক সাধারণ পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া চণ্ডাল নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে। মনুসংহিতায় এবং জাতকে চণ্ডালের স্থান অতি নীচ। ইহারা গ্রামের বাহিরে থাকিবে, সাধুরা ইহাদিগকে সাক্ষাৎ অন্ন দিবেন না, ভৃত্য দ্বারা ভগ্ন পাত্রে অন্ন দেওয়াইবেন, দৈবকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানকালে ইহাদের মুখদর্শন করিতে নাই; ইহারা রাত্রিকালে কদাচ গ্রামে বা নগরে প্রবেশ করিতে পারিবে না, ইহারা নগরাদি হইতে অনাথ শব বাহিব করিবে, প্রাণদণ্ড-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগেব শূলারোপণাদি করিবে—চণ্ডালের সম্বন্ধে মনুর এই সকল উৎকট ব্যবস্থা। জাতকেও দেখা যায় চণ্ডালেরা 'বহির্নগরে' বাস করে [আম্র (৪৭৪), মাতঙ্গ (৪৯৭), চিত্তসম্ভূত (৪৯৮)]। চণ্ডালপুত্র চিত্ত ও সম্ভূত বাঁশ নাচান * দেখাইতে গিয়াছিল, তাহাও উজ্জয়িনীর প্রাকারের বাহিরে থাকিয়া। চণ্ডাল-স্পৃষ্ট বায়ু স্পর্শ করিলে দেহ অপবিত্র হইবে, এই আশঙ্কায় উদীচ্য ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতু বলিয়াছিলেন, "নস্স চণ্ডাল কালকণ্ণি, অধোবাতং যাহি" [শ্বেতকেতু (৩৭৭)]। নিতান্ত দায়ে পড়িয়াও চণ্ডালান্ন গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণেরা মনের দুঃখে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতেন। বারাণসীর ষোল হাজার ব্রাহ্মণ একবার না জানিয়া চণ্ডালেব উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহাদিগকে চিরদিনের জন্য সমাজচ্যুত করা হইয়াছিল [মাতঙ্গ (৪৯৭)]। চণ্ডালান্নের এইরূপ দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বুদ্ধদেব শ্বেতকেতু-জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে বলিয়াছিলেন, ভিক্ষুদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ উপায়ে অন্নলাভ ও চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট-ভোজন উভয়ই তুল্য।

চণ্ডালের সংস্পর্শে আসা দূরে থাকুক, তাহার দর্শনেও মহা অমঙ্গল সূচিত

---

* বংশ-ধোপনং—ইহা একপ্রকার ক্রীড়া। ইহাতে এমন কৌশলে আঙ্গুলের আগায় বাঁশ দাঁড় করান হয় যে, এক আঙ্গুল হইতে আর এক আঙ্গুলে কিংবা এক হাত হইতে অন্য হাতে লইবার কালে বাঁশখানি পড়িয়া যায় না, ঠিক সোজাভাবেই দাঁড়াইয়া থাকে।

হইত। দৃষ্টমঙ্গলিকা * শ্রেষ্ঠিকন্যা [মাতঙ্গ (৪৯৭)] উদ্যানকেলির জন্য বাহিরে যাইবার কালে পথে চণ্ডালকুলজ মাতঙ্গকে দেখিয়া অমঙ্গল-নিবারণের জন্য গন্ধোদক দিয়া চক্ষু ধুইয়া গৃহে ফিরিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুচরেরা মাতঙ্গকে দারুণ প্রহার করিয়া নিঃসংজ্ঞ অবস্থায় ফেলিয়া গিয়াছিল। এই মাতঙ্গই শেষে শ্রেষ্ঠীর দ্বারে ধর্ণা দিয়া দৃষ্টমঙ্গলিকাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা করিতে পারিয়াছিলেন কেবল তিনি বোধিসত্ত্ব বলিয়া, কেন না বৌদ্ধদিগের বিশ্বাস যে বোধিসত্ত্বদিগের কোন সঙ্কল্পই ব্যর্থ হয় না। চিত্ত ও সম্ভূতকে (৪৯৮) দেখিয়াও উজ্জয়িনীর এক শ্রেষ্ঠিকন্যা ও এক পুরোহিতকন্যা গন্ধোদক দিয়া চক্ষু ধুইয়াছিলেন, এবং চণ্ডালে দেখিয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের জন্য যে খাদ্য-পানীয় যাইতেছিল, তাহা অপবিত্র ও অগ্রাহ্য হইয়াছিল। আম্র-জাতকে (৪৭৪) লিখিত আছে, এক ব্রাহ্মণকুমার ইন্দ্রজাল বিদ্যা শিখিবার জন্য কোন চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু শেষে লজ্জাবশতঃ লোকের নিকট গুরুর নাম গোপন করায় তাহার সেই অধীত বিদ্যা বিলুপ্ত হইয়াছিল। উপরে যে শ্বেতকেতুর কথা বলা হইয়াছে, তিনি চণ্ডালের নিকটে বিচারে পরাস্ত হইয়া তাহার দুই পায়ের ভিতর দিয়া গলিয়া গিয়াছিলেন এবং লোকের নিকট মুখ দেখাইতে না পারিয়া বারাণসী ছাড়িয়া তক্ষশিলায় গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন। শবক-জাতকে (৩০৯) কিন্তু দেখা যায়, চণ্ডালদিগের মধ্যেও পাণ্ডিত্য থাকিলে লোকে তাহাদের গুণ গ্রহণ করিত।

চণ্ডাল ভাষা।

চণ্ডালেরা নগরের বাহিরে থাকিত, শিক্ষিত লোকের সহিত মিশিতে শিখিতে পারিত না; এই জন্য তাহাদের ভাষাও ভদ্র-সমাজের ভাষা হইতে পৃথক্ ছিল। চিত্ত ও সম্ভূত ব্রাহ্মণ সাজিয়া তক্ষশিলায় এক ব্রাহ্মণাচার্য্যের গৃহে বিদ্যাভ্যাস করিতেছিল; কিন্তু একদিন অসাবধানতাবশতঃ চণ্ডালভাষায় কথা বলায় ধরা পড়িয়াছিল।

কুম্ভকার, তন্তুবায় ও নাপিত।

কুম্ভকার-শিল্পের হীনতাসম্বন্ধে জাতকে কোন উল্লেখ নাই। ভীমসেন-জাতকে (৮০) বোধিসত্ত্ব তন্তুবায়শিল্পকে "লামক কম্ম" বলিয়াছেন। শৃগাল-জাতকে (১৫২) বৈশালীর এক নাপিত আপনাকে 'হীনজাতি' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। গঙ্গমাল-জাতকে (৪২১) দেখা যায়, নাপিত গঙ্গমাল প্রত্যেকবুদ্ধ হইয়াও, রাজা উদয়কে নাম ধরিয়া ডাকিয়াছিল বলিয়া রাজমাতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং "হীন জচ্চো মলমজ্জনো নহাপিতপুত্তো" বলিয়া তাহাকে গালি দিয়াছিলেন। শৃগাল-জাতকে বর্ণিত নাপিতের এই সকল কাজ দেখা যায়;—সে রাজা, রাজার অন্তঃপুরচারিণী, রাজপুত্র ও রাজকন্যা-

* দৃষ্টমঙ্গলিক বা দৃষ্টমঙ্গলিকা প্রকৃত পক্ষে কোন নাম নহে। মহামঙ্গল-জাতকে (৪৫৩) দেখা যায়, যাহারা নিমিত্তের শুভাশুভ ফলে বিশ্বাস করে,তাহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্তঃ—দৃষ্টমঙ্গলিক, শ্রুতমঙ্গলিক ও মৃষ্টমঙ্গলিক, অর্থাৎ যাহারা দৃষ্ট পদার্থ হইতে শুভ আশা করে, যাহারা শ্রুত শব্দ হইতে শুভ আশা করে এবং যাহারা মৃষ্ট বা স্পৃষ্ট দ্রব্য হইতে শুভ আশা করে।

দিগের, কাহারও দাড়ি কামাইত, কাহারও চুল ছাঁটিত, কাহারও বেণী প্রস্তুত করিয়া দিত। 'নাপিত' শব্দটী স্না ধাতু হইতে উৎপন্ন। সংস্কৃত 'স্না', পালিতে 'নহা' (বাঙ্গালা নাওয়া)। ণিজন্ত করিলে ইহা হইতে 'নহাপিত' পদ সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ যে স্নান করায়। এখনও হিন্দু সমাজে বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যে স্নান করাইবার জন্য নাপিতের প্রয়োজন হয়; পশ্চিমাঞ্চলে 'নৌয়ারা' এখনও লোকের গায়ে তেল মাখায় ও হাত পা টিপিয়া দেয়।

এই প্রকরণের প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে জাতিভেদ গৃহীর পক্ষে; প্রব্রাজকদিগের মধ্যে জাতিবিচার ছিল না। পরবর্ত্তী প্রকরণে প্রব্রাজকদিগের কথা আলোচনা করা যাইতেছে।

(খ) প্রব্রাজক।

প্রব্রজ্যা।

ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ, এমন কি পুত্রকলত্রাদির মায়াবন্ধনচ্ছেদন প্রধানতঃ ভারতবর্ষেই দেখা যায়। যখন ধর্ম্মের জন্য প্রাণ কান্দিয়া উঠিত, তখন লোকে বিপুল ঐশ্বর্য্য, রাজসম্পৎ পর্য্যন্ত পরিহার করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রমে প্রবেশ করিত। চিরজীবন গৃহে থাকিলে ধর্ম্মার্জ্জনে ব্যাঘাত ঘটে, ঘৃতসংযোগে অগ্নির ন্যায় ভোগের সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বাসনা উত্তরোত্তর উদ্দীপিত হইয়া আত্মাকে অধোগামী করে, এই জন্যই শাস্ত্রকারেরা দ্বিজাতির, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগের, জন্য শেষজীবনে বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ্য আশ্রমের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।* জাতক-পাঠে প্রতীতি হয়, চতুরাশ্রমাবলম্বন-প্রথা কেবল ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে নহে, ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেও অত্যন্ত বলবতী ছিল। ইঁহাদের অনেকে ষোল বৎসর বয়স্ পর্য্যন্ত গৃহে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিতেন, তাহার পর বেদ, বেদাঙ্গ প্রভৃতির অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন। এই উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী গৃহস্থ হইতেন এবং দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ পরিশোধানন্তর গৃহত্যাগপূর্ব্বক বনে যাইতেন। বনমধ্যে আশ্রম নির্ম্মিত হইত, ঋষিরা কখনও একাকী, কখনও অনেকে এক সঙ্গে আশ্রমে থাকিতেন এবং তপস্যানিরত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা করিতেন। যাঁহারা ঋষিসমাজে প্রধান হইতেন, লোকে তাহাদিগকে কুলপতি বা "গণশাস্তা" বলিত। তাঁহারা উঞ্ছবৃত্তি ছিলেন এবং বন্য ফলমূলেই জীবনধারণ করিতেন। হিমালয় পর্ব্বতে গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানই আশ্রমনির্ম্মাণের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হইত।

নারীদিগের প্রব্রজ্যা।

নারীরাও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন [ন্যগ্রোধ-মৃগ (১২), অনুশোচীয় (৩২৮) কুম্ভকার (৪০৮), চুল্লবোধি (৪৪৩), হস্তিপাল (৫০৯), শোণনন্দ (৫৩২), শ্যাম (৫৪০)]। শোণ-নন্দ জাতকে কথিত আছে যে এক অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন ব্রাহ্মণদম্পতী পুত্রদ্বয়কে প্রব্রজ্যাগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া সমস্ত ধন বিতরণপূর্ব্বক নিজেরাও তাহাদের অনুগামী হইয়াছিলেন।

---

* সংস্কৃত সাহিত্যে ক্ষত্রিয়দিগেরও গৃহত্যাগ ও মুনিবৃত্তিগ্রহণের অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

কিয়ৎকাল বানপ্রস্থ ধর্ম্ম পালন করিবার পর ভিক্ষাবৃত্তিগ্রহণের প্রথা খা যায়, ঋষিরা "লবণ ও অম্লসেবনার্থ" পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতেন, এবং ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে বারাণসী প্রভৃতি নগরে উপনীত হইতেন। লোকালয় প্রব্রাজকের পক্ষে নিষিদ্ধ বলিয়া তাঁহারা এই সময়ে সচরাচর নগর বা গ্রামের বহিঃস্থ কোন উদ্যানে অবস্থিতি করিতেন। লোকের বিশ্বাস ছিল যে তপস্যা ও ধ্যানবলে ঋষিদিগের অনেক অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিত, তাঁহারা ঋদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া আকাশমার্গে যাতায়াত করিতে পারিতেন। কেহ কোন প্রত্যেক-বুদ্ধের প্রতি অবজ্ঞা দেখাইলে তাহার রক্ষা ছিল না, সে তৎক্ষণাৎ নিরয়গমন করিত [ধর্ম্মধ্বজ (২২০)]।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে অনেক সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভিক্ষুসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইলে সন্ন্যাসীদিগের সংখ্যা হঠাৎ আরও বৃদ্ধি হয়। গ্রীকদূত মিগাস্থিনিস্ সন্ন্যাসীদিগের সংখ্যাধিক্য দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ যে কয়েকটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত, Sophistai অর্থাৎ পণ্ডিত সম্প্রদায় তাহাদের অন্যতম। তিনি এই সম্প্রদায়কে আবার 'ব্রাহ্মণ' ও 'শ্রমণ' এই দুই শাখায় পৃথক্ করিয়া যথাক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

মিগাস্থিনিসের বিবরণীতে সন্ন্যাসীদিগের উল্লেখ।

পিতৃঋণ পরিশোধের পূর্ব্বে প্রব্রজ্যাগ্রহণ নিষিদ্ধ থাকিলেও সময়ে সময়ে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিত। কোন কোন ক্ষত্রিয় রাজকুমার যে অল্পবয়সেই গৃহত্যাগ করিতেন, পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও শিক্ষাসমাপ্তির পরেই প্রব্রজ্যাগ্রহণের বহু উদাহরণ দেখা যায় [সমৃদ্ধি (১৬৭), লোমশকাশ্যপ (৪৩৩), কৃষ্ণ (৪৪০), শোণনন্দ (৫৩২)]। বংশধরদিগের মধ্যে কেহ প্রব্রাজক হইলে বংশ পবিত্র হয়, এই বিশ্বাসে মাতা, পিতা ও অন্যান্য অভিভাবকেরা, আপত্তি করা দূরে থাকুক, বরং কোন কোন সময়ে উৎসাহ দিয়া বালকদিগকে গৃহত্যাগে প্রবর্ত্তিত করিতেন [চুল্লশ্রেষ্ঠী (৪), অশাতমন্ত্র (৬১), সংস্তব (১৬২)]। সিংহলদ্বীপের ভদ্রলোকদিগের মধ্যে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, বংশের একটী সন্তানকে ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রবেশ করাইতে পারিলে গৃহস্থ আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। প্রব্রজ্যাগ্রহণে পুণ্য হয় বলিয়া লোকে উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইলে সময়ে সময়ে মানত করিত যে তাহারা আরোগ্য লাভ করিলে প্রব্রাজক হইবে [কায়নির্ব্বিণ্ণ (২৯৩)]।

অল্পবয়সে প্রব্রজ্যাগ্রহণ।

আচার্য্যগৃহেও সময়ে সময়ে গুরুশিষ্যের মধ্যে প্রব্রজ্যা-সম্বন্ধে আলোচনা হইত। লাভগর্হ-জাতকে (২৮৭) দেখা যায় শিষ্য আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, লাভের উপায় কি? এবং আচার্য্য যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিয়াছিল

ত্যজি গৃহ, ভিক্ষাপাত্র করিয়া ধারণ
নিশ্চয় লইব আমি প্রব্রজ্যা-শরণ।
ভিক্ষাবৃত্তি করি খাব, তাও ভাল বলি;
অধর্ম্মের পথে যেন কভু নাহি চলি।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্যান্য জাতিও প্রব্রজ্যা লইতেন। কল্যাণ-ধর্ম্ম-জাতকের (১৭১) বোধিসত্ত্ব বারাণসী-শ্রেষ্ঠী ও বন্ধনাগার-জাতকের (২০১) বোধিসত্ত্ব একজন দরিদ্র গৃহপতি ছিলেন এবং ইঁহারা উভয়েই সংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। সুধাভোজন-জাতকের (৫৩৫) মৎসরিশ্রেষ্ঠী মহাবিভবসম্পন্ন হইয়াও প্রব্রজ্যা লইয়াছিলেন।

নীচজাতির প্রব্রজ্যা।

জাতকবর্ণিত প্রব্রাজকদিগের মধ্যে নীচজাতীয় লোকেরও অভাব নাই। কুদ্দালপণ্ডিত (৭০) ছিলেন পর্ণিক; মাতঙ্গ (৪৯৭), চিত্ত ও সম্ভূত (৪৯৮) ছিলেন চণ্ডাল এবং দুকূলক [শ্যাম (৫৪০)] ছিলেন নিষাদ।

(গ) রাজা।

রাজার অভিষেকে প্রজার অনুমোদন।

পুরাবৃত্তবিদেরা বলেন অতি প্রাচীনকালে রাজপদ বংশগত ছিল না; লোকে যাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করিত, সমাজরক্ষার জন্য তাঁহাকেই আপনাদের 'বিশ্‌পতি' বা 'বিশাম্পতি' রূপে নির্ব্বাচিত করিত। উলূক জাতকের (২৭০) অতীতবস্তুতে যে জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা এই মতেরই সমর্থন করে। তদনুসারে পৃথিবীর আদি রাজা "মহাসম্মত" অর্থাৎ যাঁহাকে সর্ব্বসাধারণে বরণ করিয়াছিল। উত্তর কালে রাজপদ বংশগত হইয়াছিল; রাজারা সময়ে সময়ে অত্যাচারও করিতেন; কিন্তু কি রামায়ণ ও মহাভারত, কি জাতকের আখ্যায়িকাবলী, হিন্দু, বৌদ্ধ, উভয় সম্প্রদায়ের সাহিত্যেই দেখা যায় নূতন রাজার অভিষেক-কালে প্রকৃতিপুঞ্জের, বিশেষতঃ অমাত্য প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের, অনুমোদন আবশ্যক হইত।* পাদাঞ্জলি (২৪৭) এবং গ্রামণীচণ্ড (২৫৭) জাতকে বর্ণিত আছে যে অমাত্যেরা অভিষেকের পূর্ব্বে রাজপুত্রদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাদাঞ্জলি এই পরীক্ষায় অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া অমাত্যেরা ভূতপূর্ব্ব রাজার অর্থধর্ম্মানুশাসককে রাজপদে বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজকুমার আদর্শমুখ শিশু হইলেও অসাধারণ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার অভিষেকে কাহারও আপত্তি হয় নাই।

---

* সগর রাজার মৃত্যু হইলে প্রজারাই অংশুমান্‌কে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিল (রামায়ণ, বাল, ৪২), দশরথ যখন রামকে যৌবরাজ্য দিবার সঙ্কল্প করেন, তখন তিনি "ব্রাহ্মণ, বলমুখ্য, পৌর ও জানপদবর্গের" মত লইয়াছিলেন (রামায়ণ, অযোধ্যা, ২)। দশরথের মৃত্যু হইলে "রাজকর্তৃগণ" সভাস্থ হইয়া তখনই ইক্ষ্বাকুবংশীয় যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন (রামায়ণ, অযোধ্যা, ৬৭)। মহাভারতেও দেখা যায়, যযাতি প্রজার অভিপ্রায় বিনা পুরুকে রাজ্য দান করিতে পারেন নাই। প্রজারা প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল যে জ্যেষ্ঠ যদু ও অন্যান্য অগ্রজ বিদ্যমান থাকিতে সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুরু রাজা হইতে পারেন না (মহাভারত, আদি, ৮৫), কিন্তু যযাতি পুরুর গুণ ও অন্যান্য পুত্রদিগের দোষ প্রদর্শন করিয়া এবং শুক্রাচার্য্যের বরের দোহাই দিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। প্রতীপের জ্যেষ্ঠপুত্র দেবাপি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ছিলেন বলিয়া প্রজারা তাঁহার রাজ্যাভিষেকে যে আপত্তি করিয়াছিল, প্রতীপ তাহা লঙ্ঘন করিতে পারেন নাই। (মহাভারত, উদ্যোগ, ১৩৬)

জাতকে রাজধর্ম।

ধার্ম্মিক রাজা দশবিধ সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত ছিলেন—দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, মার্দ্দব, তপঃ, অবিরোধন [দুর্মেধা (৫০), রাজাববাদ (১৫১), কুরুধর্ম্ম (২৭৬)]। যাঁহার এতগুলি গুণ থাকে, তাঁহার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার জন্য কোন বিধিব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু রাজচরিতে বিশ্বাস নাই, সময়বিশেষে কোন রাজা হয়ত রাজা মহাপিঙ্গলের ন্যায় "অতি অধর্ম্মচারী ও অন্যায়পরায়ণ হইতেন, নিয়ত ইচ্ছামত পাপকার্য্যে রত থাকিতেন, এবং লোকে যেমন ইক্ষুযন্ত্রে ইক্ষু পেষণ করে, সেইরূপ নানা অত্যাচারে প্রজাদিগকে পেষণ করিতেন—তাহাদিগের নিকট অতিমাত্রায় কর আদায় করিতেন, সামান্য অপরাধে লোকের জঙ্ঘাদি অঙ্গচ্ছেদন করিতেন, এবং তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেন" [মহাপিঙ্গল (২৪০)]। গণ্ডতিন্দুজাতকেও (৫২০) অধার্ম্মিক রাজা ও তাঁহার অধার্ম্মিক অমাত্য-দিগের অতি হৃদয়বিদারক অত্যাচারের কথা আছে।

রাজশক্তি সীমাবদ্ধ।

রাজশক্তির উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণেরও অনেক উপায় ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দেশ, * গুরু, পুরোহিত, আচার্য্য প্রভৃতির উপদেশ—রাজাদিগকে এ সমস্ত মানিয়া চলিতে হইত। তৈলপাত্র-জাতকে (৯৬) দেখা যায়, তক্ষশিলারাজ তাঁহার যক্ষিণী রাণীকে বলিয়াছিলেন,"ভদ্রে, সমস্ত রাজ্যের উপর আমার নিজেরই কোন প্রভুত্ব নাই; আমি সমস্ত প্রজার প্রভু নহি; যাহারা রাজদ্রোহী বা দুরাচার, আমি কেবল তাহাদিগেরই দণ্ডবিধান করিতে পারি।" কিন্তু সকল রাজা শাস্ত্রের নির্দেশ মানিয়া চলিতেন না, হিতৈষীর উপদেশেও কর্ণপাত করিতেন না। ইঁহাদিগকে কুমন্ত্রণা দিবার লোকেরও অভাব ছিল না; কাজেই প্রজারা সময়ে সময়ে উৎপীড়িত হইত। বুদ্ধদেবের সময়েই কৌশাম্বীরাজ উদয়ন এমন মদ্যাসক্ত ছিলেন যে একদা তিনি কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া নিরীহ স্থবির পিণ্ডোলভরদ্বাজকে যন্ত্রণা দিবার জন্য তাঁহার মস্তকে একটা তাম্রপিপীলিকার বাসা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন [মাতঙ্গ (৪৯৭)]। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ উৎকোচ পাইয়া অবিচার করিতেন; তাঁহাকে উপদেশ দিবার জন্য বুদ্ধদেব উৎকোচগ্রাহী ভৃগুরাজের সমুদ্রপ্লাবনে বিনাশের কথা বলিয়াছিলেন [ভৃগু (২১৩)]। জাতকের অতীত বস্তুতেও আমরা অর্থলোভী [তণ্ডুলনালী (৫)], মদ্যাসক্ত [ধর্ম্মধ্বজ (২২০), ক্ষান্তিবাদী (৩১৩), চুল্লধর্ম্মপাল (৩৫৮)], মিথ্যাবাদী [চেদি (৪২২)] প্রভৃতি অনেক অধার্ম্মিক রাজার পরিচয় পাই। মন্ত্রীদিগের সৎপরামর্শে কাহারও কাহারও চরিত্র সংশোধন হইত [তণ্ডুলনালী (৫), রথলট্ঠি (৩৩২), কুক্কু (৩৯৬)], কিন্তু কখনও কখনও সর্ষপই ভূতাবিষ্ট হইত, কোন দুষ্ট অমাত্য বা পুরোহিত, সদুপদেশ দেওয়া দূরে থাকুক, রাজাকে বরং অধর্ম্মের পথেই

* মনুসংহিতায় (৮।৩৩৬) অপরাধী রাজাকে দণ্ড দিবার ব্যবস্থা আছে। মনু বলেন, যে অপরাধে ইতর ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, সেই অপরাধে রাজা তাহার শতগুণ দণ্ড ভোগ করিবেন।

পরিচালিত করিতেন [ধর্ম্মধ্বজ (২২০), পাদকুশলমাণব (৪৩২)]। রাজার অত্যাচার নিতান্ত দুর্ব্বহ হইলে প্রজারা কখনও কখনও বিদ্রোহী হইত এবং তাঁহার প্রাণনাশ করিয়া নূতন রাজা নির্ব্বাচন করিত [সতংকিল (৭৩), মণিচোর (১৯৪), পাদকুশলমাণব (৪৩২)]। এ প্রসঙ্গে পাঠকেরা মৃচ্ছকটিক-বর্ণিত "পালক" রাজার কথা স্মরণ করিয়া দেখিবেন। * সতাংকিল ও পাদকুশলমাণব জাতকে অত্যাচারীদিগের প্রাণনাশের পর যাঁহারা রাজা হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ। ধার্ম্মিক রাজারা সময়ে সময়ে উত্তরকালীন বিক্রমাদিত্য ও হারুণ-উর-রসিদের ন্যায় ছদ্মবেশে প্রজার অবস্থা দেখিয়া বেড়াইতেন এবং প্রজারা তাঁহাদের চরিত্রসম্বন্ধে কিরূপ আলোচনা করে, স্বকর্ণে শুনিয়া তাহা বুঝিতে পারিতেন [রাজাববাদ (১৫১), নানাচ্ছন্দ (২৮৯)]। লোকের বিশ্বাস ছিল, যে ধার্ম্মিক রাজদর্শনে পুণ্য হয় [দূত (২৬০)], কিন্তু রাজা অধার্ম্মিক হইলে "অকালে অতিবৃষ্টি হয়, অথচ যথাকালে বর্ষণ হয় না, রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হাহাকার উঠে, লোকে দস্যুতস্করদিগের উপদ্রবে বিব্রত হইয়া পড়ে [মণিচোর (১৯৪), কুরুধর্ম্ম (২৭৬ ।]

প্রজাবিদ্রোহ। রাজদর্শনে পুণ্য।

রাজপদ শেষে বংশগত (কুলসন্তক) হইয়াছিল [তৈলপাত্র (৯৬), চুল্লপদ্ম (১৯৩) ইত্যাদি]। কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে শিক্ষাসমাপ্তির পর রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই পিতার জীবদ্দশায় 'উপরাজ' এবং দেহান্তে রাজা হইতেন [দুর্মেধো (৫০), তুষ (৩৩৮), কুল্মাষপিণ্ড (৪১৫)]। পুত্র না থাকিলে ভ্রাতাকেও 'উপরাজ' করিবার প্রথা ছিল [দেবধর্ম্ম (৬), অসদৃশ (১৮১), কামনীত (২২৮)]।† জাতকের উপরাজ এবং সংস্কৃত সাহিত্যের 'যুবরাজ' বোধ হয় এক।

রাজপদ বংশগত। উপরাজ।

রাজারা বহুবিবাহ করিতেন; কোন কোন রাজার যোড়শসহস্র পত্নীর উল্লেখ আছে [দশরথ (৫৬১), মহাপদ্ম (৪৭২), কুশ (৫৩১)]; ইঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধানা (অগ্রমহিষী) ও ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভবা, সাধারণতঃ তাঁহারই গর্ভজাতপুত্র রাজপদ পাইতেন। কিন্তু সময়বিশেষে অন্তঃপুরের ষড়্‌যন্ত্রে বা অন্যান্য কারণে এই নিয়মের যে ব্যতিক্রম না হইত তাহা নহে [দেবধর্ম্ম (৬), কাষ্ঠহারী (৭), দশরথ (৪৬১)]। বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়া সকল সময়ে অন্তঃপুরের বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইত না। মহাশীলবান্ (৫১), শ্রেয়ঃ (২৮২) প্রভৃতি জাতকে আমরা ভ্রষ্টা রাজপত্নীদিগকে দেখিতে পাই। রাজা অপুত্রক হইলে তাঁহার

রাজকুলে বহু[illegible]

* বর্দ্ধক-জাতকের (১১৮) বর্ত্তমানবস্তুতে বর্ণিত বধ্যভূমিতে নীয়মান শ্রেষ্ঠিপুত্রের আকস্মিক উদ্ধার এবং ঠিক সেই অবস্থায় ও সেই উপায়ে মৃচ্ছকটিক-নায়ক চারুদত্তের উদ্ধার স্মরণ করিলে অনুমান হয় যে শূদ্রক কবি জাতককারের নিকট কিয়ৎ পরিমাণে ঋণী ছিলেন।

† রাজার পুত্র না জন্মিলে প্রজারা কখনও কখনও বড় উদ্‌বিগ্ন হইত [সুরুচি (৪৮৯), কুশ (৫৩১)]। এ সম্বন্ধে কুশ-জাতকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা প্রজাদিগের অনুরোধে রাণীদিগকে অলঙ্কার পরাইয়া স্বচ্ছন্দবিহারের জন্য ছাড়িয়া দিতেন এবং এই উপায়ে কোন রাণীর গর্ভে যদি কোন পুত্র জন্মিত, তাহা হইলে তাহাকেই রাজপদ দেওয়া হইত। প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজেও ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করিবার প্রথা ছিল। কুশ জাতকের বৃত্তান্ত বোধ হয় তাহারই অতিরঞ্জন।

রাজকুলে মাতুলকন্যার বিবাহ।

জামাতাকেও রাজপদ দেওয়া হইত [মৃদুপাণি (২৬২), মহাজনক (৫৩৯)]। জাতকে এরূপ অবস্থায় রাজার ভাগিনেয়ের বা ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহের উল্লেখ আছে [অসিলক্ষণ (১২৬), মৃদুপাণি (২৬২), মহাজনক (৫৩৯)]। ইহাতে মনে হয়, 'অসপিণ্ডা তু যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ, সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে,' মনুর এই ব্যবস্থা রাজকুলে অবশ্যপ্রতিপাল্য বলিয়া গৃহীত হইত না। কেবল অপুত্রক রাজার কন্যার সম্বন্ধে নহে, অন্যত্রও এরূপ বিবাহ হইত। বিশ্বন্তর তাঁহার মাতুলকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধকিশূকর (২৮৩) এবং তক্ষকশূকরজাতকের (৪৯২) বর্ত্তমানবস্তুতে লিখিত আছে, অজাতশত্রুর সহিত তাঁহার মাতুলকন্যা বজ্রা দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। *

রমণীদিগের সিংহাসনপ্রাপ্তি।

উদয়জাতকে (৪৫৮) বর্ণিত আছে, রাজা উদয়ের সহিত তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল এবং তাঁহার মৃত্যু হইলে এই রমণীই রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। রাম যখন বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হন, তখন বসিষ্ঠ সীতাকেই সিংহাসনে বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু সীতা পতির অনুগমনে স্থিরপ্রতিজ্ঞা ছিলেন বলিয়া এই সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হয় (রামায়ণ, অযোধ্যা, ৩৭)। ইহাতে মনে হয় প্রাচীন ভারতবর্ষে রমণীরাও সময়ে সময়ে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন।

বংশান্তর হইতে রাজনির্ব্বাচন; পুষ্পরথ।

মৃতরাজা নির্ব্বংশ হইলে বংশান্তর হইতে রাজা নির্ব্বাচন করা হইত। কোন কোন জাতকে এ সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত প্রথা দেখা যায়। মৃতরাজার সৎকার সমাপ্ত হইলে পুরোহিত ভেরি বাজাইয়া ঘোষণা করিতেন, "আগামী কল্য নূতন রাজার অনুসন্ধানে 'পুষ্পরথ' প্রেরিত হইবে" [দরীমুখ (৩৭৮); ন্যগ্রোধ (৪৪৫), শোণক (৫২৯), মহাজনক (৫৩৯)]। পরদিন রাজধানী অলঙ্কৃত হইত, পুষ্পরথে চারিটী কুমুদশুভ্র তুরঙ্গ যোজিত হইত, রথের মধ্যে খড়্গ, ছত্র, উষ্ণীষ, পাদুকা ও চামর, এই পঞ্চরাজচিহ্ন স্থাপিত হইত; অনন্তর চতুরঙ্গিণী সেনাপরিবৃত হইয়া মহাবাদ্যধ্বনির সহিত রথ নগরের বাহিরে যাইত। বর্ণনার ভঙ্গীতে মনে হয় অশ্বগণ যেন ইচ্ছামতই ছুটিত এবং যেখানে রাজপদ পাইবার উপযুক্ত কোন সুলক্ষণ পুরুষ থাকিত সেখানে থামিত। পুষ্পরথবৃত্তান্ত প্রকৃত হইলে এইরূপ রাজনির্ব্বাচনে পুরোহিতেরই ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ তিনিই ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। ইহা যে সম্পূর্ণরূপে আখ্যায়িকাকারের কল্পনাপ্রসূত, এ অনুমানও অসঙ্গত নহে। ক্ষত্রিয় না হইলেও যে লোকে রাজপদ পাইতে পারিত,

ক্ষত্রিয়েতর বর্ণের রাজ্যপ্রাপ্তি।

---

* কেহ কেহ বলেন অজাতশত্রু প্রসেনজিতের ভগিনীর সপত্নীপুত্র—এক লিচ্ছবিরাজকন্যার গর্ভজাত। কিন্তু পালি সাহিত্যে তিনি কোশলরাজকন্যার গর্ভজাত বলিয়াই বর্ণিত।

মাতুলকন্যাকে বিবাহ করিবার আরও অনেক উদাহরণ আছে। যশোধরা বুদ্ধদেবের এক পক্ষে মাতুলকন্যা, অন্যপক্ষে পিতৃস্বসৃসুতা। মহামায়ার সহিত শুদ্ধোদনেরও এইরূপ একাধিক নিকট সম্বন্ধ ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে পুরাকালে হিন্দুসমাজে খুড়তত, জেঠতত, পিসতত ও মামাত ভাই ভগিনীর বিবাহ দোষাবহ ছিল না। উদয়জাতকে (৪৫৮) বৈমাত্রেয় ভগিনীকে এবং দশরথজাতকে (৪৬১) সহোদরাকে বিবাহ করিবার কথা আছে; [illegible] বোধ হয় সমাজের অতি প্রাচীন অবস্থার স্মৃতিমূলক। ঐতিহাসিক সময়ে সহো[illegible] কন্যার প্রথা কেবল মিশরদেশের গ্রীক্ রাজাদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল।

এ প্রথায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ন্যগ্রোধ-জাতকে যে ব্যক্তি রাজা হইয়াছিলেন, তিনি এক অজ্ঞাতকুলা দুঃখিনী রমণীর শরণিনিক্ষিপ্ত পুত্র। পূর্ব্বে সত্যংকিল ও পাদকুশলমাণব জাতকবর্ণিত দুই জন ব্রাহ্মণের রাজ্যপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। ঐতিহাসিক প্রসঙ্গেও আমরা শূদ্রকুলজাত নন্দ এবং ব্রাহ্মণকুলজাত কাণ্বদিগের রাজ্যপ্রাপ্তি দেখিতে পাই।

অত্যাচারী রাজপুত্রদিগের নির্ব্বাসন।

এ দেশের প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায়, কোন কোন রাজপুত্র রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইতেন। নির্ব্বাসনের একটী কারণ ছিল তাঁহাদের চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা। রাঢরাজ সিংহবাহুর পুত্র বিজয়ের নির্ব্বাসন পুরাবৃত্তপাঠকের সুবিদিত। সূর্য্যবংশীয় সগররাজার পুত্র অসমঞ্জ নগরবাসীদিগের সন্তানগুলি সরযূর জলে ফেলিয়া দিয়া মজা দেখিতেন। ইহাতে নগরবাসীরা ক্রুদ্ধ হইয়া সগরকে বলিয়াছিল, "মহারাজ, হয় আমাদিগকে, নয় অসমঞ্জকে, রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিন।" সগর প্রজাদিগকে তুষ্ট করিবার জন্য অসমঞ্জকে তদ্দণ্ডে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন; পাছে তিনি যাইতে বিলম্ব করেন, এই আশঙ্কায় সগর নিজেই রথ আনাইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার ভার্য্যাকে তুলিয়া দিয়াছিলেন; নির্ব্বাসিত রাজকুমার কন্দমূলাদি সংগ্রহের নিমিত্ত কেবল একখানি কোদালি ও একটা ঝুড়ি সঙ্গে লইতে পারিয়াছিলেন, তিনি এতদ্ভিন্ন অন্য কোন পাথেয় পান নাই (রামায়ণ, অযোধ্যা, ৩৬; মহাভারত, বন, ১০৭)। জাতকেও অত্যাচারী রাজপুত্রের নির্ব্বাসনের কথা আছে [দদ্দর (৩০৪)]। সত্যংকিল-জাতকে (৭৩) দেখা যায়, প্রজারা এক দুষ্ট রাজকুমারকে গোপনে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রাজকুমার বিশ্বন্তর অতিদানে রাজভাণ্ডার শূন্য করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রজারা এত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল যে তাহারা রাজাকে বলিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করাইয়াছিল [বিশ্বন্তর (৫৪৭)।]

রাজকুলে পিতৃদ্রোহ।

নির্ব্বাসনের আর একটী কারণ ছিল রাজপুত্রদিগের পিতৃদ্রোহ। সংস্কৃত, পালি, উভয় সাহিত্য হইতেই বুঝা যায়, রাজাদিগকে গৃহশত্রুর ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। গৃহশত্রুর মধ্যে মহিষী ও পুত্রেরাই প্রধান ছিলেন। মহিষী দুষ্টা হইলে সময়ে সময়ে যে রাজার উপাংশুহত্যা হইত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে, মেধাতিথিও মনুর ৭ম অধ্যায়ের ১৫৩ম শ্লোকের ভাষ্যে এই কথারই সমর্থন করিয়াছেন।* পরন্তপজাতকে (৪১৬) অসতী মহিষীর চক্রান্তে এক সিংহাসনচ্যুত রাজার উপাংশু হত্যার কথা আছে; ইহা ছাড়া অন্য কোন জাতকে মহিষীকর্তৃক রাজার প্রাণনাশের উল্লেখ নাই। কিন্তু রাজকুমারেরা যে সময়ে সময়ে সিংহাসনলাভের জন্য পিতৃহত্যা করিতেন, তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। অজাতশত্রু-কর্তৃক বিম্বিসারের নিধন [সঞ্জীব (১৫০)] এবং বিরূঢ়ককর্তৃক

* দেবীগৃহে লীনো হি ভ্রাতা ভদ্রসেনং জঘান। লাজান্মধুনেতি বিষেণ পর্য্যস্য দেবী কাশীরাজম্। বিষদিগ্ধেন নূপুরেণাবন্ত্যং মেখলামণিনা সৌবীরং জালূথমাদর্শেন বেণ্যাং গূঢ়ং শস্ত্রং কৃত্বা দেবী বিদূরথং জঘান [অর্থশাস্ত্র, ৪১ পৃঃ]। ৬

প্রসেনজিতের সিংহাসনচ্যুতি [ভদ্রশাল (৪৬৫)] ঐতিহাসিক সত্য। সংকৃত্য-জাতকের (৫৩০) অতীত বস্তুতে যে রাজকুমারের কথা আছে, তিনিও পিতৃহত্যা করিয়া রাজপদ লাভ করিয়াছিলেন। তুষ-জাতকে (৩৩৮) এবং মূষিক-জাতকে (৩৭৩) দেখা যায়, রাজপুত্রেরা পিতার উপাংশু হত্যার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই সকল কারণে রাজারা আত্মরক্ষার জন্য পুত্রদিগকে সময়ে সময়ে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতেন [চুল্লপদ্ম (১৯৩), অসিতাভূ (২৩৪) ইত্যাদি]। † কোন কোন উপরাজেরও এই সন্দেহে নির্ব্বাসন হইত [অসদৃশ (১৮১), সুত্যজ (৩২০), ভূরিদত্ত (৫৪৩)]। পরন্তপ-জাতকে (৪১৬) দেখা যায় এক রাজা তাঁহার পুত্রকে ঔপরাজ্য দিয়া শেষে তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কুলতন্ত্র শাসনপ্রণালী।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে অনেক প্রদেশেই রাজতন্ত্রশাসন ছিল বটে; কিন্তু কোথাও কোথাও কুলতন্ত্রশাসনও (oligarchy) প্রচলিত দেখা যায়। কুলতন্ত্র-শাসনে এবং সাধারণতন্ত্র (গণতন্ত্র) শাসনে পার্থক্য আছে। সাধারণতন্ত্রে জনসাধারণে যে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্টকালের জন্য প্রধান শাসনকর্ত্তার পদে নির্ব্বা-

---

† কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজপুত্ররক্ষণ প্রকরণে যে সকল ব্যবস্থার উল্লেখ দেখা যায়, সেগুলি পাঠ করিলে মনে হয় জাতকের কথা অতিরঞ্জিত নহে, এবং পিতৃদ্রোহ কেবল মোগলদিগের মধ্যে নহে, প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজকুলসমূহেও, নিতান্ত বিরল ছিল না। কৌটিল্য বলেন, "জন্মপ্রভৃতি রাজপুত্রান্ রক্ষেৎ, কর্কটসধর্মাণো হি জনকভক্ষা রাজপুত্রাঃ"—রাজপুত্রদিগকে জন্মাবধি রক্ষা করিতে হইবে, কারণ তাঁহারা কর্কটের ন্যায় পিতৃহন্তা। এইজন্য ভরদ্বাজ ব্যবস্থা দিয়াছেন, "তেষামজাতস্নেহে পিতরি উপাংশুদণ্ডঃ শ্রেয়ান্"-অর্থাৎ পিতার মনে স্নেহ সঞ্জাত হইবার পূর্ব্বেই রাজপুত্রদিগকে গুপ্তভাবে নিহত করা বিধেয়। কিন্তু বিশালাক্ষ ইহাতে আপত্তি করিয়াছেন, তিনি বলেন, এ অতি নিষ্ঠুর ব্যবস্থা এবং ইহাতে ক্ষত্রিয়দিগের কুলক্ষয় ঘটে। ইহা না করিয়া রাজপুত্রদিগকে একস্থানে আবদ্ধ রাখা ভাল। পরাশর বলেন, ইহাও সমীচীন নহে, এ যেন ঘরে সাপ পুষিয়া রাখা। ইহার পরিবর্ত্তে রাজকুমারদিগকে কোন প্রত্যন্ত দুর্গের মধ্যে রক্ষিপরিবৃত করিয়া রাখা যাইতে পারে। পিশুন ইহাতেও আপত্তি করেন, তিনি বলেন, এ হইবে যেন মেষপালের মধ্যে বৃক পুষিয়া রাখা, কারণ অবরুদ্ধ রাজকুমার অনায়াসে রক্ষীদিগের সহিত সখ্যস্থাপন করিয়া পিতার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিতে পারেন; অতএব তাঁহাকে কোন সামন্তরাজার অধিকারস্থ দুর্গে রাখা উচিত। কৌণপদন্তের মতে ইহাও যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ ইহা করিলে সামন্তরাজ অবরুদ্ধ কুমারকে বৎসরূপে প্রয়োগ করিয়া তাঁহার পিতার সর্ব্বস্ব দোহন করিতে পারেন। অতএব কুমারদিগকে মাতৃবন্ধুগণের তত্ত্বাবধানে রাখা ভাল। কিন্তু এ ব্যবস্থাও বাতব্যাধির (উদ্ধবের) মনঃপূত হয় নাই। তিনি বলেন, রাজপুত্রদিগকে অশিক্ষিত ও বিলাসপরায়ণ করা ভাল, কারণ এরূপ পুত্র কখনও পিতৃদ্রোহী হয় না। কৌটিল্য এরূপ কূটনীতির অনুমোদন করেন না; তিনি বলেন, ইহা ত জীবন্মরণম্। রাজপুত্রেরা বিলাসী হইলে ঘুণজগ্ধ কাষ্ঠের ন্যায় রাজকুলের বিনাশ অপরিহার্য্য। ইহা না করিয়া কুমারদিগের দশবিধ সংস্কার যথাশাস্ত্র সম্পাদিত করিতে হইবে এবং যাহাতে তাহাদের পাপে বিরাগ ও পুণ্যে অনুরাগ জন্মে, উপযুক্ত শিক্ষক রাখিয়া তাহার ব্যবস্থা করিলে সুফল পাওয়া যাইবে।

ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহের পরেই তাঁহাদের মাতুল যুধাজিৎ তাঁহাদিগকে কেকয়রাজ্যে লইয়া যান (রামায়ণ, আদি)। ইহার ১২ বৎসর পরে রামের যৌবরাজ্যে অভিষেকের আয়োজন; কিন্তু এমন উৎসবের সময়েও তাঁহাদিগকে অযোধ্যায় আনয়ন করিবার কথা উঠে নাই। যখন রামের নির্ব্বাসন হইল এবং দশরথ দেহত্যাগ করিলেন, তখনই অমাত্যেরা ভরতকে অযোধ্যায় আনাইলেন। ভরত শত্রুঘ্নের মাতুলালয়ে এই সুদীর্ঘ প্রবাস কি কৌণপদন্তের নীতিমূলক?

মৌর্য্যরাজদিগের সময়েও রাজাদিগকে অন্তঃপুরের ষড়্যন্ত্রে নিয়ত ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। মেগাস্থিনিস্ বলেন যে চন্দ্রগুপ্ত উপাংশুহত্যার ভয়ে কখনও এক শয়নকক্ষে উপর্য্যুপরি দুই রাত্রি যাপন করিতেন না।

চন করে, কুলতন্ত্রশাসনে কোন কোন নির্দ্দিষ্টকুলজাত বহুলোকে সমবেত হইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। যে সকল প্রদেশে কুলতন্ত্রশাসন প্রচলিত ছিল, তন্মধ্যে বৈশালী প্রধান। লিচ্ছবিবংশীয় সাতহাজার সাতশত সাতজন ক্ষত্রিয় এই প্রদেশের শাসন কবিতেন। ইঁহাদের সকলেরই উপাধি ছিল 'রাজা'। [একপর্ণ (১৪৯), চুল্লকলিঙ্গ (৩০১)]। ভদ্রশালজাতকে (৪৬৫) ইঁহাদিগকে "গণবাজ" বলা হইয়াছে। ইঁহারা নিতান্ত সাক্ষিগোপাল ছিলেন না; সময়ে সময়ে মতভেদ ঘটিলে সভাগৃহে বেশ তর্কবিতর্ক উঠিত এবং শেষে অধিকাংশেব মত লইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। এই নিমিত্তই জাতককাব বৈশালীরাজদিগকে 'পটিপুচ্ছাবিতক্ক' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। লিচ্ছবিরা যতদিন মিলিয়া মিশিয়া চলিয়াছিলেন, ততদিন অজাতশত্রু তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারেন নাই; কিন্তু শেষে তাঁহারা একতাভ্রষ্ট হইয়া স্বাধীনতা হারাইয়াছিলেন।

বৈশালী ভিন্ন আরও কোন কোন অঞ্চলে কুলতন্ত্রশাসন প্রবর্ত্তিত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে কাম্বোজ ও সুরাষ্ট্রদেশীয় ক্ষত্রিয়শ্রেণীদ্বয় "বার্ত্তা-শস্ত্রোপজীবী" এবং লিচ্ছবি, বৃজি, মল্ল, মদ্র, কুকুর, কুরু ও পাঞ্চাল, এই সকল ক্ষত্রিয়শ্রেণী "রাজশব্দোবজীবী" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, তাঁহাব সময়ে শেষোক্ত শ্রেণীসমূহের কেহই জাত্যভিমানবশতঃ কৃষিকর্ম্মাদি করিতেন না; সকলেই রাজোপাধি গ্রহণ করিয়া রাজস্বলব্ধ অর্থে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। * কপিলবস্তুর শাক্যদিগের শাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল নিশ্চয় বলা যায় না, বুদ্ধের আবির্ভাবকালে শুদ্ধোদন তাঁহাদের রাজা ছিলেন বলিয়া দেখা যায়; কিন্তু শুদ্ধোদনই যে কপিলবস্তুর একাধীশ্বর ছিলেন, এরূপ নাও হইতে পারে। প্রসেনজিৎ যখন একজন শাক্যকুমারী চাহিয়া পাঠান [ভদ্রশাল (৪৬৫)], তখন কর্ত্তব্যাবধারণের জন্য সমস্ত প্রধান শাক্যই সমবেত হইয়াছিলেন। বিরূঢকের অভ্যর্থনার জন্যও তাঁহাদের সকলকেই সংস্থাগারে সমবেত দেখা যায়। মহানামাব কন্যা বাসভক্ষত্রিয়াকে বুদ্ধদেব রাজকন্যা বলিয়াই পবিচিত করাইয়াছিলেন। বোহিণীর জল লইয়া শাক্য ও কোলীয়দিগের মধ্যে বিবাদ হইলে, অমাত্যেরা গিয়া "রাজকুলদিগকে" এই সংবাদ দিয়াছিলেন। বুদ্ধ যখন এই কলহ মিটাইতে গিয়াছিলেন, তখন যাঁহাবা উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের সকলেই 'রাজা' নামে বর্ণিত হইয়াছেন এবং বুদ্ধ তাঁহাদিগকে "মহারাজ" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন [কুণাল (৫৩৬)]। ইহাতে মনে হয়, ভদ্রশাল-জাতকে যেমন একজন মহালিচ্ছবিব উল্লেখ আছে, শুদ্ধোদনও সেইরূপ মহাশাক্য অর্থাৎ শাক্যকুলের প্রধান কিংবা সভাপতি-স্থানীয় ছিলেন। সত্য বটে, শাক্যেবা কোশলপতির সামন্ত (আজ্ঞাপ্রবৃত্তিস্থ) রূপে বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় সাধারণতঃ স্বাতন্ত্র্যই ভোগ করিতেন। ভদ্রশাল-জাতকেই দেখা যায়, একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষদ্বাবা কোশল

---

* এই প্রসঙ্গে ।৶০ পৃষ্ঠবর্ণিত 'রাজন্' শব্দের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

ও কপিলবস্তুর সাধারণ সীমা নির্দিষ্ট ছিল। তবে যে শাক্যেরা প্রসেনজিতের আদেশে বাসভক্ষত্রিয়াকে মহানামার ধর্ম্মপত্নীগর্ভসম্ভূত কন্যা সাজাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা কেবল প্রবল প্রতিবেশীর মনস্তুষ্টির জন্য।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে কুলতন্ত্রশাসন প্রচলিত ছিল। পরে প্রদর্শিত হইবে যে, পল্লীবাসীরাও অনেক বিষয়ে স্ব স্ব পল্লীর শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এই সমস্ত দেখিয়াই বোধ হয় গ্রীক্ দূত মিগাস্থিনিস্ মনে করিয়াছিলেন যে, প্রাচীন গ্রীসের ন্যায় প্রাচীন ভারতবর্ষেরও অনেক স্থানে শাসনপ্রণালী সাধারণতন্ত্র ছিল।

(ঘ) রাজকর।

রাজকর-সম্বন্ধে জাতকে কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার উল্লেখ নাই। কোন কোন জাতকে দেখা যায়, রাজা ইচ্ছামত করবৃদ্ধি করিতেন [মহাশ্বরোহ (৩২০)]। লোকে যে সময়-বিশেষে নগদ টাকা না দিয়া উৎপন্ন শস্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ রাজকরস্বরূপ দিত, কুরুধর্ম্ম জাতকে (২৭৬) তাহার উল্লেখ আছে। যে কর্ম্মচারী রাজার পক্ষ হইতে এই শস্য মাপিয়া লইতেন, তাঁহার উপাধি ছিল দ্রোণমাপক। কুলায়ক জাতকে (৩১) মাদক দ্রব্যের উপর শুল্কগ্রহণের কথা আছে। সম্ভবতঃ উহা রাজারই প্রাপ্য ছিল, তবে গ্রামভোজক নামক কর্ম্মচারী উহার কিয়দংশ আত্মসাৎ করিতেন, ইহা বেশ বুঝা যায়। অস্বামিক ধন রাজার প্রাপ্য ছিল [তৈলপাত্র (৯৬), নদীয়ক (৩৯০), হস্তিপাল (৫০৯)]। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও লোকে শুল্কসংগ্রহকারীদিগকে যমদূতের ন্যায় ভয় করিত। গর্গজাতকে (১৫৫) কথিত আছে যে একটা যক্ষের চরিত্র সংশোধন হইলে রাজা তাহাকে শুল্কসংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

(ঙ) রাজকর্ম্মচারী।

জাতকে পুরোহিত, অর্থধর্ম্মানুশাসক, সর্ব্বার্থচিন্তক, সর্ব্বকৃত্যকার, বিনিশ্চয়ামাত্য, অর্ঘকার, সেনাপতি, ভাণ্ডাগারিক, ছত্রগ্রহ, অসিগ্রহ, রজ্জুক (surveyor), শ্রেষ্ঠী (banker or treasurer), দ্রোণমাতা, (measurer of corn), হিরণ্যক (খাজাঞ্চী বা পোদ্দার), সারথি, দৌবারিক, হস্তিমঙ্গলকারক, গজাচার্য্য, গ্রামভোজক, বলিপ্রতিগ্রাহক (শুল্কসংগ্রাহক), নগর-গুপ্তিক, রাজবৈদ্য, প্রভৃতি বহু রাজকর্ম্মচারীর নাম আছে [তণ্ডুলনালী, (৫), তীর্থ (২৫), সুহনু (১৫৮), কূটবাণিজ (২১৮), কুরুধর্ম্ম (২৭৬), কর্ণবের (৩১৮) ইত্যাদি]। ইঁহাদের মধ্যে গ্রামভোজক, বলিপ্রতিগ্রাহক, গন্ধর্ব্ব ও নগরগুপ্তিক ব্যতীত প্রায় অন্য সকলেই অমাত্য নামে অভিহিত। সারথি ও দৌবারিকের অমাত্য-পদবি কিছু বিস্ময়ের কথা; কিন্তু বোধ হয় প্রাচীনকালে বিচক্ষণ লোকেরাই এই দুই পদে নিযুক্ত হইতেন। সংস্কৃত সাহিত্যে 'কঞ্চুকী' নামধেয় যে অন্তঃপুরচর কর্ম্মচারীর কথা আছে, তিনি ত ব্রাহ্মণই ছিলেন। সারথিরাও বর্ত্তমান কালের কোচম্যানের ন্যায়

সামান্য ভৃত্য ছিলেন না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জ্জুনের সারথি হইয়াছিলেন, দশরথও সারথি সুমন্ত্রকে বন্ধুর ন্যায় সম্মান করিতেন। যুদ্ধকালে সারথির নৈপুণ্যের উপরেই রাজার জীবন মরণ নির্ভর করিত, কাজেই তিনি কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইতেন।

পুরোহিত। পুরোহিত ব্রাহ্মণ। অর্থধর্ম্মানুশাসক, সর্ব্বার্থচিন্তক, সর্ব্বকৃত্যকার ও বিনিশ্চয়ামাত্য, ইঁহারাও সাধারণতঃ ব্রাহ্মণজাতীয় ছিলেন। রাজসংসারে পুরোহিতের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। ক্ষত্রিয়েরা জাত্যভিমানী হইলেও পুরোহিতের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া পারিতেন না। রাজা দুঃস্বপ্ন দেখিলে পুরোহিত শান্তিস্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা করিতেন [মহাস্বপ্ন (৭৭), রাজ্যে দুর্নিমিত্ত দেখা দিলে পুরোহিত তাহার প্রতিকার করিতেন [লৌহকুম্ভি (৩১৪)], গর্ভাধানাদি সংস্কার পুরোহিতের দ্বারাই সম্পাদিত হইত; রাজার অভিষেকের ও সৎকারের সময়েও পুরোহিত না হইলে চলিত না, একটা হস্তীকে রাজার বাহক-রূপে নির্দিষ্ট করিতে হইবে, তাহার জন্যও পুরোহিত আবশ্যক হইত [সুসীম (১৬৩)]; গ্রহসংস্থান দেখিয়া বা অঙ্গলক্ষণ পাঠ করিয়া শুভাশুভ গণনা করিবার ক্ষমতাও ছিল পুরোহিতের হাতে। ফলতঃ রাজার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের জন্য যে কোন দৈবকার্য্য অনুষ্ঠিত হইত, তাহাতেই পুরোহিতের সর্ব্বতোমুখী কর্ত্তৃত্ব ছিল। তিনি একাধারে গুরু, পুরোহিত ও আচার্য্য। রাজা অনেক সময়ে তাঁহাকে আচার্য্য নামেই সম্বোধন করিতেন [কুরুধর্ম্ম (২৭৬), শরভমৃগ (৪৮৩), শরভঙ্গ (৫২২)]। তিলমুষ্টি-জাতকে (২৫২) দেখা যায়, যিনি পূর্ব্বে রাজার আচার্য্য ছিলেন, তিনি শেষে তাঁহার পুরোহিত-পদে বৃত হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। শবক-জাতকে (৩০৯) বারাণসী-রাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও পুরোহিতের নিকট বেদ (মন্ত্র) শিক্ষা করিতেন।

পুরোহিতের পদ সাধারণতঃ বংশগত ছিল [বন্ধনমোক্ষ (১২০), সুসীম (১৬৩), সুসীম (৪১১), চেদি (৪২২)]। কাজেই রাজবংশের সহিত পুরোহিত-বংশের কুলক্রমাগত প্রীতির বন্ধন থাকিত। রাজা ও পুরোহিত সমবয়স্ক হইলে তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিত। সম্ব-জাতকে (৩১০) দেখা যায়, রাজপুত্র ও পুরোহিতপুত্র রাজসংসারে সমান আদরে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, বয়ঃপ্রাপ্তির পর একসঙ্গে লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, রাজপুত্র ঔপরাজ্যলাভ করিবার পরেও পুরোহিত-পুত্রের সহিত এক সঙ্গে আহার করিতেন এবং এক শয্যায় শয়ন করিতেন। অন্ধভূত-জাতকে (৬২) কথিত আছে, রাজা ও পুরোহিত এক সঙ্গে দ্যূতক্রীড়া করিতেন। রাজা গজারোহণে নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলে পুরোহিত অনেক সময়ে তাঁহার পশ্চাতে বসিয়া থাকিতেন। অধিকন্তু রাজবংশের নিক্ষিপ্তধন কোথায় লুক্কায়িত থাকিত, পুরোহিতেরাই বোধ হয় তাহা জানিতেন [বন্ধনমোক্ষ (১২০)]। রাজা পুরোহিতকে নানা সময়ে গোহিরণ্যাদি দান করিতেন [কুরুধর্ম্ম (২৭৬), নানাচ্ছন্দ (২৮৯), সুসীম (১৬৩)]। কোন কোন

জাতকে পুরোহিতদিগের ব্রহ্মোত্তরেরও (ভোগগ্রামের) উল্লেখ দেখা যায় [বর্থলট্ঠি (৩৩২), হস্তিপাল (৫০৯)]।

রাজকুলে এতদূর প্রতিপত্তি থাকিলে সকল সময়ে লোভ সংবরণ করা কঠিন। এইজন্য আমরা দুষ্ট পুরোহিতেরও উল্লেখ দেখিতে পাই। পাদকুশল-মাণব জাতকে (৪৩২) দেখা যায়, প্রজাপীড়নে পুরোহিতই রাজার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। পুরোহিত অর্থলালসায় রাজার অর্থ-ধর্ম্মানুশাসকের পদও গ্রহণ করিতেন [খণ্ডহাল (৫৪২)] এবং উৎকোচ-লাভের জন্য বিচারকার্য্যে হাত দিতেন। কিংছন্দ-জাতকের (৫১১) পুরোহিত পৃষ্ঠমাংসাদ, উৎকোচগ্রাহক ও অবিচারক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; খণ্ডহাল জাতকের পুরোহিত উৎকোচ পাইয়া অবিচার করিতেন, রাজকুমার চন্দ্র তাঁহার অসাধুতা প্রতিপন্ন করিলে তিনি প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া চন্দ্রের ও অপর রাজপুত্রদিগের প্রাণনাশের আয়োজন করিয়াছিলেন,—রাজাকে বুঝাইয়াছিলেন যে পুত্রবধ করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিলে তিনি স্বর্গলাভ করিবেন। কিন্তু তাঁহার এই চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়াছিল এবং তিনি নিজেই নিহত হইয়াছিলেন। সুখের বিষয় এই যে, এরূপ অসাধু পুরোহিত কদাচিৎ দেখা যাইত, জাতকবর্ণিত অনেক পুরোহিতই রাজাদিগকে সুমন্ত্রণা দিতেন এবং সৎপথে চালাইতেন।

শ্রেষ্ঠী।

গৃহপতি-প্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠীদিগের কথা বলা হইয়াছে। ইঁহাদের কেহ কেহ উত্তরকালীন 'জগৎশেঠের' ন্যায় রাজকীয় ধনাধ্যক্ষ (banker) হইতেন। জাতকের কোন কোন আখ্যায়িকায় রাজকীয় শ্রেষ্ঠীদিগের উপাধির পূর্ব্বে রাজধানীর নাম সংযুক্ত দেখা যায়, যেমন রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠী, বারাণসী-শ্রেষ্ঠী [চুল্ল-শ্রেষ্ঠী (৪), পীঠ (৩৩৭), ন্যগ্রোধ (৪৪৫)] *. শ্রেষ্ঠিস্থান অর্থাৎ শ্রেষ্ঠীর পদ সাধারণতঃ কুলক্রমাগত ছিল। চুল্ল-শ্রেষ্ঠী জাতকে দেখা যায়, বারাণসীশ্রেষ্ঠীর পুত্র ছিল না বলিয়া তাঁহার জামাতাই শেষে শ্রেষ্ঠিস্থান লাভ করিয়াছিলেন।

রাজকীয় শ্রেষ্ঠীদিগকে কি কি কাজ করিতে হইত, তাহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহারা রাজ্যের আয়ব্যয়-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েই রাজার সাহায্য করিতেন, কোষে অর্থের অভাব হইলে রাজাকে ঋণও দিতেন। তাঁহাদিগকে রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতে হইত [পূর্ণপাত্রী (৫৩), ইল্লীশ (৭৮), পীঠ (৩৩৭), মদীয়ক (৩৯০)]। কেহ কেহ প্রতিদিন দুই তিনবারও রাজদর্শনে যাইতেন [অস্থান (৪২৫)]। তাহাদের এক এক জন সহকারী থাকিতেন। সহকারীর উপাধি ছিল 'অনুশ্রেষ্ঠী' [সুধাভোজন (৫৩৫)]। কল্যাণধর্ম্ম-জাতকে (১৭১) দেখা যায়, শ্রেষ্ঠীরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিলে রাজার অনুমতি লইতেন।

---

* জাতকে 'জনপদ শ্রেষ্ঠী' প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইঁহারা রাজকীয় শ্রেষ্ঠী ছিলেন না, জনপদে বা প্রত্যন্ত প্রদেশে থাকিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন।

গ্রামভোজক। অন্যান্য রাজকর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই। কেবল গ্রামভোজকের সহিত একটু পরিচয় আবশ্যক; কারণ প্রাচীন পল্লীসমিতিগুলির সহিত এই কর্ম্মচারীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। ইনি মনুবর্ণিত 'মণ্ডল'স্থানীয়। গ্রামভোজকেরা রাজার আদেশে নিযুক্ত হইতেন, রাজকর সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেন, সামান্য সামান্য বিবাদের বিচার করিতেন, অপরাধীর অর্থদণ্ড হইলে তাহার অন্ততঃ কিয়দংশ নিজেরা পাইতেন, মাদক দ্রব্যের উপর যে শুল্ক আদায় হইত, তাহারও ভাগ লইতেন [কুলায়ক (৩১)]। ইঁহারা শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী ছিলেন এবং দস্যুতস্করাদির উপদ্রবনিবারণের ব্যবস্থা করিতেন। উৎকট অপরাধীদিগের বিচার রাজধানীতে হইত, গ্রামভোজকেরা তাহাদিগকে রাজার নিকট চালান দিতেন। রাজধানী হইতে দূরবর্ত্তী অঞ্চলের গ্রামভোজকেরা অত্যাচার করিবার সুবিধা পাইতেন, এবং দস্যু দমন করা দূরে থাকুক, সময়ে সময়ে বরং তাহাদের সহায়তাই করিতেন [খরস্বর (৭৯)]। তাঁহাদের আরও কোন কোন অত্যাচারের কথা শুনা যায় [গৃহপতি (১৯৯)]। কিন্তু গ্রামের শাসন-সম্বন্ধে গ্রামবাসীদিগেরও কতক ক্ষমতা ছিল। পানীয়-জাতকে (৪৫৯) দেখা যায়, দুইজন গ্রামভোজক প্রাণিহত্যা ও সুরাপান নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে গ্রামবাসীদিগের আপত্তিবশতঃ তাঁহাদিগকে সেই আদেশ প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল। কোন গ্রামভোজক নিতান্ত অত্যাচারী হইলে রাজা তাঁহাকে পদচ্যুত করিতেন। জাতকের নগরগুপ্তিক সম্ভবতঃ চণ্ডালজাতীয়।

রাজকর্ম্মচারীদিগের কথা বলা হইল। দেখা গেল যে বর্ত্তমানকালের ন্যায় তখনও অবিচার ও অত্যাচার যে একেবারে হইত না এমন নহে। তখনও কর্ম্মচারীরা উৎকোচ লইতেন, অবিচার করিতেন এবং শান্তিরক্ষকেরা অপরাধী ধরিতে গিয়া সময়ে সময়ে 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপাইতেন [মহাসার (৯২), কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (৪৪৪)]। কণবের-জাতকের (৩১৮) নগরগুপ্তিক উৎকোচ পাইয়া প্রকৃত অপরাধীকে ছাড়িয়া দিয়াছিল এবং তাহার পরিবর্ত্তে এক নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণবধ করিয়াছিল।

অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারীর দণ্ড। রাজা অত্যাচারী হইলে বিদ্রোহ হইত; কর্ম্মচারীরা অত্যাচারী হইলে, কখনও কখনও প্রজারা এমন উত্তেজিত হইত যে রাজবিচারের অপেক্ষা না করিয়াই স্বহস্তে অত্যাচারীর প্রাণদণ্ড করিত [ধর্ম্মধ্বজ (২২০)]। ফলতঃ পাশ্চাত্যখণ্ডে যাহাকে Lynch law বলে, এ দেশেও প্রাচীনকালে তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল না।

(চ) বিচার।

রাজধানীতে রাজার প্রধান কর্ম্ম ছিল বিনিশ্চয় করা অর্থাৎ মকদ্দমা-মামলা-সম্বন্ধে চূড়ান্ত আদেশ দেওয়া। বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য আরও অনেক কর্ম্মচারী ছিলেন বটে, কিন্তু বিচারের প্রতিবিচার অর্থাৎ আপিল হইত এবং কোন কোন

বিবাদে লোকে রাজসমীপে গিয়াও প্রতিবিচার প্রার্থনা করিতে পারিত। মহা-পরিনির্ব্বাণ সূত্রে বৈশালী রাজ্যে মনুষ্যকৃত ব্যবহারের বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধে দেখা যায়, কোন ব্যক্তি গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হইলে প্রথমে বিনিশ্চয় মহামাত্রেরা তাহার বিচার করিতেন এবং তাঁহারা তাহাকে নির্দ্দোষ স্থির করিলে ছাড়িয়া দিতেন। কিন্তু যদি তাঁহারা তাহাকে দোষী মনে করিতেন, তাহা হইলে তাহাকে 'ব্যবহারিক' নামধেয় আর এক শ্রেণীর কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইতে হইত। ইহাতে মনে হয় বিনিশ্চয়-মহামাত্রগণ বর্ত্তমান কালের উর্দ্ধতন পুলিশ কর্ম্মচারী-দিগের স্থানীয় ছিলেন।* ব্যবহারিকদিগের উপরে যথাক্রমে সূত্রধার, অষ্টকুলক (আটটি কুলের লোক লইয়া গঠিত অর্থাৎ বর্ত্তমান 'জুরী' স্থানীয়), সেনাপতি, উপরাজ এবং রাজা এই সমস্ত উর্দ্ধতন বিচারক ছিলেন। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অপরাধী মনে করিলে রাজারা প্রবেণিপুস্তকের (book of precedents) ব্যবস্থা-মত তাহার দণ্ড বিধান করিতেন। জাতকে সূত্রধার ও অষ্টকুলক নামক কোন বিচারকের নাম নাই, কিন্তু সেনাপতিকে [ধর্ম্মধ্বজ (২২০), পুরোহিতকে [কিংছন্দ (৫১১), খণ্ডহাল (৫৪২)] এবং উপরাজকে বিচার করিতে দেখা যায়। ধর্ম্মধ্বজ-জাতকের সেনাপতি অবিচার করিয়াছিলেন; তাহার প্রতিবিচার করিয়াছিলেন পুরোহিত; খণ্ডহাল-জাতকে পুরোহিত অবিচার করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবিচার করিয়াছিলেন উপরাজ। জাতকের বিচারকদিগের মধ্যে সর্ব্বনিম্নস্থানে ছিলেন গ্রামভোজক [কুলায়ক (৩১), উভতোভ্রষ্ট (১৩৯)]। ইনি গ্রামবাসীদিগের ছোটখাট মকদ্দমার বিচার করিতেন; এবং উৎকট অপরাধী-দিগকে বিচারার্থ রাজধানীতে পাঠাইতেন। কখনও কখনও কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি অভিযোক্তা হইলে রাজা নিজেই প্রথম বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন [বর্থলট্ঠি (৩৩২)]। এই জাতকেই দেখা যায় রাজা যখন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই তাহার দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছিলেন, তখন বিনিশ্চয়ামাত্য বলিয়া-ছিলেন, "কাজটা ভাল হইল না, লোকে অনেক সময়ে মিথ্যা অভিযোগও করিয়া থাকে। কাজেই অভিযোক্তা ও অভিযুক্ত উভয়েরই কথা শুনিয়া ও তথ্যানুসন্ধান করিয়া বিচার করা আবশ্যক।" অনন্তর রাজা এই পরামর্শানুসারে পুনর্ব্বিচার করিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়াছিলেন। বর্ত্তক-জাতকের (১১৮) প্রত্যুৎপন্ন-বস্তুতে এবং কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-জাতকে (৪৪৪) রাজা স্বয়ং বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং প্রকৃষ্টরূপে বিনিশ্চয় করেন নাই বলিয়া অন্যায় দণ্ড দিয়াছিলেন।

অপরাধীকে গ্রামবাসীরা [অবাধ্য (৩৭৬)] কিংবা রাজকর্ম্মচারীরা গ্রেপ্তার করিত। গ্রামণীচণ্ড জাতকে (২৫৭) অপরাধীকে রাজদ্বারে লইয়া যাইবার এক অদ্ভুত প্রথার উল্লেখ আছে :—লোকে একটা ঢিল বা একখানা

---

* জাতকে 'বিনিশ্চয়ামাত্য' শব্দটী 'বিচারক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে [কূটবাণিজ (২১৮), গ্রামণীচণ্ড (২৫৭)]।

খাপরা তুলিয়া অপরাধীকে বলিত, "এই দেখ রাজার দূত. এস, তোমাকে রাজার নিকট যাইতে হইবে।" এই কথা শুনিয়া যদি কেহ রাজদ্বারে না যাইত, তাহা হইলে সে অতিরিক্ত দণ্ডভোগ করিত।

প্রাণদণ্ড। রাজা ভিন্ন অন্য কেহ বোধ হয় প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিতেন না। অন্যান্য অপরাধীর মধ্যে কুসুম্ভপুষ্প-চোরের [পুষ্পরক্ত (১৪৭)], মণিচোরের [মণিচোর (১৯৪), [কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (৪৪৪] * এবং ব্যভিচারিণীর [গ্রামণীচণ্ড (২৫৭), কুণাল (৫৩৬)] প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা দেখা যায়। যাহারা রাত্রিকালে সিঁদ কাটিয়া চুরি করে, যাহারা মণিহরণ করে, যাহারা প্রথম ও দ্বিতীয় বারে দণ্ডভোগ করিয়াও আবার গাঁইট কাটিয়া সুবর্ণ চুরি করে, মনুও তাহাদিগকে বধদণ্ড দিতে বলিয়াছেন। মনুর এই বিধান স্মরণ করিয়াই বিদূষক বিক্রমোর্ব্বশী-নায়ক পুরুরবাকে মণিহারক শকুনের প্রাণনাশ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন।

প্রাণদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে কখনও জীবিতাবস্থায় ভূগর্ভে প্রোথিত [মহাশীলবান্ (৫১)], কখনও শূলে আরোপিত [পুষ্পরক্ত (১৪৭)], কখনও ছিন্নমস্তক [কণবের (৩১৮)], কখনও বা ভৃগুস্থান হইতে নিক্ষিপ্ত [কুণাল (৫৩৬)] করা হইত। † যম দক্ষিণদিক্‌পাল, এই জন্যই বোধ হয় বধ্যভূমি (শ্মশান) নগরের দক্ষিণ দিকে থাকিত। প্রাণদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তির গলে রক্তকরবীরের মালা পরাইবার প্রথা ছিল। মৃচ্ছকটিক নাটকে এবং রামায়ণেও (সুন্দরকাণ্ড, ২৭) এই প্রথার উল্লেখ আছে।

প্রবেণি-পুস্তক। বিচার-প্রসঙ্গে লিচ্ছবিরাজদিগের প্রবেণি-পুস্তকের কথা বলা হইয়াছে। জাতকের আরও কোন কোন অংশে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রথা দেখা যায় [তুণ্ডিল (৩৮৮), ত্রিশকুন (৫২১)]। প্রবেণি' বর্ত্তমানকালের 'নজির' স্বরূপ। এখন আইন যথেষ্টই আছে, তথাপি ক্ষেত্রবিশেষে নজিরের প্রয়োজন হয় এবং সেই নিমিত্ত 'নজির' সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। পূর্ব্বেও সেইরূপ 'প্রবেণি' সংগ্রহ করিতে হইত।

(ছ) যুদ্ধ।

তখন দেশে ঘোর অশান্তি ছিল। অনেক জাতকের অতীতবস্তুতে কাশী ও কোশল রাজ্যের এবং বর্ত্তমানবস্তুতে কোশল ও মগধরাজ্যের মধ্যে বিবাদের কথা আছে। প্রত্যন্ত প্রদেশেও বিদ্রোহ হইত। প্রত্যন্তে শান্তিরক্ষার জন্য যে সকল যোদ্ধা থাকিত, তাহারা কখনও কখনও বিদ্রোহ দমন করিতে পারিত না; কাজেই রাজা স্বয়ং বিদ্রোহ দমন করিতে যাইতেন এবং সময়বিশেষে পরাস্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন [মহাশ্বারোহ (৩০২)]। রাজারা চতুরঙ্গিণী সেনা

* শতবর্ষের অধিক হইবে না, ইংল্যাণ্ডে সামান্য চৌর্য্যেও লোকের প্রাণদণ্ড হইত। মনুসংহিতায় ইহা অপেক্ষাও নিষ্ঠুর দণ্ড দেখা যায়, যেমন, অপরাধীকে জলে ডুবাইয়া মারা (৯।২৭৯) বা তীক্ষ্ণধার ক্ষুর দিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটা (৯।২৯২) ইত্যাদি।

† প্রাচীন রোমেও প্রাণদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে Tarpeian Rock হইতে ফেলিয়া দেওয়া হইত।

লইয়া রথে বা গজারোহণে যুদ্ধে যাইতেন এবং মনু-বর্ণিত প্রথানুসারে ব্যূহরচনা করিতেন [বর্দ্ধকিশূকর (২৮৩), তক্ষকশূকর (৪৯২)]

পুরাকালে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন ছিল না, কাজেই নগর প্রাকার-বেষ্টিত থাকিলে কোন বহিঃশত্রু আসিয়া হঠাৎ উহা অধিকার করিতে পারিত না। বৈশালীর বর্ণনায় দেখা যায় [একপর্ণ (১৪৯)], ঐ নগরের চতুর্দ্দিকে এক এক ক্রোশ অন্তর তিনটী প্রাকার ছিল এবং উহার গোপুরগুলি অট্টালক (watch tower) দ্বারা সুরক্ষিত থাকিত। যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষ সময়ে সময়ে রাজধানী অবরুদ্ধ করিত এবং আগমনিগম বন্ধ করিয়া নগরবাসীদিগের ক্লেশ জন্মাইত। নগরবাসীরাও সুবিধা পাইলে প্রাকারের বাহিরে গিয়া আততায়ীদিগকে হঠাইবার চেষ্টা করিত।

(জ) রাজভবন।

রাজভবনের বর্ণনা-প্রসঙ্গে কোন কোন জাতকে [যেমন, কুশনালী (১২১)] একস্তম্ভ প্রাসাদের উল্লেখ আছে। মহাভারতের আদিপর্ব্বেও শৃঙ্গিশাপগ্রস্ত পরীক্ষিতের জন্য একস্তম্ভ প্রাসাদনির্ম্মাণের কথা দেখা যায়। যাঁহারা ফতেপুর শিকরির দরবার গৃহ দেখিয়াছেন, তাঁহারা অনুমান করিতে পারিবেন যে এই একস্তম্ভ প্রাসাদগুলি কিরূপ ছিল। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে প্রাচীন ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ এই সকল প্রাসাদ কাষ্ঠময় ছিল; কিন্তু শেষে কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ইষ্টক ও প্রস্তর ব্যবহৃত হইত। কুশনালী ও ভদ্রশাল-জাতকে বারাণসী-রাজের যে প্রাসাদের উল্লেখ আছে, তাহার স্তম্ভ দারুময় করিবার কথা ছিল। সম্প্রতি প্রাচীন পাটলিপুত্রের যে ধ্বংসাবশেষ উৎখাত হইতেছে, তাহাতেও দেখা যায়, তখন প্রাসাদনির্ম্মাণে প্রধানতঃ কাষ্ঠের স্তম্ভই ব্যবহৃত হইত।

(ঞ) নারীজাতি।

নারীচরিত্র।

অনেকগুলি জাতকে নারীচরিত্রের প্রতি উৎকট ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডের স্ত্রীবর্গের প্রায় সমস্ত জাতকে, উদঞ্চনি (১০৬), বন্ধনমোক্ষ (১২০), ও রাধজাতকে (১৪৫) *, দ্বিতীয় খণ্ডের চুল্লপদ্ম (১৯৩), উচ্ছিষ্টভক্ত (২১২) প্রভৃতি জাতকে, তৃতীয় খণ্ডের সমুদ্গ-জাতকে (৪৩৬) † এবং পঞ্চম খণ্ডের কুণাল-জাতকে (৫৩৬) এই ভাব বিশিষ্টরূপে প্রকটিত দেখা যায়। রমণীরা অরক্ষণীয়া, সাধারণভোগ্যা, অকৃতজ্ঞা, মোক্ষলাভের অন্তরায়স্বরূপা, পুনঃ পুনঃ এইরূপ কটূক্তির প্রয়োগ দেখিয়া আপাততঃ মনে হয়, বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ স্ত্রীজাতির প্রতি অতি অবিচার করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখা যায়, ইঁহারাই মুক্তকণ্ঠে যশোধরা, ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, বিশাখা প্রভৃতি রমণী-রত্নের গুণকীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, এবং অনুতপ্তা আম্রপালী প্রভৃতি গণিকাকেও অর্হত্ত্ব প্রদান করিয়াছেন, তখন মনে

* আরব্য নৈশোপাখ্যানমালাতেও দেখা যায় এক ব্যক্তি একটা শুকপক্ষীর উপর নিজের স্ত্রীর চরিত্রপরীক্ষার ভার দিয়া বিদেশে গিয়াছিলেন।

† সমুদ্গ জাতকটী আরব্য নৈশোপাখ্যানমালায় প্রায় অবিকৃতভাবে গৃহীত হইয়াছে।

হয় ইঁহারা স্ত্রীজাতির অনাদব করিতেন না। হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের সাধকেই কামিনী ও কাঞ্চনকে বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলেন। যে হিন্দুর মনুসংহিতায় (৩য় অধ্যায়, ৫৫-৬২) রমণীগণ দেবতার ন্যায় পূজনীয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, সেই হিন্দুরই মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে (কালীপ্রসন্ন সিংহ, ৩৮শ ও ৩৯শ অধ্যায়) ভগবান্ ব্যাসদেব ভীষ্মের মুখে নারীজাতির অশেষ দোষ কীর্ত্তন করাইয়াছেন। নারীচরিত্রের অপকর্ষ-সম্বন্ধে এই দুই অধ্যায়ের কোন কোন শ্লোকে এবং জাতকের কোন কোন গাথায় প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিল দেখা যায়। ফলতঃ নারীর নিন্দাবাদ ভিক্ষু ও সন্ন্যাসীদিগের উপকারার্থ, গৃহীদিগের বিরাগোৎপাদনের জন্য নহে, ইহা মনে করিলেই আর কোন বিরোধভাব থাকে না। ভিক্ষুর পক্ষে স্ত্রীমুখ-দর্শন ব্রহ্মচর্য্যহানিকর, এই আশঙ্কা করিয়াই বুদ্ধদেব নারী-দিগকে সঙ্ঘমধ্যে স্থান দিতে চান নাই, কিন্তু শেষে মহাপ্রজাপতী গৌতমী প্রভৃতির আগ্রহাতিশয়ে এবং আনন্দের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত এই সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ভিক্ষুণীসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহার পবিত্রতারক্ষার জন্য তাঁহাকে সময়ে সময়ে যে নূতন নূতন ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল, প্রাতিমোক্ষদ্বয়ে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

নারীচরিত্রের নিন্দা এতদ্দেশীয় সাহিত্যেরই নিজস্ব নহে। 'Frailty, thy name is woman' প্রভৃতি বাক্যে পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীদিগের ধারণাও বেশ বুঝিতে পারা যায়। মধ্যযুগে য়ুরোপখণ্ডে যে সকল পুস্তক রচিত হয়, তাহাদের অনেকগুলিতেই নারীদিগের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ব্যভিচারিণীর দণ্ড। "অবধ্যো ব্রাহ্মণো বালঃ স্ত্রী তপস্বী চ রোগভাক্, বিহিতা ব্যঙ্গিতা তেষাম-পরাধে মহত্যপি" এইরূপ নীতির অনুসরণ করিয়া চুল্লপদ্ম-জাতকের (১৯৩) গাথায় ব্যভিচারিণীর 'না করিয়া প্রাণ অন্ত' নাক-কাণ কাটিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু গ্রামণীচণ্ড-জাতকে (২৫৭) ও কুণাল-জাতকে (৫৩৬) ব্যভিচারিণীদিগকে "ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা, তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্ রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে," ভগবান্ মনুর এই ব্যবস্থার অনুরূপ ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। আবার কোন কোন জাতকে দেখা যায়, ব্যভিচারিণীকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, কোথাও বা দিগ্দণ্ড বা বাগ্দণ্ড মাত্র যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয়, এই সকল আখ্যায়িকা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল এবং তত্তৎ কালের প্রথা প্রদর্শন করিতেছে।

নারীদিগের বিবাহের বয়স্। কন্যারা সাধারণতঃ যৌবনোদয় পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে অবিবাহিত অবস্থায় থাকিতেন [চুল্লশ্রেষ্ঠী (৪), পর্ণিক (১০২), অসিলক্ষণ (১২৬), সেগ্গু (২১৭), মৃদুপাণি (২৬২)]। মালাকার-কন্যা মল্লিকা যখন কোশলরাজ প্রসেনজিতের মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়স্ ষোল বৎসর [কুল্মাষপিণ্ড (৪১৫)]। মহানামা শাক্যের কন্যা বাসভক্ষত্রিয়াও ষোল বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন [ভদ্রশাল (৪৬৫)]। কেবল ক্ষত্রিয়কুলে নহে, নিম্ন শ্রেণীর লোকের

মধ্যেও বোধ হয় বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যেও নায়িকারা বিবাহকালে প্রায় সকলেই যুবতী ছিলেন এরূপ বর্ণনা দেখা যায়। ইহাতে মনে হয়, "ত্রিংশদ্‌বর্ষোদ্‌বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং, ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্মে সীদতি সত্বরঃ" মনুর এই বচনে (৯।৯৪) বরকন্যার বয়সের অনুপাতমাত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কন্যাদিগকে যে আট হইতে বার বৎসরের মধ্যে বিবাহ দিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম করা হয় নাই। মেধাতিথি ও কুল্লুক এই অর্থেই উক্ত বচনের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অপ্রাপ্তবয়স্কার বিবাহ বিধিসঙ্গত বলা দূরে থাকুক, মনু বরং উপদেশ দিয়াছেন, "কামমামরণাত্তিষ্ঠেদ্ গৃহে কন্যর্ত্তুমত্যপি, নচৈবৈনাং প্রযচ্ছেত্তু গুণহীনায় কর্হিচিৎ" (৯।৮৯)। তবে উপযুক্ত পাত্র পাইলে কন্যাকর্ত্তা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কা তনয়ার বিবাহ না দিতেন এমন নহে। রামায়ণে দেখা যায় (বালকাণ্ড, ২০), বিবাহের সময়ে রামের বয়স্ "ঊনষোড়শ বর্ষ" অর্থাৎ ষোল বৎসরের কিছু কম ছিল, সম্ভবতঃ সীতা তখন দ্বাদশবর্ষীয়া। পরিণয়ের পূর্ব্বেই তাঁহার "স্তনৌ চাবিরলৌ পীনৌ মগ্নচুচুকৌ" হইয়াছিল (লঙ্কাকাণ্ড, ৪৮)। অতএব তখন যে তাঁহার যৌবনের উন্মেষ হইতেছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নহে। কৌটিল্যও তাঁহার অর্থশাস্ত্রে "দ্বাদশবর্ষা স্ত্রী প্রাপ্তব্যবহারা ভবতি, ষোড়শবর্ষঃ পুমান্" এই ব্যবস্থা দিয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিলে বলা যাইতে পারে যে প্রাচীন সময়ে দ্বাদশ হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়সই কন্যাদানের প্রশস্ত কাল বলিয়া ধরা হইত। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পুরুষের বিবাহ আরও অধিক বয়সে হইত; কারণ তাঁহারা সচরাচর ষোড়শ বর্ষে বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতেন এবং বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত না হইলে দার পরিগ্রহ করিতেন না। বরের বয়সের সম্বন্ধে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এরূপ একটা নিয়ম করিলে বোধ হয় মন্দ হয় না।

পত্যন্তর-গ্রহণ।

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে"—পরাশর-সংহিতার এই বচনে কি কি অবস্থায় নারীরা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারেন তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ৭৬ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথি পরাশরের এই বচনই তুলিয়াছেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও দেখা যায়, "দীর্ঘপ্রবাসিনঃ, প্রব্রজিতস্য, প্রেতস্য বা ভার্য্যা সপ্ততীর্থান্যাকাঙ্ক্ষেত সংবৎসরং প্রজাতা। ততঃ পতিসোদর্য্যং গচ্ছেৎ, বহুষু প্রত্যাসন্নং ধার্ম্মিকং কনিষ্ঠমভার্য্যং বা। তদভাবেঽপ্যসোদর্য্যং সপিণ্ডং কুল্যং বা।" "তীর্থোপরোধো হি ধর্ম্মবধঃ।" * জাতকরচনা-কালে

* কৌটিল্যের মতে কেবল প্রব্রাজকের বা প্রেতের পত্নী নহে, হ্রস্বপ্রবাসীর পত্নীও অবস্থাবিশেষে পুরুষান্তর আশ্রয় করিতে পারে:—হ্রস্বপ্রবাসিনাং শূদ্র-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণানাং ভার্য্যাঃ সংবৎসরোত্তরং কালং আকাঙ্ক্ষেরন্ অপ্রজাতাঃ; সংবৎসরাধিকং প্রজাতাঃ, প্রতিবিহিতা দ্বিগুণং কালং, অপ্রতিবিহিতাঃ সুখাবস্থা বিভৃয়ুঃ পরং চত্বারি বর্ষাণ্যষ্টৌ বা জ্ঞাতয়ঃ, ততো যথাদত্ত মাদায় প্রমুঞ্চেয়ুঃ (৫৯ প্র০)।

মনুর নবম অধ্যায়ের ৭৬ম শ্লোকেও এই ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়।

সমাজে যে এই সকল নিয়মই প্রচলিত ছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। চন্দ্রকিন্নর-জাতকের (৪৮৫) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে দেখা যায় সিদ্ধার্থ গৃহত্যাগ করিলে অনেকে যশোধরার পাণিগ্রহণার্থী হইয়াছিলেন। উৎসঙ্গ-জাতকে (৬৭) লেখা আছে এক জনপদবাসিনীর পতি, পুত্র ও ভ্রাতা রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে সে সর্ব্বাগ্রে ভ্রাতার মুক্তি প্রার্থনা করিয়াছিল, কেন না,—

কোলে ছেলে, পথে পতি সহজেই পাই ;
কিন্তু কোথা, মহারাজ, মিলিবেক ভাই ?

কোন কোন জাতকে এরূপও বর্ণনা আছে যে এক রাজা অন্য রাজাকে নিহত করিয়া তাহার সগর্ভা মহিষীকে পর্য্যন্ত নিজের মহিষী করিয়াছিলেন [কুণাল (৫৩৬)]

কেবল বৌদ্ধ সাহিত্যে নহে, হিন্দু সাহিত্যেও উচ্চজাতীয়া রমণীদিগের মধ্যেও যে অবস্থাবিশেষে পত্যন্তর-গ্রহণ বিধিসঙ্গত ছিল, তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। দময়ন্তী নলকে পাইবার জন্য স্বয়ংবরের কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহারাজ ঋতুপর্ণ তাঁহাকে পাইবার লোভে অযোধ্যা হইতে বিদর্ভে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। প্রব্রাজক-পত্নীর পুনর্ব্বিবাহ অশাস্ত্রীয় হইলে ঋতুপর্ণ এতটা পণ্ডশ্রম করিতেন না, নলও এ সংবাদে দময়ন্তীর পাতিব্রত্য-সম্বন্ধে সন্দেহাকুল হইতেন না। যশোধরা ও দময়ন্তী উভয়েই পুত্রবতী ছিলেন। অতএব পত্যন্তর-গ্রহণ প্রথা যে অক্ষতযোনিত্বরূপ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, এমনও বোধ হয় না। কৌটিল্যের ব্যবস্থায় দেখা যায়, ব্রাহ্মণ, শূদ্র সর্ব্ববর্ণের মধ্যেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

এককালে একাধিক পতিগ্রহণ।

জাতকে এক রমণীর একসঙ্গে একাধিক পতিগ্রহণের দৃষ্টান্তও আছে। কুণাল-জাতকে (৫৩৬) কৃষ্ণার সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা আছে তাহা ত দ্রৌপদীর কাহিনীরই রূপান্তর। ঐ জাতকেই পঞ্চপাপা নাম্নী আর এক রমণীর পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগপৎ দুইজন রাজার ভোগ্যা হইয়াছিল।

(ট) শিক্ষা।

সাধারণ শিক্ষা।

লোশক জাতকে (৪১) কথিত আছে, বারাণসীবাসীদিগের মধ্যে এই প্রথা ছিল যে তাঁহারা দরিদ্র বালকদিগের ভরণপোষণ ও শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপ ছাত্রেরা 'পুণ্যশিষ্য' নামে অভিহিত হইত। গ্রামবাসীরাও স্ব স্ব সন্তান-দিগের শিক্ষাবিধানের জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করিত এবং তাঁহাকে বেতন ও বাসস্থান দিত [লোশক (৪১), তক্ক (৬৩)]। ইহাতে বুঝা যায় যে প্রাচীনকালে দেশের জনসাধারণে কিছু না কিছু লেখাপড়া শিখিত। গর্ভদাস কটাহক [কটাহক (১২৫)] প্রভুপুত্রের ফলকাদি * বহন করিয়া পাঠশালায় যাইত এবং নিজেও

* ফলক=তক্তি, ইহা পশ্চিমাঞ্চলে এখনও ব্যবহৃত হয়। একখানা ছোট তক্তায় কালি মাখাইয়া তাহার উপর খড়ি দিয়া লিখিতে হয়। ইহা স্লেটের কাজ করে। তক্তিখানার একদিকে একটা ছিদ্র থাকে, তাহাতে দড়ি বান্ধিয়া ছেলেরা ঝুলাইয়া লইয়া যায়। জাতকে কাগজ, কলম, কালী প্রভৃতি কোন লেখনোপকরণের উল্লেখ পাই নাই। চিঠিকে 'পর্ণ' বলা হইয়াছে ;

লেখাপড়া শিখিত। অনীল-চিত্ত জাতকের (১৫৬) সূত্রধাবেবা গৃহনির্ম্মাণকালে মিলাইয়া যথাস্থানে ব্যবহার কবিবার সুবিধার জন্য কাষ্ঠখণ্ডগুলিতে এক, দুই ইত্যাদি অঙ্ক তক্ষণ কবিত।

উচ্চ শিক্ষা।

উচ্চজাতীয় লোকেব, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের, মধ্যে উচ্চশিক্ষাব বেশ আদব ছিল। উচ্চশিক্ষাব বিষয় ছিল "তিন বেদ ও অষ্টাদশ শিল্প।" জাতকে শিল্প শব্দটী 'বিদ্যা' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অষ্টাদশ শিল্প বলিলে বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শনশাস্ত্র, পুবাণ, স্মৃতি, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, অর্থশাস্ত্র, গজশাস্ত্র প্রভৃতি বুঝাইত, কিন্তু ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদেব প্রাধান্য-দ্যোতনার্থ এই তিনটী আবার স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হইত। উচ্চশিক্ষাব জন্য বারাণসী, তক্ষশিলা প্রভৃতি বৃহৎ নগবসমূহে চতুষ্পাঠী ছিল। তন্মধ্যে তক্ষশিলাব চতুষ্পাঠীগুলিই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছিল। তৎকালে তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা না করিলে কাহারও শিক্ষা সমাপ্ত হইত না। বাবাণসী প্রভৃতি নানা দেশের রাজ-পুত্রেরা ও ব্রাহ্মণ-পুত্রেবা প্রথমে গৃহে থাকিয়া মোটামুটি লেখাপড়া শিখিতেন; তাহাব পব ষোল-বৎসব বয়সে তক্ষশিলায় শিক্ষালাভ কবিতে যাইতেন [তিলমুষ্টি (২৫২), তুষ (৩৩৮) ইত্যাদি] এখন আমাদের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ কবিবাব বয়স্ ষোলবৎসব। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত হইবাব পূর্ব্বে উচ্চজাতীয় লোকে বিবাহ কবিতেন না এবং বিষয়কর্ম্মেও হাত দিতেন না।

গুরুগৃহে বাস; গুরুদক্ষিণা।

শিষ্যেবা সাধাবণতঃ গুরুগৃহে বাস কবিত। যাহাবা দবিদ্র, তাহাবা কেবল শুশ্রূষাদ্বাবাই গুরুকে সন্তুষ্ট কবিত [বরুণ (৭১), লাঙ্গলীষা (১২৩)]। ইহাদিগকে 'ধর্ম্মান্তেবাসিক' বলা হইত। ধনী লোকের পুত্রেরা বিদ্যাবম্ভেব সময়েই আচার্য্যভাগ (গুরুদক্ষিণা) দিত [সুসীম (১৬৩), তিলমুষ্টি (২৫২)]। ইহাদের নাম ছিল 'আচার্য্যভাগদায়ক।' যাহারা দবিদ্র, তাহাবা ববতন্তশিষ্য কৌৎস্যেব ন্যায়, শিক্ষাসমাপনান্তে ভিক্ষা কবিয়াও গুরুদক্ষিণা সংগ্রহ করিত [দূত (৪৭৮)]।

শিষ্যেবা স্ব স্ব অবস্থানুসারে সময়ে সময়ে গুরুগৃহে তিলতণ্ডুলতৈলবস্ত্রাদি লইয়া যাইত; তাহাদেব জ্ঞাতিবন্ধুগণও তণ্ডুলাদি পাঠাইতেন; অন্যান্য লোকেও কেহ তণ্ডুল, কেহ কাষ্ঠ, কেহ অন্য কোন উপকবণ, কেহ বা পয়স্বিনী গবী দিতেন [তিত্তিব (৪৩৮)]। এই সকল উপায়ে চতুষ্পাঠীব ব্যয় নির্ব্বাহ হইত।

শিষ্যের শাসন; আচার্য্যমুষ্টি।

শিষ্য অশিষ্ট আচবণ করিলে গুরু তাহাকে কখনও কখনও শাবীবিক দণ্ড দিতেন। [তিলমুষ্টি (২৫২)]। † পাছে শিষ্যেব 'গুরুমাবা বিদ্যা' জন্মে, এই আশঙ্কায় বোধ হয় কোন কোন আচার্য্য সমস্ত বিদ্যা দান কবিতেন না,

---

আমরাও পত্র বলি; কিন্তু ইহা দেখিয়া, তখন কাগজ ছিল কি না, বলা যায় না। রাজকীয় আদেশ প্রভৃতি ধাতুফলকে খোদিত হইত।

† বর্ত্তমান কালের কলেজের ছাত্রেরা হয়ত এই ব্যবস্থাকে নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ও অপমানকর বলিবেন।

একটা না একটা অংশ ব্যাসকূটের ন্যায় অব্যাখ্যাত রাখিতেন। এরূপ অব্যাখ্যাত অংশ 'আচার্য্যমুষ্টি' নামে বিদিত [উপানহ্ (২৩১), গুপ্তিল (২৪৩)]। প্রধান ছাত্রেরা অধ্যাপনকার্য্যে আচার্য্যদিগের সাহায্য করিতেন; তখন তাঁহাদের নাম হইত 'পৃষ্ঠাচার্য্য' [অনভিরতি (১৮৫), মহাশ্রুতসোম (৫৩৭)]। আচার্য্য বৃদ্ধ হইলে এরূপ ছাত্রকে সময়ে সময়ে সমস্ত চতুষ্পাঠীরই অধ্যক্ষতা দান করিতেন।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত।

শিক্ষাসমাপ্তির পর কেহ কেহ খ্যাতিলাভের আশায় নানা স্থানে গিয়া অপর পণ্ডিতদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন। [পলাশ্বি (২২৯), বীতেচ্ছ (২৪৪)]। এরূপ বিচারে উভয় পক্ষেই সাধারণতঃ একটা না একটা পণে বদ্ধ থাকিতেন। চুল্লকলিঙ্গ-জাতকের (৩০১) প্রত্যুৎপন্নবস্তু-বর্ণিত বিদুষীরা পণ করিয়াছিলেন, গৃহীর নিকটে পরাস্ত হইলে তাঁহার পত্নী হইবেন, আর প্রব্রাজকের নিকটে পরাস্ত হইলে তাঁহার শিষ্যা হইবেন। উত্তরকালে শঙ্করাচার্য্যের সহিত মণ্ডনমিশ্র ও তৎপত্নী উভয়ভারতীর যে বিচার হইয়াছিল, তাহাতেও শেষোক্ত পণের কথা শুনা যায়। মহাভারতের বনপর্ব্বে (১৩২শ অধ্যায়) মিথিলাবাসী বাদবেত্তা বন্দী অষ্টাবক্রের পিতা কহোড়কে বাদে পরাস্ত করিয়া জলে ডুবাইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার পণই এই ছিল যে বিচারে যিনি পরাস্ত হইবেন তাঁহাকেই এই দণ্ড স্বীকার করিতে হইবে। জাতকে এরূপ কঠোর পণের উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণবংশীয় শ্বেতকেতুকে এক চণ্ডালের নিকট পরাস্ত হইয়া তৎকালপ্রচলিত প্রথানুসারে তাহার পাদদ্বয়ের ভিতর দিয়া গলিয়া যাইতে হইয়াছিল [শ্বেতকেতু (৩৭৭)]।

স্ত্রী-শিক্ষা।

নারীরাও যে বিবিধ বিদ্যায় সুশিক্ষিতা হইতেন, চুল্লকলিঙ্গজাতক-বর্ণিত বৈশালীর বিদুষীদিগের এবং ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, পটাচারা, আম্রপালী প্রভৃতি 'থেরী' দিগের জীবনবৃত্তান্ত হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

(ঠ) শিল্প।

জাতকে যে সকল শিল্পের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রধান :—

বস্ত্রবয়ন।

ভীমসেন-জাতকের (৮০) বর্ত্তমান বস্তুতে দেখা যায় এক জন ভিক্ষু বড়াই করিতেন যে তাঁহার গৃহে দাসদাসীরা পর্য্যন্ত বারাণসীর বস্ত্র পরিধান করে। গুণ-জাতকে (১৫৭) লিখিত আছে যে কোশলরাজ রাণীদিগকে যে শাড়ী দিয়াছিলেন, তাহার এক এক খানির মূল্য সহস্র মুদ্রা। এ মুদ্রা কোন্ মুদ্রা তাহা জানা যায় না। তাহা হইলেও শাড়ীগুলি যে বহুমূল্য ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। মদীয়ক-জাতকের (৩৯০) বর্ত্তমান বস্তুতেও কাশীর বস্ত্রের প্রশংসা আছে। এই বস্ত্র বোধ হয় কার্পাস-নির্ম্মিত, কেননা তুণ্ডিল-জাতকে (৩৮৮) বারাণসীর নিকটবর্ত্তী কার্পাস ক্ষেত্রের উল্লেখ দেখা যায়। বিনয়পিটকে (মহাবগ্গ ৮।১) শিবি রাজ্যের কার্পাস বস্ত্রও উৎকৃষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

বারাণসীতে লোকে গজদন্ত কাটিয়া বলয়, ক্রীড়নক প্রভৃতি প্রস্তুত করিত [শীলবন্নাগ (৭২), কাষায় (২২১)]। বারাণসীর একটা গলিতে কেবল এই ব্যবসায়ী লোকেরই বাস ছিল বলিয়া উহার 'দন্তকার-বীথি' নাম হইয়াছিল। — গজদন্ত-শিল্প।

শৃঙ্গ দ্বারা চাপ নির্ম্মিত হইত বলিয়াই ধনুকের আর একটী নাম শার্ঙ্গ। প্রাচীন গ্রীসেও লোকে ibex নামক একপ্রকার পর্ব্বতীয় ছাগের শৃঙ্গে চাপ প্রস্তুত করিত। চাপ সন্ধিযুক্ত ছিল এবং পর্ব্বগুলি খুলিয়া অল্পায়তন থলির মধ্যে বাধা যাইত [অসদৃশ (১৮১), শরভঙ্গ (৫২২)]। — শৃঙ্গদ্বারা ধনু-নির্ম্মাণ।

দশার্ণ দেশের তরবারি অতি উৎকৃষ্ট ছিল। চাপের ন্যায় তরবারিও সন্ধিযুক্ত হইত এবং পর্ব্বগুলি খুলিয়া অল্পায়তন কোষের মধ্যে রাখা যাইত। শূচী-জাতকে (৩৮৭) দেখা যায়, এক কর্ম্মকার এমন সূক্ষ্ম সূচীকোষ প্রস্তুত করিতে পারিত যে তাহাদের একটীর মধ্যে একটী এইরূপে সাতটী কোষ সাজাইলেও বাহিরের কোষটী একটী সূক্ষ্ম সূচী বলিয়াই প্রতীয়মান হইত। অথচ এই কোষগুলি এমন কঠিন ছিল যে হাতুড়ির আঘাতে লৌহপিণ্ডও বেধ করিয়া যাইত। — লৌহশিল্প।

জাতকে কামার (কম্মার) শব্দটীতে লৌহকার ও স্বর্ণকার উভয় শ্রেণীর শিল্পীকেই বুঝায়। কুশ-জাতকে (৫৩১) দেখা যায় এক কর্ম্মকার সোণা দিয়া অবিকল মানুষের মত এক প্রতিমা গড়িয়াছিল।

তখন অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল; এজন্য সূত্রধারের ব্যবসায় বেশ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। বারাণসীর নাতিদূরস্থ সূত্রধারেরা বনে গিয়া গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী আড়া, তক্তা ইত্যাদি চিরিত, সেখানেই একতালা, দোতালা ইত্যাদি ঘরের কাঠাম তৈয়ার করিত, এবং প্রত্যেক খণ্ড এক, দুই ইত্যাদি অঙ্কদ্বারা এমনভাবে চিহ্নিত করিত, যে সেগুলি গৃহনির্ম্মাণের সময়ে যথাস্থানে সাজাইতে কোন অসুবিধা হইত না। অনন্তর তাহারা সমস্ত কাঠ নৌকায় বোঝাই করিত, অনুকূল স্রোতের সাহায্যে নগরে ফিরিত এবং যাহার যেমন গৃহের প্রয়োজন, তাহার জন্য সেইরূপ গৃহ প্রস্তুত করিয়া দিত [অলীনচিত্ত (১৫৬)]। কাষ্ঠময় একস্তম্ভ প্রাসাদের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দূরদেশগামী অর্ণবপোত-নির্ম্মাণেও সূত্রধারেরা বেশ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল [সমুদ্রবাণিজ (৪৬৬)]। — সূত্রধারের কাজ।

ইষ্টক ও প্রস্তরের প্রাসাদও যে না ছিল এমন নহে। অশোকের সময়ে এদেশের লোকে প্রস্তরতক্ষণে যে অসামান্য নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল, সাঁচী ও সারনাথের ধ্বংসাবশেষে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। বভ্রু জাতকে (১৩৭) এক পাষাণকুট্টকের কথা আছে; সে সুধাস্ফটিক পাষাণ দিয়া একটা গুহা প্রস্তুত করিয়াছিল। শূকর-জাতকের (১৫৩) প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে জেতবনস্থ গন্ধ-কুটীর মণিসোপানে সুশোভিত ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মণি-সোপান বলিলে মার্ব্বল পাথরের সিঁড়ি বুঝায়। রাজমিস্ত্রীদের নাম ছিল 'ইষ্টকবর্দ্ধকী'। — পাথরের কাজ।

চিত্রশিল্প ও তক্ষণ।

মহা উন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) চিত্রশিল্পের উল্লেখ আছে। ঔষধকুমার ক্রীড়াশালা-নির্ম্মাণের পর চিত্রকর ডাকাইয়া উহা রমণীয় চিত্রকর্ম্ম দ্বারা সুশোভিত করিয়াছিলেন। সুধাভোজন-জাতকে (৫৩৫) ইন্দ্ররথবর্ণন প্রসঙ্গে দেখা যায় :—

পশু পক্ষী কত
সর্ব্বাঙ্গে খচিত তার বিবিধ রতনে।
হেথা নৃত্যশীল শিখী ; পুচ্ছে জ্বলে তার
বিবিধবরণ-মণি-বিন্যাসরচিত
চন্দ্রকসহস্র অই, নীলকণ্ঠ হোথা,
গো, ব্যাঘ্র, বারণ, দ্বীপী, মৃগ নানা জাতি—
বৈদূর্য্যে রচিত কেহ, কেহ মরকতে।
সকলি জীবন্ত বলি ভ্রম হয় মনে—
যেন সবে নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বিসহ
রণে মত্ত হইয়াছে অরণ্যের মাঝে।

ইহা কবিকল্পনা সন্দেহ নাই, কিন্তু কল্পনার মধ্যেও সত্যের আভাস আছে। যাঁহারা আগরার তাজমহলে প্রস্তরে ক্ষোদিত আফিমের ফুল দেখিয়াছেন এবং সাজাহানের ময়ূরতক্তের বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা উল্লিখিত বর্ণন দেখিয়া ভাবিতে পারেন যে বৌদ্ধ যুগেও এদেশে এরূপ সূক্ষ্ম শিল্প অপরিজ্ঞাত ছিল না। সারনাথে অশোকস্তম্ভের চূড়ায় সিংহচতুষ্টয়ের যে মূর্ত্তি ছিল, তাহাও এই অনুমানের সমর্থক।

(ড) বাণিজ্য।

বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবকালে প্রধানতঃ বণিকেরাই ইহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। * বুদ্ধদেবের প্রথম দুইজন শিষ্য ত্রপুষ ও ভল্লিক উৎকলদেশীয় বণিক্। তাঁহার সপ্তম শিষ্য শ্রেষ্ঠিপুত্র যশ। যশ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলে তাঁহার মাতা পিতাও বৌদ্ধ শাসনে উপাসক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর অনাথপিণ্ডদ, ধনঞ্জয়, মৃগধর প্রভৃতি ধনকুবেরগণ বৌদ্ধধর্ম্মের উন্নতিকল্পে অসাধারণ মুক্তহস্ততা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই কারণেই বোধ হয় অনেক জাতক বণিক্ ও বাণিজ্যের কথা লইয়া গঠিত।

পণ্যদ্রব্য।

কোন্ দেশে কোন্ দ্রব্যের কাট্‌তি হইত, জাতক পাঠে তাহা ভাল বুঝা যায় না। দশার্ণের তরবারি, শিবি ও বারাণসীর কার্পাস বস্ত্র, বারাণসীর গজদন্তনির্ম্মিত বলয়াদি, এই সকল দ্রব্যের বোধ হয় সর্ব্বত্রই আদর ছিল। সিন্ধুদেশে উৎকৃষ্ট ঘোটক জন্মিত; উত্তরাপথ হইতে অশ্ববণিকেরা এই সকল আনয়ন করিয়া

---

* বাঙ্গালা দেশে তিলি, সাহা, সুবর্ণবণিক্ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকেই চৈতন্য-দেবের এবং গুজরাট অঞ্চলে প্রায় সমস্ত বণিক্‌ই বল্লভ স্বামীর শিষ্য। জৈনদিগেরও অনেকেই বাণিজ্য ব্যবসায়ী।

বারাণসীতে বিক্রয় করিত [তণ্ডুলনালী (৫), সুহনু (১৫৮), কুণ্ডককুক্ষি-সৈন্ধব (২৫৪)]। বাবেরুজাতকে (৩৩৯) লিখিত আছে, এদেশের লোকে ময়ূরাদি পক্ষী লইয়া ব্যাবিলনে বিক্রয় করিত। বাইবলেও দেখা যায়, য়িহুদিরাজ সলোমনের সময়ে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দ্রব্য পালিষ্টাইনে যাইত; 'তুকেই' বা শিখী তাহাদের অন্যতম।

স্থলপথে বাণিজ্য।

জলপথে সর্ব্বত্র যাতায়াতের সুবিধা ছিল না ; কাজেই অন্তর্ব্বাণিজ্যে পণ্য-বহনের জন্য অনেক সময়ে গোশকট ব্যবহৃত হইত। শ্রাবস্তীবাসী অনাথপিণ্ডদ পঞ্চশত গোশকট লইয়া রাজগৃহে পণ্য বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। বারাণসীর বণিকেরা গোশকটে উজ্জয়িনী পর্য্যন্ত [গুপ্তিল (২৪৩)] এবং বিদেহের বণিকেরা গান্ধার পর্য্যন্ত [গান্ধার (৪০৬)] বাণিজ্য করিতে যাইতেন, এরূপ বর্ণনা দেখা যায়। পথে দস্যুভয় ছিল , শক্তিগুল্মজাতকে (৫০৩) এক গ্রামের কথা আছে , সেখানকার পাঁচ শ ঘর লোকে সকলেই দস্যুবৃত্তি করিত। দস্যুরা অনেকে দল বান্ধিয়া থাকিত এবং সুবিধা পাইলে পথিক ও বণিকদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত, জীবনান্তও করিত [বেদব্ভ (৪৮), শতপত্র (২৭৯) ইত্যাদি]। এজন্য বহু বণিক্ এক সঙ্গে যাত্রা করিতেন , যিনি দলের নেতা হইতেন, তাহার নাম ছিল সার্থবাহ। উজ্জয়িনী, ভৃগুকচ্ছ, গান্ধার প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলে মরুকান্তার অতিক্রম করিতে হইত। বনভূমির ও মরু-কান্তারের ভিতর দিয়া যাইবার কালে বণিকেরা অটব্যারক্ষিক (forest guard) এবং স্থলনিয়ামক ("land pilot") নিযুক্ত করিতেন। আরক্ষিকেরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া পাহারা দিত এবং দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে বণিক্‌দিগকে রক্ষা করিত [ক্ষুরপ্র (২৬৫)]। ইহাদের সর্দ্দারকে আরক্ষিকজ্যেষ্ঠক বলা হইত। দশব্রাহ্মণ-জাতকে (৪৯৫) দেখা যায়, ব্রাহ্মণেরাও এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেন। সার্থবাহগণ দিনমানে রৌদ্রের ভয়ে স্কন্ধাবার প্রস্তুত করিয়া বিশ্রাম করিতেন এবং রাত্রিকালে গন্তব্য পথে পুনর্ব্বার অগ্রসর হইতেন। তখন স্থল-নিয়ামকেরা নক্ষত্র দেখিয়া পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিত [বন্নুপথ (২)]।

ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা কখনও গাধার পিঠে চাপাইয়া, কখনও নিজেরাই মোট লইয়া গ্রামে গ্রামে ফেরি করিয়া বেড়াইত [সেরিবাণিজ (৩), গর্গ (১৫৫), সিংহচর্ম্ম (১৮৯)]।

সমুদ্রবাণিজ্য।

জাতকে সমুদ্রবাণিজ্যের কথাও আছে। বণিকেরা অর্ণবপোতের সাহায্যে দ্বীপান্তরে যাইতেন। পোতগুলি ভৃগুকচ্ছ প্রভৃতি পট্টন (বন্দর) * হইতে পণ্য

* জাতকে সমুদ্রতীরবর্ত্তী আরও কয়টী নগরের উল্লেখ আছে। ঘট-জাতকে (৪৫৪) এবং মহাউন্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) দ্বারাবতী এবং আদীপ্ত-জাতকে (৪২৪) সৌবীর রাজ্যস্থ রৌরব নগরের নাম দেখা যায়।' দিব্যাবদানে রৌরবের নাম 'রোরুক'। কেহ কেহ বলেন, সৌবীর এবং বাইবল-বর্ণিত Ophir এক। 'পণ্ডর-জাতকে (৫১৮) করম্বিক পট্টন নামক এক সমুদ্রতীরবর্ত্তী নগরের উল্লেখ আছে। এই নগর কাল্পনিক, কি প্রকৃত, ইহা বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, জাতকবর্ণিত কলিঙ্গদেশস্থ দন্তপুর ও মেদিনীপুর জেলার দাঁতন এক।

লইয়া যাত্রা করিত এবং পণ্যের বিনিময়ে সুবর্ণরৌপ্যপ্রবালাদি লইয়া ফিরিয়া আসিত। জাতকে 'পট্টন' শব্দে নদীতীরবর্ত্তী এবং সাগরতীরবর্ত্তী উভয়বিধ বন্দরই বুঝায়। চুল্লশ্রেষ্ঠি-জাতকের (৪) নায়ক যে পট্টনে গিয়া জাহাজ কিনিয়াছিল, তাহা বারাণসীর নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরস্থ কোন নগর। বারাণসী, চম্পা প্রভৃতি গঙ্গাতীরবর্ত্তী নগরের সমুদ্রবণিকেরা পোতারোহণে গঙ্গানদী দিয়া সাগরে অবতরণ করিত [মহাজনক (৫৩৯)]। প্রত্যেক পোতে এক জন নিয়ামক (pilot ?) থাকিত। পথে ঝটিকায় আক্রান্ত হইলে নাবিকেরা মনে করিত যে, আরোহীদিগের মধ্যে কাহারও দুরদৃষ্টবশতঃ এই বিপদ্ ঘটিয়াছে। তখন তাহারা গুটিকাপাত করিত এবং ইহাতে যাহাকে 'কালকর্ণী' অর্থাৎ অপয়া বলিয়া বুঝা যাইত, তাহাকে একখানা ভেলায় চড়াইয়া সমুদ্রে ছাড়িয়া দিত। এইরূপ হতভাগ্যেরা এবং ভগ্নপোত নাবিকেরা কখনও কখনও কোন জনহীন দ্বীপে উপনীত হইয়া উত্তরকালীন রবিন্‌সন ক্রুসোর ন্যায় দীর্ঘকাল একাকী বন্যফলমূলে জীবন ধারণ করিত এবং দৈবযোগে সেখানে কোন অর্ণবপোত উপস্থিত হইলে উদ্ধার পাইত [লোশক (৪১), শীলানিশংস (১৯০), বালাহাশ্ব (১৯৬), ধর্ম্মধ্বজ (৩৮৪), চতুর্দ্বার (৪৩৯), সুপ্পারক (৪৬৩), সমুদ্রবাণিজ (৪৬৬), পণ্ডর (৫১৮) ইত্যাদি]। তখন লোকে সমুদ্রপথে কতদূর পর্য্যন্ত যাইত, তাহা বলা কঠিন। বালাহাশ্ব-জাতকে তাম্রপর্ণী দ্বীপের কল্যাণীগঙ্গার নাম আছে; সিংহল যক্ষদিগের বাসভূমি বলিয়া বর্ণিত। বাবেরু-জাতকে (৩৩৯) ব্যাবিলনের নাম পাওয়া যায়; শঙ্খ- (৪৪২) ও মহাজনক-জাতকে (৫৩৯) লিখিত আছে, বণিকেরা ধনপ্রাপ্তির আশায় সুবর্ণভূমিতে যাইত।

কিন্তু কলিঙ্গরাজ্যকে, কেবল গোদাবরীর নহে, উৎকলিঙ্গেরও উত্তরে টানিয়া আনা যুক্তিসঙ্গত কি না, বলিতে পারি না, বিশেষতঃ দাঁতনের পুণ্যগৌরবেরও কোন নিদর্শন নাই। তবে জাতককারেরা যে রাষ্ট্রনগরাদির স্থাননির্দ্দেশে অভ্রান্ত ছিলেন, ইহাও বলা যায় না। কুরুধর্ম্ম-জাতকে (২৭৬) কথিত আছে, কলিঙ্গরাজের ব্রাহ্মণ দূতেরা কতিপয় দিনের মধ্যে দন্তপুর হইতে ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন! অশ্বক-জাতকে (২০৭) দেখা যায়, অশ্বকরাজ্য ও পোতলি নগর কাশীরাজ্যের অংশ; অথচ চুল্লকালিঙ্গ-জাতকে (৩০১) লিখিত আছে, কলিঙ্গরাজকন্যাকে পোতলিতে উপনীত হইবার পূর্ব্বে সমস্ত জম্বুদ্বীপ বিচরণ করিতে হইয়াছিল। দক্ষিণাপথের কতদূর পর্য্যন্ত যে জাতককারদিগের পরিজ্ঞাত ছিল, তাহাও নিশ্চিত বলা কঠিন। আমরা দক্ষিণাপথ বলিলে নর্ম্মদার দক্ষিণস্থ অঞ্চল বুঝি, কিন্তু শরভঙ্গ-জাতকে (৫২২) অবন্তীরাজ্যকে দক্ষিণাপথে স্থাপন করা হইয়াছে। ঐ জাতকে গোদাবরী নদী এবং দণ্ডকারণ্যের নামও দেখা যায়। শঙ্খপাল-জাতকে (৫২৪) মহিংসক রাজ্য এবং তত্রত্য কৃষ্ণবর্ণা নদীর নাম আছে। কৃষ্ণবর্ণা যদি কৃষ্ণা হয়, তাহা হইলে মহিংসক রাজ্যকে প্রাচীন অন্ধ্ররাজ্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। চুল্লহংস-জাতকে (৫৩৩) মহিংসক শব্দের পরিবর্ত্তে 'মহিসর' এই পাঠান্তর আছে। এই পাঠ শুদ্ধ হইলে মহিংসক, মহিসর এবং মহীশূর একই রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। জাতকে ইহার রাজধানীর নাম 'সকুল' বা 'সাগল'। মহাভারতে শাকল নগরের নাম আছে; কিন্তু তাহা মদ্রদেশে। কালিঙ্গবোধি-জাতকেও (৪৭৯) সাগল নগর মদ্রদেশস্থ বলিয়াই বর্ণিত। তবে এক নামের একাধিক নগর থাকা বিচিত্র নহে—যেমন মথুরা ও মদুরা। অকীর্ত্তি-জাতকে (৪৮০) দ্রাবিড় রাজ্যের, তত্রত্য কাবীরপট্টন নামক বন্দরের এবং তৎসন্নিহিত সাগরগর্ভস্থ নাগদ্বীপ ও কারদ্বীপের নাম দেখা যায়। নাগদ্বীপ জাফ্‌নার নিকটবর্ত্তী। ইহা সিংহলেরই অংশ। কিন্তু শেষোক্ত স্থানটী কি, তাহা জানিতে পারা যায় না।

সুবর্ণভূমি (Golden Chersonese) পূর্ব্ব উপদ্বীপের (অর্থাৎ ব্রহ্ম, শ্যাম, মালয় ও আনাম প্রভৃতি দেশের) নামান্তর। ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে তৎকালে এদেশের বণিকেরা জলপথে পশ্চিমে পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপ, দক্ষিণ-পূর্ব্বে মালয় এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত যাইতেন। তাঁহারা সাধারণতঃ উপকূলের অনতিদূরে পোতচালন করিতেন এবং দিবাভাগে সূর্য্য এবং রাত্রিকালে নক্ষত্র দেখিয়া দিঙ্‌নির্ণয় করিতেন [বন্নুপথ (২)]। প্রতিকূল বায়ুবেগে উপকূল হইতে অধিক দূরে নীত হইলে, কোন্ দিকে স্থল পাওয়া যাইবে তাহা স্থির করিবার জন্য পোষা কাক ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কাক যে দিকে উড়িয়া যাইত, নাবিকেরা মনে করিতেন সেই দিকে পোত চালাইলে স্থল পাওয়া যাইবে। এইরূপ পোষা কাককে 'দিশাকাক' অর্থাৎ দিক্‌প্রদর্শক কাক বলা হইত [বাবেরু (৩৩৯), ধর্ম্মধ্বজ (৩৮৪)]। ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়া কখনও কখনও পোতগুলি সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানেও উপনীত হইত এবং নাবিকেরা তৎসন্নিহিত সাগরগর্ভে বাড়বানল-দর্শনে ভয় পাইত [সুপ্পারক (৪৬৩)]।

আরব্য নৈশোপাখ্যানমালার সিন্দবাদের কাহিনীতে এবং য়ুরোপবাসীদিগের প্রাচীন ভ্রমণ-বৃত্তান্তসমূহে যেমন বিদেশের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত বৃত্তান্ত দেখা যায়, জাতক-রচনাকালেও লোকের সেইরূপ নানাবিধ অলীক ধারণা ছিল।

অর্ণবপোত। অর্ণবপোতগুলির আয়তন নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। সমুদ্রবাণিজ-জাতকে যে পোতের কথা আছে, তাহাতে চড়িয়া এক সহস্র সূত্রধার-পরিবার দ্বীপান্তরে গিয়াছিল বলা হইয়াছে। ইহা নিশ্চিত অত্যুক্তি। শীলানিশংস-জাতকে দেখা যায় অর্ণবপোতে তিনটী মাস্তুল থাকিত। য়ুরোপবাসীদিগের যে সকল জাহাজ পা'ল তুলিয়া সমুদ্র পার হয়, সেগুলিরও তিনটী মাস্তুল। মাস্তুল-গুলি রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ থাকিত এবং পা'ল খাটাইবার জন্য উহাদের গায়ে অনেক এড়োকাঠ (লকার অর্থাৎ yard) যোড়া হইত।

সম্ভূয়সমুত্থান। বাণিজ্যে সম্ভূয়সমুত্থান প্রচলিত ছিল [সুহনু (১৫৮), জরুদপান (২৫৬)]। কখনও দুই চারি জনে, কখনও বা বহুজনে সমবেত হইয়া মূলধন সংগ্রহপূর্ব্বক পণ্যক্রয় করিত, ইহা শকটে বা অর্ণবযানে তুলিয়া দেশান্তরে লইয়া যাইত এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ বণ্টন করিয়া লইত। মনুসংহিতায় এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে সম্ভূয়সমুত্থান-সম্বন্ধে ব্যবস্থা দেখা যায়। কেহ কেহ নিজের বিষয়বুদ্ধির উৎকর্ষ দেখাইয়া বেশী লইতে চাহিত, কিন্তু সকল সময়ে সে দাবি টিকিত না। কূটবাণিজ-জাতকের (৯৮) অতিপণ্ডিত অতিবুদ্ধি দেখাইতে গিয়া ঠকিয়াছিল এবং শেষে সমান ভাগ লইয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

(চ) ক্রয়বিক্রয়—মুদ্রা। *

মনুসংহিতায় দেখা যায় (৮।৪০১, ৪০২) রাজা প্রতি পক্ষে বা প্রতি পঞ্চম দিবসে পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেন। জাতকবর্ণিত কালে কিন্তু এ

* Journal of the Royal Asiatic Society নামক পত্রিকায় ১৯০১ অব্দে Mrs.

প্রথার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। তখন লোকে দ্রব্যের উৎকর্ষাপকর্ষ, সুলভতা অসুলভতা ইত্যাদি দেখিয়া মূল্য স্থির করিত, তজ্জন্য দর কষাকষিও বিলক্ষণ চলিত [অপণ্ণক (১), সেরিবাণিজ (৩), কৃষ্ণ (২৯), মৎস্যদান (২৮৮) ইত্যাদি]। রাজার 'অর্ঘকারক' নামক একজন কর্ম্মচারী থাকিতেন বটে, কিন্তু ঐ ব্যক্তি বোধ হয়, রাজা যে সকল দ্রব্য ক্রয় করিতেন, তাহাদেরই মূল্য স্থির করিতেন এবং উৎকোচের লোভে সময়ে সময়ে উপযুক্ত মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাইতেন [তণ্ডুল নালী (৫)]।

বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও পাইকারি ও খুচরা উভয়বিধ ক্রয়বিক্রয়ই চলিত। খুচরা বিক্রয়ের জন্য দোকান থাকিত, কোন দোকানে বস্ত্র, কোথাও গন্ধ, কোথাও মাল্য ইত্যাদি বিক্রীত হইত, লোকে ফেরি করিয়াও বেড়াইত। ফেরিওয়ালারা পণ্যবস্তু কখনও নিজেরাই বহন করিয়া যাইত, কখনও বা গর্দ্দভাদির পৃষ্ঠে চাপাইত। পাইকারী ক্রয়বিক্রয়ের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা ছিল। চুল্লশ্রেষ্ঠি-জাতকের (৪) বণিক্ ত এক পট্টনে গিয়া জাহাজসুদ্ধ সমস্ত মাল খরিদ করিয়াছিল। জনপদে যে সকল স্থানে পাইকারি ক্রয়বিক্রয় হইত, সেগুলির নাম ছিল 'নিগমগ্রাম'।

দ্রব্যের মূল্য স্থির হইলে লোকে বায়না (সত্যঙ্কার) দিত। বায়না লইলে সওদা 'পাকা' হইত। শেষে ঐ দ্রব্যের মূল্য শতগুণ বৃদ্ধি হইলেও সত্যঙ্কার-গ্রহীতা কোন আপত্তি করিতে পারিত না [চুল্ল-শ্রেষ্ঠী (৪)]।

মুদ্রা।

অতি প্রাচীন কালে মুদ্রা ছিল না। তখন পণ্যের বিনিময়ে পণ্যের আদান প্রদান হইত। এমন এক সময় গিয়াছে, যখন কোন অপরাধ করিলে রাজপুরুষেরা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক 'পশু' দণ্ড করিতেন, কারণ তখন পশুই বিনিময়ের প্রধান সাধন ছিল। এই কারণেই পশুবাচক pecus শব্দ হইতে উত্তরকালে লাটিন ভাষায় ধনবাচক pecunia শব্দের উৎপত্তি হইয়াছিল। অস্মদ্দেশেও বৈদিক-যুগে অপরাধবিশেষে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক গোদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। জাতকের সময়ে দেখিতে পাই, তখন সমাজে মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল, তবে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য দিবার প্রথাও যে না ছিল, এমন নহে।† তণ্ডুলনালী-জাতকে (৫) নির্দ্দিষ্ট-প্রমাণ তণ্ডুল দ্বারা দ্রব্য ক্রয় করিবার আভাস পাওয়া যায়। শুনক-জাতকে (২৪২) লিখিত আছে, এক ব্যক্তি নিজের উত্তরীয় বস্ত্র ও নগদ এক কাহণ দিয়া একটা কুকুর কিনিয়াছিল। রাজপুত্র বিশ্বন্তর (৫৪৭) এক ব্যাধকে যে একটা স্বর্ণ-সূচী দিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় বকসিস্, ব্যাধদত্ত খাদ্যের মূল্য নহে।

জাতকরচনাকালে নির্দ্দিষ্ট ভারবিশিষ্ট ধাতুখণ্ডসমূহেই প্রধানতঃ দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারিত, প্রদত্ত ও গৃহীত হইত, কড়িরও প্রচলন ছিল। তবে এই সকল

Rhys Davids M. A নাম্নী বিদুষী Notes on Early Economic Conditions in Northern India নামক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এই অংশের রচনাকালে তাহা হইতে কোন কোন বিষয় সংগ্রহ করিয়াছি।

† এখনও সহরে পুরাতন বস্ত্রের বিনিময়ে বাসন এবং পল্লীগ্রামে মোমের বিনিময়ে লবণ ও তণ্ডুলাদির বিনিময়ে তাম্বূলাদি ক্রয় করিবার প্রথা আছে।

ধাতুখণ্ড রাজকীয় আদেশে মুদ্রিত হইত, কিংবা যে কেহ ঐ সকল প্রস্তুত করিয়া গোরখপুরী চেপুয়ার ন্যায় চালাইত, তাহা বলা যায় না। বিনয়পিটকে 'রূপিয়' শব্দটীর প্রয়োগ দেখিয়া মনে হয়, ধাতুখণ্ডসমূহ মুদ্রিত করিবার প্রথা ছিল, কারণ কোন কোন পণ্ডিতের মতে 'রূপিয' বলিলে রূপাঙ্কিত (অর্থাৎ যাহাতে রাজাদির মুখ মুদ্রিত হইয়াছে) স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র—সর্ব্ববিধ ধাতুখণ্ডই বুঝাইত। জাতকে মুদ্রার বা মুদ্রারূপে ব্যবহৃত বস্তুসমূহের এই নামগুলি পাওয়া যায়:—নিক্‌খ (নিষ্ক), সুবণ্ণ (সুবর্ণ), হিরণ্য, কহাপণ (কার্ষাপণ), কংস (কর্ষ বা কাংস্য), পাদ, মাসক (মাষা), কাকণিকা (কাকিণী), সিপ্পিকা।

সিপ্পিকা=কপর্দ্দক [শৃগাল (১১৩)]। কাকণিকা=এক পণের চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২০ কপর্দ্দক। মাষা প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট ভারজ্ঞাপক। মনুর মতে (৮। ১৩৪—১৩৭) ১ মাষা=৫ রতি, ৪ মাষা=১ পাদ (অর্থাৎ এক কর্ষের চারি ভাগের এক ভাগ); ৪ পাদ বা ৮০ রতি=১ কর্ষ। এ নিয়ম হইল তাম্রের সম্বন্ধে। মনু বলেন যে, তাম্র কার্ষিক, তাম্র কার্ষাপণ ও পণ একার্থবাচক। রৌপ্যের সম্বন্ধে ১ মাষা=২ রতি, ১৬ মাষা বা ৩২ রতি=১ ধরণ। স্বর্ণের ভার-নির্ণয়-পদ্ধতি তাম্রের সদৃশ। এক স্বর্ণকর্ষ (৮০ রতি)=১ সুবর্ণ; ৪ সুবর্ণ=১ পল=১ নিষ্ক=৩২০ রতি। ১০ পল অর্থাৎ ৩২০০ রতি=১ স্বর্ণ ধরণ। কিন্তু মনুর এই পদ্ধতি যে সর্ব্বত্র অনুসৃত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বর্ত্তমান সময়েই পণ ও কাহণ শব্দদ্বয় ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হয়, কেন না ১ পণ=৮০ কপর্দ্দক; ১৬ পণ=১২৮০ কপর্দ্দক বা এক কাহণ। মনুর পদ্ধতি গ্রহণ করিলে এবং স্বর্ণের মূল্য ২৪ টাকা ভরি ধরিলে ১ স্বর্ণ মাষা প্রায় ১।০; এক সুবর্ণ প্রায় ২০৲ এবং এক নিষ্ক প্রায় ৮০৲ হয়। রৌপ্যের বর্ত্তমান মূল্য প্রতি ভরি এক টাকা ধরিলে এক রৌপ্যধরণের মূল্য ।৵৪ পাই হয়। কিন্তু তাম্র সম্বন্ধে এরূপ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন, কারণ এক কর্ষ তাম্র এক ভরিরও কম এবং এক ভরি তাম্রের মূল্য প্রতি সের দুই টাকা ধরিলেও দুই পয়সার কম। এক কর্ষের মূল্য যখন এত অল্প, তখন এক মাষার মূল্য কিছুই থাকে না বলিতে হয়। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাম্র কর্ষের মূল্য স্বর্ণ রৌপ্যাদির আপেক্ষিক ছিল না, উহা কেবল বিনিময়ের সুবিধার জন্য নিদর্শন(token)-রূপে ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান সময়েও একটা পয়সায় যে পরিমাণ তামা থাকে, শুদ্ধ ধাতুখণ্ড মাত্র মনে করিলে তাহার মূল্য এক পয়সা হয় না।* এখন আমাদের মুদ্রাগুলি রৌপ্য-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, পূর্ব্বে বোধ হয় স্বর্ণ-ভিত্তি ছিল, কারণ বৌদ্ধসাহিত্যে রৌপ্যের উল্লেখ অতি বিরল, পক্ষান্তরে বিনিময়ের জন্য সুবর্ণের ব্যবহার অনেক স্থানেই দেখা যায়। ভারতবর্ষে রৌপ্যের খনি নাই বলিলেই হয়, কিন্তু স্বর্ণ বহু-স্থানে পাওয়া যায়। বুদ্ধের সময়েই পারস্যরাজ দারা পাঞ্জাব অঞ্চল হইতে যে কর

* ইদানীং নিকেল-নির্ম্মিত যে সকল আধুলি, সিকি, দুয়ানি ও আনি প্রচলিত হইয়াছে, সেগুলির সম্বন্ধেও এই কথা।

পাইতেন, তাহা স্বর্ণে প্রদত্ত হইত। মনুও ধরণের অর্থাৎ ৩২ রতির ঊর্দ্ধে রৌপ্যের ভার-জ্ঞাপক অন্য কোন সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করেন নাই।

কার্ষাপণ। জাতকে 'কহাপণ' শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ দেখা যায়; শতাধিক সংখ্যক হইলে ইহা উহ্য আছে বলিয়া ধরিতে হয়। কিন্তু এ কহাপণ সোণার কি তামার, এবং রূপার কহাপণও ছিল কি না, সর্ব্বত্র তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। যখন দেখা যায়, কোশলের এক ব্রাহ্মণ "হেরঞ্ঞিকের" ফলক হইতে কার্ষাপণ অপহরণ করিয়াছিলেন, তখন মনে করিতে হইবে, তাহা সোণার [শীলমীমাংসা (৮৬)]। কিন্তু যখন দেখা যায়, রাজা একজন তীরন্দাজকে দৈনিক সহস্র কার্ষাপণ বেতন দিতেন, কিংবা গ্রামভোজক এক ধীবরপত্নীর সামান্য অপরাধে আট কাহণ জরিমানা করিয়াছিলেন [উভতোভ্রষ্ট (১৩৯)], তখন তাম্রকার্ষাপণ ধরাই সুসঙ্গত। আবার যখন দেখি এক জন দাসের মূল্য শত কার্ষাপণ ছিল [নন্দ (৩৯), দুরাজান (৬৪)], তখন সন্দেহ হয় সম্ভবতঃ রৌপ্যকার্ষাপণও চলিত। এই কার্ষাপণকে বর্ত্তমানকালের 'কাহণ' (ষোল পণ) বা এক টাকা মনে করিলে দাসের মূল্যসম্বন্ধে কিছুমাত্র অসঙ্গতি-দোষ থাকে না।

আপেক্ষিক তারতম্য। মাষা, পাদ, কার্ষাপণ প্রভৃতির আপেক্ষিক মূল্যও সকল সময়ে সমান থাকিত না। শব্দের অর্থানুসারে ধরিতে হইলে ৪ মাষায় ১ পাদ অর্থাৎ কার্ষাপণের সিকি। কিন্তু বিনয়পিটকে দেখা যায়, বিম্বিসারের সময়ে রাজগৃহ নগরে ৫ মাষায় এক পাদ ধরা হইত। তাহা হইলে ২০ মাষায় এক কার্ষাপণ হয়। মনুর মতে ৪ সুবর্ণে এক নিষ্ক; কিন্তু পালিসাহিত্যে দেখা যায় ৫ সুবর্ণে এক নিষ্ক।* সুবর্ণকে মুদ্রা এবং নিষ্ককে ভারনির্দ্দেশক মাত্র মনে করিলে শেষোক্ত প্রভেদের একটা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে; ৪ সুবর্ণ এক নিষ্কের সমান হইলে সুবর্ণ গালাইয়া নিষ্কে পরিণত করায় এবং ৫ সুবর্ণে এক নিষ্ক হইলে নিষ্ক গালাইয়া বেশী সুবর্ণ প্রস্তুত করার প্রলোভন অনিবার্য্য।

মুদ্রাসমূহের আপেক্ষিক মূল্য কত ছিল এবং একই নামে অভিহিত ভিন্ন ভিন্ন ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রার কোথায় কোন্‌টী গ্রহণযোগ্য, এ সম্বন্ধে প্রাচীন গ্রন্থকারেরাও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। গঙ্গমাল-জাতকে (৪২১) কহাপণ, অর্দ্ধ, পাদ, চারিমাষা, মাষা এই মুদ্রাগুলির নাম আছে; কিন্তু লেখক ভাবিয়া দেখেন নাই যে পাদ ও চারিমাষা একই।

কংস। কর্ষ-ও কাংস্য উভয় শব্দই পালিতে 'কংস'। Childers কৃত অভিধানে বলা হইয়াছে ১ কংস = ৪ কার্ষাপণ; কিন্তু জাতকার্থবর্ণনাকার 'কংস' ও 'কহাপণ' শব্দ একার্থবাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন [শৃগাল (১১৩)]।

হিরণ্য। অনাথপিণ্ডদ অষ্টাদশ কোটি 'হিরণ্য' দ্বারা জেতবন ক্রয় করিয়াছিলেন। এই হিরণ্য কি সুবর্ণের তুল্যার্থবাচক? কেহ কেহ অনুমান করেন যে পূর্ব্বে

* নিষ্ক শব্দটী বেদেও দেখা যায় (ঋগ্বেদ ৪।৩৭।৪)। কিন্তু উহা স্বর্ণমুদ্রা বা স্বর্ণনির্ম্মিত আভরণবিশেষ, তাহা বলা কঠিন।

'সুবর্ণ' বলিলে মুদ্রা এবং 'হিরণ্য' বলিলে অমুদ্রিত সুবর্ণ (স্বর্ণবেণু বা স্বর্ণপিণ্ড) বুঝাইত; শেষে 'হিরণ্য' শব্দে 'সুবর্ণও' বুঝাইয়াছে। পরবর্তী পালি সাহিত্যে দেখা যায়, অনাথপিণ্ডদ জেতবনক্রয়ের জন্য অষ্টাদশ কোটি 'হিরণ্য' দেন নাই, 'সন্থবান' দিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও অর্থ-নিষ্পত্তির কোন সুবিধা হয় না, কেন না 'সন্থবান' বলিলে কি বুঝায়, তাহা স্থির করা যায় না। সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠিপুঙ্গব অষ্টাদশ কোটি তাম্রকার্ষাপণই দিয়াছিলেন; উত্তরকালে তাহা অতিরঞ্জিত হইয়া স্বর্ণমুদ্রায় পরিণত হইয়াছিল। জাতকে যে সকল অশীতি-কোটি বিভবসম্পন্ন ধনকুবেরের উল্লেখ আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধেও, বোধ হয়, তাম্রকার্ষাপণকে পরিমাণের একক ধরিলে সম্ভবের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে।

কতকগুলি দ্রব্যের মূল্যের তালিকা।

বহু জাতকে বহু দ্রব্যের বহুরূপ মূল্যের উল্লেখ দেখা যায়। সহস্রকার্ষাপণ মূল্যের পাদুকা ইত্যাদি লেখকের কল্পনাসম্ভূতই বলা যাইতে পারে। পঞ্চশত, সহস্র, অশীতিকোটি ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দ পালি লেখকদিগের হাতে মামুলি বিশেষণস্বরূপ। তবে নিম্নলিখিত তালিকার যাথার্থ্যসম্বন্ধে বোধ হয় তত সন্দেহের কারণ নাই :—

এক পাত্র সুরার মূল্য এক মাষা [ইল্লীশ (৭৮)]।

একটা বড় রুই মাছের মূল্য সাত মাষা [মৎস্যদান (২৮৮)]।

একটা কৃকলাসের ভোজনোপযোগী মাংসের মূল্য আধ মাষা [মহাউন্মার্গ (৫৪৬)]।

একটা গর্দ্দভের মূল্য আট কাহণ (রৌপ্য কি ?) [ঐ]।

দুইটা বলদের মূল্য চব্বিশ কাহণ [গ্রামণীচণ্ড (২৫৭)]* [কৃষ্ণ (২৯)]।

গাড়ী টানিয়া নদী পার করিবার জন্য বলদের ভাড়া গাড়ী প্রতি ২ কাহণ (তাম্র কি ?) [কৃষ্ণ (২৯)]।

একবার কামাইবার জন্য নাপিতের দক্ষিণা আট কাহণ (তাম্র ?) [সুপ্-পারক (৪৬৩)]।

সুরা তীক্ষ্ণ ও উৎকৃষ্ট হইলে অধিক মূল্যে বিক্রীত হইত। বারুণি-জাতকের (৪৭) বর্ত্তমান বস্তুতে লিখিত আছে, অনাথপিণ্ডদের আশ্রিত এক শৌণ্ডিক স্বর্ণের বিনিময়ে তীক্ষ্ণ মদ্য বিক্রয় করিত। সুরাপান-জাতক-বর্ণিত (৮১) কাপোতিকা সুরাও বোধ হয় মহার্ঘ ছিল। পক্ষান্তরে পচুই, তাড়ি ইত্যাদি মাদক দ্রব্য খুব সুলভ ছিল এবং দরিদ্রেরা তাহাই পান করিয়া মত্ততাসুখ ভোগ করিত। শাক-সবুজি প্রভৃতির মূল্যও খুব কম ছিল। সৌমনস্য-জাতকে (৫০৫) দেখা যায়, এক ভণ্ড তপস্বী এই ব্যবসায়ে মাষা প্রভৃতি ক্ষুদ্র মুদ্রায় তাহার ভাণ্ড পূর্ণ করিয়াছিল। চুল্লক-শ্রেষ্ঠি-জাতকের (৪) নায়ক বারাণসীতে (হোরা কি প্রহর হিসাবে বলা যায় না) আট কাহণে একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়াছিল। চন্দন অতি মহার্ঘ ছিল [(মহাস্বপ্ন) (৭৭); কুরুধর্ম্ম (২৭৬)]। শেষোক্ত জাতকে চন্দনসারের মূল্য লক্ষ মুদ্রা এবং

* আর্য্যদিগের মতে একটা পয়স্বিনী ধেনুর পারিভাষিক মূল্য তিন কাহণ মাত্র।

কাঞ্চনহারের মূল্য সহস্র মুদ্রা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আচার্য্যভাগ অর্থাৎ অগ্রিম গুরুদক্ষিণার জন্য সহস্রকার্ষাপণ নির্দ্দিষ্ট ছিল। দূতজাতক (৪৭৮)-বর্ণিত ব্রাহ্মণ-কুমার গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য ভিক্ষা করিয়া সাত নিষ্ক সংগ্রহ করিয়াছিল। সাত নিষ্ক (=২৮ সুবর্ণ বা স্বর্ণ কার্ষাপণ) অগ্রে দেয় সহস্রকার্ষাপণের তুলনায় অতি তুচ্ছ। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে, ইহা দরিদ্র শিষ্যের ভিক্ষোপার্জ্জিত অর্থ। আর যদি সহস্রকার্ষাপণকে সহস্র রৌপ্য কার্ষাপণ মনে করা যায়, তাহা হইলে উভয়বিধ দক্ষিণার অন্তর তত বেশি থাকে না।

গুরুদক্ষিণা।

দীনার।

জাতকে দীনারের উল্লেখ দেখা যায় না। "দীনার" গ্রীক্ শব্দ এবং যখন গ্রীকেরা এ দেশের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাহার পর এখানে এই স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল। জাতকের প্রাচীনত্বসম্বন্ধে দীনারের অনুল্লেখ একটী গৌণ-প্রমাণরূপে ধরা যাইতে পারে।*

ধনরক্ষা।

চোর, অরি, রাজা, জল ও অগ্নি এই উপদ্রবপঞ্চকে ধন নাশ হইত বলিয়া লোকে উদ্বৃত্ত অর্থ ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিত [নন্দ (৩৯), খদিরাঙ্গার (৪০) সতংকিল (৭৩), বভ্রু (১৩৭) ইত্যাদি]। এখন সেভিংস্ ব্যাঙ্ক ইত্যাদিতে টাকা খাটাইবার এত সুবিধা হইয়াছে; তথাপি কেহ কেহ এ অভ্যাস একেবারে ছাড়িতে পারে নাই।

ঋণদান।

পালি সাহিত্যে ঋণদান প্রথার উল্লেখ আছে, কিন্তু বৃদ্ধির (সুদের) হার কি ছিল তাহা জানা যায় না। গৌতমের স্মৃতিশাস্ত্রে সাধারণ সুদের মাসিক হার বিশ কাহণে ৫ মাষা, অর্থাৎ শতকরা বার্ষিক প্রায় ১৮৮০। যে ইহার অতি-রিক্ত বৃদ্ধি গ্রহণ করিত, সে বার্দ্ধুষিক বা কুসীদ অর্থাৎ হীনকর্ম্মা বলিয়া নিন্দিত হইত। ঋণ দুই ভাবে গৃহীত হইত—পর্ণ অর্থাৎ খত বা handnote দিয়া এবং আধি অর্থাৎ বন্ধক রাখিয়া। থেরীগাথাতে দেখা যায়, কেহ ঋণ শোধ করিতে না পারিলে উত্তমর্ণ তাহার সন্তানদিগকে দাসত্বে নিয়োগ করিতে পারিত। স্থবিরা ঋষিদাসী নিজের এক অতীতজন্মকাহিনীতে বলিয়াছেন—

শকটচালক দরিদ্রের
কন্যা হয়ে জন্মিলাম, ঋণগ্রস্ত বহু বণিকের।
অনেক সুদের দায়ে শ্রেষ্ঠী এক একদা বান্ধিয়া
ধরে নিয়ে গেল মোরে। . ... .. †

ঋণ পরিশোধ করিবার কালে অধমর্ণ উত্তমর্ণের নিকট হইতে লেখন অর্থাৎ রসিদ পাইত এবং পর্ণখানি ফিরাইয়া লইত [খদিরাঙ্গার (৪০)]।

---

* মহাভারতে বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদের শাপে যদুবংশের ধ্বংস হইয়াছিল এইরূপ বর্ণনা আছে। কিন্তু ঘট-জাতকে (৪৫৪) ইঁহাদের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাম দেখা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও লেখা আছে, "বৃষ্ণিসঙ্ঘশ্চ দ্বৈপায়নমত্যাসাদয়ন্" (৩য় প্রঃ)। সম্ভবতঃ পুরাকালে দ্বৈপায়নের ক্রোধই যদুবংশের নাশের কারণ বলিয়া বিদিত ছিল, শেষে দ্বৈপায়নের পরিবর্ত্তে অন্যান্য ঋষির স্কন্ধে দোষারোপ করা হইয়াছে। জাতকের প্রাচীনত্বের ইহাও অন্যতম প্রমাণ।

† শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্রমজুমদারসম্পাদিত থেরীগাথা হইতে উদ্ধৃত।

ঋণদান বৌদ্ধদিগের মধ্যে দোষাবহ ছিল না, রোহন্তমৃগ-জাতকে (৫০১) দেখা যায়, কৃতজ্ঞ রাজা ব্যাধকে কৃষি, বাণিজ্য, ঋণদান কিংবা উঞ্ছচর্য্যা, এই চারিটী শুদ্ধবৃত্তির যে কোন একটা অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তবে বার্দ্ধুষিক সর্ব্ব সমাজেই ঘৃণার্হ। মহাকৃষ্ণ-জাতকে (৪৬৯) কুসীদজীবী ভণ্ড তপস্বীদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিরা ভিক্ষু হইতে পারিত না। মনু একটা সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, বৃদ্ধির পরিমাণ কখনও মূল ঋণের পরিমাণকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। বর্ত্তমান সময়েও বিচারকেরা সুদের পরিমাণ আসল টাকার বেশী হইতে দেন না। এ ব্যবস্থায় অর্থগৃধ্নু উত্তমর্ণদিগের অত্যাচার যে অনেক পরিমাণে দমন হইত ও হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

রুরুজাতকে (৪৮২) বর্ণিত আছে, এক অধমর্ণ দেউলিয়া হইয়া উত্তমর্ণদিগের নিকট ঋণমুক্ত হইবার এক অপূর্ব্ব উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। সে জলে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া উত্তমর্ণদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল, আপনারা খতগুলি লইয়া অমুক সময়ে নদীতীরে অমুক স্থানে উপস্থিত হইবেন। সেখানে ভূগর্ভে আমার ধন প্রোথিত আছে, আমি তাহা উত্তোলন করিয়া আপনাদের সমস্ত প্রাপ্য চুকাইয়া দিব। উত্তমর্ণেরা তাহাই করিয়াছিল, এবং সে সকলের সমক্ষে নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইহাতেও তাহার প্রাণ যায় নাই; সে উদ্ধার পাইয়া আবও কত পাপে লিপ্ত হইয়াছিল।

(গ) ব্যবসায়িসমিতি—শ্রেণী, গণ, সঙ্ঘ।

সচরাচর একব্যবসায়ী বহুলোকে একস্থানে বাস করিত। অনীলচিত্ত (১৫৬) এবং সমুদ্রবাণিজ-জাতকে (৪৬৬) 'কুলসহস্রনিবাস' সূত্রধার-গ্রামের কথা আছে। সূচী-জাতকে (৩৮৭) যে 'কর্ম্মার গ্রাম' দেখা যায়, তাহাতে সহস্র ঘর কর্ম্মকার থাকিত। লোশক-জাতকের (৪১) কৈবর্ত্তগ্রামে হাজার ঘর কৈবর্ত্তের বসতি ছিল। বারাণসীর দন্তকারেরা একটা স্বতন্ত্র মহল্লায় থাকিত, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইরূপ চোরগ্রাম, চণ্ডালগ্রাম, নিষাদগ্রাম প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখা যায়।

একব্যবসায়ী এত লোক এক সঙ্গে থাকিত বলিয়া তাহারা স্ব স্ব ব্যবসায়ের পরিচালনার্থ কতকগুলি সাধারণ নিয়ম পালনপূর্ব্বক সমিতিবদ্ধ হইত। এই সকল সমিতির নাম ছিল শ্রেণী, গণ বা সঙ্ঘ। জাতকে 'শ্রেণী' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। প্রত্যেক সমিতির একজন নেতা থাকিতেন; তাঁহার উপাধি ছিল 'জেট্ঠক' অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ।* যিনি কর্ম্মকারশ্রেণীর নায়ক, তাঁহাকে বলা হইত 'কম্মারজেট্ঠক' [সূচী (৩৮৭), কুশ (৫৩১)]। এইরূপ মালাকারজেট্ঠক [কুল্মাষপিণ্ড (৪১৫)], বদ্ধকিজেট্ঠক [সমুদ্রবাণিজ (৪৬৬)], সথবাহজেট্ঠক

* কোন কোন স্থানে দেখা যায় 'মহা' ও 'চূল' বিশেষণ দ্বারা ব্যবসায়ীদিগের মর্য্যাদা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যেমন মহাশ্রেষ্ঠী, চূলশ্রেষ্ঠী, মহাবর্দ্ধকী ইত্যাদি।

[জবুদ্দপান (২৫৬)]*, এমন কি চোরজেট্‌ঠক (চোরের সর্দ্দার) পর্য্যন্ত দেখা যায় [শতপত্র (২৭৯), শক্তিগুল্ম (৫০৩)]। যিনি শ্রেষ্ঠীদিগের প্রধান, তাঁহাকে বর্ত্তক-জাতকে (১১৮) 'উত্তরশ্রেষ্ঠী' বলা হইয়াছে।

সম্প্রদায়বিশেষের জ্যেষ্ঠেরা রাজসভায় বেশ প্রতিপত্তিভাজন ছিলেন। উরগ-জাতকের (১৫৪) শ্রেণীনায়কদ্বয় কোশলরাজের মহামাত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সূচী-জাতকের কর্ম্মকারজ্যেষ্ঠ 'রাজবল্লভ' ছিলেন। রাজসভায় 'ভাণ্ডাগারিক' নামধেয় যে অমাত্য থাকিতেন, ন্যগ্রোধ-জাতকে (৪৪৫) তিনি "সর্ব্বশ্রেণীর বিচারণার্হ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যখন 'সেণিভণ্ডন' অর্থাৎ এক শ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর, কিংবা একই শ্রেণীর মধ্যে কলহ হইত [উরগ (১৫৪), নকুল (১৬৫)] সর্ব্বশ্রেণীর বিচারণার্হ অমাত্য বোধ হয় তখন তাহা মিটাইয়া দিতেন। সর্ব্বশ্রেণী বলিলে কতটী শ্রেণী বুঝিতে হইবে, তাহা বলা যায় না। কোন কোন জাতকে [মূকপঙ্গু (৫৩৮), মহাউন্মার্গ (৫৪৬)] অষ্টাদশ শ্রেণীর উল্লেখ আছে। এই 'অষ্টাদশ' শব্দটী একটা মামুলি বিশেষণ, কিংবা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যাবাচক, তাহা বলা কঠিন। মহাউন্মার্গ-জাতকে অষ্টাদশ শ্রেণীর বর্ণনায় "বড্ঢকি-কম্মার-চম্মকার-চিত্তকারাদিনানাশিপ্পকুসলা" এই বিশেষণটী ব্যবহৃত হইয়াছে।

'শ্রেণী' ছিল ; কিন্তু তাহার মাহাত্ম্যে বর্ত্তমানকালের ন্যায় ধর্ম্মঘট হইয়া সমাজ ওলট পালট হইত বলিয়া মনে হয় না। কেবল সমুদ্র-বাণিজ জাতকে কথিত আছে, সূত্রধারেরা তাহাদের উত্তরকালীন বংশধরদিগের ন্যায় লোকের নিকট অগ্রিম টাকা লইয়াও কাজ দিত না। লোকে পুনঃ পুনঃ তাগাদা করায় শেষে তাহারা গ্রামসুদ্ধ লোকে পলায়ন করিয়া অন্যত্র গমন করিয়াছিল।

সন্ন্যাসিজীবনে, বিশেষতঃ বৌদ্ধদিগের মধ্যে সঙ্ঘের নিয়মপালন-সম্বন্ধে খুব বান্ধাবান্ধি দেখা যায়। বিহারগুলি বৌদ্ধ সঙ্ঘের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত ছিল। কেহ উদ্যানাদি কোন সম্পত্তি দান করিলে তাহা ব্যক্তিবিশেষকে দিতেন না, 'বুদ্ধপ্রমুখ' সঙ্ঘকে দিতেন। ভাণ্ডারে ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্য থাকিত ; ভিক্ষুমাত্রেই স্ব স্ব প্রয়োজনমত তাহা হইতে পাত্র-চীবর-তণ্ডুলাদি প্রাপ্ত হইতেন। এই সকল দ্রব্য বণ্টন করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারী থাকিতেন। ভাণ্ডারের অধ্যক্ষকে 'ভাণ্ডাগারিক' বলা হইত। যিনি তণ্ডুল বণ্টন করিতেন, তাঁহার নাম ছিল 'ভক্তোদ্দেশক'। যাঁহারা কার্য্যে অভিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ, বুদ্ধিমান্, নির্ভীক ও ধীরপ্রকৃতি, ঈদৃশ প্রবীণ ব্যক্তিরাই ভক্তোদ্দেশকের পদে বৃত হইতেন [তণ্ডুলনালী (৫)]। অনেক লোক এক সঙ্গে থাকিলে মতভেদ ও বিবাদ অপরিহার্য্য। কৌশাম্বী-জাতকে (৪২৮) দেখা যায়, একবার তত্রত্য ঘোষিতারামে ভিক্ষুদিগের মধ্যে এমন কলহ ঘটিয়াছিল যে, স্বয়ং বুদ্ধদেবও তাহা মিটাইতে পারেন নাই।

পল্লীসমিতি। শিল্পী ও ভিক্ষুদিগের সমিতি বা সঙ্ঘের কথা বলা হইল। এতদ্ভিন্ন

* এখানে 'সার্থবাহ' শব্দের অর্থ বণিক।

পল্লীসমিতিও ছিল। গ্রামবাসীরা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে একত্র হইয়া সাধারণ-হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিত। কুলায়ক-জাতকে (৩১) কথিত হইয়াছে যে, গ্রামস্থ লোকেরা গ্রাম্যকর্ম্মসাধনার্থ একস্থানে সমবেত হইত, বোধিসত্ব প্রভৃতি কতিপয় গ্রামবাসী মিলিত হইয়া ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠা, সেতু নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি করিতেন। লোশক (৪১) ও তক্কজাতকে (৬৩) দেখা যায়, গ্রামবাসীরা পাঠশালা স্থাপন করিত এবং শিক্ষকের বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিত। রাজা মৃগয়ার সময়ে বেগার ধরিতেন বলিয়া লোকের অসুবিধা হইত; এইজন্য পল্লীবাসীরা কখনও কখনও সমবেত হইয়া নানা দিক্ হইতে মৃগ তাড়াইয়া আনিয়া রাজার সুবিধার জন্য এক স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিত [ন্যগ্রোধমৃগ (১২), নন্দিকমৃগ (৩৮৫)]। গৃহপতি-জাতকে (১৯৯) লিখিত আছে, একবার দুর্ভিক্ষের সময়ে গ্রামের সমস্ত লোকে গ্রামভোজকের নিকট হইতে যৌথ ঋণ গ্রহণ করিয়াছিল। মহা-উন্মার্গ জাতকের (৫৪৬) ঔষধকুমার চাঁদা তুলিয়া ক্রীড়াশালা, পান্থশালা, বিচারগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই সমস্ত বিবেচনা করিলে অনুমান হয় যে, যদিও গ্রামভোজক রাজার প্রতিনিধিভাবে করসংগ্রহ ইত্যাদি কতকগুলি কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন, তথাপি অনেক কার্য্য গ্রামবাসীরা আপনারাই সম্পন্ন করিত। ধর্ম্মশালা-প্রভৃতি গ্রামবাসীদিগের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত।

সমিতির মধ্যে মতভেদ ঘটিলে সময়ে সময়ে সংখ্যাধিক্য দ্বারা অর্থাৎ vote লইয়া তাহার মীমাংসা হইত [সুনীল (১৬৩); কাবায় (২২১)]। কোন বৃহদ্ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিলে কখনও এক একটী শ্রেণীর লোকে, কখনও সমস্ত নগরবাসী বা গ্রামবাসী চান্দা তুলিত এবং তাহাদের সমবেত চেষ্টায় কার্য্যটী সুসম্পন্ন করিত।

অন্তেবাসিক।

ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অন্তেবাসিক (অন্তেবাসী, apprentice) রাখিবার পদ্ধতি ছিল। সাধারণতঃ ব্যবসায়মাত্রই বংশগত হইলেও কেহ কেহ নৈপুণ্যলাভের জন্য কোন না কোন বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর অন্তেবাসী হইত এবং তাহার তত্ত্বাবধানে খাটিয়া কাজ শিখিত। বারুণি-জাতকে (৪৭) অনাথপিণ্ডদের আশ্রিত এক সুরাবিক্রেতার অন্তেবাসিকের কথা আছে এবং আপানস্বামীকে 'আচার্য্য' বলা হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই আখ্যায়িকায় অন্তেবাসিক ও আচার্য্য শব্দে একটু শ্লেষ,—একটু বিদ্রূপের ভাব আছে, কারণ তাঁহাদের মতে, এই শব্দদ্বয় কেবল বিদ্যাদাতা ও বিদ্যার্থীর সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কুশজাতক (৫৩১) পাঠ করিলে দেখা যায়, এ অনুমান ভিত্তিহীন। ইক্ষ্বাকুরাজ কুশ নিজের পত্নী প্রভাবতীকে পাইবার জন্য শ্বশুরালয়ে ছদ্মবেশে একে একে মদ্ররাজের কুম্ভকার, নলকার, মালাকার ও পাচক, এই সকলের 'অন্তেবাসিক' হইয়াছিলেন এবং ইহাদের সকলকেই 'আচার্য্য' বলিয়াছিলেন। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গ্রহণ করিলে মনে হয়, অন্তেবাসীরা স্ব স্ব প্রভুর গৃহেই বাস করিত।

(ত) দাসত্ব।

ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দাস। দাসদিগের অবস্থা।

পূর্ব্বে অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও দাস রাখিবার প্রথা ছিল। মনু-সংহিতায় (৮।৪১৫) সপ্তবিধ দাসের উল্লেখ আছে—ধ্বজাহৃত (অর্থাৎ যাহারা যুদ্ধে দাসীকৃত), ভক্তদাস (অর্থাৎ যাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে), গৃহজ [অর্থাৎ দাসীর গর্ভজ, ইহাদিগকে গর্ভদাসও (born slaves) বলা যায়], দণ্ডদাস (অর্থাৎ যাহারা রাজাদিষ্ট ধনদণ্ড শোধ করিতে অসমর্থ হইয়া দাসত্ব করে), ক্রীত, দত্রিম ও পৈতৃক। শেষের তিনটীকে এক শ্রেণীভুক্ত করিলে মনুর গ্রন্থে আমরা পাঁচ প্রকার দাস দেখিতে পাই। বিদুরপণ্ডিত-জাতকে (৫৪৫) কিন্তু চারিপ্রকার দাসের নাম আছে:—(১) আমায় দাস অর্থাৎ গর্ভদাস, (২) ক্রীত দাস, (৩) যাহারা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক দাসত্ব করে এবং (৪) যাহারা দস্যুভয়ে অন্যের আশ্রয় লইয়া তাহার দাস হয়। বলা বাহুল্য, শেষোক্ত দুই প্রকার দাস ভক্তদাসের ভিন্ন ভিন্ন শাখা। কুলায়ক-জাতকে (৩১) কথিত আছে, রাজা এক অত্যাচারী গ্রামভোজককে দাসত্বে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এরূপ দাসকে মনুর 'দণ্ডদাসের' মধ্যে ফেলা যাইতে পারে। আবার তক্ক (৬৩), চুল্লনারদ (৪৭৭) প্রভৃতি কয়েকটী জাতকে দেখা যায়, দস্যুরা প্রত্যন্ত গ্রামসমূহ লুণ্ঠন করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে লইয়া যাইত। পালিসাহিত্যে এইরূপ ধৃত হতভাগ্যেরা 'করমর' নামে অভিহিত। ইহারা মনুর 'ধ্বজাহৃত'দিগেরই অনুরূপ।

মনুর মতে দাসেরা 'অধন'।* নামসিদ্ধিক-জাতকে (৯৭) দেখিতে পাই, ধনপালী নাম্নী এক দাসীর প্রভু ও প্রভুপত্নী তাহাকে অপরের গৃহে খাটাইয়া ধনোপার্জ্জন করাইত এবং একদিন সে কিছুই উপার্জ্জন করিতে পারে নাই বলিয়া তাহারা তাহাকে দ্বারদেশে ফেলিয়া প্রহার করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতে দাসদাসী যে সম্পূর্ণ 'অধন', তাহা বুঝা যায় না। কারণ প্রভুর আদেশে অন্যের বাড়ীতে খাটা এবং প্রভুর কর্ম্মে অবহেলা না করিয়া অবসরকালে অর্থ অর্জ্জন করা এক নহে। কৌটিল্যের মতে দাস "আত্মাধিগতং স্বামিকর্ম্মাবিরুদ্ধং লভেত, পিত্র্যং চ দায়ং" অর্থাৎ স্বামীর কর্ম্মে অবহেলা না করিয়া বিত্ত উপার্জ্জন করিতে পারে, পৈতৃক সম্পত্তিও প্রাপ্ত হয়। কেবল ইহাই নহে, তিনি আরও ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, "দাসস্য বিত্তাপ-হারিণোঽর্দ্ধদণ্ডঃ" অর্থাৎ দাসস্বামী দাসের বিত্তহরণ করিলে অর্দ্ধদণ্ড ভোগ করিবেন। তিনি বলেন, "দাসদ্রব্যস্য জ্ঞাতয়ো দায়াদাঃ, তেষামভাবে স্বামী" অর্থাৎ দাসের জ্ঞাতিরা তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী, জ্ঞাতি না থাকিলে স্বামী। ফলতঃ দাসের অবস্থা যে মনুর সময় অপেক্ষা কৌটিল্যের সময়ে অনেক ভাল ছিল,

---

* ভার্য্যা পুত্রশ্চ দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ধনম্॥ (মনু, ৮।৪১৬)

অর্থশাস্ত্র পড়িলে তাহা বেশ বুঝা যায়। * জাতক-পাঠেও প্রতীতি হয় যে, দাস-স্বামীরা দাসদাসীদিগকে সাধারণতঃ সদয়ভাবেই পালন করিতেন। নন্দদাস [নন্দ (৩৯)] তাহার প্রভুর এত বিশ্বাসভাজন ছিল যে, কোথায় তাঁহার ধন প্রোথিত আছে, মৃত্যুকালে তিনি নন্দকেই তাহা বলিয়া গিয়াছিলেন। কটাহক-জাতকের (১২৫) নায়ক গর্ভদাস ছিল, সে প্রভুপুত্রের সহিত পাঠশালায় যাইত এবং এইরূপে বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছিল। তাহার আশঙ্কা হইত বটে যে, কোনদিন সামান্য একটু দোষ পাইলেই হয়ত প্রভু তাহাকে প্রহার করিবেন, দাগা দিবেন বা বন্দী করিয়া রাখিবেন, এবং এই জন্যই সে পলাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে যখন ধরা পড়িয়াছিল, তখন প্রভু তাহাকে কোন দণ্ড দেন নাই, তাহাকে পুনর্ব্বার দাসত্বেও নিয়োজিত করেন নাই। নানাচ্ছন্দ-জাতকের (২৮৯) ব্রাহ্মণ রাজার নিকট কি বর চাহিবেন ইহা স্থির করিবার জন্য, যেমন নিজের পুত্রকলত্রের, সেইরূপ পূর্ণানাম্নী দাসীরও সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছিলেন। উরগ-জাতকে (৩৫৪) যে ব্রাহ্মণের কথা আছে, তিনি পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ ও একজন দাসী লইয়া গৃহস্থালী করিতেন। ইঁহাদের সকলের মধ্যেই বেশ প্রীতির বন্ধন ছিল, অন্য সকলের ন্যায় দাসীও পঞ্চ শীল পালন করিত এবং যথালব্ধ-নিয়মে দান করিত। এই ব্রাহ্মণের পুত্র যখন সর্পদংশনে মারা যায়, তখন ব্রাহ্মণের শিক্ষাগুণে কেহই অশ্রুপাত করে নাই। ইহা দেখিয়া ছদ্মবেশী শক্র দাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এই মৃতব্যক্তি বোধ হয় তোমার উপর অত্যাচার করিত। তাই আপদ্ গিয়াছে ভাবিয়া কান্দিতেছ না।" দাসী উত্তর দিয়াছিল, "অমন কথা বলিবেন না, মহাশয়! আমি বাছাকে কোলে পিঠে মানুষ করিয়াছিলাম। তাহার মত লোকে কি কখনও অত্যাচার করিতে পারে? তবে যে কান্দিতেছি না, তাহার কারণ এই যে, যেমন জলের কলসী ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা যোড়া দেওয়া যায় না, সেইরূপ যে মরিয়াছে, কান্দিয়া কেহ তাহাকে ফিরাইতে পারে না।" শ্রীকালকর্ণী (৩৮২) এবং গঙ্গমাল-জাতকেও (৪২১) দেখা যায়, শুচিপরিবার শ্রেষ্ঠীর গৃহে দাসকর্ম্মকারাদি পরিজন সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিত ও ধর্ম্মপথে চলিত।

দাসের মূল্য।

পূর্ব্বকালে একজন দাস বা দাসীর মূল্য কত ছিল, বলা যায় না। সম্ভবতঃ বয়স, কার্য্যক্ষমতা ইত্যাদির তারতম্যানুসারে মূল্যেরও তারতম্য ঘটিত। নন্দ-জাতক (৩৯) এবং দুরাজান-জাতকে (৬৪) দেখা যায়, শতকার্ষাপণ যেন খুব উচ্চ মূল্য বলিয়া বিবেচিত হইত। শক্তুভস্ত্রা-জাতকে (৪০২) কথিত আছে, এক ব্রাহ্মণ দাসক্রয়ের জন্য ভিক্ষায় বাহির হইয়াছিলেন এবং যখন সাত শত কার্ষাপণ

* "প্রেতবিণ্মূত্রোচ্ছিষ্টগ্রাহিণামাহিতস্য নগ্নস্থাপনং দণ্ডপ্রেষণমতিক্রমণং চ স্ত্রীণাং মূল্যনাশকরম্"—কেহ দাসের দ্বারা শব, বিষ্ঠা, মূত্র ও উচ্ছিষ্ট বহন করাইলে, তাহাদিগকে নগ্ন অবস্থায় রাখিলে, প্রহার করিলে বা অযথা গালি দিলে, কিংবা কোন দাসীর সতীত্ব নাশ করিলে, তিনি যে মূল্যে ঐ দাস বা দাসীকে ক্রয় করিয়াছিলেন তাহা নষ্ট হইবে, অর্থাৎ উৎপীড়িত দাস নিষ্ক্রয় না দিয়াই মুক্তিলাভ করিবে। "স্বামিনস্তস্যাং দাস্যাং জাতং সমাতৃকম্ অদাসং বিদ্যাৎ"—দাসস্বামীর ঔরসে দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মিলে দাসী ও তাহার সন্তান উভয়েই অদাস হইবে। যে প্রকার দাসই হউক না কেন, নিষ্ক্রয় দিলে তৎক্ষণাৎ আর্য্যত্ব অর্থাৎ স্বাধীনতা পাইবে (অর্থশাস্ত্র, ৬৫ প্রকরণ)।

পাইয়াছিলেন, তখন ভাবিয়াছিলেন, ইহাই পর্য্যাপ্ত হইবে। বিশ্বন্তর-জাতকে (৫৪৭) আছে, জূজক এক দাসী ক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে ভিক্ষা করিয়া কোন ব্রাহ্মণের নিকট একশত কার্ষাপণ গচ্ছিত রাখিয়াছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ ঐ ধন নিজে খরচ করে এবং জূজক যখন উহা ফেরত চায়, তখন উহার বিনিময়ে তাহাকে নিজের কন্যা অমিত্রতাপনাকে দান করে। বিশ্বন্তর নিজের পুত্র ও কন্যাকে জূজকের দাসত্বে নিয়োজিত করিবার কালে পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণকে সহস্র কার্ষাপণ নিষ্ক্রয় দিলে দাসত্বমুক্ত হইবে, তোমার ভগিনী সুন্দরী ও রাজকুমারী, দাস, দাসী, হস্তী, অশ্ব, গো ও নিষ্ক, এই সমস্ত প্রত্যেকটী শতপরিমাণে না দিলে তাহার নিষ্ক্রয় পর্য্যাপ্ত হইবে না। রাজা ভিন্ন অন্য কাহারও এত মূল্য দিবার সাধ্য নাই; কাজেই মুক্তিলাভ করিতে পারিলে সে রাজমহিষী হইবে।" রাজপুত্র ও রাজকন্যার মূল্য যত ইচ্ছা তত বেশী বলা যাইতে পারে, কিন্তু অন্য দাস দাসীর সম্বন্ধে কি মূল্য অনুমান করা সঙ্গত? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কার্ষাপণ বলিলে যে কি বুঝায়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। রৌপ্যকার্ষাপণে ১২৮০ কড়া—এক টাকা। যদি উল্লিখিত জাতক-গুলির কার্ষাপণ এই অর্থে ধরা যায়, তাহা হইলে বলা যাইতে পারে প্রাচীনকালে সাধারণতঃ কোন দাসদাসীর মূল্য একশত টাকার অধিক ছিল না।

কর্ম্মকর। যাহারা নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইয়া জন খাটিত, তাহাদের নাম ছিল ভৃতিক (পালি 'ভাতক') ও কর্ম্মকর। কর্ম্মকরেরা নগত বেতন লইত [সুতনো (৩৯৮), কুল্মাষপিণ্ড (৪১৫), কখনও বা পেটভাতে খাটিত [গঙ্গমাল (৪২১)]। কোন কোন জাতকে দাস ও কর্ম্মকর উভয় শ্রেণীর শ্রমজীবীরই উল্লেখ দেখা যায়। মনুর সপ্তম অধ্যায়ে (১২৬) কর্ম্মকরদিগের বেতন নির্দ্দেশ করা আছে। যাহারা অপকৃষ্ট ভৃত্য অর্থাৎ গৃহাদির সম্মার্জ্জনকারী ও জলবাহক, তাহারা প্রতিদিন একপণ, প্রতিমাসে এক দ্রোণ ধান্য এবং প্রতি ছয় মাসে এক যোড়া কাপড় পাইত। আট মুষ্টি ধানে এক কুঞ্চি, আট কুঞ্চিতে এক পুষ্কল, চারি পুষ্কলে এক আঢক এবং চারি আঢ়কে এক দ্রোণ হয়। যদি এক মুষ্টিকে এক ছটাক ধরা যায়, তাহা হইলে ১ কুঞ্চি = আধ সের, ১ পুষ্কল = ৴৪, ১ আঢক = ।৬ এবং ১ দ্রোণ = ১।।৪। ইহাতে দেখা যায়, বর্ত্তমান সময়ের সঙ্গে তুলনা করিলে সে কালে শ্রমজীবীদিগের অবস্থা অপকৃষ্ট ছিল না।

(থ) আমোদ, উৎসব।

জাতকে নক্খত্ত (নক্ষত্র) এবং ছণ (ক্ষণ) এই দুইটী শব্দে পর্ব্ব বা উৎসব বুঝায়। ইহাতে মনে হয়, নির্দ্দিষ্ট মাসে বারতিথিনক্ষত্রাদিবিশেষের সংযোগে অর্দ্ধোদয়াদি যোগসংঘটনের ন্যায় উৎসবেরও সময় নির্দ্ধারিত করিবার রীতি ছিল, উহা সর্ব্বসাধারণকে জানাইবার জন্য ভেরীবাদনাদি দ্বারা ঘোষণা করা হইত। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান উৎসব হইত কার্ত্তিক মাসে। উন্মাদয়ন্তীজাতকে (৫২৭) লিখিত আছে যে, এই উৎসব কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় আবদ্ধ হইত এবং

বর্ত্তকজাতক (১১৮)-পাঠে বুঝা যায় ইহা সপ্তাহকাল স্থায়ী ছিল। বর্ত্তমান সময়ে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাসযাত্রা হইয়া থাকে; জাতকবর্ণিতকালে তদানীন্তন ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত কার্ত্তিকোৎসবের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা বলা যায় না।

কার্ত্তিকোৎসব। কার্ত্তিকোৎসব ব্যতীত সময়ে সময়ে আরও অনেক উৎসব হইত। উৎসবে নৃত্য, গীত ও বাদ্য হইত [ভেরীবাদক (৫৯), গুপ্তিল (২৪৩), পাদকুশলমাণব (৪৩২)], এবং সাপুড়েরা সাপ ও বানর লইয়া খেলা দেখাইত [শৃগালক (২৪৯), অহিতুণ্ডিক (৩৬৫)]। অতি দরিদ্রলোকেও সুরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করিয়া ও গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া উৎসবে যোগ দিত [পুষ্পরক্ত (১৪৭), গন্ধমাল (৪২১)]। উৎসবের একটা প্রধান উপসর্গ ছিল সুরাপান [তুণ্ডিল (৩৮৮), পাদকুশলমাণব (৪৩২)]।

সুরাপান। সুরাপান-জাতকে (৮১) এক উৎসব সুরোৎসব (সুরানক্‌খত্ত) নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহাতে প্রাচীন গ্রীকদিগের Dionysia এবং রোমকদিগের Bacchanalia নামক বীভৎস উৎসবের কথা মনে পড়ে। গন্ধমাল-জাতকে (৪২১) দেখা যায়, এক মজুরের ও তাহার রক্ষিতা স্ত্রীর এক মাষক মাত্র সম্বল ছিল, অথচ তাহারা স্থির করিয়াছিল যে উৎসবে গিয়া ইহারই এক অংশে মাল্য, এক অংশে গন্ধ ও এক অংশে সুরা ক্রয় করিবে। মাষক বলিলে কার্ষাপণের ষোল ভাগের একভাগ বুঝায়। যদি রৌপ্যকার্ষাপণও ধরা যায়, তাহা হইলেও দেখা যাইতেছে, সর্ব্বসুদ্ধ এক আনা মাত্র পুঁজি লইয়াই তাহাদের এতদূর স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল! কুর্ম্মি, কাহার, বাউরি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবীদিগের মধ্যে এখনও দারিদ্র্য ও অপরিণামদর্শি-বিলাসের এইরূপ অদ্ভুত সমবায় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালের শৌণ্ডিকালয়ের ন্যায় তখনও নানা স্থানে পানাগার (আপান) ছিল। সুরাপায়ীরা সেখানে গিয়া পিপাসা নিবৃত্তি করিত।

নট; ঐন্দ্রজালিক। উৎসব ব্যতীত অন্যত্রও লোকে ভোজবাজি প্রভৃতি দেখাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। চণ্ডালেরা বাঁশ নাচাইত [চিত্তসম্ভূত (৪৯৮)], লঙ্ঘননটেরা শক্তি-লঙ্ঘনাদি ক্রীড়া দেখাইত [দুর্ব্বচ (১১৬)] এবং সুতীক্ষ্ণ তরবারি গিলিয়া লোকের বিস্ময় জন্মাইত [দশার্ণক (৪০১)]। জাতকে যে সকল নটের উল্লেখ আছে, তাহারা নৃত্যগীত ও ইন্দ্রজালবিদ্যা প্রভৃতিতে বেশ নিপুণ ছিল। মনুর মতে (১০।২২) নটেরা ব্রাত্যক্ষত্রিয়; কিন্তু জাতকবর্ণিত সময়ে ইহাদের ব্যবসায় জাতিগত হইয়াছিল কি না বলা যায় না। যাহারা 'ভবঘুরে', তাহারা ভোজবাজি প্রভৃতি দেখাইয়া দিনপাত করিয়া বেড়াইত।* তিত্তির-জাতকে (৪৩৮) একটা ভবঘুরের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে:—

ভ্রমিল কলিঙ্গ দেশে করিয়া বহন
বণিকের পণ্যভাণ্ড; নিজেই আবার
সাজিয়া বণিক্ গেল দেশ দেশান্তরে।

---

* রত্নাবলী নাটকে যে ঐন্দ্রজালিকের কথা আছে, বিদূষক তাহাকে একাধিক বার দাস্যাঃ পুত্রঃ বলিয়াছে।

*　*　*　*　*

মিশিয়া নটের দলে কিছুদিন তরে
দেখাইল দণ্ডযুদ্ধ দর্শকসমাজে।
আবার ব্যাধের সঙ্গে মিলিত হইয়া
ধরিল বনের পশু বিস্তারি বাগুরা।

*　*　*　*　*

আজীবক হ'ল শেষে, প্রব্রজ্যার কালে
তপ্তপিণ্ডে হস্ত দগ্ধ হ'ল পাপাত্মার।

উচ্ছৃঙ্খল ধনিপুত্রদিগকে 'কাপ্তেন ধরা' এবং অল্পে অল্পে তাহাদের সর্ব্বস্ব শোষণ করা—ইহাও নটদিগের জীবিকানির্ব্বাহের একটা সহজ উপায় ছিল। ভদ্রঘট-জাতকে (২৯১) লিখিত আছে, বোধিসত্ত্বের পুত্র তাঁহার মৃত্যুর পর মদ্যাসক্ত হইয়াছিল, সে লঙ্ঘননট, ধাবক, গায়ক, নট প্রভৃতিকে সহস্র সহস্র মুদ্রা দিত, কোথায় গীত, কোথায় নৃত্য, কোথায় বাদ্য, উন্মত্তের ন্যায় অবিরত কেবল ইহাই খুঁজিয়া বেড়াইত এবং এইরূপে অচিরে চল্লিশ কোটি ধন ও অন্যান্য সম্পত্তি উড়াইয়া দিয়াছিল।

কিন্তু এত করিয়াও নটেরা বোধ হয় সঙ্গতিশালী হইতে পারিত না। উচ্ছিষ্ট-ভক্ত (২১২) জাতকে বর্ণিত আছে, বোধিসত্ত্ব যে নটকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা ভিক্ষোপজীবী ছিল।

জাতকে নাটকাভিনয়ের উল্লেখ নাই, কিন্তু নটেরা যে হাস্যোদ্দীপক অঙ্গভঙ্গী ও নৃত্যাদি দ্বারা দর্শকদিগের চিত্তরঞ্জন করিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। সুরুচি-জাতকে (৪৮৯) দেখিতে পাই, তাহারা বর্ত্তমান যাত্রার দলসমূহের 'কালুয়া ভুলুয়ার' ন্যায় বিকট নৃত্যাদি দ্বারা রাজকুমার মহাপ্রণাদকে হাসাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। এতাদৃশ অনুষ্ঠানের বিবর্ত্তন হইতেই উত্তরকালে দৃশ্যকাব্যাভিনয়ের প্রচলন হইয়াছিল কিনা তাহা প্রত্নতত্ত্ববেত্তাদিগের বিবেচ্য।

দুইটী বিস্ময়কর ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়া।

প্রাগুক্ত সুরুচি-জাতকে ভণ্ডুকর্ণ ও পণ্ডুকর্ণ নামক দুইজন নটের দুইটী অতি বিস্ময়কর ঐন্দ্রজালিক ক্রীড়ার বর্ণনা আছে। ভণ্ডুকর্ণ মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা বিশাল আম্রবৃক্ষ জন্মাইয়া তাহার কোন শাখা লক্ষ্য করিয়া একটা সূত্রপিণ্ড ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিল; সূত্রের একপ্রান্ত ঐ শাখায় সংলগ্ন হইলে সে উহা ধরিয়া উপরে উঠিল, সেখানে যক্ষেরা তাহার দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া নিম্নে ফেলিয়া দিল, অন্যান্য নটেরা ঐ খণ্ডগুলি যথাস্থানে রাখিয়া জল ছিটাইল; এবং ভণ্ডুকর্ণ তৎক্ষণাৎ পুষ্পাবরণে আচ্ছাদিত হইয়া পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইল ও নৃত্য করিতে লাগিল। ইহার পর পণ্ডুকর্ণ অনুচরগণসহ জ্বলন্ত কাষ্ঠস্তূপের ভিতর প্রবেশ করিল, এবং যখন কাষ্ঠগুলি নিঃশেষে পুড়িয়া গেল, তখন ভস্মরাশির উপর জল ছিটাইবা মাত্র তাহারা পুষ্পাবরণে ভূষিত হইয়া পুনর্ব্বার দেখা দিল ও নাচিতে লাগিল। শরভমৃগ-জাতকের (৪৮৩) বর্ত্তমান বস্তুতেও লিখিত আছে যে, স্বয়ং বুদ্ধদেব লোকোত্তর শক্তির প্রভাবে নিমিষের মধ্যে একটা বিশাল ও

ফলবান্ আম্রবৃক্ষ উৎপাদন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত ঘটনাটীকে ইন্দ্রজাল-বিদ্যার ফলরূপে গ্রহণ না করিলেও সুরুচিজাতক-বর্ণিত উল্লিখিত আখ্যায়িকাদ্বয় হইতে বুঝা যায়, তৎকালে নটেরা ভোজবাজিতে বেশ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল। এরূপ বাজিকর যে এখনও আছে এরূপ শুনা যায়, কিন্তু আমার ভাগ্যে কখনও তাহাদের দর্শনলাভ ঘটে নাই। * ফিক্ সাহেব বলেন, দেহচ্ছেদ ও আম্র-বৃক্ষোৎপত্তি প্রভৃতি দেখাইতে হইলে ন্যূব্জপৃষ্ঠ দর্পণের সাহায্যে দর্শকদিগের দৃষ্টিভ্রম জন্মাইতে হয়। অতএব জাতকরচনাকালে এ দেশে যে তাদৃশ দর্পণ প্রচলিত ছিল, এ অনুমান অসঙ্গত নহে।

অক্ষক্রীড়া।

জাতকে অক্ষক্রীডার বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায় [অন্ধভূত (৬২), লিপ্ত (৯১), বিদুরপণ্ডিত (৫৪৫)]। লোকের বিশ্বাস ছিল, মন্ত্রবিশেষ আবৃত্তি করিলে ক্রীডায় জয়লাভ হয় [অন্ধভূত (৬২)]। লোকে পণ রাখিয়া খেলিত; এবং পণে হারিয়া সময়ে সময়ে সর্ব্বস্বান্ত হইত [কক (৪৮২), বিদুরপণ্ডিত (৫৪৫)]।

(ঘ) খাদ্যাখাদ্য।

জাতক পাঠ করিলে বোধ হয় 'যাগুভত্ত'ই (যবাগূ ও ভক্ত) তখন জনসাধারণের প্রধান আহার ছিল। পূপ (পিষ্টক), পায়স ইত্যাদি উৎসবাদির সময়ে প্রস্তুত হইত, পায়সে প্রচুর ঘৃত, মধু ও শর্করা মিশ্রিত করিবার রীতি ছিল [সংস্তব (১৬২)]। 'ভোজ্য' ও 'খাদ্য' এই শব্দ দুইটী একার্থবোধক ছিল না। যাহা নরম—বেশী না চিবাইয়াই গিলিতে পারা যায়, তাহার নাম ছিল 'ভোজ্য', যেমন ভাত, মোদকাদির নাম ছিল খাদ্য (পালি 'খজ্জ')।† যবাগু বা যাউ বলিলে বহুফেনযুক্ত গলাভাত বুঝায়, কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে ইহাতে আদৌ যবের মণ্ডই বুঝাইত। জাতকে পুনঃ পুনঃ 'যাগুভত্ত' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যেও 'ব্রীহিযব' পদ সুপরিচিত। পঞ্চশস্যের মধ্যে যব ও ধান স্থান পাইয়াছে, কিন্তু গোধূমের অস্তিত্ব নাই, শ্রাদ্ধেও যব লাগে, কিন্তু গোধূমের প্রয়োজন হয় না। ইহাতে মনে হয়, পূর্ব্বে এদেশে যব ও ধানই প্রধান খাদ্য ছিল এবং গোধূম অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে প্রচলিত হইয়াছে। জাতকে যেখানে যেখানে পিষ্টক প্রস্তুত করিবার কথা আছে [ইল্লীস (৭৮), সুধাভোজন (৫৩৫)], সেই সেই খানেই দেখা যায় তণ্ডুলচূর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে; কুত্রাপি গোধূমচূর্ণের নাম নাই। লোকের আর একটী প্রিয় খাদ্য ছিল কাঞ্জিক বা আমানি।

মাংসভক্ষণ।

বৌদ্ধেরা অহিংসাপরায়ণ হইলেও মৎস্যমাংস গ্রহণ করিতেন। বুদ্ধদেব

* মায়াবলে অগ্নিদাহের উৎপত্তির কথা রত্নাবলী নাটকেও বর্ণিত আছে, কিন্তু রত্নাবলী জাতকের বহুশত বর্ষ পরে রচিত।

† বাঙ্গালা 'খাজা' শব্দ খজ্জ শব্দের রূপান্তর। 'খাজা' এক প্রকার শুষ্ক মিষ্টান্ন এবং বিশেষণভাবে নিরেট, কঠিন বা চর্ব্ব্য, যেমন 'খাজা মূর্খ'; 'খাজা কাঁটাল'। এ সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডের ১৬২ম পৃষ্ঠের ৪র্থ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বলিতেন, ভিক্ষুরা ভিক্ষালব্ধ অন্ন গ্রহণ করিবেন, গৃহীরা যাহা দিবে তাহাই খাইবেন; তাঁহাদের খাদ্যাখাদ্য বিচারে অধিকার নাই। যদি কেহ মাংস দেয়, তবে তজ্জনিত পাপ দাতার, গ্রহীতার নহে। বিশেষতঃ আমার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ ধর্ম্মদেশনের জন্য সময়বিশেষে এমন স্থানে যাইবে, যেখানে মাংস না খাইলে জীবনরক্ষাই অসম্ভব হইবে। তবে কোন গৃহস্থ আমারই সেবার জন্য পশুবধ করিয়াছে, ইহা জানিয়া শুনিয়া সেই মাংস গ্রহণ করিলে পাপ হইবে [চুল্লবগ্‌গ, (৭); তেলোবাদ (২৪৬)]। মনুসংহিতাতেও দেখা যায়, আপনার জন্য পশু মারিয়া খাওয়া রাক্ষসী প্রবৃত্তির লক্ষণ (৫।৩১)।

কুক্কুট মাংস। মনুর মতে পারাবতাদি গ্রামবাসী পক্ষীর মাংস নিষিদ্ধ; তিনি গ্রাম্য কুক্কুট ও গ্রাম্য বরাহের মাংস একেবারে নিষেধ করেন নাই; কেবল বলিয়াছেন যে এই সকল এবং লশুন ও পলাণ্ডু ইচ্ছাপূর্ব্বক বার বার খাইলে পাতিত্য জন্মে (৫।১৯)। এ ব্যবস্থা কেবল দ্বিজাতির পক্ষে। জাতকে দেখা যায়, কুক্কুটমাংস নিষিদ্ধ ছিল না; কুক্কুট অস্পৃশ্য প্রাণী বলিয়াও গণ্য হইত না। বারাণসীর এক অধ্যাপকের ছাত্রেরা প্রত্যূষে প্রবোধিত হইবার জন্য একটা কুক্কুট পুষিয়াছিল [অকালরাবী (১১৯)]; শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের গৃহে সুবর্ণপঞ্জরে ধৌতশঙ্খনিভ সর্ব্বাঙ্গশ্বেত একটা কুক্কুট ছিল [শ্রী (২৮৪)]।* এই শ্রী-জাতকেই দেখা যায়, এক গজাচার্য্য, তাহার পত্নী ও এক তপস্বী একটা বন্য কুক্কুটের মাংস খাইয়াছিলেন; ন্যগ্রোধজাতকে (৪৪৫) দুইজন শ্রেষ্ঠিপুত্রকে বন্য কুক্কুটের মাংস খাইতে দেখা যায়। রোমক-জাতকের (২৭৭) তপস্বী যে পারাবত-মাংস খাইয়াছিল, তাহা গ্রাম্য কি আরণ্য ছিল বলা যায় না।

শূকর-মাংস। মুনিকজাতকে (৩০) ও শালূকজাতকে (২৮৬) মাংসের জন্য শূকর পুষিবার এবং তুণ্ডিলজাতকে (৩৮৮) গ্রাম্য শূকরের মাংস খাইবার কথা আছে। এই মুনিকজাতকের শূকরপালক একজন 'কুটুম্বিক' অর্থাৎ গ্রাম্য ভূস্বামী ছিলেন। ইহাতে মনে হয়, গ্রাম্যশূকরের মাংসভক্ষণ যে কেবল অন্ত্যজ জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তাহা নহে।

অনেক ভিক্ষুণী লশুনভক্ত ছিলেন। সুবর্ণহংস-জাতকের (১৩৬) বর্ত্তমান বস্তুতে কথিত আছে, তাঁহাদের বাড়াবাড়ি দেখিয়া শেষে বুদ্ধদেব আদেশ দিয়াছিলেন যে, কেহ লশুন খাইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। মহাকপি-জাতকে (৪০৭) দেখা যায়, বারাণসীরাজ আম্রের সহিত বানরমাংস খাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। মহাবোধি-জাতকেও (৫২৮) মর্কটমাংস খাইবার কথা আছে। কিন্তু মনুর মতে (৫।১৭) বানরাদি সমুদয় পঞ্চনখ জীবের মাংস অভক্ষ্য। শুষ্কমাংস (বল্লূর) মনু নিষেধ করিয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বদংষ্ট্র-জাতকে (২৪১) লিখিত আছে যে, প্রাচীনকালে লোকে ইহা অখাদ্য মনে করিত না।

---

* মার্কণ্ডেয় পুরাণে ভগবতী ভবানী 'ময়ূরকুক্কুটবৃতা'রূপে বর্ণিতা হইয়াছেন।

ব্যাধ প্রভৃতি নীচজাতীয় লোকে গোমাংস খাইত। লাঙ্গুষ্ঠ-জাতকের (১৪৪) ব্যাধেরা এক তপস্বীর গরু মারিয়া খাইয়াছিল। তপস্বী ইহাতে অগ্নির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তাঁহাকে সেই গরুর লাঙ্গুলটা আহুতি দিয়াছিলেন। গৃহপতি-জাতকে (১৯৯) দেখা যায়, একবার কোন গ্রামে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে গ্রামবাসীরা দুই মাস পরে ধান্য দিয়া মূল্য শোধ করিবে এই অঙ্গীকারে গ্রামভোজকের নিকট হইতে একটা বুড়া গরু ধার করিয়া উহার মাংসে কয়েকদিন জীবনধারণ করিয়াছিল। যজ্ঞবিশেষে গোবধ করা হইত, একথা পরে বলা হইবে; কিন্তু গোমাংসভক্ষণ যে অন্ত্যজ জাতিদিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, তাহাতে বোধ হয় কোন সন্দেহ নাই। গোমাংস।

মহাশ্রুতসোমজাতকে (৫৩৭) এক নৃমাংসাশী রাজার কথা আছে। এই আখ্যায়িকার সহিত মহাভারত-বর্ণিত কল্মাষপাদ রাজার বৃত্তান্ত তুলনীয়। কল্মাষপাদ ঋষিশাপে নরমাংসভুক্ হইয়াছিলেন (আদিপর্ব্ব, ১৭৬ম অধ্যায়)। নরমাংস।

(ধ) বিবিধ।

ব্রাহ্মণেরা ফলিতজ্যোতিষ প্রভৃতি শিখিয়া কিরূপে ধনোপার্জ্জন করিতেন, পূর্ব্বে তাহা বলা হইয়াছে। মহামঙ্গল-জাতকের (৪৫৩) প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে শুভশংসী নিমিত্ত-সমূহের এক সুদীর্ঘ তালিকা আছে—প্রভাতে উঠিবার পর সর্ব্বশ্বেত বৃষ, গর্ভিণী স্ত্রী, রোহিত মৎস্য, পূর্ণঘট, নব সর্পিঃ, নব-বস্ত্র, পায়স প্রভৃতি দেখিলে শুভফল-প্রাপ্তি হইবে, লোকের এরূপ বিশ্বাস ছিল। চণ্ডালের মুখদর্শন যে অমঙ্গলজনক বলিয়া বিবেচিত হইত, ইহাও আমরা দেখিয়াছি। মঙ্গলজাতকে (৮৭) দেখা যায়, লোকে মনে করিত যে, কেহ মূষিক-দষ্ট বস্ত্র পরিধান করিলে সপরিবারে মারা যাইবে। যাঁহারা এই সকল নিমিত্ত ব্যাখ্যা করিতেন, তাঁহাদের নাম ছিল নিমিত্ত-পাঠক। আর এক শ্রেণীর লোকে অঙ্গবিদ্যায় নিপুণ ছিলেন, তাঁহারা অঙ্গলক্ষণ দেখিয়া লোকের ভাবী শুভাশুভ গণিয়া বলিতেন। এইরূপ বহুবিধ সংস্কার সকল দেশে এবং সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যেই ছিল এবং এখনও যে না আছে, এমন বলা যায় না। বুদ্ধদেব কিন্তু নিজে এ সমস্ত মানিতেন না। তিনি নক্ষত্র-জাতকে (৪৯) স্পষ্ট বলিয়াছেন— নিমিত্ত।

> মূর্খ যেই সেই বাছে শুভাশুভক্ষণ,
> অথচ সে শুভ ফল না লভে কখন।
> সৌভাগ্য নিজেই শুভগ্রহ আপনার;
> আকাশের তারা—তার শক্তি কোন্ ছার?

মঙ্গল-জাতকে (৮৭) এবং মহামঙ্গল-জাতকেও নিমিত্তাদির অসারতা প্রদর্শিত হইয়াছে। মঙ্গল-জাতকে দেখা যায়—

> মঙ্গলামঙ্গল লক্ষণ নেহারি ভীত নয় যাঁর মন,
> উল্কাপাত আদি উৎপাত নেহারি অক্ষুব্ধচিত্ত যে জন,
> দুঃস্বপ্ন দেখিয়া কাঁপে না ক হিয়া, পণ্ডিত তাঁহারে বলি;
> কুসংস্কার জাল ভেদি জ্ঞানবলে মুক্তিমার্গে যান চলি।

তবে কোন কোন লোকাচার অযৌক্তিক বুঝিলেও বুদ্ধদেব সেগুলির বিরুদ্ধে যাইতেন না। গর্গজাতকে (১৫৫) তিনি ভিক্ষুদিগকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে তাঁহার উদারতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি একদিন ধর্ম্মসভায় হাঁচিলে ভিক্ষুরা চতুর্দ্দিক্ হইতে 'জীবতু সুগত' বলিয়া এমন মহা চীৎকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল, "কেহ হাঁচিলে যদি 'জীব' বলা যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির আয়ুর্বৃদ্ধি হয় কি? আর 'জীব' না বলিলেই কি উহার আয়ুঃক্ষয় হয়?" ইহার পর তিনি আদেশ দিয়াছিলেন, "তোমরা এখন অবধি কাহাকেও হাঁচিতে শুনিলে 'জীব' বলিও না, কিংবা কেহ তোমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া 'জীব' বলিলেও তোমরা 'চিরং জীব' বলিয়া প্রত্যাশীর্ব্বাদ করিও না।" কিন্তু এই আদেশ পালন করিতে গিয়া ভিক্ষুরা লোকসমাজে অসভ্য বলিয়া নিন্দিত হইলেন। তখন বুদ্ধদেব পূর্ব্বের আদেশ প্রত্যাহার করিয়া বলিলেন, গৃহীরা ইষ্টমঙ্গলিক (অর্থাৎ তাহারা নিমিত্তাদি হইতে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা করে); অতএব আমি অনুমতি দিলাম, তোমরা হাঁচিলে যখন তাহারা 'জীবথ ভন্তে' বলিবে, তখন তোমরাও 'চিরং জীব' বলিয়া প্রত্যাশীর্ব্বাদ করিবে। *

স্বস্ত্যয়ন। জাতকে গ্রহবৈগুণ্য-শান্তির কোন উল্লেখ নাই; কিন্তু দুঃস্বপ্ন-দর্শনের নানারূপ প্রতীকারচেষ্টা দেখা যায়। ধনী লোকের পক্ষে দুঃস্বপ্নকে সুস্বপ্নে পরিণত করিবার প্রধান উপায় ছিল সর্ব্বচতুষ্ক-যজ্ঞসম্পাদন [মহাস্বপ্ন (৭৭), লোহকুম্ভি (৩১৪), অষ্টশব্দ (৪১৮)]। লোহকুম্ভি-জাতকের বর্ত্তমান বস্তুতে দেখা যায়, এই যজ্ঞে হস্তী, অশ্ব, বৃষ, মনুষ্য হইতে চটক পক্ষী পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীর চারি চারিটী বধ করিয়া আহুতি দেওয়া হইত।

নরবলি। সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞে নরবলি দিবার কথা বলা হইল। খণ্ডহাল-জাতকেও (৫৪২) দেখা যায়, পুরোহিত রাজার স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যে সর্ব্বচতুষ্ক যজ্ঞের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পুত্র ও মহিষীদিগের পর্য্যন্ত নিধনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তর্কারি-জাতকে (৪৮১) কথিত আছে, রাজধানীর দক্ষিণদ্বার-নির্ম্মাণকালে মঙ্গলাচরণের জন্য পুরোহিত রাজাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, "পিতৃকুলে ও মাতৃকুলে বিশুদ্ধ, পিঙ্গলবর্ণ ও দন্তহীন, কোন ব্রাহ্মণকে মারিয়া তাহার রক্তে ভূতবলি দিতে হইবে এবং দেহটা গর্ত্তে ফেলিয়া তদুপরি দ্বার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।" ইহাতে বুঝা যায়, পূর্ত্তকার্য্যে বিঘ্ননিবারণের জন্য যে নরবলি আবশ্যক, লোকের এ ধারণা নূতন নহে। ইতর লোকের মধ্যে এই ধারণা এখনও চলিয়া আসিতেছে বলিয়া তাহারা বৃহৎ সেতু প্রভৃতির নির্ম্মাণসময়ে কোথাও কোথাও এমন ভয়বিহ্বল হয় যে, নিরীহ লোককেও 'ছেলেধরা' মনে করিয়া তাহাদের প্রাণান্ত পর্য্যন্ত করে।

* লোকদের বিশ্বাস এই যে, হাঁচি আমাদের দেশে 'বাধা' বলিয়া গণ্য; কিন্তু প্রাচীন গ্রীসের লোকে হাঁচিকে ইষ্টাপত্তের সূচক মনে করিত।

আর একটী ভ্রমাত্মক সংস্কার ছিল সর্পবিষচিকিৎসায় মন্ত্রপ্রয়োগের উপযোগিতা। এ বিশ্বাসও এখন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। বিষবান্ত-জাতকে (৬৯) দেখা যায়, বিষবৈদ্য উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঔষধপ্রয়োগে বিষ বাহির করিব, না, যে সাপে কামড়াইয়াছে, তাহাকেই আনিয়া বিষ চুষাইয়া লইব?' অনন্তর তিনি মন্ত্রবলে সাপটাকে আনিয়া বিষ চুষিয়া লইতে বলিলেন, কিন্তু সাপটা কিছুতেই সম্মত হইল না; কাজেই শেষে তিনি মন্ত্র ও ঔষধ প্রয়োগ করিয়া বিষ বাহির করিলেন। কামনীত-জাতকেও (২২৮) কথিত আছে, লোকের বিশ্বাস ছিল যে, ভূতাবিষ্ট লোকে মন্ত্রবলে নিরাময় হইত। লোকে মনে করিত, মন্ত্রবলে আরও অনেক অসাধ্য সাধন করিতে পারা যায়। মন্ত্রবলে আকাশ হইতে রত্ন বর্ষিত হইত [বেদব্ভ-জাতক (৪৮)], পৃথিবী জয় করা যাইত [সর্ব্বদংষ্ট্র (২৪১)], গুপ্তধনের অনুসন্ধান পাওয়া যাইত [বৃহচ্ছত্র (৩৩৬)], ইতর প্রাণীর ভাষা বুঝা যাইত [খরপুত্র (৩৮৬), পরন্তপ (৪১৬)]।

মন্ত্রের ক্ষমতা; বিষ বৈদ্য; ভূত বৈদ্য।

চিকিৎসা-প্রসঙ্গে, পাণ্ডুরোগে দধি-সেবনের ব্যবস্থা [দধিবাহন (১৮৬)], কেহ বিষ খাইলে তাহাকে বমন করাইবার এবং বমনানন্তর ঘৃত, মধু ও শর্করা খাওয়াইবার ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। প্রিয়ঙ্গু(পিপ্পলি)মিশ্রিত জল পান করাইয়া বমন করান হইত, [লিপ্ত (৯১), শালিত্তক (১০৭)]।

চিকিৎসা।

কোথাও কোন সংক্রামক রোগ দেখা দিলে আর একটী উৎকৃষ্ট নিয়ম ছিল গৃহ ও গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন। কচ্ছপ-জাতকে (১৭৮) ও আম্র-জাতকে (৪৭৪) যে অহিবাতরোগের বর্ণনা আছে, তাহা সম্ভবতঃ তরাই অঞ্চলের 'প্লেগ'। লোকে মনে করিত, ভিত্তিতে সুরঙ্গ খনন করিয়া তাহার ভিতর দিয়া পলায়ন করাই এই রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায়। বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখনও ইতর লোকে ভাবিত যে, সংক্রামক ব্যাধি অপদেবতারই কার্য্য; অপদেবতা গৃহের দ্বার আশ্রয় করিয়া থাকিত; কাজেই সুরঙ্গ খনন করিয়া পশ্চাদ্ভাগ হইতে নিষ্ক্রান্ত না হইলে নিস্তার ছিল না। এ বিশ্বাস যতই ভ্রমাত্মক হউক না কেন, মহামারীর সময়ে গৃহ ও গ্রাম ত্যাগ করায় যে সুফল হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মহামারীর সময়ে গ্রামত্যাগ।

ক্রোড়পত্র।

ইতঃপূর্ব্বে ৮০ পৃষ্ঠে ব্রাহ্মণদিগের বিষয়াসক্তির কথা বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে শৃগাল-জাতকের (১১৩) "ব্রাহ্মণা ধনলোলা" এই প্রবাদবাক্যটী দ্রষ্টব্য। এখনও লোকে বলে "হাজার টাকায় বামুণ ভিখারী।"

৵০ পৃষ্ঠে রাজকুলে অসবর্ণ বিবাহের কথা বলা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মহা-উন্মার্গ জাতকে (৫৪৬) একটা অদ্ভুত কিংবদন্তী দেখা যায়। জাতককার বলেন, বাসুদেব এক চণ্ডালকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং এই রমণীর গর্ভজাত পুত্র শিবি রাজা হইয়াছিলেন।

শূদ্র প্রকরণে ৬৶০ পৃষ্ঠে বলা হইয়াছে, জাতকে "বৈশ্য শব্দের প্রয়োগের ন্যায় শূদ্র শব্দের প্রয়োগও নিতান্ত বিরল।" আম্র-জাতকে (৪৭৪) একটী গাথায় ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, চণ্ডাল ও পুক্কশ এই কয়েকটী জাতির নাম পাওয়া যায়। ভূরিদত্ত-জাতকেও (৫৪৩) দুইটী গাথায় বৈশ্য ও শূদ্রদিগের সম্বন্ধে নীচ-বর্ণধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়া ব্রাহ্মণদিগকে গালি দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু উভয়ত্রই 'শূদ্র' শব্দে দ্বিজেতর জাতিকে বুঝাইতেছে। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, খাঁটি শূদ্র কাহারা তাহা বুঝা যায় না; কারণ মন্বাদির গ্রন্থে যাহারা বর্ণসঙ্কর, তাহারাই এখন শূদ্র নামে অভিহিত।

কেহ প্রব্রাজক হইলে বংশ পবিত্র হয় (১৶০ পৃষ্ঠ), এ বিশ্বাস হিন্দুদিগের মধ্যেও আছে। বিশ্বম্ভর বলিয়াছিলেন, "ভাল হইল, বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল। পিতৃকুল মাতৃকুল দুই উদ্ধারিল॥"—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি, ১৫।

১৷৶০ পৃষ্ঠে রাজকরপ্রসঙ্গে সুরুচিজাতক-বর্ণিত (৪৮৯) "থাবমূলের" কথা উল্লেখযোগ্য। 'থীবমূল' শব্দের অর্থ দুগ্ধের মূল্য। পুরোহিতের পুত্র জন্মিয়াছে শুনিয়া রাজা ব্রহ্মদত্ত তাহার জন্য সহস্র কার্ষাপণ ক্ষীরমূল্য দিয়াছিলেন [শরভঙ্গ (৫২২)]। কিন্তু সুরুচি-জাতকে দেখা যায়, যখন রাজা সুরুচির পুত্র জন্মিয়াছিল, তখন প্রজারা আনন্দিত হইয়া প্রত্যেকে রাজাঙ্গনে এক একটী কার্ষাপণ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বলিয়াছিল, "মহারাজ, নবজাত শিশুর জন্য এই ক্ষীরমূল্য গ্রহণ করুন।" যদিও সুরুচি উহা গ্রহণ করিতে চান নাই, তথাপি মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে জমিদারেরা যেমন পিতৃশ্রাদ্ধ, পুত্রের বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষ্যে প্রজাদিগের নিকট চাঁদা আদায় করেন, পূর্ব্বকালেও সেইরূপ প্রথা ছিল। পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন নগরে চুঙ্গী (octroi) কর আছে; মহাউন্মার্গ(৫৪৬)-জাতকে এই করেরও উল্লেখ আছে। ঐ আখ্যায়িকায় দেখা যায়, এক রাজা কোন পণ্ডিতের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নগরের দ্বারচতুষ্টয়ে সংগৃহীত শুল্ক দান করিয়াছিলেন।

১৸৶০ পৃষ্ঠে গ্রামভোজকের মাদকদ্রব্যের উপর সংগৃহীত শুল্কপ্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে। ঐ শুল্কের নাম ছিল "ছাটিকহাপণ" অর্থাৎ প্রতি কলসের উপর যে কাহণ শুল্করূপে নির্দ্দিষ্ট হইত।

২৶০ পৃষ্ঠে বলা হইয়াছে যে, পুরাকালে প্রাসাদগুলি প্রধানতঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত ছিল। কিন্তু প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদও অপরিজ্ঞাত ছিল না। বিশ্বকর্ম্মা রাজকুমার মহাপ্রণাদের জন্য যে সপ্তভূমিক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা রত্নময় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ঋগ্বেদেও (৪।৩০।২০) দেখা যায়, ইন্দ্র দিবোদাসকে শতসংখ্যক পাষাণময়ী পুরী প্রদান করিয়াছিলেন। জাতকে "বর্দ্ধকী" শব্দে সূত্রধার এবং রাজমিস্ত্রী উভয়কেই বুঝায়।

☞ "জাতকে পুরাতত্ত্ব" প্রকরণ মুদ্রিত হইবার সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাবৃত্তের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় আমাকে যে সাহায্য করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরদিন ঋণী রহিলাম। প্রায় সমস্ত জাতককথাই তাঁহার নখদর্পণে আছে।

সূচীপত্র।

দ্বি নিপাত।

(দৃঢ়-বর্গ) পৃষ্ঠ

(সংস্তব-বর্গ)

(ন-তং-দৃঢ় বর্গ)

(বীরণস্তম্ভক-বর্গ)

ত্রি-নিপাত।

(সঙ্কল্প-বর্গ)

(কৌশিক-বর্গ)

(অরণ্য-বর্গ)

(অভ্যন্তর-বর্গ)

☞ অতিরিক্ত শুদ্ধিপত্র :—(পৃষ্ঠ ১৬৫, পঙ্ক্তি ২৬) 'গৃহীতা' না হইয়া 'গ্রহীতা' হইবে।

জাতক

দ্বি-নিপাত

১৫১—রাজাববাদ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময় কোশলরাজকে উপদেশ দিবার জন্য এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে সবিস্তর বিবরণ ত্রিশকুন-জাতকে (৫২১) প্রদত্ত হইবে।]

একদা কোশলরাজকে অগতি-সংক্রান্ত † একটী অতি জটিল বিবাদের মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। ইহাতে বিলম্ব ঘটায় তিনি প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক ধৌত হস্তের জল শুকাইতে না শুকাইতে অলঙ্কৃত রথে আরোহণ করিয়া শাস্তার নিকট উপনীত হইলেন। তিনি শাস্তার প্রফুল্লকমল-রমণীয় পাদবন্দনা করিয়া একান্তে উপবেশন করিলে, শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ যে আজ এ সময়ে আগমন করিলেন?" রাজা বলিলেন, "ভগবন্, অদ্য অগতি-সংক্রান্ত একটী জটিল বিবাদের মীমাংসা করিতে হইয়াছিল বলিয়া অবকাশ পাই নাই; অনন্তর যেমন বিচার শেষ করিলাম, অমনি আহারান্তে প্রক্ষালিত হস্ত শুষ্ক হইতে না হইতেই আপনার অর্চ্চনার্থ এখানে উপস্থিত হইয়াছি।" "মহারাজ, ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবং নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে পারিলে রাজার কুশল হয়, তিনি স্বর্গলোকের অধিকারী হইয়া থাকেন। আমার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া আপনি যে যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু পুরাকালে রাজগণ অসর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উপদেশানুসারে পরিচালিত হইয়াও যে নিরপেক্ষভাবে যথাধর্ম্ম বিবাদনিষ্পত্তি করিতে পারিতেন, চতুর্ব্বিধ অগতিগমন পরিহার করিয়া দশবিধ রাজধর্ম্ম পালনে ‡ সমর্থ হইতেন এবং শাস্ত্রানুসারে রাজ্যপালন-পূর্ব্বক দেহান্তে স্বর্গলোক লাভ করিতেন, ইহা বিস্ময়কর সন্দেহ নাই।" অতঃপর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা মহিষীর গর্ভরক্ষার্থ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিলেন, এবং বোধিসত্ত্ব যথাকালে বিনাকষ্টে ভূমিষ্ঠ হইলেন। নামকরণ দিবসে আত্মীয় বান্ধবেরা তাঁহার "ব্রহ্মদত্ত-কুমার" এই নাম রাখিলেন। তিনি কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তক্ষশিলানগরে গমন-পূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিলেন এবং পিতার দেহত্যাগের পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। বিচার করিবার সময় তিনি কখনও ক্রোধলোভাদির বশীভূত হইতেন না।

রাজা যথাধর্ম্ম শাসন করিতেন বলিয়া তাঁহার অমাত্যেরাও ন্যায়ানুসারে বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেন; আবার অমাত্যেরা সূক্ষ্মবিচার করিতেন বলিয়া কূটার্থকারকও § দেখা যাইত না। কাজেই রাজাঙ্গণে আর অর্থিপ্রত্যর্থীর কোলাহল শুনা যাইত না, অমাত্যেরা সমস্ত দিন ধর্ম্মাসনে বসিয়া থাকিতেন, কিন্তু বিচারপ্রার্থী কোন জনপ্রাণী দেখিতে না পাইয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিয়া যাইতেন। ফলতঃ এইরূপ সুব্যবস্থার গুণে অচিরে ধর্ম্মাধিকরণ জনহীন স্থানের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

---

* অববাদ—উপদেশ।

† চতুর্ব্বিধ অগতি, যথা ছন্দ (অতিলোভ ইত্যাদি), দ্বেষ, মোহ (অবিদ্যা) এবং ভয়। 'অগতিসংক্রান্ত' বলিলে 'চরিত্রদোষমূলক' বুঝা যাইতে পারে।

‡ দশবিধ রাজধর্ম্ম, যথা দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব, মার্দ্দব, তপঃ, অবিরোধন।

§ কূটার্থকারক—যাহারা মিথ্যা মকদ্দমা করে।

অনন্তর একদিন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি যথাধর্ম্ম রাজ্য শাসন করিতেছি বলিয়া এখন আর কোন বিচারপ্রার্থী দেখা যায় না; অর্থিপ্রত্যর্থীর কোলাহল্ শ্রুতিগোচর হয় না; ধর্ম্মাধিকরণ নির্জ্জন হইয়াছে। কিন্তু আমার কি কি দোষ আছে, তাহা একবার দেখিতে হইতেছে। আমার কি কি দোষ ইহা জানিতে পারিলে সে গুলি পরিহারপূর্ব্বক অতঃপর নিরবচ্ছিন্ন গুণেরই আশ্রয় লইতে পারিব।' তদবধি কে তাঁহার দোষ প্রদর্শন করিবে, সর্ব্বদা তিনি তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু যাহারা রাজভবনে বাস করিত, তাহাদের মধ্যে কাহাকেও তিনি নিজের অগুণবাদী দেখিতে পাইলেন না, পক্ষান্তরে সকলের মুখেই আপনার গুণকীর্ত্তন শুনিতে লাগিলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'এই সকল লোক হয়ত ভয়বশতঃ আমার দোষের উল্লেখ না করিয়া কেবল গুণই গান করিতেছে।' অতঃপর তিনি প্রাসাদের বহিঃস্থ লোকদিগের মধ্যে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু সেখানেও নিজের নিন্দাকারক কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। শেষে তিনি ক্রমে নগরবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহারা নগরের চতুর্দ্বারের বাহিরে, উপকণ্ঠভাগে, বাস করে তাহাদিগকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কাহারও মুখে নিজের দোষ শুনিতে পাইলেন না; সকলেই তাঁহার গুণের প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন তিনি একবার জনপদ অনুসন্ধান করিবার সঙ্কল্প করিলেন এবং অমাত্যদিগের হস্তে রাজ্যরক্ষার ভার দিয়া একমাত্র সারথিসহ রথারোহণে অজ্ঞাতবেশে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি এইরূপে প্রত্যন্ত ভূমি পর্য্যন্ত গেলেন, কিন্তু কুত্রাপি অগুণবাদী কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, পরন্তু সকলের মুখেই নিজের গুণকীর্ত্তন শুনিলেন। কাজেই তিনি রাজপথ অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কোশলপতি মল্লিকও যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতেন, এবং কেহ তাঁহার দোষ কীর্ত্তন করে কি না, ইহা জানিবার জন্য তিনিও রাজভবনাদি কুত্রাপি অগুণবাদী দেখিতে না পাইয়া এবং সর্ব্বত্র নিজের প্রশংসাবাদই শুনিয়া পরিশেষে জনপদে ভ্রমণ করিতে করিতে ঘটনাক্রমে সেই সময়ে উক্ত অঞ্চলে উপনীত হইয়াছিলেন। এই দুই নরপতি বিপরীত দিক্ হইতে অগ্রসর হইতে হইতে শকটমার্গের এক নিম্ন অংশে পরস্পরের সম্মুখীন হইলেন। সে স্থান এত অপ্রশস্ত যে রথদ্বয়ের পাশাপাশি যাইবার উপায় ছিল না।

কোশলরাজের সারথি বারাণসীরাজের সারথিকে বলিল, "তোমার রথ ফিরাইয়া পথ ছাড়িয়া দাও।"

সে বলিল, "তোমারই রথ ফিরাও; আমার রথে বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্ত রহিয়াছেন।"

"আমার রথেও কোশলরাজ মল্লিক আছেন। তোমার রথ ফিরাইয়া ইঁহার রথ যাইতে দাও।"

বারাণসীর সারথি ভাবিল, 'তাই ত, ইনিও যে একজন রাজা। এখন উপায় কি করি? আচ্ছা, কোশলরাজের বয়স্ কত জানিয়া উভয়ের মধ্যে যিনি ছোট তাঁহার রথ খোলা যাউক, এবং যিনি বড় তাঁহাকে অগ্রসর হইতে অবসর দেওয়া হউক।" ইহা স্থির করিয়া সে কোশল-সারথিকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের রাজার বয়স্ কত?" সে যে উত্তর দিল তাহাতে দেখা গেল উভয় রাজাই সমবয়স্ক। অতঃপর বারাণসীরাজের সারথি কোশলপতির রাজ্যপরিমাণ, সেনাবল, ঐশ্বর্য্য, যশ, কুলমর্য্যাদা প্রভৃতির সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিল এবং জানিতে পারিল, দুই জনেরই রাজ্য তিনশত যোজন বিস্তীর্ণ; এবং দুই জনেরই সেনাবল, ঐশ্বর্য্য, যশ, গোত্র, কুল প্রভৃতি তুল্যরূপ। তখন সে স্থির করিল, 'ইঁহাদের মধ্যে যিনি চরিত্রগুণে মহত্তর, তাঁহাকেই পথ ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।' অতএব সে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের রাজার শীলাচার কীদৃশ?" ইহার উত্তরে "আমাদের রাজা অতীব শীলবান্" এই বলিয়া কোশল-সারথি নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা স্বীয় প্রভুর গুণ বর্ণনা করিতে লাগিল:—

"কঠোরে কঠোর, কোমলে কোমল, কোশলরাজের রীতি;
সাধুজনে তাঁর সাধু ব্যবহার, শঠে শাঠ্য এই নীতি।
বর্ণিতে কি পারি চরিত্র তাঁহার? সঙ্ক্ষেপে বলিনু তাই,
অতএব রথ ফিরায়ে তোমার ছাড়ি দেহ পথ, ভাই।"

ইহা শুনিয়া বারাণসীর সারথি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের রাজার কি কেবল এই সকল গুণ?" "হাঁ, আমাদের রাজার এই সকল গুণ।" "এই সকল যদি গুণ হয়, তবে দোষ কাহাকে বলে?" "এগুলি যদি অগুণ হয়, তবে না জানি, তোমাদের রাজার কেমন গুণ।" "বলিতেছি শুন।" অনন্তর বারাণসীর সারথি নিম্নলিখিত গাথায় ব্রহ্মদত্তের গুণগান করিল:—

"অক্রোধের বলে শাসেন ক্রোধীরে, অসাধুরে সাধুতায়,
কৃপণ যে জন, হেরি তাঁর দান, মানে নিজ পরাজয়,
সত্যের প্রভাবে মিথ্যারে দমিতে এমন দ্বিতীয় নাই
তাই বলি রথ ফিরায়ে তোমার ছাড়ি দেহ পথ, ভাই।"

ইহা শুনিয়া কোশলরাজ এবং তাঁহার সারথি উভয়ে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অশ্ব খুলিয়া লইলেন এবং রথ ফিরাইয়া বারাণসীরাজকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। অনন্তর বারাণসীরাজ কোশলরাজকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন এবং জীবনান্তে স্বর্গলাভ করিলেন। কোশলরাজও তদীয় উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া জনপদ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং সেখানে কোন অগুণবাদী দেখিতে না পাইয়া স্বকীয় নগরে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক তিনিও জীবনাবসানে স্বর্গবাসী হইলেন।

[সমবধান—তখন মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন কোশল-সারথি, আনন্দ ছিলেন কোশল রাজ। সারিপুত্র ছিলেন বারাণসীর সারথি এবং আমি ছিলাম বারাণসী-রাজ]।

☞ এই জাতকের সহিত মহাভারত-বর্ণিত কুরুবংশীয় সুহোত্র এবং উশীনরের পুত্র শিবি, এই নৃপতিদ্বয়-সংক্রান্ত আখ্যায়িকার সাদৃশ্য দেখা যায় [বনপর্ব্ব ১৯৪ম অধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ; ১৯৭ম অধ্যায়, South Indian Text]। ইঁহাদের রথদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন হইলে উভয়েই পরস্পরের বয়ঃক্রমানুরূপ সম্মান রক্ষা করিলেন, কিন্তু গুণবিষয়ে উভয়েই তুল্য মনে করিয়া কেহ কাহাকে পথ প্রদান করিতে চাহিলেন না। তখন নারদ সেখানে উপস্থিত হইয়া শিবিকেই গুণসম্বন্ধে উৎকৃষ্টতর বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, কেননা তিনি "জয়েৎ কদর্য্যং দানেন, সত্যেনানৃতবাদিনম্, ক্ষময়া ক্রূরকর্ম্মাণমসাধুং সাধুনা জয়েৎ" এই উত্তম নীতি অবলম্বন করিয়া চলেন।

১৫২—শৃগাল-জাতক।

[শাস্তা কূটাগারশালায় অবস্থিতিকালে বৈশালীবাসী জনৈক নাপিতের পুত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই নাপিত বৈশালীর রাজগণ, রাজাদিগের অন্তঃপুরবাসিনীগণ, রাজকুমারগণ ও রাজকুমারীগণ—ইহাদের কাহারও দাড়ি কামাইত, কাহারও চুল ছাটিত, কাহারও বেণী প্রস্তুত করিয়া দিত। ফলতঃ নাপিতে যে যে কাজ করে সে তাহায় সমস্তই করিত। অধিকন্ত সে ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্, ত্রিরত্নের শরণাগত ও পঞ্চশীলপরায়ণ ছিল* এবং অবসর পাইলে মধ্যে মধ্যে শাস্তার নিকট গিয়া ধর্ম্মকথা শুনিত।

একদা কোন রাজভবনে কাজ করিতে যাইবার সময় এই নাপিত তাহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। নাপিতপুত্র সেখানে নানালঙ্কারপরিশোভিতা বিদ্যাধরীসদৃশী এক লিচ্ছবিকুমারীকে † দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল এবং প্রাসাদ হইতে বহির্গমন কালে তাহার পিতাকে বলিয়াছিল, "এই কুমারীকে লাভ করিতে পারিলেই আমি জীবনধারণ করিব; ইহাকে না পাইলে আমার মরণ নিশ্চিত।" সে গৃহে ফিরিয়া আহার ত্যাগ করিল এবং

---

* প্রথম খণ্ডের ২য় পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

† লিচ্ছবিরা বৈশালীর রাজকুল, ইহাদের নামান্তর বৃজি। মনুবর্ণিত 'নিচ্ছিবি' ও বৌদ্ধ সাহিত্যের লিচ্ছবি বোধ হয় এক। উভয়েই ব্রাত্যক্ষত্রিয়। বৈশালীর শাসনপ্রণালী কুলতন্ত্র ছিল এবং শাসনকর্ত্তারা সকলেই 'রাজা' নামে অভিহিত হইতেন।

মকের উপর শুইয়া রহিল। তাহার পিতা তাহার নিকট গিয়া অনেক বুঝাইল,—বলিল, "বাবা, দুর্লভ পদার্থে লোভ করিও না; তুমি নাপিতের পুত্র—অতি হীনজাতীয়, কিন্তু এই লিচ্ছবিকুমারী সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয়কুলসম্ভবা। তুমি কোন অংশেই ইহার অনুরূপ নহ। আমি তোমাকে জাতিগোত্রে তুল্যকল্প কোন কন্যা অনুসন্ধান করিয়া আনিয়া দিতেছি।" কিন্তু যুবক পিতার এই হিতগর্ভ কথায় কর্ণপাত করিল না। তাহার মাতা, ভগিনী, খুড়ী, খুড়া প্রভৃতি জ্ঞাতিবন্ধুগণ যে প্রবোধ দিলেন তাহাও বিফল হইল। সে ক্রমে শীর্ণ বিশীর্ণ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

নাপিত যথাকালে পুত্রের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিল এবং শোকবেগ মন্দীভূত হইলে শাস্তাকে বন্দনা করিবার অভিপ্রায়ে প্রচুর গন্ধমাল্যবিলেপন-সহ মহাবনে * গমন করিল। যেখানে সে পূজান্তে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "উপাসক, তুমি এতদিন দেখা দেও নাই কেন?" নাপিত তখন তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "উপাসক, তোমার পুত্র কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও দুর্লভ বস্তু কামনা করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।" অনন্তর নাপিতের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্তপ্রদেশে সিংহরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার কয়েকটী কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও এক ভগিনী ছিল। বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা সন্তানগুলি লইয়া এক কাঞ্চনগুহায় বাস করিতেন। ঐ গুহার অবিদূরে রজতপর্ব্বতে এক স্ফটিক গুহা ছিল; সেখানে এক শৃগাল থাকিত।

কালসহকারে বোধিসত্ত্বের মাতাপিতার বিয়োগ হইল। তদবধি সিংহেরা ভগিনীকে গুহায় রাখিয়া মৃগয়ায় যাইত এবং মাংস সংগ্রহ করিয়া তাহাকে আনিয়া দিত।

সেই শৃগাল তরুণসিংহীকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছিল, কিন্তু যতদিন সিংহীর মাতাপিতা জীবিত ছিল ততদিন কিছু বলিবার অবসর পায় নাই। সে এখন দেখিল বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। একদিন সিংহসহোদরগণ মৃগয়ায় বাহির হইলে সে স্ফটিকগুহা হইতে নিক্রান্ত হইয়া কাঞ্চনগুহায় গমনপূর্ব্বক সিংহকুমারীর মন ভুলাইবার নিমিত্ত এবংবিধ চাতুর্য্যপূর্ণ মিষ্ট বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল:—সিংহকন্যে, আমিও চতুষ্পদ, তুমিও চতুষ্পদ; এস, তুমি আমার পত্নী হও, আমি তোমার পতি হই। তাহা হইলে আমরা পরমসুখে বাস করিব, তুমি এখন হইতে আমার প্রণয়িনী হইবে।"

শৃগালের কথা শুনিয়া সিংহকন্যা ভাবিল, 'এই শৃগাল চতুষ্পদদিগের মধ্যে অতি হীন, জঘন্য ও চণ্ডালসদৃশ। পক্ষান্তরে আমি রাজকুলে জাতা বলিয়া সমাদৃতা। এ যে আমার সঙ্গে এরূপ বাক্যালাপ করিতেছে ইহা কিন্তু অসভ্য ও অনুপযুক্ত। এরূপ কথা শুনিয়া আমি কি আর প্রাণধারণ করিতে পারি? আমি নাসাবাত রুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।' কিন্তু ইহার পরেই সে আবার চিন্তা করিল, 'এরূপে প্রাণত্যাগ করাও আমার পক্ষে অসঙ্গত। আমার সহোদরেরা শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবে, তাহাদিগকে সমস্ত কথা বলিয়া মরিব।' শৃগাল সিংহকুমারীর নিকট কোন উত্তর না পাইয়া মনে করিল, 'ইহার দেখিতেছি আমার প্রতি কোন অনুরাগ নাই।' সে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া স্ফটিক গুহায় ফিরিয়া গিয়া শয়ন করিয়া রহিল।

এদিকে একটা তরুণ সিংহ মহিষ অথবা হস্তী বা অন্য কোন প্রাণী বধ করিয়া নিজে তাহার কিছু মাংস আহার করিল এবং এক অংশ ভগিনীর জন্য লইয়া আসিয়া বলিল, "তুমি এই মাংস খাও।" সে বলিল, "না ভাই, আমি মাংস খাইব না, আমি প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছি।" "কেন, কি হইয়াছে?" সিংহকুমারী তখন ভ্রাতার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। তরুণসিংহ জিজ্ঞাসিল, "সে শৃগাল এখন কোথায়?" সিংহকুমারী স্ফটিকগুহায় শয়ান শৃগালকে দেখিয়া ভাবিল সে বুঝি আকাশে অবস্থিতি করিতেছে। সে উত্তর দিল, "দেখিতে পাইতেছ

* বৈশালীর নিকটস্থ শালবন। কূটাগার শালা এই বনে অবস্থিত ছিল। ১ম খণ্ডের ২৮৬ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

না, ভাই? ঐ যে রজতপর্ব্বতের উপর আকাশে শুইয়া রহিয়াছে।" সিংহ বুঝিল না যে শৃগাল স্ফটিক গুহায় রহিয়াছে, সে ভাবিল শৃগাল প্রকৃতই আকাশে রহিয়াছে; অতএব তাহাকে বধ করিবার জন্য সিংহ বেগে লম্ফ দিল এবং স্ফটিক গুহার উপর গিয়া পড়িল। সেই আঘাতে তাহার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং সে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিয়া পর্ব্বতপাদে পতিত হইল। তাহার পর আর একটা তরুণসিংহ মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিলে সিংহকুমারী তাহাকেও নিজের অপমান-বার্ত্তা জানাইল, এবং সেও উল্লিখিতরূপে শৃগালকে আক্রমণ করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়া পর্ব্বতপাদে পতিত হইল।

এইরূপে একে একে ছয়টী তরুণ সিংহের প্রাণত্যাগ ঘটিলে, সর্ব্বশেষে বোধিসত্ত্ব গুহায় আসিলেন। সিংহকুমারী তাঁহাকেও নিজের দুঃখকাহিনী জানাইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৃগাল এখন কোথায়?" সিংহী বলিল, "রজতপর্ব্বতের শিখরোপরি আকাশে।" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'শৃগাল আকাশে, এ যে বড় অদ্ভুত কথা! শৃগাল নিশ্চিত স্ফটিক গুহায় রহিয়াছে।' অনন্তর তিনি পর্ব্বতপথে অবতরণপূর্ব্বক সোদরদিগের মৃতদেহ দেখিয়া বুঝিলেন, তাহারা নির্ব্বোধ এবং বিচারমূঢ় বলিয়া স্ফটিক গুহার অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে নাই; সেইজন্য ইহার উপর নিপতিত হইয়া হৃৎপিণ্ড বিদারণপূর্ব্বক স্ব স্ব প্রাণ হারাইয়াছে। যাহারা অসমীক্ষ্যতা-হেতু সহসা কোন কাজ করে তাহাদের এইরূপ দুর্দ্দশাই হইয়া থাকে। এইরূপ চিন্তা করিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত প্রথম গাথা পাঠ করিলেন :—

না ভাবিয়া পরিণাম কার্য্যেতে প্রবৃত্ত হয়
অকস্মাৎ, মূর্খ যেই জন;
স্বকার্য্যে দহিবে সেই, মুখ দহে যে প্রকার
তপ্ত খাদ্য করিলে গ্রহণ।

এই গাথা পাঠ করিয়া বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমার সহোদরগণ শৃগালকে মারিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু কি কৌশলে মারিতে হইবে তাহা বুঝে নাই; কাজেই অতিবেগে লম্ফ দিয়া নিজেরাই মারা গিয়াছে। আমি কিন্তু সেরূপ করিতেছি না। আমি স্ফটিকগুহাশায়ী শৃগালেরই হৃৎপিণ্ড বিদারণ করিবার উপায় দেখিতেছি।" অনন্তর তিনি শৃগালের আরোহণের ও অবরোহণের পথ লক্ষ্য করিয়া সেইদিকে মুখ ফিরাইলেন, তিনবার এমন উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিলেন যে সমস্ত পৃথিবী ও আকাশ কম্পিত হইয়া উঠিল এবং তাহা শুনিয়া ভয়ে সেই স্ফটিকগুহাশায়ী শৃগালের হৃৎপিণ্ড ফাটিয়া গেল। এইরূপে শৃগাল সেখানেই পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

[শৃগাল উক্তরূপে সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল, এই কথা বলিবার পর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

কাঁপায়ে দর্দ্দর ভূমি * সিংহ করে ভীমনাদ,
শুনি সে নির্ঘোষ শিবা গণে মনে পরমাদ,
কাঁপে অঙ্গ থর থর মরণের ভয়ে হায়।
হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে' শৃগাল পঞ্চত্ব পায়।]

বোধিসত্ত্ব এইরূপে শৃগালের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সোদরগণের মৃত-দেহগুলি একস্থানে সমাহিত করিয়া ভগিনীকে তাহাদের মরণবৃত্তান্ত জানাইলেন এবং তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। ইহার পর তিনি যাবজ্জীবন সেই সুবর্ণগুহাতেই বাস করিয়া মৃত্যুর পর কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

---

* দর্দ্দর—পর্ব্বত বা পর্ব্বতীয় নালার পথ।

বর্থান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া উপাসকগণ স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল।

[সমবধান—তখন এই নাপিতপুত্র ছিল সেই শৃগাল, এই লিচ্ছবিকুমারী ছিলেন সেই তরুণসিংহী, বর্ত্তমান সময়ের প্রধান স্থবির ছয়জন ছিলেন সেই ছয়টী তরুণসিংহ এবং আমি ছিলাম তাহাদের জ্যেষ্ঠ।]

১৫৩—শূকর-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে এক অতিবৃদ্ধ 'স্থবিরের' সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা রাত্রিকালে ধর্ম্মদেশন হইতেছিল। শাস্তা গন্ধকুটীর-দ্বারস্থ মণিসোপানফলকে * অবস্থিত হইয়া ভিক্ষুদিগকে বুদ্ধোচিত উপদেশ দিবার পর কুটীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন এবং ধর্ম্মসেনাপতি সারিপুত্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের পরিবেণে † চলিয়া গেলেন। মহামৌদ্‌গল্যায়নও স্বীয় পরিবেণে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার স্থবির সারিপুত্রের সহিত দেখা করিলেন এবং তাঁহাকে ধর্ম্মসংক্রান্ত একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন। ধর্ম্মসেনাপতি উহার উত্তর দিলে মহামৌদ্‌গল্যায়ন পুনঃ পুনঃ আরও প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; ধর্ম্মসেনাপতিও অতি বিশদরূপে সে সমুদয়ের উত্তর ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—বোধ হইল যেন তিনি গগনতলে চন্দ্রমার আবির্ভাব ঘটাইলেন।

চতুর্ব্বিধ বৌদ্ধগণ ‡ তদ্‌গতচিত্তে এই ধর্ম্ম কথা শুনিতেছিল। তাহা দেখিয়া এক অতিবৃদ্ধ 'স্থবির' চিন্তা করিলেন, 'আমি যদি এই সভায় কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া সারিপুত্রের ধাঁধা লাগাইতে পারি, তাহা হইলে সকলে আমাকে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া মনে করিবে, আমার মানমর্য্যাদাও বৃদ্ধি হইবে।' ইহা ভাবিয়া তিনি দণ্ডায়মান হইয়া সারিপুত্রের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বলিলেন, "বন্ধু সারিপুত্র, আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে। আমাকে বলিতে অবকাশ দিবে কি? আবেধিক ও নির্ব্বেধিক, নিগ্রহ ও প্রতিনিগ্রহ, বিশেষ ও প্রতিবিশেষ ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী কি, তাহার মীমাংসা করিয়া দাও।" § প্রশ্ন শুনিয়া সারিপুত্র অবাক্ হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই বৃদ্ধ এখনও বিজিগীষু, অথচ ইনি অজ্ঞান ও অন্তঃসারশূন্য।' তিনি বৃদ্ধের ধৃষ্টতায় নিজেই অতিমাত্র লজ্জিত হইলেন ও বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া, হস্ত হইতে ব্যজনখানি নামাইয়া, আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং স্বীয় শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। স্থবির মহামৌদ্‌গল্যায়নও তাহাই করিলেন। তদ্দর্শনে সভাস্থ অপর সকলে এক সঙ্গে উঠিয়া বলিতে লাগিল, "এই নির্লজ্জ বৃদ্ধকে ধর ত! ইহার জন্য আমরা মধুর ধর্ম্মকথা-শ্রবণে বঞ্চিত হইলাম।" তাহারা তাড়া করিতেছে দেখিয়া বৃদ্ধ পলায়ন করিলেন।

বিহারের বাহিরে একটা পায়খানার উপরিস্থ তক্তা ভাঙ্গা ছিল। দৌড়াইয়া যাইবার সময় বৃদ্ধ সেই রন্ধ্র দিয়া নিম্নে পড়িয়া গেলেন এবং সর্ব্বশরীরে বিষ্ঠালিপ্ত হইয়া উপরে উঠিলেন। অনুসরণকারীরা তাঁহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া অনুতপ্ত হইল এবং সকলে শাস্তার নিকট গেল। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা অসময়ে আসিলে কেন?" তাহারা তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। তখন শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, এই বৃদ্ধ যে কেবল এ জন্মেই গর্ব্বভরে নিজের শক্তি না জানিয়া বলবানের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়াছে এবং লাভের মধ্যে বিষ্ঠালিপ্তদেহে সকলের হাস্যাস্পদ হইয়াছে তাহা নহে; এ পূর্ব্বে এক জন্মেও দর্পবশতঃ নিজের ক্ষমতা না বুঝিয়া মহাবলশালীদিগের সহিত বিবাদে অগ্রসর হইয়াছিল এবং তাহার ফলে সর্ব্বশরীরে বিষ্ঠা মাখিয়াছিল।" অনন্তর উপাসকদিগের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন সিংহরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে একটা গুহার মধ্যে বাস করিতেন। অদূরে এক সরোবরের

---

* মণিসোপান বলিলে বোধ হয় 'মার্বল' প্রস্তরের সোপান বুঝাইত। সংস্কৃত সাহিত্যেও 'স্ফটিকমণি-সোপান', 'মণিহর্ম্ম্যতল' মণিময়ভূ' ইত্যাদির বর্ণনা দেখা যায়। মার্বল প্রস্তর এদেশে প্রচুর পাওয়া যায়, অথচ সংস্কৃত ভাষায় যে ইহার একটা নাম ছিল না ইহা অসম্ভব নয় কি? অধুনা 'মর্ম্মর' শব্দ মার্বল অর্থে প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে মর্ম্মর শব্দের এ অর্থে প্রয়োগ নাই। লাটিন ভাষায় কিন্তু marmor শব্দের অর্থ মার্বল। 'স্ফটি প্রস্তর', 'চারু প্রস্তর' প্রভৃতি প্রতিশব্দ হাতগড়া বলিয়া মনে হয়।

† ভিক্ষুদিগের অবস্থানার্থ বিহারস্থ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ (cell).

‡ উপাসক, উপাসিকা, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী।

§ এই প্রশ্নের কোনই অর্থ নাই। Vicar of Wakefield নামক উপাখ্যানেও Mr. Thornhill নামক এক চরিত্রহীন যুবক Mosesকে এইরূপ শব্দাড়ম্বরবিশিষ্ট নিরর্থক তর্ক দ্বারা নিরুত্তর করিয়াছিলেন।

ধারে এক পার্শ্বে এক পাল শূকর থাকিত এবং অপর পার্শ্বে কতিপয় তপস্বী পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন।

একদিন সিংহ একটা মহিষ, হস্তী বা অন্য কোন বৃহৎ পশু বধ করিয়া তাহার মাংস ভোজন করিল এবং জলপান করিবার জন্য সরোবরে অবতরণ করিল। ঐ সময়ে একটা স্থূলকায় শূকর উহার তীরে চরিতেছিল। সিংহ জল পান করিয়া উপরে উঠিবার সময় তাহাকে দেখিতে পাইল এবং ভাবিল 'ইহাকেও একদিন খাইতে হইবে।' কিন্তু পাছে তাহাকে দেখিতে পাইলে শূকর আর কখনও সেখানে না আইসে এই আশঙ্কায়, সিংহ সঙ্গোপনে তাহার পাশ কাটাইয়া যাইতে লাগিল। শূকর কিন্তু তাহাকে দেখিতে পাইল এবং মনে করিল 'সিংহ আমাকে দেখিয়া ভয় পাইয়াছে, কাজেই আমার কাছে আসিতেছে না, পলাইয়া যাইতেছে। আজ আমাকে ইহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া শূকর মাথা তুলিয়া নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা সিংহকে যুদ্ধে আহ্বান করিল:—

চতুষ্পদ আমি, চতুষ্পদ তুমি; তবু কেন ভয় পাও?
ফের, সিংহবর, ফের এই দিকে, পলাইয়া কেন যাও?

সিংহ গাথা শুনিয়া বলিল, "সৌম্য শূকর, তোমার সহিত অদ্য আমার যুদ্ধ হইবে না। অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আমরা এই স্থানেই আসিয়া যুদ্ধ করিব।" ইহা বলিয়া সিংহ প্রস্থান করিল। সিংহের সহিত যুদ্ধ করিবে ইহা ভাবিয়া শূকরের বড় হর্ষ জন্মিল এবং সে জ্ঞাতি-বন্ধুদিগকে এই কথা জানাইল। কিন্তু তাহারা ইহা শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "তুমি, দেখিতেছি, নিজেও মরিলে, আমাদিগকেও মারিলে। তুমি নিজের বল না বুঝিয়া সিংহের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ। সিংহ আসিয়া আমাদিগের সকলকেই বিনষ্ট করিবে। তুমি এমন দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত হইও না।" তখন সেই নির্ব্বোধ শূকরেরও বড় ভয় হইল। সে জ্ঞাতিবন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন উপায় কি?" তাহারা বলিল, "তুমি এই তপস্বীদিগের মলত্যাগভূমিতে গিয়া গলিত বিষ্ঠায় সাত দিন গড়াগড়ি দাও এবং বেশ করিয়া শরীর শুকাও। অনন্তর সপ্তম দিনে শিশিরজলে শরীর ভিজাইয়া সিংহের আসিবার পূর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইবে, সেখানে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে কোন্ দিক্ হইতে বায়ু বহিতেছে, এবং এমন স্থানে দাঁড়াইবে যেন বায়ু প্রথমে তোমার গায়ে লাগিয়া পরে সিংহের দিকে যায়।* সিংহ অতি শুচিপ্রিয়, সে তোমার শরীরগন্ধ অনুভব করিয়াই পরাজয় স্বীকার করিবে।"

শূকর এই পরামর্শমত কার্য্য করিয়া সপ্তম দিনে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। সিংহ তাহার দেহবিনির্গত পূতিমল-গন্ধ অনুভব করিয়া বলিল, "সৌম্য শূকর, তুমি অতি সুন্দর কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছ। তুমি যদি সর্ব্বাঙ্গে মললিপ্ত না হইতে, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই তোমার প্রাণান্ত করিতাম। কিন্তু এখন তোমার যে অবস্থা, তাহাতে আমি তোমাকে মুখ দিয়া দংশন করিতে পারি না, পাদ দ্বারাও প্রহার করিতে পারি না। অতএব তোমারই জয় হইল।" অনন্তর সিংহ নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিল:—

মলেতে সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত হয়েছে তোমার,
দুর্গন্ধে নিকটে তব তিষ্ঠা হল ভার।
হেন বেশে যুদ্ধে যদি হও অগ্রসর,
মানিলাম পরাজয়, শুন হে শূকর।

* মূলে "উপরিবাতে তিট্‌ঠ" এইরূপ আছে। 'উপরিবাতে' ইংরাজী 'to the windward' এই পদসমষ্টির অনুরূপ। 'অধোবাত' বলিলে leeward বুঝাইবে। 'প্রতিবাত' এবং 'অনুবাত' শব্দও যথাক্রমে 'উপরিবাত' এবং 'অধোবাত' শব্দের সদৃশ।

অনন্তর সিংহ মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল এবং ভোজনব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া ও সরোবর হইতে জল পান করিয়া গুহায় প্রবেশ করিল। শূকরও "সিংহকে পরাজিত করিয়াছি" বলিয়া আস্ফালন করিতে লাগিল। কিন্তু সকল শূকরেরই ভয় হইল, পাছে সিংহ পুনর্ব্বার সেখানে আসিয়া তাহাদের প্রাণসংহার করে। সেই জন্য তাহারা পলায়ন করিয়া স্থানান্তরে চলিয়া গেল।

[সমবধান—তখন এই বৃদ্ধ স্থবির ছিল সেই শূকর এবং আমি ছিলাম সেই সিংহ।]

১৫৪—উরগ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রেণীভণ্ডন*-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কোশলরাজের মহামাত্র-পদবীভুক্ত দুইজন শ্রেণীমুখ্য পরস্পরের প্রতি এরূপ জাতবিদ্বেষ ছিলেন যে, দেখা হইবামাত্রই তাঁহারা কলহ আরম্ভ করিতেন। নগরবাসী সকলেই তাঁহাদের এই বৈরভাব জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু কি রাজা, কি জ্ঞাতিবন্ধুগণ, কেহই তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারেন নাই।

একদিন শাস্তা প্রত্যূষে তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে কে কে বুদ্ধশাসনে প্রবেশের উপযুক্ত হইয়াছেন ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে বুঝিতে পারিলেন, উল্লিখিত মহামাত্রদ্বয় অচিরেই স্রোতাপত্তিমার্গ লাভ করিবেন। তদনুসারে পরদিন তিনি পিণ্ডচর্য্যার্থ একাকী শ্রাবস্তী নগরে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদের একজনের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঐ মহামাত্র বাহিরে আসিয়া তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলেন। শাস্তা আসনগ্রহণানন্তর ঐ ব্যক্তিকে মৈত্রী-ভাবনা-সম্বন্ধে ‡ উপদেশ দিলেন এবং যখন দেখিলেন তাঁহার চিত্ত তত্ত্বজ্ঞানলাভোপযোগী হইয়াছে, তখন সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

এই মহামাত্র স্রোতাপন্ন হইয়াছেন জানিয়া শাস্তা তাঁহার হস্তে পাত্র দিয়া আসনত্যাগপূর্ব্বক অপর মহামাত্রের গৃহদ্বারে গমন করিলেন। তিনিও গৃহের বাহিরে আসিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিলেন এবং "ভিতরে আসিতে আজ্ঞা হউক" বলিয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া গিয়া আসনে বসাইলেন। প্রথম মহামাত্রও পাত্র লইয়া শাস্তার সঙ্গে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর শাস্তা দ্বিতীয় মহামাত্রের নিকট মৈত্রীর একাদশবিধ সুফল বর্ণনা করিলেন এবং যখন দেখিলেন, তাঁহারও চিত্ত তত্ত্বজ্ঞানলাভোপযোগী হইয়াছে, তখন সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তাহাতে এই ব্যক্তিও স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে উভয় মহামাত্রই স্রোতাপন্ন হইয়া পরস্পরের নিকট অপরাধ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা শত্রুতা ভুলিয়া গেলেন এবং বন্ধুত্বসূত্রে বদ্ধ হইলেন; তাঁহাদের মতি গতি এখন একবিধ হইল। তাঁহারা সেই দিনই ভগবানের সম্মুখে একত্র বসিয়া আহার করিলেন।

আহারান্তে শাস্তা বিহারে ফিরিয়া গেলেন; মহামাত্রদ্বয়ও প্রচুর মাল্যগন্ধবিলেপন এবং ঘৃতমধুগুড় লইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন। অনন্তর শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘকে কর্ত্তব্য প্রদর্শন করিয়া এবং বুদ্ধোচিত উপদেশ দিয়া গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

সায়াহ্নসময়ে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ, শাস্তা অদম্য-দমক, যে মহামাত্রদ্বয় চিরকাল বিবাদ করিয়া আসিতেছিলেন, জ্ঞাতিবন্ধুগণ, এমন কি রাজা পর্য্যন্ত যাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারেন নাই, তথাগত এক দিনেই তাঁহাদিগকে দমন করিয়াছেন।" ভিক্ষুগণ এইরূপ আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপনীত হইয়া তাহা শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বে এক জন্মেও আমি এই দুইজনের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

---

* শ্রেণী অর্থাৎ ব্যবসায়ি-সমিতি (Guild)। শ্রেণীভণ্ডন—এক শ্রেণীর সহিত অন্য শ্রেণীর বিবাদ।

‡ মৈত্রীভাবনা অর্থাৎ আমি শত্রুহীন হই, আমার আত্মীয়স্বজন, শত্রুমিত্র, সকল প্রাণী সুখে থাকুক এই-রূপ চিন্তা। ইহা দ্বারা একাদশবিধ ফল লাভ করা যায় অর্থাৎ (১) সুখনিদ্রা হয়, (২) সুখজাগরণ হয়, (৩) দুঃস্বপ্ন দেখিতে হয় না, (৪) মনুষ্যের প্রিয় হওয়া যায়, (৫) ভূতপ্রেতাদির প্রিয় হওয়া যায়, (৬) দেবতাগণের রক্ষাভাজন হওয়া যায়, (৭) অগ্নি, বিষ বা অস্ত্রে দেহের কোন ক্ষতি হয় না, (৮) সত্বর সমাধিলাভ করা যায়, (৯) মুখমণ্ডল প্রসন্ন থাকে, (১০) সজ্ঞানে মৃত্যু হয় এবং (১১) ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ঘটে। ব্রহ্মলোকবাসীদের কেবল মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা এই চতুর্ব্বিধ ভাবনায় রত, তাঁহাদের অন্য চিন্তা নাই। ইহলোকেও কোন কোন লোক মৈত্রী প্রভৃতির ভাবনা দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহারা "ব্রহ্মবিহারী" নামে অভিহিত।

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে একদা কোন উৎসবোপলক্ষ্যে বারাণসীতে মহাসমারোহ হইয়াছিল, তাহা দেখিবার জন্য সেখানে বহু মনুষ্য, দেবতা, নাগ ও সুপর্ণ* সমবেত হইয়াছিল এবং এক পার্শ্বে এক নাগ ও এক সুপর্ণ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া সমারোহ দেখিতেছিল। নাগ সুপর্ণকে সুপর্ণ বলিয়া জানিতে পারে নাই; সেই জন্য সে তাহার স্কন্ধে হস্ত দিয়াছিল। কে তাহার স্কন্ধে হস্ত দিল তাহা দেখিবার জন্য সুপর্ণ মুখ ফিরাইল এবং দেখিয়াই তাহাকে নাগ বলিয়া চিনিতে পারিল। নাগও তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিল, সে সুপর্ণ, সুতরাং সে মরণভয়ে পলায়ন করিয়া নগর হইতে বাহির হইল এবং নদীর পৃষ্ঠোপরি ছুটিয়া যাইতে লাগিল। সুপর্ণ তাহাকে ধরিবার জন্য অনুধাবন করিল।

তখন বোধিসত্ত্ব তাপসবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক নদীতীরে এক পর্ণশালায় বাস করিতেন। তিনি এই সময়ে রৌদ্রের উত্তাপ-নিবারণার্থ বল্কল ত্যাগ করিয়া স্নানবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক নদীতে অবগাহন করিতেছিলেন। নাগ বিবেচনা করিল, 'দেখি, এই তপস্বীর আশ্রয় লইয়া যদি প্রাণ বাঁচাইতে পারি।' অনন্তর সে নিজের প্রকৃত রূপ পরিত্যাগ করিয়া মণির আকার ধারণপূর্ব্বক তপস্বীর বল্কলের মধ্যে প্রবেশ করিল। সুপর্ণ তখনও তাহার অনুধাবন করিতেছিল। সে তাহাকে সেখানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, পাছে তপস্বীর গৌরব-হানি হয়, এই আশঙ্কায় বল্কল স্পর্শ না করিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, "প্রভু, আমি ক্ষুধার্ত্ত; আপনার বল্কল গ্রহণ করুন; আমি এই নাগকে খাইব।" সে মনের ভাব সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :—

প্রাণভয়ে নাগরাজ মণির আকারে
প্রবিষ্ট হয়েছে তব বল্কলমাঝারে।
ব্রাহ্মণ, বল্কল আমি স্পর্শ যদি করি,
অপমান হবে তব এই মনে ডরি।
সে হেতু গ্রাসিতে এরে না হয় শকতি,
যদিও হয়েছি আমি ক্ষুধাতুর অতি।

বোধিসত্ত্ব জলের মধ্যে দাঁড়াইয়াই সুপর্ণরাজের মনস্তুষ্টির জন্য নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

ব্রহ্মার কৃপায় চিরজীবী হও, করি এই আশীর্ব্বাদ,
যত ইচ্ছা হয়, দিব্য খাদ্য লভি পুরাও মনের সাধ।
যদিও ক্ষুধার্ত্ত, তথাপি, সুপর্ণ, রাখ ব্রাহ্মণের মান,
নাগমাংস-লোভে নিষ্ঠুর-হৃদয়ে হ'রো না ইহার প্রাণ।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে জলের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াই সুপর্ণকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তিনি তীরে উঠিয়া বল্কল পরিধান করিলেন এবং সুপর্ণ ও নাগ উভয়কেই আশ্রমে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে মৈত্রীভাবনার গুণ বলিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া উভয়েই বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইল এবং তদবধি নির্ব্বিবাদে ও পরমসুখে এক সঙ্গে বাস করিতে লাগিল।

[সমবধান—তখন এই দুই মহামাত্র ছিলেন সেই নাগ ও সেই সুপর্ণ এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

* পুরাণবর্ণিত গরুড়জাতীয় পক্ষিবিশেষ।

১৫৫—গর্গ-জাতক।

[রাজা প্রসেনজিৎ জেতবনের সমীপে রাজকারাম নামে একটী উদ্যান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেখানে অবস্থিতি করিবার সময় শাস্তা হাঁচির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

একদিন শাস্তা রাজকারামে বসিয়া ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা এই চতুর্বিধ শিষ্যগণের সহিত ধর্মালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে তিনি হাঁচিলেন। অমনি ভিক্ষুগণ "জীবতু ভন্তে ভগবা, জীবতু সুগতো" বলিয়া মহা চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাহাতে ধর্মকথার অন্তরায় ঘটিল। তখন ভগবান্ ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, কেহ হাঁচিলে যদি 'জীব' বলা যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির আয়ুর্বৃদ্ধি হয় কি? আর 'জীব' না বলিলেই উহার আয়ুঃক্ষয় হয় কি?" ভিক্ষুরা উত্তর দিলেন, "না, ভগবন্, তাহা কখনই হইতে পারে না।" শাস্তা বলিলেন, "হাঁচি শুনিয়া কাহারও 'জীব' বলা উচিত নহে। যে বলে, তাহার বিনয়ভঙ্গজনিত পাপ হয়।"

তৎকালে ভিক্ষুরা হাঁচিলে লোকে 'জীবথ ভন্তে' এইরূপ বলিত। কিন্তু ভিক্ষুরা শাস্তার উল্লিখিত আদেশ স্মরণ করিয়া পাপের ভয়ে ইহার কোন উত্তর দিতেন না। ইহাতে লোকে বড় বিরক্ত হইতে লাগিল এবং বলাবলি আরম্ভ করিল, "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণেরা কি অসভ্য? আমরা তাহাদিগকে 'জীব' বলিলেও তাহারা ইহার উত্তরে আমাদিগের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করে না।"

ক্রমে এই বৃত্তান্ত ভগবানের কর্ণগোচর হইল। তখন তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, গৃহীরা মঙ্গলকামী।* অতএব আমি অনুমতি দিলাম যে, তোমরা হাঁচিলে, যখন তাহারা 'জীবথ ভন্তে' বলিবে, তখন তোমরাও 'চিরং জীব' এই বলিয়া তাহাদিগকে প্রত্যভিবাদন করিবে।" ইহা শুনিয়া ভিক্ষুরা ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, কেহ 'জীব' বলিলে যে তাহাকে 'চিরজীবী হও' বলিয়া প্রত্যাশীর্ব্বাদ করিতে হইবে, এ প্রথা কখন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "এই প্রথা অতি প্রাচীন সময় হইতে চলিতেছে।" অনন্তর তিনি এতৎসংক্রান্ত অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ব কাশীরাজ্যস্থ এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা কেনা বেচা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বোধিসত্বের বয়স্ যখন ষোল বৎসর, তখন তাঁহার পিতা একদিন তাহার মাথায় একটা ঘটের মোট† দিয়া অনেক গ্রামে ও নিগমে ফেরি করিতে করিতে বারাণসীতে উপনীত হইলেন এবং সেখানে দৌবারিকের গৃহে অন্নপাক করিয়া আহার করিলেন। কিন্তু তাঁহারা রাত্রিযাপনের জন্য স্থান পাইলেন না। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন, "যে সকল আগন্তুক অবেলায় উপস্থিত হয়, তাহারা কোথায় অবস্থান করে?" বারাণসীবাসীরা বলিল, "নগরের বাহিরে একটা বাড়ী আছে; কিন্তু উহাতে যক্ষ থাকে; যদি ইচ্ছা কর, তবে সেখানেই আজকার মত রাত কাটাইতে পার।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ব বলিলেন, "চলুন বাবা, সেখানেই যাই, যক্ষের ভয় করিবেন না। আমি যক্ষকে দমন করিয়া আপনার চরণের দাস করিয়া দিব।" বৃদ্ধ পুত্রের কথায় সম্মতি দিলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই যক্ষসেবিত গৃহে গমনপূর্ব্বক নিজে একখানি ফলকাসনে শয়ন করিলেন। বোধিসত্ব তাঁহার পদদ্বয় মর্দ্দন করিতে লাগিলেন।

ঐ গৃহে যে যক্ষ থাকিত, সে বার বৎসর কুবেরের সেবা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে উহার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। কুবের বলিয়া দিয়াছিলেন, "এই গৃহে কাহারও হাঁচি শুনিয়া যদি কেহ 'জীব' বলে, এবং যে হাঁচিবে সেও যদি 'জীব' এই উত্তর দেয়, তাহা হইলে তুমি এইরূপ জীবপ্রতিজীববাদীদিগকে খাইতে

---

* ইট্ঠমঙ্গলিকা (ইষ্টমঙ্গলিক)—অর্থাৎ তাহারা মঙ্গলকামনার নানারূপ কুসংস্কারের বশীভূত।

† মূলে 'বোহারং কত্বা' আছে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন "ব্যবহারাজীবের বৃত্তি দ্বারা"। 'বোহার' (ব্যবহার) শব্দের অর্থ আইন বটে, কিন্তু 'বোহারং করোতি' বলিলে ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেছে, ইহাই বুঝায়। ইংরাজী অনুবাদে 'মণিকভণ্ড' শব্দটার অর্থও ঠিক হয় নাই। মণিকভণ্ড শব্দে 'ঘটের বোঝা' বুঝাইতেছে, রত্নাভরণ নহে।

পারিবে না। তদ্ভিন্ন অপর যে সকল লোক এই গৃহে থাকিবে তাহারা তোমার ভক্ষ্য।" এই নিয়মে গৃহের অধিকার লাভ করিয়া সেই যক্ষ উহার পৃষ্ঠবংশ-স্থূণায় বাস করিত। *

যক্ষ বোধিসত্ত্বের পিতাকে হাঁচাইবার জন্য নিজের প্রভাববলে চারিদিকে সূক্ষ্ম চূর্ণ বিকিরণ করিল। ঐ কণাগুলি ফলকাসন-শয়ান বৃদ্ধের নাসিকায় প্রবেশ করিবামাত্র তিনি হাঁচিলেন। বোধিসত্ত্ব ইহা শুনিয়াও 'জীব' বলিলেন না। তখন যক্ষ তাঁহাকে খাইবার জন্য স্থূণা হইতে অবতরণ করিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে অবতরণ করিতে দেখিয়া ভাবিলেন, 'এই যক্ষই আমার পিতাকে হাঁচাইয়াছে, শুনিয়াছি কেহ হাঁচিলে যদি অন্য কোন ব্যক্তি "জীব" না বলে, তাহা হইলে এক যক্ষ, যে "জীব" না বলে তাহাকে খাইয়া ফেলে। এ বোধ হয় সেই যক্ষ।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি পিতাকে সম্বোধন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রথম গাথা পাঠ করিলেন :—

> শত কিংবা বিংশত্যধিক শত বর্ষ
> থাকিয়া জীবিত যেন এই মহীতলে
> অন্তিমে লভেন স্বর্গ গর্গ পিতা মম—
> করিনু কামনা এই। নাহি পারে যেন
> গ্রাসিতে আমারে হেথা যক্ষ দুরাচার।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া যক্ষ বিবেচনা করিল, 'এ লোকটা যখন "জীব" বলিল, তখন আমি ইহাকে খাইতে পারিব না, অতএব ইহার পিতাকেই খাওয়া যাউক।' ইহা স্থির করিয়া সে বৃদ্ধের দিকে অগ্রসর হইল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধ ভাবিলেন, 'এই যক্ষ বোধ হয়, যাহারা "জীব" এই বাক্যের উত্তরে "জীব" না বলে তাহাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে। অতএব "জীব" এই প্রত্যাশীর্ব্বাদ করিতেছি।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী পাঠ করিলেন :—

> করি আশীর্ব্বাদ, বৎস, হও আয়ুষ্মান্ ;
> শত কিংবা বিংশত্যধিক-শত বর্ষ
> থাকিয়া জীবিত তুমি হও কীর্ত্তিমান্।
> হউক যক্ষের ভক্ষ্য বিষ হলাহল,
> জীবিত থাকহ তুমি শতবর্ষ কাল।

বৃদ্ধের বচন শুনিয়া যক্ষ ভাবিল, 'এই দুই জনের কেহই আমার ভক্ষ্য নহে;' কাজেই সে নিবৃত্ত হইল। তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই গৃহে যে সকল লোক প্রবেশ করে, তুমি যে তাহাদিগকে খাইয়া ফেল ইহার কারণ কি?" যক্ষ উত্তর দিল, "আমি দ্বাদশ বৎসর কুবেরের পরিচর্য্যা করিয়া এই অধিকার লাভ করিয়াছি।" "তুমি কি সকলকেই খাইতে পার?" "যাহারা জীবপ্রতিজীববাদী কেবল তাহাদিগকে খাইতে পারি না। তদ্ভিন্ন অপর সকলেই আমার ভক্ষ্য।" "দেখ যক্ষ, তুমি পূর্ব্বজন্মের পাপাচারবশতঃ এইরূপ ভীষণ, নিষ্ঠুর ও পরবিহিংসক হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। যদি এ জন্মেও তুমি পূর্ব্ববৎ পাপরত হও, তাহা হইলে তুমি তমস্তমঃপরায়ণ † হইবে। অতএব অদ্যাবধি তুমি প্রাণিহিংসা হইতে বিরত হও।" এইরূপে সেই যক্ষকে দমন করিয়া তিনি তাহার মনে নরকের ভয় জন্মাইলেন এবং তাহাকে পঞ্চশীলে ‡ প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। ফলতঃ তাঁহার উপদেশের গুণে সে প্রেষণ-কারকের § ন্যায় আজ্ঞাবহ হইল।

---

* গৃহের মট্‌কার নিম্নদেশস্থ মধ্যভাগের দীর্ঘ কাষ্ঠখণ্ড; ইহা হইতে দুইদিকে পাশাপাশি আড়কাঠ বা পার্শুকা দেওয়া হয়।

† প্রথম খণ্ডের ৯ম পৃষ্ঠে 'চতুর্ব্বিধমনুষ্য' সংক্রান্ত টীকা দ্রষ্টব্য।

‡ প্রথম খণ্ডের ২য় পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

§ প্রেষণকারক—যে বালকভৃত্য সংবাদাদি লইয়া যায়—errand boy.

পরদিন লোকে যাতায়াত করিবার সময় যক্ষকে দেখিয়া জানিতে পারিল, বোধিসত্ত্ব তাহাকে দমন করিয়াছেন। তাহারা এই কথা রাজার কর্ণগোচর করিল। তাহারা বলিতে লাগিল, "মহারাজ, এক ব্রাহ্মণবালক সেই যক্ষকে দমন করিয়া তাহাকে এখন প্রেষণকারকের ন্যায় আজ্ঞাবহ করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে ডাকাইয়া তাঁহাকে সেনাপতির পদে নিয়োজিত করিলেন এবং তাঁহার পিতাকেও যথেষ্ট সম্মানিত করিলেন। তিনি সেই যক্ষকে শুল্কসংগ্রাহকের পদ দিলেন এবং তাহাকে বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিতে শিক্ষা দিলেন। এইরূপে চিরদিন দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান পূর্ব্বক সেই রাজা জীবনান্তে দেবত্বপ্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে বাস করিতে লাগিলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, কাশ্যপ ছিলেন বোধিসত্ত্বের পিতা এবং আমি ছিলাম বোধিসত্ত্ব।]

☞ এই জাতকপাঠে দেখা যায় বুদ্ধদেব যথাসম্ভব লোকাচার মানিয়া চলিতেন; ইহাতে সঙ্ঘের উপকার হইত, ধর্ম্মপ্রচারেরও সুবিধা ঘটিত। কোন কোন সংস্কারক কিন্তু এরূপ দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন না; যাহা অযৌক্তিক তাহাই তাঁহাদের মতে পরিত্যাজ্য। পক্ষান্তরে সমাজ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের বিরোধী। কাজেই এরূপ সংস্কারকের সহিত সমাজের অহিনকুল-সম্বন্ধ জন্মে।

হাঁচির সম্বন্ধে এই জাতকে যাহা দেখা যায়, বিনয়পিটকেও ঠিক সেইরূপ বর্ণনা আছে।

১৫৬—অলীনচিত্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক বীর্য্যভ্রষ্ট ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু একাদশ নিপাতে সংবরজাতকে (৪৬২) সবিস্তর বর্ণিত হইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সত্য সত্যই নিরুৎসাহ হইয়াছ?" সে উত্তর দিল "হাঁ ভগবন্।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "সে কি কথা! তুমিই না পূর্ব্বে নিজ বীর্য্যবলে দ্বাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাণসীরাজ্য রক্ষা করিয়া সদ্যঃপ্রসূত মাংসপিণ্ডসদৃশ রাজকুমারকে উহা দান করিয়াছিলে? তবে এখন কেন এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও বীর্য্যপ্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইলে?" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত বারাণসীতে রাজত্ব করিতেন। তখন বারাণসীর অবিদূরে এক সূত্রধার-গ্রাম ছিল। সেখানে পঞ্চশত সূত্রধার বাস করিত। তাহারা নৌকায় চড়িয়া নদী উজাইয়া * বনে যাইত, সেখানে কাঠ কাটিয়া গৃহনির্ম্মাণোপযোগী আড়া, তক্তা ইত্যাদি চিরিত, সেখানেই একতালা, দোতালা প্রভৃতি ঘরের † কাঠাম তৈয়ার করিত, এবং খুঁটি, আড়া ইত্যাদি সমস্ত কাঠে এক, দুই ইত্যাদি অঙ্ক চিহ্নিত করিয়া রাখিত। অনন্তর তাহারা সে সমস্ত নদীতীরে লইয়া যাইত, নৌকায় বোঝাই করিত, অনুকূল স্রোতের সাহায্যে ‡ নগরে ফিরিয়া আসিত এবং সেখানে যাহার যেমন গৃহের প্রয়োজন হইত, তাহার জন্য সেইরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া মূল্য গ্রহণ করিত। তাহার পর সূত্রধারেরা আবার বনে গিয়া গৃহনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠসংগ্রহ করিত। এই উপায়ে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।

একবার ঐ সূত্রধারেরা বনমধ্যে স্কন্ধাবার প্রস্তুত করিয়া কাঠ কাটিতেছে ও ছিলিতেছে, এমন সময়ে একদিন একটা হাতী বনের ভিতর দিয়া যাইবার কালে খয়েরকাঠের একখানা চেলার উপর পা দিয়াছিল। তাহাতে উহার পায়ের তলদেশ বিদ্ধ হইল; ক্রমে

---

* উপরিসোতং গন্ত্বা। † একভূমিক দ্বিভূমিক। ‡ অনুসোতেন আগন্ত্বা।

পা ফুলিয়া উঠিল, মধ্যে পূঁজ জন্মিল এবং দারুণ যন্ত্রণা হইতে লাগিল। এই অবস্থায় হস্তী একদিন সূত্রধারদিগের কাঠ কাটিবার শব্দ শুনিতে পাইল। তখন সে ভাবিল, "ইহাদিগের সাহায্যেই আমি স্বস্তিলাভ করিব।" অনন্তর সে তিন পায়ে ভর দিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে তাহাদিগের নিকট গিয়া শুইয়া পড়িল। সূত্রধারেরা তাহার ফোলা পা দেখিয়া নিকটে গেল এবং মাংসের মধ্যে খয়ের কাঠের কুচিখানি দেখিতে পাইল। তখন তাহারা তীক্ষ্ণধার শস্ত্র লইয়া যেখানে কুচিখানি বিদ্ধিয়াছিল তাহার চারিদিকে চিরিয়া দিল, সূতা দিয়া উহা বান্ধিয়া টানিয়া বাহির করিল, পূঁজ বাহির করিয়া গরম জলে ঘা ধুইল এবং অবস্থার অনুরূপ ঔষধ লাগাইল। ইহাতে অল্প দিনের মধ্যেই ঘা শুকাইয়া গেল।

হস্তী আরোগ্যলাভ করিয়া চিন্তা করিল, 'এই সূত্রধারেরাই আমার প্রাণ বাঁচাইয়াছে। এখন ইহাদের প্রত্যুপকার করা আবশ্যক।' ইহা স্থির করিয়া সে তদবধি সূত্রধারদিগের সহিত কাঠ টানিয়া আনিত, যখন তাহারা কাঠ ছিলিত, তখন শুঁড়িগুলি প্রয়োজনমত উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিত, তাহাদিগের যন্ত্রপাতি বহিয়া আনিত। সে সমস্ত দ্রব্যই শুণ্ডদ্বারা এমন বেষ্টন করিয়া ধরিত যে কিছুই পড়িয়া যাইত না। * সূত্রধারেরাও হস্তীর ভোজনবেলায় এক এক জনে এক একটী অন্নপিণ্ড দান করিত। এইরূপে সেই হস্তী প্রতিদিন পঞ্চশত অন্নপিণ্ড আহার করিত।

এই হস্তীর আজানেয় ও সর্ব্বশ্বেত এক পুত্র ছিল। † একদিন সে চিন্তা করিল, 'আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি। এখন আমার পুত্রকেই সূত্রধারদিগের কর্ম্মসম্পাদনে নিয়োজিত করা যাউক। তাহা হইলে আমি নিজে স্বচ্ছন্দে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া সে একদিন সূত্রধারদিগকে কিছু না জানাইয়া বনে চলিয়া গেল এবং পুত্রকে সঙ্গে আনিয়া বলিল, "এইটী আমার পুত্র। আপনারা চিকিৎসা করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, আমি বৈদ্যবেতনস্বরূপ আপনাদিগকে এই পুত্রটী দান করিলাম। এ অদ্যাবধি আপনাদের পরিচর্য্যা করিবে।" অনন্তর সে পুত্রকেও উপদেশ দিল, "বৎস, আমি এতদিন ইঁহাদের যে যে কাজ করিতাম, আজ হইতে তুমিও সেই সকল করিবে।" ইহা বলিয়া সে পুত্রকে সূত্রধারদিগের নিকট রাখিয়া বনে চলিয়া গেল। তদবধি সেই হস্তিপোতক সূত্রধারদিগের আজ্ঞাবহ হইয়া তাহাদের যাবতীয় কর্ম্মসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল, তাহারাও উহার ভোজনার্থ প্রতিদিন পঞ্চশত অন্নপিণ্ড দান করিতে লাগিল। যখন সমস্ত কাজ শেষ হইত, তখন হস্তিপোতক নদীতে গিয়া জলকেলি করিয়া আসিত। সূত্রধারদিগের ছেলে মেয়েরা তাহার শুঁড়, কাণ, লেজ, প্রভৃতি ধরিয়া টানিত এবং জলে স্থলে তাহার সহিত নানারূপ খেলা করিত।

সৎকুলজাত হস্তী, অশ্ব বা মনুষ্য কেহই জলে মলমূত্র ত্যাগ করে না। এই হস্তিপোতকও মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হইলে জল হইতে উঠিয়া উপরে আসিত, কখনও জল অপবিত্র করিত না।

একদিন নদীর উচ্চতর অঞ্চলে প্রচুর বারিবর্ষণ হইয়াছিল। উক্ত হস্তীর একখণ্ড অর্দ্ধশুষ্ক মল এই বৃষ্টির জলে ধুইয়া নদীগর্ভে আসিয়া পড়িল এবং ভাসিতে ভাসিতে বারাণসীর ঘাটে গিয়া এক গুল্মে সংলগ্ন হইল। ঐ সময়ে রাজার হস্তিপালেরা স্নান করাইবার জন্য পঞ্চশত হস্তী আনয়ন করিয়াছিল। আজানেয় হস্তীর মলগন্ধ পাইয়া ইহাদের একটা হস্তীও ভয়ে নদীতে অবতরণ করিতে চাহিল না; সকলেই ঊর্দ্ধপুচ্ছে পলায়ন আরম্ভ করিল। মাহুতেরা গজাচার্য্যদিগকে এই বৃত্তান্ত জানাইলে তাঁহারা বলিলেন, "জলের বোধ হয় কোন দোষ ঘটিয়াছে;

* কালসুত্তকোটিয়ম্ গণ্হাতি অর্থাৎ যমের সূত্রের ন্যায় ধরিত—এমন ভাবে ধরিত যে কিছুতেই ফস্‌কিয়া যাইত না। † আজানেয়—উৎকৃষ্ট কুলজাত (২৩শ জাতক দ্রষ্টব্য)। সর্ব্বশ্বেত অর্থাৎ সর্ব্বত্র শ্বেতবর্ণ।

জল শোধন কর।" জল শোধন করিতে গিয়া যাহুতেরা দেখিতে পাইল গুল্মের ভিতর আজানেয় হস্তীর সেই মলখণ্ড রহিয়াছে। তখন তাহারা প্রকৃত ব্যাপার বুঝিল, একটা কলসী আনিয়া তাহাতে জল পূরিল এবং তাহাতে সেই মলখণ্ড গুলিয়া হস্তীদিগের গায়ে ছিটাইয়া দিল। ইহাতে তাহাদের শরীর সুগন্ধ হইল এবং তাহারা নদীতে অবতরণ করিয়া স্নান করিল। গজাচার্য্যেরা রাজাকে এই ব্যাপার জানাইয়া পরামর্শ দিলেন, "মহারাজ, এই আজানেয় হস্তীটী অনুসন্ধান করিয়া আনাইয়া আপনার ব্যবহারে লাগাইলে ভাল হয়।"

এই পরামর্শানুসারে রাজা যত শীঘ্র পারিলেন নৌকারোহণে * যাত্রা করিলেন এবং নদী উজাইতে উজাইতে সূত্রধারদিগের কর্ম্মস্থানে উপনীত হইলেন। হস্তিপোতক তখন জলকেলি করিতেছিল। সে ভেরীর শব্দ শুনিয়া সূত্রধারদিগের নিকট গিয়া দাঁড়াইল; সূত্রধারেরা রাজার প্রত্যুদ্গমন করিয়া জিজ্ঞাসিল, "মহারাজ, যদি কাষ্ঠের প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে এত কষ্ট পাইয়া এখানে আসিলেন কেন? আপনি লোক পাঠাইলেই ত রাজধানীতে বসিয়া পাইতেন।" রাজা বলিলেন, "না হে, আমি কাষ্ঠের জন্য আসি নাই; এই হস্তীর জন্য আসিয়াছি।"

"এ হস্তী ত আপনারই; স্বচ্ছন্দে লইয়া যান।"

সূত্রধারেরা রাজাকে হস্তী দান করিল বটে, কিন্তু হস্তী রাজার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল না। তখন রাজা হস্তীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি হে হস্তিপোতক, তুমি আমায় কি করিতে বল?" হস্তী বলিল, "এই সূত্রধারেরা এত দিন আমার জন্য যাহা ব্যয় করিয়াছে, ইহাদিগকে তাহা দিবার ব্যবস্থা করুন।" রাজা বলিলেন, "বেশ, তাহাই করিতেছি।" অনন্তর তিনি হস্তীর শুণ্ড, পাদচতুষ্টয় ও লাঙ্গুলের নিকট এক এক লক্ষ কার্ষাপণ রাখিয়া দিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও হস্তী তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল না। অতঃপর রাজা প্রত্যেক সূত্রধারকে এক এক যোড়া কাপড় দিলেন, তাহাদের পত্নীদিগের ব্যবহারার্থ এক একখানি শাড়ী দিলেন, সূত্রধারদিগের যে সকল সন্তানসন্ততি হস্তিপোতকের সহিত ক্রীড়া করিত, তাহাদেরও ভরণপোষণের ও শিক্ষাবিধানের ব্যবস্থা করিলেন। তখন হস্তিবর, সূত্রধারগণ, তাহাদের পত্নীগণ ও সন্তানসমূহের সহিত দেখা করিয়া রাজার সঙ্গে প্রস্থান করিল।

রাজা হস্তী লইয়া নগরে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার আদেশে সমস্ত রাজধানী ও হস্তিশালা সুশোভিত হইল। তিনি হস্তীকে নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া সর্ব্বালঙ্কারভূষিত হস্তিশালায় প্রবেশ করাইলেন, এবং তাহাকে বিচিত্রভূষণে বিভূষিত করিয়া নিজের প্রধান বাহনের পদে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি উহাকে নিজের বন্ধুর ন্যায় দেখিতে লাগিলেন এবং উহার জন্য অর্দ্ধরাজ্য নিয়োজিত করিয়া দিলেন। ফলতঃ তিনি নিজের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেরূপ যত্ন করিতেন, হস্তিসম্বন্ধেও তাহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম করিলেন না। আজানেয় হস্তী আসিবার পর তিনি সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্য লাভ করিলেন।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, বোধিসত্ত্ব রাজমহিষীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। যখন মহিষীর প্রসবকাল আসন্ন হইল তখন রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। আজানেয় হস্তী যদি রাজার মৃত্যুসংবাদ পায় তাহা হইলে উহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, এই আশঙ্কায় কেহ উহাকে

* মূলে "নাবসঙ্ঘাটেহি" এই পদ আছে। Childers সাহেব নাবসঙ্ঘাট শব্দের অর্থ ভেলক (raft) নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সঙ্ঘাট শব্দে সমূহ অর্থও বুঝায় এবং তাহা হইলে নাবসঙ্ঘাটো বলিলে পোতমালা বা পোতসমূহ বুঝাইতে পারে। অথবা দুই তিন খানা নৌকা পাশাপাশি যুড়িলে এক একটা নাবসঙ্ঘাট হইতে পারে যেমন কয়েকখানা বস্ত্র যুড়িলে সঙ্ঘাটি হয়। এরূপ নৌকা সহসা টলে না। রাজার পক্ষে ভেলকে আরোহণ করা সম্ভবপর নহে।

এ কথা জানাইল না। রাজভৃত্যগণ পূর্ব্ববৎ তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। এদিকে বারাণসীর অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী কোশলরাজ্যের অধিপতি রাজার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া ভাবিলেন, 'বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। বারাণসী অধিকার করা ত এখন অতি তুচ্ছ কার্য্য।' অনন্তর তিনি বিপুলসেনাসহ বারাণসী নগর অবরোধ করিলেন। অধিবাসীরা নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া কোশলরাজকে বলিয়া পাঠাইল, "আমাদের মহিষী এখন পরিপূর্ণগর্ভা; অঙ্গবিদ্যা-পাঠকেরা * বলিয়াছেন, অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে তিনি এক পুত্র প্রসব করিবেন। যদি বাস্তবিক তিনি পুত্র প্রসব করেন তাহা হইলে আমরা সপ্তমদিনে আপনার সহিত যুদ্ধ করিব; নচেৎ আপনাকে এই রাজ্য দিব। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই কয় দিন অপেক্ষা করুন।" কোশলরাজ তাহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

সাত দিন পরে মহিষী এক পুত্র প্রসব করিলেন। কুমার জন্মগ্রহণ করিয়া বহুলোকের চিত্ত অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া নামকরণ-দিবসে রাজপুরুষেরা তাঁহার "অলীনচিত্ত" এই নাম রাখিলেন।

কুমার ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র নগরবাসীরা কোশলরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু বিপুল সেনাসম্পন্ন হইয়াও কেবল অধিনায়কের অভাবে তাহারা অল্পে অল্পে পরাভূত হইতে লাগিল। তখন অমাত্যেরা মহিষীকে এই সংবাদ দিয়া বলিলেন, "আমরা যখন হঠিতেছি, তখন ভয় হইতেছে পাছে আমরা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হই। স্বর্গীয় মহারাজের প্রিয় সুহৃৎ মঙ্গলহস্তী তাঁহার দেহত্যাগ, কুমারের জন্ম এবং কোশলরাজের আক্রমণ ইহার কোন সংবাদই এপর্য্যন্ত পায় নাই; তাহাকে এই সকল কথা জানাইব কিনা, আপনার নিকট শুনিতে আসিলাম।"

মহিষী বলিলেন, "এ অতি উত্তম প্রস্তাব।" অনন্তর তিনি কুমারকে অলঙ্কার পরাইয়া ও ক্ষৌমবস্ত্রের স্থূলাস্তরণের উপর ধরিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া হস্তিশালায় গমন করিলেন। সেখানে তিনি বোধিসত্ত্বকে মঙ্গলহস্তীর পাদমূলে রাখিয়া বলিলেন, "প্রভু, আপনার সখা ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, পাছে আপনার হৃদয় বিদীর্ণ হয় এই ভয়ে আমরা এতদিন আপনাকে এ দুঃসংবাদ জানাই নাই। এই শিশুটী আপনার সখার পুত্র; কোশলরাজ আসিয়া নগর অবরোধপূর্ব্বক আপনার এই পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন। আমাদের সৈন্যগণ ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতেছে; এখন হয় আপনি নিজেই আপনার পুত্রকে মারিয়া ফেলুন, নয় রাজ্য রক্ষা করিয়া ইহাকে দান করুন।"

মঙ্গলহস্তী তখনই স্নেহবশে শুঁড় দিয়া আস্তে আস্তে বোধিসত্ত্বের গা চাপড়াইল, তাঁহাকে নিজের মস্তকোপরি তুলিয়া লইল, কিয়ৎক্ষণ রোদন ও পরিবেদনের পর তাঁহাকে নামাইয়া মহিষীর হস্তে দিল এবং 'আমি কোশলরাজকে এখনই ধরিয়া আনিতেছি' বলিয়া হস্তিশালা হইতে বাহির হইল। অমাত্যেরা তাহাকে বর্ম্ম ও অলঙ্কার পরাইলেন, নগরের দ্বার খুলিয়া দিলেন এবং তাহাকে বেষ্টন করিয়া নিজেরাও বহির্গত হইলেন। নগরের বাহির হইবামাত্র হস্তী ক্রৌঞ্চের ন্যায় বৃংহণ করিল; তাহা শুনিয়া কোশলরাজের সমস্ত সৈন্য সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল। অনন্তর সে শিবির ভেদ করিয়া কোশলপতির কেশ ধরিয়া ফেলিল এবং তাঁহাকে তুলিয়া আনিয়া বোধিসত্ত্বের পাদমূলে রাখিয়া দিল। তখন কেহ কেহ কোশলরাজের প্রাণসংহারে উদ্যত হইল; কিন্তু হস্তী ইহা নিষেধ করিয়া তাঁহাকে এই উপদেশ দিয়া ছাড়িয়া দিল:—"মহারাজ এখন হইতে সতর্ক হইয়া চলিবেন। কাশীরাজকুমার শিশু বলিয়া মনে করিবেন না যে এই রাজ্য আপনি অধিকার করিতে পারিবেন।"

* যাহারা লোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লক্ষণ দেখিয়া তাহাদের ভাবী শুভাশুভ বলিতে পারে।

অতঃপর সমস্ত জম্বুদ্বীপের আধিপত্য বোধিসত্ত্বের হস্তগত হইল। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া শত্রুতাচরণ করিতে পারে এমন কেহই রহিল না। তখন তাঁহার নাম হইল "অলীনচিত্তরাজ।" তিনি যথাধর্ম্ম রাজ্য পালন করিয়া জীবনাবসানে স্বর্গারোহণ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

কুমার অলীনচিত্ত, আশ্রয় তাঁহার
লভি হৃষ্টমতি অতি কাশীসৈন্যগণ
কোশলরাজেরে আনে জীয়ন্ত ধরিয়া—
অতৃপ্ত আপন রাজ্যে ছিল যাঁর মন।

এইরূপ দৃঢবীর্য্য ভিক্ষু বিচক্ষণ
লভিয়া সৌভাগ্যবলে ত্রিরত্নশরণ,
নির্ব্বাণ লাভের তরে সর্ব্বদা ভাবনা করে
কুশল ধর্ম্মের কথা, হ'য়ে একমন,
ক্রমে ছিন্ন হয় তার সংসার-বন্ধন।

এইরূপে ভগবান্ ধর্ম্মদেশনার জন্য অমৃতকল্প মহানির্ব্বাণরূপ উচ্চশিখরে অধিরোহণ করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই হীনবীর্য্য ভিক্ষু অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—এখন যিনি মহামায়া, তখন ছিলেন তিনি সেই জননী; শুদ্ধোদন ছিলেন সেই জনক; এই হীনবীর্য্য ভিক্ষু ছিল সেই হস্তী, যে রাজ্য জয় করিয়া কুমারকে দান করিয়াছিল; সারিপুত্র ছিলেন সেই হস্তীর জনক এবং আমি ছিলাম অলীনচিত্ত কুমার।]

১৫৭—গুণ-জাতক।

[একবার স্থবির আনন্দ বিহারস্থ ভিক্ষুদিগের জন্য এক সহস্র শাটক* উপহার পাইয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

আনন্দ কোশলরাজের অন্তঃপুরচারিণীদিগের নিকট ধর্ম্মদেশন করিতেন। তদ্‌বৃত্তান্ত ইতঃপূর্ব্বে মহাসার-জাতকে (৯২) বলা হইয়াছে। যখন আনন্দ পূর্ব্বকথিতরূপ ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছিলেন, সেই সময়ে একদিন রাজার নিকট একসহস্র শাটক আনীত হইয়াছিল। তাহার প্রত্যেক খানির মূল্য সহস্র মুদ্রা। রাজা সেগুলি হইতে পঞ্চশত রাজ্ঞীকে পঞ্চশত শাটক দান করিলেন; কিন্তু রাজ্ঞীরা সে সমুদয় ব্যবহার না করিয়া তুলিয়া রাখিলেন এবং পরদিন আনন্দকে দান করিলেন। প্রাতরাশের সময় রাজ্ঞীরা পুরাতন শাটক পরিধান করিয়া উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি? আমি তোমাদিগকে সহস্র মুদ্রা মূল্যের এক একখানি শাটক দিলাম; তোমরা তাহা পরিয়া আসিলে না কেন?" রাজ্ঞীরা বলিলেন, "স্বামিন্, আমরা সেগুলি স্থবিরকে দিয়াছি।" "স্থবির কি সবগুলিই লইয়াছেন?" "হাঁ প্রভু।" "সম্যক্‌সম্বুদ্ধ ভিক্ষুদিগের পক্ষে কেবল ত্রিচীবরের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু আমার বোধ হইতেছে স্থবির আনন্দ রীতিমত বস্ত্রের ব্যবসায় চালাইতেছেন।" ফলতঃ আনন্দ অতিবহু শাটক গ্রহণ করিয়াছেন এই বিশ্বাসে কোশলরাজ একটু বিরক্ত হইলেন এবং প্রাতরাশ সমাপনান্তে বিহারে গিয়া পরিবেণ-মধ্যে তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। তিনি স্থবিরকে প্রণিপাত করিয়া আসনগ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, আমার অন্তঃপুরচারিণীগণ আপনার নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ ও ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিতেছেন ত?" "হাঁ মহারাজ; তাঁহারা যাহা শিক্ষিতব্য তাহা শিক্ষা এবং যাহা শ্রোতব্য তাহা শ্রবণ করেন।" "কেবল শুনেন, না আপনাকে মধ্যে মধ্যে নিবাসন, প্রাবরণ † প্রভৃতিও দান করেন?" "মহারাজ, তাঁহারা অদ্য আমাকে পঞ্চশত শাটক দান করিয়াছেন; তাহাদের এক একখানির মূল্য সহস্র মুদ্রা।" "আপনি কি সে সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন?" "আমি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছি।" "শাস্তা না ভিক্ষুদিগের জন্য কেবল ত্রিচীবরের ব্যবস্থা করিয়াছেন?" "একজন ভিক্ষু নিজের জন্য ত্রিচীবরমাত্র ব্যবহার করিতে পারিবে বটে, কিন্তু কেহ কিছু

---

* শাটক—বস্ত্র, বড় জামা বা ঘাগরা। এখানে বোধ হয় ইহা 'শাড়ী' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'শাড়ী' শব্দটী শাটকেরই অপভ্রংশ।

† নিবাসন ও প্রাবরণ—পরিচ্ছদ-বিশেষ; প্রাবরণ সঙ্ঘাটীস্থানীয় এবং নিবাসন অন্তরবাসক-স্থানীয়।

দান করিলে তাহা গ্রহণ করা যাইবে না এমন কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। যে সকল ভিক্ষুর চীবর জীর্ণ হইয়াছে, আমি তাহাদেরই জন্য এই শাটকগুলি গ্রহণ করিয়াছি।" "এই ভিক্ষুরা যখন আপনার নিকট শাটক পাইবেন, তখন জীর্ণ চীবরগুলি দিয়া কি করিবেন?" "তাহারা পুরাতন চীবরদ্বারা উত্তরাসঙ্গ প্রস্তুত করিবে।" "পুরাতন উত্তরাসঙ্গগুলি দিয়া কি হইবে?" "সেগুলি দিয়া অন্তরবাসক প্রস্তুত হইবে।" "পুরাতন অন্তরবাসকগুলি দিয়া কি হইবে?" "সেগুলি দিয়া শয্যার আস্তরণ হইবে।" "পুরাতন শয্যাস্তরণ দিয়া কি হইবে?" "সেগুলি দিয়া মাটিতে বসিবার আসন প্রস্তুত হইবে।" "পুরাতন আসনগুলি দিয়া কি হইবে?" "সেগুলি দিয়া পা-পোষ * হইবে।" "পুরাতন পা পোষগুলি দিয়া কি হইবে?" "মহারাজ! লোকে যাহা দান করে, তাহা নষ্ট করা যায় না। সেইজন্য আমরা পুরাতন পা পোষগুলি বাসী দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া লই এবং গৃহ নির্ম্মাণ করিবার সময় তাহা দিয়া লেপ দিই।" "ভদন্ত, আপনাদিগকে কোন বস্তু দান করিলে কখনও কি তাহা বিনষ্ট হয় না? পুরাতন পা পোষগুলি পর্য্যন্ত কাজে লাগে?" "মহারাজ, আমরা যাহা পাই, তাহার কিছুই নষ্ট করি না; সমস্তই কোন না কোন কাজে লাগাই।"

স্থবিরের এই উত্তরে রাজা অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া, গৃহে যে পঞ্চশত শাটক ছিল তাহাও আনাইয়া তাঁহাকে দান করিলেন। অনন্তর অনুমোদন বাক্য শুনিয়া এবং স্থবিরকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া তিনি গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

আনন্দ প্রথমে যে পঞ্চশত শাটক পাইয়াছিলেন সেগুলি, যে সকল ভিক্ষুর চীবর জীর্ণ হইয়াছিল, তাহাদিগকে দান করিলেন। তাঁহার সার্দ্ধবিহারিকদিগের সংখ্যাও ঠিক পঞ্চশত ছিল। তাহাদের মধ্যে এক দহর ভিক্ষু আনন্দের বড় সেবা করিত। সে তাঁহার পরিবেণ সম্মার্জ্জন করিত, খাদ্য ও পানীয় আনিয়া দিত, দন্তকাষ্ঠ ও মুখোদক সংগ্রহ করিয়া রাখিত, বর্চ্চঃকুটীর, স্নানাগার ও শয়নগৃহের তত্ত্বাবধান করিত, এবং তাঁহার হাত, পা ও পিঠের আরামের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক সমস্ত করিত। "এই বালক আমার বড় উপকারক" ইহা বিবেচনা করিয়া স্থবির শেষের পঞ্চশত শাটক সমস্তই তাহাকে দান করিলেন। সে আবার ঐ সমস্ত নিজের সহাধ্যায়ী দিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিল। তাহারা সেগুলি কাটিয়া কর্ণিকারপুষ্পবর্ণে † রঞ্জিত করিল, তদ্দ্বারা নব চীবর প্রস্তুত করিল, তাহা পরিধান-পূর্ব্বক শাস্তার নিকট গেল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসনগ্রহণ-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "ভদন্ত, যিনি স্রোতাপন্ন আর্য্যশ্রাবক, তাঁহার পক্ষে পাত্রের মুখাবলোকন করিয়া দানের তারতম্য করা উচিত কি?" শাস্তা বলিলেন, "না, ভিক্ষুগণ, যিনি স্রোতাপন্ন আর্য্যশ্রাবক, তিনি দানসম্বন্ধে পক্ষপাত করিতে পারেন না।" "ভদন্ত, আমাদের উপাধ্যায় ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক স্থবির মহাশয় এক দহর ভিক্ষুকে পঞ্চশত শাটক দান করিয়াছিলেন; উহাদের প্রত্যেক শাটকের মূল্য সহস্র মুদ্রা। সেই ব্যক্তি কিন্তু তৎসমস্ত আমাদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছেন।" "ভিক্ষুগণ, তোমরা মনে করিও না যে আনন্দ সেই ভিক্ষুর মুখাবলোকন করিয়া দান করিয়াছিলেন। সে আনন্দের বহু সেবা করে; তৎকৃত উপকার স্মরণ করিয়া, তাহার গুণে বশীভূত হইয়া, সেই পাইবার উপযুক্ত ইহা ভাবিয়া, উপকারীর প্রত্যুপকার অবশ্যকর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিয়া আনন্দ তাহাকে শাটকগুলি দিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের ইচ্ছাই তাঁহাকে এই দানে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। প্রাচীন কালেও পণ্ডিতেরা উপকারীর প্রত্যুপকার করিয়া গিয়াছেন।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব সিংহ-জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া কোন পর্ব্বত-গুহায় বাস করিতেন। একদিন তিনি গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পর্ব্বতের পাদদেশ অবলোকন করিতেছিলেন। ঐ পর্ব্বতপাদ বেষ্টন করিয়া এক বৃহৎ সরোবর ছিল। তাহার তটবর্ত্তী এক উন্নত ভূখণ্ডের উপরিভাগস্থ কর্দ্দম এতটুকু কঠিন হইয়াছিল যে সেখানে হরিদ্বর্ণ কোমল তৃণ জন্মিত এবং শশক, হরিণ ও অন্যান্য লঘুকায় পশু বিচরণপূর্ব্বক ঐ তৃণ খাইত। সেদিনও সেখানে একটা হরিণ চরিতেছিল।

সিংহরূপী বোধিসত্ত্ব ঐ হরিণকে ধরিবার জন্য পর্ব্বতশিখর হইতে সিংহবেগে ধাবিত হই-লেন। হরিণটা মরণভয়ে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পলায়ন করিল; বোধিসত্ত্ব বেগসংবরণ

* মূলে "পাদপুঞ্ছনং" এই পদ আছে।
† কর্ণিকার—কনক চাঁপা। ইহা পীতবর্ণ পুষ্প।

করিতে না পারিয়া কর্দ্দমে নিপতিত হইলেন এবং সেখানে তাঁহার বিশালদেহ এমন ভাবে প্রোথিত হইল যে তাঁহার আর উঠিয়া যাইবার শক্তি রহিল না। তিনি পদচতুষ্টয় স্তম্ভের মত নিশ্চল করিয়া সপ্তাহকাল অনাহারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

অনন্তর এক শৃগাল আহারান্বেষণে বাহির হইয়া বোধিসত্ত্বকে ঐ অবস্থায় দেখিতে পাইল এবং প্রাণভয়ে পলায়নের উপক্রম করিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে শৃগাল, তুমি পলায়ন করিও না। আমি এখানে কর্দ্দমে আবদ্ধ হইয়া আছি; তুমি আমার প্রাণরক্ষার উপায় কর।" এই কথা শুনিয়া শৃগাল তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল, "আমি আপনাকে উদ্ধার করিতে পারি বটে, কিন্তু ভয় হয় উদ্ধার পাইলেই পাছে আপনি আমাকে খাইয়া ফেলেন।" "তুমি কোন ভয় করিও না, আমি তোমায় খাইব না; খাওয়া দূরে থাকুক, আমি বরং তোমার যথেষ্ট উপকার করিব। যে কোন উপায়ে আমার প্রাণ বাঁচাও।" এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া শৃগাল সিংহের পদচতুষ্টয়ের চারিদিকে যে কর্দ্দম ছিল তাহা অপনয়ন করিল, প্রত্যেক পদ যেখানে প্রোথিত হইয়াছিল সেখান হইতে জল পর্য্যন্ত কুল্যা খনন করিল এবং তাহা দিয়া জল আনিয়া কাদা নরম করিল। তাহার পর বোধিসত্ত্বের পেটের নীচে গিয়া "প্রভু! এইবার উঠিতে চেষ্টা করুন ত" বলিয়া উচ্চরব করিতে করিতে নিজের মস্তক দিয়া তাঁহার পেটে আঘাত করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্বও যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া কর্দ্দম হইতে উত্থিত হইলেন এবং এক লম্ফে শুষ্ক ভূমির উপর গিয়া পড়িলেন। সেখানে মুহূর্ত্তকাল বিশ্রাম করিয়া তিনি সরোবরে অবরোহণপূর্ব্বক গাত্র হইতে কর্দ্দম প্রক্ষালন করিলেন এবং অবগাহনান্তে উঠিয়া গিয়া একটা মহিষ বধ করিলেন। অনন্তর তিনি তীক্ষ্ণদন্ত দ্বারা উহার কিয়ৎপরিমাণ মাংস ছেদন পূর্ব্বক শৃগালের সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন, "বন্ধু, তুমি আহার কর।" যতক্ষণ শৃগালের আহার শেষ না হইল, ততক্ষণ তিনি নিজে আহার করিলেন না।

উভয়ের আহার হইলে শৃগাল একখণ্ড মাংস তুলিয়া লইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বন্ধু! এ মাংস দিয়া কি করিবে?" "আপনার এক দাসী আছে, তাহাকে দিব।" "বেশ, তাঁহাকে দাও গিয়া।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিজেও সিংহীর জন্য একখণ্ড মাংস তুলিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "চল বন্ধু, আমাদের পর্ব্বতশিখরস্থিত বাসস্থানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিবে। তাহার পর আমরা উভয়েই সখীর নিকট যাইব।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব শৃগালকে সঙ্গে লইয়া গেলেন এবং কিয়ৎক্ষণপরে নিজেই শৃগালীর নিকট গিয়া তাহাকে মাংস খাওয়াইলেন। তিনি শৃগাল ও শৃগালী উভয়কেই আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "অদ্য হইতে আমি তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইলাম", এবং নিজের গুহাদ্বারের নিকটবর্ত্তী অন্য একটী গুহায় তাহাদের বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

তদবধি বোধিসত্ত্ব মৃগয়ায় যাইবার সময় শৃগালকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন; সিংহী ও শৃগালী গুহায় থাকিত। তাঁহারা নানা মৃগ বধ করিতেন এবং ভোজনব্যাপার সমাধানপূর্ব্বক স্ব স্ব পত্নীর জন্য মাংস লইয়া ফিরিতেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে সিংহী ও শৃগালী উভয়েরই দুই দুইটী পুত্র জন্মিল এবং সকলে এক সঙ্গে সম্প্রীতভাবে বাস করিতে লাগিল। কিন্তু শেষে একদিন সিংহীর মনে হঠাৎ ভাবান্তর জন্মিল। সে ভাবিল, 'সিংহ শৃগাল শৃগালী ও তাহাদের শাবকদ্বয়কে বড় ভাল বাসে। নিশ্চিত এ শৃগালীর প্রেমাসক্ত হইয়াছে, নচেৎ এরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিবে কেন? অতএব ইহাদিগকে পীড়ন করিয়া ও ভয় দেখাইয়া এখান হইতে তাড়াইতে হইবে।' এইরূপ স্থির করিবার পর, একদিন যখন বোধিসত্ত্ব শৃগালকে লইয়া মৃগয়ায় বহির্গত হইলেন, সেই সময়ে সিংহী শৃগালীকে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। সে বলিল, "তোরা এখানে

রহিয়াছিস্‌ কেন রে? পলাইয়া যা না!" সিংহীর শাবক দুইটীও শৃগাল শাবকদিগকে উক্তরূপে উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। শৃগালী ভীত হইয়া শৃগালকে এই বৃত্তান্ত জানাইল। সে বলিল, "বোধ হয় সিংহের পরামর্শেই সিংহী এইরূপ দুর্ব্ব্যবহার করিতেছে। আমরা এখানে অতি দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিয়াছি; এখন বোধ হয় ইহারা আমাদের প্রাণবধ করিবে। চল, আমরা পূর্ব্ব বাসস্থানে ফিরিয়া যাই।"

ইহা শুনিয়া শৃগাল সিংহের নিকট গিয়া বলিল, "প্রভু! আমরা দীর্ঘকাল আপনার আশ্রয়ে বাস করিয়াছি। যাহারা অতি দীর্ঘকাল আশ্রয় ভোগ করে, তাহারা গলগ্রহ হয়। আজ আমরা যখন মৃগয়ায় গিয়াছিলাম, তখন সিংহী শৃগালীকে বলিয়াছিলেন, "তোরা এখানে রহিয়াছিস্‌ কেন? পলাইয়া যা না!" আপনার পুত্রেরাও আমার পুত্রদিগকে এইরূপ তর্জ্জন করিয়াছিলেন। কাহারও অবস্থিতি অপ্রীতিকর হইলে তাহাকে 'চলিয়া যাও' বলিয়া বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য, উৎপীড়ন করিবার প্রয়োজন কি?" ইহা বলিয়া শৃগাল নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী পাঠ করিল:—

বলীর স্বভাব এই করি দরশন,
ইচ্ছামত আশ্রিতের করে উৎপীড়ন।
বিকটদশনা তব পত্নী, মহাশয়,
জানেন এ বলিধর্ম্ম নাহিক সংশয়।
লয়েছিনু এতকাল যাহার শরণ,
ভাগ্যদোষে সেই হ'ল ভয়ের কারণ।

শৃগালের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব সিংহীকে বলিলেন, "ভদ্রে! তোমার মনে পড়ে কি, অমুক সময় আমি মৃগয়ায় গিয়া সপ্তম দিবসে এই শৃগাল ও শৃগালীর সহিত গুহায় ফিরিয়াছিলাম?" সিংহী বলিল, "হাঁ, তাহা আমার মনে আছে।" "আমি সপ্তাহকাল ফিরিতে পারি নাই, তাহার কারণ জান ত?" "না, তাহা আমি জানি না।" "ভদ্রে! আমি একটা মৃগ ধরিবার অভিপ্রায়ে প্রমাদবশতঃ কর্দ্দমে প্রোথিত হইয়াছিলাম; সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে না পারিয়া এক সপ্তাহ অনাহারে ছিলাম; পরে এই শৃগালের অনুগ্রহে মুক্তিলাভ করিয়াছিলাম। বন্ধুবর এই শৃগালই আমার প্রাণদাতা। দুর্ব্বল হউক, কিংবা সবল হউক, যে মিত্রধর্ম্ম পালন করে সেই প্রকৃত মিত্র। সাবধান, অদ্য হইতে আমার সখা, সখী ও তাঁহাদের পুত্রদিগকে এরূপ অবমানিত করিও না।" পত্নীকে এইরূপে শাসন করিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী পাঠ করিলেন:—

বিপদের কালে, মিত্রধর্ম্ম পালে,
মিত্রে করে সংরক্ষণ,
হউক সবল, অথবা দুর্ব্বল,
প্রকৃত মিত্র সে জন।
সেই জ্ঞাতি মোর, সেই প্রিয়বন্ধু,
মিত্র, সখা তারে বলি;
তুচ্ছ জ্ঞান করি, ভ্রমেও কখন,
নাহি তারে আমি চলি।
প্রাণদাতা এই শৃগাল আমার,
জানিও তীক্ষ্ণদশনে! *
দিও না আঘাত, হৃদয়ে ইঁহার
কখন(ও) রুষ্ট বচনে॥

* গাথা দুইটীতে সিংহী-সম্বন্ধে যথাক্রমে 'উন্নদন্তী' এবং 'দাঠিনী' এই দুইটী বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। উভয় পদই সিংহীর সৌন্দর্য্যজ্ঞাপক;—মানবী-সম্বন্ধে 'কুন্দদশনা' বিশেষণের তুল্য।

সিংহের কথা শুনিয়া সিংহী শৃগালীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং তদবধি তাহার ও তাহার পুত্রদিগের সহিত সদ্ভাবে বাস করিতে লাগিল। তাহার শাবকদ্বয়ও শৃগাল-শাবকদ্বয়ের সহিত ক্রীড়া করিত। মাতাপিতার প্রাণবিয়োগের পরেও তাহারা এই বন্ধুত্ব-বন্ধন অবিচ্ছিন্ন রাখিয়া পরস্পর সখ্যভাবে বাস করিয়াছিল। শুনা যায় এই পরিবারদ্বয়ের মধ্যে সাতপুরুষ পর্য্যন্ত মৈত্রীভাব স্থায়ী হইয়াছিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া কেহ প্রথম মার্গে, কেহ দ্বিতীয় মার্গে, কেহ তৃতীয় মার্গে, কেহ বা চতুর্থ মার্গে প্রবেশ করিল।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই শৃগাল এবং আমি ছিলাম সেই সিংহ।]

১৫৮—সুহনু-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে দুইজন কোপনস্বভাব ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

তখন জেতবনে একজন অতি কোপন, নিষ্ঠুর ও উগ্র ভিক্ষু থাকিতেন; জনপদেও ঠিক ঐ প্রকৃতির একজন ভিক্ষু থাকিত। একদা জনপদবাসী ভিক্ষু কোন কার্য্যবশতঃ জেতবনে উপস্থিত হইয়াছিল। শ্রামণের ও দহরগণ তাহাদের উভয়েরই উগ্র স্বভাবের কথা জানিত। পরস্পরের দেখা পাইলে এই দুই ব্যক্তি কিরূপ ঝগড়া করে, এই মজা দেখিবার জন্য তাহারা জনপদবাসী ভিক্ষুকে জেতবনবাসী ভিক্ষুর পরিবেণে লইয়া গেল। কিন্তু ঐ উগ্রস্বভাব ভিক্ষুদ্বয় পরস্পরের দেখা পাইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ছুটিল এবং উভয়ে উভয়ের হস্ত, পাদ ও পৃষ্ঠ সংবাহন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া অন্যান্য ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইবার পরেই বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখিলে, এই কোপন-স্বভাব ভিক্ষুদ্বয় অন্যের সম্বন্ধে ক্রোধান্বিত, পরুষ ও উগ্র, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ইহাদের কেমন প্রীতি, সৌহার্দ্দ ও অভিন্নভাব!' এই সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কি প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেছ?" এবং তাঁহাদের উত্তর শুনিয়া বলিলেন, "কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্ব জন্মেও ইহারা অপরের সম্বন্ধে কোপন, [illegible]ষ ও উগ্রপ্রকৃতির পরিচয় দিত, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে অভিন্নহৃদয়ে, উভয়ে উভয়ের সুখাকাঙ্ক্ষী হইয়া [illegible]তভাবে বাস করিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সর্ব্বার্থচিন্তকের পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ধর্ম্মার্থ-সম্বন্ধে পরামর্শ দিতেন।

রাজা ব্রহ্মদত্ত বড় অর্থলোলুপ ছিলেন। তাঁহার মহাশোণ নামক একটা অতি দুষ্টপ্রকৃতি অশ্ব ছিল।

একদা উত্তরাপথ হইতে অশ্ব-বণিকেরা পঞ্চশত অশ্ব লইয়া বারাণসীতে বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। রাজপুরুষেরা ব্রহ্মদত্তকে এই সংবাদ জানাইলেন।

এত দিন বোধিসত্ত্ব অশ্বাদির মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া বিক্রেতাদিগকে সমস্ত চুকাইয়া দিতেন; কখনও কিছু বাদ দিতেন না। কিন্তু এখন ব্রহ্মদত্ত তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া অন্য এক অমাত্যকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি গিয়া অশ্বগুলির মূল্য স্থির কর। তাহার পর মহাশোণকে এমন ভাবে ছাড়িয়া দিবে যেন সে ঐ সকল অশ্বের মধ্যে গিয়া পড়ে এবং উহাদিগকে দংশন দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করে। তাহা হইলে অশ্বগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, আমরাও সেই জন্য নির্দ্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অল্প মূল্যে ক্রয় করিবার সুবিধা পাইব। অমাত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া রাজা যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ করিল। অশ্ব-বণিকেরা ইহাতে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বোধিসত্ত্বকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "তোমাদের দেশে কি এমন কোন দুষ্ট ঘোড়া নাই?" তাহারা উত্তর দিল,

"আছে বৈ কি, মহাশয়! আমাদের নগরে সুহনু নামে একটা বড় দুষ্ট ঘোড়া আছে। সে অতি উগ্র ও উদ্ধত।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভালই হইয়াছে, তোমরা আবার যখন আসিবে, তখন ঐ ঘোড়াটাকে সঙ্গে আনিও।"

অশ্ব-বণিকেরা "যে আজ্ঞা" বলিয়া দেশে ফিরিয়া গেল এবং পুনর্ব্বার যখন বারাণসীতে আসিল, তখন সেই কূটাশ্বকে সঙ্গে আনিল। তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছে, এই সংবাদ শুনিয়া রাজা বাতায়ন খুলিয়া নূতন ঘোড়াগুলি দেখিতে লাগিলেন এবং মহাশোণকে ছাড়িয়া দেওয়াইলেন। অশ্ব-বণিকেরাও মহাশোণকে আসিতে দেখিয়া সুহনুকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু এই অশ্বদ্বয় পরস্পরকে দেখিবামাত্র গা-চাটাচাটি আরম্ভ করিল।

ইহা দেখিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বয়স্য! ইহার কারণ কি? এই কূটাশ্ব দুইটী অন্য অশ্বসম্বন্ধে ক্রুদ্ধ, নিষ্ঠুর ও উগ্রস্বভাবের পরিচয় দিয়া থাকে; তাহাদিগকে দংশন দ্বারা অবসন্ন করে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে ইহাদের কেমন সম্প্রীতভাব! ইহারা কেমন শান্ত হইয়া পরস্পরের গাত্রলেহন করিতেছে! ইহার কারণ কি বল ত।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, এই অশ্বদ্বয়ের প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য নাই। ইহারা সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট—একই ধাতু দ্বারা গঠিত। অনন্তর তিনি এই গাথা দুইটী বলিলেন :—

মহাশোণে সুহনুতে ভেদ কিছু নাই,
একের প্রকৃতি যাহা অপরের(ও) তাই।

উভয়েই উগ্র অতি, উভয়েই দুষ্টমতি,
স্যন্দনের রজ্জু নিত্য উভয়েই খায়,
সমানে সমানে প্রীতি, সর্ব্বস্থানে এই রীতি,
পাপে পাপ, দুষ্টে দুষ্ট সাম্যভাব পায়।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন, "মহারাজ, রাজাদিগের পক্ষে অতিলোভী হওয়া, কিংবা পরের বিত্ত বিনষ্ট করা নিতান্ত গর্হিত।" রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া তিনি অশ্বগুলির প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করিলেন এবং বণিক্‌দিগকে তাহা দেওয়াইলেন। তাহারা উপযুক্ত মূল্য পাইয়া হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেল।

তদবধি রাজা বোধিসত্ত্বের উপদেশমত চলিতেন এবং জীবনাবসানে যথাধর্ম্ম গতিলাভ করিয়াছিলেন।

[সমবধান—তখন এই দুষ্ট ভিক্ষু দুইজন ছিল সেই কূটাশ্বদ্বয়, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

১৫৯—ময়ূরজাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা ঐ ব্যক্তিকে শাস্তার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" সে উত্তর করিল, "হাঁ ভদন্ত।" "কাহাকে দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইলে?" "নানালঙ্কার-ভূষিতা এক রমণীকে দেখিয়া।" "রমণীরা তোমার ন্যায় ব্যক্তির চিত্ত বিক্ষুব্ধ করিবে ইহা আর বিচিত্র কি? পুরাকালে পণ্ডিতেরা শত শত বর্ষকাল নিষ্পাপভাবে জীবন যাপন করিয়াও রমণীর কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র মুহূর্ত্তমধ্যে চরিত্রভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। রমণীর কুহকে পুণ্যশীল ব্যক্তিও পাপরত হন, উত্তম যশস্বীরাও কলঙ্কিত হইয়া থাকেন। যাহারা পাপমতি তাহাদের ত কথাই নাই।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ময়ূররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে অণ্ডের মধ্যে ছিলেন, তাহার বর্ণ কর্ণিকার কোরকের ন্যায় ছিল। যখন তিনি

অণ্ডভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন, তখন তাঁহার মনোহর কান্তি দেখিলে চক্ষু জুড়াইত। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল এবং পক্ষদ্বয়েব নিম্নে পরম রমণীয় লোহিত রেখা বিরাজ করিত। তিনি জীবনরক্ষার্থ তিনটী পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক চতুর্থ পর্ব্বত শ্রেণীর অন্তর্গত দণ্ডকহিরণ্য নামক শৈলের অধিত্যকা প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি রাত্রি প্রভাত হইলে শৈল-শিখরে উপবেশন করিয়া উদীয়মান সূর্য্য অবলোকন করিতেন এবং গোচরক্ষেত্রে আত্মরক্ষার্থ 'উদিলেন ওই' ইত্যাদি ব্রহ্মমন্ত্র পাঠ করিতেন :—

উদিলেন ওই দেব দিবাকর,
জগতের চক্ষু, গ্রহকুলেশ্বর,
সুবর্ণ কিরণে স্নাত হ য়ে যাঁর
হাসিছে ধরণীতল।

প্রণমি তোমারে, হে হেম-বরণ।
তুমিই বিশ্বের প্রকাশ কারণ।
লইয়া তোমার চরণে শরণ
লভিব বাঞ্ছিত ফল।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে উল্লিখিত গাথা দ্বারা সূর্য্যকে নমস্কারপূর্ব্বক দ্বিতীয় গাথায় অতীত বুদ্ধগণকে* প্রণাম ও তাঁহাদের গুণগান করিতেন :—

বেদ পারদর্শী ধর্ম্মপরায়ণ, প্রকৃত ব্রাহ্মণ যাঁরা,
তাঁহাদের পায় করি নমস্কার, পালুন আমারে তাঁরা।
বুদ্ধগণপদে প্রণতি আমার, বুদ্ধিকেও নমস্কার,
বিমুক্ত বিমুক্তি, চরণে দোঁহার নমি শত শত বার।
এইরূপে আপনারে করি সুরক্ষিত
শিখী সেথা ইচ্ছামত আহার খুঁজিত। †

সমস্ত দিন বিচরণের পর বোধিসত্ত্ব সায়ংকালে শৈলশিখরে ফিরিয়া আসিতেন, সেখানে উপবেশন পূর্ব্বক অস্তগামী সূর্য্য অবলোকন করিতেন এবং বুদ্ধগুণ স্মরণ করিয়া, নিবাসস্থানে আত্মরক্ষার্থ "অস্তমিত হন" ইত্যাদি ব্রহ্মমন্ত্র পাঠ করিতেন :—

অস্তমিত হন দেব দিবাকর,
জগতের চক্ষু, গ্রহকুলেশ্বর,
উদ্ভাসিত ধরা পাইয়া যাঁহার
সোণার কিরণভাতি।

প্রণমি তোমারে, হে হেমবরণ।
তুমিই বিশ্বের প্রকাশ কারণ।
লইয়া তোমার চরণে শরণ
নিঃশঙ্কে যাপিব রাতি।

বেদ পারদর্শী, ধর্ম্মপরায়ণ, প্রকৃত ব্রাহ্মণ যাঁরা,
তাঁহাদের পদে করি নমস্কার, পালুন আমারে তাঁরা।
বুদ্ধগণপদে প্রণতি আমার, বুদ্ধিকেও নমস্কার,
বিমুক্ত বিমুক্তি, চরণে দোঁহার নমি শত শত বার।
এইরূপে আপনারে করি সুরক্ষিত
ময়ূর আবাসে গিয়া যামিনী যাপিত। ‡

* অতীত বুদ্ধগণ সম্বন্ধে ১ম খণ্ডের ২৮৯ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। † এই দুই পঙ্‌ক্তি অভিসম্বুদ্ধ গাথা।
‡ এই দুই পঙ্‌ক্তি অভিসম্বুদ্ধ গাথা।

একদা বারাণসীর নিকটবর্ত্তী কোন নিষাদ-গ্রামবাসী এক নিষাদ হিমবন্ত প্রদেশে বিচরণ করিতে করিতে দণ্ডকহিরণ্য-পর্ব্বতশিখরে সমাসীন বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইল এবং গৃহে ফিরিয়া নিজের পুত্রকে এই কথা জানাইল। ইহার পর একদিন বারাণসী-রাজের ক্ষেমানাম্নী পত্নী স্বপ্ন দেখিলেন যেন একটী সুবর্ণময়ূর ধর্ম্মদেশন করিতেছে। তিনি রাজাকে এই বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, "মহারাজ আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে, সেই ময়ূরের মুখে ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করি।" রাজা অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, (সুবর্ণ ময়ূর কোথায় পাওয়া যায় ?)। অমাত্যেরা বলিলেন, "ব্রাহ্মণেরা জানেন।" ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "সুবর্ণ ময়ূর আছে বটে।" কিন্তু "কোথায় আছে" জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর দিলেন, "নিষাদেরা বলিতে পারে।" ইহা শুনিয়া রাজা নিষাদদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সেই নিষাদপুত্র বলিল, "মহারাজ, হিমবন্তপ্রদেশে দণ্ডকহিরণ্য নামে এক পর্ব্বত আছে; সেখানে একটা সুবর্ণময়ূর বাস করে।" রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি গিয়া তাহাকে বন্ধন করিয়া এখানে আনয়ন কর, কিন্তু সাবধান, তাহার প্রাণবিনাশ করিও না।"

নিষাদপুত্র গিয়া বোধিসত্ত্বের গোচর-ভূমিতে ফাঁদ পাতিল; কিন্তু বোধিসত্ত্ব ঐ ফাঁদে পা দিলেও উহা তাঁহাকে আবদ্ধ করিল না, নিশ্চল হইয়া রহিল। নিষাদপুত্র বোধিসত্ত্বকে ধরিবার জন্য একাদিক্রমে সাত বৎসর চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অতঃপর সে হিমবন্ত দেশেই প্রাণত্যাগ করিল। রাণী ক্ষেমাও অতৃপ্ত বাসনা লইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

একটা ময়ূরের জন্য রাণীর প্রাণ গেল দেখিয়া রাজার বড় ক্রোধ হইল। তিনি সুবর্ণ পট্টে এই বাক্য ক্ষোদিত করাইলেন যে হিমবন্তের অন্তঃপাতী দণ্ডকহিরণ্য পর্ব্বতে এক সুবর্ণ ময়ূর বাস করে। যে তাহার মাংস খাইবে সে অজর ও অমর হইবে। অনন্তর তিনি পট্টলিপি খানি একটা মঞ্জুষার ভিতর আটকাইয়া রাখিলেন।

কালক্রমে এই রাজার মৃত্যু হইল। তাঁহার উত্তরাধিকারী সুবর্ণ পট্ট পাঠ করিয়া অজর ও অমর হইবার আশায় অন্য এক নিষাদকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু প্রথম নিষাদের ন্যায় এ ব্যক্তিও বোধিসত্ত্বকে ধরিতে পারিল না। সেও কিয়ৎকাল পরে হিমবন্তে প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে একে একে ছয়জন রাজার রাজত্ব কাল অতিবাহিত হইল।

সপ্তম রাজাও সিংহাসনলাভের পর এক নিষাদ প্রেরণ করিলেন। সে দেখিল, বোধিসত্ত্ব ফাঁদে পা দিয়াও আবদ্ধ হইতেছেন না; যন্ত্র নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে; অপিচ তিনি খাদ্যানুসন্ধানে বাহির হইবার পূর্ব্বে একটী মন্ত্র পাঠ করেন। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া সে প্রত্যন্তপ্রদেশে অবতরণপূর্ব্বক একটা ময়ূরী ধরিল; তাহাকে হাততালি দিলে নাচিতে এবং তুড়ি দিলে শব্দ করিতে শিখাইল এবং সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার দণ্ডকহিরণ্যকে গেল। একদিন সে অতি প্রত্যূষে, বোধিসত্ত্ব মন্ত্রপাঠ করিবার পূর্ব্বেই, ফাঁদের খুঁটিগুলি পুতিল এবং জাল ফেলিয়া ময়ূরী দ্বারা শব্দ করাইতে লাগিল। এই অশ্রুতপূর্ব্ব রমণী-কণ্ঠস্বর শ্রবণগোচর করিয়া বোধিসত্ত্ব কামাতুর হইলেন এবং মন্ত্রপাঠ না করিয়াই যেমন সেইদিকে অগ্রসর হইলেন অমনি পাশবদ্ধ হইলেন। তখন নিষাদ তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া বারাণসীরাজকে দান করিল।

রাজা বোধিসত্ত্বের অলৌকিক রূপ দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং তাঁহার জন্য আসন দেওয়াইলেন। বোধিসত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ আমাকে ধরাইয়া আনিলেন কেন?" রাজা বলিলেন, "শুনিতে পাই যাহারা তোমার মাংস খাইবে তাহারা নাকি অজর-ও অমর হইবে। আমি অজর ও অমর হইবার আশায় তোমার

মাংস খাইব। সেইজন্য তোমায় ধরাইয়া আনিয়াছি।" "আচ্ছা মহারাজ, স্বীকার করিলাম যে যাহারা আমার মাংস খাইবে তাহারা অজর ও অমর হইবে। কিন্তু আমার ত প্রাণ যাইবে?" "তোমার প্রাণ যাইবে বৈ কি।" "যদি আমিই মরিলাম, তবে যাহারা আমার মাংস খাইবে তাহারা কিরূপে অজর ও অমর হইবে?" "তোমার বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়; সেই জন্যই না কি তোমার মাংস খাইলে অজর ও অমর হইতে পারা যায়।"* "মহারাজ, আমি বিনা কারণে সুবর্ণবর্ণ হই নাই। পুরাকালে আমি এই নগরেই চক্রবর্তী রাজা ছিলাম। তখন আমি নিজে পঞ্চশীল রক্ষা করিতাম এবং পৃথিবীর অপর লোকের দ্বারাও সেগুলি রক্ষা করাইতাম। তাহার পর দেহত্যাগ করিয়া আমি ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে জন্মলাভ করিয়াছিলাম। সেখানে আমার যতদিন পরমায়ু ছিল ততদিন অতিবাহিত করিবার পর আমাকে পূর্ব্বকৃত পাপের ফলে ময়ূরজন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তবে পূর্ব্ব জন্মের শীলপালনজনিত পুণ্যবলে আমার সুবর্ণবর্ণ হইয়াছে।" "বল কি? তুমি রাজচক্রবর্তী ছিলে, শীলপালন করিতে এবং সেই পুণ্যে সুবর্ণবর্ণ হইয়াছ, এসব কথা আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব? ইহার কোন সাক্ষী আছে কি?" "সাক্ষী আছে, মহারাজ।" "কে সাক্ষী?" "মহারাজ, যখন আমি চক্রবর্তী ছিলাম তখন এক রত্নময় রথে আরোহণ করিয়া আকাশে বিচরণ করিতাম। আপনার মঙ্গল পুষ্করিণীর † তলদেশে ভূগর্ভে সেই রথ প্রোথিত আছে। আপনি পুষ্করিণীর তলভাগ খুঁড়িয়া সেই রথ তুলিতে আদেশ দিন। তাহাই আমার সাক্ষী।" রাজা বলিলেন, "উত্তম কথা।" অনন্তর তিনি পুষ্করিণীর জল বাহির করাইয়া দিলেন এবং তাহার তলদেশ খনন করাইয়া সেই রথ পাইলেন। তখন তিনি বোধিসত্ত্বের কথা বিশ্বাস করিলেন।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন "মহারাজ, অমৃতকল্প মহানির্ব্বাণ ব্যতীত সংসারের যাবতীয় পদার্থ অসার, অনিত্য ও ক্ষয়ব্যয়-ধর্ম্মশীল।" এইরূপে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া বোধিসত্ত্ব রাজাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন, রাজাও পরিতুষ্ট হইয়া বোধিসত্ত্বের মহাসংবর্দ্ধনা করিলেন এবং তাঁহার চরণে সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন এবং কতিপয় দিন অবস্থিতি করিয়া "মহারাজ, সর্ব্বদা অপ্রমত্তভাবে চলিবেন," এই উপদেশ দিয়া আকাশে উড্ডীন হইয়া দণ্ডকহিরণ্য পর্ব্বতে প্রতিগমন করিলেন। রাজা বোধিসত্ত্বের উপদেশ মত চলিয়া এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া আয়ুঃশেষে যথাকর্ম্ম ফল প্রাপ্ত হইলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ত্বে উপনীত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই সুবর্ণ ময়ূর।]

১৬০—বিনীলক-জাতক।

[দেবদত্ত সুগতের অনুকরণ করিতেন (অর্থাৎ তাঁহার মত চালচলন ধরিয়াছিলেন)। তদুপলক্ষ্যে, শাস্তা বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

অগ্রশ্রাবকদ্বয় ‡ গয়শিরে গমন করিলে দেবদত্ত তাঁহাদিগের সমক্ষে সুগতের ন্যায় চালচলন দেখাইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার পতন ঘটে। অগ্রশ্রাবকেরা ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা আপনাদের শিষ্যদিগকে লইয়া বেণুবনে প্রতিগমন করেন। তখন শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "সারিপুত্র, তোমাদিগকে দেখিয়া দেবদত্ত কি করিয়াছিল?"

* চীন দেশের লোকে বিশ্বাস করিত যে সুবর্ণ ভোজন করিলে, যতকাল দেহে সুবর্ণ থাকিবে, ভোক্তারা ততকাল জীবিত থাকিবেন।—ইংরাজী অনুবাদক লিখিত টীকা।

† রাজার নিজ ব্যবহার্য্য পুষ্করিণী। এইরূপ, মঙ্গলাশ্ব, মঙ্গল হস্তী ইত্যাদি।

‡ মৌদ্গল্যায়ন ও সারিপুত্র। লক্ষণ জাতকের (১১) প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

সারিপুত্র বলিলেন, "ভদন্ত, তিনি সুগতের অনুকরণ করিতে গিয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আমার অনুক্রিয়া দ্বারা পতিত হইয়াছে তাহা নহে; পূর্ব্বেও তাহার এই দশা ঘটিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুবাকালে বিদেহবাজ্যেব অন্তঃপাতী মিথিলা নগবে বিদেহ নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাব অগ্রমহিষীব গর্ভে জন্মগ্রহণ কবেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তিব পব তক্ষশিলায় গিযা সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করেন এবং পিতাব মৃত্যুব পব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন।

ঐ সময়ে এক স্বর্ণ হংস তাহাব গোচবভূমিতে একটা কাকীব সহবাস কবিত। তাহাতে কাকীব গর্ভে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। ঐ শাবকটী না হইয়াছিল মাতাব ন্যায়, না হইয়াছিল পিতাব ন্যায়। তাহাব দেহেব নীলকৃষ্ণ বর্ণ দেখিয়া সকলে তাহার 'বিনীলক' এই নাম বাখিয়াছিল। হংসবাজ বাব বাব এই পুত্রকে দেখিতে আসিত।

হংসবাজেব আরও দুইটী পুত্র ছিল; তাহাবা হংসীব গর্ভে জন্মিয়াছিল। পিতাকে পুনঃ পুনঃ লোকালয়ে যাইতে দেখিয়া তাহাবা একদিন জিজ্ঞাসা কবিল, "পিতঃ, আপনি বাব বাব লোকালয়ে যান কেন?" হংসবাজ বলিল, "বৎসগণ, কোন কাকীর সহবাসে আমাব একটী পুত্র জন্মিয়াছে; তাহার নাম বিনীলক, আমি তাহাকেই দেখিতে যাই।" "সে কোথায় থাকে?" "বিদেহ রাজ্যের অন্তঃপাতী মিথিলা নগবেব অনতিদূবে অমুকস্থানে একটা তালবৃক্ষেব অগ্রভাগে।" "পিতঃ, লোকালয়ে (আমাদেব) নানাভয় ও বিপদের সম্ভাবনা। আপনি সেখানে আব যাইবেন না। আমরা গিয়া তাহাকে এখানে লইয়া আসিতেছি।"

ইহা বলিয়া হংসপোতকদ্বয় পিতাব নির্দ্দেশানুসাবে সেখানে গেল, বিনীলককে একখানি যষ্টিব উপব বসাইল এবং চঞ্চুদ্বাবা দুই ভ্রাতা উহাব দুই প্রান্ত ধবিয়া মিথিলা নগবেব উপর দিয়া চলিল। ঐ সময়ে বিদেহবাজ সর্ব্বশ্বেত-তুবগচতুষ্টয়যুক্ত বথববে আবোহণ কবিয়া নগব প্রদক্ষিণ কবিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বিনীলক ভাবিতে লাগিল, "বিদেহবাজে এবং আমাতে কি প্রভেদ? ইনি অশ্বচতুষ্টয়যুক্ত বথে নগব ভ্রমণ করিতেছেন, আমিও হংসযুক্ত রথে উপবেশন কবিয়া যাইতেছি।" অনন্তব সে আকাশমার্গে যাইতে যাইতে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :—

> মিথিলা নিবাসী বিদেহ-রাজে উৎকৃষ্ট অশ্বে করে বহন;
> তেমতি আমারে যাইতেছে বহি স্বর্ণ হংস-পোতক দু'জন।

বিনীলকের কথা শুনিয়া হংস-পোতকেবা ক্রুদ্ধ হইল। তাহাবা একবাব ভাবিল 'এখনই ইহাকে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাই।' কিন্তু আবাব ভাবিল, তাহা করিলে পিতা কি বলিবেন? শেষে ভর্ৎসনার ভয়ে তাহাবা বিনীলককে লইয়া পিতাব নিকট উপস্থিত হইল এবং পথে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত জানাইল। তাহাতে হংসবাজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "সে কি কথা, বিনীলক! তুমি কি আমাব পুত্রদিগেব অপেক্ষা উৎকৃষ্টতব যে তুমি তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব কবিতে গিয়াছিলে এবং তাহাবা যেন তোমাব বথবাহী অশ্ব এইরূপ মনে কবিয়াছিলে? তুমি নিজের ওজন বুঝিয়া চল না! তুমি এস্থানে বিচবণ কবিবাব উপযুক্ত নও, নিজেব মাতৃ-বাসস্থানে ফিরিয়া যাও।" এইরূপে বিনীলককে তর্জ্জন কবিয়া হংসবাজ নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

> বিনীলক, তব পক্ষে এ অতি কঠোর
> স্থান, উপযুক্ত নহ থাকিতে এখানে
> কভু, যাও ত্বরাকরি গ্রামপ্রান্তে, যথা

মাতার আলয় তব ; শব মাংস আদি
খাও গিয়া সেথা যত ইচ্ছা মনে লয়।

এইরূপে বিনীলককে তর্জ্জন করিয়া হংসরাজ পুত্রদিগকে আজ্ঞা দিল, "ইহাকে মিথিলা নগরের মলস্তূপসন্নিধানে রাখিয়া আইস।" পুত্রেরা তাহাই করিল।

[সমবধান :—তখন দেবদত্ত ছিল বিনীলক, অগ্রশ্রাবকদ্বয় ছিলেন হংসপোতক দুইটী; আনন্দ ছিলেন তাহাদের পিতা; এবং আমি ছিলাম সেই বিদেহরাজ।]

১৬১—ইন্দ্রসমানগোত্র-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক অবাধ্য ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু নব নিপাতে গৃধ্রজাতকে (৪২৭) বলা যাইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে বলিলেন, "তুমি পূর্ব্বেও অবাধ্যতাবশতঃ পণ্ডিতদিগের বচনে কর্ণপাত না করিয়া মত্তহস্তীর পাদনিষ্পেষণে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। তিনি পঞ্চশত ঋষির আচার্য্য হইয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। এই শিষ্যদিগের মধ্যে ইন্দ্রসমানগোত্র নামে এক ব্যক্তি অতি অবাধ্য ছিল। সে কোনরূপ উপদেশে কর্ণপাত করিত না।

ইন্দ্রসমানগোত্র একটা হস্তিশাবক পুষিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব এই কথা শুনিয়া একদিন তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একটা হস্তিপোতক পুষিয়াছ, একথা সত্য কি ?" ইন্দ্রসমানগোত্র বলিল, "হাঁ আচার্য্য, একথা মিথ্যা নহে। আমি একটা মাতৃহীন হস্তিশাবকের লালনপালন করিতেছি।" "শুনা যায় হস্তিশাবকেরা বড় হইলে পোষককে পর্য্যন্ত মারিয়া থাকে, অতএব তুমি উহাকে আর পুষিও না।" "কিন্তু, আচার্য্য, আমি যে তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না।" "বেশ, না পার ত শেষে টের পাইবে।"

হস্তিশাবক ইন্দ্রসমানগোত্রের লালনপালনে ক্রমে একটা মহাকায় মাতঙ্গে পরিণত হইল। একদা ঋষিগণ বন্য ফলমূলাদি সংগ্রহ করিবার জন্য বহুদূরে গমন করিলেন এবং বহুদিন আশ্রম হইতে অনুপস্থিত রহিলেন। এদিকে দক্ষিণবায়ু বহিতে আরম্ভ করিল এবং তাহার সংস্পর্শে হস্তীটার মদস্রাব হইল। সে স্থির করিল, 'এই পর্ণশালা ধ্বংস করিব, জলের কলসী চূর্ণ বিচূর্ণ করিব, পাষাণ ফলকখানি দূরে নিক্ষেপ করিব; শয্যাফলকখানি উৎপাটিত করিব, এই তাপসের প্রাণসংহার করিব, তাহার পর বনে চলিয়া যাইব।' এইরূপ দুরভিসন্ধি করিয়া সে বনমধ্যে একস্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া তাপসদিগের আগমনপথ দেখিতে লাগিল।

এদিকে ইন্দ্রসমানগোত্র হস্তীর জন্য খাদ্য লইয়া সকলের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করিল। সে হস্তীকে দেখিতে পাইয়া মনে করিল সে পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও তেমন আছে। কাজেই সে (নিঃশঙ্কভাবে) তাহার নিকটবর্ত্তী হইল। কিন্তু হস্তী তাহাকে দেখিবামাত্র গহনস্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, তাহাকে শুণ্ডদ্বারা ভূতলে ফেলিল, পদাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া প্রাণনাশ করিল, বারংবার তাহার দেহ মর্দ্দিত করিল এবং ক্রৌঞ্চনাদ করিতে করিতে বনের মধ্যে চলিয়া গেল। অন্যান্য তাপসেরা গিয়া আচার্য্যকে এই সংবাদ জানাইলেন। "দুর্জ্জনদিগের সংসর্গ নিতান্ত অকর্ত্তব্য" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

হিতাহিত জ্ঞানবান্ যেই সাধুজন,
মিত্রতা দুর্জ্জনসঙ্গে করে না কখন।
অনর্থ ঘটায় দুষ্ট অগ্রে বা পশ্চাতে,
হস্তী যথা মারে ইন্দ্রে শুণ্ডের আঘাতে।

বিদ্যায়, প্রজ্ঞায় আর চরিত্রে যে জনে
তুল্যকক্ষ তব ইহা বুঝিয়াছ মনে,
কর মৈত্রী তার সঙ্গে হ'য়ে নিঃসংশয়,
সাধুসঙ্গ সুখাবহ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে ঋষিদিগকে শিক্ষা দিলেন যে গুরুজনের কথায় অবহেলা করা অন্যায় এবং তাঁহাদের আদেশ পালন করিয়া চলা কর্ত্তব্য। অনন্তর তিনি ইন্দ্রসমানগোত্রের সৎকার সম্পাদন করাইলেন এবং ব্রহ্মবিহার ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধানঃ—তখন এই অবাধ্য ব্যক্তি ছিল ইন্দ্রসমানগোত্র এবং আমি ছিলাম সেই ঋষিগণ-শাস্তা।]

☞ এই জাতকের সহিত বেণুক-জাতকের (৪৩) সাদৃশ্য আছে। পঞ্চতন্ত্রের ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণসর্প এবং ঈষপের কৃষক ও তুষারক্লিষ্ট সর্প এই আখ্যায়িকাদ্বয়ের সঙ্গে সাদৃশ্যও বিবেচ্য।

১৬২—সংস্তব-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অগ্নিহবন সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু ইতঃপূর্ব্বে নাঙ্গুষ্ঠ জাতকে (১৪৪) বলা হইয়াছে। অগ্নিহোত্রীদিগকে দেখিয়া একদিন ভিক্ষুগণ শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, জটিলেরা নানা প্রকার মিথ্যা তপস্যা করে, এরূপ তপস্যার কি কোন ফল আছে?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "ভিক্ষুগণ, এরূপ তপস্যা নিষ্ফল। পূর্ব্বকালে পণ্ডিতেরা, অগ্নিহবনে সিদ্ধিলাভ হয় এই বিশ্বাসে, বহুদিন অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে যখন দেখিতে পাইয়াছিলেন যে উহাতে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট নাই, তখন অগ্নি জলে নির্ব্বাপিত এবং যষ্টি প্রভৃতি দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, আর কখনও অগ্নির দিকে ফিরিয়াও চান নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতাপিতা তদীয় প্রগল্ভাগ্নি * সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বের বয়স্ যখন ষোল বৎসর, তখন তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি প্রগল্ভাগ্নি লইয়া বনগমনপূর্ব্বক সেখানে অগ্নির পরিচর্য্যা করিবে, না বেদাধ্যয়নের পর পরিজনসহ সংসারধর্ম্ম পালন করিবে?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "গৃহবাসে আমার প্রবৃত্তি নাই; আমি অরণ্যে গিয়া অগ্নির পরিচর্য্যা দ্বারা ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইব।" অনন্তর তিনি প্রগল্ভাগ্নি লইয়া মাতাপিতার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে পর্ণকুটীরে অবস্থান করিয়া অগ্নির পরিচর্য্যায় নিরত হইলেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব নিমন্ত্রণে গিয়া ঘৃতমিশ্রিত পায়সান্ন প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার ইচ্ছা হইল এই পায়স দ্বারা মহাব্রহ্মের তৃপ্তিসাধনার্থ যজ্ঞ করা যাউক। তিনি পায়স লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন, সেখানে অগ্নি জ্বালিলেন এবং "অগ্নিং তাবৎ ভগবন্তং সর্পির্যুক্তং পায়সং পায়য়ামি"। এই মন্ত্র দ্বারা উহা আহুতি দিলেন। ঐ পায়সে প্রচুর ঘৃত মিশ্রিত ছিল, কাজেই ইহা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অত্যুগ্র শিখা নির্গত হইয়া পর্ণশালা দগ্ধ করিল। বোধিসত্ত্ব ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া বাহিরে পলাইয়া গেলেন এবং সেখানে বসিয়া বলিতে লাগিলেন, "দুর্জনের সহিত সংসর্গ

---

* সংস্তব=বন্ধুত্ব।

বাথা অকর্ত্তব্য ; দেখ, অগ্নি আমাব অতিকষ্টে নির্ম্মিত পর্ণশালাখানি নষ্ট করিয়া ফেলিল।" অনন্তর তিনি এই গাথা বলিলেন ঃ—

দুর্জনসংসর্গ তুল্য বিপত্তি-আকর
অন্য কিছু নাই দেখি সংসার ভিতর।
ঘৃতযুক্ত পরমান্নে হ'যে সন্তর্পিত
অগ্নি দেখ কত মোর করিল অহিত।
বহুকষ্টে পর্ণশালা করিনু নির্ম্মাণ,
দহিলেক অগ্নি তাহা ঘৃত করি পান।

অনন্তব "তোমাব মত মিত্রদ্রোহীতে আমাব কোন প্রয়োজন নাই" এই বলিয়া বোধিসত্ত্ব জল দ্বাবা অগ্নি নির্ব্বাণ কবিলেন, বৃক্ষশাখাদ্বাবা অঙ্গারগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ কবিলেন এবং হিমাচলেব অভ্যন্তবে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিতে পাইলেন, এক শ্যামা মৃগী, এক সিংহ, এক ব্যাঘ্র ও এক দ্বীপী পবস্পবেব মুখাবলেহন কবিতেছে। তখন তাঁহাব মনে হইল সৎপুরুষেব সহিত বন্ধুত্ব অপেক্ষা উৎকৃষ্টতব কোন বন্ধুত্ব নাই। তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটীতে এই ভাব ব্যক্ত কবিলেন ঃ—

সকল বন্ধুত্ব হ'তে শ্রেষ্ঠ বলি তারে,
সৎপুরুষ-সঙ্গ যাহা সংসার মাঝারে।
সিংহ, ব্যাঘ্র দ্বীপী হিংস্র, তবু এই তিনে
বেন্ধেছে শ্যামারে কিবা মিত্রতা বন্ধনে।
তাই সে নিঃশঙ্কভাবে করিছে লেহন
স্বভাব-নিষ্ঠুর এই তিনের বদন।

অতঃপব বোধিসত্ত্ব হিমালয়েব অভ্যন্তবে অবস্থিতি কবিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ কবিলেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি প্রাপ্ত হইয়া জীবনাবসানে ব্রহ্মলোকে প্রস্থান কবিলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই তাপস।]

১৬৩—সুসীম-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে ছন্দক দান * সম্বন্ধে এই কথা বলিযাছিলেন। শ্রাবস্তী নগরে কখনও এক একটী পরিবার কোন দিন বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে, কোন দিন বা তীর্থিকদিগকে নানাবিধ দ্রব্য দান করিতেন। কখনও বহু-নগরবাসী সম্মিলিত হইযা দান করিতেন, কখনও কোন রাজপথের পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীরা এই উদ্দেশ্যে একত্র হইতেন, কখনও বা নগরের সমস্ত অধিবাসী এক সঙ্গে চাঁদা তুলিযা দানের ব্যবস্থা করিতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন সমস্ত নগরবাসীই একত্র হইয়া চাঁদা তুলিয়াছিলেন এবং দানের জন্য নানারূপ দ্রব্য সজ্জিত করিয়া রাখিযাছিলেন। কিন্তু শেষে তাঁহারা দুই দলে বিভক্ত হইলেন। এক দলেব লোকে বলিতে লাগিলেন 'সমস্ত দ্রব্য তীর্থিকদিগকে দিব', অপর দলের লোকে বলিতে লাগিলেন, 'বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দিব।' এইরূপে পুনঃপুন বাদানুবাদ হইতে লাগিল, কিন্তু সঞ্চিত দ্রব্য সমস্ত তীর্থিকদিগকে দেওয়া হইবে, অথবা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দেওয়া হইবে ইহার কিছুই মীমাংসা হইল না। তাহা দেখিয়া শেষে স্থির হইল যে "সংবহুল" † করা যাউক।

অতঃপর সর্ব্বসাধারণের মত লইয়া দেখা গেল বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করাই অধিক লোকের ইচ্ছা। তদনুসারে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সংবাদ প্রেরিত হইল, তীর্থিক-শ্রাবকেরা বৌদ্ধদিগকে দাতব্য দানের অন্তরায় হইতে পারিল না।

---

* ছন্দক, ইচ্ছাপূর্ব্বক যাহা দেয়, অর্থাৎ চাঁদা। সম্ভবতঃ 'ছন্দক' হইতেই 'চাঁদা'র উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ দান করা সম্বন্ধে ১০৯ম ও ২২১ম জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

† 'সংবহুল', 'সংবহুলিক' বলিলে সমস্ত লোকের মতামতগ্রহণ করা বুঝায়। সংবহুলং করিস্সাম= we shall put it to the vote. (তুঃ 'যেভুয্যসিকা')।

শ্রাবস্তীবাসীরা বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর দান করিলেন। সপ্তাহকাল এই দান চলিল। সপ্তম দিনে দানক্রিয়া সমাপ্ত হইলে শাস্তা যথারীতি অনুমোদন করিয়া সমবেত জনসমূহকে মার্গফল বুঝাইয়া দিলেন এবং জেতবন-বিহারে প্রতিগমন পূর্ব্বক গন্ধকুটীরাভিমুখে চলিলেন। ভিক্ষুসঙ্ঘ তাঁহাকে পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। শাস্তা গন্ধকুটীরের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সুগতোচিত উপদেশ প্রদানানন্তর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

সায়াহ্নে ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, তীর্থিক শ্রাবকেরা বৌদ্ধদিগকে দাতব্য দানের ব্যাঘাত ঘটাইতে কত চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; সমস্ত দাতব্য বস্তুই বৌদ্ধদিগের পাদমূলে আসিয়া পড়িল। অহো! বুদ্ধদেবের কি অপূর্ব্ব শক্তি!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বকালেও তীর্থিকেরা আমার প্রাপ্যে ব্যাঘাত ঘটাইতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, কিন্তু দাতব্য বস্তুসমূহ আমারই পাদমূলে আসিয়া পড়িয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীতে সুসীম নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিত-পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতৃবিয়োগ ঘটে। বোধিসত্ত্বের পিতা জীবদ্দশায় রাজার হস্তিমঙ্গলকারক ছিলেন।* মঙ্গলকরণ স্থানে যে সমস্ত উপকরণ আনীত হইত এবং হস্তীদিগকে যে সমস্ত আভরণ প্রদত্ত হইত, সেগুলি তাঁহার প্রাপ্য ছিল। এইরূপে এক একটী মঙ্গলকার্য্যে তিনি কোটি কোটি মুদ্রা উপার্জ্জন করিতেন।

যে সময়ের কথা হইতেছে তখন হস্তিমঙ্গল যোগ হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব ব্যতীত বারাণসীর যাবতীয় ব্রাহ্মণ রাজসমীপে গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, হস্তিমঙ্গল যোগ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব আপনি মঙ্গলোৎসব সম্পাদন করুন। আপনার পুরোহিত-পুত্র নিতান্ত বালক, সে তিন বেদ ও হস্তিসূত্র † জানে না; অতএব এবার আমরাই মঙ্গলকার্য্য নির্ব্বাহ করিব। ইহা শুনিয়া রাজা উত্তর দিলেন, "বেশ, তাহাই হইবে।" 'পুরোহিত-পুত্রকে মঙ্গলকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে দিলাম না; আমরাই উহা নির্ব্বাহ করিয়া প্রচুর ধন লাভ করিব' ইহা ভাবিয়া ব্রাহ্মণেরা অতীব আহ্লাদিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্বের মাতা শুনিতে পাইলেন তিন দিন পরে হস্তিমঙ্গলোৎসব হইবে। তিনি ভাবিলেন, 'সাত পুরুষ পর্য্যন্ত মঙ্গল কার্য্যের সম্পাদন-ভার আমাদের কুলগত ছিল। এখন দেখিতেছি বংশের গৌরব বিলুপ্ত হইল, ক্রমে ধনক্ষয়ও হইবে।' এই দুঃখে তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "মা, তুমি কান্দিতেছ কেন?" অনন্তর মাতার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি বলিলেন, "মা, আমিই হস্তিমঙ্গলকার্য্য সম্পাদন করিব।" "বাবা, তুমি ত তিন বেদ ও হস্তিসূত্র জান না। তুমি কিরূপে এ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে?" "হস্তিমঙ্গলকার্য্য কবে হইবে, মা?" "আজ হইতে তিন দিন পরে।" "তিন বেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছেন এবং হস্তিসূত্র জানেন এমন আচার্য্য কোথায় থাকেন মা?" "বাবা, এরূপ একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য গান্ধাররাজ্যে তক্ষশিলা নগরে বাস করেন, কিন্তু ঐ স্থান এখান হইতে দুই হাজার যোজন দূর।" "তা যাহাই হউক, মা, কিছুতেই আমাদের বংশগৌরব নষ্ট হইতে দিব না। আমি কল্য এক দিনেই তক্ষশিলায় যাইব, এক রাত্রির মধ্যে তিন বেদ ও

---

* হস্তিমঙ্গল—গজোৎসববিশেষ; ইহাতে সুশোভিত হস্তিসমূহের শোভাযাত্রা বাহির হইত। হস্তিসূত্র-বিশারদ ব্রাহ্মণেরা ইহার তত্ত্বাবধান করিতেন।

† হস্তিসূত্র—গজশাস্ত্র। রঘুবংশে (৬ষ্ঠ সর্গ, ২৭শ শ্লোক) অঙ্গরাজ "বিনীতনাগঃ কিল সূত্রকারৈঃ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। মল্লিনাথের ব্যাখ্যায় 'সূত্রকারৈঃ=গজশাস্ত্রকৃদ্ভিঃ পালকাদিভির্মহর্ষিভিঃ'।

হস্তিসূত্র কণ্ঠস্থ করিয়া পরদিন এখানে ফিরিব এবং চতুর্থ দিবসে মঙ্গলকার্য্য সম্পাদন করিব। কোন চিন্তা নাই, তুমি আর চোখের জল ফেলিও না।"

মাতাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া বোধিসত্ত্ব পরদিন প্রত্যূষেই আহার শেষ করিয়া একাকী যাত্রা করিলেন; এক দিনেই তক্ষশিলায় উপনীত হইয়া সেই আচার্য্যের চরণ বন্দনা করিলেন এবং একান্তে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহার আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমি বারাণসী হইতে আসিতেছি।" "কি নিমিত্ত আসিয়াছ?" "আপনার নিকট বেদত্রয় ও হস্তি-সূত্র কণ্ঠস্থ করিতে।" "বেশ, বৎস, কণ্ঠস্থ করিতে আরম্ভ কর।" "কিন্তু, প্রভু, আমার বিলম্ব করিলে চলিবে না।" অনন্তর তিনি আচার্য্যের নিকট সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিয়া বলিলেন, "আমি এক দিনেই দ্বি-সহস্র যোজন চলিয়া আসিয়াছি; অদ্য রাত্রিকালটা দয়া করিয়া আমার শিক্ষার্থ নিয়োজিত করুন। আর দুই দিন পরেই হস্তিমঙ্গল কার্য্য হইবে। একবার পাঠ দিলেই আমি সমস্ত কণ্ঠস্থ করিতে পারিব।"

এইরূপ বলিয়া বোধিসত্ত্ব আচার্য্যের সম্মতি গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক দক্ষিণার্থ সহস্র-মুদ্রা-পূর্ণ একটী থলি * রাখিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, প্রণিধানের সহিত পাঠগ্রহণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অরুণোদয় হইতে না হইতেই বেদত্রয় ও হস্তিসূত্রসমূহ আয়ত্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব আমার আর কিছু শিক্ষণীয় আছে কি?" আচার্য্য কহিলেন, "না বৎস, তুমি সমস্তই শিক্ষা করিয়াছ।" "অমুক গ্রন্থে অমুক শ্লোকটী পূর্ব্বে না বলিয়া পরে বলা হইয়াছে, অমুক শ্লোকটী আদৌ আবৃত্তি করা হয় নাই, ভবিষ্যতে শিষ্যদিগকে এই এই ভাবে শিক্ষা দিবেন," ইত্যাদি বলিয়া বোধিসত্ত্ব আচার্য্যের ত্রুটি সংশোধন করিয়া দিলেন, এবং প্রাতঃকালেই আহার শেষ করিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি এক দিনের মধ্যে বারাণসীতে প্রতিগমন করিয়া মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। তাঁহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তুমি ঈপ্সিত বিদ্যা কণ্ঠস্থ করিতে পারিয়াছ কি?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "হাঁ, মা।" ইহা শুনিয়া তাঁহার মাতা পরম পরিতোষ লাভ করিলেন।

পরদিন হস্তিমঙ্গলোৎসবের আয়োজন হইল। একশত হস্তী সুবর্ণালঙ্কারে, সুবর্ণধ্বজে, সুবর্ণজালে সুসজ্জিত হইল এবং রাজপ্রাঙ্গণ পতাকাপুষ্পমালাদিতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। "আজ আমরাই হস্তিমঙ্গলোৎসব সম্পাদন করিব" এই বিশ্বাসে ব্রাহ্মণেরা উৎকৃষ্ট বেশ ধারণ করিয়া উৎসবক্ষেত্রে সমবেত হইলেন। মহারাজ সুসীমও সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া আভরণভাণ্ডসহ সেখানে উপনীত হইলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্বও রাজকুমারের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক নিজের অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ সত্য সত্যই কি আপনি আমার বংশগত বৃত্তি বিলুপ্ত করিয়া অন্য ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা মঙ্গলকার্য্য সম্পন্ন করাইতে এবং তদুপলক্ষ্যে যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হইবে সে সমস্ত তাঁহাদিগকে দিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন?" এই প্রশ্ন করিবার সময় বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন :—

> শ্বেত দন্ত কৃষ্ণকায়, অপরূপ শোভা পায়,
> মণ্ডিত সুবর্ণজালে শতাধিক করী;
> অন্য বিপ্রে এ সকল, দিবে কি? সুসীম, বল;
> কুলপ্রথা আমাদের দেখত বিচারি।

* পালি 'থবিকা'; সংস্কৃত স্থবি বা স্থবিকা।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া মহারাজ সুসীম নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

শ্বেতদন্ত কৃষ্ণকায়, অপরূপ শোভা পায়,
মণ্ডিত সুবর্ণ-জালে শতাধিক করী।
অন্য বিপ্রে সমুদয়, দিব আমি নিঃসংশয়,
কুলপ্রথা, মাণবক, যদিও বিচারি।

তখন বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমাদের উভয়েরই কুলক্রমাগত রীতি জানিতেছেন; অথচ আমাকে ত্যাগ করিয়া হস্তিমঙ্গল কার্য্য করাইবেন!" রাজা বলিলেন, "আমি শুনিয়াছি তুমি বেদত্রয় ও হস্তিসূত্রগুলি জান না; সেই জন্যই অপর ব্রাহ্মণ দ্বারা এই উৎসব সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব সিংহনাদে বলিলেন. "আচ্ছা মহারাজ, এই যে এখানে এত ব্রাহ্মণ উপস্থিত আছেন, ইঁহাদের মধ্যে যে কেহ, বেদত্রয় ও হস্তিসূত্রসমূহের একাংশও আবৃত্তি করিতে আমার সঙ্গে প্রতিযোগক্ষম, তাঁহাকে উঠিতে বলুন। ইঁহাদের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত জম্বুদ্বীপেও আমা ব্যতীত এমন কেহ নাই যিনি বেদত্রয় ও হস্তিসূত্রসমূহের সাহায্যে এই মঙ্গলকার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন।" সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর একপ্রাণীও বোধিসত্ত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতে সাহস করিলেন না। কাজেই বোধিসত্ত্ব নিজের বংশগত অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিলেন এবং মঙ্গলকার্য্য সম্পাদনানন্তর প্রচুর ধনলাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী, কেহ কেহ অনাগামী, কেহ কেহ বা অর্হৎ পর্য্যন্ত হইলেন।]

[সমবধান—তখন মহামায়া ছিলেন সেই জননী, শুদ্ধোদন ছিলেন বোধিসত্ত্বের জনক, আনন্দ ছিলেন রাজা সুসীম, সারিপুত্র ছিলেন সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য এবং আমি ছিলাম সেই মাণবক।]

১৬৪—গৃধ্র-জাতক।

[জেতবনের এক ভিক্ষু তাঁহার মাতার ভরণপোষণ করিতেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু শ্যামজাতকে (৫৩২) সবিস্তর বর্ণিত হইবে। শাস্তা ঐ ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই গৃহীদিগকে পোষণ করিতেছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত, একথা মিথ্যা নহে।" "যাঁহাদিগকে পোষণ কর, তাঁহাদের সহিত তোমার কি সম্পর্ক?" "তাঁহারা আমার মাতা ও পিতা"। ইহা শুনিয়া শাস্তা "সাধু, সাধু" বলিয়া ঐ ব্যক্তিকে সাধুবাদ দিলেন এবং অপর ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমরা ইহার উপর রাগ করিও না। পুরাকালে পণ্ডিতেরা নিঃসম্পর্কীয়দিগেরও সাহায্য করিয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তি ত নিজের মাতাপিতার ভরণপোষণ করিতেছে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গৃধ্রপর্ব্বতে গৃধ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে তাঁহার মাতাপিতার ভরণপোষণ করিতে হইত।

একবার একদিন খুব ঝড়বৃষ্টি হইয়াছিল। শকুনেরা ঝড়বৃষ্টি সহ্য করিতে অশক্ত হইল। তাহারা শীতে অবসন্ন হইয়া বারাণসী নগরে উড়িয়া গেল এবং সেখানে প্রাকার ও পরিখার নিকট পড়িয়া কাঁপিতে লাগিল। সেই সময়ে বারাণসীশ্রেষ্ঠী স্নানার্থ নগরের বাহিরে যাইতেছিলেন। তিনি শকুনদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহাদের সেবার জন্য এক শুষ্ক স্থানে আগুন জ্বালাইলেন, ভাগাড়ে * লোক পাঠাইয়া গোমাংস আনাইয়া তাহাদিগকে খাইতে দিলেন এবং তাহাদিগের রক্ষাবিধানার্থ লোক নিয়োজিত করিয়া গেলেন।

* মূলে "গো-সুসান" এই শব্দ আছে।

ঝড়বৃষ্টি থামিলে শকুনেরা শরীরে আবার বল পাইল এবং পর্ব্বতে ফিরিয়া গেল। সেখানে সমবেত হইয়া তাহারা পরামর্শ করিল, "বারাণসীশ্রেষ্ঠী আমাদের বড় উপকার করিয়াছেন। শাস্ত্রে বলে, উপকারীর প্রত্যুপকার করা কর্ত্তব্য, অতএব এখন হইতে আমরা কেহ কোন বস্ত্র বা আভরণ পাইলে তাহা লইয়া বারাণসীশ্রেষ্ঠীর খোলা উঠানে * ফেলিয়া দিব।"

ঐ দিন হইতে লোকে কোথাও রৌদ্রে বস্ত্র শুকাইতে দিয়া বা আভরণ খুলিয়া রাখিয়া অন্যমনস্ক হইয়াছে দেখিলেই শকুনেরা, বাজপাখীতে যেমন ছোঁ মারিয়া মাংস লইয়া যায়, সেইমত সে সমস্ত নিমেষের মধ্যে লইয়া যাইত এবং শ্রেষ্ঠীর উঠানে ফেলিয়া দিত। শকুনেরা ফেলিয়া দিয়াছে জানিয়া শ্রেষ্ঠী সেগুলি পৃথক্ করিয়া রাখাইতেন।

ক্রমে রাজার কর্ণগোচর হইল যে শকুনেরা নগর লুঠ করিতেছে। তিনি আদেশ দিলেন, "একটা শকুন ধর। তাহা করিলেই আমি যাহার যে দ্রব্য হারাইয়াছে সমস্ত আনাইয়া দিব।" ইহা শুনিয়া লোকে নানাস্থানে ফাঁদ ও জাল পাতিল। মাতৃপোষক বোধিসত্ত্ব ইহার একটায় আবদ্ধ হইলেন। লোকে তাঁহাকে ধরিয়া বলিল, "চল, ইহাকে রাজার নিকট লইয়া যাই"। এই সময়ে বারাণসীশ্রেষ্ঠী রাজার সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন। তিনি দেখিলেন লোকে শকুনটীকে ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া যাইতেছে। পাছে, তাহারা উহার প্রাণবধ করে এই আশঙ্কায় তিনি তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

বোধিসত্ত্ব রাজসমীপে আনীত হইলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমিই না নগর হইতে বস্ত্র ও আভরণ লুণ্ঠন করিতেছ?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "হাঁ মহারাজ!" "ঐ সকল দ্রব্য কাহাকে দিতেছ?" "বারাণসী-শ্রেষ্ঠীকে দিতেছি।" "তাঁহাকে দিবার কারণ কি?" "তিনি আমাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন; উপকারীর প্রত্যুপকার অবশ্যকর্ত্তব্য; সেইজন্য দিতেছি।" "গৃধ্রেরা নাকি একশত যোজন দূর হইতেও শব দেখিতে পায়; অথচ তোমাকে ধরিবার জন্য যে ফাঁদ পাতা হইয়াছিল তাহা তুমি দেখিতে পাইলে না, ইহার কারণ কি?" এই কথা বলিয়া রাজা নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী পাঠ করিলেন :–

> ৬ শতেক যোজন দূরে শব যদি থাকে,
> তবু নাকি পারে গৃধ্রে দেখিতে তাহাকে।
> কি মোহে পড়িলে পাশে, বুঝিতে না পারি,
> বিস্তৃত আছিল যাহা নিকটে তোমারি। †

রাজার কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

> ৭ মরণ আসন্ন যবে, শিয়রে শমন,
> নয়ন থাকিতে অন্ধ হয় জীবগণ।
> রয়েছে সম্মুখে কত জাল আর পাশ,
> তবু না দেখিতে পায় নিয়তির দাস।

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজা শ্রেষ্ঠীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্! শকুনেরা আপনার গৃহে বস্ত্রাদি আনয়ন করে একথা সত্য কি?" শ্রেষ্ঠী উত্তর দিলেন, "হাঁ মহারাজ! একথা সত্য।" "সে সব কোথায়?" "মহারাজ! আমি সে সমুদয় পৃথক্ করিয়া রাখিয়া দিয়াছি। যাহার যে দ্রব্য, তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিব। আপনি দয়া করিয়া এই শকুনকে মুক্তি দিন।" অনন্তর গৃধ্রের মুক্তি লাভ করাইয়া মহাশ্রেষ্ঠী, যাহার যে দ্রব্য অপহৃত হইয়াছিল, তাহাকে তাহা ফিরাইয়া দিলেন।

* মূলে "আকাসঙ্গণ" এই শব্দ আছে।

† যোঽধিকাৎ যোজনশতাৎ পশ্যতীহামিষং খগ
সএব প্রাপ্তকালস্তু পাশবন্ধং ন পশ্যতি।—হিতোপদেশ।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই মাতৃপোষক ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী, এবং আমি ছিলাম সেই মাতৃপোষক গৃধ্র।]

১৬৫—নকুল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে একই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের বিরোধ-সম্বন্ধে * এই কথা বলিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে উরগজাতকে (১৫৪) যে প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বিবৃত হইয়াছে ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তুও তৎসদৃশ। এসময়েও শাস্তা পূর্ব্ববৎ বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, আমি যে কেবল এবারই এই মহামাত্রদ্বয়ের মধ্যে সৌহার্দ্দ স্থাপন করিলাম তাহা নহে; পূর্ব্বেও আমি ইঁহাদের বিবাদ ভঞ্জন করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তদনন্তর গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি প্রাপ্ত হন। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন এবং উঞ্ছশিল দ্বারা বন্য ফল মূল আহার করিতেন।

বোধিসত্ত্বের পাদচারণ-পথের একপ্রান্তে একটা বল্মীক ছিল; তাহার মধ্যে এক নকুল থাকিত, এবং উহারই নিকটে বৃক্ষের মূলে একটা সর্প অবস্থিতি করিত। এই অহি ও নকুলের মধ্যে নিয়ত কলহ হইত। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে কলহের অপকারিতা এবং মৈত্রীর উপকারিতা বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, "তোমরা কলহ না করিয়া পরস্পর সৌহার্দ্দের সহিত বাস কর।" এইরূপ উপদেশ পাইয়া তাহারা বৈরভাব পরিহার করিল।

একদিন সর্প বাহিরে চরিতে গিয়াছে এমন সময় নকুল পাদচারণ-পথপ্রান্তবর্ত্তী বল্মীক-বিবরের ভিতর দিয়া মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক নিদ্রিত হইল এবং মুখব্যাদান-পূর্ব্বক নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চালাইতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে সেই অবস্থায় নিদ্রা যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন তুমি কিসের ভয় কর।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথা পাঠ করিলেন :—

জরায়ুজ, একি তব হেরি ব্যবহার?
বিকাশি সুতীক্ষ্ণ দন্ত নিদ্রা কেন আর?
অণ্ডজ যে শত্রু, তারে সন্ধির বন্ধনে
বান্ধিয়া এখন তব ভয় কিবা মনে?

বোধিসত্ত্বের এই প্রশ্ন শুনিয়া নকুল বলিল, "আর্য্য, যে পূর্ব্বে শত্রু ছিল, তাহাকে কখনও উপেক্ষা করিতে নাই, সর্ব্বদাই তাহার নিকট হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করা উচিত।" অনন্তর সে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিল :—

অমিত্র যেজন সেই শঙ্কার ভাজন;
মিত্রেও বিশ্বাস নাহি করিবে স্থাপন।
যা' হতে নাহিক ভয় জান তুমি সুনিশ্চয়,
সে যদি কখন হয় ভয়ের কারণ।
সমূলে হইবে তব বিনাশ-সাধন।†

---

* মূলে 'সেণিভণ্ডনং' এই পদ আছে। একই ব্যবসায়ের লোক একটী শ্রেণী (guild.)

† শত্রুণা নহি সন্দধ্যাৎ সুশ্লিষ্টেনাপি সন্ধিনা,
সুতপ্তমপি পানীয়ং শময়ত্যেব পাবকম্।—হিতোপদেশ।

তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "না হে, তোমার কোন ভয় নাই, আমি যে ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহাতে সর্প কখনও তোমার অনিষ্ট করিবে না। তুমি এখন তাহা হইতে কোন আশঙ্কা করিও না।" নকুলকে এইরূপ উপদেশ দিবার পর বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় ভাবনা করিয়া ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হইলেন, সর্প ও নকুলও কালক্রমে কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

[সমবধান—তখন এই মহামাত্র দুইজন ছিলেন সেই সর্প ও নকুল এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

১৬৬—উপসাঢ়-জাতক।

[উপাসাঢ় নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কোন্ শ্মশান পবিত্র, কোন্ শ্মশান অপবিত্র ইহা লইয়া তিনি বড় মাথা ঘামাইতেন।* তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি অতীব সঙ্গতিপন্ন ও মহাবিভবশালী, কিন্তু নিতান্ত পাষণ্ড ছিলেন, সেইজন্য বিহারের পুরোভাগে বাস করিয়াও তিনি কখনও বৌদ্ধদিগের প্রতি দয়ামায়া দেখাইতেন না। ইঁহার পুত্র কিন্তু পণ্ডিত ও জ্ঞানবান্ ছিলেন।

ব্রাহ্মণের যখন বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইল, তখন একদিন তিনি পুত্রকে বলিলেন, "দেখ বৎস, যে শ্মশানে কোন বৃষলের † শব দগ্ধ করা হইয়াছে, সেখানে যেন আমার সৎকার করা না হয়। তুমি কোন অনুচ্ছিষ্ট শ্মশানে আমার শবদাহ করিও।" ব্রাহ্মণের পুত্র বলিলেন, "পিতঃ, কোন্ স্থান যে আপনার শবদাহের উপযুক্ত, তাহা আমি জানি না, এইজন্য প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিন কোন্ স্থানে আপনার সৎকার হইবে।" "বেশ বৎস, তাহাই করিতেছি" বলিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া নগরের বাহিরে গেলেন এবং গৃধ্রকূটের শিখরে আরোহণপূর্ব্বক একটী স্থান দেখাইয়া বলিলেন, "এই স্থানে কোন বৃষলের শবদাহ করা হয় নাই; এইখানেই আমার সৎকার করিও।" অনন্তর তিনি পুত্রের সহিত পর্ব্বত হইতে অবতরণ আরম্ভ করিলেন।

ঐ দিন প্রত্যূষে শাস্তা তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে কে কে বৌদ্ধশাসনে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত হইয়াছে, জ্ঞান-নেত্রে ইহা অবলোকন করিবার সময় দেখিতে পাইয়াছিলেন যে ঐ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্রের স্রোতাপত্তিমার্গপ্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে। এইজন্য তিনি উক্ত ব্রাহ্মণদ্বয়ের পথ অনুসরণপূর্ব্বক, ব্যাধ যেমন মৃগের জন্য বসিয়া থাকে সেইভাবে, গৃধ্রকূটের পাদদেশে বসিয়া রহিলেন এবং শিখরদেশ হইতে তাঁহাদের অবতরণ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পুত্র পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া শাস্তাকে দেখিতে পাইলেন। শাস্তা অভিবাদনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইবেন, ঠাকুর?" ব্রাহ্মণকুমার শাস্তার নিকট নিজেদের উদ্দেশ্য নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "তবে আমার সঙ্গে এস, তোমার পিতা যে স্থান দেখাইয়াছেন, আমি সেখানে যাইব।" তিনি পিতাপুত্র উভয়কেই সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে স্থান কোথায়?" ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন, "ভদন্ত, এই যে তিনটী পর্ব্বতের মধ্যে ভূখণ্ড রহিয়াছে, পিতা এই স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।" শাস্তা বলিলেন, "মাণবক, তোমার পিতা যে কেবল এজন্মেই শ্মশানশুদ্ধিক তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইনি এইরূপ ছিলেন, আর ইনি যে কেবল এবারই বলিয়াছেন, আমাকে এখানে দাহন করিও, তাহা নহে, পূর্ব্বেও নিজের সৎকারার্থ এই স্থানই প্রদর্শন করিয়াছিলেন।" অনন্তর ব্রাহ্মণকুমারের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে এই ব্রাহ্মণই উপসাঢ় নাম গ্রহণপূর্ব্বক এই রাজগৃহ নগরে বাস করিতেন এবং এই মাণবকই তাঁহার পুত্র ছিল। তখন বোধিসত্ত্ব মগধরাজ্যে কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল হিমবন্তপ্রদেশে ধ্যানসুখে নিমগ্ন ছিলেন,

---

* মূলে 'সুসানসুদ্ধিক' এই বিশেষণ পদ আছে।

† শূদ্র, অন্ত্যজ জাতি।

শেষে লবণ ও অম্ল সেবনের জন্য (হিমালয় ত্যাগ করিয়া) গৃধ্রকূটে এক পর্ণশালায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন। একদিন বোধিসত্ত্ব পর্ণশালায় ছিলেন না এমন সময় সেই ব্রাহ্মণ, তুমি এখন যেমন বলিলে সেইভাবে, পুত্রকে নিজের সৎকার-সম্বন্ধে শ্মশান-নির্ব্বাচনের কথা বলিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্রও তোমারই ন্যায় বলিয়াছিল, "পিতঃ আপনি নিজেই স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন।" তখন ব্রাহ্মণ এই স্থানই নির্দ্দেশ করিয়া পুত্রের সহিত অবতরণ করিতেছিলেন এমন সময়ে বোধিসত্ত্বের সহিত তাঁহার দেখা হয়। সপুত্র ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইলে, আমি তোমাকে যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনিও সেইরূপ প্রশ্ন দ্বারা মাণবকের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "এস তবে, দেখা যাউক, তোমার পিতা যেস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা উচ্ছিষ্ট কি অনুচ্ছিষ্ট।" অনন্তর তিনি দুইজনকেই সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন। তখন মাণবক বলিল, "এই যে তিনটী পর্ব্বতের মধ্যে স্থান রহিয়াছে ইহা অনুচ্ছিষ্ট।" তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মাণবক, এখানে যে কত নরদেহের দাহন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একা তোমারই পিতা এই রাজগৃহনগরে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া উপসাঢ়ক নাম ধারণপূর্ব্বক এই স্থানে চতুর্দ্দশ সহস্র জন্মে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। এস্থান বলিয়া কেন, সমগ্র পৃথিবীতে কুত্রাপি এমন স্থান পাইবে না, যেখানে কখনও শবদাহ হয় নাই, যেস্থান শ্মশানভূমি নহে, যেস্থান নরকপালে আবৃত হয় নাই।" বোধিসত্ত্ব অতীত জন্মসমূহের জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া এইরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিয়াছিলেন :—

চতুর্দ্দশ সহস্র ব্রাহ্মণ এইখানে—
বিদিত যাহারা ছিল উপসাঢ় নামে—
কত যুগযুগান্তরে শ্মশান-অনলে
হয়েছিল ভস্মীভূত তাহারা সকলে।
বারেক শ্মশানভূমি হয়নি কখন
হেন স্থান ধরাতলে পাবে কোন্ জন?

সত্যচতুষ্টয় যথা জানে সর্ব্বজন,
সতত ধর্ম্মের পথে করে বিচরণ,
যেখানে সংযম, দম দেখিবারে পাই,
যেখানে প্রাণীর হিংসা কোন কালে নাই,
হেন দেশে শমনের নাহি অধিকার,
আর্য্যেরা করেন সেথা আনন্দে বিহার।

বোধিসত্ত্ব পিতা-পুত্রকে এইরূপ ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া ব্রহ্মবিহার চারিটী ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া পিতাপুত্র উভয়েই স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই পিতাপুত্র ছিলেন সেই পিতাপুত্র এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

১৬৭—সমৃদ্ধি-জাতক।

[শাস্তা রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী তপোদারামে অবস্থিতি-কালে সমৃদ্ধি-নামক স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। আয়ুষ্মান্ সমৃদ্ধি একদা রিপুদমনার্থ সমস্ত রাত্রি যথাশক্তি আয়াস করিয়া অরুণোদয় কালে অবগাহনপূর্ব্বক নিজের হেমবর্ণ শরীর রৌদ্রে শুকাইতেছিলেন, তাঁহার পরিধানে তখন কেবল অন্তর্বাসখানি ছিল, তিনি উত্তরাসঙ্গখানি হস্তে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

সমৃদ্ধির দেহ অতি সুগঠিত সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় ছিল এবং এই জন্যই তিনি 'সমৃদ্ধি' নাম পাইয়াছিলেন। তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া এক দেবকন্যা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, 'ভিক্ষু, তুমি তরুণবয়স্ক—যুবক—তোমাকে বালক বলিলেও চলে। তোমার কি সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ কেশ। তোমার নবযৌবনসম্পন্ন সুগঠিত দেহ দেখিলে চক্ষু জুড়ায়, চিত্ত প্রসন্ন হয়। এ অবস্থায় তুমি কেন ভোগলালসা পরিহারপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ? অগ্রে কামাদি-বৃত্তি চরিতার্থ কর, তাহার পর প্রব্রজ্যা লইয়া শ্রমণধর্ম্ম পালন করিবে।" ইহা শুনিয়া স্থবির বলিলেন, "দেবকন্যে, কখন আমার মরণ হইবে তাহা জানি না, আমি বলিতে পারি না যে অমুক দিনে মরিব। মৃত্যুকাল আমার জ্ঞানের অগোচর। সেই জন্যই তরুণবয়সে শ্রমণধর্ম্মপালনপূর্ব্বক আমাকে দুঃখের অবসান করিতে হইবে।"

দেবকন্যা স্থবিরের নিকট কোনরূপ উৎসাহ না পাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। স্থবিরও শাস্তার সমীপে গিয়া এই ব্যাপার জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "সমৃদ্ধে, দেবকন্যাকর্তৃক মনুষ্যকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা কেবল যে তোমাতেই প্রথম হইল তাহা নহে, পুরাকালে দেবকন্যারা তপস্বীদিগকেও লোভ দেখাইয়াছিলেন।" অনন্তর সমৃদ্ধির অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীগ্রামের এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে এক দেবখাতের অদূরে বাস করিতেন। বোধিসত্ত্ব একদা রিপুদমনার্থ সমস্ত রাত্রি যথাশক্তি আয়াস করিয়া অরুণোদয় কালে অবগাহনপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেহের জল শুকাইতেছিলেন। তখন তাঁহার পরিধানে একখানি মাত্র বল্কল ছিল, অপর বল্কলখানি তিনি হস্তে ধারণ করিয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্বের অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন দেহ দেখিয়া এক দেবকন্যা তাঁহাতে আসক্তচিত্তা হইলেন এবং তাঁহাকে প্রলোভিত করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন:—

ইন্দ্রিয়ের সুখ না করি সেবন
(১) যৌবনে সন্ন্যাস!—এ বুদ্ধি কেমন?
ভুঞ্জি সুখ, শেষে সন্ন্যাসগ্রহণ,
না দেখি তোমাতে তাহার লক্ষণ।
অগ্রে সুখ, শেষে জপ, তপ, ধ্যান,
ইহাই ত করে যারা বুদ্ধিমান্।
অস্থায়ী যৌবন, গেলে একবার
ফিরিয়া কখন(ও) আসিবে না আর।

দেবকন্যার কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথায় নিজের স্থির সঙ্কল্প ব্যক্ত করিলেন:—

জানি না কখন আসিবে শমন,
(২) মরণের কাল প্রচ্ছন্ন আমার।
না ভুঞ্জিয়া সুখ তেঁই সে কারণ
হয়েছি সন্ন্যাসী ত্যজিয়া সংসার।
অদ্য বিদ্যমান করতলে মোর,
কল্য যে পাইব সে সংশয় ঘোর।

দেবকন্যা বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া সেখানেই অন্তর্হিত হইলেন।

[সমবধান—তখন এই দেবকন্যা ছিলেন সেই দেবকন্যা, এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

১৬৮—শকুনঘ্নী-জাতক।*

[শকুনাববাদ সূত্রের † কি অভিপ্রায় তৎসম্বন্ধে, শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময়, এই কথা বলিয়াছিলেন।

একদিন শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া, "ভিক্ষুগণ, ভিক্ষাচর্য্যার সময় তোমরা স্ব স্ব পৈতৃক চক্রের ‡ বাহিরে যাইও না" মহাবর্গ হইতে বক্তব্য বিষয়ের উপযোগী এই সূত্রান্ত আবৃত্তিপূর্ব্বক বলিলেন, "তোমাদের কথা দূরে থাকুক, পূর্ব্বে তির্য্যগ্‌যোনিসম্ভূত প্রাণীরাও স্ব স্ব পৈতৃক চক্র পরিত্যাগ করিয়া অপরের অধিকারে চরিতে গিয়া শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষে নিজবুদ্ধিবলে ও উপায়কুশলতায় মুক্তিলাভ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বর্ত্তকপক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এক ক্ষেত্রে লোকে লাঙ্গল দিয়া চাষ দিয়াছিল, তাহাতে মাটি ভাঙ্গিয়া বড় বড় ঢিল হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব সেই ক্ষেত্রে বাস করিতেন। তিনি একদিন নিজের বিচরণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অপরের বিচরণক্ষেত্রে খাদ্য অন্বেষণ করিবার জন্য বনের ধারে গিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহাকে খাদ্যগ্রহণ করিতে দেখিয়া একটা বাজপাখী হঠাৎ ছোঁ মারিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

শ্যেনকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বোধিসত্ত্ব পরিদেবন করিতে লাগিলেন, "হায়, আমি কি হতভাগ্য। আমার কি কিছুমাত্র বুদ্ধি আছে? আমি পরের অধিকারে কেন চরিতে আসিলাম? আমি যদি আজ নিজের পৈতৃক অধিকারে চরিতাম, তাহা হইলে এই বাজপাখীটা, 'এস, যুদ্ধ কর' বলিয়া আসিলেও আমার সঙ্গে পারিয়া উঠিত না।"

ইহা শুনিয়া শ্যেন জিজ্ঞাসা করিল, "অরে বর্ত্তক-পোতক, তোর চরিবার স্থান কোথায়? তোর পৈতৃক অধিকার কোথায়, বল্ত।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "একখানা চষা জমি, সেখানে কেবল বড় বড় ঢিল।" ইহা শুনিয়া শ্যেন নিজের বল সংবরণ করিয়া বোধিসত্ত্বকে ছাড়িয়া দিয়া বলিল, "যা তুই তোর পৈতৃক অধিকারে, সেখানেও তোর নিষ্কৃতি নাই।"

বোধিসত্ত্ব উড়িয়া সেই চষা ক্ষেতে গেলেন এবং সেখানে খুব একটা বড় ঢিলের উপর বসিয়া, "এখন এস দেখি, একবার", বলিয়া বাজ পাখীকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া শ্যেন পক্ষদ্বয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ত্তককে ধরিবার জন্য সমস্ত বলপ্রয়োগ করিয়া ছোঁ মারিল। বোধিসত্ত্ব যখন বুঝিলেন, শ্যেন সত্যসত্যই ভীমবেগে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তখন তিনি ডিগ বাজি খাইয়া সেই ঢিলটার আড়ালে গেলেন। এদিকে শ্যেন নিজের বেগ সামলাইতে না পারিয়া উহার উপর আসিয়া পড়িল। তাহাতে তাহার বুকে এমন আঘাত লাগিল যে হৃৎপিণ্ডটা ফাটিয়া গেল, চক্ষু দুইটা কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং সে তখনই মারা গেল।

[অনন্তর শাস্তা বলিলেন, "তবেই দেখিতেছ, নিজের চক্র ছাড়িয়া গিয়া পশুপক্ষীরাও শত্রুহস্তে পড়ে; কিন্তু স্ব স্ব পৈতৃক অধিকারের মধ্যে থাকিলে তাহারা শত্রুদমনে সমর্থ হয়। অতএব তোমরাও কখনও অপরের

---

* পালি "সকুণগ্‌ঘি"—শ্যেন পক্ষী অন্য পক্ষী মারে বলিয়া এই নামে অভিহিত। childers সাহেব এই শব্দ ঈকারান্ত ও স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এই জাতকে ইহা ই-কারান্ত পুংলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে (যথা "এবং সো ভিন্নেন হৃদযেন জীবতক্খয়ং পাপুণি।)

† এই সূত্র কোথায় আছে তাহা নির্ণয় করা গেল না। ইংরাজী অনুবাদক বলেন, সম্ভবতঃ এতদ্দ্বারা, বুদ্ধদেব কোন অতীত জন্মে শকুন হইয়া যে উপদেশ দিয়াছিলেন (যেমন গৃধ্র জাতকে) তাহাই বুঝাইতেছে। এ অনুমান অসঙ্গত নহে।

‡ এখানে পৈতৃক বলিলে 'নিজের' অর্থাৎ 'বুদ্ধানুমোদিত' এই অর্থ গ্রহণ করাই সুসঙ্গত।

চক্রে ভিক্ষা করিতে যাইও না। ভিক্ষুরা পরাধিকারে ভিক্ষাচর্য্যায় গেলে মার প্রবেশের দ্বার পায়, তাহার দাঁড়াইবার সুবিধা ঘটে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে ভিক্ষুদিগের পক্ষে পরচক্র কাহাকে বলা যাইবে? কোন্ স্থানে ভিক্ষা করা তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ? যদি বল সেই স্থান, যেখানে পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়সুখ পাওয়া যায় * তবে সেই পঞ্চেন্দ্রিয় সুখ কি কি? চক্ষুর বিজ্ঞেয় রূপ, কর্ণের বিজ্ঞেয় শব্দ ইত্যাদি। এই সমস্তই ভিক্ষাচর্য্যার পক্ষে পরকীয় বিষয় এবং পরিত্যাজ্য স্থান।" অনন্তর শাস্তা অতিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—]

বর্ত্তকের বাসস্থানে ধরিবারে তায়
এসেছিল ভীমবেগে শ্যেন দুরাশয়,
বর্ত্তক অক্ষত দেহে করে বিচরণ,
বুক ফাটি হল কিন্তু শ্যেনের মরণ।

শ্যেনকে পঞ্চত্বগত দেখিয়া বোধিসত্ত্ব মৃৎপিণ্ডের অন্তরাল হইতে বাহির হইলেন এবং "আজ আমি ভাগ্যবলে শত্রুর পৃষ্ঠদেশ দেখিতে পাইলাম" † ইহা বলিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে আরোহণ পূর্ব্বক হর্ষের আবেগে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা পাঠ করিলেন :—

বুদ্ধির কৌশলে নিজ অধিকারে ফিরিতে পারিনু, তাই
শত্রুহীন এবে, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে অপার আনন্দ পাই।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহু ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফলাদি প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শ্যেনপক্ষী এবং আমি ছিলাম সেই বর্ত্তক।]

১৬৯—অর্ক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে মৈত্রীসূত্র সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

একদিন শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, যাঁহারা চিত্তবিমুক্তির সহিত ‡ মৈত্রীর অনুষ্ঠান, ধ্যান ও উপচয়সাধন করেন, মৈত্রীই যাঁহাদের নির্ব্বাণলাভের যানস্বরূপ এবং জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, যাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে মৈত্রীর অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন এবং প্রকৃষ্টরূপেই উহার অনুষ্ঠান করিয়া চলেন, তাঁহারা একাদশবিধ কুশলভাজন হইয়া থাকেন। সেই একাদশ কুশল এই :—তাঁহারা সুষুপ্তি ভোগ করেন এবং সুখে নিদ্রাত্যাগ করেন, তাঁহারা কখনও দুঃস্বপ্ন দেখেন না, তাঁহারা সর্ব্বজনপ্রিয়, দেবতারা তাঁহাদের রক্ষাবিধানে নিরত, অগ্নি, বিষ ও শস্ত্র তাঁহাদের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না; তাঁহারা নিমিষের মধ্যে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে পারেন, তাঁহাদের মুখমণ্ডলে শান্তির ছবি, তাঁহারা সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করেন এবং আর কিছু লাভ না করুন, অন্ততঃ ব্রহ্মলোকে চলিয়া যান। § নিষ্কামভাবে ও উল্লিখিত অন্যান্য প্রকারে মৈত্রীর অনুষ্ঠান করিলে এই একাদশ সুফল পাওয়া যায়। এবংবিধ একাদশ সুফলপ্রদ মৈত্রীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন এবং কেহ উপদেশ দিউক না দিউক, সর্ব্বভূতে মৈত্রী-প্রদর্শন ভিক্ষুমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে হিতকামী তাহার হিতসাধন করিবে, যে অহিতকামী তাহারও হিতসাধন করিবে; যে হিতকামীও নয়, অহিতকামীও নয়, অর্থাৎ মধ্যম ভাবাপন্ন তাহারও হিতসাধন করিবে। ফলতঃ শাস্ত্রের বিধান থাকুক বা না থাকুক, পাত্রনির্ব্বিশেষে সর্ব্বভূতে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ মনুষ্যকে চতুর্ব্বিধ ব্রহ্মবিহারে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। তাহা পারিলে মার্গ ও ফললাভ না

* অর্থাৎ আমার শত্রু নিপাত হইল।

† "পঞ্চকামগুণা"। যেখানে ইন্দ্রিয়সমূহের প্রলোভন বস্তু আছে, সে স্থান ভিক্ষুদিগের পরিত্যাজ্য, এই অর্থ।

‡ অর্থাৎ নিষ্কামভাবে।

§ মৈত্রীভাবনার একাদশবিধ ফল-সম্বন্ধে এই খণ্ডের ৮ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য। এখানে দশটী মাত্র ফল দেওয়া হইয়াছে, অমনুষ্য অর্থাৎ যক্ষাদির প্রিয় হওয়া যায় এই ফলটীর উল্লেখ নাই।

করিয়াও ব্রহ্মলোকে গমন করা যায়। পুরাকালেও পণ্ডিতেরা সপ্তবর্ষ মৈত্রী-ভাবনা করিয়া সপ্তসংবর্ত্ত-বিবর্ত্ত কল্প* ব্রহ্মলোকে বাস করিয়াছিলেন।' ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

এক অতীতকল্পে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মপরিগ্রহপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর কামপ্রবৃত্তি পরিহার করিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মবিহার-চতুষ্টয় লাভ করিয়া অরক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিয়া বহু শত ঋষিকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তিনি ঋষিদিগকে উপদেশ দিবার সময় বলিতেন, "মৈত্রীর ভাবনা করিবে, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার ভাবনা করিবে, যে দৃঢ়চিত্তে মৈত্রীর অনুষ্ঠান করে সে ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হয়।" তিনি মৈত্রীর সুফল বুঝাইবার সময় এই গাথা দুইটী বলিয়াছিলেন :—

স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে যেখানে যে আছে,
অপার করুণালাভ করে যাঁর কাছে,
কিরূপে জীবের হিত অনুষ্ঠিত হয়,
এ শুভচিন্তায় পূর্ণ যাঁহার হৃদয়।
হেন মহাত্মার মনে অনুদারতার
কস্মিন্ কালেও কোন নাহি অধিকার।

বোধিসত্ত্ব শিষ্যদিগকে এইরূপে মৈত্রীভাবনার সুফল বুঝাইয়া দিয়াছিলেন এবং ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সপ্ত সংবর্ত্তবিবর্ত্ত কল্প ব্রহ্মলোকে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সুদীর্ঘ সময়ে তাঁহাকে আর ইহলোকে ফিরিতে হয় নাই।

[সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিলেন সেই ঋষিগণ এবং আমি ছিলাম সেই শাস্তা অরক।]

১৭০—ককণ্টক-জাতক। †

[মহা উন্মার্গ জাতকে (৫৩৮) ককণ্টক-জাতকের বৃত্তান্ত বলা হইবে।]

১৭১—কল্যাণ-ধর্ম্ম-জাতক।

[এক ব্যক্তির এক বধিরা শ্বশ্রূ ছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীবাসী এক ভূম্যধিকারী নাকি প্রসন্নচিত্ত ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ত্রিশরণের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি পঞ্চশীল পালন করিয়া চলিতেন। একদিন তিনি প্রচুর ঘৃত প্রভৃতি ভৈষজ্য ‡ এবং পুষ্পগন্ধাদি বস্তু লইয়া শাস্তার উপদেশ শ্রবণার্থ জেতবনে গিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার শ্বশ্রূ কন্যাকে দেখিবার মানসে নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্যসহ জামাতার গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই বৃদ্ধা কাণে একটু কম শুনিতেন।

বৃদ্ধা কন্যার সহিত একত্র আহার করিলেন এবং আহারজনিত তন্দ্রা দূর করিবার অভিপ্রায়ে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, জামাতার সঙ্গে নির্ব্বিবাদে ঘরকন্না করিতেছিস্ ত? তোদের মধ্যে কোন বিবাদ বিসংবাদ হয় না ত?" কন্যা উত্তর দিল, "কি বলিতেছ, মা? অপরের কথা দূরে থাকুক, প্রব্রাজকদিগের মধ্যেও তোমার জামাতার ন্যায় শীলবান্ ও সদাচারসম্পন্ন লোক দুর্লভ।" বৃদ্ধা উপাসিকা কন্যার সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলেন না, কেবল 'প্রব্রাজক' শব্দটী তাঁহার কাণে গেল এবং "বলিস্ কি? জামাই প্রব্রাজক হইল কেন?" বলিয়া মহা চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া বাড়ীর অপর সকলেও চীৎকার করিতে লাগিল, "শুনিয়াছ কি, আমাদের প্রভু প্রব্রাজক হইয়াছেন।" ইহাতে দরজায় অনেক লোক জমিল এবং ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। সকলের মুখে সেই এক কথা—"এ বাড়ীর কর্ত্তা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন।"

---

* সংবর্ত্তকল্প বিশ্বের ধ্বংসকাল। এই সময়ে অগ্নি, জল বা বায়ুর প্রভাবে সমস্ত পদার্থের বিনাশ হয়। বিবর্ত্তকল্পে পুনর্ব্বার সৃষ্টির সূত্রপাত হয়। অনাদি কাল হইতে এইরূপ সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া আসিতেছে। প্রথম খণ্ডের ২৮৯ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

† ককণ্টক = বহুরূপ (chameleon)।

‡ ভৈষজ্য—ঔষধ; কিন্তু সর্পিঃ, নবনীত, তৈল, মধু এবং গুড়ও পঞ্চ ভৈষজ্য নামে অভিহিত হয়।

এদিকে ভূম্যধিকারী দশবলের মুখে ধর্মব্যাখ্যা শুনিয়া বিহার হইতে বাহির হইয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। পথে এক ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সৌম্য, তুমি নাকি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ? গৃহে তোমার পুত্রকলত্র প্রভৃতি পরিজন কত বিলাপ করিতেছে।" ইহা শুনিয়া ভূম্যধিকারী চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি নাই, অথচ লোকে বলিতেছে যে আমি প্রব্রাজক হইয়াছি। কল্যাণজনক শব্দ উপেক্ষা করা অকর্ত্তব্য। অতএব অদ্যই আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি সেখান হইতেই ফিরিয়া আবার শাস্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে উপাসক, তুমি না এই মাত্র বুদ্ধের অর্চ্চনা করিয়া গেলে, এখনই আবার ফিরিলে কেন?" ভূম্যধিকারী যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত নিবেদন পূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, যখন কল্যাণজনক কথা উঠিয়াছে, তখন ইহাকে উপেক্ষা করা বিহিত নহে; সেই জন্যই প্রব্রজ্যাগ্রহণের অভিলাষ করিয়া আসিলাম।" অনন্তর তিনি প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করিলেন, এবং একান্ত নিষ্ঠার সহিত ভিক্ষুধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক অচিরে অর্হত্ত্বে উপনীত হইলেন।

ভূস্বামীর প্রব্রজ্যাগ্রহণাদির কথা ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রচারিত হইল। ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, অমুক ভূম্যধিকারী, কল্যাণজনক কোন কথা শুনিতে পাইলে তাহা উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে, এই বিশ্বাসে, প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক এখন অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বকালেও পণ্ডিতেরা, কোন কল্যাণজনক কথা শুনিলে তাহা উপেক্ষা করা অনুচিত ইহা ভাবিয়া, প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল এবং তিনি নিজেই শ্রেষ্ঠীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি একদিন গৃহ হইতে বাহির হইয়া রাজার সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার শ্বশ্রূ কন্যাকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। এই রমণী ঈষৎ বধির ছিলেন। প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যেরূপ বলা হইল বোধিসত্ত্বের গৃহেও অবিকল সেইরূপ ঘটিয়াছিল। রাজদর্শনান্তে বোধিসত্ত্ব যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি নাকি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন? আপনার বাটীতে সেজন্য অত্যন্ত বিলাপ পরিতাপ হইতেছে।" ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'মঙ্গলজনক কোন কথা শুনিলে তাহা উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।' অতএব তিনি সেখান হইতেই ফিরিয়া পুনর্ব্বার রাজার সকাশে উপনীত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে মহাশ্রেষ্ঠিন্, এখনই গেলে, আবার এখনই যে ফিরিয়া আসিলে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেব, অমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করি নাই, তথাপি না কি আমার বাটীর লোকে, আমি প্রব্রাজক লইয়াছি বলিয়া বিলাপ করিতেছে। মঙ্গলজনক কোন কথা উঠিলে তাহা উপেক্ষা করা অনুচিত। এই জন্য প্রব্রজ্যাগ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছি, আপনি দয়া করিয়া অনুমতি দিন। তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটী দ্বারা নিজের অবস্থা ব্যক্ত করিলেন :—

পুণ্যবান্ বলি খ্যাতি হইলে রটন
পুণ্যশীল হয় লোকে, শুন হে রাজন।
সুবুদ্ধির সুযশ কখন(ও) যদি রটে,
সন্মার্গস্খলন তার কদাপি না ঘটে।
ইচ্ছায় না হোক, লোক-লজ্জার কারণ,
পুণ্যভার সযতনে করে সে বহন।

পুণ্যাত্মার প্রাপ্য যশ লভিয়াছি আজ,—
সবে মোরে প্রব্রাজক বলে, মহারাজ।
প্রব্রজ্যা সে হেতু আমি করিব গ্রহণ,
কামভোগে রত আর নহে মোর মন।

এইরূপ বলিয়া বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট হইতে প্রব্রজ্যাগ্রহণের অনুমতি লাভ করিলেন, হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং সেখানে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসী শ্রেষ্ঠী]।

☞ জাতকমালায় এই গল্পটী শ্রেষ্ঠিজাতক নামে অভিহিত।

১৭২—দর্দ্দর-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই সময়ে অনেক বহুশাস্ত্রবিশারদ ভিক্ষু মনঃশিলাতলে অবস্থিতি করিতেন। তাঁহারা যখন তরুণসিংহ-নিনাদ-সদৃশ গম্ভীরস্বরে সঙ্ঘমধ্যে পদ পাঠ করিতেন, তখন বোধ হইত যেন আকাশগঙ্গা মর্ত্ত্যে অবতরণ করিতেছে। কোকালিক নিজের অসারতা জানিত না, সে ভিক্ষুদিগের পদপাঠ শুনিয়া মনে করিল, "আমিও ইহাদের ন্যায় পাঠ করিব।" অনন্তর সে সঙ্ঘমধ্যে গিয়া ব্যক্তিবিশেষের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সগর্ব্বে বলিতে লাগিল, "আমি যে কেমন পদপাঠ করিতে পারি, তাহা ত কেহ শুনে নাই; যদি শুনিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে আমিও পাঠ করি।" সঙ্ঘস্থ ভিক্ষুগণ এই কথা শুনিতে পাইলেন এবং পরীক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে একদিন বলিলেন, "ভাই কোকালিক, আজ তুমি ভিক্ষুসঙ্ঘের নিকট পদ পাঠ কর।" সে নিজের শক্তি বুঝিত না; কাজেই স্বীকার করিল, "বেশ কথা, অদ্যই পাঠ করিব।"

অনন্তর কোকালিক নিজের রুচির অনুরূপ যবাগূ পান করিল, খাদ্য ভোজন করিল এবং সুরস সূপ আহার করিল। ক্রমে সূর্য্যাস্ত হইল, ধর্ম্মশ্রবণের সময় ঘোষিত হইল এবং ভিক্ষুগণ সমবেত হইলেন। তখন কোকালিক কণ্টকুরণ্ড * পুষ্পবর্ণ কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া এবং কর্ণিকার-পুষ্পবর্ণ প্রাবরণ গ্রহণ করিয়া সঙ্ঘমধ্যে প্রবেশ করিল, সেখানে স্থবিরদিগকে অভিবাদন-পূর্ব্বক অলঙ্কৃত রত্নমণ্ডপস্থ নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মাসনে অধিরোহণ করিল এবং বিচিত্র বীজনহস্তে পদপাঠার্থ উপবেশন করিল। কিন্তু তখনই তাহার শরীর হইতে স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল, সে, 'পাছে অপদস্থ হই', এই ভয়ে কাঁপিতে আরম্ভ করিল। সে প্রথম গাথার প্রথম পদ আবৃত্তি করিল বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী পদগুলি ভুলিয়া গেল। কাজেই সে কাঁপিতে কাঁপিতে আসন হইতে অবতরণ করিল এবং সলজ্জভাবে সঙ্ঘ হইতে নিক্রান্ত হইয়া পরিবেণে চলিয়া গেল। বহুশাস্ত্রবিৎ একজন ভিক্ষু ধর্ম্মাসনে গিয়া সে দিন পদপাঠ করিতে লাগিলেন। তদবধি সকল ভিক্ষুই কোকালিকের অসারতা জানিতে পারিলেন।

ইহার পর একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় কোকালিকের এই কাণ্ডের কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখিলে ভাই, কোকালিক যে নিতান্ত অপদার্থ ইহা ত আমরা প্রথমে সহজে বুঝিতে পারি নাই। এখন কিন্তু সে নিজের কথায় নিজেই ধরা পড়িয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্ন দ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, এবং বলিলেন, "কোকালিক যে কেবল এ জন্মেই নিজের কথায় নিজে ধরা পড়িয়াছে তাহা নহে, অতীত জন্মেও তাহার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্তপ্রদেশে সিংহযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহুসিংহের উপর রাজত্ব করিতেন এবং বহুসিংহ-পরিবৃত হইয়া রজত-গুহায় বাস করিতেন। তাহার অদূরে অন্য একটী গুহায় এক শৃগাল থাকিত।

একদিন বৃষ্টি হইবার পর সিংহগণ সিংহরাজের গুহাদ্বারে সমবেত হইয়া সিংহনাদপূর্ব্বক সিংহক্রীড়া করিতেছিল। তাহারা খেলিবার সময় যে নিনাদ করিতেছিল তাহা শুনিয়া সেই শৃগালও ডাকিতে আরম্ভ করিল। সিংহগণ শৃগালরব শুনিয়া বলিল, "ভাই ত, এই শৃগালও দেখিতেছি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নিনাদ করিতে লাগিল।" অনন্তর তাহারা লজ্জায় নীরব হইয়া রহিল। তাহারা সিংহনাদ হইতে বিরত হইলে বোধিসত্ত্বের পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ, এই সিংহগণ এতক্ষণ নিনাদ করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছিল, কিন্তু ঐ গুহাবাসী

* কাঁটা জাতী (কাঁটা কুমুরে ?)—ইহার পুষ্প উজ্জ্বল নীলবর্ণ।

প্রাণীব রব শুনিয়া এখন লজ্জায় নীরব হইয়াছে। ও কোন্ প্রাণী, পিতঃ, যে এইরূপ বিকট রব দ্বারা নিজের পরিচয় দিতেছে?" ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া সিংহ-পোতক নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :—

যে বিকট রব করি কাঁপায় দর্দ্দর ভূমি, *
মৃগরাজ, শুধাই তোমায়।
কেন বল, হে রাজন্, নীরব কেশরিগণ
প্রতিনাদে তোষে না তাহায়?

পুত্রের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

পশুকুলাধম শিবা রয়েছে ওখানে,
নিকৃষ্ট ইহার জাতি সকলেই জানে।
এর সঙ্গে সখ্য করা লজ্জার কারণ;
নীরবে বসিয়া তাই আছে সিংহগণ।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, অতএব বুঝিতে পারিলে যে কোকালিক যে কেবল এখনই নিনাদ করিতে গিয়া নিজের অসারতার পরিচয় দিল তাহা নহে, পূর্ব্বেও সে এই কাণ্ড করিয়াছিল।"

সমবধান—তখন কোকালিক ছিল সেই শৃগাল, রাহুল ছিল সেই সিংহপোতক এবং আমি ছিলাম সেই সিংহরাজ।]

☞ এই গল্পের সহিত পঞ্চতন্ত্রের সিংহশাবক ও শৃগালশাবক নামক আখ্যায়িকার ঈষৎ সাদৃশ্য আছে।

১৭৩—মর্কট-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ভণ্ড ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু প্রকীর্ণক নিপাতে উদ্দাল-জাতকে (৪৮৭) প্রদত্ত হইবে। তখন শাস্তা বলিয়াছিলেন, "এই ভিক্ষু কেবল এখনই যে ভণ্ড হইয়াছে তাহা নহে; অতীত জন্মেও মর্কটরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অগ্নির জন্য ভণ্ড সাজিয়াছিল।" অতঃপর তিনি সেই প্রাচীন কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীগ্রামের এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলানগরে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন।

বোধিসত্ত্বের ব্রাহ্মণী এক পুত্র প্রসব করেন; কিন্তু ঐ শিশুটী যখন ছুটাছুটি করিতে শিখিল, সেই সময়েই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বোধিসত্ত্ব পত্নীর প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এখন আমার সংসারাশ্রমে প্রয়োজন কি? আমি পুত্রটাকে সঙ্গে লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" তাঁহার এই সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া জ্ঞাতিবন্ধুগণ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্রসহ হিমালয়ে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণানন্তর বন্যফলমূলে জীবনধারণ করিতে লাগিলেন।

একদিন বর্ষাকালে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল, বোধিসত্ত্ব খদিরকাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিয়া এক ফলকাসনে শুইয়া তাপসেবন করিতে ছিলেন; তাঁহার পুত্র একপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পা টিপিতেছিল, এমন সময়ে এক বন্য মর্কট শীতে কাতর হইয়া সেই কুটীরের মধ্যে অগ্নি দেখিতে পাইল। সে ভাবিল, 'আমি যদি কুটীরে প্রবেশ করি তাহা হইলে 'মর্কট', 'মর্কট' বলিয়া ইহারা আমাকে তাড়াইয়া দিবে; আমি অগ্নিসেবন করিতে পারিব না। তবে একটা উপায় আছে। আমি তাপসের বেশ গ্রহণ করি এবং সেই ছলে কুটীরের ভিতর যাই।' এইরূপ সঙ্কল্প

---

* দর্দ্দর—পর্ব্বত (৫ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

করিয়া সে এক মৃত তপস্বীর বল্কল পরিধান করিল, তাহার ভিক্ষার ঝুড়ি ও অঙ্কুশযষ্টি † হাতে লইল এবং কুটীরদ্বারে একটা তালগাছে ঠেস দিয়া নিতান্ত জড়সড় ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বোধিসত্ত্বের পুত্র তাহাকে দেখিতে পাইল, কিন্তু সে যে মর্কট তাহা বুঝিতে পারিল না। সে ভাবিল, 'কোন বৃদ্ধ তাপস বুঝি শীতে কাতর হইয়া অগ্নিসেবা করিতে আসিয়াছেন। অতএব পিতাকে বলিয়া ইঁহাকে কুটীরের ভিতর আনি এবং ইঁহার অগ্নিসেবার সুবিধা করিয়া দিই।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে বোধিসত্ত্বকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :—

তালমূলে শীতে কাঁপে বৃদ্ধ একজন,
নিকটে রয়েছে এই বাসের ভবন।
বৃদ্ধের দেখিলে দুখ বুক ফেটে যায়,
দিব কি আশ্রয়, পিতঃ, উহারে হেথায়?

পুত্রের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব শয্যা হইতে উঠিয়া কুটীরদ্বারে গেলেন এবং সেখান হইতে দেখিয়াই বুঝিলেন, তালমূলে মর্কট দাঁড়াইয়া আছে, মনুষ্য নহে। তখন তিনি পুত্রকে বলিলেন, "বৎস, মানুষের কখনও এমন মুখ হয় না, এ মর্কট, ইহাকে কুটীরের মধ্যে আনা কর্ত্তব্য নহে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

পশিতে কুটীরে এরে বলো'না কখন,
পশিলে এ হবে ঘোর অনর্থ ঘটন।
সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ যে হবে,
হেন কদাকার মুখ তার কি সম্ভবে?

পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব অগ্নি হইতে একখণ্ড জ্বলৎকাষ্ঠ তুলিয়া লইলেন এবং "তুই এখানে দাঁড়াইয়া কেন" এই বলিয়া উহা মর্কটকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। তাহাতে মর্কট পলায়ন করিল, বল্কল ফেলিয়া দিল, বৃক্ষে আরোহণ করিল এবং নিবিড়বনে প্রবেশ করিল।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মবিহার-চতুষ্টয় ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন এই কুহকী ভিক্ষু ছিল সেই মর্কট, রাহুল ছিল সেই তাপস-কুমার এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

এই জাতকে এবং কপি জাতকে (২৫০) কেবল গাথার পার্থক্য দেখা যায়; উপাখ্যানাংশ উভয়ত্রই এক।

১৭৪—দ্রোহি-মর্কট-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া দেবদত্তের অকৃতজ্ঞতা ও মিত্রদ্রোহিতার কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিয়াছিলেন, "দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই অকৃতজ্ঞ ও মিত্রদ্রোহী হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও সে এইরূপ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীগ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে কাশীরাজ্যের প্রধান রাজপথের ধারে একটা গভীর কূপ ছিল; উহাতে অবতরণ করিবার কোন উপায় ছিল না। ঐ পথে যে সকল লোক যাতায়াত করিত তাহারা পুণ্যকামনায়

† সন্ন্যাসীরা যে আঁকা বাঁকা লাঠি ব্যবহার করেন তাহা।

দীর্ঘ রজ্জু ও ঘটের সাহায্যে জল তুলিয়া পশুদিগের পানার্থ একটা দ্রোণি পূর্ণ করিয়া রাখিত, ইহা হইতে পশুরা জলপান করিত। ঐ কূপের চতুর্দ্দিকে বিশাল অরণ্য ছিল; তাহাতে বহু মর্কট বাস করিত।

একবার ঘটনাক্রমে দুই তিন দিন পর্য্যন্ত, ঐ পথ দিয়া কোন মনুষ্য যাতায়াত করিল না; কাজেই পশুরাও পানের জন্য জল পাইল না। তখন এক মর্কট পিপাসাতুর হইয়া জলের অন্বেষণে সেই কূপের ধারে বিচরণ করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব সেই সময়ে কোন কারণে ঐ পথে যাইতেছিলেন, তিনি কূপ হইতে জল তুলিয়া পান করিলেন, হাত পা ধুইলেন এবং তাহার পর উক্ত মর্কটকে দেখিতে পাইলেন। মর্কট পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তিনি কূপ হইতে আবার জল তুলিয়া দ্রোণিতে ঢালিয়া দিলেন এবং বিশ্রাম করিবার অভিপ্রায়ে একটা বৃক্ষমূলে শয়ন করিলেন।

এদিকে মর্কট জলপান করিয়া বোধিসত্ত্বের অবিদূরে উপবেশন করিল এবং তাঁহাকে ভয় দেখাইবার জন্য মুখ ভেঙ্গ্ চাইতে লাগিল। তাহার এই কাণ্ড দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "অরে দুষ্ট মর্কট, তুই পিপাসায় কষ্ট পাইতেছিলি দেখিয়া আমি তোর পানের জন্য প্রচুর জল দিলাম, আর তুই এখন আমাকে মুখ ভেঙ্গ চাইতেছিস্! এখন বুঝিলাম যাহারা খল তাহাদের উপকার করা নিরর্থক"। অনন্তর তিনি নিম্ন লিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন,—

রৌদ্রে পুড়ি পিপাসায় ওষ্ঠাগতপ্রাণ
হয়েছিলি, দেখি তাই করি বারিদান
রাখিনু জীবন তোর, এখন আমারে
'কিকি কিকি' শব্দে চাস্ ভয় দেখাবারে।
বুঝিলাম, হেরি তোর দুষ্ট আচরণ,
পাপীর সংসর্গে সুখ না হয় কখন।

ইহা শুনিয়া সেই মিত্রদ্রোহী মর্কট বলিল, "তুমি মনে করিও না যে আমি কেবল মুখভঙ্গী করিয়াই নিরস্ত হইব, আমি তোমার মস্তকে মলত্যাগ করিয়া যাইব।" এই উদ্দেশ্য সে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথায় ব্যক্ত করিল:—

শুনেছ, দেখেছ কিংবা জীবনে কখন
মর্কটে হইয়া থাকে শীলপরায়ণ?
করিব মস্তকে তব মলত্যাগ এবে
মর্কটের ধর্ম্ম এই, জানে ইহা সবে।

এই কথা শুনিবামাত্র বোধিসত্ত্ব সেস্থান হইতে চলিয়া যাইবার নিমিত্ত উঠিয়া দাঁড়াইলেন; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই মর্কট বৃক্ষে আরোহণ করিয়া এক শাখায় বসিল, সেখান হইতে তাঁহার মস্তকোপরি মালার আকারে মলরাশি নিক্ষেপ করিল এবং বিকট শব্দ করিতে করিতে বনমধ্যে চলিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব স্নান করিয়া গৃহে ফিরিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও দেবদত্ত মৎকৃত উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নাই।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই ব্রাহ্মণ।]

১৭৫—আদিত্যোপস্থান-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ভণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলানগরে সর্ব্বশাস্ত্রে নৈপুণ্যলাভ করেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হন। তাঁহার বহু শিষ্য ছিল। তিনি ইহাদের সঙ্গে হিমালয়ে বাস করিতেন।

হিমালয়ে দীর্ঘকাল অবস্থিতির পর বোধিসত্ত্ব একবার লবণ ও অম্ল সেবনের জন্য পর্ব্বত হইতে অবতরণপূর্ব্বক কোন প্রত্যন্ত গ্রামে এক পর্ণশালায় বাস করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ যখন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহিরে যাইতেন, তখন এক দুষ্ট মর্কট আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পর্ণশালার তৃণ তুলিয়া ফেলিত, কলসীগুলি হইতে জল ফেলিয়া দিত, কমণ্ডলুগুলি ভাঙ্গিত এবং অগ্নিশালায় মলত্যাগ করিত।

বর্ষাবসানে তাপসেরা ভাবিলেন, 'এখন হিমালয় পুষ্পফলাদিতে রমণীয় হইয়াছে; অতএব সেখানেই ফিরিয়া যাই।' তাঁহারা প্রত্যন্ত গ্রামবাসীদিগকে এই সঙ্কল্প জানাইলেন। তাহারা বলিল, "প্রভুগণ, আমরা কল্য ভিক্ষা লইয়া আপনাদের আশ্রমে আসিব; আপনারা তাহা ভক্ষণ করিয়া যাইবেন।"

পরদিন গ্রামবাসীরা প্রভূত ভক্ষ্য ভোজ্য লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া সেই মর্কট চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমি কুহকদ্বারা এই লোকগুলাকে প্রসন্ন করিতেছি। তাহা হইলে আমাকেও ইহারা এই সমস্ত ভক্ষ্যভোজ্যের অংশ দিবে।' ইহা স্থির করিয়া, সে পুণ্যশীল তপস্বীর বেশ ধারণ করিল এবং যেন সূর্য্যদেবকে নমস্কার করিতেছে এই ভাবে তপস্বীদিগের অবিদূরে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে দেখিয়া গ্রামবাসীরা ভাবিল, 'আহা, পুণ্যাত্মাদিগের সংসর্গে থাকিলে সকলেই পুণ্যবান্ হয়!' তাহারা নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী পাঠ করিল,—

> বহুবিধ জীব বাস করে ধরাতলে,
> প্রত্যেক জাতির মাঝে কোন কোন প্রাণী আছে,
> প্রশংসার যোগ্য যারা নিজ শীলবলে।
> প্রমাণ ইহার ভাই, কর দরশন,
> নির্ব্বোধ মর্কটে করে সূর্য্যের অর্চ্চন।

গ্রামবাসীরা এইরূপে মর্কটের গুণ গান করিতেছে দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তোমরা এই দুষ্ট মর্কটের প্রকৃত চরিত্র জান না; কাজেই এই অপাত্রকে প্রশংসা করিতেছ।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী পাঠ করিলেন;—

> জাননা কিরূপ দুষ্ট প্রকৃতি ইহার,
> কাজেই প্রশংসা এত কর বার বার।
> মলত্যাগ করে পাপী অগ্নির শালায়,
> কমণ্ডলু ভাঙ্গি সব পলাইযা যায়।

গ্রামবাসীরা তখন মর্কটের ভণ্ডতা বুঝিতে পারিয়া লোষ্ট্র ও যষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে প্রহার করিল এবং ঋষিদিগকে ভিক্ষা দিয়া চলিয়া গেল। ঋষিরাও অতঃপর হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন এই ভণ্ড ছিল সেই মর্কট, বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সমস্ত ঋষি এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

১৭৬—কলায়মুষ্টি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজকে এই কথা বলিয়াছিলেন। একবার বর্ষাকালে কোশল-রাজ্যের প্রত্যন্তভাগে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। সেই অঞ্চলে যে সৈন্য ছিল তাহারা দুই তিন বার যুদ্ধ করিয়াও

যখন বিদ্রোহীদিগকে দমন করিতে পারিল না, তখন রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইল। বর্ষাকাল যুদ্ধযাত্রার পক্ষে অনুপযোগী; তাহাতে আবার অবিরত বর্ষণ হইতেছিল; তথাপি রাজা রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জেতবনসমীপে স্কন্ধাবার স্থাপিত করিলেন। অনন্তর তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমি অকালে যুদ্ধযাত্রা করিলাম, খাল বিল সমস্ত এখন জলে পূর্ণ, পথ অতি দুর্গম হইয়াছে। আচ্ছা, শাস্তার সঙ্গে দেখা করা যাউক; তিনি নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিবেন, মহারাজ কোথায় যাইতেছেন? তখন আমি তাঁহার নিকট এই বৃত্তান্ত নিবেদন করিব। তিনি যে কেবল পারলৌকিক ব্যাপার-সম্বন্ধেই অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন তাহা নহে, ইহলোকে যে সকল বিষয় আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসম্বন্ধেও সদুপদেশ দিয়া থাকেন। যদি এই যুদ্ধযাত্রায় কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে তিনি বলিবেন, মহারাজ, এখন অকাল, আর যদি মঙ্গলের আশা থাকে তাহা হইলে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিবেন।' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি জেতবনে প্রবেশ করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "একি মহারাজ, এই অসময়ে কোথা হইতে আসিলেন?" রাজা বলিলেন, "ভদন্ত, আমি প্রত্যন্ত প্রদেশের বিদ্রোহদমনার্থ যাত্রা করিয়াছি। তাই ভাবিলাম, একবার আপনাকে প্রণাম করিয়া যাই।" "পূর্ব্বকালেও মহারাজগণ সসৈন্যে অভিযান করিবার পূর্ব্বে পণ্ডিতদিগের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অসাময়িক অভিযান হইতে বিরত হইয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা রাজার অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার সর্ব্বার্থক অমাত্য ছিলেন এবং তাঁহাকে ধর্ম্ম ও অর্থ সম্বন্ধে সৎপরামর্শ দিতেন। একবার রাজ্যের প্রত্যন্তবাসীরা বিদ্রোহী হইলে তত্রত্য রাজসৈনিক পুরুষেরা রাজাকে সংবাদ দিলেন। তখন বর্ষাকাল, তথাপি রাজা রাজপুরী ত্যাগ করিয়া উদ্যানের ভিতর স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন। এখানে, বোধিসত্ত্ব রাজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন এমন সময়ে, অশ্বপালেরা অশ্বদিগের জন্য কলায় সিদ্ধ করিয়া তাহা দ্রোণির মধ্যে নিক্ষেপ করিল।

উদ্যানে বহু মর্কট বাস করিত। তন্মধ্যে একটা মর্কট বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া সেই দ্রোণি হইতে কলায় লইয়া মুখে পূরিল, দুই হাতেও যত পারিল লইয়া লাফাইতে লাফাইতে গাছে চড়িল এবং সেখানে বসিয়া কলায় খাইতে আরম্ভ করিল।

এই সময়ে তাহার হাত হইতে একটী কলায় ভূমিতে পতিত হইল। ইহাতে সে মুখের ও হাতের সমস্ত কলায় ফেলিয়া দিয়া বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিল এবং সেই কলায়টী খুঁজিতে লাগিল; কিন্তু তাহা না পাইয়া পুনর্ব্বার বৃক্ষে আরোহণ করিল, এবং নিতান্ত বিষণ্ণমুখে শাখার উপর বসিয়া রহিল—যেন উহার সহস্র মুদ্রা বিনষ্ট হইয়াছে।

রাজা এতক্ষণ মর্কটের কাণ্ড দেখিতেছিলেন; এখন বোধিসত্ত্বকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বয়স্য, উহাকে দেখিয়া তোমার কি বোধ হইতেছে?' বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, যাহারা নির্ব্বোধ ও কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য তাহারাই এরূপ করিয়া থাকে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন;—

> মূর্খ শাখামৃগ, এর বুদ্ধি কিছুমাত্র নাই;
> মুষ্টিপ্রমাণ কলায়ফেলি একটী দানা খোঁজে তাই।

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট গেলেন* এবং তাঁহাকে পুনর্ব্বার সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা পাঠ করিলেন;—

> কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন অতিলোভী জন,
> অল্প হেতু করে তারা বহু বিসর্জ্জন।
> খুঁজিবার তরে মাত্র একটী কলায়
> এক মুষ্টি কলায় ফেলিল কপি, হায়!

---

* অর্থাৎ এত কাছে গেলেন যে কথাগুলি যেন রাজা ভিন্ন অন্য কাহারও কর্ণগোচর না হয়।

আমরাও তার(ই) মত নির্ব্বোধ, রাজন্,
দুরন্ত বর্ষায় করি যুদ্ধ-আয়োজন। *

রাজা বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া সেই স্থান হইতেই প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। এদিকে বিদ্রোহী দস্যুরা শুনিতে পাইয়াছিল যে রাজা তাহাদিগের দমনার্থ রাজধানী হইতে নিক্রান্ত হইয়াছেন; কাজেই তাহারা (তাঁহার আগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়াই) প্রত্যন্ত প্রদেশ হইতে পলাইয়া গেল।

[কোশলের প্রত্যন্তবাসী দস্যুরাও, রাজা তাহাদিগকে দমন করিতে যাইতেছেন শুনিয়া পলায়ন করিয়া গেল। রাজা শাস্তার ধর্ম্মদেশনা শ্রবণ করিয়া আসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রাবস্তীতে প্রতিগমন করিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত অমাত্য।]

১৭৭—তিন্দুক-জাতক। †

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাপারমিতা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। মহাবোধি জাতকের (৫২৮) এবং উন্মার্গজাতকের (৫৩৮) ন্যায় এই জাতকেও তিনি নিজের প্রজ্ঞার প্রশংসা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, তথাগত যে কেবল এজন্মেই প্রজ্ঞাবান্ হইয়াছেন তাহা নহে; পূর্ব্বেও তিনি প্রজ্ঞাবান্ ও উপায়-কুশল ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বানরযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক অশীতি সহস্র বানরপরিবৃত হইয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। তাঁহার অদূরে একখানি প্রত্যন্ত গ্রাম ছিল। সেখানে কখনও লোকে বাস করিত, কখনও বা করিত না। এই গ্রামের মধ্যে শাখা-পল্লবযুক্ত মধুরফলবিশিষ্ট একটী তিন্দুক বৃক্ষ ছিল। যখন গ্রামে লোক থাকিত না, তখন বানরেরা আসিয়া উহার ফল খাইত।

একবার তিন্দুকের যখন ফল হইয়াছিল, সেই সময়ে অনেক লোকে ঐ গ্রামে বাস করিতেছিল। তাহারা বৃক্ষটীর চারিদিকে বাঁশের বেড়া দিয়া দ্বারদেশে প্রহরী রাখিয়া দিয়াছিল। বৃক্ষে তখন এত ফল হইয়াছিল যে, তাহাদের ভারে শাখাগুলি অবনত হইয়া পড়িয়াছিল।

এদিকে বানরেরা চিন্তা করিতে লাগিল, 'আমরা অমুক গ্রামে গিয়া তিন্দুক ফল খাইয়া থাকি। সেই বৃক্ষে এখন ফল হইয়াছে কি না, আর সেই গ্রামেই বা এখন লোক আছে কি না?' এইরূপ ভাবিয়া তাহারা বৃক্ষের ও গ্রামের অবস্থা জানিবার জন্য একটা বানরকে প্রেরণ করিল। সে ফিরিয়া গিয়া সংবাদ দিল বৃক্ষে ফল হইয়াছে এবং গ্রামে বহু লোক বাস করিতেছে। বৃক্ষে ফল হইয়াছে শুনিয়া বানরেরা বলিয়া উঠিল, "আমরা ঐ মধুর ফলগুলি খাইব" এবং অনেকে গিয়া মহোৎসাহে বানরেন্দ্রকে ঐ কথা জানাইল। বানরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "গ্রামে এখন লোক আছে কি না?" তাহারা উত্তর দিল, "গ্রামে এখন লোক আছে।" ইহা শুনিয়া বানরেন্দ্র বলিলেন, "অতএব আমাদিগের সেখানে যাওয়া যুক্তিসঙ্গত

* অর্থাৎ প্রত্যন্তপ্রদেশ-রক্ষার্থ এখন যুদ্ধযাত্রা করিলে পথের দুর্গমতা হেতু হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা।

† তিন্দুক—গাবগাছ অথবা আবলুশ গাছ। 'গাব' শব্দটী 'গালব' শব্দ-জাত কি?

নহে, মনুষ্যের মায়ার শেষ নাই।" বানরেরা বলিল, "নিশীথকালে মনুষ্যেরা যখন শয়ন করিতে যাইবে আমরা তখন গিয়া খাইব।" এইরূপে বহু বানরে বানরেন্দ্রের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া হিমালয় হইতে অবতরণ করিল, মনুষ্যদিগের শয়নকালের প্রতীক্ষায় সেই গ্রামের অবিদূরে একটা প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ডের উপর শুইয়া রহিল এবং নিশীথসময়ে লোকে যখন নিদ্রাভিভূত হইল, তখন বৃক্ষে আরোহণ করিয়া ফল খাইতে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে একটা লোক শৌচের জন্য * গৃহ হইতে বাহির হইয়া গ্রামের মধ্যভাগে গেল এবং বানরদিগকে দেখিতে পাইয়া অপর সকলকে জানাইল। তখন বিস্তর লোক ধনু, তূণীর, যষ্টি, লোষ্ট্র প্রভৃতি, যে যাহা হাতে পাইল, অস্ত্র শস্ত্র লইয়া ছুটিয়া গেল এবং সেই বৃক্ষ পরিবেষ্টনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, রাত্রি প্রভাত হইলে বানরগুলাকে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহাদিগকে দেখিয়া সেই অশীতি সহস্র বানর মৃত্যুভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাহারা ভাবিল, 'বানরেন্দ্র ভিন্ন অন্য কেহই আমাদিগকে এই বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিবেন না।' তাহারা তাঁহার নিকট গিয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল ;—

ধনু, তূণ, খড্গ হস্তে লয়ে অগণন
শত্রু আসি করিয়াছে চৌদিকে বেষ্টন।
মুক্তির উপায় এবে দেখিতে না পাই,
সেই হেতু শরণ লইনু তব ঠাঁই।

তাহাদিগের কথা শুনিয়া বানরেন্দ্র বলিলেন, "ভয় নাই, মানুষের কত কাজ রহিয়াছে। এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর মাত্র, লোকগুলা দাঁড়াইয়া ভাবিতেছে, 'বানরদিগকে মারিয়া ফেলিব।' কিন্তু আমরা ইহাদের জন্য এমন একটী কাজের ব্যবস্থা করিব, যাহা এই কাজের অন্তরায় হইবে।' বানরদিগকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন ;—

মানুষের বহুকাজ, কার্য্যান্তর তরে
অন্যত্র এখন(ই) এরা ছুটে যেতে পারে।
এখনও রয়েছে ফল পড়ি শত শত,
খাওগে তোমরা তাহা, যার ইচ্ছা যত।

মহাসত্ত্ব কপিদিগকে এইরূপে আশ্বস্ত করিলেন। তাহারা যদি এই আশ্বাসটুকু না পাইত তাহা হইলে সকলেই বিদীর্ণহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিত। মহাসত্ত্ব তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার পর বলিলেন, "বানরদিগকে এক স্থানে সমবেত হইতে বল।" যখন বানরেরা সমবেত হইল, তখন দেখা গেল, তাঁহার ভাগিনেয় সেনক নামক বানর সেখানে নাই। তাহারা বোধিসত্ত্বকে এই কথা জানাইল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সেনক যদি নাই আইসে, তথাপি তোমরা ভীত হইও না। সে এখনই তোমাদের পরিত্রাণের কোন উপায় করিবে।"

বানরেরা যখন গ্রামের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল, তখন সেনক ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া সে বানরদিগের মার্গ অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইল। সেই সময়ে সে দেখিতে পাইল মনুষ্যেরা ছুটিয়া যাইতেছে। সে বুঝিল যে বানরযূথের মহা বিপত্তির আশঙ্কা। সে দেখিতে পাইল গ্রামপ্রান্তে এক কুটীরের ভিতর এক বৃদ্ধা অগ্নি জ্বালিয়া নিদ্রা যাইতেছে। তখন, সে যেন ঐ গ্রামেরই বালক, মাঠে (শস্য রক্ষা করিতে) যাইতেছে এই ভাবে, একখণ্ড দহ্যমান কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া, যে দিক্ হইতে বায়ু বহিতেছিল সেই দিকে গিয়া, গ্রামে আগুন লাগাইয়া দিল। কাজেই মনুষ্যেরা মর্কটদিগকে ছাড়িয়া অগ্নি নির্ব্বাপণ করিবার জন্য ধাবিত হইল। বানরেরাও পলাইবার সময় সেনকের জন্য প্রত্যেকে এক একটী ফল লইয়া গেল।

* মূলে 'সরীরকিচ্চেন (শরীরকৃত্যেন) এই পদ আছে। 'শরীরকৃত্য বলিলে মৃতদেহের সৎকারও বুঝায়

[সমবধান—তখন মহানাম নামক শক্র ছিলেন বোধিসত্ত্বের ভাগিনেয় সেই সেনক; বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সকল বানর এবং আমি ছিলাম তাহাদের রাজা।]

১৭৮—কচ্ছপ-জাতক।

[একব্যক্তি অহিবাতক রোগে* আক্রান্ত হইয়া তাহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় শ্রাবস্তীনগরের এক পরিবারে এই রোগ দেখা দেয়। বাড়ীর কর্ত্তা ও কর্ত্রী পুত্রকে বলিলেন, "বাবা, এ বাড়ীতে আর থাকিও না; গৃহের ভিত্তি ভেদ করিয়া † যেখানে পার পলাইয়া প্রাণ বাঁচাও; শেষে ফিরিয়া আসিবে। এখানে প্রভূত ধন প্রোথিত আছে; তাহা তুলিয়া লইয়া পুনর্ব্বার সুখে স্বচ্ছন্দে গৃহধর্ম্ম করিবে।" পুত্র তাঁহাদের আদেশানুসারে ভিত্তিভেদপূর্ব্বক পলায়ন করিল এবং যখন তাহার রোগ প্রশমিত হইল, তখন ফিরিয়া সেই প্রোথিত বিপুল ধন উত্তোলনপূর্ব্বক গৃহবাস করিতে লাগিল।

এই ব্যক্তি একদিন সর্পিঃ, তৈল, বস্ত্র, আচ্ছাদন প্রভৃতি উপহারসহ জেতবনে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আসনগ্রহণ করিল। শাস্তা তাহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "শুনিয়াছি, তোমাদের বাড়ীতে অহিবাতক রোগ হইয়াছিল; কি উপায়ে উহা হইতে মুক্তিলাভ করিলে বল।" ইহার উত্তরে সে যাহা যাহা করিয়াছিল তাহা জানাইল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "পূর্ব্বেও কোন কোন প্রাণী ভয় উপস্থিত দেখিয়াও অত্যন্ত আসক্তিবশতঃ বাসস্থান পরিত্যাগ করে নাই; তজ্জন্য তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল; পক্ষান্তরে যাহারা তাদৃশ আপৎকালে অন্যত্র গিয়াছিল, তাহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।" ‡ অনন্তর সেই উপাসকের অনুরোধে শাস্তা উক্ত অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক গ্রামে কুম্ভকারকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কুম্ভকারের ব্যবসায় করিয়া স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিতেন।

ঐ সময়ে বারাণসীর নিকটবর্ত্তী মহানদীর অবিদূরে একটা প্রকাণ্ড হ্রদ § ছিল। যখন জল অধিক হইত তখন এই সরোবর নদীর সহিত এক হইয়া যাইত; জল কমিলে কিন্তু পৃথক্ হইয়া পড়িত।

মৎস্য ও কচ্ছপগণ বুঝিতে পারে কোন্ বৎসর সুবৃষ্টি, কোন্ বৎসর অনাবৃষ্টি ঘটিবে। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন, যে সকল মৎস্য ও কচ্ছপ উক্ত সরোবরে জন্মিয়াছিল তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে ঐ বৎসর অনাবৃষ্টি হইবে; অতএব যখন সরোবরের ও নদীর জল মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছিল সেই সময়ে তাহারা সরোবর হইতে বাহির হইয়া নদীর মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল। সকলেই গিয়াছিল, কেবল যায় নাই একটা কচ্ছপ। সে ভাবিয়াছিল, এই

---

* অহিবাতক রোগ যে কি তাহা বুঝা কঠিন। ইংরাজী অনুবাদক মনে করেন যে ইহা এক প্রকার ম্যালেরিয়া জ্বর, কারণ তরাই অঞ্চলের লোকের নাকি বিশ্বাস যে বিষধর সর্পের নিঃশ্বাস হইতেই এই রোগের উৎপত্তি। অহি শব্দের আরও অনেক অর্থ আছে—যথা মেঘ, জল, নাভি ইত্যাদি। অতএব 'অহিবাতক' রোগে হয় বর্ষাকালীন কোনপ্রকার জ্বর, নয় ওলাউঠা প্রভৃতি কোন সংক্রামক পীড়া, বুঝাইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নহে। ধর্ম্মপদার্থকথায় ইহার এইরূপ বর্ণনা দেখা যায় :—"ইহা আবির্ভূত হইলে প্রথমে মক্ষিকা মরে, তাহার পর ক্রমে মূষিক, কুক্কুট, শূকর, গো ও দাসদাসী এবং সর্ব্বশেষে গৃহস্বামী আক্রান্ত হয়। ভিত্তিতে সুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতর দিয়া পলাইয়া যাওয়াই এই রোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার একমাত্র উপায়।" তবে কি বুঝিতে হইবে ইহা প্লেগ বা তৎসদৃশ কোন মহামারী?

† এই উপদেশ কুসংস্কারমূলক। লোকে সংক্রামক পীড়া অপদেবতার কার্য্য বলিয়া মনে করে; অপদেবতা যেন গৃহের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে; কাজেই তাহার অগোচরে পলায়ন করিবার জন্য ভিত্তিভেদ করিয়া যাইবার ব্যবস্থা।

‡ ইহাতে বোধ হয় যে মহামারীর সময় বাসগৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গেলে যে জীবন রক্ষা হইতে পারে, অতি প্রাচীন সময়েও লোকের এ সংস্কার ছিল।

§ জাতস্সরো—স্বাভাবিক সরোবর; দেবখাত।

স্থানেই আমার জন্ম হইয়াছে, এখানেই আমি বড় হইয়াছি, এখানেই আমার মাতা পিতা বাস করিয়া গিয়াছেন; এস্থান আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

অতঃপর গ্রীষ্মকাল উপস্থিত হইল, সেই সরোবরের সমস্ত জল শুকাইয়া গেল। বোধিসত্ত্ব যেখান হইতে মাটি তুলিয়া লইতেন, কচ্ছপ সেখানে এক গর্ত্ত করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব সেখান হইতে একদিন মাটি লইতে আসিলেন। তিনি বৃহৎ এক খণ্ড কুদ্দাল দ্বারা মৃত্তিকা খনন আরম্ভ করিলেন; তাহার আঘাতে কচ্ছপের পৃষ্ঠাস্থি ভগ্ন হইল; বোধিসত্ত্ব কুদ্দাল দ্বারা যেমন মৃত্তিকাপিণ্ড তুলিতে ছিলেন, কচ্ছপকেও এখন তেমনি ভাবে তুলিয়া গর্ত্তের উপরে ফেলিলেন। কচ্ছপ তখন দারুণ যন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া ভাবিল, 'হায়, আমি বাসস্থানের মায়া ত্যাগ করিতে পারি নাই বলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলাম।' সে নিম্নলিখিত দুইটী গাথা দ্বারা নিজের দুঃখ প্রকাশ করিল :—

হেথা জন্ম লভিলাম, হেথা বড় হইলাম,
অতি প্রিয় সেই হেতু এই সরোবর;
শুকাইয়া গেল বারি, তবু এরে নাহি ছাড়ি!
কর্দ্দম আশ্রয়ে থাকি ঢাকি কলেবর।
এবে কিন্তু সে কর্দ্দম নাশিল জীবন মম;
ছিলনা অন্যত্র মোর যাইতে শকতি।
হেরি মোর পরিণাম, হও নিজে সাবধান;
শুনহে ভার্গব, * তুমি আমার যুকতি :—
গ্রাম কিংবা বনভূমি, যেথা সুখ পাও তুমি,
সেই জন্মস্থান, সেই যোগ্য বাসস্থান;
প্রাণ যেথা রক্ষা পাবে, সেখানেই চলি যাবে;
না গেলে হইবে তব অতি অকল্যাণ।
নিতান্ত নির্ব্বোধ যারা, স্থানের মায়ায়
পৈতৃক আবাসে থাকি মৃত্যুমুখে যায়।

বোধিসত্ত্বের সহিত এইরূপ কথা বলিতে বলিতে কচ্ছপের প্রাণবিয়োগ হইল। বোধিসত্ত্ব তাহার মৃতদেহ লইয়া গিয়া সকল গ্রামবাসীকে এক স্থানে আনয়ন করিলেন এবং তাহাদিগকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত বলিলেন, "এই মৃত কচ্ছপটা দেখিতেছ; যখন অন্য সমস্ত মৎস্য ও কচ্ছপ মহানদীতে চলিয়া গিয়াছিল, তখন এ নিজের বাসস্থানের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া তাহাদের অনুগামী হয় নাই; আমি যে স্থান হইতে মৃত্তিকা খনন করি, সেখানে গিয়া, মৃত্তিকার মধ্যে শরীর প্রোথিত করিয়াছিল। আজ আমি মৃত্তিকা আনিতে গিয়া প্রকাণ্ড কুদ্দালের আঘাতে ইহার পৃষ্ঠাস্থি ভগ্ন করিয়াছিলাম, এবং গর্ত্ত হইতে কুদ্দাল দ্বারা যেরূপ মৃত্তিকা উত্তোলন করি, ঠিক সেই ভাবেই ইহাকে গর্ত্তের উপরে তুলিয়া ফেলিয়াছিলাম। এ নিজের কৃতকর্ম্ম স্মরণ করিয়া দুইটী গাথা দ্বারা নিজের দুঃখ প্রকাশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এইরূপে, নিজের বাসভূমির প্রতি অত্যন্ত আসক্তিবশতঃই, এ জীবলীলা সংবরণ করিল। সাবধান, তোমরা কেহই এ কচ্ছপের ন্যায় আচরণ করিও না। আমার রূপ দেখিবার জন্য চক্ষু আছে, শব্দ শুনিবার জন্য কর্ণ আছে, গন্ধ অনুভব করিবার জন্য নাসিকা আছে, রস আস্বাদ করিবার জন্য জিহ্বা আছে, স্পর্শ করিবার জন্য ত্বক্‌ আছে, আমার পুত্র আছে, কন্যা আছে, আমার দাসদাসী ও অন্যান্য পরিজন আছে, আমার সুবর্ণ আছে, এইরূপ ভাবিয়া কখনও তৃষ্ণাবশতঃ এই সকল বিষয়ে আসক্ত হইও না। প্রাণিমাত্রেই ত্রিবিধ জীবন ভোগ

* 'ভার্গব' কুম্ভকাররূপী বোধিসত্ত্বের নাম।

করে।"* এইরূপে বোধিসত্ত্ব বুদ্ধোচিত কৌশলের সহিত সেই সমবেত বৃহৎ জনসঙ্ঘকে উপদেশ দিলেন। এই উপদেশ সমস্ত ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত হইয়া সপ্ত সহস্র বৎসর বলবান্ ছিল। সমস্ত লোকেও বোধিসত্ত্বের উপদেশ মত চলিয়া এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া পরিণামে স্বর্গগামী হইয়াছিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ বুঝাইয়া দিলেন ; তাহা শুনিয়া সেই কুলপুত্র স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইল।
সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই কচ্ছপ এবং আমি ছিলাম সেই কুম্ভকার।]

১৭৯—শতধর্ম্মা-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে একবিংশতিবিধ অবৈধ উপায়-সম্বন্ধে † এই কথা বলিয়াছিলেন। কোন সময়ে বহু ভিক্ষু বৈদ্যকর্ম্ম, দৌত্য, বার্ত্তাবহন, পদাতিকত্ব, পিণ্ডপ্রতিপিণ্ড ‡ প্রভৃতি একবিংশতিবিধ নিষিদ্ধ উপায়ে জীবনধারণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সাকেত-জাতকে (২৩৭) এই সকল নিষিদ্ধ উপায়ের সবিস্তর বিবরণ প্রদত্ত হইবে। §

ভিক্ষুরা এরূপ নিষিদ্ধ উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন, ইহা জানিতে পারিয়া শাস্তা বিবেচনা করিলেন, 'বহু ভিক্ষু অসদুপায়ে জীবন ধারণ করিতেছে, যাহারা এই ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা দেহান্তে হয় যক্ষ বা প্রেত হইবে, নয় ধুরবাহী গো হইবে বা নরকে জন্মগ্রহণ করিবে। ইহাদের হিতকামনায় ও সুখ কামনায় একবার এমন ধর্ম্মদেশনা আবশ্যক যেন সহজেই ইহারা তাহার উদ্দেশ্য ও অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ভিক্ষুদিগকে সমবেত করাইয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা কখনও একবিংশতিবিধ নিষিদ্ধ উপায় দ্বারা স্ব স্ব প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিও না। নিষিদ্ধ উপায়ে লব্ধ অন্ন উত্তপ্ত লৌহগোলকসদৃশ। ইহা হলাহলের ন্যায় অনিষ্টকর। যাঁহারা বুদ্ধ ও প্রত্যেক বুদ্ধদিগের শ্রাবক, তাঁহারা সকলেই এই সমস্ত নিষিদ্ধ উপায় অতীব গর্হিত ও হীন বলিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি নিষিদ্ধ উপায়ে অন্নলাভ করে, তাহার মুখে হাস্য দেখা যায় না, অন্তঃকরণে স্ফূর্ত্তি থাকেনা। আমার শাসনে থাকিয়া এবংবিধ নিষিদ্ধ উপায়ে অন্নলাভ করা চণ্ডালের উচ্ছিষ্টভোজন সদৃশ। শতধর্ম্মা নামক ব্রাহ্মণকুমার চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া যে দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল, নিষিদ্ধোপায়লব্ধ অন্নগ্রহণ করিলে তোমরাও সেইরূপ দুর্দ্দশায় পড়িবে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর একদিন কোন কারণে তিনি একটা পাত্রে কিছু পাথেয় তণ্ডুল ¶ লইয়া পথ চলিতেছিলেন।

তৎকালে বারাণসীতে কোন বিপুলবিত্তশালী উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে শতধর্ম্মা নামে এক ব্রাহ্মণকুমার ছিল। সেও কোন কারণে উক্ত সময়ে ঐ পথ দিয়া যাইতেছিল; কিন্তু তাহার সঙ্গে তণ্ডুল বা কোন অন্নপাত্র ছিলনা। বোধিসত্ত্বের সহিত ব্রাহ্মণকুমারের এক

* অর্থাৎ কামলোকে, রূপলোকে ও অরূপলোকে।

† "একবিসতিবিধং অনেসনং'। অনেসন=(অনেষণ) অবৈধ, বিধিবিরুদ্ধতা। এই একুশটী কি কি তাহা স্থির করিতে পারিলাম না।

‡ পিণ্ডপ্রতিপিণ্ড অর্থাৎ ভিক্ষালব্ধ অন্নের বিনিময়। সময়ে সময়ে ভিক্ষুরা ভিক্ষাচর্য্যার কষ্ট কমাইবার জন্য দুই তিন জনে মিলিয়া পরস্পরের মধ্যে এরূপ ব্যবস্থা করিতেন যে, এক এক দিন এক এক জন ভিক্ষায় যাইতেন। তিনি ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইতেন, অপরে বিহারে বসিয়া থাকিয়াও সে দিন তাহার অংশ লাভ করিতেন। এইরূপ ভিক্ষা-বিনিময় শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ ছিল।

§ সাকেত জাতকে কিন্তু কোন সবিস্তর বিবরণ নাই। উহাতে শুদ্ধ প্রথম সাকেত-জাতকের (৬৮) উল্লেখ দেখা যায়।

¶ 'পাথেয় তণ্ডুল' বলিলে ভাত কিংবা চিড়া মুড়ি এইরূপ কিছু বুঝাইবে। শেষে কিন্তু ভাতেরই উল্লেখ দেখা যায়।

প্রান্তে রাজপথে দেখা হইল। ব্রাহ্মণকুমার বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোন্ জাত্?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "আমি চণ্ডাল" এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ জাত্?" সে উত্তর দিল, "আমি উদীচ্য ব্রাহ্মণ। তোমাকে পাইয়া ভালই হইল; চল আমরা এক সঙ্গে যাই।" অনন্তর তাঁহারা দুইজনে একসঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রাতরাশের সময় উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব একস্থানে নির্ম্মল জল দেখিয়া সেখানে উপবেশন করিলেন, হাত ধুইয়া পাত্র খুলিয়া বলিলেন, "খাইবে, এস"। ব্রাহ্মণকুমার বলিল, "তবে রে বেটা চাঁড়াল! তোর ভাত আমি খাইতে যাইব কেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ, নাই খাইলে।" অনন্তর পাত্রের অন্ন উচ্ছিষ্ট না করিয়া তিনি একটা পাতায় নিজের যতটা আবশ্যক সেই পরিমাণ লইলেন, আহারান্তে জল খাইলেন ও হাত পা ধুইলেন এবং অন্নপাত্রটী হস্তে লইয়া বলিলেন, "তবে উঠ ঠাকুর, এখন যাওয়া যাউক।" অনন্তর তাঁহারা আবার পথ চলিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন পথ হাটিয়া দুইজনে সায়ংকালে একস্থানে নির্ম্মল জল দেখিয়া তাহাতে স্নান করিলেন এবং তীরে উঠিয়া বোধিসত্ত্ব এক পরিষ্কৃত স্থানে বসিয়া পাত্র খুলিয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন; এবার তিনি ব্রাহ্মণকুমারকে খাইতে অনুরোধ করিলেন না। ব্রাহ্মণকুমার কিন্তু সমস্ত দিন পর্য্যটন করিয়া পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল, ক্ষুধার জ্বালায় তাহার পেট পুড়িয়া যাইতেছিল। সে বোধিসত্ত্বের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল, "এ লোকটা এখন যদি আবার অন্ন দিতে চায়, তাহা হইলে খাই।" কিন্তু বোধিসত্ত্ব কোন কথাই বলিলেন, না, নীরবে ভোজন করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণকুমার ভাবিল, "চাঁড়াল বেটা কোন কথা না বলিয়া সমস্ত অন্নই খাইয়া ফেলিল। এখন দেখিতেছি, কিছু চাহিয়া না লইলে চলিবে না। যাহা দিবে তাহার উপরের ভাতগুলি ইহার স্পর্শদোষে অপবিত্র হইয়াছে বলিয়া ফেলিয়া দিব, ভিতরে যাহা থাকে তাহা খাইব।" অনন্তর ক্ষুধার তাড়নে সে তাহাই করিল— চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাইল। কিন্তু উহা উদরস্থ হইবার পরেই তাহার মনে হইল, 'হায়, কি করিলাম, আজ নিজের জাতি, গোত্র, বংশ সকলের মুখে কালি দিলাম। ছি! ছি! চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাইলাম!' তখন তাহার ভয়ানক নির্ব্বেদ জন্মিল, সে ভুক্ত অন্নের সহিত রক্ত বমন করিয়া ফেলিল, "হায়, আমি তুচ্ছ দুটা অন্নের লোভে আজ কি গর্হিত কাজই করিলাম" এইরূপে পরিদেবন করিতে লাগিল এবং নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

মুষ্টিমাত্র অন্ন, তাহাও উচ্ছিষ্ট,
অনিচ্ছায় তাহা দিল;
বিপ্রবংশে জন্মি খাই আমি তাহা—
তাও পেটে না রহিল।

এইরূপে পরিদেবন করিতে করিতে ব্রাহ্মণকুমার স্থির করিল, "যখন এমন গর্হিত কাজ করিয়াছি, তখন এ প্রাণ আর রাখিব না।" সে অরণ্যে চলিয়া গেল, যতদিন জীবিত রহিল কাহাকেও মুখ দেখাইল না এবং শেষে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

[শাস্তা এইরূপে অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, ব্রাহ্মণকুমার শতধর্ম্মা চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া 'অখাদ্য খাইলাম' এই জ্ঞানে অনুতপ্ত হইয়াছিল, তাহার মুখে হাস্য ছিলনা, মনে স্ফূর্ত্তি ছিলনা। সেইরূপ, যাহারা আমার শাসনে প্রব্রজ্যাগ্রহণের পর নিষিদ্ধ উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ ও চীবরাদি উপকরণ ভোগ করিবে, তাহারা বুদ্ধগর্হিত নিন্দিত ও গর্হিত উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ-হেতু চিরদিন ম্রিয়মাণ ও স্ফূর্ত্তিহীন রহিবে।" অনন্তর তিনি অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

ধর্ম্মপথ পরিহরি অধর্ম্মের পথে চরি
করে যেবা জীবন ধারণ,
লব্ধ দ্রব্য ভোগ করি সুখের কণিকামাত্র
কভু নাহি পায় সেইজন।
তার সাক্ষী শতধর্ম্মা, কুলধর্ম্ম পরিহরি,
চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট খাইল;
সেই পাপে পরিণামে পুড়ি অনুতাপানলে
বনে গিয়া প্রাণ ত্যেজিল।

অতঃপর শাস্তা সত্য চতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহু ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই চণ্ডালপুত্র।]

১৮০—দুর্দ্দদজ্জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে গণদান-সম্বন্ধে † এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় একবার শ্রাবস্তী-বাসী সম্ভ্রান্তকুলজাত দুই বন্ধু চাঁদা তুলিয়া দানের জন্য ভিক্ষু-ব্যবহার্য্য পাত্রচীবরাদি সর্ব্ববিধ দ্রব্য সঙ্গ্রীভূত করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষুসঙ্ঘকে নিমন্ত্রণপূর্ব্বক সপ্তাহকাল মহাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছিল যে সপ্তম দিনে ভিক্ষুদিগকে তাঁহাদের ব্যবহার্য্য সর্ব্ববিধ দ্রব্য প্রদত্ত হইবে। ঐ দিন দাতাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তিনি শাস্তাকে প্রণাম করিয়া এবং একান্তে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ভদন্ত, এই দান-কর্ম্মে কেহ বহু অর্থ দিয়াছে; কেহ বা অল্প দিয়াছে, কিন্তু দানের ফল যেন সকলেই তুল্যরূপে পায়।" এই প্রার্থনা করিয়া তিনি দানক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, তোমরা বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে এই সমস্ত দান করিয়া মহাপুণ্যের কাজ করিলে। পুরাকালে পণ্ডিতেরাও বহুদান করিয়াছিলেন এবং এইরূপেই দানক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্ববিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ না করিয়া ঋষি-প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক ঋষিকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন এবং হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন।

দীর্ঘকাল হিমবন্তে বাস করিবার পর বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্ল সেবনার্থ জনপদে বিচরণ করিতে করিতে একদা বারাণসীতে উপনীত হইলেন এবং রাজকীয় উদ্যানে অবস্থিতি করিয়া পরদিন ভিক্ষাচর্য্যার্থ অনুচরবর্গসহ নগরদ্বারের বাহিরে কোন গ্রামে প্রবেশ করিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দিল। তৃতীয় দিনে বোধিসত্ত্ব বারাণসী নগরে ভিক্ষা করিতে গেলেন। নগরবাসীরা অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দিল এবং দলে দলে চাঁদা তুলিয়া ঋষিদিগকে মহাদান দিবার আয়োজন করিল। এখন তোমাদের অগ্রণী যে কথা বলিলেন, তখন তাহাদের অগ্রণীও দানীয় দ্রব্য নিবেদন করিবার সময় সেইরূপ বলিয়াছিলেন। তাহাতে বোধিসত্ত্ব উত্তর দিয়াছিলেন, "ভাই, যেখানে চিত্তপ্রসাদ আছে, সেখানে কোন দানই অল্প হইতে পারে না।" অনন্তর দান অনুমোদন করিবার সময় তিনি এই গাথা দুইটী বলিয়াছিলেন :—

---

* প্রথম গাথার প্রথম শব্দ 'দুদ্দদং' হইতে এই জাতকের নাম হইয়াছে। টীকাকার, 'দুদ্দদ' শব্দের 'দান' এই অর্থ করিয়াছেন, কারণ কৃপণেরা দানে কাতর।

† গণদান—অর্থাৎ দুই বা ততোধিক লোকে একত্র (চাঁদা তুলিয়া) যে দান করে।

সাধুজন যেই পথে করে বিচরণ,
অসতের গম্য তাহা নহে কদাচন।
সাধু যথা করে দান, কিংবা ধর্ম্ম অনুষ্ঠান,
অসতে সেরূপ কভু পারে না করিতে,
দান-জাত ফল তারা না পারে লভিতে।

সাধু আর অসাধুর হয় এ কারণ
দেহ-অন্তে ভিন্ন ভিন্ন পথেতে গমন।
ভুঞ্জিতে অশেষ সুখ সাধু স্বর্গে যায়,
অসাধু নরকে পড়ি করে হায় হায়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে অনুমোদন করিয়া বর্ষার চারি মাস সেখানেই বাস করিলেন এবং বর্ষান্তে হিমবন্তে ফিরিয়া গেলেন। সেখানে তিনি ধ্যানস্থ হইলেন এবং ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল সেই সকল ঋষি, এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

১৮১—অসদৃশ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মহাভিনিষ্ক্রমণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন,—"ভিক্ষুগণ। তথাগত যে কেবল এজন্মেই মহাভিনিষ্ক্রমণ করিয়াছেন তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি শ্বেতচ্ছত্র পরিহার পূর্ব্বক নিক্রান্ত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন,—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর জঠরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মহিষী সুপ্রসবা হইবার পর বালকের নামকরণ-দিবসে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল 'অসদৃশ-কুমার'। বোধিসত্ত্ব যখন ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে শিখিলেন, তখন মহিষী আবার অপর এক পুণ্যবান্ সত্ত্বকে গর্ভে ধারণ করিলেন। এবারও তিনি সুপ্রসবা হইলেন, এবং নামকরণ-দিবসে নবজাত পুত্রটীর 'ব্রহ্মদত্ত কুমার' এই নাম রাখা হইল।

অসদৃশ-কুমার ষোড়শবর্ষে উপনীত হইয়া বিদ্যাশিক্ষার্থ তক্ষশিলায় গমন করিলেন। সেখানে তিনি এক সুবিখ্যাত আচার্য্যের শিষ্য হইয়া তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যা * আয়ত্ত করিলেন এবং ধনুর্ব্বেদে অসাধারণ নৈপুণ্যলাভ করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত মৃত্যুকালে বলিয়া গেলেন, 'অসদৃশ কুমার রাজপদ এবং ব্রহ্মদত্ত কুমার ঔপরাজ্য পাইবেন।' রাজার অমাত্যেরা অসদৃশ কুমারকে রাজপদ দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন, 'রাজ্যে আমার কোন প্রয়োজন নাই।' কাজেই ব্রহ্মদত্ত কুমার রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। অসদৃশ-কুমার যশের আকাঙ্ক্ষা করিতেন না; কোন বিষয়েই তাঁহার কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না।

কনিষ্ঠ রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, জ্যেষ্ঠও রাজোচিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজভৃত্যেরা ক্রমশঃ বোধিসত্ত্বকে রাজার বিরাগভাজন করিতে লাগিল; তাহারা বলিত, "অসদৃশ-কুমার রাজপদের প্রার্থী।" তাহাদের কথা বিশ্বাস করিয়া রাজার মন ভাঙ্গিয়া গেল;

---

* সচরাচর বিদ্যাস্থান চৌদ্দটী বলিয়া প্রসিদ্ধ:—অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ। ইহার সঙ্গে উপবেদ ৪টী অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ এবং অর্থশাস্ত্র (কিংবা স্থাপত্যবেদ ও শিল্পশাস্ত্র) যোগ করিলে ১৮টী পাওয়া যায়। 'তিন বেদ' অষ্টাদশ বিদ্যারই অন্তর্ভূত।

তিনি ভ্রাতাকে বন্দী করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। বোধিসত্ত্বের একজন অনুচর এই ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়া যথাসময়ে তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। ইহাতে বোধিসত্ত্ব কনিষ্ঠের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য এক রাজার অধিকারে চলিয়া গেলেন। তিনি তত্রত্য রাজাকে সংবাদ দিলেন, "একজন ধনুর্দ্ধর আসিয়া আপনার দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন।" রাজা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, "সে কত বেতন চায়?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন "প্রতিবৎসর লক্ষমুদ্রা।" রাজা আদেশ দিলেন, "বেশ, তাহাই দেওয়া যাইবে; তাহাকে আসিতে বল।"

অসদৃশ কুমার রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন "তুমিই কি ধনুর্দ্ধর?" অসদৃশকুমার বলিলেন,—"হাঁ মহারাজ!" "বেশ; তুমি এখন হইতে আমার কাজে প্রবৃত্ত হও।" অসদৃশ-কুমার ধনুর্দ্ধরের পদ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু তাঁহার বেতনের পরিমাণ জানিতে পারিয়া রাজার প্রাচীন ধনুর্দ্ধরেরা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহারা বলিত, "লোকটা বড় বেশী বেতন পাইতেছে।"

একদিন রাজা উদ্যানদর্শনে গেলেন। একটা আম্রবৃক্ষের মূলে মঙ্গল-শিলাপট্টের নিকট পর্দ্দা খাটান ছিল। তিনি সেখানে মহার্হ শয্যায় অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বৃক্ষের অগ্রভাগে এক থলো আম * দেখিতে পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'ফল গুলি এত উচ্চে আছে যে কেহ ওখানে উঠিয়া পাড়িতে পারিবে না।' অনন্তর তিনি ধনুর্দ্ধরদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমরা তীরদ্বারা ছেদন করিয়া ঐ আম্রপিণ্ডটা পাড়িতে পার কি?' তাহারা বলিল, "মহারাজ! এ যে আমাদের পক্ষে বড় কঠিন কাজ তাহা নহে; আপনিও বহুবার স্বচক্ষে আমাদের শরনিক্ষেপ-নৈপুণ্য দেখিয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি যে ধনুর্দ্ধর আসিয়াছেন, তিনি আমাদের অপেক্ষা বহু অধিক বেতন পান; অতএব বোধ হয়, মহারাজ, তাঁহাদ্বারাই ফলগুলি পাড়াইতে পারিবেন।"

এই কথা শুনিয়া রাজা অসদৃশ কুমারকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে, তুমি ঐ ফল গুলি পাড়িতে পারিবে কি?" অসদৃশ কুমার বলিলেন, "মহারাজ, যদি দাঁড়াইবার জন্য উপযুক্ত স্থান পাই তাহা হইলে পারিব।" "কোথায় দাঁড়াইতে চাও?" "যেখানে আপনার শয্যা রহিয়াছে।" রাজা তখনই শয্যা সরাইয়া তাঁহার জন্য উপযুক্ত স্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

বোধিসত্ত্বের ধনু তখন তাঁহার হস্তে ছিল না; তিনি উহা পরিচ্ছদের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়া যাতায়াত করিতেন। কাজেই তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমার জন্য একটা পর্দ্দার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিন। "করিতেছি" বলিয়া রাজা তখনই পর্দ্দা আনাইয়া তাহা সেখানে খাটাইলেন। বোধিসত্ত্ব তখন পর্দ্দার আড়ালে গিয়া শ্বেতবর্ণ বহির্ব্বাস ত্যাগ করিলেন, রক্তবস্ত্র ও কটিবন্ধ † পরিধান করিলেন, আর একখানি রক্তবস্ত্র দ্বারা পেট বান্ধিলেন, চামড়ার থলি ‡ হইতে সন্ধিযুক্ত খড়্গ বাহির করিলেন, উহা কটিবন্ধের সহিত বামদিকে বদ্ধ করিলেন, সুবর্ণরঞ্জিত কঞ্চুক পরিধান করিলেন, পৃষ্ঠোপরি তূণীর § রাখিলেন, মেষশৃঙ্গ-নির্ম্মিত সন্ধিযুক্ত মহাধনু গ্রহণ করিলেন ¶, তাহাতে প্রবালবর্ণ জ্যা আরোপণ করিলেন, মস্তকে উষ্ণীষ

* অম্বপিণ্ডি (আম্রপিণ্ড বা আম্রস্তবক)।

† মূলে 'কচ্ছং বন্ধিত্বা' আছে। 'কচ্ছ' কটিবন্ধন হইতে পারে, কাছাও হইতে পারে। শেষের অর্থে 'কোমর বান্ধিয়া' বা মালকাছা পরিয়া, বুঝা যাইতে পারে।

‡ মূলে 'পসিব্বকতো' আছে। প্রসেবক—থলি (bag); চর্ম্মপ্রসেবক=চামড়ার ব্যাগ।

§ মূলে 'চাপনালি', আছে। এখনও দেখা যায় লোকে বাঁশের পাবে তীর রাখিয়া থাকে।

¶ ইলিয়ডে দেখা যায় গ্রীকেরা আইবেক্স্ (ibex) নামক এক প্রকার পার্ব্বতীয় ছাগের শৃঙ্গে চাপ নির্ম্মাণ করিতেন। ধনুঃ, খড়্গ প্রভৃতি অনেক সময়ে সন্ধিযুক্ত থাকিত। যুদ্ধের সময় পর্ব্বগুলি যুড়িয়া লওয়া হইত; অন্য সময়ে খুলিয়া শস্ত্রখানি ছোট করিয়া থলির মধ্যে রাখা হইত।

পরিধান করিলেন, তীক্ষ্ণ শরগুলি নখদ্বারা ঘুরাইতে লাগিলেন এবং পর্দ্দাটা তুলিয়া, বিদীর্ণ ভূগর্ভোত্থিত সালঙ্কার নাগকুমারবৎ আবির্ভূত হইয়া শরনিক্ষেপ স্থানে গমন করিলেন। তিনি ধনুকে শরস্থাপন করিয়া রাজাকে বলিলেন, "মহারাজ! শর যখন উর্দ্ধে উঠিবে, তখনও ঐ আম্রপিণ্ড কাটা যাইতে পাবে, আবাব শব যখন নিম্নে পড়িবে তখনও কাটা যাইতে পারে। আপনি উহা কি ভাবে কাটাইতে ইচ্ছা কবেন বলুন।" বাজা বলিলেন,—"বৎস! শর উর্দ্ধে উঠিবার সময় লক্ষ্য কাটিয়া পাড়িয়াছে ইহা আমি পূর্ব্বে অনেকবাব দেখিয়াছি, কিন্তু নিম্নে পড়িবার সময়ও যে এরূপ করিতে পাবে তাহা কখনও দেখি নাই। অতএব তুমি নিম্নপাতন-ক্রমেই নৈপুণ্য প্রদর্শন কব।" "মহারাজ! এই শব অতি উর্দ্ধে উঠিবে; ইহা চতুর্ম্মহাবাজদিগের * ভবন পর্য্যন্ত গিয়া সেখান হইতে আপনিই অবতরণ করিবে; আপনাকে ইহার অবতরণ কাল পর্য্যন্ত দয়া কবিয়া এখানে অপেক্ষা কবিতে হইবে।" রাজা বলিলেন, "বেশ, তাহাই করিব।" তখন অসদৃশ-কুমাব আবাব বলিলেন, "মহাবাজ! এই শব উর্দ্ধে উঠিবার সময় আম্রপিণ্ডের বৃন্তটীব ঠিক মধ্যভাগ বেধ কবিয়া যাইবে; আব যখন অবতরণ কবিবে, তখন কেশাগ্র মাত্রও এদিকে ওদিকে না গিয়া ঠিক সেই রন্ধ্র দিয়া পডিবে এবং পডিবাব সময় আম্রপিণ্ডটা গ্রহণ কবিয়া ভূতলে আসিবে। এখন অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখুন।" ইহা বলিয়া অসদৃশ-কুমার সবেগে শর নিক্ষেপ করিলেন; উহা আম্রপিণ্ডের বৃন্তটাব ঠিক মধ্যভাগ বেধ কবিয়া উর্দ্ধে উঠিল। বোধিসত্ত্ব যখন বুঝিলেন যে উহা চতুর্ম্মহারাজের ভবন পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, তখন তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে আবও একটী শব নিক্ষেপ কবিলেন। এই শবটা প্রথম শরের পুঙ্খে আঘাত করিয়া উহাকে ফিবাইয়া দিল এবং নিজে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ পর্য্যন্ত উত্থিত হইল। সেখানে দেবতাবা উহাকে ধবিয়া রাখিয়া দিলেন।

এদিকে প্রথম শবটা বায়ু ভেদ করিয়া পড়িবাব সময় বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দ হইতে লাগিল। সমবেত জনসঙ্ঘ তাহা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কিসের শব্দ?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "যে শরটা ফিবিয়া আসিতেছে, উহা তাহারই শব্দ।" তখন সকলেবই ভয় হইল পাছে উহা তাহাদেব শবীরে আসিয়া পড়ে। বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে মহাভীত দেখিয়া আশ্বাস দিলেন, "তোমাদের কোন ভয় নাই। আমি ঐ শরটাকে ভূমিতে পড়িতে দিব না।"

পতনশীল শরটা কেশাগ্র মাত্র ব্যতিক্রম না করিয়া নিম্নাভিমুখে আসিতে লাগিল এবং আম্রপিণ্ডের বৃন্তটীকে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু অধিক পবিমাণে কাটিল। বোধিসত্ত্ব তখন এক হস্তে শরটা এবং অপর হস্তে আম্রপিণ্ডকে ধরিয়া ফেলিলেন। কাজেই ফলগুলি এবং শরটা ভূতলে পডিতে পারিল না। উপস্থিত জনসঙ্ঘ এই বিস্ময়কব কার্য্য দেখিয়া ধন্য ধন্য কবিতে লাগিল এবং বলিল, "আমরা জীবনে কখনও এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড দেখি নাই।" তাহারা শতমুখে বোধিসত্ত্বের প্রশংসা কবিতে লাগিল; আনন্দের বেগে মহা কল ধ্বনি করিয়া উঠিল, অঙ্গুলি ছোটন করিতে লাগিল এবং শত শত বস্ত্রখণ্ড আকাশে দোলাইতে লাগিল। তাহাবা বোধিসত্ত্বকে যে ধন দান কবিল, তাহার পরিমাণ প্রায় এক কোটি হইবে। বাজাও তাঁহার উপর দান বর্ষণ করিলেন। এইরূপে বোধিসত্ত্ব বিপুল ধন ও মহাযশ প্রাপ্ত হইলেন।

বোধিসত্ত্ব যখন এইরূপ রাজসম্মান ভোগ করিয়া সেখানে বাস করিতেছিলেন, তখন বারাণসী রাজ্যের ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইল। 'অসদৃশ-কুমার এখন বারাণসীতে নাই' এই সুবিধা দেখিয়া সাতজন রাজা আসিয়া ঐ নগব অবরোধ করিলেন এবং ব্রহ্মদত্ত কুমারকে

* চতুর্ম্মহারাজ—বৌদ্ধদিগের লোকপাল। উত্তরে ধৃতরাষ্ট্র, দক্ষিণে বিরূঢ়ক, পশ্চিমে বিরূপাক্ষ এবং পূর্ব্বে বৈশ্রবণ।

পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, "হয় যুদ্ধ কর, নয় রাজ্য ছাড়িয়া দাও।" ব্রহ্মদত্ত কুমার মরণভয়ে ভীত হইয়া অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার জ্যেষ্ঠ এখন কোথায় আছেন?" এবং যখন শুনিলেন তিনি কোন সামন্তরাজের ধনুর্দ্ধর-পদ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন দূতদিগকে বলিলেন, "দাদা না আসিলে আমার প্রাণ রক্ষার উপায় নাই, তোমরা এখনই যাও; আমার হইয়া তাঁহার পায়ে পড় গিয়া; ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।" দূতেরা তাঁহার আদেশানুসারে বোধিসত্ত্বের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। বোধিসত্ত্ব তখন সেই রাজার নিকট বিদায় লইয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন এবং "কোন ভয় নাই" বলিয়া ব্রহ্মদত্তকুমারকে আশ্বাস দিলেন। তিনি একটা শরের ফলকে এই অক্ষরগুলি ক্ষোদিত করাইলেন, "আমি অসদৃশ-কুমার ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি একটী মাত্র শর নিক্ষেপ করিয়া তোমাদের প্রাণ সংহার করিব। যাহারা প্রাণ রক্ষা করিতে চাও, তাহারা এখনই পলায়ন কর।" অনন্তর তিনি সেই শর নিক্ষেপ করিলেন। তখন উক্ত সাতজন রাজা একটা স্বর্ণপাত্রে এক সঙ্গে ভোজন করিতেছিলেন; শরটা গিয়া ঠিক সেই পাত্রের উপর পড়িল। তাঁহারা ঐ উৎকীর্ণ লিপি পাঠ করিয়া সকলেই মরণভয়ে সে স্থান হইতে পলায়ন করিলেন।

মহাসত্ত্ব এইরূপে আততায়ী সাতজন রাজাকে দূরীভূত করিলেন; ক্ষুদ্র একটী মক্ষিকায় যে রক্তটুকু পান করিতে পারে, তাঁহাকে সে টুকু পর্য্যন্ত পাত করিতে হইল না! অনন্তর কনিষ্ঠের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি সর্ব্ববিধ কাম পরিত্যাগ করিলেন, ঋষি-প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! অসদৃশ কুমার সাতজন রাজাকে পরাভূত করিয়া ও সংগ্রামজয়ী হইয়া শেষে নিজে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি অভিসম্বুদ্ধ হইয়া এই গাথা দুইটী বলিলেন:—

রাজপুত্র, ধনুর্দ্ধর, অসদৃশ বীরবর
দূরবেধী, অব্যর্থসন্ধান,
বজ্রসম বাণ যাঁর দেখি মহারথিগণ
প্রাণভয়ে পলাইয়া যান।

দমিলেন শত্রুগণে নাহি বধি একজনে,
ধন্য ধনুর্ব্বেদশিক্ষা তাঁর,
সোদরে নিঃশঙ্ক করি দিব্যজ্ঞান পরিশেষে
লভিলেন ছাড়িয়া সংসার।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই অনুজ এবং আমি ছিলাম সেই অগ্রজ।]

১৮২—সংগ্রামাবচর-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে স্থবির নন্দের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। (বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর) শাস্তা যখন প্রথমে কপিলবস্তুতে প্রতিগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজপুত্র নন্দকে † প্রব্রজ্যা দান করেন এবং তৎপরে কপিলবস্তু হইতে বাহির হইয়া যথাসময়ে শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া যান ও সেখানে অবস্থিতি করেন। আয়ুষ্মান্ নন্দ যখন ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া তথাগতের সঙ্গে কপিলবস্তু হইতে নিক্রান্ত হইতেছিলেন, তখন জনপদকল্যাণী ‡ তাঁহার দর্শন প্রতীক্ষায় অর্দ্ধবিন্যস্তকেশে বাতায়নসমীপে দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আর্য্যপুত্র নন্দকুমার, আপনিও শাস্তার সহিত চলিলেন! আপনি শীঘ্রই যেন ফিরিয়া আসেন।" জনপদকল্যাণীর এই কথা স্মরণ করিয়া নন্দ নিয়ত

---

* সংগ্রাম—যুদ্ধ, যুদ্ধক্ষেত্র, অবচর—বাসস্থান। সংগ্রামাবচর = যে নিয়তই যুদ্ধক্ষেত্রে থাকে।

† গৌতমবুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা—গৌতমীর গর্ভজাত।

‡ এই রমণীর সহিত নন্দের বিবাহ হইবার কথা ছিল। বিবাহের রাত্রিতেই নন্দ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

বিষণ্ণ থাকিতেন; কিছুতেই তাঁহার স্ফূর্ত্তি ও রুচি দেখা যাইতনা, তাঁহার শরীর ক্রমশঃ পাণ্ডুবর্ণ হইল এবং ধমনিগুলি চর্ম্মের উপর ভাসিয়া উঠিল।

নন্দের এই দশা জানিতে পারিয়া শাস্তা স্থির করিলেন, 'নন্দকে অর্হত্বে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে হইবে।' তিনি নন্দের পরিবেণে গিয়া নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দ, এই শাসনে প্রবেশ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছ ত?" নন্দ উত্তর করিলেন, "ভদন্ত, আমার চিন্তা জনপদকল্যাণীতে নিবদ্ধ, সেই জন্য আমি সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছি না।" "নন্দ, তুমি কখনও হিমালয় প্রদেশে তীর্থদর্শন করিতে গিয়াছিলে কি?" "না, ভদন্ত, আমি সেখানে কখনও যাই নাই।" "তবে এখন চল না কেন?" "আমার ত ঋদ্ধিবল নাই, ভদন্ত। আমি সেখানে কিরূপে যাইব?" "আমিই তোমাকে নিজের ঋদ্ধিবলে সেখানে লইয়া যাইব।" ইহা বলিয়া শাস্তা নন্দের হস্ত ধারণ করিয়া আকাশমার্গে গমন করিলেন।

পথে একটা দগ্ধারণ্য ছিল। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, সেখানে একটা দগ্ধ বৃক্ষকাণ্ডের উপর এক মর্কটী বসিয়া আছে। তাহার নাসিকা ও লাঙ্গুল ছিন্ন, রোম দগ্ধ, চর্ম্ম ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত। শাস্তা বলিলেন, "নন্দ, ঐ মর্কটীটা দেখিতে পাইতেছ কি?" নন্দ বলিলেন, "হাঁ, ভদন্ত।" "বেশ করিয়া দেখিয়া রাখ।" অনন্তর তিনি নন্দকে লইয়া হিমালয়, ষষ্টিযোজন বিস্তীর্ণ মনঃশিলাতল, অনবতপ্তহ্রদ, সপ্তমহাসরোবর, পঞ্চমহানদী, * সুবর্ণপর্ব্বত, রজতপর্ব্বত, মণিপর্ব্বত এবং অন্যান্য শত শত রমণীয় স্থান প্রদর্শন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "নন্দ, তুমি কখনও ত্রয়স্ত্রিংশস্বর্গ দেখিয়াছ কি?" নন্দ বলিলেন, "না ভদন্ত, তাহা আমি কখনও দেখি নাই।" "আচ্ছা এস, আমি তোমাকে ত্রয়স্ত্রিংশভবন দেখাইতেছি।" অনন্তর তিনি নন্দকে লইয়া শক্রের পাণ্ডুবর্ণ শিলাসনে উপবেশন করিলেন। দেবরাজ শক্র উভয় দেবলোকের † দেবগণসহ সেখানে আগমন করিয়া তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সার্দ্ধদ্বিকোটি পরিচারিকা এবং পঞ্চশত কপোতপাদা ‡ অপ্সরাও আসিয়া শাস্তাকে প্রণিপাত করিয়া একপার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তার প্রভাবে আয়ুষ্মান্ নন্দ এই পঞ্চশত অপ্সরার দিকে পুনঃ পুনঃ সস্পৃহ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে নন্দ, এই কপোতপাদা অপ্সরাদিগকে দেখিতে পাইতেছ কি?" নন্দ উত্তর দিলেন "হাঁ ভদন্ত।" "বল দেখি ইহারাই সুন্দরী, না জনপদকল্যাণী সুন্দরী?" "জনপদকল্যাণীর তুলনায় সেই বিকলাঙ্গী মর্কটী যেরূপ, ইহাদের তুলনায় জনপদকল্যাণীও সেইরূপ।" "এখন তবে তুমি কি করিতে চাও?" "বলুন ত ভদন্ত, কি কর্ম্ম করিলে এইরূপ অপ্সরা লাভ করিতে পারা যায়?" "শ্রমণ-ধর্ম্ম পালন করিলে এইরূপ অপ্সরা লাভ করা যাইতে পারে।" "ভগবান্ যদি প্রতিভূ হন, তাহা হইলে আমি শ্রমণ-ধর্ম্মই পালন করিব।" "আচ্ছা, আমি প্রতিভূ হইলাম, তুমি শ্রমণ-ধর্ম্ম পালন কর।" দেবসঙ্ঘমধ্যে এইরূপে তথাগতের অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়া নন্দ বলিলেন, "তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? চলুন এখান হইতে,—আমি অতঃপর শ্রমণ-ধর্ম্ম পালন করিব।"

তখন শাস্তা তাঁহাকে লইয়া জেতবনে ফিরিয়া আসিলেন, নন্দও শ্রমণ-ধর্ম্ম পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। শাস্তা ধর্ম্মসেনাপতিকে ডাকিয়া বলিলেন, "সারিপুত্র, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ত্রয়স্ত্রিংশলোকে দেবগণের সভায় অপ্সরা-লাভের জন্য § আমার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছে।" অতঃপর একে একে তিনি মৌদ্গল্যায়ন, স্থবির মহাকাশ্যপ, স্থবির অনিরুদ্ধ, ধর্ম্মভাণ্ডাগারিক আনন্দ প্রভৃতি অশীতি মহাস্থবির এবং অন্যান্য বহু ভিক্ষুকেও এই কথা জানাইলেন। ধর্ম্মসেনাপতি স্থবির সারিপুত্র নন্দের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে নন্দ, তুমি নাকি ত্রয়স্ত্রিংশ লোকে অপ্সরা লাভ করিবার ইচ্ছায় শ্রমণ ধর্ম্ম পালন করিবে, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া দেবসভামধ্যে দশবলের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছ? যদি তাহা করিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার ব্রহ্মচর্য্য কি স্ত্রীভোগেচ্ছাসম্ভূত ও কামজনিত নহে? যদি তুমি শুদ্ধ রমণীর জন্য শ্রমণ-ধর্ম্ম পালন কর, তাহা হইলে তোমাতে এবং একজন বেতনভোগী ভৃত্যে কি পার্থক্য রহিল?" সারিপুত্রের কথায় নন্দ লজ্জিত হইলেন, তাঁহার কামানলও মন্দীভূত হইল। অশীতি মহাস্থবির এবং অপর সমস্ত ভিক্ষুও এইরূপে আয়ুষ্মান্ নন্দকে লজ্জা দিতে লাগিলেন। "আমি বড় অন্যায় কাজ করিয়াছি" ইহা ভাবিয়া নন্দের লজ্জা ও অনুতাপ জন্মিল, তিনি চিত্তের দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া অন্তর্দৃষ্টির বৃদ্ধিসাধনে যত্নবান্ হইলেন এবং পরিশেষে অর্হত্ত্ব লাভ

* মনঃশিলাতল—হিমবন্তের অংশবিশেষ। সপ্ত মহাসরোবরের জন্য প্রথম খণ্ডের ৩০০ম পৃষ্ঠ এবং পঞ্চ মহানদীর জন্য ৮৭ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। অনবতপ্ত সপ্ত মহাসরোবরেরই একটী।

† অন্তরীক্ষ ও স্বর্লোক।

‡ কপোতপাদা—সংস্কৃত ভাষাতেও এই শব্দ দেখা যায়। ইহার সার্থকতা কি তাহা বুঝা যায় না।

§ সংস্কৃত ভাষায় অপ্সরস্ ও অপ্সরা উভয় শব্দই দেখা যায়।

করিয়া শাস্তার নিকট গিয়া বলিলেন, "ভগবন্ আমি আপনাকে সেই প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্তি দিতেছি।" শাস্তা বলিলেন, "নন্দ, তুমি যদি অর্হত্ত্ব লাভ করিয়া থাক, তবেই আমি প্রতিশ্রুতি হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি।"

এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এসম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমাদের বন্ধু নন্দস্থবির উপদেশগ্রহণে এমনই পটু যে একবার মাত্র উপদেশ শুনিতে পাইয়াই তিনি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছেন এবং শ্রমণ-ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক অর্হত্ত্বলাভ করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও নন্দ উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব গজাচার্য্যকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর গজবিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং বারাণসীরাজের শত্রু অপর একজন রাজার রাজ্যে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি ঐ রাজার মঙ্গলহস্তীকে অতি যত্নসহকারে শিক্ষা দিতেন। অনন্তর ঐ রাজার ইচ্ছা হইল যে, বারাণসীরাজ্য গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে লইয়া মঙ্গলহস্তীতে আরোহণপূর্ব্বক সুবৃহৎ সেনাসহ বারাণসীতে গমন করিলেন এবং নগর অবরোধ করিয়া তত্রত্য রাজার নিকট পত্র পাঠাইলেন, "হয় যুদ্ধ করুন, নয় রাজ্যত্যাগ করুন।" ব্রহ্মদত্ত উত্তর দিলেন, "যুদ্ধই করিব।" তিনি প্রাকার, তোরণ, অট্টালক, গোপুর * প্রভৃতিতে বলবিন্যাসপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অবরোধকারী রাজা বর্ম্মাচ্ছাদিত হইয়া ও মঙ্গলহস্তীকে বর্ম্ম পরাইয়া তীক্ষ্ণ অঙ্কুশ গ্রহণপূর্ব্বক উহার স্কন্ধে আরোহণ করিলেন, এবং নগরদ্বার ভেদ করিয়া শত্রুর প্রাণনাশ এবং তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিবেন এই অভিপ্রায়ে হস্তীকে নগরাভিমুখে চালাইলেন। কিন্তু নগররক্ষকেরা উষ্ণ কর্দ্দম ও নানাপ্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে এবং যন্ত্রবলে বড় বড় পাষাণ ছুঁড়িতেছে দেখিয়া মঙ্গলহস্তী মরণভয়ে ভীত হইয়া অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, পশ্চাৎপদ হইল। ইহা দেখিয়া গজাচার্য্য তাহার নিকট গিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি বীর; যুদ্ধক্ষেত্রই তোমার বিচরণ-স্থান, এরূপ স্থান হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়া তোমার পক্ষে শোভা পায় না।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটী পাঠ করিলেন,—

'বলী তুমি, বীর্য্যবান্; তব বিচরণ স্থান
যুদ্ধক্ষেত্র, জানে সর্ব্বজনে,
তবে কেন, হে বারণ, পৃষ্ঠভঙ্গ এই ক্ষণ
দেও তুমি আসিয়া তোরণে?
কর স্তম্ভ ভূমিসাৎ অর্গল ভাঙ্গিয়া ফেল,
বিলম্ব না সয়, গজবর।
মস্তক-আঘাতে তুমি ভাঙ্গি ফেল দ্বার যত,
পশ শীঘ্র নগর ভিতর।

মঙ্গলহস্তী গজাচার্য্যের এই কথা শুনিল; তাহাকে ফিরাইবার জন্য দ্বিতীয়বার উপদেশ দিবার প্রয়োজন হইল না। সে স্তম্ভগুলি শুণ্ডদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক, সেগুলি যেন অহিচ্ছত্রক † মাত্র, এই ভাবে অবলীলাক্রমে উৎপাটিত করিল, অর্গলগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তোরণ ভূমিসাৎ করিল, নগরদ্বার ভেদ করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল এবং রাজ্য অধিকার করিয়া প্রভুকে দান করিল।

[সমবধান—তখন নন্দ ছিল সেই হস্তী, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই গজাচার্য্য।]

---

* অট্টালক = Watch tower। গোপুর = পুরদ্বার।

† ব্যাঙের ছাতা। এক প্রকার ব্যাঙের ছাতা বিষাক্ত বলিয়া বোধ হয় এই নামে অভিহিত হইয়াছে।

১৮৩—বালোদক-জাতক *

[শাস্তা জেতবনে পঞ্চশত উচ্ছিষ্টভোজীদিগের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। গৃহবাস করা ধর্ম্মচর্য্যার অন্তরায় মনে করিয়া শ্রাবস্তী নগরের পঞ্চশত উপাসক পুত্রকন্যাদিগের উপর সংসারের ভার দিয়া, শাস্তার ধর্ম্মদেশনা শ্রবণার্থ জেতবনে অবস্থিতি করিতেন এবং তাঁহার সঙ্গেই থাকিতেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ সকৃদাগামী, কেহ কেহ বা অনাগামী হইয়াছিলেন; কেহই পৃথগ্‌জন ছিলেন না।† যাহারা শাস্তাকে নিমন্ত্রণ করিত, তাহারা ইঁহাদিগকেও নিমন্ত্রণ করিত। দন্তকাষ্ঠ, মুখপ্রক্ষালনের জল, গন্ধমাল্য প্রভৃতি আনিয়া দিবার জন্য ইঁহাদিগের পঞ্চশত বালকভৃত্য ছিল। তাহারা ইঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিত। তাহারা প্রাতরাশের পর ঘুমাইত, তাহার পর অচিরবতী নদীর তীরে গিয়া মল্লদিগের ন্যায় ‡ ব্যায়ামে প্রবৃত্ত হইত এবং সেই সময়ে ভয়ানক চীৎকার করিত। কিন্তু তাহাদের প্রভু সেই পঞ্চশত উপাসক অতি শান্ত শিষ্ট ছিলেন, কোনরূপ গণ্ডগোল করিতেন না, নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসিতেন।

একদিন শাস্তা সেই উচ্ছিষ্টভোজীদিগের চীৎকার শুনিয়া স্থবির আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কিসের গোল।" আনন্দ বলিলেন, "ভদন্ত, উচ্ছিষ্টভোজীরা গণ্ডগোল করিতেছে।" "দেখুন, উচ্ছিষ্টভোজীরা যে এজন্মেই উচ্ছিষ্ট-ভোজনের পর এরূপ বিকট চীৎকার করে তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইহারা এইরূপই করিয়াছিল, আর এই উপাসকগণও যে শুধু এখনই এমন শান্তশিষ্ট তাহা নহে, পূর্ব্বজন্মেও ইহারা শান্তশিষ্ট ছিল।" অনন্তর আনন্দের অনুরোধক্রমে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর, তিনি রাজার অর্থ ধর্ম্ম উভয়েরই অনুশাসকের পদে নিযুক্ত হইলেন।§ একবার প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া রাজা ব্রহ্মদত্ত পঞ্চশত অশ্ব সজ্জিত করিবার আদেশ দিলেন এবং চতুরঙ্গৌহিণী সেনাসহ প্রত্যন্তপ্রদেশে গিয়া সেখানে শান্তিস্থাপন করিলেন। অতঃপর তিনি বারাণসীতে ফিরিয়া আসিলেন।

রাজধানীতে আসিয়া ব্রহ্মদত্ত আদেশ দিলেন, "দেখ, অশ্বগুলি বড় ক্লান্ত হইয়াছে। ইহাদিগকে কিছু সরস খাদ্য, কিছু দ্রাক্ষারস দাও।" ঘোটকগুলি সুগন্ধি রস পান করিল; তাহার পর অশ্বশালায় গিয়া স্ব স্ব স্থানে নীরব হইয়া রহিল।

ঘোটকদিগকে দ্রাক্ষারস দিবার পর, বহুপরিমাণ অন্নরসযুক্ত দ্রাক্ষাফলের ছোবড়া রহিয়া গেল। উহা দিয়া কি করা হইবে, রাজভৃত্যেরা রাজাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। রাজা আদেশ দিলেন, "ঐ সমস্ত পদার্থে জল মিশাইয়া মর্দ্দিত কর এবং ছাঁকনিতে ¶ ছাঁকিয়া, সেই রস, যে সকল গর্দ্দভ অশ্বের খাদ্য বহন করিয়াছিল, তাহাদিগকে পান করিতে দাও।" গর্দ্দভেরা এই জঘন্য রস পান করিল; পরে উন্মত্ত হইয়া রাজাঙ্গণের সর্ব্বত্র বিকট চীৎকার করিতে করিতে ছুটিল।

রাজা মহাবাতায়নের নিকট দাঁড়াইয়া এই কাণ্ড দেখিতেছিলেন; বোধিসত্ত্ব তাঁহার নিকটেই ছিলেন। রাজা বোধিসত্ত্বকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখুন দেখি, এই গাধাগুলি কষায় রস পান করিয়াই উন্মত্ত হইয়াছে এবং বিকট চীৎকার, ছুটাছুটি ও লাফালাফি

---

* বাল—চুল,—কেশনির্ম্মিত ছাকনি দিয়া রস ছাঁকিয়া গর্দ্দভদিগকে খাইতে দেওয়া হইয়াছিল।

† অর্থাৎ সকলেই মুক্তিপথের পথিক হইয়াছিলেন।

‡ তৎকালে মল্লনামে একটী জাতি ছিল। ডন ফেলা, কুস্তি করা প্রভৃতি ব্যায়ামে ইহাদের বিশেষ নৈপুণ্য ছিল। মল্লদেশের একটী নগরের নাম পাবা।

§ অর্থাৎ কি করিলে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং রাজার পুণ্যসঞ্চয় হয় তিনি সেই উপদেশ দিতেন।

¶ মূলে 'মকখি পিলোতিকাহি' এই পদ আছে, কিন্তু ইহার অর্থ ভাল বুঝা যায় না। হয়ত ইহা মক্ষিকা ইত্যাদি কীট পতঙ্গ ছাঁকিয়া লইবার জন্য বস্ত্রখণ্ড। পাঠান্তরে 'মকখি' শব্দের পরিবর্ত্তে 'মকচি' দেখা যায়। মকচি একপ্রকার শণ; ইহার পলিতা অর্থাৎ ছাঁকনি। পলিতার সাহায্যে দুধছাঁকা এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

করিতেছে। কিন্তু সৈন্ধবঘোটকগুলি উৎকৃষ্ট দ্রাক্ষারস পান করিয়াও নিঃশব্দে ও শান্তভাবে রহিয়াছে, কিছুমাত্র লাফালাফি করিতেছে না। ইহার কারণ কি বলুন ত?" ইহা বলিয়া রাজা নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী পাঠ করিলেন,—

অতি অল্পরসযুক্ত পরিস্রুত জল,
পান করি হয় মত্ত গর্দ্দভের দল,
রসের সারাংশ কিন্তু করিয়া গ্রহণ
সিন্ধু অশ্ব অপ্রমত্ত রয়েছে কেমন!

অতঃপর বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথায় ইহার কারণ ব্যাখ্যা করিলেন :—

নীচকুলে জন্ম যার, অল্পেই তাহার
হয়ে থাকে, মত্ততা, মনের বিকার।
উচ্চকুলে জাত যেই, ধুর্য্য ধুরন্ধর,
অপ্রমত্ত, নির্বিকার রহে নিরন্তর।
রসের সারাংশ যদি করে সে গ্রহণ,
তথাপি না দেখাইবে মত্ততা লক্ষণ।

রাজা বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া গর্দ্দভদিগকে অশ্বশালা হইতে দূর করাইয়া দিলেন এবং যাবজ্জীবন তাঁহার উপদেশানুসারে চলিয়া দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

[সমবধান—তখন এই পঞ্চশত উচ্ছিষ্টভোজী ছিল সেই পঞ্চশত গর্দ্দভ, এই পঞ্চশত উপাসক ছিল সেই পঞ্চশত উৎকৃষ্টজাতীয় অশ্ব, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম তাঁহার সেই পণ্ডিত অমাত্য।]

১৮৪—গিরিদত্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক বিপক্ষসেবী ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার অতীতবস্তু ইতঃপূর্ব্বে মহিলামুখ-জাতকে (২৬) বলা হইয়াছে। শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এ ব্যক্তি যে কেবল এখনই বিপক্ষসেবী হইয়াছে তাহা নহে, এ পূর্ব্বেও এইরূপ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে শ্যামরাজ নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহার অমাত্য-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার ধর্ম্মার্থানুশাসকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বারাণসীরাজের পাণ্ডব নামে এক মঙ্গলাশ্ব ছিল, গিরিদত্ত নামে এক খঞ্জ ইহার সহিসের কাজ করিত। গিরিদত্ত যখন উহার মুখরজ্জু ধরিয়া অগ্রে অগ্রে যাইত, তখন পাণ্ডব ভাবিত, এ বুঝি আমাকে কিরূপে চলিতে হইবে তাহা শিক্ষা দিতেছে। এই বিশ্বাসে সহিসের অনুকরণ করিতে করিতে অশ্বও খঞ্জ হইল। লোকে রাজাকে জানাইল, "মহারাজ, আপনার মঙ্গলাশ্ব খঞ্জ হইয়াছে।" রাজা অশ্ববৈদ্য পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা অশ্বের শরীরে কোন রোগ দেখিতে না পাইয়া রাজাকে জানাইল, 'আমরা উহার কোন রোগ দেখিলাম না।' তখন রাজা বোধিসত্ত্বকে প্রেরণ করিলেন, বলিয়া দিলেন, "বয়স্য, তুমি গিয়া ইহার কারণ নির্ণয় করিয়া আইস।" বোধিসত্ত্ব গিয়া বুঝিতে পারিলেন খঞ্জ অশ্বনিবন্ধিকের সংসর্গে থাকিয়াই অশ্বটা খঞ্জ হইয়াছে। সংসর্গ দোষেই এরূপ ঘটিয়াছে, রাজাকে ইহা বুঝাইয়া দিবার সময় তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

খঞ্জ গিরিদত্ত, তার সংসর্গে থাকিয়া
পাণ্ডব গিয়াছে নিজ প্রকৃতি ভুলিয়া,
তাহার চলন দেখি শিখেছে চলন;
বিনা রোগে খঞ্জ তাই হয়েছে এখন।

তখন রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বয়স্য, এখন কর্ত্তব্য কি?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "অবিকলাঙ্গ অশ্বনিবন্ধিক পাইলে মঙ্গলাশ্বটী পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, আবার সেইরূপ হইবে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

যেমন সুন্দর অশ্ব, অনুরূপ তার
অশ্ব নিবন্ধিক এক দিন্ নিয়োজিয়া।
মুখরজ্জু ধরি সেই চালনা ইহার
করুক কয়েক দিন; তুরগমণ্ডলে
ঘুরাইয়া চক্রে চক্রে প্রদর্শন এরে
করুক সে কিরূপে মঙ্গল অশ্ব চলে।
তাহ'লে, রাজন্, শীঘ্র যাইবে ভুলিয়া
মঙ্গলাশ্ব খঞ্জভাব, অনুসরি তারে।

রাজা এইরূপই ব্যবস্থা করিলেন, অশ্বও তাহার স্বাভাবিক গতি লাভ করিল। বোধিসত্ত্ব ইতর প্রাণীদিগেরও স্বভাব জানেন দেখিয়া রাজা অতিমাত্র বিস্মিত ও তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার মহাসম্মান করিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল গিরিদত্ত, এই বিপক্ষসেবী ভিক্ষু ছিল সেই অশ্ব, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত অমাত্য।]

১৮৫—অনভিরতি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ব্রাহ্মণকুমারকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় শ্রাবস্তীবাসী এক ব্রাহ্মণকুমার বেদত্রয়ে ব্যুৎপন্ন হইয়া বহু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বালককে বেদমন্ত্র শিক্ষা দিতেন। কালক্রমে তিনি গৃহধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এবং বস্ত্র, অলঙ্কার, দাস, দাসী, ভূমি, সম্পত্তি, গো, মহিষ, পুত্রদারাদির চিন্তায় রাগ * দ্বেষ, ও মোহের বশীভূত হইয়া পড়িলেন। এই কারণে তিনি মন্ত্রসমূহ আর পরিপাটিক্রমে আবৃত্তি করিতে পারিতেন না, মধ্যে মধ্যে সেগুলি স্মরণ করিতেও সমর্থ হইতেন না। তিনি একদিন বহু গন্ধ, মাল্য প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তার অর্চনা করিলেন, এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসীন হইলেন। শাস্তা তাঁহার সঙ্গে মধুর আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, "কিহে মাণবক, তুমি কি মন্ত্র শিক্ষা দেও? মন্ত্রগুলি তোমার কণ্ঠস্থ আছে ত?" ব্রাহ্মণকুমার উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, মন্ত্রগুলি পূর্ব্বে আমার কণ্ঠস্থই ছিল, কিন্তু যেদিন হইতে দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইয়াছি, তদবধি আমার চিত্ত আবিল হইয়াছে; সেই নিমিত্ত মন্ত্রগুলিও আর আমার কণ্ঠস্থ নাই।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ, কেবল এজন্মেই নহে, পূর্ব্বজন্মেও প্রথমে চিত্তের অনাবিলতাবশতঃ মন্ত্রগুলি তোমার কণ্ঠস্থ ছিল, কিন্তু রাগাদির ছায়ায় তোমার চিত্ত যখন আবিল হইয়াছিল, তখন তুমি তাহাদিগকে স্মরণ করিতে পারিতে না।" অনন্তর উক্ত ব্রাহ্মণকুমারের অনুরোধক্রমে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক বিভবশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া মন্ত্র শিক্ষা করেন এবং একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য হইয়া বারাণসীনগরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কুমারদিগকে মন্ত্র শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হন।

---

* আসক্তি। দ্বেষ ও মোহ অগতিচতুষ্টয়ের দুইটী।

এক ব্রাহ্মণকুমার বোধিসত্ত্বের নিকট বেদত্রয় কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন; বেদ আবৃত্তি করিবার সময় একটীমাত্র পদেও তাহার ভ্রম হইতনা। তিনিও আচার্য্যের সহকারী হইয়া অন্যান্য ছাত্রদিগকে মন্ত্র শিক্ষা দিতেন। কালক্রমে এই ব্যক্তি বিবাহ করিয়া সংসারধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু সংসার-চিন্তায় তাঁহার চিত্তের আবিলতা জন্মিল বলিয়া, তিনি পূর্ব্ববৎ মন্ত্র আবৃত্তি করিতে অসমর্থ হইলেন।

একদিন তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইলে বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে মাণবক, মন্ত্রগুলি ত কণ্ঠস্থ আছে?" "গুরুদেব, সংসার গ্রহণ করিবার পর হইতে আমার চিত্ত আবিল হইয়াছে; এখন আর আমি মন্ত্রসকল আবৃত্তি করিতে পারিনা।" তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বৎস, চিত্ত আবিল হইলে কণ্ঠস্থ মন্ত্রও স্মৃতিপথে প্রকটিত হয়না, কিন্তু চিত্তের অনাবিলভাব থাকিলে কিছুতেই বিস্মরণ ঘটিতে পারেনা।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটী পাঠ করিলেন:—

মীন-শুক্তি-শম্বূকাদি জলচরগণ
বারিমধ্যে করে তারা সদা বিচরণ;
বালুকা, উপলখণ্ড থাকে জলতলে,
কিন্তু কি দেখিতে কেহ পারে এ সকলে
সলিলের আবিলতা ঘটে যে সময়?
অপ্রসন্ন জলে কিছু দৃষ্ট নাহি হয়।

সেইরূপ চিন্তাবিল চিত্তে মানবের,
শুভ যাহা আপনার কিংবা অপরের
প্রতিভাত নাহি হয়; সংসার চিন্তায়
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সব লয় পায়।
অনাবিল সুপ্রসন্ন সলিল-ভিতর
শুক্তি, মৎস্যগণ হয় দৃষ্টির গোচর।
অনাবিল চিত্তে তথা আত্মপরহিত
সর্ব্বদা সুস্পষ্টভাবে হয় প্রতিভাত।

[শাস্তা অতীত কথার এইরূপ উপসংহার করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ-কুমার স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

সমবধান—তখন এই মাণবক ছিল সেই মাণবক, এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

১৮৬—দধিবাহন জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি করিবার সময় কুসংসর্গ সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার সবিস্তর বৃত্তান্ত পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকে (১৮৪) দ্রষ্টব্য।

শাস্তা কুসংসর্গী ভিক্ষুকে বলিলেন, "দেখ, অসাধুর সহিত বাস পাপজনক ও অনর্থকর। কুসংসর্গের প্রভাব যে কেবল লোক-চরিত্রের উপরি পরিলক্ষিত হয় তাহা নহে। পুরাকালে অমধুর নিম্ববৃক্ষের সংসর্গে পড়িয়া দেবভোগ্য-সুমধুর-ফলবিশিষ্ট অচেতন আম্রবৃক্ষও তিক্তরসযুক্ত হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় কাশীবাসী চারিজন ব্রাহ্মণ সহোদর প্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়া হিমাচলের পাদদেশে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন। কালসহকারে ইঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি দেহত্যাগ করিয়া দেবলোকে শক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেন।

কিন্তু শক্র হইয়াও তিনি মর্ত্যজন্মবৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক সাত আট দিন অন্তর এক এক বার নরলোকবাসী ভ্রাতাদিগের সহিত দেখা করিতে আসিতেন এবং নানাপ্রকারে তাঁহাদের সাহায্য করিতেন।

একদিন শক্র জ্যেষ্ঠ তপস্বীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া অভিভাষণানন্তর একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "ভ্রাতঃ তুমি কি চাও বল।" ঐ তপস্বী তখন পাণ্ডুরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "আমি অগ্নি চাই।" তচ্ছ্রবণে শক্র তাঁহাকে একখানি বাসী-পরশু * দিলেন। তপস্বী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা দিয়া আমি কি করিব? কে আমায় কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনিয়া দিবে?" শক্র বলিলেন, "তোমার যখন কাষ্ঠের ও অগ্নির প্রয়োজন হইবে, তখন এই কুঠারে হস্ত দ্বারা আঘাত করিয়া বলিবে, 'কাষ্ঠসংগ্রহ করিয়া অগ্নি প্রস্তুত কর।' তাহা হইলেই কুঠার কাষ্ঠ আনয়ন করিবে ও অগ্নি জ্বালিয়া দিবে।"

জ্যেষ্ঠ তপস্বীকে বাসী-পরশু দিয়া শক্র মধ্যম তপস্বীর নিকট গেলেন এবং তাঁহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি চাও?' এই তপস্বীর পর্ণশালার নিকট দিয়া হস্তীদিগের যাতায়াতের পথ ছিল। হস্তীরা সময় সময় বড় উপদ্রব করিত বলিয়া তিনি বলিলেন, "হস্তীরা আমায় বড় দুঃখ দেয়, যাহাতে তাহারা পলাইয়া যায় তাহার উপায় করুন।" শক্র তাঁহাকে একটি ভেরী দিয়া বলিলেন, "ইহার এই তলে আঘাত করিলে তোমার শত্রুগণ পলায়ন করিবে, অপর তলে আঘাত করিলে সেই শত্রুরাই পরম মিত্র হইবে এবং চতুরঙ্গসেনায় পরিণত হইয়া তোমায় পরিবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইবে।"

মধ্যম সহোদরকে ভেরী দিয়া শক্র কনিষ্ঠ সহোদরের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকেও জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও বল।" এই ব্যক্তিও পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন "আমি দধি চাই।" শক্র তাঁহাকে একটা দধিভাণ্ড দিয়া বলিলেন, "যখন ইচ্ছা এই ভাণ্ড উল্টা করিয়া ধরিলে তৎক্ষণাৎ ইহা হইতে (দধির) মহানদী নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করিবে। ইহার প্রভাবে তুমি রাজ্য লাভ করিতে পারিবে।" ইহা বলিয়া শক্র অন্তর্হিত হইলেন।

তদবধি জ্যেষ্ঠ তপস্বী বাসী-পরশু দ্বারা আগুন জ্বালাইতেন, মধ্যম তপস্বী ভেরী বাজাইয়া হাতী তাড়াইতেন এবং কনিষ্ঠ তপস্বী মনের সুখে দই খাইতেন।

এই সময় একটা বন্যবরাহ একদিন কোন প্রাচীন গ্রামে বিচরণ করিবার সময় অদ্ভুতশক্তি-সম্পন্ন একখণ্ড মণি পাইয়াছিল। সে মণি মুখে তুলিয়া লইবামাত্র উহার অনুভাববলে আকাশে উত্থিত হইল, এবং সমুদ্রগর্ভে একটী দ্বীপ দেখিতে পাইয়া 'অদ্যাবধি এখানেই বাস করিব' এই সঙ্কল্পপূর্ব্বক উহার এক রমণীয় অংশে উডুম্বর বৃক্ষতলে অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনন্তর একদিন সে মণিখণ্ড সম্মুখে রাখিয়া তরুমূলে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

তৎকালে কাশীরাজ্যে একজন নিতান্ত অকর্ম্মা লোক ছিল। তাহাদ্বারা সংসারের কোন উপকার হইবে না দেখিয়া তাহার মাতা পিতা তাহাকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেয়। সে ঘুরিতে ঘুরিতে এক পট্টনে † উপস্থিত হয় এবং সেখানে নাবিকদিগের ভৃত্য হইয়া সমুদ্র যাত্রা করে। কিন্তু সমুদ্রমধ্যে পোতভঙ্গ ঘটায় সে একখানি ফলক অবলম্বন করিয়া ভাসিতে ভাসিতে ঐ দ্বীপে উপনীত হয়। আহারার্থে বন্যফল অন্বেষণ করিতে করিতে সে ঐ নিদ্রিত

* ইহা ফলক খুলিয়া দণ্ডে একভাবে পরাইলে বাসীর, অন্যভাবে পরাইলে পরশুর কাজ করে বলিয়া ইহাকে বাসী-পরশু বলা হইয়াছে। আমাদের দেশের সূত্রধরদিগের বাইস বাসীপরশু।

† বন্দর।

শূকরকে দেখিতে পাইল এবং নিঃশব্দে উহার নিকটবর্ত্তী হইয়া মণিখণ্ড গ্রহণ করিল। মণির ঐন্দ্রজালিক গুণে সে তৎক্ষণাৎ আকাশে উত্থিত হইতে লাগিল। তখন সে উডুম্বর বৃক্ষের শাখায় উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, "এই মণির প্রভাবেই শূকরটা আকাশ চর হইতে শিখিয়াছে এবং তাহাতেই বোধ হয় এই দ্বীপে আসিতে পারিয়াছে। আমি অগ্রে ইহাকে মারিয়া মাংস খাইব, পরে এখান হইতে চলিয়া যাইব।" ইহা স্থির করিয়া সে একখানি ডাল ভাঙ্গিয়া শূকরের মস্তকোপরি নিক্ষেপ করিল। শূকর প্রবুদ্ধ হইয়া দেখে মণি নাই। তখন সে কম্পমানদেহে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি আরম্ভ করিল; লোকটা বৃক্ষোপরি বসিয়া হাসিতে লাগিল। অনন্তর শূকর তাহাকে দেখিতে পাইয়া এমন বেগে মস্তক দ্বারা বৃক্ষে আঘাত করিল যে তাহাতে নিজেই তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন লোকটা অবতরণ করিয়া অগ্নি জ্বালিল, শূকরের মাংস পাক করিয়া আহার করিল এবং আকাশে আরোহণ করিয়া চলিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ চলিয়া সেই ব্যক্তি হিমালয়ের পাদদেশস্থ পূর্ব্ববর্ণিত আশ্রমগুলি দেখিতে পাইল। তখন সে জ্যেষ্ঠ তপস্বীর আশ্রমে অবতরণ করিয়া সেখানে দুই তিন দিন অবস্থিতি করিল। জ্যেষ্ঠ তপস্বী তাহার যথাযোগ্য সৎকার করিলেন; সেও নানারূপে তাঁহার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিল। অনন্তর সে বাসী-পরশুর গুণ জানিতে পারিয়া সঙ্কল্প করিল, 'যেরূপে পারি ইহা হস্তগত করিতে হইবে।' সেও তপস্বীকে মণির প্রভাব দেখাইল এবং উহার সহিত বাসী-পরশুর বিনিময় করিবার প্রস্তাব করিল। তপস্বীর অনেকদিন হইতেই আকাশমার্গে বিচরণ করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি সানন্দচিত্তে সম্মতি দিলেন এবং মণির পরিবর্ত্তে বাসী-পরশু দান করিলেন। লোকটা পরশু লইয়া কিয়দ্দূর গিয়াই উহাতে আঘাত করিয়া বলিল, "পরশু, তুমি ঐ তপস্বীর মাথা কাটিয়া মণিখণ্ড লইয়া আইস।" পরশু তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া গিয়া জ্যেষ্ঠ তপস্বীর মস্তকচ্ছেদনপূর্ব্বক মণিসহ প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

লোকটা তখন কোন প্রতিচ্ছন্নস্থানে কুঠার খানি লুক্কায়িত রাখিয়া মধ্যম তপস্বীর কুটীরে উপস্থিত হইল। এখানেও কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিয়া সে তাঁহার ভেরীর অদ্ভুত গুণ জানিতে পারিল; মণির পরিবর্ত্তে উহা হস্তগত করিল এবং পূর্ব্ববৎ তপস্বীর শিরশ্ছেদ করাইল। সর্ব্বশেষে সে কনিষ্ঠ তপস্বীর কুটীরে গিয়া দধিভাণ্ডের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিল এবং মণির বিনিময়ে দধিভাণ্ড লইয়া ঐ তপস্বীরও মস্তক ছেদন করাইল। এইরূপে সে একে একে মণি, বাসীপরশু, ভেরী ও দধিভাণ্ড এই চারিটী দৈবশক্তিসম্পন্ন পদার্থই আত্মসাৎ করিল।

অনন্তর সে আকাশে উঠিয়া বারাণসীর নিকট গমন করিল এবং 'হয় যুদ্ধ কর, নয় রাজ্য ছাড়িয়া দাও' এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিয়া উহা রাজার নিকট পাঠাইয়া দিল। রাজা এই আস্পর্দ্ধাসূচক কথায় অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, 'চোর বেটাকে বন্দী কর' বলিয়া তৎক্ষণাৎ নগর হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ভেরীর এক তল বাজাইয়া নিমিষের মধ্যে আপনাকে চতুরঙ্গবলে পরিবেষ্টিত করিল। তদনন্তর রাজা নগর হইতে নিক্রান্ত হইলেন দেখিয়া সে দধিভাণ্ড বিপর্য্যস্ত ভাবে ধরিল; অমনি মহানদী নিঃসৃত হইল এবং সহস্র সহস্র লোক সেই দধিস্রোতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। পরিশেষে সে পরশুতে আঘাত করিয়া বলিল, 'রাজার মাথা কাটিয়া ফেল।' এই কথায় পরশু ছুটিয়া গেল এবং রাজার মস্তক ছেদন করিয়া তাহার পাদমূলে রাখিয়া দিল,—কাহারও সাহস হইল না যে তাহাকে বাধা দেয় বা তাহার উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করে। সে বহুজনপরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেশ করিল এবং অভিষেককালে 'দধিবাহন' নাম গ্রহণপূর্ব্বক যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইল।

একদিন রাজা দধিবাহন নদীগর্ভে জাল ফেলিয়া ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময়ে একটা

আম্রফল আসিয়া তাঁহার জালে সংলগ্ন হইল। ঐ ফলটী দেবতাদিগের ভোগ্য; উহা কর্ণমুণ্ড হ্রদ * হইতে ভাসিয়া আসিয়াছিল। উহার আকার ঘটের ন্যায় বৃহৎ; বর্ণ সুবর্ণের ন্যায় পীতোজ্জ্বল। রাজভৃত্যেরা জাল তুলিয়া ফল দেখিতে পাইল এবং রাজাকে দিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এটা কি ফল?" অনুচরেরা বলিল, "মহারাজ, এটা আম্র ফল।" তখন রাজা ইহা ভক্ষণ করিয়া অষ্ঠিটী নিজের উদ্যানে রোপণ করিলেন এবং প্রতিদিন উহাতে দুগ্ধমিশ্রিত জলসেচন করাইতে লাগিলেন।

ক্রমে অষ্ঠি হইতে বৃক্ষ জন্মিল এবং তৃতীয় বৎসরে ঐ বৃক্ষ ফলবান্ হইল। রাজা বৃক্ষটীর নিরতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি উহার মূলে ক্ষীরোদক সেচন করাইতেন, কাণ্ডে গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক † এবং শাখায় পুষ্পমাল্য পরাইতেন। তিনি রেশমীবস্ত্রের পর্দ্দা দিয়া উহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করাইয়া দিয়াছিলেন এবং রাত্রিকালে উহার মূলে গন্ধ তৈলের প্রদীপ জ্বালাইতেন। উহার ফলগুলি অতীব মধুর হইয়াছিল। অন্য রাজাদিগকে এই ফল উপহার পাঠাইবার সময়, পাছে তাঁহারা অষ্ঠিরোপণপূর্ব্বক বৃক্ষ জন্মান এই আশঙ্কায়, রাজা দধিবাহন অষ্ঠিগুলিকে অঙ্কুরোদ্গমস্থানে কণ্টকবিদ্ধ করিয়া দিতেন। তাঁহারা আম্র ভোজন করিয়া অষ্ঠি রোপণ করিতেন বটে, কিন্তু তাহা হইতে বৃক্ষ জন্মিত না। ইহার কারণ কি জানিবার জন্য তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং প্রকৃত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিলেন। তখন একজন রাজা নিজের উদ্যানপালকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন উপায়ে দধিবাহনের আম্রফল বিরস ও তিক্ত করিতে পার কি?" সে বলিল, "হাঁ মহারাজ, আমি এরূপ করিতে পারি।" তাহা শুনিয়া ঐ রাজা তাহাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিলেন, "বেশ, তুমি গিয়া এই কার্য্য সাধন কর।" সে বারাণসীতে গিয়া দধিবাহনকে জানাইল, 'একজন সুনিপুণ উদ্যানপাল আসিয়াছে।' দধিবাহন তাহাকে ডাকাইলে সে তাঁহার সমীপে গিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিল। দধিবাহন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি উদ্যানপাল?" সে "হাঁ মহারাজ," এই উত্তর দিয়া নিজের নৈপুণ্যখ্যাপনে প্রবৃত্ত হইল। দধিবাহন বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি গিয়া আমার উদ্যানপালের সহকারী হও।" তদবধি এই দুই ব্যক্তি দধিবাহনের উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল।

নূতন উদ্যানপালের কৌশলে অকালপুষ্প ও অকালফল জন্মিয়া রাজোদ্যানের পরম রমণীয়তা সম্পাদিত করিল। ইহাতে দধিবাহন পরমপ্রীতি লাভ করিয়া প্রথম উদ্যানপালকে কার্য্যচ্যুত করিলেন এবং নবাগত ব্যক্তির উপর উদ্যানের সমস্ত ভার দিলেন। সে উদ্যানসম্বন্ধে সমস্ত ক্ষমতা স্বহস্তে পাইবামাত্র পূর্ব্বকথিত আম্রতরুর চতুর্দ্দিকে নিম্ব বৃক্ষ ও অগ্রবল্লী ‡ রোপণ করিল।

যথাকালে নিম্ববৃক্ষগুলি বড় হইয়া উঠিল; তাহাদের মূলের সহিত আম্রতরুর মূল এবং শাখার সহিত আম্রতরুর শাখা সংলগ্ন হইল। এইরূপে নিম্বসংসর্গে পড়িয়া সেই মধুর আম্র নিম্বপত্রসদৃশ তিক্ত হইয়া উঠিল। উদ্যানপাল যখন দেখিল আম্রফল তিক্তরসাপন্ন

---

* হিমবন্ত দেশের সপ্ত মহাসরোবরের অন্যতম।

† গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক শব্দের অর্থ কি তৎসম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। ইংরাজী অনুবাদক ইহার "সুবাসিত পঞ্চপল্লবযুক্ত মাল্য" এই ব্যাখ্যা করেন। নন্দিবিলাস জাতকে (২৮ সংখ্যক) "গন্ধেন পঞ্চাঙ্গুলিকং দত্বা" এইরূপ প্রয়োগ আছে। ইহার অর্থ বোধ হয় চন্দনাদির দ্বারা পঞ্চাঙ্গুলির ছাপ দেওয়া। মৃতকভত্তজাতকে (১৮) ছাগকে "মালাং পরিক্খিপিত্বা পঞ্চাঙ্গুলিকং দত্বা মণ্ডেত্বা" আনিবার কথা আছে। সেখানে ইংরাজী অনুবাদক 'একমুষ্টি খাবার দিয়া' এই অর্থ করিয়াছেন। ইহাও সমীচীন নহে।

‡ পাঠান্তর "পগ্‌গ-বল্লী।" পালি অভিধানে ইহার কোন শব্দেরই উল্লেখ নাই। ইংরাজী অনুবাদে ইহার অর্থ শুদ্ধ "লতা" ধরিয়া লইয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় ইহা গুলঞ্চ বা তৎসদৃশ কোন তিক্তরসযুক্ত লতা হইবে।

হইয়াছে, তখন সে ঐস্থান হইতে পলায়ন করিল। অনন্তর দধিবাহন একদিন উদ্যানে গিয়া আম্র মুখে দিয়া দেখিলেন উহার রস নিম্বরসের ন্যায় তিক্ত। তিনি উহা গলাধঃকরণে অসমর্থ হইয়া "থু থু" করিয়া ফেলিয়া দিলেন।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব দধিবাহনের ধর্ম্মার্থানুশাসক * ছিলেন। দধিবাহন তাঁহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, এই বৃক্ষের পূর্ব্বে যেরূপ যত্ন করা হইত, এখনও সেইরূপ করা হইতেছে, অথচ ইহার ফল তিক্ত হইল কেন?" ইহা বলিয়া তিনি প্রথম গাথা পাঠ করিলেন :—

> সুরস, সুগন্ধি ছিল এই আম্র ফল,
> কাঞ্চনের মত ছিল বরণ উজ্জ্বল।
> পূর্ব্বাপর হইতেছে সমান যতন,
> তবু তিক্ত হ'ল ফল, না বুঝি কারণ।

বোধিসত্ত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিয়া ইহার কারণ বুঝাইয়া দিলেন :—

> নিম্ব-পরিবৃত, নৃপ, তরু-সহকার।
> নিম্ব-মূলে এর মূল, নিম্বশাখে এর শাখা,
> সংযুক্ত হইয়া এবে ঘটায় বিকার।
> জগতের এই রীতি জানিবে, রাজন্,
> অসৎ সংসর্গে হয় সতের পতন।

এই কথাগুলি শুনিয়া রাজা সমস্ত নিম্ববৃক্ষ ও অগ্রলতা ছেদন করাইলেন, তাহাদের মূল উৎপাটিত করাইয়া ফেলিলেন, চতুর্দ্দিকের দূষিত মৃত্তিকা তুলাইয়া মধুর মৃত্তিকা দেওয়াইলেন এবং উহাতে ক্ষীরোদক, শর্করোদক ও গন্ধোদক সেচন করাইলেন। তরুবর এই সমস্ত মধুর রস গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার মধুর ফল দান করিতে আরম্ভ করিল। দধিবাহন সেই পুরাণ উদ্যানপালকে পুনর্ব্বার উদ্যানের রক্ষক নিযুক্ত করিলেন এবং জীবনান্তে যথাকর্ম্ম লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

☞ এই জাতকের সহিত গ্রীম্ ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্কলিত জার্ম্মাণ উপাখ্যানাবলীর The Table, the Ass and the Stick এবং The Knapsack, the Hat and the Horn (৩৬ ও ৫৪ সংখ্যক গল্প) এই আখ্যায়িকাদ্বয়ের সাদৃশ্য আছে। টেবল পাতিয়া আদেশ করিবামাত্র উহা নানাবিধ ভোজ্যে সুশোভিত হইত, মেষ ঐন্দ্রজালিক শব্দবিশেষ উচ্চারণ করিবামাত্র গর্দ্দভ সুবর্ণমুদ্রা উদ্গিরণ করিত। যষ্টিকে আদেশ দিবামাত্র উহা থলি হইতে বাহির হইয়া আদেষ্টার শত্রুদিগকে প্রহার করিত; ঝোলায় আঘাত করিবামাত্র সশস্ত্র যোদ্ধা আবির্ভূত হইত, টুপিতে চাপ দিলে কামানের গোলা ছুটিত, শৃঙ্গনিনাদ করিলে দুর্গপ্রাকারাদি চূর্ণ বিচূর্ণ হইত।

১৮৭—চতুর্ম্মৃষ্ট-জাতক।†

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক বৃদ্ধ ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এক দিন নাকি অগ্রশ্রাবকদ্বয় ‡ উপবেশন করিয়া পরস্পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তর দিতেছিলেন, এমন সময় এক বৃদ্ধ ভিক্ষু তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তৃতীয় আসন গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন "ভদন্তদ্বয়, আমারও আপনাদিগকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আছে। আপনাদেরও যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তবে আমায় জিজ্ঞাসা করিতে

---

* অর্থাৎ তিনি একাধারে গুরু, পুরোহিত ও মন্ত্রীর কাজ করিতেন।
† শরীর, জাতি, বয়, গুণ এই চারি বিষয়ে মার্জিত, শুদ্ধ ও সুন্দর।
‡ সারিপুত্র ও মোদ্গল্যায়ন।

গাবেন।" স্থবিরদ্বয় বৃদ্ধের এই কথায় বিরক্ত হইয়া সেথান হইতে উঠিয়া গেলেন। যাহারা তাঁহাদের মুখে ধর্মকথা শুনিবার জন্য বসিয়াছিল তাহারাও সভাভঙ্গ হইল বলিয়া শাস্তার নিকট চলিয়া গেল। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "তোমরা যে অসময়ে আসিলে?" তাহারা তাঁহার নিকট সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন যে কেবল এখনই এই ব্যক্তির উপর বিরক্ত হইয়া এবং কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, অতীতজন্মেও তাঁহারা এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই পুরাতন কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব আরণ্যপ্রদেশে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুইটী হংসপোতক চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে চরায় যাইবার সময় ঐ বৃক্ষে বিশ্রাম করিত এবং ফিরিবার সময়েও সেখানে ক্ষণকাল উপবেশন করিয়া চিত্রকূটে যাইত। কিয়ৎকাল এইরূপে অতীত হইলে বোধিসত্ত্বের সহিত তাহাদের বন্ধুত্ব জন্মিল; যাইবার ও আসিবার সময় তাহারা পরস্পর প্রীতি-সম্ভাষণ করিত এবং বোধিসত্ত্বের সহিত ধর্ম্মকথা বলিয়া কুলায়ে ফিরিয়া আসিত।

একদিন হংসপোতকদ্বয় বৃক্ষাগ্রে বসিয়া বোধিসত্ত্বের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছে, এমন সময় এক শৃগাল বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে নিম্নলিখিত গাথায় সম্বোধন করিল :—

উচ্চ তরুশাখে বসি কি আলাপ সঙ্গোপনে
করিতেছ তোমরা দুজন ;
নামি এস তরুতলে, মধুর আলাপ কর,
মৃগরাজ করুক শ্রবণ।

এই কথা শুনিয়া হংসপোতকদ্বয় অত্যন্ত ঘৃণার সহিত সেস্থান হইতে উত্থিত হইয়া চিত্রকূটে চলিয়া গেল। তাহারা প্রস্থান করিলে বোধিসত্ত্ব শৃগালকে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

সুপর্ণ সুপর্ণসনে, দেবসঙ্গে দেবগণে
সদালাপ করে চমৎকার,
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তুমি, কি কাজে আসিলে হেথা?
পশ গিয়া বিবরে তোমার।

[সমবধান—তখন এই বৃদ্ধ ছিল সেই শৃগাল, সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সেই হংসপোতকদ্বয় এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।

১৮৮—সিংহক্রোষ্টুক-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন বহু বিজ্ঞব্যক্তি ধর্ম্মকথা বলিতেছেন দেখিয়া কোকালিকও নাকি ধর্ম্মকথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। অতঃপর যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকে† বলা হইয়াছে। শাস্তা এই বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, কোকালিক যে কেবল এ জন্মেই কথা বলিতে গিয়া নিজের বিদ্যা ধরা দিয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপে সে নিজের অসারত্ব প্রকটিত করিয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে সিংহরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহার ঔরসে এক শৃগালীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। এই শাবকটী অঙ্গুলি, নখ, কেশর, বর্ণ ও আকার এই গুলির সম্বন্ধে পিতৃসদৃশ, কিন্তু রবে মাতৃসদৃশ হইয়াছিল।

---

* ক্রোষ্টু, ক্রোষ্টুক—শৃগাল।

† দদ্দর জাতক (১৭২)। কোকালিক সম্বন্ধে ১১৭, ১৮৯ এবং ৪৮১ সংখ্যক জাতকও দ্রষ্টব্য।

একদিন বৃষ্টি হইবার পর সিংহগণ নিনাদ করিয়া সিংহকেলি করিতেছিল। ইহাতে বোধিসত্ত্বের শৃগালীগর্ভজাত শাবকটী তাহাদের মধ্যে গিয়া নিনাদ করিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু সে সিংহনাদ করিতে পারিবে কেন? তাহার মুখ হইতে শৃগাল রব নির্গত হইল। তাহার শব্দ শুনিয়া সিংহগণ তৎক্ষণাৎ নীরব হইল। বোধিসত্ত্বের সিংহীগর্ভজাত আর এক পুত্র ছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ, এই সিংহ বর্ণাদিতে আমাদেরই মত, কিন্তু ইহার শব্দ অন্যরূপ। এ কে, বলুন ত।" এই প্রশ্ন করিবার সময় সে নিম্নলিখিত গাথাটী বলিল :—

আকার, নখর, চরণ ইহার
সকলি সিংহের ন্যায়,
কণ্ঠস্বর কেন সিংহের সমাজে
অন্যরূপ শুনা যায়?

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন "বৎস, তোমার এই ভ্রাতা শৃগালীর গর্ভজাত ;—দেখিতে আমার মত, কিন্তু শব্দে মাতার ন্যায়।" অনন্তর তিনি শৃগালীপুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাছাধন, তুমি যতদিন এখানে থাকিবে, বেশী ডাক হাঁক করিও না; তুমি ফের যদি ডাকিবে, তাহা হইলে সকলেই তোমাকে শেয়াল বলিয়া জানিবে।" এই উপদেশ দিবার সময় তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী পাঠ করিলেন :—

নিনাদে তোমার নাহি প্রয়োজন,
অল্পরব হয়ে থাক, বাছাধন।
নিনাদ তোমার করিলে শ্রবণ
বুঝিবে কে তুমি, হেথা সর্ব্বজন।
সিংহতুল্য বটে দেহের আকার,
পিতৃস্বর কিন্তু না আছে তোমার।

এই উপদেশ শুনিবার পর সেই শৃগালশাবকের পুনর্ব্বার কখনও নিনাদ করিতে সাহস হয় নাই।

[সমবধান—তখন কোকালিক ছিল সেই শৃগালী পোতক, রাহুল ছিল সেই সিংহশাবক এবং আমি ছিলাম সেই মৃগরাজ।]

☞ চুল্লবগ্গে কাকের ঔরসে এবং কুক্কুটীর গর্ভে জাত একটী পক্ষীর সম্বন্ধেও এইরূপ একটা গল্প আছে।

১৮৯—সিংহচর্ম্ম-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময় কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কোকালিক এই সময়ে স্বরসংযোগে ধর্ম্মশাস্ত্র আবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। ইহা শুনিয়া শাস্তা নিম্নলিখিত অতীত বৃত্তান্ত প্রকটিত করিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কর্ষককুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর কৃষিবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই সময়ে এক বণিক্ একটা গর্দ্দভের পৃষ্ঠে বোঝা চাপাইয়া পণ্য বিক্রয় করিয়া বেড়াইত। সে যেখানে যাইত, সেখানে বোঝা নামাইয়া গাধাটাকে একখানা সিংহচর্ম্ম পরাইত এবং লোকের ধান, যব প্রভৃতির ক্ষেতে ছাড়িয়া দিত। ক্ষেত্ররক্ষকেরা তাহাকে সিংহ মনে করিয়া তাহার কাছে যাইতে সাহস করিত না।

একদিন এই বণিক্ কোন গ্রামদ্বারে বাসা লইয়া প্রাতরাশ পাক করিবার সময় গর্দ্দভকে সিংহচর্ম্মে আবৃত করিয়া এক যবক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়া আসিল। ক্ষেত্ররক্ষকেরা তাহাকে

সিংহ মনে করিয়া তাহার কাছে যাইতে সাহস করিল না, গ্রামের ভিতর গিয়া লোকজনকে সংবাদ দিল। গ্রামবাসীরা নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে ও ভেরী বাজাইতে বাজাইতে ক্ষেত্রাভিমুখে ছুটিয়া গেল এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া বিকট কোলাহল করিতে লাগিল। গর্দ্দভ তখন প্রাণভয়ে ডাকিয়া উঠিল। তখন সে যে (সিংহ নহে), গর্দ্দভ, ইহা বুঝিতে পারিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

এ নহে সিংহের নাদ, অথবা ব্যাঘ্রের,
অথবা দ্বীপীর, কিবা ভয় আমাদের?
সিংহচর্ম্মে বটে মূর্খ দেহ আবরিল,
স্বরে কিন্তু শেষে আত্ম পরিচয় দিল।

গ্রামবাসীরা যখন দেখিল সে গর্দ্দভ, তখন তাহারা প্রহার দ্বারা তাহার অস্থিগুলি চূর্ণ করিল এবং সিংহচর্ম্মখানি লইয়া চলিয়া গেল। অতঃপর সেই বণিক্ আসিয়া গর্দ্দভের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

সিংহচর্ম্ম পরি খাইতে খাইতে
কাঁচা যব চিরদিন,
করিলে নিনাদ, হ'ল পরমাদ,
তুমি বড় বুদ্ধিহীন।

বণিকের কথা শেষ হইতে না হইতেই গর্দ্দভ প্রাণত্যাগ করিল, বণিক্ তাহাকে সেইখানেই ফেলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

[সমবধান—তখন কোকালিক ছিল সেই গর্দ্দভ, এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত কর্ষক।]

☞ তন্ত্রাখ্যায়িকায় দ্বীপিচর্ম্মের এবং পঞ্চতন্ত্রে (লব্ধপ্রণাশ তন্ত্রে) ব্যাঘ্রচর্ম্মের উল্লেখ আছে। ইহাতে বোধ হয় প্রথম গ্রন্থখানি কাশ্মীর বা তন্নিকটস্থ কোন অঞ্চলে এবং দ্বিতীয় গ্রন্থখানি অপেক্ষাকৃত দক্ষিণস্থ কোন স্থানে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই জাতকের প্রথম গাথাটীতে সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বীপী এই তিন প্রাণীরই উল্লেখ দেখা যায়। পঞ্চতন্ত্রের গর্দ্দভ রজকপালিত—বণিকের নহে।

প্রসিদ্ধ গ্রীক্ দার্শনিক প্লেটোর গ্রন্থে এই আখ্যায়িকার প্রথম উল্লেখ দেখা যায়।

১৯০—শীলানিশংস-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক শ্রদ্ধাবান্ উপাসকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় এই উপাসক একজন অতি ভক্তিশ্রদ্ধাবান্ আর্য্যশ্রাবক ছিলেন। একদিন তিনি জেতবনে যাইবার সময় অচির-বতী নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন পারঘাটে নৌকা নাই; কারণ তখন পাটনি ধর্ম্মকথা শুনিতে গিয়াছিল এবং যাইবার পূর্ব্বে খেয়া নৌকাখানি টানিয়া তীরে তুলিয়া রাখিয়াছিল। বুদ্ধচিন্তায় উপাসকের মনে এমনই স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হইয়াছিল তিনি নৌকার অপেক্ষা না করিয়া নদীতে অবতরণ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার পাদদ্বয় জলে মগ্ন হইল না, যেন ভূপৃষ্ঠেই হাঁটিতেছেন এইভাবে তিনি নদীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চলিয়া গেলেন। কিন্তু এখানে তরঙ্গ দেখিয়া তাঁহার বুদ্ধচিন্তাজনিত আনন্দ মন্দীভূত হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পদদ্বয়ও জলমগ্ন হইতে লাগিল। অনন্তর তিনি বুদ্ধচিন্তাজনিত আনন্দ আবার দৃঢ় করিলেন এবং জলপৃষ্ঠের উপর দিয়াই চলিয়া নদী অতিক্রম করিলেন।†

উপাসক জেতবনে উপস্থিত হইয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলে শাস্তা তাঁহার সহিত মধুরবচনে আলাপ আরম্ভ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে উপাসক, আসিবার সময় পথে কোন কষ্ট হয় নাই ত?" উপাসক বলিলেন, "ভদন্ত, বুদ্ধচিন্তাজনিত আনন্দে আজ আমি উদকপৃষ্ঠে দাঁড়াইতে

---

* আনিশংস = সুফল।

† এই উপাসকের পদব্রজে নদী পার হওয়া এবং সেন্ট পিটারের পদব্রজে গ্যালিলী হ্রদ পার হওয়া, এই উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়।

সমর্থ হইয়াছি এবং লোকে যেমন শুষ্ক ভূমির উপর দিয়া চলিয়া যায়, সেইভাবে নদী পার হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ উপাসক, বুদ্ধগুণ ধ্যান করিয়া কেবল তুমিই যে একা রক্ষা পাইয়াছ তাহা নহে, পূর্ব্বে লোকে সমুদ্রগর্ভে ভগ্নপোত হইয়াও বুদ্ধগুণস্মরণদ্বারা রক্ষা পাইয়াছিল।" অনন্তর উপাসকের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :-]

পুরাকালে সম্যক্‌সম্বুদ্ধ কাশ্যপের সময় কোন স্রোতাপন্ন আর্য্যশ্রাবক এক সঙ্গতিপন্ন নাপিতের সহিত পোতারোহণে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যাত্রার সময় নাপিতের ভার্য্যা তাহার স্বামীকে উপাসকের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিল, "আর্য্য, আপনি সুখ দুঃখ সর্ব্বাবস্থায় আমার স্বামীর ভার গ্রহণ করিবেন।"

সপ্তম দিবসে তাঁহাদের পোতখানি সমুদ্রগর্ভে ভগ্ন হইয়া গেল। তাঁহারা দুই জনে একখানি ফলক অবলম্বন করিয়া একটা দ্বীপে নিক্ষিপ্ত হইলেন। নাপিত সেখানে কয়েকটা পাখী মারিয়া রন্ধন করিল এবং আহার করিবার সময় উপাসককে তাহার এক অংশ দিল। উপাসক বলিলেন, "আমার ইহাতে প্রয়োজন নাই।" তিনি উহা ভক্ষণ করিলেন না। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'এখানে ত্রিশরণ ব্যতীত আমাদের অন্য কোন অবলম্বন নাই।' অনন্তর তিনি ত্রিরত্নের গুণ স্মরণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

উপাসক যখন বারংবার ত্রিরত্নের মাহাত্ম্য স্মরণ করিতে লাগিলেন, তখন ঐ দ্বীপে জাত নাগরাজ নিজের দেহকে মহানৌকায় পরিণত করিলেন। এক সমুদ্রদেবতা উহার নিয়ামক হইলেন এবং উহা সপ্তরত্নে পরিপূর্ণ হইল। উহার মাস্তল তিনটী* ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা, বাতপট্টদণ্ড † সুবর্ণদ্বারা, রজ্জুগুলি রৌপ্যদ্বারা এবং ফলকগুলি সুবর্ণ দ্বারা গঠিত হইল। সমুদ্রদেবতা উহাতে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "তোমরা কেহ জম্বুদ্বীপে যাইতে চাও কি?" উপাসক বলিলেন, "আমরা জম্বুদ্বীপে যাইব।" "তবে এস, এই পোতে আরোহণ কর।" উপাসক পোতে উঠিয়া নাপিতকে ডাকিলেন। সমুদ্রদেবতা বলিলেন, "তুমি আসিতে পার; কিন্তু ও আসিতে পারিবে না।" "কেন, ইহার কারণ কি?" "ও ত শীলগুণসম্পন্ন নয়; কাজেই উহাকে উঠিতে দিব না। আমি এ নৌকা তোমারই জন্য আনিয়াছি, উহার জন্য নহে।" "যদি তাহাই হয় তবে আমি যে দান করিয়াছি, যে শীল রক্ষা করিয়াছি, যে ধ্যানবল লাভ করিয়াছি, সে সমুদয়ের ফল ইহাকে দান করিলাম।" নাপিত বলিল, "স্বামিন্, আমি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে আপনার এই দান গ্রহণ করিলাম।" তখন সমুদ্রদেবতা বলিলেন, "এখন আমি উহাকে নৌকায় তুলিতে পারি।" অনন্তর তিনি দুইজনকেই নৌকায় তুলিলেন এবং সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তিনি নিজের অনুভাব-বলে তাঁহাদের উভয়েরই গৃহে ধন স্থাপিত করিলেন এবং বলিলেন, "পণ্ডিতদিগের সংসর্গে থাকাই কর্ত্তব্য; যদি এই নাপিত এই উপাসকের সংসর্গে না থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চিত ইহার বিনাশ ঘটিত।" পণ্ডিতসংসর্গের গুণ বর্ণনা করিতে করিতে সমুদ্রদেবতা নিম্নলিখিত গাথা দুইটী পাঠ করিলেন :—

> দেখ কি আশ্চর্য্য ফল লভেন তাঁহারা,
> শ্রদ্ধা-শীল-ত্যাগে হন অলঙ্কৃত যাঁরা।
> নাগরাজ নৌকারূপ করিয়া ধারণ,
> শ্রদ্ধাবান্ উপাসকে করেন বহন।

---

* রূপক। ইহাতে দেখা যাইতেছে পূর্ব্বকালে এদেশেও বড় বড় জাহাজে তিনটা মাস্তল থাকিত।

† মূলে 'লকার' (পাঠান্তর লঙ্কার)। Cowell সাহেব এই শব্দটীকে লঙ্গর (নঙ্গর) শব্দের সহিত একার্থক মনে করেন। কিন্তু ইহা বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত নহে। পর্য্যায়ক্রমে মাস্তল ও তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশের উল্লেখই অধিক সঙ্গত।

সাধুর সঙ্গেতে বাস, মৈত্রী সাধুসহ,
বুদ্ধিমান্ যারা, তারা করে অহরহ।
সাধুসঙ্গে ছিল, তাই বিষম সঙ্কটে
নাপিতের পরিত্রাণ অনায়াসে ঘটে।

সমুদ্রদেবতা আকাশে থাকিয়া এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিলেন এবং সকলকে উপদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি নাগরাজকে লইয়া নিজের বিমানে চলিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উপাসক সকৃদাগামি-ফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন সেই স্রোতাপন্ন উপাসক পরিনির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই নাগরাজ এবং আমি ছিলাম সেই সমুদ্র-দেবতা।]

১৯১—রুহক-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাঁহার পূর্ব্বতন পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। তদবলম্বনে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু অষ্টম নিপাতে ইন্দ্রিয়জাতকে (৪২৩) সবিস্তর বলা যাইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, এই রমণী তোমার অনর্থকারিকা; পূর্ব্বকালেও তুমি ইহারই চক্রান্তে রাজাধিষ্ঠিত সভার মধ্যে লজ্জা পাইয়াছিলে এবং তন্নিবন্ধন ইহাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন,—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইল এবং তিনি স্বয়ং রাজ্যাধিকার লাভ করিয়া যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

রুহক নামক এক ব্যক্তি বোধিসত্ত্বের পুরোহিত ছিলেন। এক প্রাচীনা রমণী রুহকের ব্রাহ্মণী ছিলেন।

একদা বোধিসত্ত্ব পুরোহিতকে প্রয়োজনীয় সর্ব্ববিধ সজ্জাসহ একটী অশ্ব দান করিলেন। ব্রাহ্মণ ঐ অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজদর্শনে যাত্রা করিলেন। তাঁহাকে অলঙ্কৃত অশ্বের পৃষ্ঠে যাইতে দেখিয়া যেখানে সেখানে লোকে বলিতে লাগিল, "বা, ঘোড়াটার কি সুন্দর চেহারা, কি সুন্দর সাজসজ্জা!" ফলতঃ তাহারা অশ্বেরই প্রশংসা করিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিয়া প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক ভার্য্যাকে বলিলেন, "ভদ্রে, আমাদের অশ্বটী অতি সুন্দর হইয়াছে। পথের দুই ধারে লোকে কত যে ইহার প্রশংসা করিয়াছে তাহা কি বলিব?" ব্রাহ্মণী অতি নির্লজ্জা ও ধূর্ত্তস্বভাবা ছিলেন। এই জন্য তিনি ব্রাহ্মণকে বলিলেন,"আর্য্য-পুত্র, কি জন্য যে অশ্বটীর এরূপ শোভা হইয়াছে তাহা আপনি জানেন না। রাজা যে সাজসজ্জা দিয়াছেন তাহাই ইহার শোভার কারণ। আপনি যদি এইরূপ শোভাসম্পন্ন হইতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে নিজে অশ্বের সজ্জা পরিধান করিয়া এবং অশ্বের ন্যায় পাদবিক্ষেপ করিতে করিতে পথ চলিয়া রাজার সহিত দেখা করিবেন। তাহা হইলে রাজাও আপনার প্রশংসা করিবেন, অপর সকলেও আপনার প্রশংসা করিবে।"

ব্রাহ্মণ মতিচ্ছন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ভার্য্যার বচনানুসারে তাহাই করিলেন; ঐ দুষ্টা রমণী তাঁহাকে কি অভিপ্রায়ে এই অদ্ভুত পরামর্শ দিলেন তাহা বুঝিলেন না; ব্রাহ্মণীর কথাই তাহার বেদমন্ত্র হইল। পথে যে যে তাঁহাকে দেখিল, সকলেই পরিহাসপূর্ব্বক বলিল, "কি চমৎকার! আচার্য্যের কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে!" "আপনার কি পিত্ত কুপিত হইয়াছে? আপনি কি উন্মত্ত হইয়াছেন?" ইত্যাদি বলিয়া রাজাও তাঁহাকে লজ্জা দিলেন। তখন

ব্রাহ্মণের জ্ঞান হইল যে তিনি অতি অযোগ্য কার্য্য করিয়াছেন। তিনি নিতান্ত লজ্জা পাইয়া ব্রাহ্মণীর উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। 'এই রমণীই আমাকে আজ রাজা ও সেনার সম্মুখে লজ্জা দিল; যাই, এখনই গিয়া ইহাকে প্রহার করিয়া বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিই;' এই চিন্তা করিয়া তিনি গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার ধূর্ত্তা ভার্য্যাও বুঝিতে পারিলেন যে স্বামী অতি ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহে ফিরিয়াছেন; কাজেই তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবার পূর্ব্বেই তিনি খিড়্‌কির দরজা দিয়া পলায়নপূর্ব্বক রাজভবনে উপস্থিত হইলেন এবং চারি পাঁচ দিন সেই খানে অতিবাহিত করিলেন। এই ঘটনা রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া বলিলেন, "আচার্য্য, স্ত্রীলোকেরা নিয়তই দোষ করিয়া থাকে, আপনি ব্রাহ্মণীর অপরাধ ক্ষমা করুন।" ক্ষমা-প্রার্থনার্থ রাজা নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী পাঠ করিলেন;—

জ্যা যদি ছিঁড়িয়া যায়, যোড়া তারে লোকে দেয়,
কভু নাহি ত্যজে শরাসন;
প্রাচীনা ভার্য্যার দোষ ক্ষম তুমি, বিপ্রবর,
ক্রোধবশ হ'ও না কখন।

ইহা শুনিয়া রুহক নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন,—

থাকে যদি উপাদান *, যে কয়ে জ্যার নির্ম্মাণ
থাকে যদি হেন লোক আর,
জীর্ণ জ্যারে পরিহরি নব জ্যা পাইতে পারি,
অন্য জ্যায় নাহি দরকার!
প্রাচীনা ব্রাহ্মণী, মোর অতি দুষ্টমতি,
সহেছি তাহার তরে অশেষ দুর্গতি।

এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণীকে দূর করিয়া দিলেন এবং ভার্য্যান্তর গ্রহণ করিলেন।

[সমাপ্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই প্রলুব্ধ ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই রমণী ছিল সেই রমণী, এই ভিক্ষু ছিল রুহক এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

☞ পঞ্চতন্ত্রে (লব্ধপ্রণাশ, ৬) দেখা যায় রাজা নন্দ তাঁহার ভার্য্যার মনস্তুষ্টির জন্য ঘোটকের নিজের পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়াছিলেন এবং তাঁহার সচিব বররুচিও পত্নীর অনুরোধে নিজের মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন।

১৯২—শ্রীকালকর্ণী-জাতক।

এই শ্রীকালকর্ণী-জাতক মহাউম্মার্গ-জাতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে।

১৯৩—চুল্লপদ্ম-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু উন্মদন্তী-জাতকে (৫২৭) প্রদত্ত হইবে। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কিহে ভিক্ষু, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন, "হাঁ, ভগবন্। আমি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।" ইহাতে শাস্তা আবার প্রশ্ন করিলেন, "তোমার উৎকণ্ঠার হেতু কি?" ভিক্ষু বলিলেন, "ভদন্ত, আমি নানালঙ্কার-ভূষিতা এক রমণীকে দেখিয়া ক্লেশবশাৎ উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।" অনন্তর শাস্তা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভিক্ষু, রমণীরা অকৃতজ্ঞা এবং মিত্রদ্রোহিণী, পুরাকালে পণ্ডিতেরা নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় আপনাদের দক্ষিণ জানু হইতে রক্ত বাহির করিয়া স্ত্রীদিগকে পান করাইয়াছিলেন; তাহাদিগকে চিরজীবন

---

* মূলগ্রন্থে 'মুদুম' এই শব্দ আছে। 'মূদু' শব্দের অর্থ উদ্ভিজ্জের টাটকা ছাল। তদ্দ্বারা ধনুর জ্যা প্রস্তুত হইত।

কত উপহার দান করিয়াছিলেন, তথাপি তাহাদের মন পান নাই।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পূর্ব্বকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নামকরণ-দিবসে তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহার "পদ্মকুমার" এই নাম রাখিয়াছিলেন। ইহার পর ক্রমে ক্রমে বোধিসত্ত্বের ছয়টী কনিষ্ঠভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিলেন। এই সাতজন রাজকুমার ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া দারপরিগ্রহপূর্ব্বক রাজার সহচররূপে বিচরণ করিতে লাগিলেন। একদিন রাজা অঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইলেন কুমারেরা বহু অনুচরে পরিবৃত হইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেছেন। ইহাতে তাঁহার মনে হইল, "ইহারা ত আমাকে বধ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিতে পারে!"* এই আশঙ্কায় তিনি কুমারদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "বৎসগণ, তোমাদিগের এই নগরে বাস করা হইবে না; এখন তোমরা অন্যত্র চলিয়া যাও; আমার মৃত্যুর পর ফিরিয়া আসিয়া পিতৃ-পৈতামহিক রাজ্য গ্রহণ করিও।"

কুমারেরা পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, ক্রন্দন করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন এবং "চল, যেখানে সেখানে গিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যাউক" ইহা বলিয়া স্ব স্ব ভার্য্যা সঙ্গে লইয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন। চলিতে চলিতে তাঁহারা কিয়দ্দিন পরে এক কান্তারে প্রবেশ করিলেন। সেখানে অন্ন, পানীয় কিছুই পাওয়া যাইত না। কুমারেরা ক্ষুধা সহ্য করিতে না পারিয়া স্থির করিলেন, 'আমরা যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে ভার্য্যার অভাব হইবে না।' অনন্তর তাঁহারা কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর প্রাণসংহার করিয়া তাহার মাংস তের অংশে বিভক্ত করিয়া এক এক জনে এক এক ভাগ লইলেন। বোধিসত্ত্ব নিজে ও তাঁহার ভার্য্যা যে দুইভাগ পাইলেন তাহার একভাগ রাখিয়া দিয়া তাঁহারা দুইজনে একভাগ মাত্র আহার করিলেন।

এইরূপে ছয় দিনে ছয় জন স্ত্রীর প্রাণবধ দ্বারা কুমারদিগের ভোজন নির্ব্বাহ হইল। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন এক একভাগ সঞ্চয় করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ছয়ভাগ রাখিয়া দিলেন। সপ্তম দিনে প্রস্তাব হইল, 'আজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর প্রাণবধ করা যাউক।' তখন বোধিসত্ত্ব অনুজদিগকে পূর্ব্বসঞ্চিত ছয় ভাগ দিয়া বলিলেন, "আজ তোমরা এই ভাগগুলি খাও, ইহার পর কি কর্ত্তব্য, তাহা কল্য স্থির করা যাইবে।" অনন্তর অনুজগণ মাংসভোজনান্তে যখন নিদ্রিত হইলেন, তখন বোধিসত্ত্ব ভার্য্যাকে লইয়া পলায়ন করিলেন।

কিয়দ্দূর যাইবার পর বোধিসত্ত্বের স্ত্রী বলিলেন, "স্বামিন্, আমি ত আর চলিতে পারিতেছি না।" বোধিসত্ত্ব তখন তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া চলিলেন এবং অরুণোদয়-কালে সেই ভীষণ কান্তার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সূর্য্যোদয় হইলে ঐ রমণী বলিলেন "স্বামিন্, বড় পিপাসা পাইয়াছে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, এখানে কোথাও জল নাই।" কিন্তু রমণী পুনঃপুনঃ পিপাসার কথা বলায় শেষে তিনি খড়্গ দ্বারা নিজের দক্ষিণ জানুতে আঘাত করিয়া বলিলেন, "জল যখন পাওয়া যাইতেছে না, তখন বসিয়া আমার দক্ষিণ জানুর রক্ত পান কর।" রমণী তাহাই করিলেন।

অবশেষে স্বামী স্ত্রী দুইজনে মহানদী গঙ্গার তীরে উপনীত হইলেন। তাঁহারা গঙ্গার জল পান করিলেন, গঙ্গাজলে স্নান করিলেন, নানাবিধ ফল আহার করিলেন, একটী মনোরম স্থানে বসিয়া বিশ্রাম করিলেন এবং নদী-নিবর্ত্তনস্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে উপরি গঙ্গাতটে রাজদ্রোহাপরাধে এক দস্যুর হস্ত, পদ, নাসিকা ও কর্ণ

---

* পুরাকালে ভারতবর্ষে রাজ্যলোভবশতঃ পুত্রকর্ত্তৃক পিতার প্রাণবধ নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার ছিল বলিয়া মনে হয় না। বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই অজাতশত্রু এইরূপ রোমহর্ষণ কাণ্ড করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন।

ছিন্ন করা হইয়াছিল এবং লোকে তাহাকে একটা ডোঙ্গায় তুলিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিল। ঐ লোকটা বিকট আর্ত্তনাদ করিতে করিতে এবং ভাসিতে ভাসিতে বোধিসত্ত্বের আশ্রম-সন্নিকটে উপনীত হইল।

বোধিসত্ত্ব তাহার করুণ স্বর শুনিতে পাইয়া বলিলেন, আমি জীবিত থাকিতে এই দুঃখার্ত্ত ব্যক্তির প্রাণনাশ হইতে দিব না। তিনি গঙ্গাতীরে গিয়া লোকটাকে উপরে তুলিলেন, তাহাকে আশ্রমে লইয়া গিয়া ক্ষতস্থান গুলি কাষায় ক্বাথ দ্বারা* ধৌত করিলেন এবং সেই সেই অংশে ব্রণোপশমক প্রলেপ লাগাইয়া দিলেন। তাঁহার ভার্য্যা কিন্তু ভাবিতে লাগিলেন, 'গঙ্গা হইতে এ আবার কি আপদ্ তুলিয়া আনিল! এখন এই অলস ব্যক্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে!' ঐ লোকটাকে তিনি এত ঘৃণা করিতে লাগিলেন, যে তাহাকে যখন দেখিতেন, তখনই "ছ্যা ছ্যা" করিয়া থুৎকার ফেলিতেন।

ক্রমে লোকটার ক্ষতগুলি যখন শুকাইতে লাগিল, তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকে নিজের ভার্য্যার সহিত আশ্রমে রাখিয়া ফলমূল-সংগ্রহার্থ পুনর্ব্বার বনে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে তিনি নিজের ভার্য্যা এবং সেই উপায়হীন ব্যক্তির পোষণ করিতে লাগিলেন।

একত্রবাস-নিবন্ধন বোধিসত্ত্বের পত্নী ক্রমে সেই ছিন্নাঙ্গ লোকটার প্রণয়াসক্ত হইলেন, তাহার সহিত অনাচার করিলেন এবং বোধিসত্ত্বের প্রাণনাশার্থ একদিন এইরূপ বলিলেন :—"স্বামিন্, আমি যখন আপনার স্কন্ধে উপবেশন করিয়া কান্তার অতিক্রম করিতেছিলাম, তখন ঐ পর্ব্বত দেখিয়া মানত করিয়াছিলাম, আর্য্যে পর্ব্বতাধিষ্ঠাত্রি দেবতে! † যদি আমার স্বামী ও আমি নিরাপদে ও বিনারোগে জীবিত থাকিতে পারি, তাহা হইলে আপনাকে পূজা দিব। পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এখন আমায় ভয়-প্রদর্শন করিতেছেন। অতএব তাঁহাকে পূজা দিতে হইবে।" বোধিসত্ত্ব তাঁহার ভার্য্যার মায়া বুঝিতে পারিলেন না। তিনি উক্ত প্রস্তাবে নিজের সম্মতি জানাইলেন এবং পূজোপকরণ সংগ্রহ করিয়া সেগুলি চারিটা বৃহৎপাত্রে স্থাপন-পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন।

পর্ব্বতশিখরে গিয়া বোধিসত্ত্বের স্ত্রী বলিলেন, "স্বামিন্, আমাদের আবার দেবতা কি? স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই প্রধান দেবতা। আমি প্রথমে আপনাকে বনপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিব। তৎপরে পর্ব্বতাধিষ্ঠাত্রী দেবতার পূজা করিব।" ইহা বলিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে প্রপাতের অভিমুখে স্থাপন করিয়া বনপুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন এবং প্রদক্ষিণপূর্ব্বক বন্দনা করিবার ছলে তাঁহার পশ্চাতে গিয়া পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া তাঁহাকে প্রপাতে ফেলিয়া দিলেন। অনন্তর "আজ আমার শত্রুর শেষ হইল" ‡ এই ভাবিয়া অতি সন্তুষ্টচিত্তে তিনি সেই অকর্ম্মা লোকটার নিকট ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্ব পর্ব্বত হইতে প্রপাতাভিমুখে পতিত হইবার সময় এক উডুম্বর বৃক্ষের মস্তকস্থিত পত্রসমাচ্ছন্ন অকণ্টক গুল্মের উপর গিয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি সেখান হইতে পর্ব্বতের নিম্নদেশে অবতরণ করিতে পারিলেন না, কাজেই উডুম্বর ফল খাইয়া ঐ বৃক্ষেরই শাখান্তরালে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এক বৃহৎকায় গোধারাজ পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে আরোহণ করিয়া ঐ উডুম্বর বৃক্ষের ফল খাইত। সে উক্ত দিবসে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া পলায়ন করিল এবং পরদিন আসিয়া একপার্শ্ব হইতে ফল খাইয়া চলিয়া গেল। এইরূপ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করায় বোধিসত্ত্বের সহিত শেষে তাহার বন্ধুত্ব জন্মিল। সে

* মূলে 'ধোপন' (lotion) এবং 'লেপন' (ointment) এই দুই শব্দ আছে।

† মূলে 'পব্বতে নিব্বত্ত-দেবতে' এই পদ আছে। ইহার প্রকৃত অর্থ যিনি পর্ব্বতে দেবতারূপে পুনর্জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন।

‡ মূলে 'আমি শত্রুর পৃষ্ঠদেশ দেখিলাম' এই ভাব আছে।

একদিন জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি হেতু এমন স্থানে আসিয়াছ?" বোধিসত্ত্ব তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। গোধারাজ বলিল, "আচ্ছা, তোমার কোন ভয় নাই।" সে বোধিসত্ত্বকে নিজের পৃষ্ঠোপরি লইয়া অবতরণ করিল, অরণ্যের বাহিরে গিয়া তাঁহাকে এক রাজপথে নামাইয়া দিল এবং বলিল "তুমি এই পথে চলিয়া যাও।" অনন্তর সে আবার অরণ্যে প্রবেশ করিল।

বোধিসত্ত্ব এক গ্রামে গিয়া বাস করিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে জানিতে পারিলেন তাঁহার পিতা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন তিনি বারাণসীতে গিয়া পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করিলেন এবং "পদ্মরাজ" এই উপাধি লইয়া দশবিধ রাজধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক যথাশাস্ত্র শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি নগরের দ্বারচতুষ্টয়ে, মধ্যভাগে এবং প্রাসাদ-সমীপে ছয়টী দানশালা নির্ম্মাণ করাইয়া প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে দান করিতেন।

এদিকে সেই পাপিষ্ঠা রমণী ব্যঙ্গিত লোকটাকে স্কন্ধে লইয়া অরণ্য হইতে বহির্গত হইল এবং লোকালয়ে ভিক্ষা করিয়া যবাগূ, অন্ন প্রভৃতি সংগ্রহপূর্ব্বক তাহার পোষণ করিতে লাগিল। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, 'বাছা, এ লোকটা তোমার কে হয়?" তাহা হইলে সে বলিত, "আমি ইঁহার মামাত বোন, ইনি আমার পিষতুত ভাই। বাপ মা ইঁহারই সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। শেষে আত্মীয়-স্বজনেরা ইঁহাকে উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন।* কিন্তু তাঁহারা উৎপীড়নই করুন, আর ইঁহাকে মারিবারই ব্যবস্থা করুন, আমি নিজের স্বামীকে কিরূপে ত্যাগ করিব? আমি ইঁহাকে স্কন্ধে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি এবং ইঁহার জীবন রক্ষা করিতেছি।"

এই কথায় লোকে তাহাকে, 'আহা, কি সতী' বলিয়া ধন্য ধন্য করিত এবং তাহাকে প্রচুর পরিমাণে যবাগূ ও অন্ন দিত। কেহ কেহ তাহাকে পরামর্শ দিত,'এত কষ্ট করিয়া বেড়াইবে কেন? পদ্মরাজ বারাণসীতে রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহার অজস্র দানে সমস্ত জম্বুদ্বীপ সংক্ষুব্ধ হইয়াছে। তোমায় দেখিলে তিনি নিশ্চিত সন্তুষ্ট হইবেন, তুষ্ট হইয়া বহুধন দান করিবেন, তুমি স্বামীকে এই ঝুড়ির মধ্যে লইয়া তাঁহার নিকট যাও।' ইহা বলিয়া তাহারা ঐ রমণীকে একটা বেতের ঝুড়ি দিল।

দুষ্টা রমণী ব্যঙ্গিত লোকটাকে ঐ ঝুড়ির মধ্যে রাখিয়া এবং উহা মস্তকে লইয়া বারাণসীতে গেল। সেখানে এক দানশালায় আহার করিয়া তাহারা উভয়ে দিন কাটাইতে লাগিল। একদিন বোধিসত্ত্ব অলঙ্কৃত গজস্কন্ধে আরূঢ় হইয়া সেই দানশালায় উপস্থিত হইলেন এবং স্বহস্তে আট দশ জন লোককে দান দিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। উক্ত পাপিষ্ঠা রমণী তখন ছিন্নাঙ্গ লোকটাকে ঝুড়িতে ফেলিয়া তাহাকে মস্তকে তুলিয়া তাঁহার গমন-পথে অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কে?" "মহারাজ, এই রমণী অতি পতিব্রতা।" রাজা ঐ রমণীকে ডাকাইয়া তাহাকে চিনিতে পারিলেন এবং ছিন্নাঙ্গ লোকটাকে ঝুড়ি হইতে বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ তোমার কে হয়?" "মহারাজ, ইনি আমার পিষতুত ভাই; বাপ মা ইঁহারই সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন।" উপস্থিত লোকেরা ভিতরের কথা জানিত না। তাহারা "অহো পতিব্রতে।" ইত্যাদি বলিয়া সেই পাপিষ্ঠার গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল। রাজা পাপিষ্ঠাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ছিন্নাঙ্গ লোকটা তোমার স্বামী? তোমার বাপ মা ইহারই সহিত তোমার বিবাহ দিয়াছে বটে?" সে রাজাকে চিনিতে না পারিয়া নির্ভয়ে বলিল, "হাঁ

* এই বাক্যটী ইংরাজী অনুবাদক পাঠান্তরে পাইয়াছেন। ইহা না হইলে লোকটার ছিন্নাঙ্গ হইবার কারণ থাকেনা।

মহারাজ!" তখন রাজা বলিলেন, "তবে এই ব্যক্তি কি বারাণসীরাজের পুত্র? তুমি না পদ্মকুমারের ভার্য্যা, অমুক রাজার কন্যা? তোমার না অমুক নাম? তুমি না আমার দক্ষিণ জানুর রক্তপান করিয়াছিলে? তুমিই না শেষে এই বিকলাঙ্গ ব্যক্তির প্রেমে আসক্ত হইয়া আমাকে প্রপাত হইতে ফেলিয়া দিয়াছিলে? তুমি ভাবিয়াছিলে আমি মরিয়াছি! সেই জন্য নিজের ললাটে মৃত্যু লিখিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ। কিন্তু আমি এখনও বাঁচিয়া আছি।" অনন্তর তিনি অমাত্যদিগকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, 'হে অমাত্যগণ, তোমরা যখন আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তখন কি উত্তর দিয়াছিলাম স্মরণ হয় কি? আমার কনিষ্ঠ ছয় জন ভ্রাতা তাহাদিগের স্ত্রীদিগকে মারিয়া খাইয়াছিল; আমি কিন্তু আমার স্ত্রীকে রক্ষা করিয়াছিলাম এবং গঙ্গাতীরে গিয়া সেখানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। তাহার পর এক প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত বাঙ্গিত ব্যক্তিকে নদী হইতে উদ্ধার করিয়া আমি তাহার শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। আমার পাপিষ্ঠা স্ত্রী সেই ছিন্নাঙ্গ ব্যক্তিরই প্রণয়াসক্ত হইয়া আমাকে প্রপাত হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল; কিন্তু আমি নিজের মৈত্রীভাবাপন্ন চিত্তের প্রভাবে প্রাণলাভ করিয়াছিলাম। যে আমাকে পর্ব্বত হইতে ফেলিয়া দিয়াছিল এই দুঃশীল রমণী সেই, অন্য কেহ নহে। সেই প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত ছিন্নাঙ্গ ব্যক্তিও আর কেহ নহে, এই লোকটা।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় পাঠ করিলেন :—

সেই আমি, সেই এই নারী, অন্য কেহ নয়,
ছিন্নহস্তপাদ সেই এই ব্যক্তি নিঃসংশয়।
অম্লানবদনে দুষ্টা বলে এবে সর্ব্বজনে,
বিবাহিতা হয়েছিল যৌবনে ইহার সনে।
সত্য কথা বলে কারে না জানে রমণী-জাতি,
প্রাণদণ্ড ইহাদের অতি উপযুক্ত শাস্তি।

অচল শবের মত, হরিবারে পরদার
অথচ লোলুপ পাপী; কি আশ্চর্য্য ব্যবহার!
দাও দণ্ড সবে এরে মুষল-প্রহারে মারি;
'পতিব্রতা' বল যারে, সেও অতি দুষ্টা নারী।
তাহার উচিত দণ্ড কি যে দিব বুঝা ভার;
না করিয়া জীবনান্ত নাসা কর্ণ কাট তার। *

বোধিসত্ত্ব ক্রোধ দমন করিতে না পারিয়া তাহাদের এইরূপ দণ্ডাদেশ দিলেন বটে, কিন্তু তদনুসারে কাজ করিলেন না। ক্রোধ মন্দীভূত হইলে তিনি সেই ঝুড়িটা পাপিষ্ঠার মস্তকে এরূপ দৃঢ়ভাবে বান্ধিয়া দিলেন যে সে শতচেষ্টা করিলেও তাহা ফেলিতে না পারে। অনন্তর সেই ছিন্নাঙ্গ পুরুষটাকে তাহার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তিনি তাহাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন।

[এইরূপ ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন অত্রত্য ছয়জন স্থবির ছিলেন সেই ছয় ভ্রাতা; চিঞ্চা মাণবিকা ছিল সেই পাপিষ্ঠা রমণী; দেবদত্ত ছিল সেই ছিন্নাঙ্গ পুরুষ, আনন্দ ছিলেন সেই গোধারাজ, এবং আমি ছিলাম পদ্মরাজ।]

☞ পঞ্চতন্ত্রে (লব্ধপ্রণাশতন্ত্র, ৫ম আখ্যায়িকা) এবং কথাসরিৎসাগরেও দেখা যায় স্বামী নিজের জীবনার্দ্ধ দিয়া পত্নীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই পত্নীই শেষে ব্যভিচারিণী হইয়াছিল।

---

* পঞ্চতন্ত্রেও (১।৪) দেখা যায় পরপুরুষাভিলাষ, প্রাণদ্রোহ, চৌর্য্যকর্ম্ম প্রভৃতি দোষে নারীদিগকে নাসাকর্ণাদিচ্ছেদন দ্বারা ব্যঙ্গিত করিবার প্রথা ছিল। অবধ্যো ব্রাহ্মণো বালঃ স্ত্রী তপস্বী চ রোগভাক্, বিহিতা ব্যঙ্গিতা তেষামপরাধে মহত্যপি।

১৯৪—মণিচোর-জাতক।

[দেবদত্ত যখন শাস্তার প্রাণবধের চেষ্টা করে, সেই সময়ে তিনি বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টায় আছে শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল এই জন্মেই আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করিতেছে তাহা নহে; অতীত জন্মেও সে এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন।]

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব নগরের অনতিদূরস্থ কোন পল্লীবাসী গৃহস্থের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার বিবাহার্থ আত্মীয় স্বজন বারাণসী হইতে এক কুলকন্যা আনয়ন করিলেন। এই কন্যার নাম সুজাতা। তিনি তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণাভা, পরমরূপবতী, অপ্সরার ন্যায় প্রিয়দর্শনা, পুষ্পলতার ন্যায় সুললিতা, এবং কিন্নরীর ন্যায় হৃদয়োন্মাদিনী ছিলেন। তিনি যেমন পতিব্রতা, তেমনি শীলাচারসম্পন্না ও কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন এবং নিয়ত পতিসেবা, শ্বশ্রূসেবা ও শ্বশুরসেবা করিতেন। কাজেই তিনি বোধিসত্ত্বের অতীব প্রিয়া ও মনোজ্ঞা হইলেন। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে পরম সুখে একচিত্তে বাস করিতে লাগিলেন।

একদিন সুজাতা বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আমার ইচ্ছা হয় যে একবার মা ও বাবাকে দেখিয়া আসি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্রে, ইহাতে আর আপত্তি কি? তুমি পথের উপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত কর।" তিনি নানাবিধ খাদ্য পাক করাইয়া শকটে তুলিলেন, নিজে শকট চালাইবার জন্য সম্মুখে বসিলেন এবং সুজাতাকে পশ্চাতে বসাইলেন। অনন্তর তাঁহারা বারাণসীর নিকটে গিয়া যান খুলিয়া দিলেন এবং স্নানান্তে আহার করিলেন।

আহারান্তে বোধিসত্ত্ব আবার গাড়ী যুতিলেন, নিজে সম্মুখে বসিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিলেন এবং সুজাতা বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ও অলঙ্কার পরিয়া পশ্চাতে বসিয়া রহিলেন।

এই সময়ে বারাণসীরাজ অলঙ্কৃত গজস্কন্ধে আরোহণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন। বোধিসত্ত্বের শকট যখন নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল, তখন রাজাও সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুজাতা সেই সময় অবতরণ করিয়া পদব্রজে শকটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তদীয় রূপলাবণ্যে রাজার চিত্ত এরূপ আকৃষ্ট হইল যে তিনি জনৈক অমাত্যকে বলিলেন, "যাও ত, অনুসন্ধান করিয়া জান, এই রমণীর স্বামী আছে কি না।" অমাত্য গিয়া জানিতে পারিলেন, রমণীর স্বামী আছে। তিনি রাজার নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ, ঐ রমণী সধবা; শকটে যে পুরুষ বসিয়া আছে, সেই উহার পতি।"

সুজাতার রূপে রাজার চিত্ত এতই প্রতিবদ্ধ হইয়াছিল যে তিনি কিছুতেই উহা দমন করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে কুপ্রবৃত্তির উদ্রেক হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, 'যে উপায়েই হউক এই পুরুষটাকে মারিয়া রমণীকে হস্তগত করিতে হইবে।' তিনি একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই চূড়ামণি লও, তুমি যেন রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছ এই ভাবে গিয়া ইহা ঐ লোকটার শকটের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া আইস।" এই বলিয়া তিনি উহাকে চূড়ামণি দিয়া পাঠাইলেন। ভৃত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া চূড়ামণি লইয়া গেল এবং উহা শকটের মধ্যে নিক্ষেপপূর্ব্বক রাজাকে আসিয়া জানাইল, 'মহারাজ, চূড়ামণি শকটের ভিতর রাখিয়া আসিলাম।' তখন রাজা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "আমার চূড়ামণি চুরি গিয়াছে।" তাহা শুনিয়া লোকে মহা কোলাহল আরম্ভ করিল। রাজা আদেশ দিলেন, "সমস্ত দ্বার রুদ্ধ কর, যাতায়াতের পথ বন্ধ কর এবং চোর ধরিবার উপায় দেখ।" রাজ-

কিঙ্করেরা তাহাই করিল। তাহাতে সমস্ত নগরের সংক্ষোভ উপস্থিত হইল। যে লোকটা চূড়ামণি রাখিয়া আসিয়াছিল সে এখন আর কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিল, "ওহে বাপু, গাড়ী থামাও, রাজার চূড়ামণি চুরি গিয়াছে; তোমার গাড়ী খুঁজিয়া দেখিতে হইবে।" অনন্তর সে গাড়ী খুঁজিবার ভাণ করিল এবং লুক্কায়িত মণি বাহির করিয়া "তবে রে মণি চোর!" বলিতে বলিতে বোধিসত্ত্বকে হস্ত ও পাদদ্বারা প্রহার করিতে লাগিল এবং পিঠমোড়া করিয়া বান্ধিয়া টানিতে টানিতে রাজার নিকট লইয়া বলিল, "মহারাজ, মণিচোর ধরিয়াছি।" রাজা আদেশ দিলেন, "ইহার শিরশ্ছেদ কর।" তখন রাজকিঙ্করেরা বোধিসত্ত্বকে লইয়া নগরের প্রত্যেক চতুষ্কে কশাঘাত করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে দক্ষিণদ্বার দিয়া নগরের বাহির করিল।

এদিকে সুজাতা শকট ত্যাগ করিয়া দুই হাত তুলিয়া, "প্রভু আমার জন্যই এত দুঃখ পাইতেছেন" বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বোধিসত্ত্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। রাজপুরুষেরা যখন বোধিসত্ত্বের শিরশ্ছেদের অভিপ্রায়ে তাঁহাকে চিৎ * করিয়া ফেলিল, তখন সুজাতা নিজের শীলগুণ স্মরণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'হায়, যাহারা শীলবান্‌দিগের অনিষ্ট করে, তাদৃশ দুরাচারদিগকে নিষেধ করিতে সমর্থ কোন দেবতা কি এ জগতে নাই?' অনন্তর তিনি বিলাপ করিতে করিতে এই প্রথমগাথা পাঠ করিলেন :—

> দেবগণ নাহি হেথা, নাহি লোকপালগণ,
> প্রবাসে নিশ্চয় তাঁরা গিয়াছেন সর্ব্বজন।
> দুঃশীল কুকর্ম্মী যারা সেই হেতু অনায়াসে,
> কুপ্রবৃত্তি সাধিবারে ধার্ম্মিকের প্রাণ নাশে।

শীলসম্পন্না সুজাতা এইরূপে বিলাপ করিলে দেবরাজ শক্রের আসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। শক্র ভাবিতে লাগিলেন, 'কে আমাকে ইন্দ্রত্ব হইতে বিচ্যুত করিতে চেষ্টা করিতেছে?' অনন্তর সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া তিনি দেখিলেন, বারাণসীরাজ অতি নিষ্ঠুর কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছেন এবং শীলসম্পন্না সুজাতাকে ক্লেশ দিতেছেন। অতএব, 'আমাকে এখনই সেখানে যাইতে হইবে' এই সঙ্কল্প করিয়া, তিনি দেবলোক হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক গজপৃষ্ঠারূঢ় পাপিষ্ঠ রাজাকে নামাইয়া ধর্ম্মগণ্ডিকার † উপর উত্তানভাবে রাখিয়া দিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে সর্ব্বালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া ও রাজবেশ পরাইয়া গজস্কন্ধে বসাইলেন। এদিকে ঘাতুক শিরশ্ছেদের জন্য যে পরশু উত্তোলন করিয়াছিল, তাহা নিক্ষেপ করিয়া সে রাজার মস্তক ছেদন করিল—মস্তক ছিন্ন হইবার পর সকলে জানিতে পারিল উহা তাহাদের রাজারই মস্তক।

তখন শক্র পরিদৃশ্যমান শরীর গ্রহণপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং সুজাতাকে অগ্রমহিষীর পদ দিলেন। বারাণসীরাজ্যের অমাত্য, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি সমস্ত লোক দেবরাজ শক্রকে দেখিয়া মহানন্দে বলিতে লাগিলেন, "অধার্ম্মিক রাজা নিহত হইয়াছেন, এখন আমরা শক্রদত্ত ধার্ম্মিক রাজা লাভ করিলাম।" অতঃপর শক্র আকাশে উত্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের এই শক্রপ্রদত্ত রাজা অদ্যাবধি যথাধর্ম্ম প্রজাপালন করিবেন। রাজা অধার্ম্মিক হইলে অকালে প্রভূত বর্ষণ হয়, কিন্তু যথাকালে বর্ষণ ঘটে না, রাজ্যে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর হাহাকার উঠে, লোকে দস্যুতস্করাদির উপদ্রবে বিব্রত

* উত্তান।

† যে কাষ্ঠখণ্ডের উপর রাখিয়া প্রাণীদিগের শিরশ্ছেদ করা হয় তাহার নাম ধর্ম্মগণ্ডিকা।

হইয়া পড়ে। জনসঙ্ঘকে এই রূপে উপদেশ দিতে দিতে শক্র নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা পাঠ করিলেন :—

নৃপতি যেখানে হন অধর্ম্ম-আচারী,
যথাকালে মেঘ তথা নাহি বর্ষে বারি,
অকাল প্লাবনে ঘটে শস্যের বিনাশ ;
প্রকৃতিপুঞ্জের মনে সদা মহাত্রাস।
থাকুন না স্বর্গে কেন হেন নরপতি,
পাপভারে ধ্রুব তাঁর হবে অধোগতি।
তার সাক্ষী দেখ এই রাজা পাপাচার
নিহত হইল কর্ম্মদোষে আপনার।

সমবেত জনবৃন্দকে এইরূপ উপদেশ দিয়া শক্র দেবলোকে চলিয়া গেলেন। বোধিসত্ত্বও ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসনপূর্ব্বক যথাকালে স্বর্গারোহণ করিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই অধার্ম্মিক রাজা, অনিরুদ্ধ * ছিলেন শক্র, সুজাতা ছিলেন রাহুল-জননী এবং আমি ছিলাম সেই শক্রাভিষিক্ত রাজা।]

১৯৩—পব্বতূপত্থর-জাতক।†

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। কোশলরাজের এক অমাত্য নাকি রাজার অন্তঃপুরচারিণীদিগের একজনের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইয়াছিলেন। রাজা যখন অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া অমাত্যের অপরাধসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইলেন, তখন ভাবিলেন, 'এ বৃত্তান্ত শাস্তাকে জানান যাউক।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তাকে প্রণিপাত করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্ত, আমার এক অমাত্য অন্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে এখন কি করা যায়।" শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, সেই অমাত্য আপনার উপকারক কি? আর সেই রমণীও আপনার প্রণয়পাত্রী কি না?" রাজা বলিলেন, "হাঁ ভগবন্, সেই অমাত্য আমার অতীব উপকারক,—সমস্ত রাজকুলের ধুরন্ধর; সে রমণীও আমার প্রণয়ের পাত্রী।" "মহারাজ, যে পুরুষ নিজের উপকারী সেবক এবং যে রমণী নিজের প্রণয়ের পাত্রী, তাহাদিগের কোন অনিষ্ট করা সম্ভবপর নহে। পূর্ব্বেও রাজারা পণ্ডিতদিগের পরামর্শানুসারে এরূপ ব্যাপারে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।" অনন্তর কোশলরাজের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর তদীয় ধর্ম্মার্থানুশাসক হইয়াছিলেন। একদা এক অমাত্য রাজান্তঃপুরের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছিলেন। রাজা যখন তাহার অপরাধসম্বন্ধে নিঃসংশয় প্রমাণ পাইলেন, তখন ভাবিতে লাগিলেন, 'এই অমাত্য আমার অতীব উপকারক; এ রমণীও প্রীতির পাত্রী; আমি কিছুতেই এ দুইজনের প্রাণনাশ করিতে পারিব না। একবার পণ্ডিতামাত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি; যদি সহ্য করিবার হয় তবে সহ্য করিব, নচেৎ সহ্য করিব না।' ইহা স্থির করিয়া তিনি বোধিসত্ত্বকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে আসন দিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব।" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "জিজ্ঞাসা করুন, মহারাজ। আমি উত্তর দিতেছি।" তখন রাজা নিম্নলিখিত প্রথম গাথা পাঠ করিলেন :—

---

* ইনি গৌতমের পিতৃব্য-পুত্র।

† পব্বতপাদে পত্থারিয়া থিতে তি অথো। প্রথম গাথার প্রথম পদ হইতে এই জাতকের নাম হইয়াছে। (প্র-স্থ খাতুজ)

পর্ব্বতের পাদে শীতলসলিল
সরোবর মনোরম,
সিংহে রক্ষে তায় জানি তবু তারে
ছুঁইল শৃগালাধম।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'নিশ্চিত কোন অমাত্য ইঁহার অন্তঃপুরে অবৈধ আচরণ করিয়াছে।' এইজন্য তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

দ্বিপদ, শ্বাপদ, মৎস্য আদি প্রাণিগণ
নদীজলে করে সবে পিপাসা দমন।
নদীর নদীত্ব তাতে নষ্ট কি হয়?
যদি সে রমণী প্রিয়, ক্ষম, মহাশয়।

মহাসত্ত্ব রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিলেন। রাজা সেই উপদেশানুসারে উভয়কেই "আর কখনও এরূপ পাপকর্ম্ম করিও না" বলিয়া সতর্ক করিয়া ক্ষমা করিলেন। তদবধি তাঁহারা অনাচার হইতে বিরত হইলেন; রাজাও দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া জীবনান্তে স্বর্গারোহণ করিলেন।

[কোশলরাজও এই উপদেশ শুনিয়া তাঁহাদের অপরাধ সম্বন্ধে মধ্যম ভাব অবলম্বন করিলেন (অর্থাৎ কোন দণ্ডবিধান করিলেন না)।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

১৯৬—বালাহাশ্ব-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সত্যই কি তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভদন্ত।" "কি জন্য উৎকণ্ঠিত হইলে?" "এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া চিত্তবিকার জন্মিয়াছে, এই নিমিত্ত।" "দেখ, রমণীরা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং নারীসুলভ কূটবিলাসাদি দ্বারা পুরুষদিগকে প্রলুব্ধ করে এবং আপনাদের বশ করিয়া লয়। যখন দেখে পুরুষ বশীভূত হইয়াছে, তখন তাহারা হতভাগ্যদের চরিত্র ও ধন বিনাশ করে। এই জন্যই লোকে রমণীকে যক্ষিণী বলিয়া থাকে। পূর্ব্বেও যক্ষিণীরা একদল সার্থবাহকে প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করিয়াছিল; কিন্তু যখন অন্য পুরুষদিগকে দেখিতে পাইয়াছিল, তখন প্রথমোক্ত হতভাগ্যদিগকে বিনষ্ট করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিল। যখন তাহারা দন্তদ্বারা মুর্মুর করিয়া সার্থবাহদিগের অস্থিচূর্ণ করিয়াছিল, তখন রক্তে তাহাদের হনুপার্শ্বদ্বয় রঞ্জিত হইয়াছিল।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

তাম্রপর্ণীদ্বীপে শিরীষবস্তু নামে এক যক্ষনগর আছে। সেখানে যক্ষিণীরা বাস করে। যখন কোন পোতভঙ্গ হয়, তখন যক্ষিণীরা নানা অলঙ্কার পরিধানপূর্ব্বক ভক্ষ্যভোজ্য লইয়া, দাসী-পরিবৃত হইয়া এবং সন্তানগুলি কোলে লইয়া বণিকদিগের নিকটে গমন করে। তাহারা যে লোকালয় হইতে আসিয়াছে ইহা প্রমাণ করিবার জন্য তাহারা মায়াবলে ইতস্ততঃ কৃষি গো-রক্ষাদি কার্য্যে নিরত মনুষ্য ও গো এবং কুক্কুর প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। অনন্তর বণিক্‌দিগের নিকট গিয়া বলে, "আপনারা এই যবাগূ পান করুন, এই অন্ন ভক্ষণ করুন, এই খাদ্যগুলি

---

* 'বালাহ' বৌদ্ধসাহিত্য-বর্ণিত এক প্রকার অদ্ভুত শক্তিশালী অশ্ব। দিব্যাবদানে (অষ্টম ও ষট্‌ত্রিংশ আখ্যায়িকায়) বালাহ অশ্বের উল্লেখ দেখা যায়। বালাহ বা বালাহক শব্দটী 'বলাহক' (মেঘ) শব্দজ কি? বলাহকাশ্ব—যে অশ্ব মেঘলোকে বা মেঘের ন্যায় বিচরণ করিতে পারে—'পক্ষিরাজ' ঘোড়া এইরূপ অর্থ করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। বিষ্ণুর ঘোটকচতুষ্টয়ের একটীর নাম 'বলাহক'। গ্রীক্‌পুরাণেও Pegasos নামধেয় ব্যোমচর অশ্বের বর্ণনা আছে।

আহার করুন।" বণিকেরা তাহাদের যক্ষিণীভাব জানে না, কাজেই ঐ সকল ভোজ্য পানীয় উদরস্থ করে। যখন তাহারা পানাহারান্তে বিশ্রাম করিতে থাকে, তখন যক্ষিণীরা জিজ্ঞাসা করে, "আপনাদের নিবাস কোথায়? কোন্ স্থান হইতে আসিতেছেন? কোথায় যাইবেন? এখানে কি জন্য আসিয়াছেন?" বণিকেরা উত্তর দেয়, "পোতভঙ্গ হইয়াছে বলিয়া আমরা এখানে আসিয়াছি।" যক্ষিণীরা বলে, "মহাশয়েরা অতি উত্তম কাজ করিয়াছেন। তিন বৎসর হইল, আমাদেরও স্বামীরা পোতারোহণে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিশ্চিত বিনষ্ট হইয়াছেন। আপনারাও দেখিতেছি বণিক্, আমরা এখন হইতে আপনাদের পাদপরিচারিকা হইব।" এইরূপে স্ত্রীজাতিসুলভ ভাববিলাস দ্বারা প্রলুব্ধ করিয়া তাহারা বণিক্‌দিগকে যক্ষনগরে লইয়া যায়, এবং পূর্ব্বে যাহাদিগকে এইরূপে প্রলুব্ধ করিয়া আনিয়াছিল, তাহাদের কেহ যদি তখনও জীবিত থাকে, তবে তাহাদিগকে মায়াশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া যন্ত্রণাগৃহে নিক্ষেপ করে। স্বকীয় বাসভূমিতে যদি ভগ্নপোত লোকের অপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে, তাহারা কল্যাণী* হইতে নাগদ্বীপ পর্য্যন্ত সমস্ত উপকূলভাগে বিচরণ করিয়া বেড়ায়। উক্ত যক্ষিণীদিগের এইরূপই ব্যবহার।

একদিন পঞ্চশত ভগ্নপোত বণিক্ যক্ষিণীদিগের নগরসমীপে অবতরণ করিয়াছিল। যক্ষিণীরা তাহাদিগকে প্রলুব্ধ করিয়া নগরের মধ্যে লইয়া গেল, পূর্ব্বে যে হতভাগ্যদিগকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল তাহাদিগকে মায়াশৃঙ্খলে নিবদ্ধ করিয়া যন্ত্রণাগারে নিক্ষেপ করিল এবং জ্যেষ্ঠা যক্ষিণী আগন্তুক জ্যেষ্ঠ বণিক্‌কে, কনিষ্ঠা যক্ষিণী আগন্তুক কনিষ্ঠ বণিক্‌কে, এইরূপে পঞ্চশত যক্ষিণী পঞ্চশত আগন্তুক বণিক্‌কে স্ব স্ব স্বামী করিয়া লইল। অনন্তর রাত্রিকালে জ্যেষ্ঠা যক্ষিণী জ্যেষ্ঠ বণিক্‌কে নিদ্রিত দেখিয়া শয্যা হইতে উত্থিত হইল এবং যন্ত্রণাগারে গিয়া কয়েকজন লোককে নিহত করিয়া তাহাদের মাংসভোজনপূর্ব্বক ফিরিয়া আসিল। অন্যান্য যক্ষিণীরাও এইরূপ করিল। মনুষ্যমাংস ভোজন করিয়া আসিবার পর জ্যেষ্ঠা যক্ষিণীর দেহ অতি শীতল হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ বণিক্ তাহাকে আলিঙ্গন করিবার কালে বুঝিল সে মানবী নহে, যক্ষিণী। সে ভাবিল, 'এই পাঁচশত স্ত্রীই যক্ষিণী, না পলাইলে আমাদের নিস্তার নাই।' সে পরদিন প্রভাত হইবামাত্র মুখ ধুইতে গিয়া সহচর বণিক্‌দিগকে বলিল, "এই রমণীগণ মানবী নহে, যক্ষিণী, যখন ভগ্নপোত অন্য বণিক্ এখানে আসিবে, তখন ইহারা তাহাদিগকে স্বামী করিবে এবং আমাদিগকে খাইয়া ফেলিবে। এস, আমরা পলায়ন করি।"

সার্দ্ধদ্বিশত বণিক্ বলিল, "আমরা এই রমণীদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। ইচ্ছা হয়, তোমরা যাইতে পার; কিন্তু আমরা পলাইব না।"

যে সার্দ্ধদ্বিশত বণিক্ জ্যেষ্ঠ বণিকের পরামর্শ গ্রহণ করিল, সে তাহাদিগকে লইয়া যক্ষিণীদিগের ভয়ে পলায়ন করিল।

এ সময়ে বোধিসত্ত্ব বলাহ ঘোটকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শ্বেতবর্ণ, মস্তক কাক-মস্তকের ন্যায় এবং কেশর মুঞ্জসদৃশ ছিল। তিনি ঋদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং আকাশপথে যাতায়াত করিতে পারিতেন। তিনি উড্ডীন হইয়া হিমবন্ত হইতে তাম্রপর্ণী দ্বীপে যাইতেন এবং তত্রত্য সরোবর ও পল্বলসমূহের নিকটে স্বয়ংজাত শালি ভক্ষণ করিতেন। এইরূপে বিচরণ করিবার সময় তিনি করুণাবশে মনুষ্যভাষায়, "কেহ জনপদে যাইতে চাও কি?" তিন বার এই বাক্য বলিতেন। বণিকেরা ইহা শুনিতে পাইল এবং বোধিসত্ত্বের সমীপবর্ত্তী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "প্রভো, আমরা জনপদে যাইতে অভিলাষী।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তবে আমার

* কল্যাণী গঙ্গা।

পৃষ্ঠে আবোহণ কব।" তখন কেহ কেহ তাঁহাব পৃষ্ঠে আবোহণ কবিল, কেহ কেহ তাঁহার লাঙ্গুল প্রভৃতি ধরিল, কেহ কেহ বা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইয়া বহিল। যাহাবা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইযা ছিল, বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকেও অর্থাৎ সেই সার্দ্ধদ্বিশত বণিকেব সকলকেই স্বীয় অনুভাব-বলে জনপদে লইয়া গেলেন এবং প্রত্যেককে স্ব স্ব গৃহে বাখিয়া দিয়া নিজেব বাসভূমিতে প্রস্থান কবিলেন।

এদিকে যক্ষিণীবা যখন অপব মনুষ্য পাইল, তখন সেই অবশিষ্ট সার্দ্ধদ্বিশত বণিক্‌কে নিহত কবিয়া ভক্ষণ কবিল।

[কথান্তে শাস্তা ভিক্ষুদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, যেমন যক্ষিণীদিগের বশীভূত বণিকেরা নিহত হইযাছিল এবং বালাহাশ্বরাজের আজ্ঞাপালক বণিকেরা স্ব স্ব গৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইযাছিল, সেইরূপ, যে সকল ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা বুদ্ধদিগের উপদেশে কর্ণপাত করিবে না, তাহারা চতুর্ব্বিধ অপায * এবং পঞ্চবিধ বন্ধনস্থানে † অশেষ দুর্গতি ভোগ করিবে, কিন্তু যাহারা ঐ সকল উপদেশানুসারে পরিচালিত হইবে, তাহারা ত্রিবিধ কুশলসম্পত্তি, ‡ ষড়্‌বিধ কামস্বর্গ § এবং বিংশতি ব্রহ্মলোক লাভ করিযা ও পরিশেষে মহানির্ব্বাণরূপ অমৃত প্রাপ্ত হইয়া মহাসুখ অনুভব করিবে।" অতঃপর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন]:—

বুদ্ধ প্রদর্শিত পথ ছাড়ে যেই বুদ্ধিদোষে,
হয তার নিশ্চিত ব্যসন,
বিনষ্ট হইল যথা যক্ষিণীকুহকে পড়ি
বুদ্ধিহীন সার্থবাহগণ।

বুদ্ধপ্রদর্শিত পথে চলে যাবা সাবধানে
হয় তারা স্বস্তির ভাজন,
লভিল জীবন যথা বালাহক তুরগের
বুদ্ধিবলে স্বার্থবাহগণ।

অতঃপর শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল লাভ করিলেন, অন্য অনেকেও, কেহ স্রোতাপত্তি, কেহ সকৃদাগামী, কেহ অনাগামী মার্গ প্রাপ্ত হইলেন, কেহ কেহ বা অহর্ত্ত্বে উপনীত হইলেন।

[সমবধান—তখন বুদ্ধ-শিষ্যেরা ছিল সেই সার্দ্ধদ্বিশত বণিক্, যাহারা বালাহাশ্বের পরামর্শ মত চলিযা বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইযাছিল, তখন আমি ছিলাম সেই বালাহাশ্ব।]

☞ যক্ষিণীদিগের উপাখ্যানের সহিত হোমার-বর্ণিত Circe ও Sirenদিগের উপাখ্যান তুলনা করিবার বিষয়।

১৯৭-মিত্রামিত্র জাতক।

[শাস্তা শ্রাবস্তীনগরে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষুর নিকট তাঁহার উপাধ্যায় বিশ্বাস করিয়া এক খণ্ড বস্ত্র রাখিযাছিলেন। ভিক্ষু মনে করিলেন, 'আমি যদি এই বস্ত্র গ্রহণ করি, তাহা হইলে উপাধ্যায ক্রুদ্ধ হইবেন না।' এই বিশ্বাসে তিনি উহা দ্বারা জুতা রাখিবার থলি প্রস্তুত করিলেন এবং উপাধ্যায়ের নিকট বিদায় চাহিলেন। উপাধ্যায জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার বস্ত্র লইযা

---

* চতুর্ব্বিধ অপায় যথা,—নরক, তির্য্যগ্‌যোনি, প্রেতলোক, অসুরলোক।

† পঞ্চবিধ বন্ধনকর্ম্মকরণট্ঠানাদিসু—দুই হস্তে, দুই পাযে ও বুকের উপব তপ্ত অয়ঃকিল রাখিযা বান্ধা হইত।

‡ মনুষ্যসম্পত্তি, দেবলোকসম্পত্তি ও নির্ব্বাণসম্পত্তি।

§ কামলোক এগারটী—ছয় দেবলোক (এই গুলি কামস্বর্গ), মনুষ্যলোক, অসুরলোক, প্রেতলোক, তির্য্যগ্‌যোনি ও নরক। কামলোকের উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোকের দুই প্রধান অংশ:—রূপ ব্রহ্মলোক (ইহা ১৬টী); অরূপ ব্রহ্মলোক (ইহা ৪টী)। ব্রহ্মলোকের অধিবাসীরা কামের অতীত।

যাইতেছ কেন ?" ভিক্ষু বলিলেন, "আমার বিশ্বাস ছিল যে আমি এই বস্ত্র গ্রহণ করিলে আপনি রাগ করিবেন না।" "আমার সম্বন্ধে তোমার এরূপ বিশ্বাস জন্মিবার কি হেতু আছে ?" ইহা বলিয়া উপাধ্যায় লাফাইয়া উঠিয়া ভিক্ষুকে প্রহার করিলেন। উপাধ্যায়ের এই কথা ভিক্ষুদিগের মধ্যে প্রকাশ হইল এবং তাঁহারা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, অমুক দহর ভিক্ষু উপাধ্যায়কে এত বিশ্বাস করিত যে তাঁহার বস্ত্রখণ্ড দ্বারা জুতা রাখিবার থলি প্রস্তুত করিয়াছিল; কিন্তু ইহাতে উপাধ্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, 'আমার সম্বন্ধে তোমার এরূপ বিশ্বাস জন্মিবার কোন কারণ নাই।' তিনি ক্রোধবশে লাফাইয়া উঠিয়া তাহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষুগণ, তোমরা বসিয়া কি কথার আলোচনা করিতেছ ?" ভিক্ষুরা তাঁহার নিকট সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "দেখ, এই উপাধ্যায়স্থানীয় ভিক্ষু যে কেবল এ জন্মেই নিজের সার্দ্ধবিহারিকের বিশ্বাসভঙ্গ করিয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হন এবং শিষ্যগণসহ হিমবন্ত প্রদেশে বাস করেন। ঐ শিষ্যদিগের মধ্যে একজন বোধিসত্ত্বের কথায় কর্ণপাত না করিয়া এক মাতৃহীন হস্তিপোতককে পালন করিয়াছিলেন। এই হস্তিপোতক ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া পালকের প্রাণসংহার পূর্ব্বক বনে পলাইয়া গিয়াছিল। ঋষিগণ মৃত পালকের শারীরকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বকে পরিবেষ্টন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, মিত্রভাব ও শত্রুভাব নির্ণয় করিবার উপায় কি"? "বলিতেছি শুন" বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় পাঠ করিলেন :—

হাসেনা আমারে করি দরশন,
না করে আমার প্রত্যভিনন্দন,
মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে চায়,
'না' ভিন্ন উত্তর কখনও না দেয়,—

এই সব জানি অমিত্র-লক্ষণ,
দেখে শুনে বুঝে বুদ্ধিমান্ জন।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে মিত্রামিত্রভাব ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং অতঃপর ব্রহ্মবিহার ধ্যান করিয়া ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইয়াছিলেন।

[সমবধান—তখন এই সার্দ্ধবিহারিক ছিল সেই হস্তিপোষক; তাহার উপাধ্যায় ছিল সেই হস্তী; বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই ঋষিগণ এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

☞ প্রথম খণ্ডের বেণুক জাতকের (৪৩) এবং দ্বিতীয় খণ্ডের ইন্দ্রসমানগোত্র জাতকের (১৬১) আখ্যায়িকাও প্রায় এইরূপ।

১৯৮—রাধ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি কি প্রকৃতই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভদন্ত।" "কারণ কি ?" "এক অলঙ্কৃতা রমণীকে দেখিয়া বিকৃতচিত্ত হইয়াছি।" "দেখ, রমণীদিগকে শত চেষ্টা করিলেও রক্ষা করিতে পারা যায় না। পূর্ব্বে লোকে দৌবারিক নিযুক্ত করিয়াও রমণীদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই। এরূপ রমণীতে তোমার কি প্রয়োজন ? উহাকে পাইলেও তুমি রক্ষা করিতে পারিবে না।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শুকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল 'রাধ', তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল প্রোষ্ঠপাদ। তাঁহারা উভয়েই যখন শাবক ছিলেন, তখন এক ব্যাধ তাঁহাদিগকে ধরিয়া বারাণসীবাসী এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিল। ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন।

এই ব্রাহ্মণের পত্নী অতি অরক্ষণীয়া ও দুঃশীলা ছিলেন। একদা ব্রাহ্মণ কার্য্যোপলক্ষ্যে অন্যত্র যাইবার কালে শুকদ্বয়কে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, আমি বিষয়কার্য্যে অন্যত্র যাইব; সময়ে অসময়ে তোমাদের মাতার কার্য্যকলাপের দিকে দৃষ্টি রাখিও, তাঁহার নিকট অন্য কোন পুরুষ সমাগমন করে কিনা তাহা লক্ষ্য করিও।" এইরূপে ব্রাহ্মণীকে শুকশাবকদ্বয়ের রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া ব্রাহ্মণ বিদেশযাত্রা করিলেন।

ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেই ব্রাহ্মণী অনাচার আরম্ভ করিলেন। দিবারাত্র তাহার নিকট কত লোক যাতায়াত আরম্ভ করিল, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ইহা দেখিয়া প্রোষ্ঠপাদ রাধকে বলিল, "ব্রাহ্মণ ইঁহাকে আমাদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছেন, আর ইনি এইরূপ পাপাচারে রতা হইয়াছেন। আমি ইঁহাকে এই কথা বলিতেছি।" রাধ বলিলেন, "ইঁহাকে কিছুই বলিও না।" কিন্তু প্রোষ্ঠপাদ নিষেধ না শুনিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিল, "মা, পাপকর্ম্ম করিতেছ কেন?" ব্রাহ্মণী প্রোষ্ঠপাদের প্রাণসংহারের ইচ্ছায় বলিলেন, "বাবা, তুই আমার ছেলে; এখন হইতে আমি আর কোন কুকর্ম্ম করিব না, আয় বাপ, আমার কাছে আয়।" এইরূপ আদর দিয়া ব্রাহ্মণী প্রোষ্ঠপাদকে ডাকিলেন এবং সে যখন তাঁহার নিকটে গেল, তখন তাহাকে ধরিয়া বলিলেন, "তবেরে পাজি, তুই আমার উপদেশ দিতে চাস্। নিজের ওজন বুঝিয়া চলিস্ না।" অনন্তর তিনি প্রোষ্ঠপাদের ঘাড় ভাঙ্গিলেন এবং তাহাকে উনুনের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ গৃহে ফিরিলেন এবং বিশ্রামের পর বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাধ, তোমার মাতা কোন অনাচার করিয়াছেন, কি না করিয়াছেন?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময় তিনি নিম্নলিখিত গাথা বলিয়াছিলেন:—

প্রবাস হইতে এই মাত্র আমি ফিরিয়াছি নিজালয়,
জানিনা আমার অসাক্ষাতে গৃহে যে সব ঘটনা হয়।
শুধাই তোমায় সেই হেতু আমি, বলহে নির্ভয়মনে,
মাতা কি তোমার সুযোগ পাইয়া সেবিল অপর জনে?

এই প্রশ্নের উত্তরে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেখুন, যাহা হইয়াছে বা হইবে, তাহা মঙ্গলজনক না হইলে পণ্ডিতেরা তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলেন না।" এই ভাব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

নহে নিরাপদ্ পিতঃ সত্যের কথন,
সত্য বলি হল প্রোষ্ঠপাদের নিধন।
ভস্মে আচ্ছাদিত তার দগ্ধ কলেবর,
আমি কেন সেই দণ্ড ঘটাব আমার?

বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকে এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বলিলেন, "আমারও আর এ স্থানে থাকা কর্ত্তব্য নহে।" অনন্তর, ব্রাহ্মণের নিকট বিদায় লইয়া তিনি বনে চলিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন প্রোষ্ঠপাদ এবং আমি ছিলাম রাধ।]

☞ প্রথম খণ্ডের রাধজাতকের সহিত (১৪৫) এই জাতকের সাদৃশ্য ও পার্থক্য বিবেচ্য। শুকসপ্ততিতে এবং তুতিনামায় এইটীই বীজকথা।

১৯৯—গৃহপতি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, রমণীরা অরক্ষণীয়া; তাহারা পাপ করিয়া যে সে উপায়ে স্বামীদিগকে প্রতারিত করে।" অতঃপর তিনি এতৎসম্বন্ধে একটী অতীত কথা আরম্ভ করিলেন]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক গৃহপতির কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর দারপরিগ্রহপূর্ব্বক সংসারী হইয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী অতি দুঃশীলা ছিলেন; তিনি গ্রাম-ভোজনকের * সহিত অনাচার করিতেন। বোধিসত্ত্ব ইহার আভাস পাইয়া তথ্যনির্ণয়ে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

ঐ সময়ে বর্ষাকালে সমস্ত সঞ্চিত শস্য বিনষ্ট হওয়ায় উক্ত গ্রামে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। ক্ষেতে যে ফসল ছিল তাহা কেবল ফুলিয়া উঠিতেছিল, পাকিতে আরও দুই মাস বাকি ছিল। গ্রামবাসী সকলে একত্র হইয়া গ্রামভোজনকের নিকট গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। তাহারা বলিল, "দুই মাস পরে আমরা ফসল কাটিব; তখন আপনাকে ধান দিয়া যাইব।" গ্রামভোজনক তাহাদিগকে একটী বৃদ্ধ গো দিল, তাহারা দুই এক দিন উহার মাংস খাইয়া জীবনধারণ করিল।

ইহার পর একদিন গ্রামভোজনক সুবিধা খুঁজিতে খুঁজিতে জানিতে পারিল বোধিসত্ত্ব গৃহে নাই। তখন সে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে যেমন ঐ দুষ্টা রমণীর সহিত আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হইল, অমনি বোধিসত্ত্ব গ্রামদ্বার দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক গৃহাভিমুখী হইলেন। তাঁহার পত্নী নগরদ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন; তিনি পতিকে দেখিয়া বলিলেন, "তাই ত, এ আবার কে আসিতেছে?" অতঃপর বোধিসত্ত্ব যখন দেহলীর উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তিনি বুঝিলেন, তাঁহার পতিই ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি গ্রামভোজনককে এই বিপদের কথা জানাইলেন; সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

তখন ঐ দুষ্টারমণী বলিলেন, "ভয় কি? আমি এক উপায় করিতেছি। আমরা তোমার নিকট হইতে ধারে গোমাংস খাইয়াছিলাম; তুমি যেন সেই মাংসের দাম আদায় করিতে আসিয়াছ। আমি গোলায় উঠিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিব, 'গোলায় ধান নাই'; তুমি মাঝখানে থাকিয়া বার বার বলিও, 'আমাদের বাড়ীতে কয়েকটী ছেলে হইয়াছে; মাংসের মূল্য না দিলে চলিবে না।'

ইহা বলিয়া রমণী গোলায় উঠিয়া দরজার কাছে বসিলেন। তাঁহার উপপতি গৃহের মধ্যে থাকিয়া 'মাংসের দাম-দাও' বলিতে লাগিল; রমণীও গোলার দরজায় থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "গোলায় ধান নাই; ফসল ঘরে আসিলে সব চুকাইয়া দিব। এখন আপনি ফিরিয়া যান।"

বোধিসত্ত্ব গৃহে প্রবেশ করিয়া উহাদের কাণ্ড দেখিয়া বুঝিলেন, তাঁহার পাপিষ্ঠা স্ত্রীই এই কৌশল করিয়াছে। তিনি গ্রামভোজনককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মণ্ডল মহাশয়, আমরা যখন তোমার বুড়া গরুটার মাংস খাইয়াছিলাম, তখন কথা হইয়াছিল, যে দুই মাস পরে উহার দামের পরিবর্ত্তে ধান দিব। এখন পনর দিনও যায় নাই, তবুও দাম চাহিতে আসিয়াছ ইহার অর্থ কি? তুমি দামের জন্য আইস নাই, তোমার আগমনের অন্য কোন কারণ আছে। ফলকথা তোমার ব্যবহারটা আমার ভাল লাগিতেছে না। আর এই দুষ্টা পাপিষ্ঠা নারীও ত জানে গোলায় কিছুমাত্র ধান নাই, তথাপি গোলায় উঠিয়া 'ধান নাই' বলিতেছে। অতএব তোমাদের দুইজনেরই ব্যবহার নিতান্ত

* গ্রামভোজক বা গ্রামভোজনক—গ্রামের মণ্ডল বা প্রধান পুরুষ।

সন্দেহজনক।" এই ভাব পরিস্ফুট করিবার জন্য বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন :—

তোমাদের উভয়ের এই ব্যবহার
দেখিয়া সন্দেহ মনে হয়েছে আমার।
গোলায় নাহিক ধান, জানে বিলক্ষণ,
তবু দুষ্টা উঠিয়াছে সেথা কি কারণ ?
তোমাকেও বলি, গ্রামপতি-মহাশয়,
অল্প বিত্তে কষ্টে মোর দিনপাত হয়।
সেই হেতু গরু এক অস্থি চর্ম্মসার
কিনিনু তোমার ঠাঁই, করি অঙ্গীকার
দিব মূল্য দুই মাস হইলে অতীত,
এখন করিতে চাও তার বিপরীত।
পঞ্চদশ দিনমাত্র গিয়াছে চলিয়া,
এরই মধ্যে আসিয়াছ মূল্যের লাগিয়া
তোমার বিস্ময়কর এই ব্যবহার
দেখিয়া সন্দেহ মনে হয়েছে আমার।

এই কথা বলিতে বলিতে বোধিসত্ত্ব গ্রামভোজনকের টিকি ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহাকে ঘরের মধ্যে ফেলিলেন এবং "আমি গ্রামভোজনক, তুই অপরের রক্ষিত সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়াছিস্, অতএব তাহার ক্ষতিপূরণ দে", এইরূপ পরিহাস করিতে করিতে তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। লোকটা যখন প্রহারের চোটে দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখন তিনি তাহাকে গলা ধাক্কা দিতে দিতে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন এবং নিজের দুষ্টা পত্নীকে চুল ধরিয়া গোলা হইতে নামাইয়া মাটিতে ফেলিয়া বলিলেন, "সাবধান, আবার যদি এরূপ দুষ্কর্ম্ম করিবি, তাহা হইলে এমন সাজা দিব যে জন্মে ভুলিবি না।" তদবধি সেই গ্রামভোজনক ভ্রমেও বোধিসত্ত্বের গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিত না; সেই রমণীও পাপাচারের ইচ্ছা মনে স্থান দিতে পারিতেন না।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল।
সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই গৃহপতি, যিনি উক্ত গ্রামভোজনকের দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন।]

২০০—সাধুশীল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণের নাকি চারিটী কন্যা ছিল। চারিজন পুরুষ এই কন্যাদিগের বিবাহার্থী হইয়াছিল, তন্মধ্যে একজন দেখিতে সুন্দর, একজন প্রৌঢ় ও প্রবীণ, একজন সদ্বংশজাত এবং একজন সাধুশীল। ব্রাহ্মণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'বিবাহার্থীদিগের মধ্যে একজন রূপবান্, একজন প্রৌঢ় ও প্রবীণ, একজন সৎকুলজ ও একজন সচ্চরিত্র। কন্যাদিগকে পাত্রস্থা ও সংসারে সুপ্রতিষ্ঠাপিতা করিতে হইলে ইহাদের মধ্যে কাহাকে নির্ব্বাচন করা যায়?' কিন্তু পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়াও ব্রাহ্মণ কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। অনন্তর তিনি স্থির করিলেন, 'এ সম্বন্ধে সম্যক্‌সম্বুদ্ধের পরামর্শ গ্রহণ করা যাউক। তিনি ইহাদের মধ্যে যাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা সুপাত্র মনে করেন, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিব।'

এই সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণ গন্ধমাল্যাদি লইয়া বিহারে গেলেন, শাস্তাকে বন্দনা করিলেন, একান্তে আসন গ্রহণপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "ভদন্ত, বলুন, এই চারিজনের মধ্যে কাহাকে কন্যাদান করা যায়?" শাস্তা বলিলেন, "পণ্ডিতেরা অতীতকালেও এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন; কিন্তু জন্মান্তর-গ্রহণহেতু তাহা তুমি সুস্পষ্টরূপে স্মরণ করিতে পারিতেছ না।" অনন্তর ব্রাহ্মণের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলা নগরে গমনপূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন; এবং বারাণসীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য হইয়াছিলেন।

তখন এক ব্রাহ্মণের চারিটী কন্যা ছিল এবং এইরূপ চারি ব্যক্তিই ঐ কন্যাদের বিবাহার্থী হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন বুঝিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণ স্থির করিলেন, 'আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া, যে দানের উপযুক্ত তাহারই সহিত কন্যাদিগের বিবাহ দিব।" অনন্তর তিনি আচার্য্যের নিকট গিয়া তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার সময় নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিয়াছিলেন:—

একের সুন্দর কান্তি দেখি ভুলে মন;
বয়সে প্রবীণ এক অতি বিচক্ষণ;
কুলের গৌরবে এক বড় সবাকার;
একজন সুশীল, ধার্ম্মিক সদাচার;—
বলহে, আচার্য্য, তাই জিজ্ঞাসি তোমায়,
কার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেওয়া যায়।

ইহা শুনিয়া আচার্য্য উত্তর দিলেন, "দেখ, শীলহীন ব্যক্তি রূপাদি থাকিলেও ঘৃণার্হ; অতএব রূপাদি দ্বারা কখনও মনুষ্যের গৌরব পরিমিত হয় না। আমি শীলবান্ ব্যক্তিদিগেরই পক্ষপাতী।" এই ভাব সুস্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য আচার্য্য নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন:—

রূপ বাঞ্ছনীয়, প্রণম্য প্রবীণ,
কৌলিন্য গৌরবাকর;
চরিত্র রতনে বিভূষিত যেই,
সেই কিন্তু শ্রেষ্ঠ নর।

বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে ব্রাহ্মণ সেই শীলসম্পন্ন ব্যক্তিকেই কন্যাদান করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন এই ব্রাহ্মণ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য।]

☞ এক কন্যার পাণিগ্রহণার্থী বহুবরের কথা বেতালপঞ্চবিংশতিতেও (২য় আখ্যায়িকায়) দেখা যায়।

২০১—বন্ধনাগার-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে বন্ধনাগার সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তখন কোশলরাজের নিকট বহুসংখ্যক সন্ধিচ্ছেদক †, পন্থঘাতক ‡ ও নরহন্তা আনীত হইয়াছিল। রাজার আদেশে তাহাদের কেহ কেহ শৃঙ্খলে, কেহ কেহ রজ্জুদ্বারা নিবদ্ধ হইল। § এই সময়ে জনপদবাসী ত্রিশ জন ভিক্ষু শাস্তার দর্শনলাভার্থ জেতবনে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শাস্তার অর্চ্চনাদি করিয়া পরদিন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইলেন এবং বন্ধনাগারে গিয়া ঐ দুর্ব্বৃত্তদিগকে দেখিতে পাইলেন।

সন্ধ্যাকালে উক্ত ভিক্ষুগণ তথাগতের সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, "ভদন্ত, অদ্য আমরা ভিক্ষাচর্য্যায় গিয়া দেখিলাম, বন্ধনাগারে বহু চৌর শৃঙ্খলাদিতে নিবদ্ধ হইয়া মহাদুঃখ ভোগ করিতেছে। হতভাগ্যদের সাধ্য নাই যে ঐ বন্ধনগুলি ছিন্ন করিয়া পলাইয়া যায়। এই সকল বন্ধন অপেক্ষাও দৃঢ়তর অন্য কোন বন্ধন আছে কি, প্রভু?"

---

* বন্ধনাগার—কারাগৃহ (Gaol)।

† সিঁধেল চোর (Burglar)।

‡ যাহারা রাহাজানী করে (Highwaymen)।

§ মূলে অন্দু, রজ্জু ও শৃঙ্খল এই ত্রিবিধ বন্ধনের কথা আছে। 'অন্দু' বোধ হয় বেড়ী।

শাস্তা উত্তর দিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা যে সমস্ত দেখিয়াছ সেগুলি বন্ধন বটে; কিন্তু ধনধান্য পুত্রকলত্রাদির জন্য যে দুর্দ্দম্য বাসনা, তাহা উহাদের অপেক্ষা শতগুণে, সহস্রগুণে দৃঢ়তর বন্ধন। তথাপি পুরাকালে পণ্ডিত ব্যক্তিরা এবংবিধ দুশ্ছেদ্য বন্ধনকেও ছিন্ন করিয়া হিমবন্তপ্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক দরিদ্র গৃহস্থের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়ঃপ্রাপ্তির পর পিতৃ-বিয়োগ ঘটে। তিনি মজুর খাটিয়া মাতার ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তদীয় জননী, এক কুলকন্যা আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই বৃদ্ধার মৃত্যু হইল। এই সময়ে বোধিসত্ত্বের পত্নী গর্ভধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু বোধিসত্ত্ব প্রথমে ইহা জানিতে পারেন নাই; তিনি বলিলেন, "ভদ্রে, তুমি এখন নিজে খাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ কর; আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" তাঁহার পত্নী বলিলেন, "আমি এখন গর্ভধারণ করিতেছি, আমার প্রসবান্তে সন্তানের মুখ দেখিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবেন।" বোধিসত্ত্ব এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

বোধিসত্ত্বের পত্নী যথাকালে সন্তান প্রসব করিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্রে, তুমি নিরাপদে প্রসব করিয়াছ; এখন আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে পারি ত?" তাঁহার পত্নী উত্তর দিলেন, পুত্রটী যখন স্তন্যপান ত্যাগ করিবে, তখন আপনি প্রব্রজ্যা লইবেন।" কিন্তু ঐ সময় অতীত হইতে না হইতেই তিনি পুনর্ব্বার গর্ভিণী হইলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার স্ত্রীর সম্মতি গ্রহণ করিতে হইলে সংসার ত্যাগ করা অসম্ভব; অতএব ইহাকে কিছু না বলিয়াই পলায়নপূর্ব্বক প্রব্রাজক হইব।" অনন্তর স্ত্রীকে কিছু না বলিয়া রাত্রিকালে শয্যাত্যাগ-পূর্ব্বক তিনি পলায়ন করিলেন। নগর-রক্ষকেরা * তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। তিনি বলিলেন, "দোহাই প্রভুদের, আমায় ছাড়িয়া দিন। আমাকে জননীর ভরণ-পোষণ করিতে হয়" (অর্থাৎ আমি অবরুদ্ধ থাকিলে আমার মাতার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ হইবে না)। এইরূপে তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, তিনি কোন স্থানে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিলেন এবং শেষে প্রধান তোরণ দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইয়া হিমবন্তপ্রদেশে প্রবেশপূর্ব্বক প্রব্রাজক হইলেন।

কালক্রমে বোধিসত্ত্ব অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং ধ্যান-সুখভোগে সময়াতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এখানে অবস্থিতি করিবার সময় একদা তিনি হৃদয়ের আবেগে বলিয়াছিলেন,—

> লৌহময়, দারুময় কিংবা তৃণময়,
> সামান্য বন্ধন কিন্তু এই সমুদয়।
> বিষয়ে অত্যন্তাসক্তি, দারাপুত্রে গাঢ় প্রীতি,
> প্রকৃত বন্ধন এরা বলে সুধীজন,
> দৃঢ়ভাবে বদ্ধ যাহে মানবের মন।
> আশ্চর্য্য বন্ধন এরা, বান্ধে যারে, হায়,
> নিরন্তর নিম্নদিকে টানি তারে লয়।
> সুদৃঢ় দুশ্ছেদ্য অতি, কে আছে ধরে শকতি,
> লভিতে মুকতি কাটি এ হেন বন্ধন?
> অথচ যন্ত্রণা এর না বুঝে কখন।

---

* মূলে 'নগরগুত্তিকা' এই পদ আছে। গুত্তিক—গুপ্তিক, গোপ্তা।

সেই সে প্রকৃত জ্ঞানী, যে পারে লভিতে
পরিত্রাণ হেন দৃঢ় বন্ধন হইতে।
বাসনা কামনা আদি করি পরিহার,
সদানন্দ-ধামে সদা করে সে বিহার।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া এবং ধ্যানবল অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী, কেহ কেহ অনাগামী এবং কেহ কেহ অর্হৎ হইলেন।

সমবধান—তখন মহামায়া ছিলেন সেই মাতা, শুদ্ধোদন ছিলেন সেই পিতা, রাহুলজননী ছিলেন সেই ভার্য্যা, রাহুল ছিলেন সেই পুত্র এবং আমি ছিলাম সেই গৃহস্থ, যিনি দারাপুত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিযাছিলেন।]

২০২—কেলিশীল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থানকালে আয়ুষ্মান্ লকুণ্টক * ভদ্রিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই মহাত্মা বুদ্ধ-শাসনে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণাবলী কাহারও অবিদিত ছিল না। তিনি মধুরভাষী ছিলেন, অতি মধুরভাবে ধর্ম্মদেশন করিতেন; তিনি প্রতিসম্ভিদা-সম্পন্ন ছিলেন † এবং সর্ব্ববিধ বাসনাকে পরিক্ষীণ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আকারে তিনি অশীতি স্থবিরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা এত ক্ষুদ্র ছিলেন যে, তাঁহাকে দেখিলে শ্রামণের বলিয়া বোধ হইত। ফলতঃ লোকে ক্রীড়ার্থ যেরূপ বামন রাখিয়া থাকে, দেহের আয়তনে তিনিও তৎসদৃশ প্রতীয়মান হইতেন।

একদিন লকুণ্টক তথাগতকে বন্দনাপূর্ব্বক বিহারদ্বারকোষ্ঠকে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে জনপদ হইতে আগত ত্রিশ জন ভিক্ষু 'দশবলকে অর্চনা করিব' এই সঙ্কল্পে জেতবনে প্রবেশ করিবার সময় লকুণ্টককে দেখিতে পাইয়া বিবেচনা করিলেন, 'এ ব্যক্তি শ্রামণের'। তাঁহারা স্থবিরের চীবরপ্রান্ত ধরিয়া টানিলেন, তাঁহার হাত ধরিয়া টানিলেন, নাক মলিলেন, কাণ ধরিয়া ঝাঁকি দিলেন। ফলতঃ হস্তদ্বারা এক ব্যক্তি অপরকে যতদূর পর্য্যন্ত উত্ত্যক্ত করিতে পারে, তাঁহারা তাহার কিছুই বাকী রাখিলেন না। অনন্তর স্ব স্ব পাত্র ও চীবর যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া তাঁহারা শাস্তার সঙ্গে দেখা করিলেন এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। শাস্তাও মধুরবচনে তাঁহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন।

তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রভু, শুনিয়াছি আপনার শিষ্যদিগের মধ্যে লকুণ্টক ভদ্রিক নামক এক স্থবির আছেন; তিনি নাকি অতি মধুরভাবে ধর্ম্ম-কথা বলিয়া থাকেন? তিনি এখন কোথায় আছেন?" শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কেন? তোমরা দ্বারকোষ্ঠকে যাঁহাকে চীবর ও কাণ ধরিয়া টানিয়া এবং অন্য বহুরূপে নিগৃহীত করিয়া আসিয়াছ, তিনিই লকুণ্টক।" ইহা শুনিয়া ভিক্ষুরা বলিলেন, "ভদন্ত, যে ব্যক্তি এমন উপাসনাপরায়ণ এবং উচ্চাভিলাষসম্পন্ন, তিনি দেখিতে এতাদৃশ হীনাকার হইলেন কেন?", "পূর্ব্বজন্মকৃত স্বীয় পাপফলে।" এই বলিয়া শাস্তা ভিক্ষুদিগের অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শক্র হইয়া দেবলোকে রাজত্ব করিতেন। ব্রহ্মদত্তের এক মহাদোষ ছিল,—তিনি জীর্ণ ও জরাগ্রস্ত হস্তী, অশ্ব, গো প্রভৃতি দেখিতে পারিতেন না। তিনি ইহাদিগকে কষ্ট দিবার জন্য নানারূপ নিষ্ঠুর আমোদ-প্রমোদ করিতেন—জীর্ণ হস্তী প্রভৃতি দেখিলে তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যাইতেন, জীর্ণ শকট দেখিলে

---

* 'লকুণ্টক' শব্দটার অর্থ বামন। বোধ হয় স্থবিরের নাম ভদ্রিক এবং তিনি খর্ব্বাকার ছিলেন বলিয়া 'লকুণ্টক' তাঁহার আখ্যা।

† প্রতিসম্ভিদা—তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণপূর্ব্বক জ্ঞানার্জ্জন-ক্ষমতা। ইহা চতুর্ব্বিধ:—অর্থ-প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম্মপ্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তিপ্রতিসম্ভিদা এবং প্রতিজ্ঞান-প্রতিসম্ভিদা (অর্থাৎ শাস্ত্রসমূহের অর্থজ্ঞান, পালিগ্রন্থসমূহে ব্যুৎপত্তি, শব্দসমূহের উৎপত্তিজ্ঞান, এবং এই ত্রিবিধ উপায়ে লব্ধ ধ্রুবজ্ঞান)।

তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন, বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দেখিলে তাহাদিগকে নিকটে ডাকাইতেন, তাহাদিগের উদরে প্রহার করিয়া ভূমিতে পাতিত করিতেন এবং পুনর্ব্বার উঠাইয়া নানারূপ ভয় দেখাইতেন। যদি এরূপ নরনারী তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত না হইত, তথাপি অমুক গৃহে একজন বৃদ্ধ আছে ইহা শুনিতে পাইলেও তিনি তাহাকে ডাকাইয়া নানারূপে তাহার বিড়ম্বনা করিতেন।

রাজার এইরূপ দুর্ব্যবহারে লোকে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া স্ব স্ব মাতা পিতাকে রাজ্যের বাহিরে প্রেরণ করিত। তাহারা আর গৃহে থাকিয়া মাতৃপূজা বা পিতৃপূজা করিতে পারিত না। যেমন রাজা, তাঁহার পাত্রমিত্রগণও সেইরূপ নিষ্ঠুর কেলিশীল ছিলেন। কাজেই (পিতৃপূজারূপ ধর্ম্ম পালন করিতে না পারায়) লোকে মৃত্যুর পর অপায়-চতুষ্টয়েরই পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল এবং দেবলোকের অধিবাসি-সংখ্যা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইল।*

শক্র দেখিলেন, দেবলোকে আর অভিনব দেবপুত্রের আবির্ভাব হইতেছে না। ইহার কারণ কি অনুসন্ধান করিতে গিয়া তিনি প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি সঙ্কল্প করিলেন, 'এই রাজাকে দমন করিতে হইতেছে'। একদিন কোন পর্ব্বোপলক্ষ্যে বারাণসী-নগরী সুসজ্জিত হইয়াছিল। রাজা ব্রহ্মদত্ত এক অলঙ্কৃত হস্তী আরোহণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইয়াছেন, এমন সময় শক্র স্বীয় অনুভাববলে বৃদ্ধের বেশ ধারণ করিলেন, শতছিন্ন বস্ত্রখণ্ডে দেহ আবৃত করিলেন এবং এক জীর্ণ শকটে জীর্ণ বলীবর্দ্দদ্বয় যোজনা করিয়া ও তাহাতে দুইটী তক্রপূর্ণ কলসী রাখিয়া হাঁকাইতে হাঁকাইতে তাঁহার অভিমুখী হইলেন। জীর্ণ শকট দেখিয়াই রাজা আদেশ দিলেন, "ঐ জীর্ণ শকটখানা শীঘ্র অপসারিত কর।" শক্র নিজের অনুভাববলে উহা কেবল রাজাকেই দেখাইতেছিলেন; কাজেই তাঁহার অনুচরেরা বলিল, "কোথায় মহারাজ? আমরা ত কোন জীর্ণ শকট দেখিতে পাইতেছি না?" এদিকে শক্র বহুবার রাজার সমীপবর্ত্তী হইতে লাগিলেন এবং গাড়ী হাঁকাইতে হাঁকাইতে রাজার মস্তকোপরি একটা ঘোলের কলসী ভাঙ্গিলেন। ইহাতে রাজা যেমন মুখ ফিরাইলেন, অমনি শক্র তাঁহার মস্তকোপরি দ্বিতীয় কলসীটাও ভাঙ্গিলেন। রাজার মাথা হইতে চারিদিকে ঘোলের স্রোত বহিতে লাগিল। এবম্প্রকারে শক্রের চক্রান্তে রাজা নিতান্ত উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত ও ঘৃণিত হইলেন।

শক্র রাজার দুর্দ্দশা দেখিয়া শকটাদি অন্তর্দ্ধাপিত করিলেন এবং পুনর্ব্বার শক্ররূপ-পরিগ্রহপূর্ব্বক বজ্রহস্তে আকাশে আসীন হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভো পাপিষ্ঠ নৃপকুলাপসাদ! তুমি কি কখনও বৃদ্ধ হইবে না, তোমার দেহ কি জরাগ্রস্ত হইবে না, যে তুমি বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের প্রতি উৎপীড়ন কর? এক তোমারই দোষে, শুদ্ধ তোমারই গর্হিত আচরণে লোকে মৃত্যুর পর এখন দুঃখকর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতেছে; তাহারা স্ব স্ব মাতা পিতার সেবা-শুশ্রূষা করিতে পারিতেছে না। তুমি যদি এরূপ দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত না হও, তবে এই বজ্র দ্বারা তোমার মস্তক বিদীর্ণ করিব। সাবধান, এখন হইতে আর যেন এমন কাজ না কর।"

রাজাকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া শক্র মাতা পিতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন এবং বয়োবৃদ্ধদিগের সম্মান করিলে কি উপকার হয়, তাহা বুঝাইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, রাজাও তদবধি ঐরূপ অশিষ্ট আচরণ করিবার কথা মনেও স্থান দিলেন না।

---

* মনুষ্য সৎকার্য্য করিলে মৃত্যুর পর দেবলোকে যায়, অসৎ কার্য্য করিলে মৃত্যুর পর হয় নরকে, নয় তির্য্যগ্‌যোনিতে, নয় প্রেতলোকে, নয় অসুরলোকে গমন করে।

[কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিলেন :—

হংস, ক্রৌঞ্চ ক্ষুদ্র প্রাণী , হরিণ, পৃষৎ,
মাতঙ্গ ধারণ করে শরীর বৃহৎ,
কিন্তু এরা সকলেই সিংহেরে দেখিয়া
শশব্যস্তে প্রাণভয়ে যায় পলাইযা।

তেমতি যদ্যপি প্রজ্ঞা বালকের(ও) থাকে,
মহৎ বলিযা পূজে সর্ব্বজনে তাকে ;
বিশাল-শরীর, কিন্তু প্রজ্ঞাহীন জন,
হয় শুধু সকলের হাস্যের ভাজন।

এই উপদেশ দিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিযা সেই ভিক্ষুদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী এবং কেহ কেহ অর্হন্ হইলেন।

সমবধান—তখন লকুণ্টক ভদ্রিক ছিলেন সেই রাজা, যিনি অপরকে উপহাসাস্পদ করিতে গিয়া শেষে নিজেই উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। তখন আমি ছিলাম শক্র।]

২০৩—খন্ধবত্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুসম্বন্ধে এই কথা বলিযাছিলেন। এই ভিক্ষু নাকি অগ্নিশালার দ্বারে কাষ্ঠ চিরিতেছিলেন, এমন সময়ে একটা জীর্ণবৃক্ষ হইতে একটা সর্প বাহির হইযা তাঁহার পায়ের আঙ্গুলে দংশন করে এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার প্রাণবিয়োগের কথা বিহারস্থ সকলেই জানিতে পারিল এবং ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, 'অমুক ভিক্ষু অগ্নিশালার দ্বারে কাষ্ঠ চিরিবার সময সর্পদংশনে মারা গিযাছেন।' অনন্তর শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া এই বৃত্তান্ত জানিয়া বলিলেন, "দেখ, সেই ভিক্ষু যদি সর্পরাজকুল-চতুষ্টয়ে মৈত্রী প্রদর্শন করিত, তাহা হইলে উহাকে কখনও সর্পে দংশন করিত না। প্রাচীনকালে যখন বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে নাই, তখনও তাপসেরা এই চতুর্ব্বিধ সর্পরাজকুলে মৈত্রী দেখাইয়া সর্পভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর সর্ব্ববিধ রিপু দমনপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিয়া যান। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া তিনি অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়াছিলেন এবং হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গানদীর নিবর্ত্তন-স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া ধ্যানসুখে মগ্ন থাকিতেন।

এই সময়ে গঙ্গাতীরে নানাজাতীয় সর্প ছিল। তাহারা ঋষিগণের তপশ্চর্য্যার ব্যাঘাত ঘটাইত এবং অনেককে দংশনে নিহত করিত। ঋষিরা শেষে বোধিসত্ত্বকে এই ব্যাপার জানাইলেন। বোধিসত্ত্ব সমস্ত ঋষিকে একস্থানে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা যদি চতুর্ব্বিধ অহিরাজকুলে মৈত্রী প্রদর্শন কর, তাহা হইলে সর্পেরা তোমাদিগকে দংশন করিবে না। অতএব এখন হইতে অহিরাজকুল-চতুষ্টয়কে প্রীতির চক্ষে দেখিবে।" এই উপদেশ দিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

বিরূপাক্ষ, এলাপত্র, শৈব্যাপুত্র আর
কৃষ্ণ-গৌতমক এই নাগরাজ চার।
সকলেই মিত্র এরা জানিবে আমার ,
কারো সঙ্গে নাহি মম শত্রু-ব্যবহার।*

---

* সম্ভবতঃ ইহা একটী সাপুড়ের মন্ত্র। মহাভারতের আদিপর্ব্বে (৩৫শ অধ্যায) বহুজাতীয় সর্পের নাম আছে , তাহাদের মধ্যে এক জাতির নাম এলাপত্র। ইহাই বোধ হয় পালি—'এরাপথো'। এই গাথার অপর তিন জাতির নাম মহাভারতে নাই।

এইরূপ চারি নাগরাজকুলের নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যদি তোমরা এই ইহাদিগকে প্রীতির চক্ষে অবলোকন কর, তাহা হইলে সর্পজাতীয় কোন প্রাণী কখনও তোমাদিগকে দংশন করিবে না; তোমাদের অন্য কোন অনিষ্টও করিবে না।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী পাঠ করিলেন :—

পদহীন, দ্বিপদ অথবা চতুষ্পদ,
কিংবা বহুপদ যারা বিচরে ভূতলে,
সকলেই হয় মম প্রীতির আস্পদ :
মৈত্রীভাব সদা আমি দেখাই সকলে।

এবম্প্রকারে নিজের মৈত্রীভাব প্রকাশ করিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথায় নিজের প্রার্থনা জানাইলেন :—

বহুপদ, চতুষ্পদ, দ্বিপদ জীবগণ,
পদহীন কিংবা যারা কর বিচরণ,
তোমা সবাকার কাছে, যুড়ি দুই কর,
করিওনা হিংসা মোরে, মাগি এই বর।

ইহার পর তিনি প্রাণিবিশেষের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া সাধারণভাবে এই গাথা বলিলেন :—

ধরাধামে জন্ম যারা করেছে গ্রহণ,
যত প্রাণী বিশ্বমাঝে করে বিচরণ,
সর্ব্বজীব হোক সুখী এই আমি চাই,
নাহি পশে দুঃখ যেন কভু কারো ঠাঁই। *

সর্ব্বভূতে সমভাবে মৈত্রী প্রদর্শন করিতে হইবে এই উপদেশ দিয়া তিনি ঋষিদিগের দ্বারা ত্রিরত্নের গুণ স্মরণ করাইবার জন্য বলিলেন, "বুদ্ধ অপ্রমাণ, ধর্ম্ম অপ্রমাণ, সঙ্ঘ অপ্রমাণ। তোমরা এই ত্রিরত্নের গুণ সর্ব্বদা মনে রাখিবে।" রত্নত্রয় অপ্রমাণ, কিন্তু জীবগণ সপ্রমাণ ইহা বুঝাইবার জন্য তিনি বলিলেন, "সরীসৃপ, বৃশ্চিক, শতপদী, ঊর্ণনাভ, গোধিকা, মূষিক ইত্যাদি সপ্রমাণ। ইহাদিগের দেহে দ্বেষানুরাগাদি যে সকল প্রবৃত্তি আছে সেইগুলি ইহাদের সপ্রমাণতার কারণ। অতএব অপ্রমাণ রত্নত্রয়ের মাহাত্ম্যবলে আমাদিগকে দিবারাত্র এই সকল সপ্রমাণ জীব হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। সেইজন্যই বলিতেছি তোমরা ত্রিরত্নের মাহাত্ম্য ভুলিও না।" অনন্তর অন্যান্য কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশার্থ তিনি এই গাথা বলিলেন :—

সুরক্ষিত এবে আমি, লভিয়াছি পরিত্রাণ,
হিংসারত প্রাণিগণ, যাও ছাড়ি এই স্থান।

---

* এই গাথা চারিটীকে প্রকৃতপক্ষে একটী গাথা বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহাদের চতুর্থটীর সঙ্গে Coleridge প্রণীত Rime of the Ancient Mariner নামক কাব্যের নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় তুলনীয় :—

He prayeth well, who loveth well
Both man and bird and beast.

He prayeth best who loveth best
All things both great and small,
For the dear God, who loveth us:
He made and loveth all.

অপ্রমাণ ভগবান্, লইলাম নাম তাঁর,
সপ্ত বুদ্ধে* স্মরি আমি, ভয় কিবা আছে আর?

ঋষিগণ সপ্তবুদ্ধকে স্মরণ করিয়া যখন নমস্কার করিতেছিলেন, বোধিসত্ত্ব তখন তাঁহাদিগকে এই রক্ষাকবচ রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি ঋষিরা বোধিসত্ত্বের উপদেশানুবর্তী হইয়া মৈত্রীভাবনা ও বুদ্ধগুণ স্মরণ করিতেন। তাঁহারা বুদ্ধগুণস্মরণ করিতেন বলিয়া সর্পজাতীয় সর্ব্ব প্রাণী সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মবিহার ধ্যান করিতে করিতে শেষে ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইয়াছিলেন।

[সমবধান—তখন বুদ্ধশিষ্যেরা ছিল সেই সকল ঋষি এবং আমি ছিলাম তাহাদের শাস্তা।]

☞ এই জাতকের নাম খন্ধবত্ত হইল কেন তাহা সুন্দররূপে বুঝিতে পারিলাম না। 'বিরূপক্খেহি' ইত্যাদি মন্ত্রটী সূত্রপিটকে 'খন্ধ পরিত্ত' নামে অভিহিত হইয়াছে; কারণ ইহা পাঠ করিলে খন্ধের (স্কন্ধের) অর্থাৎ শরীরের পরিত্রাণ বা রক্ষা হয়। 'বত্ত' শব্দের বহু অর্থের মধ্যে, 'শ্লোক' 'কর্ত্তব্য' ইত্যাদি দেখা যায়। অতএব 'খন্ধবত্ত' বলিলে, যে শ্লোক পাঠে বা যাহার অনুষ্ঠানে সর্পাদির ভয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায় এরূপ, কিছু বুঝা যাইতে পারে। 'খন্ধবট্ট' একটী স্বতন্ত্র শব্দ।

২০৪—বীরক জাতক।

[শাস্তা জেতবনে বুদ্ধলীলানুকরণ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। যখন স্থবিরদ্বয় (সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন) দেবদত্তের শিষ্যদিগকে লইয়া জেতবনে ফিরিয়া আসিলেন † তখন শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "সারিপুত্র, দেবদত্ত তোমাদিগকে দেখিয়া কি করিল?" "তিনি বুদ্ধের অনুকরণ করিয়াছিলেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আমার অনুকরণ করিতে গিয়া বিনষ্ট হইল তাহা নহে; পূর্ব্বেও তাহার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।" অনন্তর সারিপুত্রের অনুরোধে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উদককাক-যোনিতে ‡ জন্মগ্রহণ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে এক সরোবরের নিকট বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল বীরক।

একবার কাশীরাজ্যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। লোকে তখন কাকবলি § দিতে পারিত না, যক্ষনাগ প্রভৃতিকেও পূজা দিতে পারিত না। দুর্ভিক্ষপীড়িত রাজ্য হইতে কাকগণ দলে দলে বনভূমিতে আশ্রয় লইয়াছিল। সেই সময়ে বারাণসীবাসী সবিষ্ঠক নামক এক কাক নিজের ভার্য্যাকে লইয়া বীরকের বাসস্থানে গমন করিল এবং সেই সরোবরেরই এক পার্শ্বে বাস করিতে লাগিল।

একদিন সরোবরের তীরে আহারার্থ বিচরণ করিবার সময় সবিষ্ঠক দেখিতে পাইল যে বীরক জলে অবতরণ করিয়া মৎস্য ভক্ষণ করিল এবং তীরে উঠিয়া পক্ষ শুষ্ক করিতে লাগিল। ইহাতে সে মনে করিল যে 'এই উদককাকের আশ্রয়লাভ করিতে পারিলে বহু মৎস্য পাইবার সম্ভাবনা। অতএব ইহারই উপাসনা করা যাউক।' এই স্থির করিয়া সে বীরকের সমীপবর্ত্তী

* সপ্তবুদ্ধ—বিদর্শী (বিপস্সী) হইতে গৌতম পর্য্যন্ত সাত জন বুদ্ধ বিশিষ্টভাবে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন (১ম খণ্ড, ২২০ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য)।

† লক্ষণজাতক (১১) দ্রষ্টব্য।

‡ উদককাক=পানিকৌড়ি।

§ কাকবলি-সম্বন্ধে মনু-তৃতীয় অঃ ৯২ম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

হইল। বীবক জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্র, তুমি কি চাও?" সবিষ্ঠক বলিল, "আমি আপনাব সেবক হইতে ইচ্ছা করি।" বীরক বলিলেন, "বেশ! তাহাতে আমাব আপত্তি নাই।" তদবধি সবিষ্ঠক বীরকের সেবা কবিতে লাগিল। বীরক মৎস্য তুলিয়া প্রাণ রক্ষার জন্য যাহা আবশ্যক তাহা নিজে খাইতেন, অবশিষ্ট সবিষ্ঠককে দিতেন। সবিষ্ঠকও যাহা নিজের প্রাণ-বক্ষার জন্য আবশ্যক তাহা নিজে খাইত; অবশিষ্ট তাহার ভার্য্যাকে দিত।

ক্রমে সবিষ্ঠকের মনে গর্ব্ব জন্মিল। সে ভাবিল, 'এই উদককাক কৃষ্ণবর্ণ, আমিও কৃষ্ণবর্ণ, অক্ষি, তুণ্ড, পাদ প্রভৃতিতে ও ইহাতে আমাতে কোন পার্থক্য দেখা যায় না। এখন হইতে আব ইহার গৃহীত মৎস্যে আমাব কোন প্রয়োজন নাই। আমি নিজেই মৎস্য ধরিব।'

এই সঙ্কল্প করিয়া সবিষ্ঠক বীবকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "সৌম্য, এখন হইতে আমিও সরোবরে অবতরণ-কবিয়া মাছ ধরিব।" বীবক বলিলেন, "দেখ ভাই,, যাহারা জলে নামিয়া মাছ ধবিতে পাবে, তুমি সে কুলে জন্ম নাই; এরূপ চেষ্টা কবিয়া মরিবে কেন?"

বীরকের নিষেধসত্বে তাঁহার কথায় কর্ণপাত না কবিয়া সবিষ্ঠক সবোবরে অবতরণ করিল, কিন্তু শৈবাল ভেদ করিয়া অগ্রসব বা নিষ্ক্রান্ত হইতে পারিল না, সে শৈবালে আবদ্ধ হইয়া পড়িল; তাহার তুণ্ডেব অগ্রভাগ মাত্র জলের উপরে রহিল। কাজেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বদ্ধ হওয়ায় তাহাব প্রাণবিয়োগ হইল।

সবিষ্ঠকের ভার্য্যা স্বামীর প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া তাহাব সংবাদ লইবাব জন্য বীবকেব নিকট গেল এবং বলিল, "স্বামিন্, সবিষ্ঠককে দেখিতে পাইতেছি না। তিনি কোথায়?" এই প্রশ্ন কবিবাব সময় সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিয়াছিল:—

কলকণ্ঠ শিখিগ্রীব পতি মম সবিষ্ঠক,
কোথা তিনি, বল মোরে, দয়া করি, হে বীরক।

বীরক বলিলেন, "ভদ্রে! আমি তোমার স্বামীব গতিস্থান জানি।" অনন্তব তিনি নিম্ন-লিখিত দ্বিতীয় গাথাটী পাঠ করিলেন:—

জলে স্থলে চরে, মৎস্য ধরি খায়, পক্ষী আমাদেব মত।
অনুকরণের চেষ্টায় তাদের সবিষ্ঠক হ'ল হত।
করিনু নিষেধ, না শুনি সে কথা পশিল সে সরোবরে,
শৈবালে জড়িত হল পক্ষপাদ, স্বামী তব ডুবি মরে।

ইহা শুনিয়া কাকী বিলাপ করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়া গেল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সবিষ্ঠক এবং আমি ছিলাম বীরক।]

২০৫—গাঙ্গেয়-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে দুইজন দহর ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই দুই ব্যক্তি নাকি শ্রাবস্তীনগরের ভদ্রবংশোদ্ভব। ইঁহারা বৌদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও জীবদেহের অশুভভাব * উপলব্ধ কবিতে না পারিয়া নিজেদের রূপের প্রশংসা করিতেন এবং রূপের গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেন।

রূপ লইয়া একদিন ইঁহাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। প্রত্যেকেই বলিতে লাগিলেন "তুমি সুরূপ বট, কিন্তু আমিও সুরূপ।" অনন্তর ইহারা অনতিদূরে এক বৃদ্ধ 'স্থবিরকে' উপবিষ্ট দেখিয়া স্থির করিলেন, 'এই ব্যক্তি বলিতে পারিবেন, আমাদের মধ্যে কে সুরূপ, কে কুরূপ।' ইঁহারা ঐ ব্যক্তির নিকটে গিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, বলুন ত আমাদের মধ্যে কে সুরূপ।" স্থবির উত্তর দিলেন, "আমি তোমাদের অপেক্ষা অধিক রূপবান্।" ইহাতে দহরদ্বয় ঐ স্থবিরের নিন্দা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা বলিলেন, "এ বুড়া আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার উত্তর দিল না, যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম না, তাহার উত্তর দিল।"

---

* অর্থাৎ ইহা মল, মূত্র, রক্ত, রস ইত্যাদি দ্বারা পূর্ণ [ন্যগ্রোধ মৃগ জাতকের (১২)]-প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দ্রষ্টব্য।

তাঁহাদের এই কীর্ত্তি ভিক্ষুসঙ্ঘের গোচর হইল এবং ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "অমুক বৃদ্ধ স্থবির সেই রূপগর্ব্বিত দহরদ্বয়কে বড় লজ্জা দিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেখ, এই দহর দুইটী যে এজন্মেই রূপের গর্ব্ব করিয়া বেড়াইতেছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইহাদের এই রূপই প্রকৃতি ছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতা হইয়া গঙ্গাতীরে বাস করিতেন। সেই সময়ে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থানে এক গাঙ্গেয় মৎস্য ও এক যামুনেয় মৎস্য নিজেদের রূপের কথা লইয়া বিবাদ করিয়াছিল। প্রত্যেকেই বলিয়াছিল, 'তুমি সুরূপ বট, কিন্তু আমিও সুরূপ।" অদূরে গঙ্গাতটে এক কচ্ছপ শুইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া উভয়েই বলিল, "আমাদের মধ্যে কে সুরূপ বা কুরূপ তাহা এই কচ্ছপ বিচার করিবে।" অনন্তর তাহারা কচ্ছপের নিকট গিয়া বলিল, "সৌম্য কচ্ছপ, বলত গাঙ্গেয় মৎস্যই সুরূপ, না যামুনেয় মৎস্য সুরূপ।" কচ্ছপ উত্তর দিল, "গাঙ্গেয় মৎস্য সুরূপ, যামুনেয় মৎস্যও সুরূপ ; কিন্তু আমি উভয়ের অপেক্ষাও সুরূপ।" এই উত্তর দিবার সময় সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিয়াছিল :—

> গঙ্গাজাত মৎস্য সুশ্রী, সুশ্রী মৎস্য যমুনার,
> কিন্তু এরা সমকক্ষ কিছুতে নহে আমার।
> চতুষ্পদ জীব আমি, কে আছে আমার সম ?
> ন্যগ্রোধের কাণ্ডতুল্য গোলাকার দেহ মম।
> সুপ্রশস্ত গ্রীবা মোর, ক্রমহ্রস্ব, ঈষা যথা ;
> সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী আমি, বলিলাম সত্য কথা।

কচ্ছপের কথা শুনিয়া মৎস্যদ্বয় বলিল, "দেখ, এই পাপ কচ্ছপ আমরা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম তাহার উত্তর না দিয়া অন্য কথা বলিতেছে।" ইহা বলিবার সময় তাহারা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী পাঠ করিল :—

> জিজ্ঞাসিনু যাহা, উত্তর তাহার দিলনা কচ্ছপ খল ;
> জিজ্ঞাসা না করি, এ হেন প্রশ্নের উত্তরে বল কি ফল ?
> নিজের প্রশংসা নিজমুখে সদা, লোক-লজ্জা নাহি ডরে ;
> এ হেন লোকের সংসর্গে থাকিতে মন নাহি কভু সরে।

[সমবধান—তখন এই দহর ভিক্ষু দুই জন ছিল সেই মৎস্য দুইটী, এই বৃদ্ধ স্থবির ছিল সেই কচ্ছপ, এবং আমি ছিলাম গঙ্গাতীরবাসী সেই বৃক্ষদেবতা, যিনি ইহাদের উক্ত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।]

২০৬—কুরঙ্গ মৃগ-জাতক।

[শাস্তা বেণুবনে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিতেছে শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "কেবল এজন্ম নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কুরঙ্গমৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কোন সরোবরতীরস্থ এক গুল্মে বাস করিতেন। ঐ সরোবরের অদূরে কোন বৃক্ষের অগ্রে এক শতপত্র* এবং সরোবরের জলে এক কচ্ছপ থাকিত। এই প্রাণিত্রয় পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দ-সূত্রে বদ্ধ হইয়া সম্প্রীতভাবে কালযাপন করিত।

---

* শতপত্র বক। সংস্কৃতে কিন্তু এই শব্দে কাঠকুট্ট, শুক প্রভৃতি অনেক পক্ষীকে বুঝায়।

একদিন এক ব্যাধ বনে বিচরণ করিতে করিতে সেই সরোবরের ঘাটে বোধিসত্ত্বের পদাঙ্ক দেখিয়া লৌহনিগড়সদৃশ দৃঢ় চর্ম্মপাশ বিস্তৃত করিয়া চলিয়া গেল। বোধিসত্ত্ব রাত্রির প্রথম যামে জলপান করিতে গিয়া ইহাতে বদ্ধ হইলেন এবং বন্ধনসূচক আর্ত্তনাদ করিলেন। সেই শব্দ শুনিয়া বৃক্ষাগ্র হইতে শতপত্র এবং জল হইতে কচ্ছপ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিতে লাগিল। শতপত্র কচ্ছপকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "সৌম্য, তোমার দন্ত আছে, তুমি এই পাশ ছেদন কর; আমি গিয়া, যাহাতে ব্যাধ না আসিতে পারে, তাহার উপায় করি। আমরা উভয়ে এইরূপে স্ব স্ব পরাক্রম প্রদর্শন করিলে আমাদের বন্ধুর জীবন রক্ষা হইবে।" পরামর্শ দিবার সময় শতপত্র নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :—

এস কূর্ম্ম, তীক্ষ্ণদন্তে কাট এই চর্ম্ম পাশে;
আমি গিয়া করি ব্যাধ যাতে না এখানে আসে।

তখন কচ্ছপ গিয়া চর্ম্মরজ্জুগুলি কাটিতে আরম্ভ করিল, এবং শতপত্র ব্যাধের বাসস্থানে উড়িয়া গেল। ব্যাধ প্রত্যূষেই শক্তি হস্তে লইয়া বাহির হইল। কিন্তু সে যেমন সম্মুখের দরজা দিয়া বাহির হইতেছে, অমনি শতপত্র বিরাব ও পক্ষসঞ্চালন করিতে করিতে তাহার মুখে আঘাত করিল। ব্যাধ ভাবিল, কোন দুর্লক্ষণ পক্ষী তাহার মুখে আঘাত করিয়াছে। সে গৃহে ফিরিয়া অল্পক্ষণ শুইয়া রহিল এবং পুনর্ব্বার শক্তিহস্তে শয্যাত্যাগ করিল। শতপত্র ভাবিল, 'এ প্রথমবার সামনের দরজা দিয়া বাহির হইয়াছিল; এবার পিছনের দরজা দিয়া বাহির হইবে।' অতএব সে পশ্চাতের দ্বারেই গিয়া বসিয়া রহিল। ব্যাধও ভাবিল, 'সামনের দরজা দিয়া বাহির হইবার সময় অপেয়ে পাখীটা বাধা দিয়াছে, এবার পিছনের দরজা দিয়া বাহির হই।' কিন্তু সে যেমন পশ্চাতের দ্বার দিয়া বাহির হইল, অমনি শতপত্র পূর্ব্বের ন্যায় ডাকিতে ডাকিতে তাহার মুখে আঘাত করিল। ব্যাধ এবারও দুর্লক্ষণ পক্ষীদ্বারা প্রহৃত হইয়া ভাবিল, 'আজ দেখিতেছি এ পাখীটা আমাকে ঘরের বাহিরে যাইতে দিবে না।' সে ফিরিয়া গিয়া অরুণোদয় পর্য্যন্ত শুইয়া রহিল এবং অরুণোদয়ের পর শক্তি লইয়া বাহির হইল। এবার শতপত্র বেগে উড়িয়া গিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, "ব্যাধ আসিতেছে।" তখন কচ্ছপ একটী রজ্জু ব্যতীত অন্য সমস্ত বন্ধন কাটিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু রজ্জু ছেদন করিতে করিতে তাহার দাঁতে এমন ব্যথা হইয়াছিল যে সে সময়ে তাহার বোধ হইতে লাগিল যেন দন্তগুলি তখনই পড়িয়া যাইবে। তাহার মুখ রক্তাক্ত হইয়াছিল। বোধিসত্ত্ব দেখিলেন, ব্যাধপুত্র শক্তিহস্তে অশনিবেগে আগমন করিতেছে; তিনি সমস্ত বল-প্রয়োগপূর্ব্বক সেই অবশিষ্ট বন্ধনটী ছিন্ন করিয়া বনে পলাইয়া গেলেন। শতপত্র গিয়া বৃক্ষাগ্রে বসিল, কিন্তু কচ্ছপ তখন এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে সে ঐ স্থানেই পড়িয়া রহিল। ব্যাধ তাহাকে তুলিয়া এক থলিতে পুরিয়া একটা গাছের গুঁড়িতে বান্ধিয়া রাখিল।

বোধিসত্ত্ব পশ্চাতে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেন, কচ্ছপ ধরা পড়িয়াছে। তখন বন্ধুর প্রাণরক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, তিনি যেন অতি দুর্ব্বল হইয়াছেন এই ভাবে, ব্যাধের দৃষ্টিগোচর হইলেন। ব্যাধ তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'এ অতি দুর্ব্বল হইয়াছে, অক্লেশে ইহাকে মারিতে পারিব।' এই আশায় সে শক্তি লইয়া তাঁহার অনুধাবন করিল, বোধিসত্ত্ব তাহা হইতে অতিদূরেও না, তাহার অতি নিকটেও না, এই রূপে যাইতে যাইতে তাহাকে লইয়া বনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর যখন দেখিলেন অনেক পথ যাওয়া হইয়াছে, তখন তিনি তাহাকে বঞ্চনা করিয়া বাতবেগে অন্যপথে সেই গুঁড়ির কাছে গেলেন, শৃঙ্গ দ্বারা থলিটাকে তুলিলেন, উহা মাটিতে ফেলিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং কচ্ছপকে বাহির করিলেন। ইহা দেখিয়া শতপত্রও বৃক্ষাগ্র হইতে অবতরণ করিল।

তখন বোধিসত্ত্ব বন্ধুদ্বয়কে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন, "তোমাদের সাহায্যে আমার জীবন রক্ষা হইয়াছে; তোমরা আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিয়াছ। ব্যাধ আসিয়া এখনই তোমাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে; অতএব, তুমি, ভাই শতপত্র, নিজের সন্তান সন্ততি লইয়া অন্যত্র যাও, তুমি, ভাই কচ্ছপও, জলে প্রবেশ কর।" শতপত্র ও কচ্ছপ তাহাই করিল।

[শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া বলিলেন :—

কচ্ছপ সলিলে পশে, কুরঙ্গ কাননে,
বৃক্ষাগ্র করি বর্জ্জন, লয়ে পুত্র পরিজন
শতপত্র দূর দেশে যায় হৃষ্টমনে।]

ব্যাধ ফিরিয়া আসিয়া দেখে সেখানে কেহই নাই; ছেঁড়া থলিটা মাত্র পড়িয়া আছে। সে উহা লইয়া বিষণ্নচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেল। সেই বন্ধুত্রয় যাবজ্জীবন অনবচ্ছিন্ন সৌহার্দ্দে থাকিয়া পরিণামে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই ব্যাধ, সারিপুত্র ছিলেন সেই শতপত্র; মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সেই কচ্ছপ এবং আমি ছিলাম সেই কুরঙ্গমৃগ।]

☞ পঞ্চতন্ত্রের মিত্রসংপ্রাপ্তি এবং হিতোপদেশের মিত্রলাভ প্রকরণে কাক লঘুপতনক, মূষিক হিরণ্যক, কূর্ম্ম মন্থর এবং মৃগ চিত্রাঙ্গ, এই প্রাণিচতুষ্টয়ের কথার সহিত এই জাতকের সৌসাদৃশ্য আছে।

২০৭—অশ্বক-জাতক।

[জেতবনের এক ভিক্ষু তাহার পত্নীর কথা স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন।

শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে ভিক্ষু! তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু বলিল, "হাঁ, প্রভু!" "তোমার উৎকণ্ঠার কারণ কে?" "আমার পত্নী (যাহাকে ত্যাগ করিয়া আমি ভিক্ষু হইয়াছি)।" "তুমি যে কেবল এ জন্মে এই রমণীর প্রণয়াসক্ত হইয়াছ তাহা নহে, পূর্ব্ব জন্মেও ইহার প্রণয়ে পড়িয়া মহাদুঃখ ভোগ করিয়াছিলে।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে কাশীরাজ্যে পোতলি নগরে অশ্বক নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি উর্ব্বরী * নাম্নী প্রধানা মহিষীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। এই রমণী দেহের কান্তিতে দিব্যাঙ্গনাদিগের তুল্যকক্ষ না হইলেও অপর সমস্ত নারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার নয়নাভিরাম রূপলাবণ্য দেখিলে সকলেই মোহিত হইত।

কিয়ৎকাল পরে উর্ব্বরীর মৃত্যু হইল। তখন রাজা নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন এবং বিষণ্নবদনে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি মহিষীর মৃতদেহে প্রলেপ দিয়া উহা তৈলপূর্ণ দ্রোণির † মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, ঐ দ্রোণি নিজের খট্টার নিম্নে রাখিয়া শয্যায় পড়িয়া রহিলেন এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক অবিরত রোদন ও পরিদেবন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা পিতা, আত্মীয়স্বজন, মিত্র, অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতিগণ বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! শোক করিবেন না; উৎপন্ন পদার্থ মাত্রেই অনিত্য।" কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না। মৃত মহিষীর জন্য বিলাপ করিতে করিতে তিনি এইরূপে সপ্তাহকাল অতিবাহিত করিলেন।

---

* যে স্ত্রী অন্য আরও কয়েকজন স্ত্রীর সহিত পত্নীরূপে প্রদত্ত হইত, তাহাকে উর্ব্বরী বলা যাইত।

† 'ডোঙ্গা,' 'নাদা,' 'কলসী' ইত্যাদি অর্থে এই শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। দ্রুম, দারু প্রভৃতি শব্দ এবং দ্রোণি শব্দ বোধ হয় একই ধাতু হইতে উৎপন্ন। সম্ভবতঃ পূর্ব্বে 'দ্রোণি' শব্দে কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্রই বুঝাইত।

তৎকালে বোধিসত্ত্ব হিমবন্তপ্রদেশে বাস করিতেছিলেন। তিনি পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। একদা তিনি জ্ঞানালোক প্রসারিত করিয়া দিব্যচক্ষুদ্বারা * জম্বুদ্বীপ অবলোকন করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, মহারাজ অশ্বক শোকবিহ্বল হইয়া পরিদেবন করিতেছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'আমি এই ব্যক্তির সান্ত্বনাবিধান করিব।' † এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ঋদ্ধিবলে আকাশে উত্থিত হইয়া বারাণসীরাজের উদ্যানে অবতরণ করিলেন এবং তত্রত্য মঙ্গলশিলাপট্টে সুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় সমাসীন হইয়া রহিলেন।

ঐ সময়ে পোতলি নগরের এক ব্রাহ্মণকুমার রাজার উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। বোধিসত্ত্ব তাহার সহিত প্রসন্নভাবে আলাপ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কেমন হে, তোমাদের রাজা ধার্ম্মিক ত?" ব্রাহ্মণকুমার বলিল, "হাঁ ভদন্ত, আমাদের রাজা পরমধার্ম্মিক; কিন্তু তাঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছে, তিনি পত্নীর দেহ দ্রোণির মধ্যে রাখিয়া অবিরত শুইয়া আছেন ও বিলাপ করিতেছেন। আপনি দয়া করিয়া রাজার দুঃখাপনোদন করুন না কেন? ভবাদৃশ শীলসম্পন্ন মহাপুরুষেরা তাঁহার দুঃখ অনুভব না করিলে আর কে করিবে?" "দেখ মাণবক, আমার সঙ্গে রাজার পরিচয় নাই, তবে যদি তিনি নিজে আসিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি মৃতমহিষী এখন কোথায় পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বলিয়া দিতে পারি; এমন কি, তাঁহাদ্বারা রাজার সঙ্গে কথা বলাইতেও পারি।" "যদি এরূপ হয়, ভদন্ত, তবে আমি যতক্ষণ রাজাকে লইয়া না আসি, আপনি ততক্ষণ অনুগ্রহপূর্ব্বক এখানে অবস্থিতি করুন।" বোধিসত্ত্ব এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলে ব্রাহ্মণকুমার রাজার নিকট গিয়া সমস্ত কথা নিবেদনপূর্ব্বক বলিল, "মহারাজ, এখন সেই দিব্যচক্ষু মহাপুরুষের নিকট গমন করা কর্ত্তব্য।"

উর্ব্বরীকে দেখিতে পাইব ইহা ভাবিয়া রাজা অতিমাত্র হৃষ্টচিত্তে রথারোহণে উদ্যানে গেলেন এবং বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কি প্রকৃতই দেবীর পুনর্জ্জন্মস্থান জানিতে পারিয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "হাঁ মহারাজ।" "তিনি কোথায় জন্মিয়াছেন?" "ঐ রমণী সৌন্দর্য্যমদে মত্ত হইয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছিলেন, কোনরূপ সৎকার্য্য সম্পাদন করেন নাই, কাজেই এই উদ্যানেই গোময়কীট-যোনিতে ‡ জন্মপ্রাপ্ত হইয়াছেন।" "এ কথা ত আমার বিশ্বাস হয় না।" "বিশ্বাস না হয় ত আমি তাঁহাকে দেখাইতেছি এবং তাঁহাদ্বারা কথা বলাইতেছি।" "বেশ, তাঁহাদ্বারা কথা বলান ত।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হে কীটদ্বয়, যাহারা গোময়পিণ্ড গড়াইতে গড়াইতে লইয়া যাইতেছ, তোমরা একবার রাজার সম্মুখে এস ত।" তাঁহার তপোবলে কীট দুইটী তখনই সেখানে উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাদের একটীকে দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ যে কীটটী গোময়পিণ্ড হইতে বাহির হইয়া দ্বিতীয় কীটটীর পশ্চাতে আসিতেছে, উহাই আপনার উর্ব্বরী দেবী। একবার দেখুন উহার এখন কি দশা হইয়াছে।" রাজা বলিলেন, "ভদন্ত, উর্ব্বরী যে গোময়কীট হইয়াছেন ইহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।" "মহারাজ, আমি উহা দ্বারা কথা বলাইতেছি।" "আচ্ছা, ভদন্ত, একবার কথা বলান ত।" বোধিসত্ত্ব নিজের তপোবলে ঐ কীটকে বাক্‌শক্তি দিয়া বলিলেন, "উর্ব্বরি!" উর্ব্বরী মনুষ্যভাষায় উত্তর দিল,

* চক্ষু ত্রিবিধ—মাংসচক্ষু, দিব্যচক্ষু, ও প্রজ্ঞাচক্ষু।

† মূলে 'আশ্রয়স্থানীয় হইব' এই ভাব আছে।

‡ গোময়কীট—গোবুরে পোকা।

"কি আজ্ঞা করিতেছেন, ভদন্ত।" "পূর্ব্বজন্মে তোমার নাম কি ছিল?" "তখন আমার নাম ছিল উর্ব্বরী। আমি অশ্বক রাজার মহিষী ছিলাম।" "এখন তোমার প্রণয়ের পাত্র কে? অশ্বক রাজা, না এই গোময়কীট?" "ভদন্ত, সে যে আমার পূর্ব্বজন্মের কথা। তখন আমি এই উদ্যানেই রাজার সহিত রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দ-জনিত সুখভোগ করিয়া বিচরণ করিতাম। কিন্তু জন্মান্তরগ্রহণে আমার পূর্ব্বস্মৃতি লয় পাইয়াছে; অতএব সে রাজা এখন আমার কে? এখন আমি পারি ত অশ্বক রাজাকে মারিয়া ফেলি এবং তাহার কণ্ঠের রক্তে আমার বর্ত্তমান স্বামী এই গোময়কীটের পাদ রঞ্জিত করিয়া দিই।" ইহা বলিয়া সে সর্ব্বজনসমক্ষে নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিল :—

"অশ্বক নৃপতি পতি ছিলেন আমার;
কতই প্রণয় ছিল আমা দু'জনার;
ভাল বাসিতেন তিনি, বাসিতাম ভাল,
এক সঙ্গে সুখে মোরা যাপিতাম কাল।
এবে কিন্তু সুখ দুঃখ নূতন প্রকার;
পুরাতন সুখ দুঃখ মনে নাই আর।
অশ্বকে আমার আর নাই প্রয়োজন;
হৃদয় গোময়কীটে করেছি অর্পণ।"

ইহা শুনিয়া অশ্বকের মনে পূর্ব্বকৃত পরিদেবনের জন্য অনুতাপ জন্মিল। তিনি সেখানে থাকিয়াই শয্যার নিম্ন হইতে রাজ্ঞীর শব বাহির করাইবার আদেশ দিলেন, অবগাহনপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিলেন, নগরে প্রতিগমন করিয়া অপর এক রমণীকে অগ্রমহিষী করিয়া লইলেন, এবং যথাশাস্ত্র রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বও রাজাকে এইরূপে উপদেশ দিয়া ও শোকবিমুক্ত করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে ফিরিয়া গেলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন তোমার পত্নী ছিল উর্ব্বরী, যে তুমি এখন এত উৎকণ্ঠিত হইয়াছ, সেই তুমি ছিলা রাজা অশ্বক, সারীপুত্র ছিলেন সেই মাণবক, এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

২০৮—শিশুমার-জাতক।*

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিতেছে শুনিয়া তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! দেবদত্ত যে কেবল এজন্মে আমার প্রাণবধের সঙ্কল্প করিয়াছে এমন নহে, পূর্ব্বেও সে এইরূপ করিয়াছিল। কিন্তু প্রাণবধ করা দূরে থাকুক, সে আমার ভীতি পর্য্যন্ত উৎপাদন করিতে পারে নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে কপিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল দেহে হস্তীর মত বল ছিল; তিনি যেমন পৌরুষবান্, তেমনই সৌভাগ্যশালী ছিলেন এবং গঙ্গার নিবর্ত্তন-স্থানে এক বনমধ্যে বাস করিতেন। ঐ সময়ে গঙ্গাতে এক শিশুমার ছিল। তাহার ভার্য্যা বোধিসত্ত্বের শরীর দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের মাংস আহার করিতে সাধ করিল এবং শিশুমারকে বলিল, "স্বামিন্, আমার ইচ্ছা হইতেছে, ঐ কপিরাজের হৃদয়ের মাংস খাই।" শিশুমার বলিল, "ভদ্রে, আমি জলচর, সে

* শিশুমার—জলকপি (শুশুক); কিন্তু এখানে ইহা 'কুম্ভীর' অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

স্থলচর; আমি কিরূপে তাহাকে ধরিব বল?" "যেভাবে পার ধর; উহার হৃদয়ের মাংস না পাইলে আমি মারা যাইব।" "আচ্ছা, কোন চিন্তা নাই; একটা উপায় আছে, যাহা দ্বারা আমি তোমাকে তাহার হৃদয়ের মাংস খাওয়াইতে পারিব।"

ভার্য্যাকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া শিশুমার গঙ্গাতীরে বোধিসত্ত্বের নিকট গমন করিল। তিনি তখন গঙ্গার জলপান করিয়া সেখানে বসিয়াছিলেন। শিশুমার বলিল, "বানর-রাজ, চিরকাল এই এক স্থানে থাকিয়া বিস্বাদ ফল খাইয়া কষ্ট পান কেন? গঙ্গার অপর পারে আম্র, লবুজ * প্রভৃতি সুমধুর ফলের অন্ত নাই; সেখানে গিয়া ঐ সমস্ত আহার করিলে কি ভাল হয় না?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "কুম্ভীররাজ, গঙ্গা অতি বিস্তীর্ণা, ইহার জলও অগাধ; আমি ইহা পার হইব কিরূপে?" "যদি যাইতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি আপনাকে আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া লইয়া যাইতে পারি।" বোধিসত্ত্ব এই কথা বিশ্বাস করিয়া বলিলেন, "বেশ; চলুন তবে, যাওয়া যাউক।" কুম্ভীর বলিল, "আসুন, আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করুন।"

তখন বোধিসত্ত্ব কুম্ভীরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। কুম্ভীর কিয়দ্দূর গিয়া জলে ডুব দিল। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সৌম্য, আমাকে জলে ডুবাইতেছ কেন? এ কিরূপ কাজ?" কুম্ভীর বলিল, "তুমি ভাবিয়াছ আমি তোমাকে ভালবাসিয়া তোমার ভাল করিবার জন্য লইয়া যাইতেছি! তাহা নহে। আমার ভার্য্যার সাধ হইয়াছে যে, তোমার হৃদয়ের মাংস খাইবে; তাহাকে সেই মাংস খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছি।" "সৌম্য, কথাটা খুলিয়া বলিয়া ভালই করিলে। আমাদের বুকের মধ্যে যদি হৃদয় থাকিত, তাহা হইলে ডালে ডালে লাফালাফি করিবার সময় উহা টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইত।" "তবে তোমরা হৃদয়টা কোথায় রাখ?" অদূরে সুপক্ব ফলপিণ্ডসম্পন্ন একটা উডুম্বর বৃক্ষ ছিল; বোধিসত্ত্ব তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"দেখনা, আমাদের হৃদয়গুলি ঐ উডুম্বর গাছে ঝুলিতেছে।" "দেখ বানরেন্দ্র, তুমি যদি আমায় তোমার হৃদয়টা দাও, তাহা হইলে আমি তোমায় মারিব না।" "তবে আমায় ওখানে লইয়া চল; বৃক্ষে যে হৃদয় ঝুলিতেছে, তাহা তোমাকে দিব।" তখন কুম্ভীর বোধিসত্ত্বকে লইয়া সেই বৃক্ষের নিকট গেল, বোধি-সত্ত্ব তাহার পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ দিয়া বৃক্ষে আরোহণ করিলেন এবং শাখায় বসিয়া বলি-লেন, "মূর্খ শিশুমার! তুমি বিশ্বাস করিলে যে প্রাণীদিগের হৃদয় বৃক্ষাগ্রে থাকে! তুমি নিতান্ত বোকা; আমি তোমায় ঠকাইয়াছি বুঝিতে পারিলে? তোমার মধুর ফলগুলি তুমিই ভোগ কর। তোমার দেহটা প্রকাণ্ড, কিন্তু বুদ্ধি ত আদৌ নাই।" এই ভাবপ্রকাশার্থ বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন ঃ—

> সাগরের পারে আছে, মধুর ফলের বন,
> আম্র-জম্বু-পনসাদি—নাহি তাহে প্রয়োজন।
> উডুম্বর বৃক্ষ এই—এই ভাল মোর কাছে,
> যাহার আশ্রয় লভি আজি মোর প্রাণ বাঁচে।
> বিশাল দেহটা তব, বুদ্ধি কিন্তু ক্ষীণ অতি;
> ঠকিয়াছ, শিশুমার! যথা ইচ্ছা কর গতি।

সহস্র মুদ্রা নষ্ট হইলে লোকে যেমন দুঃখিত ও বিষণ্ণ হয়, শিশুমারও সেইরূপ হইল এবং সাতিশয় মানসিক যাতনা ভোগ করিতে করিতে স্বীয় বাসস্থানে ফিরিয়া গেল।

---

* সংস্কৃত 'লকুচ'। ইহা কাঁটাল জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষ। ইহার নামান্তর 'ডহু' (ডহুয়া বা বন কাঁটাল)।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শিশুমার, চিঞ্চা মাণবিকা ছিল তাহার ভার্য্যা এবং আমি ছিলাম সেই কপিরাজ।]

☞ চরিয় পিটকে, মহাবস্তুতে এবং পঞ্চতন্ত্রেও এই গল্প দেখা যায়। পঞ্চতন্ত্রে শিশুমারের পরিবর্ত্তে মকরের উল্লেখ আছে। ইংরাজী অনুবাদক রুশদেশ-প্রচলিত আর একটী গল্পেরও তাৎপর্য্য দিয়াছেন। তাহাতে বানরের পরিবর্ত্তে উদ্দামুখী স্থান পাইয়াছে—পাইবারই কথা, কারণ শীতপ্রধান দেশে বানর অপরিচিত, পরন্তু ধূর্ত্ততার জন্য 'শৃগাল' সর্ব্বত্র সুবিদিত।

ইষপের এবং প্লেটোর গ্রন্থেও এই মর্ম্মের গল্প আছে। বানরেন্দ্রজাতকে (৫৭) হৃৎপিণ্ডের কথা নাই; বাক্‌শক্তিসম্পন্ন শিলাখণ্ডের উল্লেখ আছে। বাক্‌শক্তিসম্পন্ন শিলার কথা পড়িলে পঞ্চতন্ত্র-বর্ণিত বাক্‌শক্তিসম্পন্ন গহ্বরের কথা মনে পড়ে। প্রথম খণ্ডের কুরঙ্গমৃগজাতকে (২১) মৃগ সপ্তপর্ণী বৃক্ষকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিয়াছিল।

২০৯—কক্কর-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে ধর্ম্ম-সেনাপতি সারিপুত্রের সার্দ্ধবিহারিক জনৈক দহর ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি নিজের দেহরক্ষাবিষয়ে অতি নিপুণ ছিলেন। পাছে শরীরের কোন অসুখ হয় এই আশঙ্কায় তিনি কখনও অতি শীতল বা অতি উষ্ণ কোন বস্তু সেবন করিতেন না, শীতে বা উত্তাপে শরীরের ক্লেশ হইবে এই ভয়ে বাহিরে পর্য্যন্ত যাইতেন না, চাউল বেশি গলিয়া গেলে কিংবা সুসিদ্ধ না হইলে সে ভাতও খাইতেন না। ক্রমে তাঁহার শরীরগুপ্তি-কুশলতার কথা সঙ্ঘমধ্যে প্রকাশ পাইল এবং একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ভ্রাতৃগণ, অমুক দহর ভিক্ষু নাকি শরীররক্ষায় বড় নিপুণ।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "এই ভিক্ষু যে কেবল বর্ত্তমান জন্মে দেহরক্ষা-সম্বন্ধে নৈপুণ্যলাভ করিয়াছে এমন নহে, পূর্ব্বেও ইহার এইরূপ প্রকৃতি ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পূর্ব্বকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বনভূমিতে বৃক্ষদেবতা হইয়াছিলেন। একদা এক শাকুনিক একটা "কোট্‌না" কক্কর, † পশমের দড়ি, ও লাঠি লইয়া কক্কর ধরিবার জন্য বনে প্রবেশ করিয়াছিল। একটা বৃদ্ধ কক্কর লোকালয় হইতে পলায়ন করিয়া বনে আসিয়াছিল; শাকুনিক তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ঐ কক্করটা পশমের পাশ চিনিত, কাজেই ধরা দিল না, এক একবার উড়িয়া এবং এক একবার মাটিতে নামিয়া পলাইতে লাগিল। তখন শাকুনিক নিজের দেহ শাখাপল্লবদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া পুনঃ পুনঃ যষ্টি ও পাশ স্থাপন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তাহাকে লজ্জা দিবার অভিপ্রায়ে কক্কর মানুষী ভাষায় নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

> অশ্বকর্ণ, বিভীতক, ‡ দেখিয়াছি বৃক্ষ কত,
> পারে না চলিতে তারা কিন্তু হে তোমার মত।

শাকুনিককে এই কথা বলিয়া সেই কক্কর পুনর্ব্বার অন্যত্র চলিয়া গেল। তাহার পলায়ন করিয়া যাইবার সময় ব্যাধ নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিল :—

> পুরাতন 'ঘাগি' এই খাঁচাভাঙ্গা পাখী,
> চেনে ভাল, তাই আজ দিল মোরে ফাঁকি।
> পলাইল, আরও দু'টা শুনাইল কথা;
> আজকার চেষ্টা মোর সব হ'ল বৃথা।

---

* Childers-প্রণীত অভিধানে 'কক্কর' শব্দ দেখা যায় না। সিংহলী অক্ষরে মুদ্রিত অভিধানে দেখা যায় ইহা তিত্তির জাতীয় এক প্রকার পক্ষী। সংস্কৃত ভাষায় ইহার নাম 'ক্রকর', 'ক্রকণ' বা কৃকণ। 'কক্কর' শব্দের পরিবর্ত্তে 'কুক্কুট' এই পাঠান্তরও আছে।

† মূলে 'দীপক কক্করং' এই পদ দেখা যায়। 'দীপক' শব্দের অর্থ ইংরাজী অনুবাদক 'decoy bird' করিয়াছেন। অভিধানে এতদ্বারা শ্যেনজাতীয় এক প্রকার মাংসাশী পক্ষীও বুঝায়।

‡ অশ্বকর্ণ—শাল। বিভীতক—বহেড়া।

ইহা বলিয়া ব্যাধ ঐ বনে পর্যটন করিয়া যাহা পাইল তাহাই লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই ব্যাধ ; এই শরীররক্ষা-নিপুণ দহর ভিক্ষু ছিল সেই পুরাণ কুরুর, আর আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা, যিনি এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।]

২১০—কন্দগলক-জাতক।

[শাস্তা সুগতের অনুক্রিয়াসম্বন্ধে বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি যখন শুনিতে পাইলেন যে দেবদত্ত বুদ্ধলীলার অনুকরণ করিতেছে, তখন বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত যে কেবল একালে আমার অনুকরণের চেষ্টা করিয়া বিনষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও তাহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে কাষ্ঠকূটযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি খদিরবনে বিচরণ করিতেন বলিয়া 'খদিরবনীয়' এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কন্দগলক নামক এক পক্ষীর সহিত বোধিসত্ত্বের বন্ধুত্ব ছিল, ঐ পক্ষী একটী সুস্বাদুফলবহুল বনে বিচরণ করিত।

একদিন কন্দগলক বোধিসত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইল। "আমার বন্ধু আসিয়াছে" বলিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাকে লইয়া খদিরবনে প্রবেশ করিলেন এবং তুণ্ডের আঘাতে বৃক্ষ হইতে কীট বাহির করিয়া তাহাকে খাইতে দিলেন। বোধিসত্ত্ব এক একটী কীট দিতে লাগিলেন, কন্দগলক সেগুলি অতি তৃপ্তির সহিত উদরস্থ করিতে লাগিল,—তাহার বোধ হইল যেন সে মধুমিশ্রিত পিষ্টক খাইতেছে। এইরূপে খাইতে খাইতে তাহার মনে গর্ব্বের সঞ্চার হইল। সে ভাবিল, "এও কাষ্ঠকূটযোনিতে জন্মিয়াছে, আমিও কাষ্ঠকূটযোনিতে জন্মিয়াছি, কেন তবে ইহার অনুগ্রহান্নভোজী হই? আমিও এখন হইতে খদিরবনে বিচরণ করিব।" ইহা স্থির করিয়া যে বোধিসত্ত্বকে বলিল, "বন্ধু, তোমায় আর কষ্ট পাইতে হইবে না; আমিও খদিরবনে বিচরণ করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিব।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভদ্র, তুমি যে কুলে জন্মিয়াছ, তাহারা অসার শাল্মলীর ও সুস্বাদুফলবান্ বৃক্ষের বনে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। খদির কাষ্ঠ সারবান্ ও অতি কঠিন। তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।" কন্দগলক কিন্তু তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, সে বলিল, "আমি কি কাষ্ঠকূটকুলে জন্মি নাই?" অনন্তর সে বেগে ধাবিত হইয়া তুণ্ডদ্বারা খদিরকাষ্ঠে আঘাত করিল। কিন্তু তখনই তাহার তুণ্ড ভগ্ন হইয়া গেল, চক্ষুর্দ্বয় ছুটিয়া কোটর হইতে নিষ্ক্রমনোন্মুখ হইল এবং মস্তক বিদীর্ণ হইল। সে বৃক্ষের উপর থাকিতে অসমর্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল এবং নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

সূক্ষ্মপত্রধর এই সকণ্টক কোন্ বৃক্ষ?
বলবন্ধু, কি নাম ইহার,
একটী আঘাতে মাত্র চূর্ণ হল, হায়, হায়,
তুণ্ড আর মস্তক আমার!

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্বরূপী খদিরবনীয় দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

যে বনে কেবল আছে অসার কাষ্ঠের গাছ
করিয়াছ চিরকাল সেথা বিচরণ;
সারবান্ খদিরের কাষ্ঠেতে আঘাত করি
গরুড়ের* তুণ্ড, শির চূর্ণ হয় সে কারণ।

* টীকাকার বলেন 'গরুড়' শব্দটী এখানে গৌরবার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু গৌরবার্থ অপেক্ষা শ্লেষার্থই বোধ হয় অধিক সঙ্গত।

বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন, "ভাই কন্দগলক, যে বৃক্ষে আঘাত করিতে গিয়া তোমার মস্তক বিদীর্ণ হইল ইহার নাম খদিব; ইহা অতি সারবান্।" অনন্তর কন্দগলক অবিলম্বে সেই স্থানেই প্রাণত্যাগ করিল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই কন্দগলক; এবং আমি ছিলাম খদিরবর্ণীয়।]

২১১—সোমদত্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে স্থবির লালুদায়ীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

অধিক লোকের কথা দূরে থাকুক, কোন স্থানে দুই তিন জন উপস্থিত থাকিলেও এই স্থবির তাঁহাদের সমক্ষে একটীমাত্র বাক্যও গুছাইয়া বলিতে পারিতেন না। তাঁহার এমনই সলজ্জভাব ছিল * যে তিনি এক কথা বলিতে গিয়া অন্য কথা বলিয়া ফেলিতেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া লালুদায়ীর এই দোষসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, এমন সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখন কোন বিষয় লইয়া কথোপকথন করিতেছ?" ভিক্ষুরা এই প্রশ্নের উত্তর দিলে তিনি বলিলেন, "দেখ, লালুদায়ী যে কেবল এ জীবনে এইরূপ সলজ্জ হইয়াছে এমন নহে, পূর্ব্ব জন্মেও সে এইরূপ ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে কোন এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার পর তিনি দেখিলেন তাঁহার মাতাপিতা নিতান্ত দীনদশায় উপনীত হইয়াছেন। তখন তিনি সেই দুঃস্থ পরিবারের উন্নতি করিবার সঙ্কল্পে পিতার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বারাণসীতে গিয়া তত্রত্য রাজার কর্ম্মচারী হইলেন এবং বুদ্ধিবলে অল্প দিনের মধ্যেই রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

বোধিসত্ত্বের পিতা দুইটী গরুদ্বারা ভূমিকর্ষণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহার একটী গরু মরিয়া গেল। তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিলেন, "বৎস, একটা গরু মারা গিয়াছে,—চাষবাস করা অসম্ভব হইয়াছে। তুমি গিয়া রাজার নিকট একটা গরু চাও।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বাবা, আমি এইমাত্র রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছি। এখনই আবার গিয়া গরু চাহিলে ভাল দেখাইবে না। আপনি বরং নিজেই গিয়া তাহার নিকট একটা গরু যাচ্ঞা করুন।" বৃদ্ধ বলিলেন, "বাছা, তুমি জাননা আমি কত লজ্জাশীল। এক স্থানে দুই তিন জন লোক দেখিলেই আমার মুখ হইতে কথা বাহির হয় না। আমি যদি রাজার কাছে গরু চাহিতে যাই, তাহা হইলে যে গরুটা জীবিত আছে তাহাও বোধ হয় তাঁহাকে দান করিয়া আসিব।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বাবা, যাহা হয় হউক, আমি কিছুতেই রাজার নিকট গরু চাহিতে পারিব না। রাজার নিকট কিরূপে কথা বলিতে হইবে তাহা বরং আপনাকে শিখাইয়া দিতেছি।" বৃদ্ধ বলিলেন, "বেশ বাছা, তাহাই শিখাও।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব পিতাকে লইয়া এক শ্মশানে গমন করিলেন। সেখানে বেণা ঘাস ছিল। তিনি উহার কয়েকটী আঁটি বান্ধিয়া স্থানে স্থানে রাখিয়া দিলেন এবং এক একটীকে লক্ষ করিয়া পিতাকে বলিতে লাগিলেন, "এই যেন রাজা, এই মনে করুন উপরাজ, আর এই সেনাপতি। আপনি রাজার নিকট

* মূলে তিনি 'সারজ্জবহুল' ছিলেন এইরূপ আছে। সারজ্জ=শারদ্য=লজ্জাশীলতা (shyness, nervousness &c)।

উপস্থিত হইয়া প্রথমে বলিবেন, 'মহারাজের জয় হউক', তাহার পর, যে গাথা শিখাইতেছি তাহা পাঠ করিয়া গরু চাহিবেন।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করাইয়া পিতাকে এই গাথা শিক্ষা দিলেন :—

দু'টী গরু ল'যে করিতাম চাষ,
একটী তাহার গিয়াছে মরি।
যোড়াটী পূরায়ে দিন, মহারাজ,
করযোড়ে এই মিনতি করি।

ব্রাহ্মণ এক বৎসর চেষ্টা করিয়া এই গাথা অভ্যাস করিলেন এবং তদনন্তর পুত্রকে বলিলেন, "বৎস সোমদত্ত, গাথাটী আমার কণ্ঠস্থ হইয়াছে। এখন আমি যার তার কাছে ইহা আবৃত্তি করিতে পারি। অতএব আমাকে রাজার নিকট লইয়া চল।"

বোধিসত্ত্ব 'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাজদর্শনোপযোগী উপঢৌকন-সহ পিতাকে রাজসমীপে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া রাজাকে সেই উপঢৌকন দান করিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে সোমদত্ত, এ ব্রাহ্মণ কে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, ইনি আমার পিতা।" "ইনি এখানে কি জন্য আসিয়াছেন?" এই প্রশ্ন শুনিয়া বৃদ্ধ গরু চাহিবার অভিপ্রায়ে গাথাটী পাঠ করিলেন :—

দু'টী গরু ল'যে করিতাম চাষ,
একটী তাহার গিযাছে মরি।
দ্বিতীয়টী, ভূপ, করুন গ্রহণ
করযোড়ে এই মিনতি করি।

রাজা বুঝিলেন ব্রাহ্মণ শ্লোক আবৃত্তি করিতে গিয়া ভুল করিয়াছেন। তিনি স্মিতমুখে বলিলেন, "সোমদত্ত, তোমার বাড়ীতে বোধ হয় অনেক গরু আছে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ যদি দিয়া থাকেন, তবে অনেক আছে বৈকি।" এই উত্তরে রাজা প্রসন্ন হইলেন এবং ব্রাহ্মণকে যে ভাবে দান করা উচিত সেইভাবে বোধিসত্ত্বের পিতাকে সাজসজ্জাসুদ্ধ ষোলটী গরু ও বাসের জন্য একখানি গ্রাম দান করিলেন। অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণকে মহাসম্মানের সহিত বিদায় দিলেন। ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্বেত-তুরগযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক বহু অনুচরসহ সেই গ্রামে প্রবেশ করিলেন। বোধিসত্ত্বও উক্ত রথে পিতার পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিলেন। যাইবার সময় তিনি বলিতে লাগিলেন, "বাবা, আমি সংবৎসর ধরিয়া আপনাকে কি বলিতে হইবে শিখাইলাম, কিন্তু যখন অবসর উপস্থিত হইল, তখন আপনি কি না নিজের অবশিষ্ট গরুটাও রাজাকে দিয়া ফেলিলেন!" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী পাঠ করিলেন :—

৩১ লইয়া বেণার আঁটি সংবৎসর কাল খাটি
শিখাইনু সযতনে; পণ্ড সমুদয়!
সভামধ্যে প্রবেশিয়া অর্থ দিলে উল্টাইয়া;
বুদ্ধি না থাকিলে ঘটে অভ্যাসে কি হয়?

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া তাহার পিতা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

৩২ যাচকের ভাগ্যে ফলে দুই ফল
অলাভ অথবা লাভ আশাতীত;
যাচ ঞার ফল, বৎস সোমদত্ত,
এই জেন তুমি সর্ব্বত্র বিদিত।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, লালুদায়ী যে কেবল এ জন্মে শারদ্যবহুল হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও তাহার এইরূপ স্বভাব ছিল।

সমবধান—তখন লালুদায়ী ছিল সোমদত্তের পিতা এবং আমি ছিলাম সোমদত্ত।]

২১২—উচ্ছিষ্টভক্ত-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রম-পরিত্যক্তা স্ত্রীর বিরহে বড় কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্য সত্যই বিরহব্যথায় কাতর হইয়াছ?" ভিক্ষু বলিলেন, হাঁ প্রভু, এ কথা মিথ্যা নহে।" "তোমার বিরহের কারণ কে বলত।" "গৃহস্থাশ্রমে যিনি আমার পত্নী ছিলেন।" "দেখ ভিক্ষু, এই রমণী বড় অনর্থকারিকা। পূর্ব্বজন্মে সে তোমাকে নিজের জারের উচ্ছিষ্ট ভোজন করাইয়াছিল।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক অতি দীনদশাগ্রস্ত ভিক্ষোপজীবী নটকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পরেও তাঁহার দুর্দ্দশার সীমাপরিসীমা ছিল না। তিনি ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা অতিকষ্টে দিনপাত করিতেন।

এই সময়ে কাশীরাজ্যে কোন ব্রাহ্মণের এক অতি দুঃশীলা ও দুষ্টপ্রকৃতি পত্নী ছিল। সে নিয়ত পাপপথে বিচরণ করিত। একদিন কোন কারণে ব্রাহ্মণ গৃহ হইতে বহির্গত হইলে ব্রাহ্মণীর জার অবসর পাইয়া সেখানে প্রবেশ করিল। ব্রাহ্মণী তাহার সঙ্গে আমোদপ্রমোদ করিল, তাহার পর সেই ব্যক্তি বলিল, "আরও মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করি, কিছু আহার করিয়া যাইব।" তখন ব্রাহ্মণী তাহার জন্য সূপ, ব্যঞ্জন ও গরম ভাত প্রস্তুত করিল, 'খাও' বলিয়া গরম ভাত বাড়িয়া তাহার সম্মুখে দিল * এবং ব্রাহ্মণ আসেন কিনা দেখিবার জন্য নিজে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া রহিল। ব্রাহ্মণীর উপপতি যেখানে বসিয়া ভোজন করিতেছিল, তাহার নিকটেই বোধিসত্ত্ব একমুষ্টি অন্ন পাইবার আশায় দাঁড়াইয়া ছিলেন।

গৃহে যখন এই কাণ্ড হইতেছিল, ব্রাহ্মণ তখন ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণী ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গেল এবং "উঠ, ব্রাহ্মণ আসিয়াছে" বলিয়া উপপতিকে ভাণ্ডারগৃহে নামাইয়া দিল। অনন্তর ব্রাহ্মণ যখন গৃহে প্রবেশ করিলেন, তখন সে তাঁহাকে বসিবার জন্য পিঁড়ি ও হাত ধুইবার জন্য জল দিল এবং উপপতির উচ্ছিষ্ট যে ভাত একটু ঠাণ্ডা হইয়াছিল, তাহার উপর কিছু গরম ভাত দিয়া তাঁহাকে আহার করিতে বলিল।

ব্রাহ্মণ ভাতে হাত দিয়া দেখেন উপরে গরম, নীচে ঠাণ্ডা। ইহাতে তাহার সন্দেহ হইল, 'এই অন্ন সম্ভবতঃ অন্য কাহারও উচ্ছিষ্ট।' তখন ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

> ভিতরে ঠাণ্ডা বাহিরে গরম
> বাড়া ভাত কভু না হয় এমন।
> বল ত, ব্রাহ্মণি, তোমায় শুধাই,
> বিপরীত কেন দেখিবারে পাই?

ব্রাহ্মণ পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পাছে নিজের কৃতকর্ম্ম বাহির হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় ব্রাহ্মণী নিরুত্তর রহিলেন। তখন নটপুত্র ভাবিতে লাগিলেন, 'ভাণ্ডারে যে পুরুষটীকে রাখিয়া দিয়াছে, সম্ভবতঃ সে ব্রাহ্মণীর জার, আর এই ব্যক্তি গৃহস্বামী, ব্রাহ্মণী

---

* মূলে 'উণ্হভত্তং বড়্ঢেত্বা' আছে। নিষ্পন্ন বৃধ ধাতুর এই রূপ হয়। ইহা হইতে আমাদের 'ভাত বাড়িয়া' হইয়াছে।

নিজের দুষ্কার্য্য প্রকাশ হইবে এই ভয়ে কোন উত্তর দিতেছে না। অতএব আমিই ব্রাহ্মণকে ইহার দুষ্কার্য্যের কথা বলি এবং ইহার উপপতি যে ভাণ্ডারে আছে তাহা জানাই।' ইহা স্থির করিয়া তিনি ব্রাহ্মণকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন—কিরূপে তিনি গৃহ হইতে বাহির হইলে ঐ ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছিল, কিরূপে তাঁহার পত্নী উহার সহিত আমোদপ্রমোদ করিয়াছিল, কিরূপে সে আগভাত খাইয়াছিল, কিরূপে ব্রাহ্মণী দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিল, কিরূপে উপপতিকে শেষে ভাণ্ডারের মধ্যে নামাইয়া দিয়াছিল ইত্যাদি সমস্ত কথাই তাঁহাকে জানাইলেন এবং নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

নট আমি, ভিক্ষাহেতু আসিয়াছি তব দ্বারে।
ভাণ্ডারে রয়েছে সেই, খুঁজিতেছ তুমি যারে।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব সেই ব্যক্তিকে টীকি ধরিয়া টানিয়া তুলিলেন এবং 'এবারকার কথা যেন মনে থাকে, আর কখনও যেন এইরূপ পাপকর্ম্ম না কর' এইরূপ সাবধান করিয়া দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তাহারা যেন আর কখনও এরূপ পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হয় ইহা শিক্ষা দিবার জন্য ব্রাহ্মণও দুইজনকেই বিলক্ষণ তর্জ্জন ও প্রহার করিলেন। অতঃপর তিনি যথাকালে কর্ম্মানুরূপ ফলপ্রাপ্তির জন্য দেহত্যাগ করিলেন।

[অনন্তর শাস্তা ধর্ম্মদেশন করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই পত্নীবিরহবিধুর ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই ভিক্ষুর গৃহস্থাশ্রম-পত্নী ছিল সেই ব্রাহ্মণী, এই বিরহকাতর ভিক্ষু ছিল সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই নটপুত্র।]

২১৩—ভরু-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তৎকালে ভগবানের এবং ভিক্ষুসঙ্ঘের প্রচুর উপহারপ্রাপ্তি ঘটিত। কথিত আছে যে "ভগবান্ সৎকৃত, সমাদৃত, সম্মানিত, পূজিত, নিমন্ত্রিত এবং চীবর পিণ্ডপাত-শয়নাসন পথ্যৌষধ ভৈষজ্য-পরিষ্কারাদি † দ্বারা অর্চ্চিত হইতেন। ভিক্ষুসঙ্ঘও সৎকৃত, সমাদৃত ... .ইত্যাদি।‡ কিন্তু অন্যতীর্থীয় পরিব্রাজকেরা সমাদৃত, সম্মানিত . ইত্যাদি হইতেন না। লাভ ও সম্মানের হানি ঘটিতেছে দেখিয়া তাঁহারা অহোরাত্র গোপনে সমবেত হইয়া মন্ত্রণা ও বলাবলি করিতেন, "শ্রমণ গৌতমের আবির্ভাবকাল হইতে আমাদের প্রাপ্তি ও মানমর্য্যাদার ব্যাঘাত হইয়াছে, শ্রমণ গৌতমই এখন যাহা কিছু ভাল তাহা পাইতেছেন। তিনিই এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ভোগ করিতেছেন। তাঁহার এ সৌভাগ্যের কারণ কি বলিতে পার?" একদা তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "শ্রমণ গৌতম জম্বুদ্বীপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমস্থানে বাস করিতেছেন, সেইজন্যই তাঁহার বহুপ্রাপ্তি ও সম্মান হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া অপর সকলে বলিলেন, "এই যদি কারণ হয়, তবে আমরাও জেতবনে একটা আশ্রম নির্ম্মাণ করিব; তাহা হইলে আমাদেরও বিলক্ষণ প্রাপ্তি হইবে।" তখন সকলেই একবাক্যে এই যুক্তি গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, 'আমরা যদি রাজাকে না জানাইয়া জেতবনে আশ্রম

---

* পাঠান্তরে ইহার নাম 'কুরুজাতক'। কথারম্ভেও 'ভরুরট্ঠে ভরু রাজা' না থাকিয়া 'কুরুরট্ঠে কুরুরাজা' দেখা যায়।

† পালি সাহিত্যে ভৈষজ্য বলিলে ঔষধও বুঝায়, ঘৃত, নবনীত, তৈল, মধু ও গুড় এইপঞ্চ দ্রব্যও বুঝায়। পরিষ্কার বলিলে, পাত্র, ত্রিচীবর, কায়বন্ধ, বাসি, সূচী ও পরিস্রাবণ (জল ছাঁকিবার যন্ত্র) এই অষ্ট দ্রব্য বুঝায়।

‡ দানের ব্যাখ্যা করিতে হইলে এইরূপ কোন একটী সূত্রই বোধ হয় আবৃত্তি করা হইত। দিব্যাবদানে (৮) দেখা যায় :—"সৎকৃতো গুরুকৃতো মানিতো পূজিতো রাজভীরাজমাত্রৈর্ধনিভিঃ পৌরৈর্ব্রাহ্মণৈর্গৃহপতিভিঃ শ্রেষ্ঠিভিঃ সার্থবাহৈর্দেবৈর্নাগৈর্যক্ষৈরসুরৈর্গরুড়ৈঃ কিন্নরৈর্মহোরগৈরিতি দেবনাগযক্ষাসুরগরুডকিন্নরমহোরগাভ্যর্চ্চিতো বুদ্ধো ভগবান্ লাভী চীবরপিণ্ডপাত-শয়নাসন গ্লানপ্রত্যয় ভৈষজ্যপরিষ্কারাণাম্ সশ্রাবকসঙ্ঘঃ। গ্লানপ্রত্যয় (পালি 'গিলানপচ্চয়') = রোগীর জন্য পথ্য ইত্যাদি।

নির্ম্মাণ করি, তাহা হইলে ভিক্ষুরা বাধা দিবে। কিন্তু এমন লোকই নাই যাহাকে উৎকোচ দিয়া বিপক্ষ হইতে স্বপক্ষে আনিতে পারা যায় না। অতএব রাজাকে উৎকোচ দিয়া আশ্রমনির্ম্মাণের স্থান গ্রহণ করা যাউক।'

এই পরামর্শ করিয়া তীর্থিকেরা রাজকর্ম্মচারিদিগের মধ্যস্থতায় রাজাকে লক্ষ মুদ্রা উপঢৌকন দিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "মহারাজ, আমরা জেতবনে একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিব। যদি কোন ভিক্ষু আপনাকে আসিয়া বলে যে আশ্রম নির্ম্মাণ করিতে দিব না, তাহা হইলে আপনি যেন তাহাদিগের অনুকূলে কোন উত্তর না দেন।" রাজা উপঢৌকনের লোভে বলিলেন, "বেশ, তাহাই করা যাইবে।"

রাজাকে এইরূপে বশীভূত করিয়া তীর্থিকেরা স্থপতি ডাকাইয়া আশ্রম নির্ম্মাণ আরম্ভ করিলেন। তজ্জন্য সারাদিন ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। শাস্তা আনন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এত হট্টগোল হইতেছে কেন হে?" আনন্দ বলিলেন, "ভগবন্, তীর্থিকেরা জেতবনে একটী আশ্রম নির্ম্মাণ করিতেছেন, সেইজন্য এত গোল হইতেছে।" "আনন্দ, এস্থান তীর্থিকদিগের আশ্রমোপযোগী নহে; তীর্থিকেরা গণ্ডগোল ভালবাসে; তাহাদের সঙ্গে একত্র বাস করিতে পারিব না।" অনন্তর তিনি সঙ্ঘস্থ সমস্ত ভিক্ষুকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমরা গিয়া রাজাকে বলিয়া তীর্থিকদিগের আশ্রম-নির্ম্মাণ বন্ধ কর।"

ভিক্ষুরা রাজভবনে গিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজা শুনিলেন যে ভিক্ষুরা আসিয়াছেন, বুঝিলেন যে তীর্থিকদিগের আশ্রম-নির্ম্মাণে বাধা দেওয়াই তাঁহাদের আগমনের হেতু, কিন্তু উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি ভিক্ষুদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, "রাজা এখন গৃহে নাই।" ভিক্ষুরা বিহারে গিয়া শাস্তাকে এই কথা জানাইলেন। শাস্তা বুঝিতে পারিলেন যে রাজা উৎকোচপরতন্ত্র হইয়াই এরূপ করিতেছেন। অনন্তর তিনি অগ্রশ্রাবকদ্বয়কে রাজার নিকট পাঠাইলেন। কিন্তু তাঁহারা আসিয়াছেন শুনিয়াও রাজা পূর্ব্ববৎ জানাইলেন যে তিনি গৃহে নাই। কাজেই তাঁহারাও বিফলপ্রযত্ন হইয়া শাস্তাকে এই সংবাদ দিলেন। শাস্তা বলিলেন, "সারিপুত্র, দুই দুইবার এইরূপ মিথ্যা সংবাদ দিয়া রাজা কখনই গৃহে বসিয়া থাকিবেন না, তাঁহাকে শীঘ্রই প্রাসাদের বাহির হইতে হইবে।"

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে শাস্তা চীবর পরিধান করিয়া ও পাত্র হস্তে লইয়া পঞ্চশত ভিক্ষুসহ রাজভবনের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। শাস্তা আসিয়াছেন শুনিয়া রাজা প্রাসাদ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন, তাঁহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন, বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে যাগূ ও খাদ্য দান করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণাম করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলেন।

তখন শাস্তা রাজাকে সুমতি দিবার জন্য ধর্ম্মদেশন আরম্ভ করিলেন:—"মহারাজ, পুরাকালে রাজারা উৎকোচগ্রহণপূর্ব্বক সাধু ও শীলবান্‌দিগকে পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন বলিয়া পরিণামে রাজ্যচ্যুত ও মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" অনন্তর রাজার অনুরোধে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে ভরুদেশে ভরু নামে এক রাজা ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব পঞ্চ অভিজ্ঞা ও অষ্ট সমাপত্তি লাভ করিয়া হিমালয়ে তপস্যা করিতেন। বহু তাপস তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেন। হিমালয়ে দীর্ঘকাল অবস্থিতির পর তিনি একদা লবণ ও অম্ল-সংগ্রহার্থ পঞ্চশত শিষ্যসহ পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিলেন এবং পথে নানা স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে পরিশেষে ভরুনগরে উপনীত হইলেন। সেখানে ভিক্ষা করিয়া বোধিসত্ত্ব নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং উত্তর দ্বারের সন্নিকটে শাখাপল্লবসমন্বিত একটা বটবৃক্ষের মূলে আহার করিয়া সেখানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ সেখানে অর্দ্ধমাস অবস্থিতি করিলে পর অন্য এক তাপস-নায়কও পঞ্চশত শিষ্যসহ ভরুনগরে আসিয়া ভিক্ষা করিলেন এবং বাহিরে গিয়া দক্ষিণদ্বার-সন্নিকটে তাদৃশ অপর একটী বটবৃক্ষের মূলে ভোজন শেষ করিয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ঋষিনায়কদ্বয় স্ব স্ব স্থানে যথাভিরুচি কালযাপন করিয়া হিমালয়ে প্রতিগমন করিলেন।

ইঁহারা চলিয়া গেলে দক্ষিণদ্বারের নিকটস্থ বটবৃক্ষটী শুষ্ক হইয়া গেল। অতঃপর ঋষিরা পুনর্ব্বার ভরুনগরে আগমন করিলেন; কিন্তু যাঁহারা পূর্ব্বে দক্ষিণদ্বার-সন্নিহিত বটবৃক্ষের

তলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন তাঁহারাই প্রথমে উপস্থিত হইলেন। বৃক্ষটী শুষ্ক হইয়াছে দেখিয়া তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিলেন এবং ভিক্ষাচর্য্যান্তে বাহির হইয়া উত্তরদ্বার-সন্নিহিত বটবৃক্ষমূলে আহার শেষ করিয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর অপর দল দেখা দিলেন এবং তাঁহারাও নগরে ভিক্ষা করিয়া বাহিরে গিয়া উত্তরদ্বার-সন্নিহিত সেই বটবৃক্ষের মূলেই উপনীত হইলেন—ইচ্ছা যে সেখানেই আহারাদি করিয়া অবস্থিতি করিবেন। তাঁহারা বলিলেন, "এ গাছ তোমাদের নয়, আমাদের।" এইরূপে বৃক্ষ লইয়া দুইদলে পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সামান্য ব্যাপার লইয়া মহা কলহ উপস্থিত হইল। একদল বলিতে লাগিলেন, "এ স্থানে আমরাই প্রথম বাস করিয়াছিলাম; ইহা তোমরা গ্রহণ করিতে পারিবে না।" অপর দল উত্তর দিলেন, "এবার আমরাই প্রথম অধিকার করিয়াছি।" বৃক্ষমূলের জন্য এইরূপ কলহ করিতে করিতে শেষে দুইদলেই রাজভবনে গমন করিলেন।

রাজা আদেশ দিলেন যাঁহারা প্রথমে বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রকৃত অধিকারী। ইহাতে অপর দল ভাবিলেন, "আমরা যে ইহাদের নিকট পরাজিত হইয়াছি একথা কিছুতেই বলা হইবে না।" তাঁহারা দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেন যে একস্থানে রাজচক্রবর্ত্তীদিগের ভোগোপযোগী একটা রথপঞ্জর রহিয়াছে। তাঁহারা উহা আনয়নপূর্ব্বক রাজাকে উপঢৌকন দিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমাদিগকেও ঐ বৃক্ষমূলের অধিকার দান করুন।" রাজা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "দুই দলেই ঐ বৃক্ষমূলে বাস করুন।" কাজেই দুই দলেই উহার অধিকারী হইলেন।

তখন অপর দল সেই রথপঞ্জরের চক্র আহরণ করিয়া রাজাকে উপঢৌকন দিলেন এবং প্রার্থনা করিলেন, "মহারাজ, কেবল আমাদিগকেই ঐ বৃক্ষের স্বামিত্ব প্রদান করুণ।" রাজা তাহাই করিলেন।

অনন্তর দুইদল তাপসই অনুতপ্ত হইলেন। তাহারা ভাবিতে লাগিলেন, 'অহো! আমরা বিষয়-ভোগবাসনা পরিহার করিয়া প্রব্রাজক হইয়াছি, অথচ একটা বৃক্ষমূলের জন্য কলহ করিতেছি, উৎকোচ দিতেছি! ধিক্ আমাদিগকে, আমরা কি অন্যায় কাজই করিয়াছি!' 'এই চিন্তা করিয়া তাঁহারা অতিবেগে পলায়ন পূর্ব্বক হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন।

ভরুরাজ্যে যে সকল দেবতা বাস করিতেন, তাঁহারা রাজার দুর্ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, যাঁহারা শীলবান্ তাঁহাদের মধ্যে কলহ ঘটাইয়া রাজা অতি অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারা সমুদ্র উদ্‌বর্ত্তন করিয়া ত্রিশতযোজন-ব্যাপী ভরুরাজ্য নিমগ্ন করিলেন, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। এইরূপে এক ভরুরাজের দোষে তাঁহার রাজ্যবাসী সকলেই বিনষ্ট হইল।

[এইরূপে অতীত বস্তু বর্ণনা করিয়া শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ-ভাব ধারণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিলেন :—

শুনি লোকমুখে ভরু নরপতি
ঋষিদের মাঝে ঘটায়ে কলহ
প্রাণত্যজে সেই পাপের কারণ,
উচ্ছিন্ন হইলা প্রজাগণসহ।

এই হেতু, যবে কুপ্রবৃত্তি আসি
মনের ভিতর প্রবেশিতে চায়,
পণ্ডিত মণ্ডলী ঘৃণাসহকারে
অকল্যাণ বলি বাধা দেয় তায়।
সত্যপথে চলে পুণ্যাত্মা যে জন,
সত্যবাক্য সদা করে উচ্চারণ।

এই ধর্মোপদেশ দিয়া শাস্তা বলিলেন, "মহারাজ, কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে; দুই প্রব্রাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ উৎপাদিত করাও অসঙ্গত।"

সমবধান—আমি তখন ছিলাম সেই সর্ব্বপ্রধান ঋষি।

কোশলরাজ তথাগতকে ভোজন করাইলেন এবং তিনি যখন ফিরিয়া গেলেন তখন লোক পাঠাইয়া তীর্থিক দিগের আশ্রম ভাঙ্গিয়া দিলেন। তীর্থিকেরা কাজেই নিরাশ্রয় হইল।]

২১৪—পূর্ণনদী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে প্রজ্ঞাপারমিতা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় তথাগতের প্রজ্ঞার সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন "দেখ, সম্যক্ সম্বুদ্ধের কি অসাধারণ প্রজ্ঞা, ইহা মহিয়সী ও বিশ্বব্যাপিনী, যেমন রসবতী তেমনি প্রত্যুৎপন্না, যেমন তীক্ষ্ণ তেমনই অন্তস্তলদর্শিনী ও উপায়কুশলা।"* এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা দ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও তথাগত প্রজ্ঞাবান্ ও উপায়কুশল ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীতকথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজপুরোহিতকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলা নগরে বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর পৌরোহিত্যে নিয়োজিত হইয়া রাজার ধর্ম্মার্থানুশাসকের † পদ প্রাপ্ত হন।

কিয়ৎকাল পরে রাজা কর্ণেজপদিগের ‡ বাক্য বিশ্বাস করিয়া বোধিসত্ত্বের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং "আমার কাছে আর থাকিও না" বলিয়া তাঁহাকে বারাণসী হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। বোধিসত্ত্ব স্ত্রীপুত্র লইয়া কাশীরাজ্যের একখানি গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু কয়েক দিন অতীত হইলেই রাজা বোধিসত্ত্বের গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমি এখন আচার্য্যকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলে ভাল দেখাইবে না। একটা গাথা রচনা করিয়া § উহা বৃক্ষপত্রে লেখা যাউক, কাকমাংস পাক করাইয়া তাহা এবং ঐ পত্র শ্বেতবস্ত্র দ্বারা বান্ধা যাউক, পরে পুটুলিটাকে রাজমুদ্রিকা দ্বারা চিহ্নিত করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইব। যদি তিনি প্রকৃত পণ্ডিত হন, তাহা হইলে পত্র পাঠ করিয়াই, তৎসহ যে মাংস পাঠাইব তাহা কাকমাংস বলিয়া বুঝিতে পারিবেন এবং এখানে চলিয়া আসিবেন; নচেৎ আসিবেন না।" ইহা স্থির করিয়া তিনি একটা বৃক্ষপত্রে নিম্নলিখিত গাথাটী লিখিয়া দিলেন:—

বারিপূর্ণা স্রোতস্বতী পেয় যার হয়,
তরুণ যবের ক্ষেত্রে যে লুকায়ে রয়,
দূরস্থ বান্ধব যবে কবিবে কি আগমন
যার রবে বুঝে লোকে, শুনহে ব্রাহ্মণ,
প্রেরিনু তাহার(ই) মাংস; করহ ভোজন। ¶

---

* আরও কতিপয় জাতকে তথাগতের প্রজ্ঞা সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দেখা যায়। তত্তৎস্থলেও এই বিশেষণগুলি প্রায় অবিকল একই রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে [মহা-উন্মার্গ জাতক (৫৪৬) ইত্যাদি]।

† এই কর্ম্মচারী রাজার ঐহিক (আর্থিক) এবং পারলৌকিক উভয় বিষয়েরই তত্ত্বাবধান করিতেন।

‡ "পরিভেদকানং"—অর্থাৎ যাহারা মনোমালিন্য ঘটায় তাহাদিগের।

§ গাথাং বন্ধিত্বা—গাথা বান্ধিয়া অর্থাৎ রচনা করিয়া। বাঙ্গালাতেও আমরা 'গান বান্ধা' বলি।

¶ অর্থাৎ কাকমাংস। পূর্ণনদীকে 'কাকপেয়া' (পালি 'কাকপেয্যা') বলে, কারণ কাক তীরে বসিয়াই গলা বাড়াইয়া উহার জল পান করিতে পারে। তরুণ শস্যক্ষেত্র 'কাকগুহা' নামে অভিহিত, কারণ তাহার মধ্যে কাক লুকাইয়া থাকিতে পারে। কাকচরিত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা কাকের ডাক শুনিয়া দূরস্থ প্রিয়জন শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিবে কিনা তাহা নির্ণয় করিয়া থাকে।

রাজা বৃক্ষপত্রে এই গাথা লিখিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বোধিসত্ত্ব উহা পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে রাজা তাঁহাকে দেখিতে চাহিতেছেন। তখন তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন:—

কাক মাংস পেয়ে, মোরে করিয়া স্মরণ,
পাঠাইলা রাজা মম ভোজনকারণ।
ইহাতেই মনে হয় আশার উদয়,
স্মরিবেন রাজা মোরে আবার নিশ্চয়।
হংসক্রৌঞ্চময়ূরের মাংস যদি পান,
আমারে তাহার(ও) অংশ করিবেন দান।
আশ্রিত জনের শুভ প্রভুর স্মরণে,
বিস্মরণে নানাবিধ অকল্যাণ আনে।

অনন্তর তিনি যান সজ্জিত করিয়া যাত্রা করিলেন এবং রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজাও তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার পুরোহিতের পদে নিযুক্ত করিলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম তাঁহার পুরোহিত।]

২১৫—কচ্ছপ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার অতীতবস্তু মহাতক্কারিজাতকে * বলা যাইবে। শাস্তা বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুগণ, কোকালিক যে কেবল এজন্মে কথা বলিতে গিয়া বিনষ্ট হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও তাহার ভাগ্যে এইরূপ ঘটিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর রাজার ধর্ম্মার্থানুশাসকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ রাজা বড় বাচাল ছিলেন; তিনি কথা বলিতে আরম্ভ করিলে অন্য কেহ কিছু বলিবার অবসর পাইত না। বোধিসত্ত্ব রাজার বাচালতা-দোষ দূর করিবার নিমিত্ত সুযোগের অবধারণ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে হিমবন্ত প্রদেশে কোন সরোবরে এক কচ্ছপ বাস করিত। দুইটী হংসপোতক সেখানে খাদ্যান্বেষণে যাইত। তাহাদের সহিত কচ্ছপের পরিচয় হইল এবং ক্রমে সেই পরিচয় গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইল। তাহারা একদিন কচ্ছপকে বলিল, "সৌম্য কচ্ছপ, আমাদের বাসস্থান হিমবন্তপ্রদেশের চিত্রকূট শৈলস্থ কাঞ্চনগুহায়। উহা অতি রমণীয়; তুমি আমাদের সঙ্গে সেখানে যাইবে কি?" কচ্ছপ বলিল, "আমি কি করিয়া সেখানে যাইব?" "তুমি যদি মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতে পার, কাহাকেও কিছু না বল, তাহা হইলে আমরাই তোমাকে লইয়া যাইব।" "মুখ বন্ধ করিতে পারিব না কেন? তোমরা আমাকে লইয়া চল।" হংসদ্বয় বলিল, "বেশ, তাহাই করিতেছি।"

তখন হংসেরা একটী দণ্ড আনিয়া কচ্ছপকে উহার মধ্যভাগ কামড়াইয়া ধরিতে বলিল এবং আপনাদের চঞ্চুদ্বারা উহার দুই প্রান্ত ধরিয়া আকাশে উড়িতে লাগিল। হংসদ্বয় কচ্ছপকে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া গ্রাম্য বালকেরা বলিতে লাগিল, "দেখ দেখ, দুইটা হাঁস একটা লাঠি দিয়া একটা কাছিম লইয়া যাইতেছে।"

গ্রামবালকদিগের কথা শুনিয়া কচ্ছপের বলিতে ইচ্ছা হইল, "অরে দুষ্ট বালকগণ, আমার বন্ধুরা আমাকে লইয়া যাইতেছে, তাহাতে তোদের কি রে?" তাহার মনে যখন এই ভাবের

* তক্কারিয়জাতক (৪৮১)।

উদয় হইল, তখন হংসদ্বয়েব অতি দ্রুতবেগবশতঃ তাহারা বারাণসী নগবস্থ রাজভবনের ঠিক উপরিদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। কচ্ছপ যেমন কথা বলিবার উপক্রম করিল, অমনি দণ্ড হইতে তাহার মুখ স্খলিত হইয়া গেল এবং সে রাজভবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পড়িয়া দ্বিধা বিদীর্ণ হইল। ইহাতে রাজভবনে মহা কোলাহল হইল; সকলেই চীৎকার করিতে লাগিল 'উঠানে একটা কাছিম পড়িয়া দুই টুকরা হইয়াছে।' ইহা শুনিয়া রাজা বোধিসত্ত্বকে সঙ্গে লইয়া এবং অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া সেখানে গিয়া কচ্ছপটাকে দেখিলেন এবং বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, এ কচ্ছপটা পড়িয়া গেল কিরূপে?" বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'রাজাকে উপদেশ দিবার জন্য এতদিন উপায় প্রতীক্ষা করিয়া বেড়াইয়াছি। এখন দেখিতেছি উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে। এই কচ্ছপের সহিত হংসদিগের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল সন্দেহ নাই। তাহারা ইহাকে হিমবন্তপ্রদেশে লইয়া যাইবে এই উদ্দেশ্যে দণ্ড কামড়াইয়া ধরিতে বলিয়াছিল এবং সম্ভবতঃ সেই অবস্থায় ইহাকে লইয়া আকাশে উড়িয়াছিল। তাহার পর কিছু বলিবার ইচ্ছায় এ মুখ সামলাইতে পারে নাই, বলিতে গিয়া দণ্ড হইতে স্খলিত হইয়া আকাশ হইতে পড়িয়া গিয়াছে এবং কচ্ছপলীলা সংবরণ করিয়াছে।' এই চিন্তা করিয়া তিনি উত্তর দিলেন, "মহারাজ, যাহারা অতি মুখর, এবং জিহ্বাকে সংযত রাখিতে পারে না তাহাদের এইরূপই দুর্দ্দশা হইয়া থাকে।" অনন্তর তিনি এই গাথা দুইটী বলিলেন :—

নির্ব্বোধ কচ্ছপ কথা বলিতে চাহিয়া
নিজেই নিজের মৃত্যু আনিল ডাকিয়া।
কাষ্ঠদণ্ড দৃঢ়ভাবে ধরিয়া আকাশে যাবে
করেছিল এই আশা অন্তরে পোষণ,
কিন্তু নিজবাক্যে তার ঘটিল মরণ।
দেখি এ দৃষ্টান্ত, ওহে নৃবীরপুঙ্গব,
মিত-সত্যবাদী হ'তে শিখুক মানব।
সময় না বুঝি যেই কথা বলে, মূর্খ সেই;
বাচাল তাহারে বলি নিন্দে সর্ব্বজন,
বাচালতা দোষে ত্যজে কচ্ছপ জীবন।

রাজা বুঝিলেন বোধিসত্ত্ব তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া একথা বলিতেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, আপনি কি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আপনিই হউন বা অন্য কেহই হউক, অপরিমিতভাষীদিগের এইরূপ দুর্গতিই ঘটিয়া থাকে।' বোধিসত্ত্ব এইরূপে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলে রাজা তদবধি রসনা সংযত করিয়া মিতভাষী হইলেন।

[সমবধান— তখন কোকালিক ছিল সেই কচ্ছপ, মহাস্থবিরদ্বয় (সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়ন) ছিলেন সেই হংসপোতক দুইটী, আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত অমাত্য।]

☞ এই জাতক এবং পঞ্চতন্ত্রবর্ণিত আকাশচরকূর্ম্মের কথা অবিকল একরূপ। ঈষপের আখ্যায়িকাবলীতেও ইহার অনুরূপ একটী কথা দেখা যায়। কিংবদন্তী আছে সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ নাট্যকার এস্‌কিলাস্ উৎক্রোশমুখভ্রষ্ট একটী কচ্ছপের পতনজনিত আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই কচ্ছপ আকাশে উঠিয়াছিল উৎক্রোশের সহিত বন্ধুতাবশতঃ নহে, তাহার খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য।

২১৬—মৎস্য-জাতক।*

[জনৈক ভিক্ষু তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের পত্নীর প্রলোভনে পড়িয়াছিলেন। ইহা জানিতে পারিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্য সত্যই নারীর প্রেমে উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ ভগবন্, এ কথা মিথ্যা নহে।" "কে তোমার উৎকণ্ঠার কারণ বল ত?" "আমার পূর্ব্ব

* এই জাতকে এবং প্রথমখণ্ডোক্ত মৎস্যজাতকে (৩৪) প্রভেদ অতি অল্প।

পত্নী।" "দেখ, এই রমণী বড় অনর্থকারিণী; পূর্ব্বেও তুমি ইহার জন্য শূলে বিদ্ধ, অঙ্গারে পক্ক এবং ভক্ষিত হইতে যাইতেছিলে, কেবল একজন পণ্ডিত পুরুষের অনুগ্রহে তোমার জীবন রক্ষা পাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। একদিন কৈবর্ত্তদিগের জালে একটা মাছ পড়িয়াছিল। তাহারা মাছটাকে তুলিয়া উত্তপ্ত বালুকার উপর রাখিল এবং "অঙ্গারে পাক করিয়া খাইব" ইহা বলিয়া তাহারা শূলে ধার দিতে লাগিল। তখন মৎস্য মৎস্যীর কথা স্মরণ করিয়া বিলাপ করিতে করিতে এই গাথা বলিল :—

অগ্নির উত্তাপ, তীক্ষ্ণ শূলের যাতনা—
এ ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়;
মৎস্যীর মনেতে পাছে হয় এ ধারণা
অন্য মৎস্যী সনে মোর ঘটেছে প্রণয়—
ভাবি ইহা কি যে কষ্ট পাইতেছি আমি,
জানেন কেবল তিনি যিনি অন্তর্য্যামী।
কামরূপ অগ্নি দহে আমার অন্তর,
ছাড়ি দাও, পড়ি পায়, হে ধীবরবর।
প্রেমিকের প্রাণ নাশ করে কি কখন
কোন দেশে, কোন কালে, যারা সাধুজন?

এই সময় বোধিসত্ত্ব নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি মৎস্যের পরিদেবন শুনিয়া কৈবর্ত্তদিগের নিকটে গেলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া উহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন।

[কথাবসানে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই ব্যক্তির পূর্ব্বপত্নী ছিল সেই মৎস্যী, এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল সেই মৎস্য; এবং আমি ছিলাম রাজার অমাত্য।]

২১৭—সেগ্‌গু-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক পর্ণিকজাতীয় উপাসকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্নবস্তু এক নিপাতে সবিস্তর বলা হইয়াছে [পর্ণিক-জাতক (১০২)]। শাস্তা এবারও জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে উপাসক, এতদিন তোমায় দেখিতে পাই নাই কেন?" উপাসক বলিল, "আমার কন্যাটী সর্ব্বদা হাস্যমুখী, তাহার চরিত্র পরীক্ষা করিয়া আমি তাহাকে একটী ভদ্রবংশীয় যুবকের সহিত বিবাহ দিয়াছি। এই কর্ত্তব্যবশতঃ এতদিন আপনার দর্শনলাভের অবকাশ পাই নাই।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "তোমার কন্যাটী কেবল এজন্মেই যে শীলবতী হইয়াছে তাহা নহে, সে পূর্ব্বজন্মেও শীলবতী ছিল এবং তুমি এবার যেমন করিয়াছ, পূর্ব্বেও সেইরূপ তাহার চরিত্র পরীক্ষা করিয়াছিলে।" অনন্তর উপাসকের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক বৃক্ষদেবতা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই পর্ণিকজাতীয় উপাসকই কন্যার চরিত্র-পরীক্ষার্থ তাহাকে লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং যেন কামমোহিত হইয়াছে এই ভাণ করিয়া সেখানে

* এই জাতক এবং প্রথম খণ্ডোক্ত পর্ণিক-জাতক (১০২) প্রায় একরূপ। দ্বিতীয় গাথাটীও উভয় জাতকেই দেখা যায়।

তাহা'র হাত ধরিয়াছিল। কন্যাটী ইহাতে বিলাপ করিতে লাগিল। তখন পর্ণিক নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল :—

সর্ব্বত্র দেখিতে পাই নরনারীগণ
ইচ্ছামত হয় ভোগবিলাসে মগন।
তুমি কিলো সেগ্গু একা এতবড় সতী,
না জান বৃষলীধর্ম্ম হইয়া যুবতী?
বনে ধরিয়াছি হাত, কান্দ সে কারণ,
রয়েছ কুমারী যেন সারাটী জীবন।

তাহা শুনিয়া সেগ্গু বলিল, "বাবা, আমি সত্যসত্যই এখন পর্য্যন্ত কুমারীই রহিয়াছি; কখনও কোন পাপবাসনা আমার মনে স্থান পায় নাই।" অনন্তর সে বিলাপ করিতে করিতে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিল :—

যে জন রক্ষার কর্ত্তা, সেই পিতা মম
বনমাঝে দুঃখ দেন অতীব বিষম।
বনমধ্যে কেবা মোর পরিত্রাতা হবে?
রক্ষক ভক্ষক হয় কে শুনেছে কবে?

পর্ণিক এইরূপে কন্যার চরিত্র পরীক্ষা করিয়া গৃহে প্রতিগমন করিল এবং এক ভদ্র-বংশীয় যুবকের হস্তে তাহাকে সম্প্রদানপূর্ব্বক যথাকালে কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ প্রকটিত করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই পর্ণিক স্রোতাপত্তিফল লাভ করিল।

সমবধান—তখন এই কন্যা ছিল সেই কন্যা, এই পিতা ছিল সেই পিতা; এবং আমি ছিলাম তাহার কার্য্যপ্রত্যক্ষকারিণী সেই বৃক্ষদেবতা।]

২১৮—কূট বাণিজ (বণিক্)-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক কূট বণিক্কে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীতে একজন সাধুবণিক্ এবং একজন ধূর্ত্তবণিক্ ছিল। ইহারা একত্র মিলিত হইয়া পণ্যদ্রব্যে পঞ্চশত শকট পূর্ণ করিয়া বাণিজ্যার্থ পূর্ব্বাঞ্চল হইতে পশ্চিমাঞ্চলে গমন করিয়াছিল, এবং প্রচুর লাভ করিয়া শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

অনন্তর সাধুবণিক্ ধূর্ত্ত বণিক্কে বলিল, "এস বন্ধু, এখন আমরা পুঁজিপাটা ভাগ করিয়া লই।" ধূর্ত্ত বণিক ভাবিল, 'এ লোকটা দীর্ঘকাল কুখাদ্য খাইয়া ও কুস্থানে শয়ন করিয়া বড় কষ্ট পাইয়াছে। এখন বাড়ীতে ফিরিয়া নানাবিধ মধুর খাদ্য খাইয়া অজীর্ণ দোষে মারা যাইবে। তাহা হইলে যাহা কিছু পুঁজিপাটা আছে, সমস্তই আমার হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে উত্তর দিল, "আজ নক্ষত্র ভাল নাই; দিনটা নিতান্ত অশুভ; হয় কাল, নয় পরশু, যাহা হয় করা যাইবে।" কিন্তু এইরূপ একটা না একটা ছল করিয়া সে ক্রমাগত বিলম্ব করিতে লাগিল। তাহার পর সাধুবণিক্ নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া তাহার নিকট হইতে নিজের অংশ ভাগ করিয়া লইল এবং একদিন মাল্যগন্ধাদি লইয়া শাস্তার সহিত দেখা করিতে গেল। সে শাস্তার অর্চ্চনা করিয়া একান্তে উপবিষ্ট হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দেশে ফিরিলে কবে?" সে উত্তর দিল, "আজ পনর দিন হইল ফিরিয়াছি।" "তবে বুদ্ধের পূজার জন্য আসিতে এত বিলম্ব করিলে কেন?" তখন সাধুবণিক্ শাস্তাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ উপাসক, এই বণিক্ যে কেবল এ জন্মে ধূর্ত্ত হইয়াছে তাহা নহে। পূর্ব্ব জন্মেও ইহার এইরূপ দুষ্প্রবৃত্তি ছিল।" অনন্তর সাধুবণিকের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিনিশ্চয়ামাত্যের * পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে এক গ্রামবাসী ও

* বিনিশ্চয়ামাত্য বিচারক (Judge)

এক নগরবাসী বণিকেব মধ্যে সবিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। গ্রামবাসী বণিক্‌ নগববাসী বণিকের নিকট পঞ্চশত লাঙ্গল-ফাল গচ্ছিত রাখিয়াছিল। নগববাসী ঐসমস্ত বিক্রয় কবিয়া তল্লব্ধ অর্থ আত্মসাৎ কবিল, এবং যে স্থানে ঐ গুলি ছিল, সেখানে মুষিকবিষ্ঠা ছড়াইয়া রাখিল। অতঃপব গ্রামবাসী বণিক্‌ একদিন গিয়া বলিল, "বন্ধু আমাব ফালগুলি * দাও ত।" ধূর্ত্ত বলিল, "ভাই, তোমার ফালগুলি ইন্দুবে খাইয়া ফেলিয়াছে" এবং নিজেব উক্তি সমর্থনার্থ গ্রামবাসীকে ভিতবে লইয়া মূষিকবিষ্ঠা দেখাইল। গ্রামবাসী বলিল, "বেশ, খেয়েছে ত খেয়েছে, ইন্দুরে খাইলে তাহার কি কবা যায়?" অনন্তব স্নানেব সময় সে ধূর্ত্তের পুত্রকে সঙ্গে লইয়া স্নান কবিতে গেল, পথে এক বন্ধুব গৃহে বালকটীকে অভ্যন্তরস্থ একটী প্রকোষ্ঠে বসাইয়া বন্ধুকে বলিল, "দেখ ভাই, এই ছেলেটীকে আটকাইয়া বাখ, কোথাও যাইতে দিওনা।" তাহাব পর সে নিজে স্নান করিয়া ধূর্ত্তেব গৃহে ফিবিয়া গেল। ধূর্ত্ত জিজ্ঞাসা করিল, "আমাব ছেলেকে কোথায় বাখিয়া আসিলে?" গ্রামবাসী বলিল, "ভাই, ছেলেটীকে তীবে বসাইয়া আমি জলে নামিয়াছি, এমন সময়ে একটা বাজপাখী আসিয়া তাহাকে নখে ধরিয়া আকাশে উড়িয়া গেল, আমি জলে প্রহাব করিলাম, চীৎকাব কবিলাম, কত চেষ্টা কবিলাম, কিন্তু কিছুতেই তোমাব পুত্রেব উদ্ধাব কবিতে পাবিলাম না।" "তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ, বাজপাখীতে কি কখনও একটা ছেলে লইয়া যাইতে পারে?" "নাও পাবিতে পাবে, ভাই, কিন্তু অসম্ভব যদি ঘটেই তাহা হইলে কি কবা যায়? তবে কথাটী কি জান, তোমার ছেলেটীকে বাজপাখীতেই লইয়া গিয়াছে।"

তখন ধূর্ত্ত বণিক্‌ গ্রামবাসীকে 'দুষ্ট', 'চোব', 'নরহন্তা' ইত্যাদি বলিয়া গালি দিতে লাগিল এবং বলিল, "আমি বিচাবপতিব নিকট যাইতেছি, তোমাকেও সেখানে লইয়া যাইব।" এইরূপ ভয় দেখাইয়া সে গৃহ হইতে বাহির হইল। গ্রামবাসী বলিল, "তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, ভাই, তাহাই কব", এবং সেও ধূর্ত্তেব সঙ্গে সঙ্গে বিচাবালয়ে উপস্থিত হইল।

ধূর্ত্ত বোধিসত্ত্বকে বলিল, "ধর্ম্মাবতাব, এই লোকটা আমাব ছেলেকে সঙ্গে লইয়া স্নান করিতে গিয়াছিল। এখন আমাব ছেলে কোথায় জিজ্ঞাসিলে বলে যে তাহাকে বাজপাখীতে লইয়া গিয়াছে। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহাব বিচার করুন।"

বোধিসত্ত্ব গ্রামবাসীব দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক বলিলেন, "কি হে, প্রকৃত ব্যাপাব কি?" "হাঁ ধর্ম্মাবতার, কথাটা সত্যই বটে। আমি ছেলেটী সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম। পথে একটা বাজপাখীতে ছোঁ মাবিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছে।" "বাজপাখীতে ছোঁ দিয়া কি ছেলে লইয়া যাইতে পাবে? একথা ত কোথাও শুনি নাই!"

গ্রামবাসী বলিল, "আমারও একটা জিজ্ঞাস্য আছে। বাজপাখীতে যদি একটা ছেলে লইয়া আকাশে উড়িতে না পারে, তবে মুষিকেই কি লোহার ফাল খাইতে পারে?" "একথা বলিতেছ কেন?" "ধর্ম্মাবতাব, আমি ইঁহাব বাড়ীতে পাঁচশ ফাল গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম। ইনি বলিতেছেন সেগুলি ইন্দুরে খাইয়া ফেলিয়াছে এবং ইন্দুরগুলার বিষ্ঠা পর্য্যন্ত আমায় দেখাইয়াছেন। তবেই দেখুন ধর্ম্মাবতাব, ইন্দুরে যদি লাঙ্গলের ফাল খায়, তবে বাজপাখীতেই বা ছেলে লইয়া যাইবে না কেন? আর ইন্দুরে যদি ফাল খাইতে না পারে, তবে বাজপাখীতেও ছেলে লইয়া যাইতে পারে না। ইনি বলিতেছেন আমাব ফালগুলি ইন্দুরে খাইয়াছে। খেয়েছে কি না খেয়েছে আপনিই তাহারও বিচার করুন।" বোধিসত্ত্ব দেখিলেন,

* এখানে 'ফালম্‌' এই এক বচনান্ত পদ আছে। বোধ হয় আদৌ একটী ফলক লইয়াই গল্পটী রচিত হইয়াছিল। জাতককার শেষে একটীর পরিবর্ত্তে পঞ্চশত উল্লেখ করিয়াছেন। জাতককার যে পঞ্চশত সংখ্যাটীর যড় পক্ষপাতী, তাহা পাঠক বহুবার দেখিয়াছেন।

এ ব্যক্তি "শঠে শাঠ্যং" এই নীতি প্রয়োগ করিয়া জয়লাভের উপায় করিয়াছে। অনন্তর "বাঃ! অতি সুন্দর উপায় স্থির করিয়াছ!" বলিয়া তিনি এই গাথা পাঠ করিলেন :—

শাঠ্যের প্রয়োগ শঠে, এ অতি উপায় ভাল
করিয়াছ তুমি নির্দ্ধারণ;
ধূর্ত্তকে আবদ্ধ করি তাহার(ই) ধূর্ত্ততা-জালে,
লভিবে নিজের নষ্ট ধন।
মূষিকে যদ্যপি পারে খাইতে লাঙ্গল-ফাল,
সুকঠিন, লৌহবিনির্ম্মিত,
শ্যেন শূন্যে উড়ি যায় ধূর্ত্তের কুমারে লয়ে,
ইহা আমি বুঝিনু নিশ্চিত।
ধূর্ত্তের উপরে ধূর্ত্ত, বঞ্চকের প্রবঞ্চক!
কি সুন্দর বলিহারি যাই।
নষ্টফালে ফাল দাও নষ্টপুত্রে পুত্র পাও;
অন্য কোন বিনিশ্চয় নাই।

এইরূপে নষ্টপুত্র পুত্র এবং নষ্টফাল ফাল লাভ করিয়া জীবনাবসানে স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইল।

[সমবধান—তখন এই কূট বণিক্ ছিল সেই কূট বণিক্; ঐ সাধু বণিক্ ছিল সেই সাধু বণিক্ এবং আমি ছিলাম সেই বিনিশ্চয়ামাত্য।]

☞ পঞ্চতন্ত্রেও (১।২১) ইহার অনুরূপ একটী গল্প দেখা যায়। তাহাতে কূটবণিকের পরিবর্ত্তে এক শ্রেষ্ঠী, সাধুবণিকের পরিবর্ত্তে জীর্ণধন নামক এক বণিক্‌পুত্র এবং লাঙ্গলফালের পরিবর্ত্তে একটা তুলাদণ্ড দেখা যায়।

২১৯—গর্হিত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক অসন্তুষ্ট ও উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি কোন বিষয়েই মনঃসংযোগ করিতে পারিত না, সর্ব্বদা অন্যমনস্ক ও অসন্তুষ্ট থাকিত। এইজন্য ভিক্ষুরা তাহাকে একদিন শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি সত্য সত্যই কি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" সে উত্তর দিল, "হাঁ, প্রভু।" "কেন উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" "ইন্দ্রিয়-তাড়নায়।" "দেখ, ইন্দ্রিয়সুখভোগেচ্ছা পূর্ব্বকালে পশুরা পর্য্যন্ত নিন্দনীয় মনে করিয়াছিল আর তুমি কি না এতাদৃশ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া উহাতে অভিভূত হইয়াছ—যে ইন্দ্রিয়ভোগ-বাসনা পশুদিগেরও নিন্দনীয়, তাহার জন্য উৎকণ্ঠাভোগ করিতেছ!" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে বানর-যোনিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক বনেচর তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া রাজাকে উপহার দিয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল রাজভবনে থাকিয়া সদাচার-পরায়ণ হইয়াছিলেন এবং মনুষ্যলোকের রীতিনীতি-সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার শিষ্টব্যবহারে প্রীত হইয়া সেই বনেচরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "যেখানে এই বানরটাকে ধরিয়াছিলে, সেখানে গিয়া ইহাকে ছাড়িয়া দিয়া আইস।" বনেচর রাজার আদেশমত কার্য্য করিল।

বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া বানরগণ তাঁহাকে দেখিবার জন্য এক বিশাল শিলাতলে সমবেত হইল এবং তাহাকে অভিনন্দন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধু, তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি বারাণসীর রাজভবনে ছিলাম।"

"কিরূপে মুক্তিলাভ করিলে?

"রাজা আমাকে কেলিমর্কট করিয়াছিলেন, আমার শিষ্ট ব্যবহারে প্রীত হইয়া এখন আমায় ছাড়িয়া দিয়াছেন।

"তুমি তাহা হইলে মনুষ্য লোকের রীতিনীতি শিক্ষা করিয়াছ। বলত তাহারা কি করে? আমাদের শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

"মনুষ্যের চরিত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিও না।

"বলনা। আমাদের যে শুনিবার ইচ্ছা হইতেছে।

"মনুষ্য ক্ষত্রিয় হউক, ব্রাহ্মণ হউক, সকলেই কেবল 'আমার', 'আমার' বলে। এই আছে, এই নাই এ অনিত্যতত্ত্বজ্ঞান তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। সেই জ্ঞানান্ধ মূর্খদিগের চরিত্র শুন।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথা দুইটী পাঠ করিলেন:—

"সোণা আমার", "রতন আমার" বলে সর্ব্বক্ষণ,
মূর্খ মানুষ আর্য্যধর্ম্ম করেছে বর্জ্জন।
এক ঘরে দুই কর্ত্তা তাদের, বিশ্রী এরূপ,
দাড়ি গোঁপ তার নাইক মুখে লম্বা দুটী স্তন।
মাথায় রাখে চুলের বেণী, বেঁধা দুটী কাণ,
কথায় চোটে করে সবার ওষ্ঠাগত প্রাণ।
মূর্খ মানুষ এমন রতন কিনে আনেন ঘরে
বহুধনে, সারাজীবন দুঃখী হবার তরে।*

ইহা শুনিয়া বানরেরা একবাক্যে বলিল, "আর বলিতে হইবে না, আর বলিতে হইবে না, যাহা শুনিলে কাণে আঙ্গুল দিতে হয়, আমরা তাহাই শুনিলাম।" ইহা বলিয়া তাহারা দুই হস্তে স্ব স্ব কর্ণ দৃঢ়রূপে রুদ্ধ করিল। যে স্থানে বসিয়া এই কথা শুনিয়াছিল, তাহারা সেই স্থানেরও নিন্দা করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। শুনা যায় তদবধি ঐ স্থানের নাম 'গর্হিত-পৃষ্ঠপাষাণ' হইয়াছে।

[কথাবসানে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইল। সমবধান—তখন বুদ্ধের শিষ্যেরা ছিল সেই বানরগণ, এবং আমি ছিলাম সেই বানরেন্দ্র।]

২২০—ধর্ম্মধ্বজ-জাতক।

[দেবদত্ত শাস্তার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল, তদুপলক্ষ্যে তিনি বেণুবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও দেবদত্ত আমার প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে আমি কিঞ্চিন্মাত্র ভীত হই নাই।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীতে যশঃপাণি নামে এক রাজা ছিলেন। কালক নামক এক ব্যক্তি তাঁহার সেনাপতি ছিল। তখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন রাজার পুরোহিত; তিনি ধর্ম্মধ্বজ নামে অভিহিত হইতেন। ছত্রপাণি-নামক অপর একব্যক্তি রাজার জন্য মুকুটাদি মস্তকাভরণ নির্ম্মাণ করিত।

যশঃপাণি যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিতেন, কিন্তু তাঁহার সেনাপতি উৎকোচলোভী ছিলেন। তিনি বিচারকালে উৎকোচ লইয়া একের সম্পত্তি অপরকে দিতেন। অধিকন্তু তিনি পৃষ্ঠ-মাংসাদ † ছিলেন।

* ইহাতে দেখা যায় পূর্ব্বকালে লোকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পাত্রী সংগ্রহ করিত।

† যে পরোক্ষে পরকুৎসা করে।

একদিন এক ব্যক্তি বিনিশ্চয়ে * পরাজিত হইয়া বাহু তুলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বিচারালয় হইতে যাইতেছিল, এমন সময় সে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইল। বোধিসত্ত্ব তখন রাজার সহিত দেখা করিতে যাইতেছিলেন। সে বোধিসত্ত্বের পায়ে পড়িয়া নিজের পরাজয়-বৃত্তান্ত জানাইল। সে বলিল, "মহাশয়! আপনার ন্যায় ধার্ম্মিকেরা রাজাকে ধর্ম্ম ও অর্থ-সম্বন্ধে পরামর্শদানে নিযুক্ত আছেন, অথচ সেনাপতি কালক উৎকোচগ্রহণপূর্ব্বক রামের ধন শ্যামকে দিতেছে।"

এই কথায় বোধিসত্ত্বের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, "চল ভদ্র, আমি তোমার জন্য পুনর্ব্বিচার করিতেছি।" অনন্তর তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া বিচারগৃহে গেলেন, সেখানে বিস্তর লোকের সমাগম হইল। বোধিসত্ত্ব প্রতিবিনিশ্চয় করিয়া যাহার সম্পত্তি তাহাকেই দেওয়াইলেন। ইহাতে সমবেত জনসমূহ "সাধু, সাধু" বলিয়া উঠিল। তাহারা এত উচ্চৈঃস্বরে সাধুকার দিতে লাগিল যে সেই শব্দ রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত কোলাহলের কারণ কি?" ভৃত্যেরা জানাইল, "মহারাজ, পণ্ডিতবর ধর্ম্মধ্বজ দুর্ব্বিচারের প্রতিবিচার করিয়াছেন; সেইজন্য লোকে সাধুকার দিতেছে।"

রাজা এই সংবাদে তুষ্ট হইয়া বোধিসত্ত্বকে ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনি নাকি একটা বিবাদের সুবিচার করিয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ, কালক অন্যায় বিচার করিয়াছিলেন, আমি তাহার প্রতিবিচার করিয়াছি।" "অদ্য হইতে আপনিই বিচারকের পদ গ্রহণ করুন, তাহা হইলে আমার কর্ণের তৃপ্তি হইবে, লোকেও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে।" এই প্রস্তাবে বোধিসত্ত্বের নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল; কিন্তু রাজা কিছুতেই ছাড়িলেন না; তিনি বলিলেন, "সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শনের জন্য আপনাকেই বিচারপতি হইতে হইবে।" কাজেই বোধিসত্ত্ব রাজার অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না।

তদবধি বোধিসত্ত্ব বিচারকার্য্য-নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হইলেন; যাহার যে সম্পত্তি, সে তাহাই পাইতে লাগিল; কালকের উৎকোচলাভ বন্ধ হইয়া গেল। লাভের পথ রুদ্ধ হইল দেখিয়া কালক তখন রাজার নিকট বোধিসত্ত্বের নিন্দা আরম্ভ করিল। সে বলিত, "মহারাজ, আমার বোধ হয় ধর্ম্মধ্বজ পণ্ডিতের মনে এই রাজ্য লাভ করিবার লোভ জন্মিয়াছে।" রাজা প্রথম প্রথম ইহা বিশ্বাস করেন নাই; তিনি বলিতেন, "আর কখনও এমন কথা মুখে আনিও না।" অনন্তর একদিন কালক বলিল, "মহারাজ, যদি আমার কথায় অবিশ্বাস হয়, তবে ধর্ম্মধ্বজের আগমনকালে বাতায়নপথ দিয়া লক্ষ্য করিবেন, দেখিতে পাইবেন সমস্ত রাজধানীই তাহার অনুগত।" এই কথানুসারে রাজা একদিন বাতায়ন হইতে দেখিলেন, বিচারগৃহের মধ্যে বহু অর্থীপ্রত্যর্থী রহিয়াছে। তিনি মনে করিলেন, 'ইহারা সকলেই ধর্ম্মধ্বজের অনুচর।' এই অমূলক আশঙ্কায় তিনি কালকের কথা বিশ্বাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেনাপতি, এখন উপায়?" কালক বলিল, "মহারাজ, ইহাকে বধ করিতে হইবে।" "কোন গুরুতর দোষ না পাইলে বধ করা যায় কিরূপে?" "আমি এক উপায় বলিতেছি।" "কি উপায়?" "ইহাকে কোন অসাধ্য সাধন করিতে বলুন; তাহাতে অশক্ত হইলে সেই দোষেই ইহার প্রাণদণ্ড করা যাইবে।" "ইহার অসাধ্য কি কর্ম্ম আছে?" "মহারাজ, সারবতী ভূমিতে বৃক্ষ রোপণ করিয়া বহুযত্ন করিলেও দুই চারি বৎসরের কমে উদ্যানে ফল জন্মে না। আপনি ধর্ম্মধ্বজকে ডাকাইয়া বলুন, 'কল্য কেলি করিবার জন্য আমার একটী নূতন উদ্যান আবশ্যক। তুমি উদ্যান প্রস্তুত কর।' ধর্ম্মধ্বজ ইহা করিতে পারিবে না; আমরা সেই ছলে তাহার প্রাণবধ করিব।"

* বিনিশ্চয়—মোকদ্দমা।

রাজা বোধিসত্ত্বকে ডাকাইয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, আমি চিরদিন পুরাতন উদ্যানে কেলি করিয়া আসিতেছি, এখন কিন্তু একটা নূতন উদ্যানে কেলি করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি কালই কেলি করিব; আপনি উদ্যান প্রস্তুত করুন, যদি না পারেন, তাহা হইলে আপনার প্রাণান্ত করিব।" এই অদ্ভুত আজ্ঞা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিতে লাগিলেন, 'কালক উৎকোচ-লাভে বঞ্চিত হইয়া রাজাকে প্রতিকূল করিয়াছে।' অনন্তর, "দেখি, মহারাজ, পারি কি না পারি," এই উত্তর দিয়া তিনি গৃহে প্রতিগমন করিলেন এবং পরিতোষসহকারে ভোজনপূর্ব্বক চিন্তান্বিতমনে শয়ন করিয়া রহিলেন। বোধিসত্ত্বের আসন্ন বিপদে শক্রভবন উত্তপ্ত হইল।[১] শক্র ভাবিয়া দেখিলেন বোধিসত্ত্ব সঙ্কটে পড়িয়াছেন। তখন তিনি দ্রুতবেগে অবতরণ-পূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং আকাশে সমাসীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিত, তুমি কি চিন্তা করিতেছ?" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" "আমি শক্র।" "রাজা আমাকে একটা উদ্যান প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। সেই বিষয় ভাবিতেছি।" "পণ্ডিত, তুমি কোন চিন্তা করিও না; আমি তোমার জন্য নন্দনকাননের বা চিত্রলতা-বনের সদৃশ উদ্যান প্রস্তুত করিয়া দিতেছি। কোথায় প্রস্তুত করিব বল।" "অমুক স্থানে।" তখন শক্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে উদ্যান-রচনাপূর্ব্বক দেবলোকে প্রতিগমন করিলেন।

পরদিন বোধিসত্ত্ব উদ্যান প্রত্যক্ষ করিয়া রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, উদ্যান প্রস্তুত; আপনি গিয়া কেলি করুন।" রাজা দেখিলেন বিচিত্র উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছে। তাহা মনঃশিলাবর্ণের, অষ্টাদশহস্তপ্রমাণ প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত, দ্বার-তোরণপরিশোভিত এবং পুষ্পফলাবনত নানাবৃক্ষ-পরিপূর্ণ। তিনি অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া কালককে বলিলেন, "পণ্ডিত আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছেন; এখন কি কর্ত্তব্য?" কালক বলিল, "মহারাজ। যে একরাত্রির মধ্যে এইরূপ উদ্যান প্রস্তুত করিতে পারে, সে কি আপনার রাজ্যও গ্রহণ করিতে পারে না?" "এখন করা যায় কি?" "আমরা ইহাকে আর একটী অসাধ্য কাজ করিতে বলিব।" "কি কাজ?" "সপ্তরত্নময়ী পুষ্করিণী প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিব।" "বেশ, তাহাই করা যাউক।" অনন্তর রাজা বোধিসত্ত্বকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আচার্য্য। আপনি উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন, এখন ইহার উপযুক্ত সপ্তরত্নময়ী একটী পুষ্করিণী প্রস্তুত করুন। তাহা না পারিলে আপনার প্রাণদণ্ড হইবে।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "যে আজ্ঞা, মহারাজ, পারি ত করিব।"

শক্র বোধিসত্ত্বের হিতার্থে অপূর্ব্ব শোভাসম্পন্না, শততীর্থ ও সহস্রবঙ্কবিশিষ্টা এবং পঞ্চবিধ-পদ্মপরিশোভিতা নন্দনসরোবরসদৃশী এক পুষ্করিণী প্রস্তুত করিয়া দিলেন। বোধিসত্ত্ব পরদিন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া রাজার নিকট বলিলেন, "মহারাজ, আপনার পুষ্করিণী প্রস্তুত।" তাহা দেখিয়া রাজা কালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন করা যায় কি?" "মহারাজ, অনুমতি দিন যে উদ্যানের অনুরূপ একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে।" তখন রাজা বোধিসত্ত্বকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "আচার্য্য, এই উদ্যানের ও পুষ্করিণীর অনুরূপ সর্ব্বত্র গজদন্তময় একটী গৃহ নির্ম্মাণ করুন; তাহা না পারিলে আপনার প্রাণ যাইবে।"

শক্র গৃহও প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং বোধিসত্ত্ব তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া রাজাকে জানাইলেন। রাজা গৃহ দেখিয়া কালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কি করিতে বল?" কালক বলিল, "আজ্ঞা দিন যে গৃহের অনুরূপ একটা মণি চাই।" রাজা বোধিসত্ত্বকে

[১] বৌদ্ধসাহিত্যে ধার্ম্মিকের বিপদে শক্রের আসন বা ভবন উত্তপ্ত হয় এইরূপ দেখা যায় (জাতক ১৯২, ৩১৬ ইত্যাদি)। হিন্দুদিগের মতে ভক্তের বিপদে দেবতার আসন টলে।

বলিলেন, "আচার্য্য, এই গজদন্তময় গৃহের অনুরূপ এমন একটা মণি চাই, যাহার আলোকে আমি বিচরণ করিতে পারিব। আপনি যদি ইহা সংগ্রহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আপনার প্রাণ যাইবে।"

শক্র রাজার আদেশমত মণিও আনিয়া দিলেন এবং বোধিসত্ত্ব পরদিন উহা প্রত্যক্ষ করিয়া রাজাকে জানাইলেন। রাজা মণি দেখিয়া কালককে জিজ্ঞসা করিলেন, "এখন উপায়?" "মহারাজ! আমার বোধ হইতেছে যে ধর্ম্মধ্বজব্রাহ্মণের ঈপ্সিতার্থদায়িনী কোন দেবতা আছেন। অতএব ইহাকে এমন কোন কাজ দিন, যাহা দেবতাদিগেরও সাধ্যাতীত। চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত মনুষ্য দেবতারাও সৃষ্টি করিতে পারেন না।* অতএব আপনি বলুন চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত এক উদ্যানপালক আবশ্যক।" তদনুসারে রাজা বোধিসত্ত্বকে ডাকিয়া বলিলেন, "আচার্য্য, আপনি আমার জন্য উদ্যান, পুষ্করিণী ও গজদন্তময় প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন; তাহাতে আলোক দিবার জন্য মণির ব্যবস্থা করিয়াছেন, এখন উদ্যানরক্ষার্থে চতুর্ব্বিধগুণযুক্ত এক উদ্যানপাল দিন, নচেৎ আপনার প্রাণ থাকিবে না।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ, যদি সাধ্য হয়, দিব।" অনন্তর তিনি গৃহে গিয়া পরিতোষসহকারে আহার করিলেন এবং প্রত্যূষে নিদ্রাত্যাগ করিয়া শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'দেবরাজ শক্র আত্মশক্তিবলে যাহা পারেন, তাহা ত সম্পন্ন করিয়াছেন, কিন্তু চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত উদ্যানপাল সৃষ্টি করা তাঁহার সাধ্যের অতীত। অতএব পরের হাতে পড়িয়া জীবন দেওয়া অপেক্ষা আমার পক্ষে বরং অরণ্যে গিয়া অনাথ অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া শ্রেয়স্কর।' অনন্তর তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং সিংহদ্বার দিয়া নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বনে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি এক বৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইয়া সাধুদিগের সমাচরিত ধর্ম্ম চিন্তা করিতে লাগিলেন। শক্র এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া বনেচরবেশে বোধিসত্ত্বের নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, "ব্রাহ্মণ! তুমি সুকুমার; তুমি এই অরণ্যে বসিয়া কি করিতেছ? তোমার মুখ দেখিলে মনে হয় যেন তুমি পূর্ব্বে কখনও দুঃখ ভোগ কর নাই।" এই প্রশ্ন করিবার সময় শক্র নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন:—

"সুখসম্বর্দ্ধিত তুমি হেন মনে লয়,
গৃহ ছাড়ি বনে কেন লয়েছ আশ্রয়?
দীনভাবে তরুমূলে একাকী বসিয়া
কি চিন্তায় মগ্ন আছ বল তব হিয়া।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

"সুখ-সম্বর্দ্ধিত আমি, নাহিক সংশয়,
রাজ্য ছাড়ি তবু বনে লয়েছি আশ্রয়।
একাকী তরুমূলে দীনভাবে বসি
সদ্ধর্ম্ম লক্ষণ † আমি ভাবি দিবানিশি।"

তখন শক্র বলিলেন, "যদি সদ্ধর্ম্মচিন্তাই তোমার উদ্দেশ্য, তবে এখানে বসিয়া কেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "রাজা চতুর্ব্বিধ গুণবিশিষ্ট একজন উদ্যানপাল নিযুক্ত করিতে আজ্ঞা

* Cf. "The King can make a belted knight,
A marquis, duke and a' that,
But an honest man's aboon his might,
Guid faith, he manna fa that—Burns.

† সাধুজন-সমাচরিত ধর্ম্ম অর্থাৎ লাভ, অলাভ, যশঃ, অযশঃ, নিন্দা, প্রশংসা, সুখ, দুঃখ—এই অষ্টবিধ লোকধর্ম্ম হইতে মুক্তি।

করিয়াছেন; কিন্তু আমি ঈদৃশ কোন লোক দেখিতে পাই নাই। সুতরাং ভাবিলাম রাজধানীতে থাকিয়া মনুষ্যহস্তে প্রাণত্যাগ করি কেন? অরণ্যে গিয়া একাকী প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। সেই কারণেই এখানে আসিয়া বসিয়া আছি।" "ব্রাহ্মণ, আমি দেবরাজ শক্র। আমি ইতঃপূর্ব্বে তোমার জন্য উদ্যান প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলাম। চতুর্ব্বিধগুণযুক্ত উদ্যানপাল সৃষ্টি করা কাহারও সাধ্য নহে। কিন্তু তোমাদের দেশে ছত্রপাণি নামে এক ব্যক্তি আছেন, তিনি রাজার শিরোভূষণ প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া থাকেন; ঐ মহাত্মা চতুর্ব্বিধ গুণযুক্ত। তুমি গিয়া তাঁহাকেই উদ্যানপালের পদে নিযুক্ত করাও।" শক্র বোধিসত্ত্বকে এই কথা বলিয়া এবং অভয় দিয়া দেবনগরে প্রতিগমন করিলেন।

বোধিসত্ত্ব গৃহে ফিরিয়া প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক রাজদ্বারে গমন করিলেন এবং ছত্রপাণিকে সেখানেই দেখিতে পাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি নাকি চতুর্ব্বিধগুণ-বিশিষ্ট?" ছত্রপাণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি যে চতুর্ব্বিধগুণবিশিষ্ট এ কথা আপনাকে কে বলিল?" "দেবরাজ শক্র বলিয়াছেন।" "কেন বলিলেন?" ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব আনু-পূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। তাহা শুনিয়া ছত্রপাণি বলিলেন, "হাঁ, আমার চতুর্ব্বিধ গুণ আছে বটে।" তখন বোধিসত্ত্ব হাত ধরিয়া তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, এই ছত্রপাণি চতুর্ব্বিধগুণবিশিষ্ট, যদি উদ্যানপালের প্রয়োজন থাকে, তবে ইঁহাকেই নিযুক্ত করুন। রাজা ছত্রপাণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি কি চতুর্ব্বিধ-গুণসম্পন্ন?" ছত্রপাণি বলিলেন, "হাঁ, মহারাজ।" "তোমার কি কি চারি গুণ আছে?"

"অসূয়ার বশ হই না কখন,
করি নাক আমি মাদক সেবন,
স্নেহ কিংবা ক্রোধ কিছুই আমার
না পারে করিতে চিত্তের বিকার।"

ইহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছত্রপাণে। তুমি কি বলিতেছ যে তুমি অসূয়া-শূন্য?" ছত্রপাণি উত্তর দিলেন, "হাঁ মহারাজ, আমি অসূয়াশূন্য।" "কি দেখিয়া তুমি অসূয়া ত্যাগ করিয়াছ?" "বলিতেছি, মহারাজ।" অনন্তর ছত্রপাণি নিজের অসূয়াত্যাগের কারণ বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন:—

পূর্ব্বজন্মে আমি ছিলাম নৃপতি, কামিনীকুহকে পড়ি
নিজ পুরোহিতে চাহিনু দণ্ডিতে নিগড়ে নিবদ্ধ করি।
কিন্তু সেই সাধু তত্ত্বজ্ঞান দিয়া ফিরাইলা মোর মন,
তদবধি আমি অসূয়া ত্যজিতে শিখিলাম, হে রাজন্। *

* এই গাথার প্রাচীন কথা জানিবার জন্য ১২০-সংখ্যক (বন্ধনমোক্ষ) জাতকের অতীতবস্তু দ্রষ্টব্য। পালি টীকাকার ইহার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—

"পূর্ব্বজন্মে আমি এই বারাণসী নগরেই আপনার ন্যায় রাজা ছিলাম এবং এক কামিনীর চক্রান্তে পড়িয়া নিজের পুরোহিতকে বন্দী করিয়াছিলাম।

অবদ্ধ যে জন, তাহার(ও) বন্ধন হয় সংঘটন তথা,
মূর্খের বচন শুনি সর্ব্বজন পাপে রত থাকে যথা।
পণ্ডিতের বাণী অদ্ভুত এমনি, তাহার মহিমবলে
নিগড়নিবদ্ধ মুক্তিলাভ করি চলি যায় অবহেলে।"

এই জাতকে যেমন যশঃপাণি বারাণসীর রাজা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে, সেইরূপ পুরাকালে এক সময়ে এই ছত্রপাণিই বারাণসীর রাজা ছিলেন। তাঁহার মহিষী চতুঃষষ্টি রাজভৃত্যের সহিত পাপাচরণ করিয়াছিলেন এবং বোধিসত্ত্বকেও প্রলুব্ধ করিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু বোধিসত্ত্ব তাঁহার মনোরথ পূর্ণ না করায় তিনি তাহার বিনাশসাধনার্থ রাজার নিকট মিথ্যা পরীবাদ করেন, তজ্জন্য রাজা বোধিসত্ত্বকে বন্দী করেন। কিন্তু

অতঃপর রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "সৌম্য ছত্রপাণে, কি দেখিয়া তুমি মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছ ?" ইহার উত্তরে ছত্রপাণি নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

> সুরাপানে মত্ত হয়ে পুত্রমাংস করিনু ভক্ষণ ,
> সেই শোকে, মহারাজ, করিয়াছি সুরারে বর্জ্জন। *

তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্নেহবর্জ্জনের হেতু কি ?" ছত্রপাণি নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা স্নেহবর্জ্জনের কারণ ব্যাখ্যা করিলেন :—

> ছিনু পূর্ব্বে রাজা আমি, কৃতবাসা নাম ,
> অখণ্ড প্রতাপে আমি রাজ্য পালিতাম।
> প্রত্যেকবুদ্ধের পাত্র করিয়া ভঞ্জন
> পুত্র মোর চলি গেল শমন-সদন।

বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে প্রকৃত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিয়া মুক্তিলাভ করেন এবং তাঁহার অনুরোধে সেই চতুঃষষ্টি ভৃত্য ও মহিষী পর্য্যন্ত ক্ষমাপ্রাপ্ত হন। এই জন্যই ছত্রপাণি বলিয়াছিলেন—

"পূর্ব্বজন্মে আমি ছিলাম নৃপতি" ইত্যাদি।

"আমি তখন ভাবিয়াছিলাম, ষোড়শ সহস্র রমণী ত্যাগ করিয়া এই এক রমণীতে আসক্ত হইয়াছি, অথচ ইহার প্রবৃত্তি পরিতুষ্ট করিতে পারিতেছি না ! রমণীদিগের ক্রোধ দুর্দ্দমনীয়। পরিহিতবস্ত্র মলিন হইলে 'ইহা কেন মলিন হইল' ভাবিয়া, কিংবা ভুক্ত অন্ন মলে পরিণত হইলে 'ইহা কেন মল হইল' ভাবিয়া ক্রুদ্ধ হওয়াও যেমন অকারণ, রমণীদিগের ক্রোধও সেইরূপ অকারণ। অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কখনও ক্রোধের বা অসূয়ার বশীভূত হইব না, কারণ তাহা হইলে অর্হত্ত্বলাভের ব্যাঘাত ঘটিবে।' এই জন্যই ছত্রপাণি বলিয়াছিলেন, 'তদবধি আমি অসূয়া ত্যজিতে শিখিলাম, হে রাজন্।"

* পালিটীকাকার এই অতীত কথার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—

"আমি পুরাকালে আপনারই মত বারাণসীর রাজা ছিলাম। তখন আমি মদ্যপান বিনা থাকিতে পারিতাম না, মাংস বিনা আহার করিতে পারিতাম না। তখন বারাণসীতে পোষধ-দিনে পশুবধ নিষিদ্ধ ছিল। এইজন্য আমার পাচক শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশীর দিন কিছু মাংস সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু রাখিবার অসাবধানতা বশতঃ কুকুরে ঐ মাংস খাইয়া ফেলে। পোষধ-দিবসে পাচক দেখিল মাংস নাই; কাজেই অন্যান্য দিন যেমন নানাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করিয়া প্রাসাদে গিয়া থাকে, সেদিন সেরূপ করিবার উপায় দেখিল না। সে রাণীর নিকট গিয়া বলিল, "দেবি, আজ মাংস পাইলাম না, রাজার সম্মুখে মাংসহীন খাদ্যও লইতে সাহস হইতেছে না, বলুন এখন আমি করি কি ?' রাণী বলিলেন, "দেখ বাপু, রাজা আমার ছেলেটীকে বড় ভালবাসেন, ছেলে দেখিলে তাহাকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করিবার সময় তিনি নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান। আমি তাহাকে সাজাইয়া রাজার কোলে দিব; তিনি তাহার সঙ্গে খেলা করিতে থাকিবেন। সেই সময়ে তুমি খাদ্য লইয়া উপস্থিত হইবে।" অনন্তর রাণী পুত্রটীকে সুন্দররূপে সাজাইয়া আমার কোলে দিয়া আসিলেন এবং আমি তাহার সঙ্গে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলে পাচক খাদ্য লইয়া উপস্থিত হইল। আমি তখন সুরামদে মত্ত ছিলাম, পাত্রে মাংস দেখিতে না পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম, "মাংস কোথায় ?" পাচক বলিল, "মহারাজ, অদ্য পোষধ দিন, পশুবধ করিবার নিয়ম নাই বলিয়া মাংস সংগ্রহ করিতে পারি নাই।" "বটে, আমার খাবার জন্য মাংস দুর্লভ।" ইহা বলিয়া আমি ক্রোড়স্থিত পুত্রের ঘাড় ভাঙ্গিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিলাম এবং পাচকের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম, "যা, এখনই পাক করিয়া আন্।" পাচক তাহাই করিল, আমি পুত্র-মাংসের সহিত অন্ন আহার করিলাম। আমার ভয়ে কেহ কান্দিতে, বিলাপ করিতে বা একটীমাত্র কথাও বলিতে পারিল না।

আমি ভোজনান্তে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলাম এবং প্রত্যূষে নেশা ভাঙ্গিলে, "আমার ছেলে কোথায় ? তাহাকে লইয়া আইস" এই কথা বলিলাম। তাহা শুনিয়া রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে আমার পায়ে পড়িলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ভদ্রে, কাঁদিতেছ কেন বল।" তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনি কল্য পুত্রের প্রাণসংহার করিয়া তাহার মাংস দিয়া অন্ন গ্রহণ করিয়াছেন।" তখন আমি পুত্রশোকে বহু রোদন ও বিলাপ করিলাম, বুঝিলাম সুরাপানই আমার সর্ব্বনাশের মূল। অনন্তর আমি ছাই লইয়া মুখে ঘসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম আর কখনও এরূপ সর্ব্বনাশিনী সুরাকে স্পর্শ করিব না, কারণ সুরাপানে আসক্ত থাকিলে আমি কখনও অর্হত্ত্ব লাভ করিতে পারিব না।"

এই অতীত কথার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ছত্রপাণি বলিয়াছিলেন,—'সুরাপানে মত্ত হয়ে' ইত্যাদি।

তদবধি, মহারাজ, স্নেহত্যাগ করি,
জন্মজন্মান্তরে আমি সর্ব্বত্র বিচরি।*

পরিশেষে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ক্রোধহীন হইলে কিরূপে?" ইহার উত্তরে ছত্রপাণি নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন :—

"পূর্ব্ব এক জন্মে আমি ধরিয়া "অরক" নাম
সপ্তবর্ষ মৈত্রী চিন্তা করিছিনু অবিরাম,
সেই ফলে সপ্তকল্প ব্রহ্মলোকে বাস করি,
ক্রোধ আমি ত্যজিয়াছি মৈত্রীর মহিমা স্মরি।"

ছত্রপাণি এইরূপে নিজের চতুর্ব্বিধ গুণ ব্যাখ্যা করিলে রাজা অনুচরদিগকে ইঙ্গিত করিলেন; অমনি অমাত্য, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "অরে উৎকোচখাদক, দুষ্ট চোর কালক! তুই উৎকোচলাভ করিতে না পারিয়া পরীবাদ দ্বারা এই পণ্ডিতের প্রাণ সংহার করিতে চা'স্।" অনন্তর তাহারা কালকের হাত পা ধরিয়া ফেলিল, তাহাকে প্রাসাদ হইতে নামাইয়া আনিল, পাষাণ, মুদ্গর প্রভৃতি যে যাহা পাইল, তদ্দ্বারা প্রহার করিয়া তাহার মস্তক ভগ্ন করিল এবং, যখন সে মরিয়া গেল, তখন পা ধরিয়া টানিতে টানিতে তাহার দেহটা আবর্জ্জনাস্তূপের উপর ফেলিয়া দিল।

অতঃপর যশঃপাণি যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং জীবনান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

---

* পালি টীকাকার এই অতীত কথার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়াছেন :—"মহারাজ, আমি পূর্ব্বে এই বারাণসীতেই রাজত্ব করিতাম। তখন আমার নাম ছিল কৃতবাসা। আমার একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। দৈবজ্ঞেরা লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে সে পানীয়ের অভাবে প্রাণত্যাগ করিবে। তাহার নাম রাখা হইয়াছিল দুষ্টকুমার। সে বয়ঃপ্রাপ্তির পর উপরাজের কাজ করিত, আমি তাহাকে হয় সম্মুখে, নয় পশ্চাতে, সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতাম, পাছে পানীয়ের অভাবে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়, এই আশঙ্কায় নগরের চতুর্দ্বারে ও মধ্যভাগে নানাস্থানে পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলাম, প্রতি চতুষ্কে মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে জলপূর্ণ কলসী রাখাইয়াছিলাম। সে একদিন বিচিত্র বেশভূষা গ্রহণ করিয়া নিজেই উদ্যানে যাইতেছিল, এমন সময় পথে এক জন প্রত্যেকবুদ্ধ দেখিতে পাইল। বহু লোকে প্রত্যেকবুদ্ধের দর্শন পাইয়া কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিতেছিল, কেহ তাঁহার গুণগান করিতেছিল, এবং কেহ বা তাঁহাকে দূর হইতেই কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিতেছিল। আমার পুত্র ভাবিল, 'মাদৃশ ব্যক্তি যাইতেছে দেখিয়াও লোকে এই মুণ্ডিতমস্তক ভিক্ষুকে প্রণাম করিতেছে ও প্রশংসা করিতেছে!' সে কুপিত হইয়া হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিল এবং প্রত্যেকবুদ্ধের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি ভিক্ষা পাইয়াছ কি?' প্রত্যেকবুদ্ধ বলিলেন, 'হাঁ কুমার, ভিক্ষা পাইয়াছি।' তখন কুমার তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র লইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিল, পদাঘাতে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল এবং ভোজ্যের সহিত ভগ্নপাত্রখণ্ডগুলি পদমর্দ্দিত করিতে লাগিল। 'অহো, এই জীব বিনষ্ট হইল!' ইহা বলিয়া প্রত্যেকবুদ্ধ তাহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কুমার বলিল, 'দেখিতেছ কি? আমি মহারাজ কৃতবাসার পুত্র, আমার নাম দুষ্টকুমার। তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া ও বিস্ফারিত-নেত্রে অবলোকন করিয়া আমার কি অনিষ্ট করিবে?'

ভোজ্যবস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়া প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশে উত্থিত হইলেন এবং উত্তর হিমবন্তের অন্তঃপাতী নন্দপর্ব্বতের মূলদেশস্থ এক গুহায় চলিয়া গেলেন। এদিকে সেই মুহূর্ত্তেই কুমারের পাপপরিণাম দেখা দিল; সে 'পুড়ে গেল', 'পুড়ে গেল' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার সমস্ত শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল এবং ভীষণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সে পথের উপরই পড়িয়া গেল। নিকটে যেখানে যেখানে জল ছিল সমস্ত শুকাইয়া গেল, পয়ঃপ্রণালী [মূলে 'মাতিকা' (মাতৃকা) এই শব্দ আছে।] পর্য্যন্ত বিশুষ্ক হইল, কুমার নিমেষের মধ্যে সেখানেই বিনষ্ট হইয়া অবীচিতে প্রস্থান করিল।

আমি সংবাদ শুনিলাম, শোকে অভিভূত হইলাম, কিন্তু শেষে ভাবিলাম, আমার এই শোক প্রিয়বস্তু হইতে উৎপন্ন, আমি যদি স্নেহপরায়ণ না হইতাম, তাহা হইলে শোকও পাইতাম না। তদবধি আমি চেতনাচেতন কোন পদার্থেই সঞ্জাতস্নেহ হই না।"

অনন্তর সেই ব্যক্তি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিল, মস্তকে উষ্ণীষ গ্রহণ করিল এবং প্রত্যেক-বুদ্ধের বেশে অস্ত্র লইয়া, বনভূমিতে যে পথে হস্তীরা যাতায়াত করিত, সেখানে গমন করিল। অতঃপর সে হস্তী মারিত এবং তাহাদের দন্ত সংগ্রহ করিয়া বারাণসীতে বিক্রয় করিত। এইরূপে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে সে, বোধিসত্ত্বের অনুচর হস্তীদিগের মধ্যে যখন যেটী সর্ব্বপশ্চাতে থাকিত তাহাকেও মারিতে আরম্ভ করিল। প্রতিদিন নিজেদের সংখ্যা হ্রাস হইতেছে দেখিয়া হস্তীরা বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের সংখ্যা কমিতেছে কেন?" বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এক ব্যক্তি প্রত্যেকবুদ্ধের বেশ ধারণ করিয়া হস্তীদিগের গমনাগমন-পথের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে; সেই হস্তীদিগকে নিহত করিতেছে কি? একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইতেছে।' অনন্তর একদিন তিনি দলস্থ সমস্ত হস্তী অগ্রে দিয়া নিজে পশ্চাতে রহিলেন। লোকটা বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া অস্ত্র তুলিল। বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং উহাকে ভূমিতে ফেলিয়া মারিবার অভিপ্রায়ে শুণ্ড বিস্তার করিলেন। কিন্তু তাহার পরিহিত কাষায় বস্ত্র দেখিয়া ভাবিলেন, 'ইহার না হউক, এ যে সাধুজন-চিহ্ন কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়াছে, তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করা কর্ত্তব্য।' ইহা ভাবিয়া তিনি শুণ্ড প্রতিসংহার করিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, এই সাধুজন পরিধেয় বস্ত্র তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি কেন এ বস্ত্র পরিধান করিয়াছ?" অনন্তর তিনি এই গাথা দুইটী বলিলেন :—

> পারে নাই করিতে যে রিপুর দমন,
> সে চায় কাষায় বস্ত্র করিতে ধারণ।
> সত্যদ্বেষী অসংযমী নরাধম যারা,
> কভু নহে কাষায়ের উপযুক্ত তারা।
>
> রিপুগণে করেছেন যাঁহারা দমন,
> দান্ত, শীলবান্, সদা সত্যপরায়ণ।
> এহেন ত্রিলোকপূজ্য সাধুজন যাঁরা,
> কাষায়ের উপযুক্ত কেবল তাঁহারা।

বোধিসত্ত্ব সেই লোকটাকে এইরূপে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "আবার কখনও এ অঞ্চলে আসিও না, আসিলে তোমার মৃত্যু অবধারিত।" ইহাতে ভয় পাইয়া সে তখনই পলায়ন করিল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই হস্তিহন্তা পুরুষ এবং আমি ছিলাম সেই যূথপতি।]

২২২—চুল্লনন্দিক-জাতক।*

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ, দেবদত্ত কি নিষ্ঠুর, পরুষ ও নির্দ্দয়, সে সম্যক্‌সম্বুদ্ধকে নিহত করিবার জন্য ঘাতক নিযুক্ত করিয়াছিল, শিলা নিক্ষেপ করিয়াছিল, নালাগিরিকে † নিয়োজিত করিয়াছিল। তথাগতের সম্বন্ধে তাহার মনে বিন্দুমাত্র ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়ার ভাব দেখা যায় না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং প্রশ্নদ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্ব জন্মেও দেবদত্তের প্রকৃতি অতি নিষ্ঠুর, পরুষ ও নির্দ্দয় ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে বানররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মহানন্দিক। তিনি এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চুল্লনন্দিক

* চুল্ল=চুল্ল=ক্ষুদ্র। এই 'ক্ষুদ্র' শব্দ হইতে 'খুল্ল' এবং বাঙ্গালা 'খুল্লা' শব্দ হইয়াছে।

† নালাগিরির সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ২৮৫ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। অশীতিসহস্র বানর তাঁহাদের অনুচর ছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহাদিগকে নিজের অন্ধ গর্ভধারিণীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইত।

তাঁহারা মাতাকে শয়নগুল্মে রাখিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিতেন এবং মধুর ফল পাইলে তাহা মাতার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু যাহারা ফল লইয়া আসিত, তাহারা অন্ধ বানরীকে তাহা দিত না, কাজেই সে ক্ষুধায় পীড়িতা হইয়া অস্থিচর্ম্মাবশেষা হইয়াছিল। একদিন বোধিসত্ত্ব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমরা প্রতিদিন তোমার জন্য সুমিষ্ট ফল পাঠাইয়া থাকি; অথচ তুমি ক্রমে ক্ষীণ হইতেছ, ইহার কারণ কি?" বানরী বলিল, "কৈ বাপ? আমি ত কোন ফল পাই না।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করিলেন, 'আমি যদি যূথের রক্ষণাবেক্ষণে ব্যস্ত থাকি, তবে মার প্রাণ রক্ষা হইবে না; অতএব যূথ ত্যাগ করিয়া এখন হইতে কেবল মায়েরই সেবাশুশ্রূষায় নিরত থাকিতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া তিনি চুল্লনন্দিককে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাই, তুমি যূথরক্ষার ভার লও, আমি মায়ের সেবাশুশ্রূষা করিব।" সে বলিল, "দাদা, আমার যূথরক্ষার প্রয়োজন নাই, আমিও মায়ের সেবা করিব।" এইরূপে দুই সহোদরে একই সঙ্কল্প করিয়া যূথত্যাগ করিলেন, মাতাকে লইয়া হিমালয় হইতে নামিয়া আসিলেন এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে, এক বটবৃক্ষতলে, বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া মাতার সেবা করিতে লাগিলেন।

বারাণসীবাসী এক ব্রাহ্মণপুত্র তক্ষশিলায় গিয়া কোন সুবিখ্যাত আচার্য্যের নিকট সর্ব্ব বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। সে যখন গৃহে প্রতিগমন করিবার জন্য আচার্য্যের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন আচার্য্য অঙ্গবিদ্যা-প্রভাবে তাঁহার চরিত্রের নিষ্ঠুরতা, পারুষ্য ও নির্ম্মমতা জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "বৎস, তুমি অতি নিষ্ঠুর, পরুষ ও নির্ম্মম; এরূপ প্রকৃতির লোকের চিরদিন কখনও ভাল যায় না; কোন না কোন সময়ে তাহাদের মহাদুঃখ ও মহাবিনাশ অবশ্যম্ভাবী। অতএব তুমি নিষ্ঠুর স্বভাব পরিহার কর; যাহাতে অনুতাপ জন্মে কখনও সেরূপ কাজ করিও না।" এই উপদেশ দিয়া আচার্য্য তাহাকে বিদায় দিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণপুত্র আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বারাণসীতে ফিরিয়াছিল এবং বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিল। কিন্তু অন্য কোন বিদ্যায় জীবিকা নির্ব্বাহের সুবিধা না পাইয়া সে স্থির করিয়াছিল, যে ধনুর্ব্বিদ্যাপ্রভাবেই গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় করিয়া লইব।

ব্যাধবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহের সঙ্কল্প করিয়া সে বারাণসী পরিত্যাগপূর্ব্বক এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়া বাস করিয়াছিল। সে ধনু ও তূণীর লইয়া বনে বনে বিচরণ করিত এবং মৃগ বধ করিয়া তাহাদের মাংসবিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। সে একদিন বনে কিছুই না পাইয়া ফিরিবার সময় অঙ্গন-প্রান্তস্থিত* সেই বটবৃক্ষ দেখিয়া ভাবিল, 'দেখা যাউক, এই গাছে কিছু পাওয়া যায় কি না।' অনন্তর সে ঐ বটবৃক্ষের অভিমুখে গেল।

ঐ সময়ে মহানন্দিক ও চুল্লনন্দিক মাতাকে ফলমূলাদি ভোজন করাইয়া তাহার পশ্চাতে বিটপান্তরে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা ব্যাধকে আসিতে দেখিয়া ভাবিলেন, 'ব্যাধ যদি মাকে দেখিতেই পায়, তাহা হইলেও বোধ হয় কোন ভয়ের কারণ নাই।' এই বিশ্বাসে তাঁহারা শাখাসমূহের মধ্যে লুকাইয়া রহিলেন।

* "অঙ্গনপরিয়ন্তে ঠিতং"। এখানে 'অঙ্গন' শব্দে অরণ্যমধ্যস্থ 'খোলা যায়গা' অর্থাৎ যেখানে কোন গাছপালা নাই এরূপ স্থান বুঝিতে হইবে। ইংরাজী অনুবাদক ইহার পরিবর্ত্তে glade শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন।

এদিকে সেই নিষ্ঠুর ব্যক্তি অন্ধা জরাজীর্ণা বানরীকে দেখিয়া ভাবিল, 'খালি হাতে ফিরি কেন? এই বানরীকে মারিয়া লইয়া যাই।' তখন সে বানরীকে বিদ্ধ করিবার জন্য ধনু উত্তোলন করিল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "ভাই চুল্লনন্দিক, লোকটা দেখিতেছি আমাদের মাকে মারিবার ইচ্ছা করিয়াছে। আমি মায়ের প্রাণরক্ষা করিতেছি। আমার মৃত্যু ঘটিলে তুমি মায়ের সেবা শুশ্রূষা করিও।" ইহা বলিয়া তিনি শাখান্তরাল হইতে বাহির হইলেন এবং ব্যাধকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমার মাতাকে শরবিদ্ধ করিবেন না। ইনি অন্ধা ও জরাজীর্ণা। আমি ইঁহার জীবনরক্ষা করিব, আপনি ইঁহাকে না মারিয়া আমাকে মারুন।"

ব্যাধ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে বোধিসত্ত্ব তাহার শরপথে উপবেশন করিলেন। নিষ্ঠুর ব্যাধ তাঁহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ভূতলে পাতিত করিল এবং তাঁহার মাতাকে মারিবার জন্য পুনর্ব্বার ধনু তুলিল। তাহা দেখিয়া চুল্লনন্দিক ভাবিল, 'এ আমার মাকে মারিতে চাহিতেছে। এক দিনের জন্যও যদি মাতা জীবিত থাকেন তাহা হইলেও মনে করিব তাঁহাকে জীবন দান করিলাম। অতএব মাতা প্রাণরক্ষা করিতে হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া সেও শাখান্তরাল হইতে বাহির হইয়া বলিল, "মহাশয়, আমার মাতাকে শরবিদ্ধ করিবেন না; আমি নিজের প্রাণ দিয়া মাকে প্রাণদান করিব। আপনি আমায় শরবিদ্ধ করুন এবং আমাদের দুই সহোদরকে লইয়া আমাদের মাতার প্রাণ ভিক্ষা দিন।"

ব্যাধ এবারও সম্মতি দান করিল এবং চুল্লনন্দিক তাহার শরপথে আসিয়া বসিল। ব্যাধ তাহাকে শরবিদ্ধ করিয়া ভূপাতিত করিল এবং ভাবিল, ইহাতে ছেলেদের আহারের যোগাড় হইবে। অনন্তর সে তাহাদের মাতাকেও মারিল এবং তিনটা প্রাণীরই মৃতদেহ বাঁকের শিকায় তুলিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

কিন্তু এই সময়ে সেই পাপাত্মার গৃহে বজ্রপাত হইল; বজ্রাগ্নিতে তাহার স্ত্রী এবং দুই পুত্র গৃহের সহিত দগ্ধ হইল। গৃহখানির পৃষ্ঠবংশ এবং খুঁটিগুলি মাত্র অবশিষ্ট রহিল।

ব্যাধ গ্রামদ্বারে উপস্থিত হইলে এক ব্যক্তি তাহাকে দেখিতে পাইয়া এই সংবাদ জানাইল। সে দারাপুত্র-শোকে অভিভূত হইয়া সেখানেই মাংসের বাঁক ও ধনু ফেলিয়া দিল; পরিহিত বস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিল এবং নগ্নদেহে বাহু বিস্তার পূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে গৃহে প্রবেশ করিল। এই সময়ে একটা খুঁটি ভাঙ্গিয়া তাহার মস্তকে পড়িল এবং সেই আঘাতে তাহার মস্তক বিদীর্ণ হইল। পৃথিবীও বিদীর্ণ হইল এবং অবীচি হইতে জ্বালা উত্থিত হইল। তক্ষশিলার আচার্য্য তাহাকে যে উপদেশ দিয়া দিয়াছিলেন, এতদিন পরে, পৃথিবীর গ্রাসে পতিত হইবার সময়, পাপাত্মা তাহা স্মরণ করিল। সে ভাবিল, "অহো, পরাশরগোত্রজ ব্রাহ্মণ ত আমাকে পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।" সে বিলাপ করিতে করিতে নিম্ন-লিখিত গাথা দুইটী বলিল :—

বুঝিলাম অর্থ তার, আচার্য্য যে উপদেশ
দিলা মম মঙ্গল কারণ :—
"যাতে অনুতাপ হয়, এমন পাপের কাজ
করিওনা কভু বাছাধন।"
কর্ম্ম অনুরূপ ফল— শুভে শুভ, পাপে পাপ
নাহি এর কোন ব্যতিক্রম।
যে যেমন বপে বীজ, সে তেমন ফল পায়,
জগতের অলঙ্ঘ্য নিয়ম।

* পালি 'ফাচ।'

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে সে ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া অবীচি নামক মহানরকে শরীর পরিগ্রহ করিল।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, দেবদত্ত কেবল এজন্মে যে নিষ্ঠুর ও নির্মম হইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও সে অতি নিষ্ঠুর ও নির্দ্দয় ছিল।"

সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই ব্রাহ্মণ-বংশজ ব্যাধ; সারিপুত্র ছিলেন সেই সুবিখ্যাত আচার্য্য, আনন্দ ছিলেন চুল্লনন্দিক, মহাপ্রজাপতী গৌতমী ছিলেন তাঁহার মাতা এবং আমি ছিলাম মহানন্দিক।]

২২৩—পুটভক্ত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তী নগরবাসী এক ভূম্যধিকারী নাকি এক জনপদবাসী ভূম্যধিকারীর সহিত কারবার করিয়াছিলেন। জনপদবাসী তাঁহার নিকট অর্থ ধারিতেন। তিনি একদা অর্থ আদায় করিবার জন্য জনপদে গিয়াছিলেন। জনপদবাসী "এখন আমার দিবার শক্তি নাই" বলিয়া তাঁহাকে কিছুই দেয় নাই, তাহাতে শ্রাবস্তীবাসী ক্রুদ্ধ হইয়া কিছুমাত্র আহার না করিয়াই গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন। কতিপয় পথিক তাঁহাকে পথিমধ্যে নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া একপাত্র অন্ন দিয়া বলিল, "ইহা হইতে আপনার ভার্য্যাকে দিন, নিজেও ভোজন করুন।"

ভূম্যধিকারী সেই অন্নপাত্র গ্রহণ করিয়া ভার্য্যাকে উহার অংশ হইতে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "ভদ্রে, এখানে দস্যুদিগের বড় উপদ্রব, অতএব তুমি অগ্রসর হইতে থাক।" ভার্য্যাকে এইরূপে অগ্রে প্রেরণ করিয়া তিনি নিজেই সমস্ত অন্ন উদরসাৎ করিলেন এবং পরে ঐ রমণীর নিকটবর্ত্তী হইয়া শূন্যপাত্র দেখাইয়া বলিলেন, "ধূর্ত্তেরা অন্নহীন শূন্যপাত্র দিয়া গিয়াছে।" তাঁহার স্বামী একাই সমস্ত অন্ন খাইয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া রমণী মনে মনে নিতান্ত বিরক্ত হইলেন।

অনন্তর উভয়ে জেতবন-বিহারের নিকট দিয়া যাইবার সময় ভাবিলেন, 'এখানে গিয়া জল পান করা যাউক।" এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিহারে প্রবেশ করিলেন। যেমন মৃগের পথ লক্ষ্য করিয়া ব্যাধ তাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে, এইরূপ শাস্তাও সস্ত্রীক ভূম্যধিকারীর আগমনবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া তাঁহাদের প্রতীক্ষায় গন্ধকুটীরের ছায়ায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহারা শাস্তাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া প্রণাম করিলেন। শাস্তা মধুর-বচনে তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "উপাসিকে, তোমার ভর্ত্তা তোমার সম্বন্ধে হিতকামী ও স্নেহশীল কি?" রমণী উত্তর দিল, "ভদন্ত, আমি ইঁহাকে ভাল বাসি বটে, কিন্তু ইনি আমায় ভাল বাসেন না। অন্য দিনের কথা থাকুক, আজই পথে অন্নপুট পাইয়া নিজে সমস্ত ভক্ষণ করিয়াছেন, আমাকে কণামাত্র দেন নাই।" শাস্তা বলিলেন "ভদ্রে, তোমাদের মধ্যে চিরদিনই এই ভাব দেখা গিয়াছে, তুমি সর্ব্বদাই ইঁহার সম্বন্ধে স্নেহশীলা, কিন্তু ইনি নিঃস্নেহ। কিন্তু যখন ইনি পণ্ডিতদিগের সাহায্যে তোমার গুণ বুঝিতে পারেন, তখন তোমাকে সমস্ত প্রভুত্ব প্রদান করেন।" ইহা বলিয়া ভূম্যধিকারীর ও তাঁহার ভার্য্যার অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব অমাত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তদীয় ধর্ম্মার্থানুশাসকের পদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। রাজা আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে তাঁহার পুত্র হয়ত তাঁহার অনিষ্ট করিবে। এই জন্য তিনি পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

রাজপুত্র নিজের ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া রাজধানী ত্যাগ করিলেন এবং কাশীরাজ্যস্থ এক গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর রাজার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া তিনি পিতৃ-পৈতামহিক রাজ্য গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে বারাণসীতে প্রত্যাগমনার্থ যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে একব্যক্তি তাঁহাকে একপাত্র অন্নদিয়া বলিল, "আপনার ভার্য্যাকে এক অংশ দিয়া অবশিষ্ট অন্ন নিজে ভক্ষণ করুন;" কিন্তু রাজপুত্র ভার্য্যাকে কণামাত্র না দিয়া নিজেই সমস্ত

অন্ন উদরসাৎ করিলেন। 'অহো, এই ব্যক্তি কি নিষ্ঠুর' ইহা ভাবিয়া তাঁহার ভার্য্যা নিতান্ত বিষণ্ণ হইলেন।

রাজপুত্র বারাণসীতে গিয়া রাজপদ গ্রহণ করিলেন এবং ঐ রমণীকে অগ্রমহিষীর পদ প্রদান করিলেন, কিন্তু 'যৎকিঞ্চিৎ যাহা দিয়াছি তাহাই ইহার পক্ষে যথেষ্ট' এইরূপ মনে করিয়া তিনি মহিষীকে কখনও কিছু উপহার দিতেন না, তাঁহার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন না, এমন কি, 'তুমি কেমন আছ' ইহা পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করিতেন না।

বোধিসত্ত্ব দেখিলেন মহিষী রাজার হিতকারিণী,—তিনি রাজাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভাল বাসেন; অথচ রাজা তাঁহাকে একবারও মনে করেন না। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, রাজা যাহাতে মহিষীর প্রতি তাঁহার পদোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বোধিসত্ত্ব মহিষীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। মহিষী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, কি মনে করিয়া আসিয়াছ?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "দেবি, আপনার সেবা করিয়া কি লাভ হইবে বলুন। আপনার পিতৃস্থানীয় বৃদ্ধ সাধুপুরুষদিগকে এক এক খণ্ড বস্ত্র বা এক এক মুষ্টি অন্নও কি দিতে হয় না, মা?" "বাবা, আমি নিজেই কিছু পাই না, আপনাদিগকে কি দিব বলুন। যখন নিজে পাইতাম, তখন দানও করিতাম। এখন রাজা আমাকে কিছুই দেন না; অন্য দানের কথা দূরে থাকুক, যখন রাজ্য গ্রহণ করিতে আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে একপাত্র অন্ন পাইয়া সমস্তই নিজে আহার করিয়াছিলেন, আমায় এক মুষ্টিও দেন নাই।" "মা, আপনি রাজার সম্মুখে এ কথা বলিতে পারিবেন কি?" "পারিব না কেন?" "বেশ, তবে অদ্য আমি যখন রাজার নিকট উপস্থিত থাকিব, তখন জিজ্ঞাসা করিলে এইরূপ বলিবেন। আপনি কেমন গুণবতী রমণী, রাজা অদ্যই তাহা বুঝিতে পারিবেন।"

এইরূপ পরামর্শ দিয়া বোধিসত্ত্ব অগ্রেই রাজার নিকট গিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহিষীও রাজার নিকট গমন করিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "রাণী-মা, আপনি অতি নির্দ্দয়া, পিতৃস্থানীয় বৃদ্ধদিগকে এক এক খণ্ড বস্ত্র বা এক এক মুষ্টি অন্ন পর্য্যন্ত দান করেন না।" মহিষী উত্তর দিলেন, "বাবা, আমিও ত রাজার নিকট কিছুমাত্র পাই না, আপনাদিগকে কি দিব বলুন?" "সে কি, মা, আপনি না অগ্রমহিষীর পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন?" "যদি পদোচিত সম্মান লাভ না করিলাম, বাবা, তবে শুধু পদ পাইলে কি হইবে বলুন। আপনাদের রাজা আমাকে এখন একটী কপর্দ্দকও দান করেন না; একবার পথে একপাত্র অন্ন পাইয়াছিলেন; তাহাও সমস্ত নিজেই আহার করিয়াছিলেন, আমায় কণামাত্র দেন নাই।"

বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "একথা সত্য কি, মহারাজ?" রাজার আকারপ্রকারে বুঝা গেল কথাটা মিথ্যা নহে। বোধিসত্ত্ব তাহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, "রাজা যখন আপনার প্রতি বিরূপ হইয়াছেন, তখন এখানে থাকিয়া লাভ কি, মা? জগতে অপ্রিয়ের সংসর্গ দুঃখকর। আপনি এখানে থাকিলে প্রতিকূল রাজার সংসর্গে দুঃখই ভোগ করিবেন। যে সম্মান করে, লোকে তাহারই প্রতিসম্মান করিয়া থাকে। যে সম্মান করে না, তাহার বিরূপভাব বুঝিবামাত্র অন্যত্র গমন করা বিধেয়। পৃথিবীতে লোকের অভাব নাই।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব এই গাথা দুইটী বলিলেন:—

নমস্কার করে যেই, কর তারে নমস্কার,
সেবে যে, সেবিবে তারে—এই লোক-ব্যবহার।

প্রতি-উপকারে তুষ্ট রাখে উপকারী জনে,
হিতৈষীর হিতচেষ্টা করে লোকে প্রাণপণে।
ভুলেও যে করে না ক সাহায্য কারো কখন,
অপরের সহায়তা লভিবে সে কি কারণ?
যে তোমারে ত্যাগ করে, তুমি ত্যাগ কর তায়,
তাহার সংসর্গতরে মন যেন নাহি ধায়।
বিরূপ যে তব প্রতি, তাহার প্রীতির তরে
বৃথা কেন কর চেষ্টা? যাও চলি স্থানান্তরে।
তরু দেখি ফলহীন পাখীরা অন্যত্র যায়;
মনোমত সব(ই) মিলে সুবিশাল এ ধরায়।

[এই উপদেশ দিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই দম্পতী স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

২২৪—কুম্ভীর-জাতক।*

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি-কালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন।

সত্য, ধৃতি, ত্যাগ, বিচার-ক্ষমতা এই চারি গুণে সবে
বিষম সঙ্কটে পায় পরিত্রাণ, রিপুগণ পরাভবে।
সত্য, ধৃতি, ত্যাগ, বিচার-ক্ষমতা এই চারিগুণ নাই,
হেন জন পারে শত্রুকে দমিতে,— কভু না শুনিতে পাই।

[সমবধান—বানরেন্দ্র-জাতকের (৫৭) সমবধানসদৃশ।]

২২৫—ক্ষান্তিবর্ণন-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে কোশলরাজের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কোশলরাজের এক কার্য্যকুশল অমাত্য অন্তঃপুরস্থ কোন রমণীর সহিত গুপ্ত প্রণয় করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহাকে কাজের লোক বলিয়া জানিতেন, কাজেই এই অপরাধ সহ্য করিয়া একদিন শাস্তার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। শাস্তা বলিলেন, "পূর্ব্বকালে আরও অনেক রাজা এইরূপ অপমান সহ্য করিয়াছিলেন।" অনন্তর কোশলরাজের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় তাঁহার এক অমাত্য রাজান্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছিলেন; সেই অমাত্যের এক ভৃত্য আবার নিজের প্রভুর অন্তঃপুর দূষিত করিয়াছিল। অমাত্য ভৃত্যের অপরাধ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া তাহাকে লইয়া রাজার নিকট বলিলেন, "মহারাজ, এই ভৃত্য আমার সব কাজকর্ম্ম দেখে; কিন্তু এ আমার গৃহের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে এখন কি করা কর্ত্তব্য?" এই প্রশ্ন করিয়া অমাত্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন:—

সর্ব্বকার্য্যে পটু মম ভৃত্য একজন
সতত সেবায় রত করি প্রাণপণ;
এক অপরাধে এবে দোষী দেখি তারে,
কি দণ্ড করিব দান, বলুন আমারে।

ইহা শুনিয়া রাজা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন:—

* প্রথম খণ্ডে বর্ণিত বানরেন্দ্র-জাতক (৫৭) দ্রষ্টব্য। প্রথম গাথাটী উভয় জাতকেই এক।

আমার(ও) এরূপ ভৃত্য আছে এক জন।
এখানেই অবস্থিতি করিছে এখন।
সর্ব্বগুণযুত লোক দুর্লভ ধরায়;
তাই আমি লইয়াছি ক্ষান্তির আশ্রয়।

অমাত্য বুঝিতে পারিলেন যে রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই এই কথা বলিয়াছেন। কাজেই তদবধি রাজান্তঃপুরে কোনরূপ দুষ্টাচার করিতে সাহস করিলেন না, তাঁহার ভৃত্যও, রাজার নিকট সমস্ত কথা প্রকাশ পাইয়াছে বুঝিয়া, আর কখনও দুষ্কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিল না।

[কোশলরাজের অমাত্য জানিতে পারিলেন যে রাজা শাস্তার নিকট তাঁহার দুষ্কার্য্যের কথা প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব তদবধি তিনি ইহা হইতে বিরত হইলেন।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম বারাণসীর সেই রাজা।]

২২৬-কৌশিক-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। কোশলরাজ প্রত্যন্ত প্রদেশে শান্তিস্থাপনার্থ অকালে † যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকার প্রত্যুৎপন্নবস্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ‡ শাস্তা রাজাকে এই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :—]

মহারাজ, পুরাকালে বারাণসীরাজ অকালে যুদ্ধযাত্রা করিয়া উদ্যানে স্কন্ধাবার স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে একটা পেচক বেণুগুল্মে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া ছিল। তাহা দেখিয়া দলে দলে কাক আসিয়া ঐ স্থান ঘিরিয়া ফেলিল—তাহারা ভাবিল পেচক বাহির হইলেই উহাকে ধরিব। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে কি না তাহা না দেখিয়াই পেচক অকালে গুল্ম হইতে বাহির হইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কাকগুলা তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং তুণ্ডের আঘাতে তাহাকে ভূপাতিত করিল। রাজা বোধিসত্ত্বকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পণ্ডিতবর, কাকগুলা এই পেচকটাকে ভূপাতিত করিল কেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, যাহারা অকালে বাসস্থান হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হয়, তাহারা এইরূপ দুর্গতিই ভোগ করিয়া থাকে। এইজন্যই অকালে বাসস্থান হইতে বাহির হইতে নাই।" এই ভাব সুব্যক্ত করিবার জন্য বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিলেন :—

যথাকালে § নিক্রমণ সুখের কারণ।
অকাল-নিক্রমে দুঃখ, শুনহে রাজন্।
হউক একাকী কিংবা সেনা-পরিবৃত,
অকাল-নিক্রমে দুঃখ পাইবে নিশ্চিত।
অকালে-নিক্রান্ত হল পেচক দুর্ম্মতি,
কাকসেনা হস্তে তাই এমন দুর্গতি।
কালাকাল জ্ঞানযুত, যিনি বুদ্ধিমান্,
ব্যূহাদি-রচনে যাঁর জন্মিয়াছে জ্ঞান,
বিপক্ষের ছিদ্র অগ্রে জানি লন যিনি,
দমিয়া অরাতিগণে সুখী হন তিনি।

* কৌশিক—পেচক। † অকালে অর্থাৎ বর্ষাকালে, (পক্ষান্তরে) দিবাভাগে। ‡ কলায়মুষ্টি-জাতকে (১৭৬)।
§ বর্ষাপগমে; (পক্ষান্তরে) রাত্রিকালে, যখন কাক দেখিতে পায় না, কিন্তু পেচক দেখিতে পায়।

যথাকালে পেচক বাহিরে যদি আসে,
কাককুল নির্মূল সে করে অনায়াসে।

[রাজা বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।
সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম তাঁহার সেই পণ্ডিতামাত্য।]

২২৭—গূথপ্রাণ-জাতক *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ সময়ে জেতবন হইতে এক বা দুই ক্রোশ মাত্র দূরে † এক নিগম-গ্রামে মধ্যে মধ্যে শলাকা দ্বারা তণ্ডুল বিতরিত হইত, ‡ প্রতিপক্ষেও ভিক্ষুরা প্রচুর অন্ন পাইতেন।

উক্ত নিগমগ্রামে এক স্থূলবুদ্ধি অশিষ্ট ব্যক্তি বাস করিত, সে প্রকৃতিগত দোষবশতঃ পুনঃ পুনঃ প্রশ্নদ্বারা লোককে জ্বালাতন করিয়া তুলিত। যে সকল দহর ভিক্ষু ও শ্রামণের শলাকাভক্ত ও পাক্ষিকভক্ত পাইবার আশায় ঐ নিগমগ্রামে উপস্থিত হইত, সে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিত, "বল ত কে কঠিন দ্রব্য খাইবে, কাহারাই বা শুদ্ধ তরল দ্রব্য পান করিবে বা ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করিবে।"§ যাহারা এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিত, উক্ত অশিষ্ট ব্যক্তি তাহাদিগকে লজ্জা দিত। শেষে এমন হইল যে তাহার ভয়ে, কেহ শলাকা-ভক্ত ও পাক্ষিকভক্ত পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও ঐ গ্রামের ত্রিসীমায় প্রবেশ করিত না।

একদা এক ভিক্ষু শলাকাগৃহে ¶ প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই অমুকগ্রামে আজ শলাকাভক্ত বা পাক্ষিকভক্ত বিতরণের কোন ব্যবস্থা আছে কি?" একজন উত্তর দিল, "আছে বটে, কিন্তু সেখানে এক অশিষ্ট ব্যক্তি থাকে; সে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন করিয়া ভিক্ষুদিগকে ব্যতিব্যস্ত করে এবং যাহারা উত্তর দিতে না পারে, তাহাদিগকে গালি দেয় ও দুর্ব্বাক্য বলে। তাহার ভয়ে কেহই সেখানে যাইতে চায় না।" ইহা শুনিয়া সেই ভিক্ষু বলিলেন, "সেখানেই আমাকে ভক্ত দিবার আদেশ দিন। আমি সেই অশিষ্ট ব্যক্তিকে এরূপে দমন করিব যে অতঃপর সে বিনয়ী হইবে এবং আপনাদিগকে দেখিয়া পলাইবার পথ পাইবে না।" ভিক্ষুরা এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন এবং তাঁহাকে উক্ত গ্রামে ভক্ত দিবার আদেশ দিলেন। তিনি গ্রাম-দ্বারে উপস্থিত হইয়া চীবর পরিধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে দেখিবামাত্র সেই ব্যক্তি উন্মত্ত মেষের ন্যায় অতিবেগে তাঁহার নিকটে গিয়া বলিল, "ভো শ্রমণ! আমার একটী প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।" ভিক্ষু বলিলেন, "ভো উপাসক, আমাকে গ্রামে গিয়া ভিক্ষা করিতে এবং সেখান হইতে যবাগূ সংগ্রহপূর্ব্বক আসন-শালায় ফিরিতে দাও, (তাহার পর তোমার প্রশ্ন শুনিব)।"

ভিক্ষু যখন যবাগূ লইয়া আসনশালায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন ঐ ব্যক্তি আবার গিয়া সেই কথা উত্থাপিত করিল। ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "অগ্রে যবাগূ পান করিতে, আসনশালা সম্মার্জ্জন করিতে ও শলাকাভক্ত আনিতে দাও, তাহার পর প্রশ্ন শুনা যাইবে।" অতঃপর তিনি শলাকাভক্ত আনিয়া ঐ লোকটার হাতেই পাত্রটী দিয়া বলিলেন, 'চল, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।" ইহা বলিয়া তিনি উহাকে গ্রামের বাহিরে লইয়া গেলেন এবং

* গূথপ্রাণ—বিষ্ঠাভোজী কীটবিশেষ—গোবুরে পোকা। 'গূথ' শব্দ হইতে বাঙ্গালা ও সিংহলী 'গূ' (বিষ্ঠা) এবং বাঙ্গালা 'ঘুটা' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

† 'গাবুতাদ্ধযোজনমত্তে' অর্থাৎ হয় এক গব্যূতি, নয় অর্দ্ধযোজন মাত্র দূরে। গব্যূতি=¼ যোজন বা এক ক্রোশ।

‡ তণ্ডুলনালী-জাতক (৫) দ্রষ্টব্য। শলাকা বর্ত্তমান সময়ের টিকেট স্থানীয়। ভিক্ষুরা এক এক জনে এক একটী নির্দ্দিষ্ট চিহ্নযুক্ত শলাকা পাইতেন। এই নিদর্শন দেখাইলে ভাণ্ডার হইতে তাঁহাদিগকে তণ্ডুলাদি দিবার ব্যবস্থা ছিল। এইরূপে লব্ধ অন্ন 'শলাকাভক্ত' নামে অভিহিত হইত।

§ 'কে খাদন্তি কে পিবন্তি কে ভুঞ্জন্তি'—এখানে খাদ্য ও ভোজ্যের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা দেখা আবশ্যক। ভাবপ্রকাশে দেখা যায়, "আহারং ষড়্‌বিধং চূষ্যং পেয়ং লেহ্যং তথৈবচ। ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চর্ব্ব্যং গুরু বিদ্যাদ্ যথোত্তরং'। ভোজ্যং, যথা ভক্তসূপাদি, ভক্ষ্যং, যথা মোদকাদি, চর্ব্ব্যম্, যথা চিপিটচণকাদি। এই 'চর্ব্ব্যং' ও 'ভক্ষ্যং এবং বৌদ্ধদিগের 'খজ্জ' (খাদ্য) এক।

¶ বিহারের যে গৃহে ভিক্ষুদিগকে শলাকা অর্থাৎ টিকেট দেওয়া হইত। উহা দেখাইলে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে তণ্ডুলাদি পাইতেন।

উহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখনও ঐ অশিষ্ট ব্যক্তি বলিল, "শ্রমণ, আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে।" 'দিচ্ছি তোমার প্রশ্নের উত্তর," বলিয়া ভিক্ষু উহাকে এক আঘাতে ভূতলে ফেলিয়া দিলেন, পুনঃ পুনঃ প্রহার করিয়া উহার অস্থিগুলি চূর্ণ করিলেন, উহার মুখে বিষ্ঠা নিক্ষেপ করিলেন এবং সতর্ক করিয়া দিলেন, "সাবধান, ভিক্ষুরা এই গ্রামে আসিলে তুই যেন আর কখনও প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদিগকে ত্যক্ত বিরক্ত করিস্ না।' এই ঘটনার পর ঐ ব্যক্তি ভিক্ষু দেখিলেই পলাইয়া যাইত।

কিয়ৎকাল পর উক্ত ভিক্ষুর এই কীর্ত্তি সঙ্ঘমধ্যে প্রকাশিত হইল এবং একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এ সম্বন্ধে বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ভিক্ষু নাকি সেই অশিষ্ট ব্যক্তির মুখে মল নিক্ষেপ করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?' ভিক্ষুরা তাঁহাকে উক্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, 'এই ভিক্ষু যে ঐ অশিষ্ট ব্যক্তির মুখে কেবল এ জন্মেই মল নিক্ষেপ করিয়াছেন তাহা নহে, পূর্ব্বজন্মেও এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে অঙ্গ ও মগধের অধিবাসীরা একে অপরের দেশে গমন করিবার সময় উভয় রাজ্যের সীমান্তবর্ত্তী কোন পান্থশালায় এক রাত্রি বিশ্রাম করিত এবং সেখানে মদ্যপান ও মৎস্যমাংস আহার করিয়া প্রাতঃকালে গাড়ি যুতিয়া চলিয়া যাইত। একদা এইরূপ কতিপয় পথিক পান্থশালা হইতে প্রস্থান করিলে একটী গূথকীট মলগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং আপানভূমিতে নিক্ষিপ্ত সুরা দেখিতে পাইয়া পিপাসাশান্তির নিমিত্ত উহা পান করিল। ইহাতে মত্ত হইয়া সে মলস্তূপের উপর আরোহণ করিল। মলস্তূপ তখনও কঠিন হয় নাই; কাজেই তাহার ভরে উহার এক অংশ ঈষৎ অবনত হইল। তাহাতে সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "অহো! ধরিত্রী দেখিতেছি আমার ভারবহনে অক্ষমা!" এই সময়ে এক মদমত্ত হস্তী ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিল। সে মলগন্ধে বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া গেল। ইহা দেখিয়া গূথকীট ভাবিল, 'হস্তী আমায় দেখিয়া পলায়ন করিতেছে। ইহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে।' অনন্তর সে নিম্নলিখিত গাথা বলিয়া হস্তীকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল :—

তুমি বীর, আমি বীর, উভয়ে বিক্রমশালী,
উভয়েই প্রহারে নিপুণ,
ভাগ্যে যদি হল দেখা, কেন নাহি করি, সখা,
প্রদর্শন নিজ নিজ গুণ।
ফির তুমি, গজবর, হও যুদ্ধে অগ্রসর;
ভয়ে কেন কর পলায়ন?
অঙ্গ-মগধের লোক দেখুক সকলে আজি
আমাদের বিক্রম কেমন।

হস্তী কর্ণ উত্তোলন করিয়া গূথকীটের স্পর্দ্ধাসূচক এই বাক্য শ্রবণ করিল এবং প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাহার নিকটে গিয়া তাহাকে নিম্নলিখিত গাথা দ্বারা ভর্ৎসনা করিল :—

পদ, দন্ত কিংবা শুণ্ড করিয়া প্রয়োগ
জীবনান্ত যদি তোর করিবে, অধম,
রটিবে কুকীর্ত্তি মম, মলভারে তোরে
নিষ্পেষি বধিব তাই, করিলাম স্থির।
পূতির প্রয়োগে নাশ হইবে পূতির।

ইহা বলিয়া হস্তী গূথকীটের মস্তকোপরি এক প্রকাণ্ড মলপিণ্ড ত্যাগ করিল এবং তদুপরি মূত্র বিসর্জন করিয়া তখনই তাহার প্রাণসংহারপূর্ব্বক ক্রৌঞ্চনাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

[সমবধান—তখন এই অশিষ্ট প্রশ্নকারক ছিল সেই পূথকীট, ইহার দমনকর্ত্তা ছিলেন সেই হস্তী এবং আমি ছিলাম পূর্ব্ববর্ণিতবৃত্তান্ত-প্রত্যক্ষকারী বনদেবতা।]

২২৮—কামনীত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে কামনীত নামক এক ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন ও অতীত বস্তু কাম জাতকে (৪৬৭) সবিস্তর বর্ণিত হইবে। *

বারাণসীরাজের দুই পুত্র ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি বারাণসীতে গিয়া রাজা হইলেন, যিনি কনিষ্ঠ তিনি উপরাজের কার্য্য করিতে লাগিলেন। যিনি রাজপদ গ্রহণ করিলেন, তিনি অতীব বিষয়াসক্ত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অর্থলোলুপ হইলেন।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব শক্ররূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক দেবলোকের অধিপতি হইয়াছিলেন। তিনি একদিন স্বর্গ হইতে জম্বুদ্বীপ অবলোকনপূর্ব্বক বুঝিতে পারিলেন, তত্রত্য রাজা দ্বিবিধ কুপ্রবৃত্তিতে আসক্ত। অতএব তিনি সঙ্কল্প করিলেন, 'আমি এই রাজাকে এমন নিগ্রহ করিব, যে তাহাতে ইনি নিজের নীচাশয়তা বুঝিতে পারিয়া লজ্জাবোধ করিবেন।' অনন্তর তিনি এক ব্রাহ্মণ-কুমারের বেশে আবির্ভূত হইয়া রাজার সহিত দেখা করিলেন।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে ব্রাহ্মণ-কুমার, তুমি কি জন্য আসিয়াছ?" শক্র বলিলেন, "মহারাজ, আমি সমৃদ্ধিশালী, শস্যসম্পত্তিসম্পন্ন, অশ্ব-গজ-রথযুক্ত এবং সুবর্ণালঙ্কারাদি-পূর্ণ তিনটী নগরের কথা জানি। অতি অল্প সেনা দ্বারাই এই নগরত্রয় জয় করিতে পারা যায়। আমি সেগুলি অধিকার করিয়া আপনাকে দান করিব, এই অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছি।" "আমাদিগকে কখন যাত্রা করিতে হইবে?" "আগামী কল্য।" "তবে তুমি এখন যাইতে পার; কল্য প্রাতঃকালে আসিও।" "যে আজ্ঞা, মহারাজ; আপনি শীঘ্র শীঘ্র সেনা সুসজ্জিত করুন।" এই কথা বলিয়া শক্র দেবলোকে প্রতিগমন করিলেন।

পরদিন রাজা ভেরীবাদন-পূর্ব্বক সেনা সুসজ্জিত করাইলেন এবং অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "কাল এক ব্রাহ্মণ-কুমার আসিয়া বলিয়াছিল, উত্তর পঞ্চাল, ইন্দ্রপ্রস্থ ও কেকয় এই নগরত্রয় জয় করিয়া আমায় দান করিবে। অতএব তাহাকে সঙ্গে লইয়া চল, আমরা ঐ সকল নগর জয় করিতে যাই। তোমরা তাহাকে শীঘ্র শীঘ্র এখানে আনয়ন কর।" অমাত্যেরা বলিলেন, "মহারাজ, আপনি ঐ ব্রাহ্মণ-কুমারের জন্য কোথায় বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া ছিলেন?" "আমি ত তাহার বাসস্থানের কোন ব্যবস্থা করিয়া দিই নাই।" "আপনি তাহার আহারের ব্যয় দিয়াছিলেন ত?" "না, তাহাও দিই নাই।" "তবে আমরা কোথায় তাহার দেখা পাইব?" "নগরের পথে পথে অনুসন্ধান কর।"

অমাত্যেরা বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কুত্রাপি সেই ব্রাহ্মণ-কুমারকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা রাজাকে গিয়া জানাইলেন, "মহারাজ, আমরা কোথাও সেই ব্রাহ্মণ-কুমারকে দেখিতে পাইলাম না।"

ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত মনঃকষ্ট পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'হায় আমি নিজের দুর্ব্বুদ্ধিতায় বহু ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইলাম।' তিনি বিলাপ করিতে লাগিলেন, কল্পিত অর্থ-শোকে তাঁহার হৃৎপিণ্ড শুষ্ক হইয়া গেল, রক্ত কুপিত হইল, তিনি রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হইলেন। বৈদ্যেরা বিস্তর চিকিৎসা করিয়াও তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিলেন না।

* কামজাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে যে ব্রাহ্মণ বন কাটিয়া শস্য বপন করিয়াছিলেন, তাঁহার কোন নাম দেওয়া নাই। সম্ভবতঃ 'কামনীত' নামে তাঁহাকেই বুঝাইতেছে।

এইরূপে তিন চারি দিন গত হইলে শক্র চিন্তা দ্বারা রাজার পীড়ার কথা জানিতে পারিলেন। তিনি স্থির করিলেন, 'রাজাকে রোগমুক্ত করিতে হইবে।' অনন্তর তিনি রাজদ্বারে ব্রাহ্মণ বেশে উপস্থিত হইয়া রাজাকে সংবাদ পাঠাইলেন, "মহারাজ, আমি বৈদ্য ব্রাহ্মণ; আপনাকে চিকিৎসা করিবার জন্য আসিয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাজা বলিলেন "কত বড় বড় রাজবৈদ্য আসিয়া আমার ব্যাধির উপশম করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, ইহাকে কিছু পাথেয় দিয়া বিদায় কর।" তাহা শুনিয়া শক্র বলিলেন, "আমি পাথেয় লইব না, দর্শনীও লইব না; আমি রাজার চিকিৎসা করিবই করিব। তোমরা আমাকে একবার রাজার সহিত দেখা করাইয়া দাও।" ইহার উত্তরে রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাকে আসিতে বল।"

শক্র রাজসমীপে প্রবেশ করিয়া "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমিই কি আমার চিকিৎসা করিবে।" "হাঁ, মহারাজ!" "তবে চিকিৎসা কর।" "যে আজ্ঞা। আপনি আমাকে ব্যাধির লক্ষণ বলুন। কি কারণে, কি খাইয়া বা পান করিয়া, কি দেখিয়া বা শুনিয়া ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক।"

"বাপু, আমার এই পীড়া শ্রবণ-জাত।" "আপনি কি শুনিয়াছিলেন?" "এক ব্রাহ্মণ-কুমার আসিয়া আমায় বলিয়াছিলেন যে তিনটী নগর জয় করিয়া আমায় দান করিবেন, আমি কিন্তু তখন তাঁহার বাসস্থানের বা আহারের কোন ব্যবস্থা করি নাই। সেই জন্যই বোধ হয় ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি অন্য কোন রাজার নিকট গিয়া থাকিবেন। তাহার পর, বিপুল ঐশ্বর্য্যলাভ হইতে বঞ্চিত হইলাম এই চিন্তা করিতে করিতে আমি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছি। আপনি কি দুরাকাঙ্ক্ষাজনিত ব্যাধির উপশম করিতে পারেন?" * ইহা বলিয়া রাজা নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন :—

> এক রাজ্য আছে মোর, তাহে তুষ্ট নহে মন,
> তিনটী নূতন রাজ্য তরে সদা উচাটন।
> পঞ্চাল, কেকয়, কুরু রাজ্য করি অধিকার,
> অতুল প্রভুত্ব পাব এ আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার।
> অতি দুরাকাঙ্ক্ষ আমি, বলিতে সরম হয়,
> ব্যাধি-মুক্ত অধমেরে কর তুমি, দয়াময়।

ইহা শুনিয়া শক্র বলিলেন, "মহারাজ, আপনার চিকিৎসা করিতে হইবে জ্ঞানরূপ ঔষধ প্রয়োগদ্বারা, উদ্ভিজ্জমূলাদিজাত ঔষধ দ্বারা নহে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

> কৃষ্ণসর্প-দষ্ট ব্যক্তি মন্ত্রৌষধিবীর্য্য-বলে
> হয় নিরাময়,
> ভূতাবিষ্ট যেই জন, পণ্ডিতের সুকৌশলে
> সেও সুস্থ হয়।

* Cf. "Canst thou not minister to the mind diseased,
Pluck from the memory a rooted sorrow,
Raze out the written troubles of the brain,
And with some sweet oblivious antidote,
Cleanse the stuff'd bosom of that perilous stuff
Which weighs upon the heart?"—Shakespeare

কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষা-দাস বুদ্ধি-দোষে হয় যেবা,
উপায় কি তার ?
মনেরে ধরিলে রোগে ভৈষজ্য সেবন করি
না হয় উদ্ধার।

মহাসত্ত্ব এইরূপে নিজের অভিপ্রায় প্রকটিত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, মনে করুন, আপনি সেই নগরত্রয় লাভ করিলেন, কিন্তু আপনি যখন চারিটী নগরের অধিপতি হইবেন, তখন কি যুগপৎ বস্ত্রযুগল-চতুষ্টয় পরিধান করিতে পারিবেন? তখন কি আপনি এক সঙ্গে চারিখানি সুবর্ণ পাত্র হইতে অন্ন ভোজন করিবেন, কিংবা চারিটী রাজশয্যায় শয়ন করিবেন?* মহারাজ, বাসনা-পরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য নহে, বাসনাই সর্ব্ববিধ দুঃখের আকর। বাসনা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া মনুষ্যকে অষ্ট মহানরকে, ষোড়শ উৎসাদ নরকে,† এবং সর্ব্ববিধ অপায়ে পাতিত করে।" মহাসত্ত্ব এইরূপে রাজাকে নিরয়-গমনের ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন, তাহা শুনিয়া রাজার মনের বেগ অপনীত হইল; তিনি তৎক্ষণাৎ আরোগ্য লাভ করিলেন। শক্র তাঁহাকে উপদেশবলে শীলাচারসম্পন্ন করিয়া দেবলোকে প্রস্থান করিলেন, তিনিও তদবধি দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক জীবনাবসানে কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন এই কামনীত ব্রাহ্মণ ছিল সেই রাজা, এবং আমি ছিলাম শক্র।]

২২৯—পলায়ি-জাতক।

[এক পরিব্রাজক জেতবনের দ্বারকোষ্ঠক মাত্র দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

এই পরিব্রাজক নাকি বিচারার্থ সমস্ত জম্বুদ্বীপে বিচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কুত্রাপি উপযুক্ত প্রতিবাদী না পাইয়া শেষে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার সঙ্গে তর্ক করিতে সমর্থ, এমন কোন লোক এখানে আছেন কি?" শ্রাবস্তীবাসীরা উত্তর দিয়াছিল, "জানেন না কি যে এখানে মনুজশ্রেষ্ঠ মহাগৌতম অবস্থিতি করিতেছেন? তিনি ভবাদৃশ সহস্র ব্যক্তির সঙ্গে তর্ক করিতে সমর্থ। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, ধর্ম্মেশ্বর এবং বিরুদ্ধবাদ-প্রমর্দ্দক। সমস্ত জম্বুদ্বীপে এমন কোন তার্কিক নাই, যিনি তাঁহাকে বিচারে অতিক্রম করিতে পারেন। যেমন উর্ম্মিসমূহ বেলাভূমিতে প্রতিহত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ সর্ব্ববিধ বিরুদ্ধ-বাদ তাঁহার পাদমূলে আসিয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়।" শ্রাবস্তীবাসীরা এইরূপে বুদ্ধের গুণ কীর্ত্তন করিলে পরিব্রাজক জিজ্ঞাসিলেন, "তিনি এখন কোথায় আছেন?" নাগরিকেরা উত্তর দিল, "জেতবনে"। তাহা শুনিয়া পরিব্রাজক বলিলেন, "এখনই গিয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিতেছি", এবং তৎক্ষণাৎ বহুজন-পরিবৃত হইয়া জেতবনাভিমুখে চলিলেন। জেতরাজকুমার নবতিকোটি ধন ব্যয় করিয়া মহাবিহারের যে দ্বারকোষ্ঠক নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া পরিব্রাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি শ্রমণ গৌতমের বাসস্থান?" নাগরিকেরা উত্তর দিল, "ইহা তাঁহার বাসস্থান নহে, দ্বারকোষ্ঠক মাত্র।" "যদি দ্বারকোষ্ঠকই এইরূপ হয়, তবে বাসস্থান না জানি কীদৃশ।" "বাসস্থানের নাম গন্ধকুটীর, জগতে তাহার তুলনা নাই।" ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "এবংবিধ শ্রমণের সঙ্গে কাহার সাধ্য তর্ক করিতে পারে?" অতঃপর তিনি আর অগ্রসর না হইয়া সেখান হইতেই পলায়ন করিলেন।

---

* Cf. "If the man gets meat and clothes, what matters it whether he buy those necessaries with seven thousand a year, or with seven million, could that be, or with seven pounds a year? He can get meat and clothes for that, and he will find intrinsically, if he is a wise man, wonderfully little differance"—Carlyle.

† অষ্টমহানরক যথা, সঞ্জীব, কালসূত্র, সঙ্ঘাত, রৌরব, মহারৌরব, তপন, প্রতাপন, অবীচি। ১ম খণ্ডের ৫০ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

নগরবাসীরা তখন আনন্দে কোলাহল করিতে করিতে জেতবনে প্রবেশ করিল। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা অসময়ে আসিলে কেন?" তাহারা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তচ্ছ্রবণে শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, কেবল এখন বলিয়া নয়, পূর্ব্বেও একবার এই ব্যক্তি আমার বাসভবনের দ্বারপ্রকোষ্ঠমাত্র দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।" অনন্তর তাহাদের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিলা নগরীতে রাজত্ব করিতেন। তখন ব্রহ্মদত্ত ছিলেন বারাণসীর রাজা। 'তক্ষশিলা জয় করিব' এই দুরাকাঙ্ক্ষায় তিনি মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়া উহার অবিদূরে উপস্থিত হইলেন এবং "এই নিয়মে হস্তী, এই নিয়মে অশ্ব, এই নিয়মে রথ, এই নিয়মে পদাতি পরিচালিত হইবে, মেঘে যেমন বারি বর্ষণ করে, তোমরাও তেমনি অজস্র শরবর্ষণ করিবে," যোদ্ধাদিগকে এইরূপ বহুবিধ আদেশ দিতে দিতে বলবিন্যাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিয়াছিলেন :—

প্রমত্ত মাতঙ্গ মম প্রলয়ের মেঘ-সম,
উচ্চৈঃশ্রবা তুল্য অশ্ব অসংখ্য আমার,
মহোর্ম্মিসদৃশ রথ আনিয়াছি শত শত,
বাণ বর্ষি করিবেক শত্রুর সংহার।
বজ্রমুষ্টি পদাতিক ছুটিবেক নানাদিক,
প্রহারিবে শত্রুবক্ষে তীক্ষ্ণ তরবারি,
ল'য়ে চতুর্ব্বিধ বল, চল সবে, শীঘ্র চল,
ঘিরিব চৌদিকে মোরা তক্ষশিলাপুরী।

চল সবে পড়ি গিয়া শত্রুর উপর
ভীমনাদে পূর্ণ করি দিক্, দিগন্তর,
কাট কাট মার মার শব্দকর অনিবার,
গজগণ ক্রৌঞ্চনাদে করুক গর্জ্জন,
হ্রেষা, তূর্য্যধ্বনি আর সঙ্গে যোগ দিক তার
সে নির্ঘোষে কম্পমান হো'ক শত্রুগণ।
বজ্রনাদে মেঘ যথা ঘিরে নভস্তলে,
সেইরূপে তক্ষশিলা বেষ্টিব সকলে।

বারাণসীরাজ এইরূপে গর্জ্জন করিতে করিতে সেনা-পরিচালনপূর্ব্বক নগরদ্বারসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং দ্বারকোষ্ঠক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কি তক্ষশিলারাজের প্রাসাদ?" কিন্তু যখন শুনিলেন উহা নগরদ্বার-কোষ্ঠক মাত্র, তখন তিনি বলিলেন, "তাই ত, যদি দ্বার-কোষ্ঠকই এইরূপ হয়, তবে না জানি প্রাসাদ কিরূপ হইবে।" কেহ কেহ উত্তর দিল 'মহারাজ, তক্ষশিলাপতির প্রাসাদ বৈজয়ন্ত-সদৃশ।' * তখন ব্রহ্মদত্ত বলিলেন, "এরূপ ঐশ্বর্য্যশালী রাজার সহিত আমি যুদ্ধ করিতে অসমর্থ।" এই বলিয়া তিনি তক্ষশিলার দ্বারকোষ্ঠক মাত্র দেখিয়াই প্রতিবর্ত্তন ও পলায়ন করিলেন এবং বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন এই পলায়িত ভিক্ষু ছিলেন বারাণসীর সেই রাজা এবং আমি ছিলাম তক্ষশিলার সেই রাজা।]

২৩০—দ্বিতীয় পলায়ি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক পলায়িত পরিব্রাজক-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এ ক্ষেত্রে সেই পরিব্রাজক বিহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তখন শাস্তা বহুজন-পরিবৃত হইয়া অলঙ্কৃত ধর্ম্মাসনে উপবেশন-

---

* বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রভবন।

পূর্ব্বক, মনঃশিলাতল-সমাসীন সিংহপোতক যেরূপ নিনাদ করিতে থাকে, সেইরূপ গম্ভীরস্বরে ধর্ম্মদেশন করিতে-ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মকায়, পূর্ণচন্দ্রনিভ উজ্জ্বল মুখমণ্ডল এবং সুবর্ণপট্টসদৃশ প্রশস্ত ললাটদর্শনে সেই পরিব্রাজক ভাবিলেন, 'কাহার সাধ্য একপ মহাপুরুষের সঙ্গে তর্কে জয়লাভ করিতে পারে?' অনন্তর তিনি মুখ ফিরাইয়া সভাস্থ জনসঙ্ঘের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখান হইতে পলাইয়া গেলেন। বহুলোক তাঁহার অনুধাবন করিল এবং শেষে ফিরিয়া গিয়া শাস্তাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইল। শাস্তা বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি আমার হেমাভ মুখমণ্ডল দেখিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

পূবাকালে বোধিসত্ত্ব বাবাণসীতে এবং জনৈক গান্ধাববাজ তক্ষশিলায় বাজত্ব কবিতেন। একদা গান্ধাববাজ সঙ্কল্প কবিলেন যে বাবাণসী বাজ্য জয় কবিতে হইবে। তিনি চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া বাবাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং বাজধানী পবিবেষ্টনপূর্ব্বক নগরদ্বাবে অবস্থিতি কবিতে লাগিলেন। নিজের বল-বাহন দেখিয়া তাঁহাব মনে হইল, 'কাহাব সাধ্য এত বল ও বাহন পবাজয় কবিতে পাবে?' তিনি নিজের সেনা বর্ণনপূর্ব্বক প্রাসাদস্থিত বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্য কবিয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন:—

> অসংখ্য পতাকা, বিশাল বাহিনী
> পারাবার-সম, পার নাহি জানি।
> কাকে কি পারিবে সাগরে রোধিতে?
> মলয়-অনিল গিরি উৎপাটিতে?
> দুর্জ্জয় এ সেনা, শুনহে রাজন্
> বিনাযুদ্ধে কর আত্মসমর্পণ।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে নিজেব পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মুখমণ্ডল প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন, "মূর্খ, বৃথা প্রলাপ করিও না; মত্ত মাতঙ্গে যেমন নলবন লণ্ডভণ্ড কবে, আমিও সেইরূপে এই মুহূর্ত্তেই তোমাব বলবাহন প্রমর্দ্দিত কবিতেছি।" এইরূপ তর্জ্জন করিয়া তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

> করো'না প্রলাপ, নির্ব্বোধ রাজন্।
> জয়ী তুমি যুদ্ধে হবে না কখন।
> বিকারে বিকৃত মস্তক তোমার,
> বিক্রম আমার দেখিবে এবার।
> প্রমত্ত বারণ যবে একচর,
> কে তার নিকটে হয় অগ্রসর?
> মাতঙ্গ মর্দ্দন করে নলবন
> পদাঘাতে যথা, সেরূপ রাজন্,
> মর্দ্দিব তোমায়, বলিনু নিশ্চয়,
> পলাও, যদি হে থাকে প্রাণভয়।

বোধিসত্ত্বেব এই তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া গান্ধাররাজ প্রাসাদাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাঁহাব কাঞ্চনপট্টসদৃশ প্রশস্ত ললাট দেখিয়া ভাবিলেন, বুঝি নিজেই বা বন্দী হন। এই ভয়ে তিনি কালবিলম্ব না করিয়া প্রতিবর্ত্তন ও পলায়নপূর্ব্বক স্বকীয় রাজধানীতে চলিয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন এই পলায়িত পরিব্রাজক ছিলেন সেই গান্ধাররাজ এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

২৩১—উপানজ্জাতক।*

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি কালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ, দেবদত্ত আচার্য্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এবং তাঁহার প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দী হইয়া নিজের মহাবিনাশ ঘটাইয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, 'দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আচার্য্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ও তাঁহার প্রতিপক্ষ হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও তাহার এই দুর্দ্দশা হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গজাচার্য্যকুলে জন্মগ্রহণ-পূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর গজবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। কাশীগ্রামবাসী এক মাণবক তাঁহার নিকট গজশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিল। যিনি বোধিসত্ত্ব, তিনি বিদ্যাদানে কৃপণতা করেন না, নিজে যাহা জানেন, শিষ্যদিগকে সমস্তই শিক্ষা দিয়া থাকেন। এইজন্য উক্ত মাণবক বোধিসত্ত্বের নিকট নিরবশেষে সমস্ত বিদ্যা লাভ করিয়া বলিল, "গুরুদেব, আমি রাজসেবা করিব।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বেশ কথা।" তিনি রাজার নিকট গিয়া শিষ্যের প্রার্থনা জানাইলেন, —বলিলেন, "মহারাজ, আমার অন্তেবাসী আপনার সেবা করিতে চায়।" রাজা উত্তর দিলেন, "ভালই ত, তাহাকে আসিতে বলিবেন।" "তাহাকে কি বেতন দিবেন, স্থির করিলেন, মহারাজ?" "আপনার অন্তেবাসী ত আপনার সমান বেতন পাইতে পারে না; আপনি একশত মুদ্রা পাইলে, সে পঞ্চাশ মুদ্রা পাইতে পারে, আপনি দুই মুদ্রা পাইলে সে এক মুদ্রা পাইবে।" বোধিসত্ত্ব এই কথা শুনিয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন এবং অন্তেবাসীকে রাজার আদেশ জানাইলেন।

অন্তেবাসী বলিল, "গুরুদেব, আপনি যাহা জানেন, আমিও ত তাহাই জানি। অতএব আপনার সমান বেতন পাইলেই রাজার সেবা করিব, নচেৎ করিব না।" বোধিসত্ত্ব রাজাকে এই কথা জানাইলেন। রাজা উত্তর দিলেন, "সে যদি আপনার তুল্য বিদ্যানৈপুণ্য দেখাইতে পারে, তবে আপনার সমান বেতন পাইবে।" বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া গিয়া অন্তেবাসীকে এই কথা বলিলেন। সে উত্তর দিল, "আপনার তুল্য নৈপুণ্যই দেখাইব।" বোধিসত্ত্ব আবার গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইলেন। রাজা বলিলেন, "তাহা হইলে কা'লই আপনারা স্ব স্ব নৈপুণ্যের পরীক্ষা দিন।" "যে আজ্ঞা মহারাজ, আপনি ভেরী বাজাইয়া নগরে এই সংবাদ প্রচর করুন।"

তখন রাজা ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া অনুমতি দিলেন, "ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা কর, আগামী কল্য আচার্য্য ও তাঁহার অন্তেবাসী স্ব স্ব গজবিদ্যার পরিচয় দিবেন। যাহারা ইচ্ছা করে, তাহারা রাজাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া ইহা দেখিতে পারে।"

বোধিসত্ত্ব গৃহে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আমার অন্তেবাসী আমার উপায়কুশলতার সম্যক্ পরিচয় পায় নাই।" অনন্তর তিনি একটা হস্তী বাছিয়া লইয়া এক রাত্রির মধ্যেই তাহাকে বিলোম-ক্রিয়া শিক্ষা দিলেন। ইহাতে সে 'চল' বলিলে পিছনে হটিতে, 'পিছনে হট' বলিলে অগ্রসর হইতে, 'উঠ' বলিলে শুইতে, 'শোও' বলিলে উঠিতে, (কোন দ্রব্য) 'তুলিয়া লও' বলিলে রাখিয়া দিতে, 'রাখিয়া দাও' বলিলে তুলিয়া লইতে শিখিল। অনন্তর

---

* উপানহ্ = পাদুকা।

পরদিন সেই হস্তীরই পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি রাজাঙ্গণে গমন করিলেন। অন্তেবাসীও একটী সুন্দর হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। সেখানে বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। উভয়েই প্রথমে তুল্যরূপে স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু শেষে বোধিসত্ত্ব নিজের হস্তীর দ্বারা বিলোম-ক্রিয়া করাইতে লাগিলেন। তিনি 'চল' বলিলে সে হটিয়া গেল, 'হঠ' বলিলে অগ্রসর হইল, 'উঠ' বলিলে শুইয়া পড়িল, 'শোও' বলিলে উঠিয়া দাঁড়াইল, (কোন দ্রব্য) 'তুলিয়া লও' বলিলে রাখিয়া দিল, 'রাখিয়া দাও' বলিলে তুলিয়া লইল। ইহা দেখিয়া সেই সমবেত মহাজনসঙ্ঘ বলিয়া উঠিল, "অরে দুষ্ট অন্তেবাসিন্, তুমি আচার্য্যকে যাহা মুখে আসিয়াছে তাহাই বলিয়াছিস্, নিজের ওজন বুঝিস্ না। তুই আপনাকে আচার্য্যের তুল্যকক্ষ মনে করিস্।" ইহা বলিতে বলিতে তাহারা লোষ্ট্রদণ্ডাদির প্রহারে সেখানেই তাহার প্রাণান্ত করিল। বোধিসত্ত্ব হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণপূর্ব্বক রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, লোকে নিজের সুখের জন্যই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকে। কিন্তু একজনের পক্ষে অধীতবিদ্যা অপকৃষ্টরূপে নির্ম্মিত উপানহের ন্যায় মহাদুঃখের কারণ হইল।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটী আবৃত্তি করিলেন :—

আরামের তরে ক্রীত পাদুকাযুগল
নির্ম্মাণের দোষে দেয় যন্ত্রণা কেবল।
বিষম উত্তাপে, ব্রণে ক্লিষ্ট পদতল,
হেন পাদুকায় মোর, বল, কিবা ফল?

নীচকুলে জন্ম যার, অনার্য্যচরিত,
তব পাশে লভি বিদ্যা তোমারই অহিত
করে সে বিদ্যার বলে, এই হেতু তারে
ক্লেশদ পাদুকা তুল্য লোকে মনে করে।

বোধিসত্ত্বের কথায় রাজা তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বহু সম্মান করিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই অন্তেবাসীক এবং আমি ছিলাম সেই গজাচার্য্য।]

২৩২—বীণাস্থূণা-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক কুমারীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই কুমারী শ্রাবস্তীনগরের এক আঢ্য শ্রেষ্ঠীর কন্যা। শ্রেষ্ঠীর গৃহে একটা প্রকাণ্ড ষণ্ড ছিল। লোকে তাহার অত্যধিক যত্ন করিত দেখিয়া সে একদিন ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "ধাই মা, লোকে এই ষাঁড়টার এত যত্ন করে কেন?" ধাত্রী উত্তর দিল, "এটা বৃষরাজ, সেই জন্য।"

ইহার পর একদিন শ্রেষ্ঠিকন্যা প্রাসাদে বসিয়া রাজপথে কি হইতেছে দেখিতেছিল। সেই সময়ে পথ দিয়া একজন কুব্জ যাইতেছে দেখিয়া সে ভাবিল, "গোজাতির মধ্যে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহার পৃষ্ঠে ককুদ্ থাকে, যে মনুষ্যকুলে শ্রেষ্ঠ তাহারও সেইরূপ কিছু থাকিবে। অতএব এই লোকটীও মনুষ্যকুলে শ্রেষ্ঠ, আমি গিয়া ইঁহার পদসেবা করিব।" তখন সে দাসী পাঠাইয়া ঐ লোকটাকে জানাইল, 'শ্রেষ্ঠিকন্যা আপনার সঙ্গে যাইতে চান, আপনি অমুক স্থানে গিয়া অপেক্ষা করুন।" অনন্তর সে অলঙ্কারাদি লইয়া ছদ্মবেশে প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিল এবং সেই কুব্জটার সহিত পলাইয়া গেল।

ক্রমে লোকে এই কাণ্ড জানিতে পারিল; ভিক্ষুসঙ্ঘেও ইহার আলোচনা হইতে লাগিল। ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, অমুক শ্রেষ্ঠিকন্যা নাকি এক কুব্জের সঙ্গে পলায়ন করিয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই কুমারী এক কুব্জের প্রণয়পাশে বদ্ধা হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

* স্থূণা—স্তম্ভ। বীণাস্থূণা বলিলে বীণার কাঠামটা বুঝিতে হইবে।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ব এক নিগমগ্রামে শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতেন এবং বহু পুত্রকন্যা লাভ করিয়াছিলেন। বোধিসত্ব তাঁহার এক পুত্রের সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত বারাণসীবাসী কোন শ্রেষ্ঠীর এক কন্যা মনোনীত করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়াছিলেন।

বারাণসীশ্রেষ্ঠীর ঐ কন্যা পিতৃগৃহে একটা ষণ্ডকে আদর যত্ন পাইতে দেখিয়া একদিন ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "লোকে এই ষাঁড়টার এত আদর যত্ন করে কেন?" ধাত্রী বলিয়াছিল, "এটা বৃষরাজ, সেইজন্য।" ইহা শুনিয়া সে একদা রাজপথে এক কুব্জকে যাইতে দেখিয়া ভাবিল, "এই লোকটী নিশ্চয় পুরুষপুঙ্গব।" অনন্তর সে অলঙ্কারাদি লইয়া সেই কুব্জের সহিত পলায়ন করিল।

এদিকে বোধিসত্ব শ্রেষ্ঠিকন্যাকে নিজের বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য বহু অনুচরসহ বারাণসীতে যাইতেছিলেন এবং যে পথে তাঁহার ভাবী পুত্রবধূ কুব্জের সহিত যাত্রা করিয়াছিল, সেই পথ দিয়াই চলিতেছিলেন।

শ্রেষ্ঠিকন্যা ও কুব্জ সমস্ত রাত্রি পথ চলিল, কুব্জ রাত্রিকালে বড় শীতভোগ করিয়াছিল, সূর্য্যোদয়ের সময় বাত কুপিত হইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা হইল, সে বেদনায় মৃতপ্রায় হইয়া রাজপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক একপার্শ্বে হাত পা গুটাইয়া বীণাদণ্ডের ন্যায় পড়িয়া রহিল, শ্রেষ্ঠিকন্যা তাহার পাদমূলে বসিয়া থাকিল। এই সময়ে বোধিসত্ব সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি কুব্জের পাদমূলে শ্রেষ্ঠিকন্যাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন, তাহার নিকটে গেলেন এবং তাহার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন:—

> এ তোমার নিজবুদ্ধি, জিজ্ঞাসিলে অন্যজনে
> আসিতে কি কভু তুমি এ হেন বামন-সনে?
> একে মূর্খ, তাহে কুব্জ, নাহিক শকতি এর,
> যাতায়াত করিবারে বিনা সাহায্য অন্যের।
> এর সঙ্গে তব বাস? ছি ছি এ কেমন কথা?
> তোমার এ ব্যবহার দেখি মনে পাই ব্যথা।

বোধিসত্বের কথা শুনিয়া শ্রেষ্ঠিকন্যা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন:—

> পুরুষ-পুঙ্গব হবে ভাবি এই মনে মনে
> প্রণয়পাশেতে বদ্ধ হয়েছিনু এর সনে।
> এবে কিন্তু দেখি এরে মানবের কুলাধম,
> নিপতিত পথপার্শ্বে ছিন্নতন্ত্রী বীণাসম।

বোধিসত্ব বুঝিতে পারিলেন যে শ্রেষ্ঠিকন্যা ছদ্মবেশে পিতৃগৃহ হইতে বহির্গতা হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে স্নান করাইলেন, আভরণ পরাইলেন এবং রথে তুলিয়া লইয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন এই শ্রেষ্ঠিকন্যা ছিল সেই শ্রেষ্ঠিকন্যা এবং আমি ছিলাম সেই নিগমগ্রামবাসী শ্রেষ্ঠী।

২৩৩-বিকর্ণক-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ঐ ভিক্ষু ধর্ম্মসভায় আনীত হইলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কিহে ভিক্ষু, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ইহাতে সেই ভিক্ষু উত্তর দিয়াছিলেন "হাঁ প্রভু, আমি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।" "কি জন্য তোমার উৎকণ্ঠা?" "কামরিপু বশতঃ।" "দেখ, কামরিপু বিকর্ণক শল্যসদৃশ, বিকর্ণকবিদ্ধ শিশুমার যেমন বিনষ্ট হইয়াছিল, কামরিপু যে হতভাগ্যের হৃদয়ে একবার লব্ধপ্রবেশ হয়, তাহারও বিনাশ সেইরূপ অবশ্যম্ভাবী।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

* বিকর্ণ—এক প্রকার শল্য।

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদিন উদ্যানে গিয়া পুষ্করিণীর তটে উপবেশন করিয়াছিলেন। সেখানে নৃত্যগীত-কুশল লোকে তাঁহার চিত্ত-বিনোদনার্থ নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিয়াছিল।

ঐ পুষ্করিণীবাসী মৎস্যকচ্ছপগণ সুমধুর সঙ্গীতধ্বনি-শ্রবণলালসায় দলে দলে রাজার নিকট উপস্থিত হইল। রাজা তালস্কন্ধপ্রমাণ মৎস্যগুলি দেখিয়া পারিষদদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মৎস্যগুলি আমার কাছে আসিয়া জুটিয়াছে কেন?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "দেব, মৎস্যগণ আপনাকে পূজা করিবার জন্য আসিয়াছে।"

মাছগুলা তাঁহার পূজা করিতে আসিয়াছে শুনিয়া রাজা বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাদিগকে দৈনিক আহার পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এজন্য প্রতিদিন চারি দ্রোণ * চাউল পাক করা হইত। মাছগুলা ভাতের বেলা এক দল আসিয়া জুটিত; এক দল বা আসিত না; কাজেই অনেক ভাত নষ্ট হইত। ইহা শুনিয়া রাজা আদেশ দিলেন, "এখন হইতে ভাতের বেলা ভেরী বাজাইবে। ভেরীর শব্দ শুনিয়া সমস্ত মাছ একস্থানে আসিয়া জুটিবে; তখন ভাত দিবে।" যাহার উপর ভাত দিবার ভার ছিল, রাজার আদেশ মত সে তদবধি ভেরী বাজাইয়া মাছগুলাকে একত্র জড় করিত এবং ভাত দিত। মাছগুলাও ভেরীর শব্দ শুনিয়া একস্থানে আসিয়া জুটিত ও ভাত খাইত। কিন্তু কিয়দ্দিন পরে সেখানে এক শিশুমার দেখা দিল। মাছগুলা একস্থানে সমবেত হইয়া যখন ভাত খাইত, সে তখন মাছ খাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে এ কথা রাজার কর্ণগোচর হইল। তিনি সেই ভৃত্যকে আদেশ দিলেন, "শিশুমার যখন মাছ খাইতে আসিবে, তখন তাহাকে বিকর্ণদ্বারা বিদ্ধ করিয়া ধরিবে।" ভৃত্য "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল এবং শিশুমার যখন মাছ খাইতে আসিল, তখন নৌকায় চড়িয়া তাহাকে বিকর্ণবিদ্ধ করিল। শল্যটা শিশুমারের পৃষ্ঠাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল; সে বেদনায় উন্মত্ত হইয়া সেই বিকর্ণ লইয়াই পলায়ন করিল। শিশুমার বিদ্ধ হইয়াছে জানিয়া রাজভৃত্য তাহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

যথা ইচ্ছা যাও চলি, নাহিক নিস্তার;
মর্ম্মস্থানে শল্যবিদ্ধ হয়েছ এবার।
শুনিয়া ভেরীর বাদ্য আসে পাইবারে খাদ্য
মৎস্য হেথা; তাহাদের পশ্চাতে ধাবন
করি, লোভী, প্রাণ তুমি ত্যজিলে এখন।

শিশুমার নিজের বাসস্থানে গিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

[শাস্তা এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া অভিসম্বুদ্ধ হইলেন এবং নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন:

নিজ চিত্তবশে চলে, না মানে অন্যে যা বলে,
রিপু প্রলোভনে মত্ত হেন মূঢ়জন,
ইহামুত্র উভয়ত্র দুঃখের ভাজন।
জ্ঞাতিমিত্র পরিবৃত, থাকুক সে অবিরত,
নিশ্চয় বিনষ্ট হয়, নাহিক অন্যথা,
লোভবশে, শল্যবিদ্ধ শিশুমার যথা।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন আমিই ছিলাম বারাণসীর সেই রাজা।]

---

* ১ দ্রোণ = ½ আঢক। (বঙ্গদেশে) ১ আঢক = ২ মণ।

২৩৪—অসিতাভূ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক কুমারীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় যে শ্রাবস্তী নগরে অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের কোন সেবকের এক রূপবতী ও সৌভাগ্যশালিনী কন্যা ছিল। বয়ঃপ্রাপ্তির পর সে নিজের অনুরূপকুলে পাত্রস্থা হয়। কিন্তু তাহার স্বামী কাহারও উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া নিজের ইচ্ছামত অন্যত্র ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া বেড়াইত। পতির অনাদরে দৃক্‌পাত না করিয়া ঐ রমণী মধ্যে মধ্যে অগ্রশ্রাবকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইত, তাঁহাদিগকে প্রচুর উপহার দান করিত, এবং তাঁহাদিগের উপদেশ শুনিত। এইরূপে সে ক্রমে স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইল এবং মার্গসুখের ও ফলসুখের আস্বাদ পাইয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিল। অতঃপর সে ভাবিল, 'স্বামী যখন আমায় চান না, তখন গৃহে থাকিয়া আমার কি কাজ? আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।' এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে মাতা পিতাকে নিজের অভিপ্রায় জানাইল এবং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইল।

এই বৃত্তান্ত ভিক্ষুদিগের জ্ঞানগোচর হইল এবং তাঁহারা একদিন ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন :—"দেখ ভাই, অমুক বাড়ীর কন্যাটী নাকি পরমার্থ-লাভের জন্য বড় আযাসবতী। তাহার স্বামী তাহাকে আদর করে না বুঝিয়া সে প্রথমে অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের নিকট ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করে ও স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হয়, তাহার পর মাতাপিতার অনুমতি লইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছে। পরমার্থ লাভের জন্য কন্যাটীর এতই আগ্রহ হইয়াছিল।"

ভিক্ষুরা এইরূপ বলাবলি করিতেছেন এমন সময় শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "এই কুলকন্যা যে কেবল এ জন্মেই পরমার্থান্বেষিণী তাহা নহে; পূর্ব্বেও সে পরমার্থান্বেষণ-পরায়ণা ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। বারাণসীরাজ নিজের পুত্র ব্রহ্মদত্ত-কুমারের অনুচরবাহুল্য ও অস্ত্রশস্ত্র বেশভূষণাদির আড়ম্বর দেখিয়া সন্দিহান হইয়াছিলেন এবং এই জন্য পুত্রকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।† নির্ব্বাসিত রাজকুমার এবং তাহার পত্নী অসিতাভূ, ইঁহারা দুই জনে হিমবন্ত প্রদেশে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক মৎস্যমাংস ও বন্যফলাদি দ্বারা জীবনধারণ করিতে লাগিলেন।

একদিন রাজকুমার এক কিন্নরীকে দেখিতে পাইয়া কামমোহিত হইলেন এবং 'ইহাকে আমার পত্নী করিব' এই উদ্দেশ্যে অসিতাভূকে উপেক্ষা করিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন। স্বামীকে কিন্নরীর অনুসরণ করিতে দেখিয়া অসিতাভূর বিরাগ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন, 'ইহার সঙ্গে আর আমার সম্পর্ক কি? এই ব্যক্তি আমাকে উপেক্ষা করিয়া একটা কিন্নরীর অনুধাবন করিল।' অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্বের নিকট গেলেন, নিজের উপযুক্ত কৃৎস্ন‡ জানিয়া অনন্যমনে তাহা দেখিতে লাগিলেন, অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন,

---

* 'অসিতাভূ' নামের কোন অর্থ বুঝা যায় না। পাঠান্তরে 'অসিকাভূ', 'অসীতানুভূতা' ইত্যাদি রূপও দেখা যায়। 'অসিতাভা' পাঠ থাকিলে অর্থগ্রহে তত অসুবিধা হইত না।

† "পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ", বিশেষতঃ "পুত্রাদপি নরপতীনাং ভীতিঃ" এই নীতির যাথার্থ্য অস্মদ্দেশীয় প্রাচীন সাহিত্যে অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। পুত্র হইতে কোন বিপত্তি না ঘটে এই নিমিত্ত রাজারা যে সকল উপায় অবলম্বন করিতেন, কৌটিল্য প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রকারেরা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশাতেই অজাতশত্রু ও বিরূঢক স্ব স্ব পিতার প্রতি যে পাশব অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকদিগের সুবিদিত।

‡ প্রথম খণ্ডের ৯৯ম পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন এবং নিজের পর্ণশালাদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এদিকে ব্রহ্মদত্তকুমার কিন্নরীর অনুধাবন করিতে গিয়া তাহার দেখা পাওয়া দূরে থাকুক, সে কোন পথে গমন করিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। কাজেই তিনি হতাশ হইয়া পর্ণশালাভিমুখে প্রতিগমন করিলেন। অসিতাভূ তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া আকাশে উত্থিত হইলেন এবং মণিবর্ণ গগনতলে অবস্থিত হইয়া বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, তোমার অনুগ্রহেই আমি এই ধ্যানসুখ লাভ করিয়াছি।" অতঃপর তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন:—

কিন্নরীর প্রেমলোভে, দেখিলাম যবে তুমি, গেলা ছুটি, ফেলিয়া আমায়,
তব প্রতি অনুরাগ ছিল যাহা এতদিন, সেইক্ষণে পাইল বিলয়।
ক্রকচে * দ্বিখণ্ডীকৃত গজদন্ত পুনর্ব্বার যুড়িতে কি পারে কোন জন?
ছিন্ন হ'লে একবার, চিরদিন তরে তথা ঘুচে যায় প্রণয়বন্ধন।

ইহা বলিয়া, কুমার তাঁহাকে দেখিতে না দেখিতেই, তিনি আকাশে উত্থিত হইয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। তিনি অদৃশ্য হইলে কুমার পরিদেবন করিতে করিতে নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন:—

যা দেখে তা পেতে ইচ্ছা,—অতিশয় লোভ
মত্ত করি জীবগণে দেয় বড় ক্ষোভ।
দুষ্প্রাপ্য পাইতে গিয়া আমি মূঢ়মতি
হারাইনু, হায়, হায়, অসিতাভূ সতী।

এইরূপ পরিদেবন করিয়া ঐ রাজপুত্র একাকী অরণ্যবাস করিতে লাগিলেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে বারাণসীতে গিয়া রাজপদ গ্রহণ করিলেন।

[সমবধান—তখন এই দুই ব্যক্তি ছিল সেই রাজপুত্র ও রাজদুহিতা (অসিতাভূ), এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

২৩৫—বচ্ছনখ-জাতক।†

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে মল্লবংশীয় রোজকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই উপাসক নাকি আয়ুষ্মান্ আনন্দের বন্ধু ছিলেন। তিনি একদিন স্থবিরকে তাঁহার গৃহে গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। স্থবির শাস্তার নিকট অনুমতি লইয়া বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গেলেন, বন্ধুও তাঁহাকে নানাবিধ সুস্বাদু দ্রব্য ভোজন করাইয়া এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং নানারূপ মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি স্থবিরকে গার্হস্থ্য সুখের ও পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়তৃপ্তির প্রলোভন দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "ভদন্ত আনন্দ, আমার গৃহে চেতন, অচেতন বহুবিধ ভোগের পদার্থ আছে। আমি তৎসমস্ত দুইভাগ করিয়া আপনাকে এক ভাগ দিতেছি। আসুন, আমরা দুইজনে মিলিয়া এই গৃহে বাস করি।" ইহা শুনিয়া, আনন্দ রোজকে বুঝাইয়া দিলেন যে ইন্দ্রিয় সেবা অশেষ দুঃখের নিদান। অতঃপর তিনি আসন হইতে উত্থিত হইয়া বিহারে প্রতিগমন করিলেন। তখন শাস্তা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে আনন্দ,

---

* করাত।

† মূলে এইরূপ আছে, 'বচ্ছ' শব্দ সংস্কৃতে 'বৎস', কিন্তু 'বৎসনখ' পদে কোন অর্থ হয় না। যদিও এই শব্দটী উপাখ্যান-বর্ণিত তপস্বীর নাম, তথাপি 'জরদ্গব', 'ভাস্বরক' প্রভৃতি নামের ন্যায় ইহারও একটা অর্থ থাকা সম্ভবপর। তবে কি অনুমান করিতে হইবে যে লিপিকর-প্রমাদবশতঃ 'বঙ্ক' (বক্র) শব্দের স্থানে 'বচ্ছ' হইয়াছে? তপস্বীদিগের মধ্যে কেহ কেহ নখাদি ছেদন করেন না, কাজেই তাঁহাদের নখগুলি বৃদ্ধি পাইয়া বক্র হইয়া থাকে।

রোজের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল কি?" আনন্দ উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভগবন্; তাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল।" "রোজ তোমায় কি বলিলেন?" "ভদন্ত, রোজ আমাকে গৃহী হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তখন আমি তাঁহাকে গৃহবাসের ও ইন্দ্রিয়-সেবার দোষ বুঝাইয়া দিয়াছি।" "দেখ, রোজ যে কেবল এ জন্মেই প্রব্রাজকদিগকে গৃহী হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাহা নহে; পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা আনন্দের অনুরোধে সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক নিগমগ্রামে কোন ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক দীর্ঘকাল হিমবন্তপ্রদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি লবণ ও অম্ল সেবনার্থ বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া প্রথম দিন রাজকীয় উদ্যানে রহিলেন এবং পরদিন নগরে প্রবেশ করিলেন। সেই সময়ে বারাণসী-শ্রেষ্ঠী তাঁহার আকারপ্রকার দেখিয়া অতীব মুগ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাকে নিজের গৃহে লইয়া গিয়া ভোজন করাইলেন। শ্রেষ্ঠীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বোধিসত্ত্ব অঙ্গীকার করিলেন যে তিনি তদবধি তদীয় উদ্যানেই বাস করিবেন। তখন শ্রেষ্ঠী তাঁহাকে পরমযত্নে উদ্যানে লইয়া গেলেন এবং একমনে তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে উভয়ের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব জন্মিল।

বোধিসত্ত্বের প্রতি শ্রেষ্ঠীর এরূপ প্রেম জন্মিয়াছিল যে একদিন তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, "প্রব্রজ্যা দুঃখের আকর, আমি বন্ধু বচ্ছনখকে প্রব্রজ্যা ত্যাগ করাইব, নিজের সমস্ত বিভব দুই সমান অংশে বিভক্ত করিয়া এক অংশ তাঁহাকে দিব এবং দুই জনে একত্র বাস করিব।" অনন্তর তিনি একদা আহারান্তে বন্ধুর সহিত মধুরালাপে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "ভদন্ত বচ্ছনখ, প্রব্রজ্যা বড়ই ক্লেশকর, গৃহবাসেই সুখ। আসুন, আমরা এক সঙ্গে থাকিয়া ইচ্ছামত কাম সম্ভোগ করি।" ইহার পর তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন:—

> ধনধান্যে পরিপূর্ণ গৃহখানি হয়
> পরম সুখের স্থান, বলিনু নিশ্চয়।
> খাদ্যপেয় ভুঞ্জ হেথা যত ইচ্ছা মনে;
> নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাও বিচিত্র শয়নে।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, তুমি অজ্ঞানের প্রভাবে ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী হইয়াছ এবং সেইজন্য গার্হস্থ্যজীবনের গুণ ও প্রব্রজ্যার দোষ কীর্ত্তন করিতেছ; আমি এখন তোমাকে গার্হস্থ্যজীবনের দোষ বলিতেছি, শ্রবণ কর।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন:—

> নিয়ত উদ্বিগ্নচিত্ত সম্পত্তি-রক্ষার তরে,
> অর্থ উপার্জ্জন হেতু মিথ্যা আচরণ করে,
> স্বার্থে অন্ধ হয়ে করে অপরের উৎপীড়ন—
> গৃহীর স্বভাব এই—দেখি আমি অনুক্ষণ।
> এবংবিধ পাপে রত গৃহী যত এই ভবে;
> হেন দোষাকর গৃহে কে বল পশিবে তবে?

মহাসত্ত্ব এইরূপে গার্হস্থ্যজীবনের দোষ বর্ণন করিয়া উদ্যানে চলিয়া গেলেন।

[সমবধান—তখন রোজ মল্ল ছিলেন সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী এবং আমি ছিলাম সেই বচ্ছনখ তপস্বী।]

২৩৬—বক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে জনৈক ভণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ভিক্ষুরা যখন এই ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট লইয়া গিয়াছিল, তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "এই ব্যক্তি কেবল এজন্ম নহে, পূর্ব্বেও বড় ভণ্ড ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব মৎস্যরূপে শরীর-পরিগ্রহপূর্ব্বক হিমবন্তপ্রদেশে এক সরোবরে বাস করিতেন। বহু মৎস্য তাঁহার অনুচরভাবে বিচরণ করিত।

একদিন মৎস্যগুলি ভক্ষণ করিবার জন্য এক বকের বড় ইচ্ছা জন্মিল। সে ঐ সরোবরের নিকটে একস্থানে মস্তক অবনত ও পক্ষদ্বয় বিস্তৃত করিয়া অবস্থিতি করিল, এবং কোন মৎস্য অসাবধানভাবে বিচরণ করিলেই তাহাকে ধরিবার উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে মৎস্যগুলির দিকে একটু একটু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই সময়ে বোধিসত্ত্ব অনুচরগণ-পরিবৃত হইয়া আহার অন্বেষণ করিতে করিতে সরোবরের সেই অংশে উপস্থিত হইলেন। মৎস্যগণ বককে দেখিতে পাইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

> না জানি এ দ্বিজ * কত পুণ্যবান্,
> শুভ্র দেহ এর কুমুদ সমান।
> আহারান্বেষণে চেষ্টা আর নাই,
> পক্ষদ্বয় শান্ত রহিয়াছে তাই।
> মধ্যে মধ্যে চক্ষু করে উন্মিলন,
> কি ধ্যানেতে যেন হয়েছে মগন।

অনন্তর, বোধিসত্ত্ব সেই ভণ্ডকে দেখিতে পাইয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

> জান না ইহার চরিত্র কেমন,
> তাই কর এর প্রশংসা কীর্ত্তন।
> বকরূপী দ্বিজ মীনের রক্ষক
> হয় নাক কভু ; এ শুধু ভক্ষক।
> ভক্ষণের তরে, হের পক্ষদ্বয়
> নিস্পন্দ করিয়া আছে দুরাশয়।

ইহা শুনিয়া মৎস্যগণ মহাশব্দে জল আলোড়ন করিতে লাগিল এবং তাহাতে ভীত হইয়া বক পলায়ন করিল।

[সমবধান—তখন এই ভণ্ড ছিল সেই বক এবং আমি ছিলাম সেই মৎস্যরাজ।]

২৩৭—সাকেত-জাতক।

[শাস্তা সাকেত নগরের নিকটে অবস্থিতিকালে তত্রত্য জনৈক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার অতীত ও প্রত্যুৎপন্ন বস্তু ইতঃপূর্ব্বে এক নিপাতে বলা হইয়াছে।] †

তথাগত বিহারে প্রবেশ করিলে ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসিলেন, "ভদন্ত, কিরূপে স্নেহ সঞ্জাত হয় ?" এবং নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

---

* পক্ষী। ইহার আর একটী অর্থ ব্রাহ্মণ। এখানে শেষোক্ত অর্থের দিকেও লক্ষ্য আছে।

† ৬৮ সংখ্যক জাতক।

কেন, প্রভু, কোন জনে করি দরশন
হৃদয়ে প্রীতির রস হয় নিঃসরণ ?
সম্পূর্ণ অপরিচিত, অথচ তাহায়
দেখিলেই চিত্ত স্বতঃ সুপ্রসন্ন হয় ?
অন্যত্র ইহার কিন্তু হেরি বিপরীত,
দৃষ্টিমাত্র ঘৃণা হয় মনেতে উদিত।

তখন শাস্তা প্রেমের কারণ বুঝাইবার জন্য নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

পুত্রকলত্রাদি-ভাবে জন্মান্তরে যার
সঙ্গে থাকি হইয়াছে স্নেহের সঞ্চার,
অথবা এজন্মে হিতকামী যেবা তব,
দেখিলে তাহারে হয় স্নেহের উদ্ভব।
এ দুই কারণে স্নেহ জনমে হৃদয়ে,
উৎপলাদি পুষ্প যথা জন্মে জলাশয়ে।

[সমবধান—তখন এই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী এবং আমি ছিলাম তাঁহাদের পুত্র।]

২৩৮—একপদ-জাতক।

শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভূস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভূস্বামী নাকি শ্রাবস্তী নগরে বাস করিতেন। একদিন ইঁহার পুত্র ইঁহার ক্রোড়ে উপবেশন করিয়া "অর্থস্থ দ্বার *" (অর্থাৎ মার্গচতুষ্টয়-প্রাপ্তির উপায় কি) এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। ভূস্বামী ভাবিলেন, 'এরূপ প্রশ্নের উত্তর কেবল বুদ্ধই দিতে পারেন, আমি অজ্ঞ, আমার কি সাধ্য যে ইহার উত্তর দি ?' অনন্তর তিনি পুত্রকে লইয়া জেতবনে গেলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, "ভদন্ত, আমার এই পুত্রটী আমার কোলে বসিয়া পরমার্থ-লাভের কি উপায়, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে। আমি ইহার উত্তর জানি না বলিয়া এখানে আসিলাম ; আপনি দয়া করিয়া ইহার উত্তর দিন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ, উপাসক, তোমার পুত্রটী কেবল যে এ জন্মেই পরমার্থান্বেষী তাহা নহে ; পূর্ব্বেও ইহা জানিবার জন্য পণ্ডিতদিগকে এই প্রশ্ন করিয়াছিল এবং পণ্ডিতেরা ইহার উত্তর দিয়াছিলেন। এখন জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া সে কথা ইহার স্মৃতিগোচর হইতেছে না।" অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে শ্রেষ্ঠিপদ লাভ করিলেন। একদিন তাঁহার তরুণবয়স্ক এক পুত্র পিতৃক্রোড়ে আসীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, আমাকে এমন একটী মাত্র পদে এমন একটী অর্থ বলুন, যাহাতে বহু বিষয় বুঝায়।" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময়ে শ্রেষ্ঠিপুত্র নিম্নলিখিত গাথাটী বলিয়াছিল :—

একপ একটী পদ বল পিতঃ, দয়া করি,
বহু ভাব প্রতিভাত হয় মনে যারে স্মরি।
অল্পেতে অধিক ব্যক্ত করে হেন বল পদ,
যে পদার্থে লভিবারে পারিব সর্ব্ব সম্পদ্।

বোধিসত্ত্ব এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সময় নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিয়াছিলেন:—

'দক্ষতা' একটী পদ বহুগুণ-সমন্বিত,
দক্ষতা থাকিলে তব হইবে অশেষ হিত।

* এই প্রসঙ্গে প্রথম খণ্ডের অর্থস্যদ্বার-জাতক (৮৪) দ্রষ্টব্য।

দক্ষতার সঙ্গে যদি শীল, ক্ষান্তি যুক্ত হয়,
মিত্রে সুখ, শত্রু দুঃখ পাবে তব নিঃসংশয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রও পিতার উপদেশানুসারে পরিচালিত হইয়া নিজের অভীষ্ট লাভ করিয়াছিলেন এবং দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন, তাহা শুনিয়া পিতাপুত্রে স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই পুত্র ছিল সেই পুত্র, এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীশ্রেষ্ঠী।]

২৩৯—হরিতমাত-জাতক।*

শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে অজাতশত্রুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কোশলরাজ প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশল মগধরাজ বিম্বিসারকে কন্যাদান করিবার সময় স্নানাগারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ নাকি কাশীগ্রাম যৌতুক দিয়াছিলেন। অজাতশত্রু পিতৃহত্যা করিলে কোশলকন্যা পতিশোকে অচিরে প্রাণত্যাগ করেন। অজাতশত্রু মাতার মৃত্যুর পরেও কাশীগ্রাম ভোগ করিতে লাগিলেন দেখিয়া প্রসেনজিৎ সঙ্কল্প করিলেন, 'পিতৃহন্তা ও চৌর অজাতশত্রুকে পৈতৃক গ্রাম ভোগ করিতে দিব না।' অনন্তর তিনি অজাতশত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে কখনও মাতুলের, কখনও বা ভাগিনেয়ের জয় হইতে লাগিল। অজাতশত্রু যখন জয়লাভ করিতেন, তখন রথে পতাকা উড়াইয়া মহাড়ম্বরে নগরে ফিরিয়া আসিতেন, কিন্তু যখন পরাজিত হইতেন, তখন নিতান্ত বিষণ্ণ হইতেন, এবং কাহাকেও না জানাইয়া নগরে প্রবেশ করিতেন। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন, তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ, ভাই, অজাতশত্রু মাতুলকে পরাস্ত করিলে উল্লসিত হন, কিন্তু নিজে পরাস্ত হইলে নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়েন।" এই সময়ে শাস্তা ধর্ম্মসভায় উপস্থিত হইয়া এবং প্রশ্ন দ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও এই ব্যক্তি জয়লাভ করিলে প্রফুল্ল এবং পরাজিত হইলে বিষণ্ণ হইত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব নীলমণ্ডুক-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন লোকে মাছ ধরিবার জন্য নদী, বিল প্রভৃতিতে 'ঘোনা' + পাতিয়া রাখিত। একদা একখানা ঘোনায় অনেক মাছ ঢুকিয়াছিল। একটা ঢোঁড়া সাপ মাছ খাইতে খাইতে সেই ঘোনার ভিতর গেল। তখন অনেকগুলা মাছ একসঙ্গে মিলিয়া তাহাকে কামড়াইতে আরম্ভ করিল; ইহাতে তাহার সর্ব্ব শরীর রক্তাক্ত হইল। সাপ প্রাণরক্ষার উপায় না দেখিয়া মরণভয়ে ঘোনার মুখ দিয়া বাহিরে গেল এবং বেদনায় অভিভূত হইয়া জলের ধারে পড়িয়া রহিল। নীলমণ্ডুকরূপী বোধিসত্ত্ব লাফ দিয়া সেই ঘোনার মুখের উপর গিয়া পড়িলেন। অন্য কাহারও নিকট নিজের দুঃখের কথা বলিতে না পারিয়া সাপ সেই ভেককেই বলিল, "বন্ধু নীলমণ্ডুক, তোমার বিবেচনায় এই মাছগুলার কাজ ভাল হইয়াছে কি?" ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

সাপ আমি, তবু এরা দংশিল আমায়,
প্রবেশ করিনু যবে ঘোনার ভিতর;

---

* এই নামের কোন অর্থ বুঝা যায় না। গাথায় 'হরিতমাতা' দেখা যায়, টীকাকার ইহার ব্যাখ্যায় 'হরিত-মণ্ডুকপুত্তা' এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহাতেও অর্থ বিশদ হইতেছে না। পাঠান্তর—"হরিতমণ্ডুক"। ইহাই বোধ হয় সমীচীন।

+ পালি 'কুমিন'। মাছ ধরিবার জন্য যে সকল খাঁচা প্রস্তুত হইয়া থাকে, সেগুলি আকারভেদে ও প্রদেশ-ভেদে 'ঘোনা' 'রাবাণি', 'বেনে', 'দোহাড়' প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হয়।

দুর্নীতি এদের, তাই, কি বলিব, হায় ?
বল কি মাছের সাজে হেন ব্যবহার ?

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমার বিবেচনায় মাছগুলা বেশ করিয়াছে। যদি বল, 'কেন ?' তাহার কারণ এই—তুমি যখন নিজের কোঠে পাইলে মাছ খাও, তখন মাছগুলিই বা আপনাদের কোঠে পাইয়া তোমাকে খাইবে না কেন ? নিজের কোঠে, নিজের অধিকারে, নিজের বিচরণক্ষেত্রে কেহই দুর্ব্বল নহে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

যতদিন থাকে শক্তি পরস্ব-হরণে
পরস্ব-হরণে রত দেখি কতজনে।
শেষে যদি তাহাদের ঘটে শক্তিক্ষয়,
নব-শক্তিমান্ কার(ও) ঘটে অভ্যুদয়,
লুণ্ঠকের ধন তবে হয় বিলুণ্ঠিত,—
যে মূল্যে হয়েছে ক্রীত, সে মূল্যে বিক্রীত। *

বোধিসত্ত্ব এইরূপে নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এদিকে সাপটা নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়াছে দেখিয়া মাছগুলা শত্রুর শেষ রাখিতে নাই ইহা স্থির করিয়া, ঘোনার মুখ দিয়া বাহির হইল এবং তাহার প্রাণনাশ করিয়া চলিয়া গেল। †

[সমবধান—তখন অজাতশত্রু ছিলেন সেই উদকসর্প এবং আমি ছিলাম সেই নীলমণ্ডুক।]

২৪০—মহাপিঙ্গল-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত নয়মাস কাল শাস্তার প্রাণনাশার্থ বহু চেষ্টা করিয়াছিল এবং অবশেষে জেতবনের দ্বারকোষ্ঠকের নিকট ভূগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছিল। ইহাতে সমস্ত জেতবনবাসী ও সমস্ত কোশলরাজ্যবাসী অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, "এতদিনে পৃথিবী বুদ্ধ-প্রতিকণ্টক দেবদত্তকে গ্রহণ করিয়াছে, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ এখন নিষ্কণ্টক হইলেন।" ক্রমে এই কথা লোক-মুখে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল, তচ্ছ্রবণে সমস্ত জম্বুদ্বীপের অধিবাসী, যক্ষরক্ষোভূতাদি উপদেবতা এবং দেবগণ অপার আনন্দ লাভ করিলেন। একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, পৃথিবী দেবদত্তকে গ্রাস করিয়াছে শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছে। তাহারা বলিতেছে, বুদ্ধ প্রতিকণ্টক দেবদত্ত ভূগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিলেন, "দেখ, দেবদত্তের বিনাশে বহুলোকে কেবল এখনই যে তুষ্ট হইয়াছে ও হাসিতেছে তাহা নহে, পূর্ব্বেও তাহারা তুষ্ট হইয়াছিল ও হাসিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে মহাপিঙ্গল নামে এক ব্যক্তি রাজত্ব করিতেন। তিনি অতি অধর্ম্ম-চারী ও অন্যায়পরায়ণ ছিলেন, নিয়ত নিজের ইচ্ছামত পাপকার্য্যে রত থাকিতেন, এবং লোকে যেমন ইক্ষুযন্ত্রে ইক্ষু পেষণ করে, সেইরূপ নানা অত্যাচারে প্রজাদিগকে পেষণ করিতেন। তিনি তাহাদিগকে দণ্ড দিতেন, তাহাদের নিকট অতিমাত্রায় কর আদায় করিতেন, সামান্য অপরাধে লোকের জঙ্ঘাদি অঙ্গচ্ছেদ করিতেন ও তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতেন।

* গ্রীক্ পণ্ডিত সোলন লীডিয়ারাজ ক্রীশাস্‌কে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, আপনার অপেক্ষা যে ব্যক্তির অধিক লৌহ আছে, সেই আপনার এই বিপুল ধনরত্ন আত্মসাৎ করিতে পারে।"

† মাছ ঘোনায় পড়িলে আর বাহির হইতে পারে না। সাপের সম্বন্ধেও সেই কথা। কাজেই এই আখ্যায়িকায় যুক্তাযুক্ত-বিচারণার ত্রুটি দেখা যাইতেছে

ফলতঃ তিনি নিতান্ত নিষ্ঠুর, পরুষ ও ভীষণ প্রকৃতির লোক ছিলেন, অন্যের প্রতি বিন্দুমাত্র দয়াও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। এই নিমিত্ত কি ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থগণ, কি তাঁহার নিজের স্ত্রীপুত্রকন্যা ও অমাত্যগণ, তিনি সকলেরই অতি অপ্রিয় ও অশ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। নেত্রপতিত রজঃকণা, অন্নপিণ্ডমধ্যস্থ কর্কর * ও পদতলপ্রবিষ্ট কণ্টক যেমন পীড়াদায়ক, রাজা মহাপিঙ্গলও সেইরূপ সকলেরই পীড়াদায়ক হইয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্ব এই মহাপিঙ্গলের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপিঙ্গল দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া যখন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, তখন বারাণসীর সমস্ত অধিবাসী অতিমাত্র তুষ্ট হইল, আনন্দে হাস্য করিতে লাগিল, এক সহস্র শকটে কাষ্ঠ আনিয়া তাঁহার শব দগ্ধ করিল এবং বহু সহস্র ঘট জল দিয়া চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত করিল। অনন্তর তাহারা বোধিসত্ত্বকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল, এবং নগরে আনন্দভেরী বাজাইয়া, "এত দিনে আমরা ধার্ম্মিক রাজা পাইলাম" এই শুভ সংবাদ প্রচার করিল। তাহারা পতাকা তুলিয়া নগর সাজাইল, দ্বারে দ্বারে মণ্ডপ প্রস্তুত করিল; মণ্ডপের তলে লাজা ও পুষ্প ছড়াইয়া দিল এবং সেখানে বসিয়া পানভোজনে মত্ত হইল। বোধিসত্ত্বও অলঙ্কৃত বেদীর উপর শ্বেতচ্ছত্রতলে মহাপল্যঙ্কে উপবেশন করিয়া রাজশ্রীসঙ্গম অনুভব করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ, গৃহপতিগণ ও অমাত্যবর্গ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

বোধিসত্ত্বের অবিদূরে এক দৌবারিক ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ক্রন্দন করিতেছিল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন "ভদ্র দৌবারিক, আমার পিতার মৃত্যুতে সকলেই অতিমাত্র তুষ্ট হইয়াছে এবং নানারূপ উৎসব করিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু তুমি ওখানে দাঁড়াইয়া কান্দিতেছ! বলত, আমার পিতা কি তোমার প্রিয় ও আনন্দদায়ক ছিলেন?" এই প্রশ্ন করিবার সময় বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিয়াছিলেন :—

> মহাপিঙ্গলের নিষ্ঠুর পীড়নে হয়েছিল জ্বালাতন;
> মরণে তাঁহার লভেছে আশ্বাস তাই আজ সর্ব্বজন।
> ছিলেন কি সেই অকৃষ্ণনয়ন † রাজা তব প্রিয়ঙ্কর?
> বল, কি কারণ করিছ ক্রন্দন তুমি দৌবারিক-বর?

বোধিসত্ত্বের কথা শুনিয়া দৌবারিক উত্তর দিল, "মহাপিঙ্গল মরিয়াছেন বলিয়া আমি যে সেই শোকে কান্দিতেছি তাহা নহে। এতকাল পরে বরং আমার মাথাটা আরামে থাকিবে। পিঙ্গলরাজ প্রাসাদে উঠিবার সময় এবং প্রাসাদ হইতে নামিবার সময় আমার মাথায় আট আটটা কিল দিতেন, সে ত যে সে কিল নয়, যেন কামারের হাতুড়ির ঘা। তিনি পরলোকে গিয়াও আমাকে মনে করিয়া নরকদ্বারে যমের মাথায় সেইরূপ কিল মারিবেন, তাহা হইলে যমদূতেরা বলিয়া উঠিবে, "এ লোকটা ত আমাদিগকে জ্বালাতন করিল", এবং তাহারা মহাপিঙ্গলকে আবার নরলোকে পাঠাইয়া দিবে। পাছে তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমার মাথায় সেইরূপ কিল মারেন সেই ভয়েই আমি কান্দিতেছি।" এই কথা ভালরূপ বুঝাইবার জন্য দৌবারিক নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিল :—

> অকৃষ্ণনয়ন না ছিলা কখন সদয় আমার 'পর;
> ভয় এই মনে, পাছে ইহলোকে ফিরি আসে নরেশ্বর।
> পরলোকে তিনি যমেরে নিশ্চয় করিবেন জ্বালাতন,
> তাই পাছে যম আবার তাঁহারে করে হেথা আনয়ন।

* কর্কর বা শর্করা = কাঁকর বা কঙ্কর। 'কঙ্কর' সংস্কৃত শব্দ নহে। সম্ভবতঃ উচ্চারণ দোষে প্রথমে 'কর্কর' হইতে 'কাকর' বা 'কাঁকর', পরে 'কাঁকর' হইতে 'কঙ্কর' শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

† টীকাকার বলেন যে এই রাজা বিড়ালাক্ষ ছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে অকৃষ্ণনেত্র বলা হইয়াছে এবং এই জন্যই তাঁহার পিঙ্গল নাম হইয়াছিল।

বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "সহস্র শকট কাষ্ঠদ্বারা তাঁহার শব দগ্ধ করা হইয়াছে, শত শত ঘট জলদ্বারা তাঁহার চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে, তাঁহার শ্মশানভূমির সর্ব্বাংশ খনন করা হইয়াছে। জীবের স্বভাবই এই যে যাহারা পরলোকে যায়, তাহারা গত্যন্তর লাভ করে বলিয়া কখনও পূর্ব্ব-শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে না। অতএব তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই।

শত শত ভার কাষ্ঠে শব যার হইয়াছে ভস্মীভূত,
শত শত ঘট জলেতে যাহার চিতা-অগ্নি নির্ব্বাপিত,
শ্মশান যাহার সর্ব্বত্র সুখাত হইয়াছে তার পর,
সে জন ফিরিয়া আসিবেনা কভু, ভয় তুমি পরিহর।"

বোধিসত্ত্বের এই কথায় দৌবারিক তদবধি আশ্বস্ত হইল। অনন্তর বোধিসত্ত্ব যথাধর্ম্ম রাজ্যপালন করিয়া এবং দানপুণ্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া কর্ম্মানুরূপ গতিলাভ করিলেন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই পিঙ্গল এবং আমি ছিলাম তাহার পুত্র।]

২৪১—সর্ব্বদংষ্ট্র-জাতক

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতি-কালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্ত অজাতশত্রুকে প্রসন্ন করিয়া প্রথমে বহু উপহার ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী করিতে পারেন নাই। নালাগিরির সম্বন্ধে শাস্তা যে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাতেই দেবদত্তের প্রতিপত্তি ও উপহারাদি-প্রাপ্তি বিলুপ্ত হয়।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত প্রথমে উপহারাদি পাইবার ও লোকের সম্মান লাভ করিবার ব্যবস্থা করিয়াও শেষে উহা চিরস্থায়ী করিতে পারিলেন না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া প্রশ্ন দ্বারা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেবদত্তের মানসম্ভ্রম ও অর্থাগম যে কেবল এ জন্মেই বিলুপ্ত হইল তাহা নহে, পূর্ব্বেই ঠিক এইরূপ ঘটিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তিন বেদ ও অষ্টাদশ বিদ্যায় * পারদর্শী ছিলেন। তিনি পৃথিবীজয়মন্ত্র জানিতেন। পৃথিবী-জয়মন্ত্রটী "আবর্জ্জনমন্ত্র" নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। †

একদিন বোধিসত্ত্ব মন্ত্র আবৃত্তি করিবার অভিপ্রায়ে এক নিভৃত স্থানে ‡ গমন করিলেন এবং শিলাপৃষ্ঠে আসীন হইয়া উহা আবৃত্তি করিলেন। [এই মন্ত্র নাকি নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিয়া অপর কাহাকেও শুনাইতে নাই, সেই জন্যই বোধিসত্ত্ব ঐরূপ স্থানে আবৃত্তি করিতে গিয়াছিলেন।]

বোধিসত্ত্ব যখন উক্ত মন্ত্র আবৃত্তি করিতেছেন, তখন একটা শৃগাল গর্ত্তে থাকিয়া উহা শুনিতে পাইল এবং কণ্ঠস্থ করিল। [এই শৃগাল নাকি কোন অতীত জন্মে ব্রাহ্মণ ছিল এবং পৃথিবী-জয়মন্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিল।]

---

* অষ্টাদশ বিদ্যা বলিলে সংস্কৃত সাহিত্যে চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং উপবেদ চতুষ্টয় অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ ও শস্ত্রশাস্ত্র (মতান্তরে স্থাপত্যবেদ ও শিল্পশাস্ত্র) বুঝায়। কিন্তু তাহা হইলে এই আখ্যায়িকায় তিন বেদ অর্থাৎ ঋক, সাম ও যজুঃ পৃথক্ বলিবার কোন হেতু দেখা যায় না।

† ইংরাজী অনুবাদক "পঠবীজয় মন্তো তি আবজ্জন মন্তো বুচ্চতি" এই বাক্যের অর্থ করিয়াছেন, "এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে ধ্যানপর হওয়া আবশ্যক।" কিন্তু ইহা ভ্রম। 'আবর্জ্জন'=জয়।

‡ মূলে'অঙ্গণটঠানে আছে। 'অঙ্গন' বলিলে এখানে কোন'উন্মুক্ত ও নিভৃত স্থান বুঝিতে হইবে।

বোধিসত্ত্ব মন্ত্র আবৃত্তি করিবার পর আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, "এই মন্ত্র দেখিতেছি, আমি সুন্দররূপে কণ্ঠস্থ করিয়াছি।" তখন শৃগালও গর্ত্তের বাহির হইয়া বলিল, "ঠাকুর, এই মন্ত্র তোমা অপেক্ষা আমি আরও ভাল কণ্ঠস্থ করিয়াছি"। ইহা বলিয়াই শৃগাল সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল। বোধিসত্ত্ব কিয়ৎক্ষণ তাহার অনুধাবন করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "কে কোথা আছ, এই শৃগালটাকে ধর, নচেৎ এ মহা অনর্থ ঘটাইবে,"। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল; শৃগাল পলায়নপূর্ব্বক অরণ্যে প্রবেশ করিল।

শৃগাল বনে গিয়া একটা শৃগালীর গাত্রে ঈষৎ দংশন করিল। শৃগালী জিজ্ঞাসিল, "কি প্রভু, কি আজ্ঞা করিতেছেন ?"

"আমি কে তা জানিস্, কি জানিস্ না ?"

"আমি ত আপনাকে জানি না।"

তখন শৃগাল পৃথিবীজয়মন্ত্র পাঠ করিয়া সেই বনের হস্তী, অশ্ব, সিংহ, ব্যাঘ্র, শূকর, মৃগ প্রভৃতি সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু নিজের নিকট আনয়ন করিল, তাহাদের রাজা হইয়া "সর্ব্বদংষ্ট্র" নাম গ্রহণ করিল এবং এক শৃগালীকে অগ্রমহিষীর পদ দিল। তদবধি দুইটা হস্তীর পৃষ্ঠে একটা সিংহ চড়িত এবং শৃগালরাজ তাহার মহিষীকে সঙ্গে লইয়া সেই সিংহের পৃষ্ঠে উপবেশন করিত। অরণ্যবাসী সমস্ত পশুই তাহার মহাসম্মান করিত।

এইরূপে বহুসম্মান ভোগ করিয়া শৃগালের মনে বড় গর্ব্ব জন্মিল। সে বারাণসী রাজ্য জয় করিব, এই সঙ্কল্প করিয়া সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিল এবং বারাণসীর অদূরে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অনুচরগণ দ্বাদশ যোজন স্থান অধিকার করিয়া রহিল। শৃগাল সেনাসন্নিবেশ করিয়া রাজাকে বলিয়া পাঠাইল,—"হয় রাজ্য দাও, নয় যুদ্ধ দাও"। বারাণসী-বাসীরা এই আকস্মিক ব্যাপারে ভীত ও চকিত হইয়া নগরদ্বারসমূহ রুদ্ধ করিয়া রহিল।

বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, মহারাজ! সর্ব্বদংষ্ট্র শৃগালের সহিত যুদ্ধ করিবার ভার আমার উপর রহিল। আমা ভিন্ন অন্য কেহই তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না।" এইরূপে রাজাকে ও নগরবাসীদিগকে আশ্বাস দিয়া তিনি ভাবিলেন, 'সর্ব্বদংষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করা যাউক, সে কি উপায়ে এইরাজ্য অধিকার করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে।" অনন্তর তিনি সিংহদ্বারের অট্টালকে আরোহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে সর্ব্বদংষ্ট্র, বল ত তুমি কি উপায়ে এই নগর অধিকার করিবে ভাবিয়াছ ?" সর্ব্বদংষ্ট্র উত্তর দিল, "আমি সিংহদিগকে গর্জ্জন করিতে বলিব, ভীষণ সিংহনাদ শুনিয়া নগরবাসীরা ভয়বিহ্বল হইবে; কাজেই আমি অনায়াসে নগর গ্রহণ করিব।"

"বটে, এই উহার অভিসন্ধি!" ইহা ভাবিয়া বোধিসত্ত্ব অট্টালক হইতে অবতরণ করিলেন এবং ভেরী বাজাইয়া দ্বাদশযোজনবিস্তীর্ণ বারাণসী নগরীর সমস্ত অধিবাসীকে আদেশ দিলেন, "তোমরা মাষপিষ্ট দ্বারা স্ব স্ব কর্ণবিবর রুদ্ধ কর।" অধিবাসীরা ভেরীনাদ দ্বারা প্রচারিত এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, কুক্কুর, বিড়াল পর্য্যন্ত সমস্ত চতুষ্পদের এবং নিজের নিজের কর্ণচ্ছিদ্রগুলি মাষপিষ্ট দ্বারা এরূপ রুদ্ধ করিল যে, অপরের কোন শব্দই আর তাহাদের শ্রুতি-গোচর হইবার সম্ভাবনা থাকিল না।

তখন বোধিসত্ত্ব আবার অট্টালকে আরোহণ করিলেন এবং ডাকিলেন, "সর্ব্বদংষ্ট্র।"

"কিহে ঠাকুর, কি বলিবে বল।"

"বল ত কি উপায়ে এই রাজ্য গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছ।"

"বুঝিতে পার নাই ? সিংহদিগের দ্বারা গর্জ্জন করাইব; তাহা শুনিয়া মানুষগুলার মহা-ত্রাস জন্মিবে; তখন তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিব ও নগর অধিকার করিব।"

"সিংহদিগের দ্বারা ত গর্জ্জন করাইতে পারিবে না। সিংহেরা সুরক্তনখ-সম্পন্ন, কেশরী ও পশুরাজ। তুমি কি ভাবিয়াছ, তাহারা তোমার মত একটা বৃদ্ধ শৃগালাধমের আজ্ঞা পালন করিবে ?"

শৃগাল অতিগর্ব্বে স্ফীত হইয়াছিল। সে উত্তর দিল, "অন্য সিংহের কথা দূরে থাকুক, আমি যাহার পৃষ্ঠে আসন গ্রহণ করিয়াছি, তাহা দ্বারাই গর্জ্জন করাইব।"

"করাও দেখি, তোমার কেমন সাধ্য।"

এই কথা শুনিয়া শৃগাল পদাঘাত দ্বারা নিজের বাহন সিংহটাকে গর্জ্জন করিতে সংকেত করিল। সিংহ হস্তিকুম্ভে নিজের মুখ স্থাপন করিয়া তিনবার ঘোর নিনাদ করিল। তাহাতে হস্তী এত ভীত হইল যে সে শৃগালকে নিজের পাদমূলে ফেলিয়া দিল এবং পাদপীড়নে তাহার মস্তকটা চূর্ণ বিচূর্ণ করিল। এইরূপে সেইখানে এবং তন্মুহূর্ত্তেই সর্ব্বদংষ্ট্রের প্রাণবিয়োগ হইল। হস্তীগুলা সিংহনাদ শুনিয়া মরণভয়ে দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইল এবং পরস্পরকে আঘাত করিয়া সকলেই মারা গেল। ফলতঃ কেবল সিংহ ব্যতীত অন্য সমস্ত চতুষ্পদ জন্তু—মৃগশূকরাদি হইতে শশবিড়াল পর্য্যন্ত সকলেই—সেখানে এইরূপে নিহত হইল। সিংহেরা পলায়ন করিয়া বনে আশ্রয় লইল। দ্বাদশ যোজন ক্ষেত্রে কেবল মাংসরাশি পড়িয়া রহিল।

বোধিসত্ত্ব অট্টালক হইতে অবতরণপূর্ব্বক নগরদ্বারসমূহ খোলাইয়া দিলেন এবং ভেরীধ্বনি দ্বারা প্রচার করিলেন,—"এখন সকলে স্ব স্ব বর্ণবিবর হইতে মাষপিষ্ট ফেলিয়া দিউক, এবং যাহারা মাংস খাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা মাংস সংগ্রহ করুক।" এই আদেশ পাইয়া লোকে যত পারিল টাট্‌কা মাংস খাইল এবং অবশিষ্ট মাংস শুকাইয়া বল্লুর* প্রস্তুত করিল। শুনা যায় [illegible] এই সময়েই লোকে প্রথম বল্লুর প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া নিম্নলিখিত অভিসম্বুদ্ধ গাথা দুইটী বলিয়া জাতকের সমবধান করিলেন :—

বহু অনুচর পাইতে বাসনা করিল শৃগালাধম,
লভি তাহা তার গর্ব্বে স্ফীত মন, ঘটিল মতির ভ্রম।
বসি রাজপদে পশুগণ তার করিল সম্মান কত,
মদোন্মত্ত শিবা কিন্তু শেষে হ'ল করিপদাঘাতে হত।
সেইরূপ জেন', মানব সমাজে যে জন বাসনা করে,
বহু অনুচরে বেষ্টিত হইয়া রব মহা আড়ম্বরে,
লভি অনুচর, লভি বহু মান, গর্ব্বে মত্ত হ'য়ে পরে,
ধরারে করিয়া শরাসম জ্ঞান নিজবুদ্ধি-দোষে মরে।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল, সারিপুত্র ছিলেন সেই বারাণসীরাজ এবং আমি ছিলাম তাঁহার পুরোহিত।]

২৪২—শুনক-জাতক।

[একটা কুকুর অম্বলকোট্‌ঠকের নিকটবর্ত্তী আসনশালায় ভাত খাইত। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় কতিপয় পানীয়হারক† নাকি এই কুকুরটাকে জন্মাবধি পুষিয়াছিল। ক্রমে আসনশালায় ভাত খাইতে খাইতে সে বিলক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছিল। একদিন কোন গ্রামবাসী সেই কুকুর দেখিতে পাইয়া পানীয়হারকদিগকে নগদ এক কাহণ ও একখানি উত্তরীয় বস্ত্র দিয়া তাহাকে ক্রয় করিল এবং চর্ম্মরজ্জু দ্বারা তাহার গলা বাঁধিয়া লইয়া গেল। কুকুরটা তখন কোন বাধা দিল না বা ঘেউ ঘেউ করিল না, গ্রামবাসী তাহাকে

---

* বল্লুর—শুষ্ক মাংস বা শূকর-মাংস। এখানে 'শুষ্ক মাংস' এই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

† পানীয়হারক—যাহারা জল বহন করিয়া আনে। (তুলং)—তৃণহারক।

যাহা খাইতে দিল, তাহাই খাইয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গেল। গ্রামবাসী ভাবিল, 'কুকুরটা আমার বশে আসিয়াছে', কাজেই সে তাহার গলার বাঁধন খুলিয়া দিল। কিন্তু কুকুর যেমন বন্ধনমুক্ত হইল, অমনি এক ছুটে সেই আসনশালায় ফিরিয়া গেল। ভিক্ষুরা তাহাকে দেখিয়া বুঝিলেন, কিরূপে সে উদ্ধারলাভ করিয়াছে। তাঁহারা সন্ধ্যাকালে ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই এই কুকুরটা আসনশালায় ফিরিয়া আসিয়াছে। বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য এ বেশ বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে; যেমন মুক্তিলাভ করিয়াছে, অমনি ছুটিয়া এখানে আসিয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "দেখ, এ কুকুরটা কেবল এ জন্মে নহে, অতীত জন্মেও বেশ বন্ধনমোক্ষ-কুশল ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক আঢ্যকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। ঐ সময়ে বারাণসীর একজন অধিবাসীর একটা পোষা কুকুর ছিল; সে প্রতিদিন অন্নপিণ্ড খাইয়া বিলক্ষণ স্থূলাঙ্গ হইয়াছিল।

একদিন এক গ্রামবাসী বারাণসীতে গিয়া ঐ কুকুর দেখিতে পাইল এবং কুকুরস্বামীকে নিজের উত্তরীয় বস্ত্রখানি ও নগদ এক কাহণ দিয়া উহা ক্রয় করিল। অনন্তর সে চর্ম্মযোত্র দ্বারা উহার গলা বান্ধিল এবং যোত্রের একপ্রান্ত ধরিয়া লইয়া চলিল। এইরূপে যাইতে যাইতে সে এক বনের ধারে উপস্থিত হইল, সেখানে একখানা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কুকুরটাকে বান্ধিয়া রাখিল এবং নিজে কাষ্ঠফলকের উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। এই সময় বোধিসত্ত্ব কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে সেই বনে গমন করিয়াছিলেন। তিনি কুকুরটাকে চর্ম্মযোত্র-বদ্ধ দেখিতে পাইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

কুকুর তুমি বোকা বড়, নইলে এতক্ষণ
চামের বাঁধন খেয়ে, ঘরে করতে পলায়ন।

ইহা শুনিয়া কুকুরটা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

বল্লে যাহা বুঝ্‌লেম তাহা, আমিও মনে মনে
স্থির করেছি পলাইব কাটিয়া বাঁধনে।
ভাব্‌ছি কেবল সুযোগ আসি জুটিবে কখন—
লোকজন সব ঘুমে কখন হবে অচেতন।

অনন্তর রাত্রিকালে সকলে যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল, তখন কুকুর সেই চর্ম্মরজ্জু উদরস্থ করিয়া পলায়নপূর্ব্বক নিজের পালকের নিকট ফিরিয়া গেল।

[সমবধান—তখন এই কুকুর ছিল সেই কুকুর এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত পুরুষ।]

২৪৩—গুপ্তিল-জাতক। *

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই সময়ে ভিক্ষুরা একদিন দেবদত্তকে বলিয়াছিলেন, "ভাই দেবদত্ত, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ তোমার আচার্য্য, তুমি তাঁহার প্রসাদে পিটকত্রয় আয়ত্ত করিয়াছ; চতুর্ব্বিধ ধ্যান উৎপাদন করিতে শিখিয়াছ; এরূপ আচার্য্যের সহিত শত্রুতাচরণ করা তোমার পক্ষে নিতান্ত গর্হিত।" ইহা শুনিয়া দেবদত্ত উত্তর দিয়াছিল, "সে কি কথা, ভাই? আমার আচার্য্য শ্রমণ গৌতম! কখনই নয়। তোমরা কি বলিতে চাও আমি নিজবলেই পিটকত্রয় আয়ত্ত করি নাই এবং চতুর্ব্বিধ ধ্যান উৎপাদন্ করিতে শিখি নাই?" দেবদত্ত এইরূপে নিজের আচার্য্যের প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।

অনন্তর ভিক্ষুরা ধর্ম্মশালায় এই সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, দেবদত্ত আচার্য্যের প্রত্যাখ্যান করিয়া ও সম্যক্‌সম্বুদ্ধের শত্রু হইয়া মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইল।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচনার বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেবদত্ত যে কেবল এ জন্মেই আচার্য্যের প্রত্যাখ্যান দ্বারা এবং তাঁহার সহিত শত্রুতা করিয়া নিজের সর্ব্বনাশের পথ প্রশস্ত করিল, তাহা নহে; পূর্ব্বেও সে এইরূপ করিয়াছিল।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

---

* পালি "গুত্তিলজাতক।"

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক গন্ধর্ব্বকুলে * জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল গুপ্তিলকুমার। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি গান্ধর্ব্ববিদ্যার পারদর্শিতা লাভ করিয়া গুপ্তিল গন্ধর্ব্ব নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তৎকালে জম্বুদ্বীপে গান্ধর্ব্ববিদ্যায় অন্য কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তিনি দারপরিগ্রহ করিলেন না,—অন্ধ মাতাপিতার সেবা-শুশ্রূষায় জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

একদা বারাণসীবাসী কতিপয় বণিক্ বাণিজ্যার্থ উজ্জয়িনী নগরে গিয়াছিলেন। সেখানে কোন পর্ব্বোপলক্ষ্যে উৎসব হইবে শুনিয়া তাঁহারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলিলেন, প্রচুর মাল্যগন্ধবিলেপন ও খাদ্যপানীয় ক্রয় করিয়া উৎসব-ক্ষেত্রে সমবেত হইলেন এবং বলিলেন, "উপযুক্ত বেতন দিয়া একজন গন্ধর্ব্ব আনয়ন কর।"

তৎকালে মূসিল নামক এক ব্যক্তি উজ্জয়িনীনগরের শ্রেষ্ঠ গন্ধর্ব্ব ছিলেন। বণিকেরা তাঁহাকেই আনাইয়া নিজেদের গন্ধর্ব্বরূপে নিযুক্ত করিলেন। মূসিল বীণাবাদক ছিলেন; তিনি বীণাটীকে উত্তম মূর্চ্ছনায় তুলিয়া বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। বারাণসীর বণিকেরা পূর্ব্বে কতবার গুপ্তিল গন্ধর্ব্বের বীণাবাদন শ্রবণ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের কাণে মূসিলের বীণাবাদন ভাল লাগিল না, বোধ হইতে লাগিল, কে যেন মাদুরের উপর আঁচড় দিতেছে। কাজেই তাঁহারা মূসিলের বীণাবাদনে তৃপ্তির চিহ্ন দেখাইলেন না। মূসিল দেখিলেন, কেহই তাহার বাদ্যে সন্তুষ্ট হইতেছেন না। তিনি ভাবিলেন, 'খুব চড়া সুরে বাজাইতেছি বলিয়া এরূপ ঘটিয়াছে।' তখন তিনি তারগুলিকে মধ্যম মূর্চ্ছনায় নামাইয়া মধ্যম সুরে বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বণিকেরা তাহাতেও সন্তোষের লক্ষণ প্রদর্শন করিলেন না—মধ্যস্থের ন্যায় বসিয়া রহিলেন। ইহাতে মূসিল বিবেচনা করিলেন, 'এ মূর্খেরা গান্ধর্ব্ববিদ্যার কিছুই বুঝে না।' তিনি তখন নিজেও যেন নিতান্ত অনভিজ্ঞ, এই ভাণ করিয়া তারগুলি শিথিল করিয়া বাজাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ইহাতেও শ্রোতারা ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। তাহা দেখিয়া মূসিল জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভো বণিক্‌গণ, আমি বীণা বাজাইতেছি, অথচ আপনারা সন্তোষলাভ করিতেছেন না, ইহার কারণ কি বলুন ত।'

বণিকেরা বলিলেন, "সে কি? আপনি কি বীণা বাজাইতেছেন? আমরা ভাবিয়াছি, আপনি এতক্ষণ বীণার সুর বান্ধিতেছিলেন।"

"আপনারা কি আমার অপেক্ষা কোন ভাল বীণাবাদককে জানেন, না নিজেদের অজ্ঞতাবশতঃই সন্তোষলাভ করিতে অক্ষম হইয়াছেন?"

"যাহারা পূর্ব্বে বারাণসীতে গুপ্তিল গন্ধর্ব্বের বীণাবাদন শ্রবণ করিয়াছে তাহাদের কর্ণে আপনার বীণাবাদন ভাল লাগে না। আপনার বাদ্য শুনিয়া মনে হয়, যেন গৃহিণীরা ছেলেমেয়েদের মন ভুলাইবার জন্য গুন্ গুন্ করিতেছে।"

"শুনুন, যদি তাহাই হয়, তবে আপনারা আমাকে যে অর্থ দিয়াছেন, তাহা ফিরাইয়া লউন; ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আপনারা যখন বারাণসীতে ফিরিবেন, তখন আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন।"

বারাণসীর বণিকেরা বলিলেন, "উত্তম কথা, তাহাই করা যাইবে।" অনন্তর বারাণসীতে প্রতিগমন করিবার সময় তাঁহারা মূসিলকে সঙ্গে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহাকে গুপ্তিলের বাসস্থান দেখাইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

মূসিল গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং গুপ্তিলের সুন্দর বীণাটী একস্থানে বান্ধা রহিয়াছে দেখিয়া উহা খুলিয়া বাজাইতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্বের মাতাপিতা অন্ধ ছিলেন, কাজেই

* গন্ধর্ব্ব=গায়ক ও বাদক (ইংরাজী musician)। গান্ধর্ব্ববিদ্যা=গানবাজনা (music)।

তাঁহারা ভাবিলেন, ইন্দুরে বুঝি বীণার তার খাইতেছে। তাঁহারা ইন্দুর তাড়াইবার জন্য "সু সু" বলিয়া উঠিলেন।

মূসিল তৎক্ষণাৎ বীণাটী রাখিয়া দিয়া গুপ্তিলের মাতাপিতাকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসিলেন, "আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন ?"

মূসিল বলিলেন, "আমি আচার্য্যের নিকট বিদ্যাশিক্ষার জন্য উজ্জয়িনী হইতে আসিতেছি।"

"বেশ করিয়াছ।"

"আচার্য্য কোথায় ?"

"বাবা, সে বাহিরে গিয়াছে, কিন্তু আজই ফিরিবে।"

মূসিল সেখানে বসিয়া রহিলেন। গুপ্তিল ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সহিত শিষ্টালাপ করিলেন। অনন্তর মূসিল নিজের আগমনকারণ বলিলেন। গুপ্তিল অঙ্গ-বিদ্যায় নিপুণ ছিলেন। তিনি মূসিলের আকৃতি দেখিয়া বুঝিলেন, লোকটা অসৎ; কাজেই তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, তুমি দেশে ফিরিয়া যাও। এ বিদ্যা তোমার জন্য নহে।" মূসিল তখন গুপ্তিলের মাতাপিতার পা জড়াইয়া ধরিলেন, এবং তাঁহাদের সেবা করিয়া যাচ্ঞা করিলেন, "আপনারা দয়া করিয়া আমার শিক্ষালাভের উপায় করিয়া দিন।" ইহাতে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা গুপ্তিলকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গুপ্তিল তাহা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া মূসিলকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার পর মূসিল এক দিন গুপ্তিলের সহিত রাজভবনে গেলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনার সঙ্গে ইনি কে ?" গুপ্তিল বলিলেন "মহারাজ, ইনি আমার অন্তেবাসী।" রাজভবনে যাইতে যাইতে মূসিল ক্রমে রাজার বিশ্বাসভাজন হইলেন।

এদিকে গুপ্তিল মূসিলের শিক্ষাবিধানে কোনরূপ কার্পণ্য করিলেন না, অন্যান্য আচার্য্যেরা যেমন শিষ্যদিগকে কিঞ্চিন্মাত্র শিখাইয়া ক্ষান্ত হন, কখনও সমস্ত বিদ্যা দান করেন না, * গুপ্তিলের প্রকৃতি সেরূপ ছিল না। তিনি নিজে যাহা জানিতেন, মূসিলকে তাহার সমস্তই শিখাইয়া বলিলেন, "বাবা, এখন তোমার বিদ্যা সমাপ্ত হইল।"

মূসিল ভাবিতে লাগিলেন, 'আমি গান্ধর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি; জম্বুদ্বীপের মধ্যে বারাণসী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী; আমার আচার্য্য এখন বৃদ্ধ হইয়াছেন; অতএব এখন আমাকে বারাণসীতেই অবস্থিতি করিতে হইবে।' এইরূপে চিন্তা করিয়া তিনি আচার্য্যকে বলিলেন, "প্রভু, আমার ইচ্ছা যে বারাণসীরাজের সেবা করি।"

গুপ্তিল বলিলেন, "বেশ বাবা; আমি রাজাকে তোমার প্রার্থনা জানাইব।" অনন্তর তিনি রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমার অন্তেবাসী আপনার সেবা করিতে ইচ্ছা করে, ইহাকে কি বেতন দিবেন আজ্ঞা করুন।" রাজা বলিলেন, "আপনি যাহা পান, সে তাহার অর্দ্ধ পাইবে।" গুপ্তিল মূসিলকে এই কথা জানাইলে, তিনি বলিলেন, "আচার্য্য, যদি আপনার সমান বেতন পাই তাহা হইলেই কাজ করিব, নচেৎ করিব না।"

গুপ্তিল জিজ্ঞাসিলেন, "কেন করিবে না ?"

"আপনি যে বিদ্যা জানেন, আমিও কি তাহার সমস্ত জানি না ?"

"তাহা জান বৈ কি।"

"যদি তাহা হয়, তবে আমি অর্দ্ধ বেতন পাইব কেন ?"

গুপ্তিল রাজাকে মূসিলের এই উত্তর জানাইলেন। রাজা বলিলেন, "সে যদি আপনার সমান বিদ্যার পরিচয় দিতে পারে, তবে সমান বেতনই পাইবে।"

গুপ্তিল মূসিলকে রাজার আদেশ জানাইলে তিনি বলিলেন, "বেশ কথা; আমি পরীক্ষা

* আচার্য্যদিগের এইরূপ প্রবৃত্তিকে 'আচরিয়মুট্‌ঠি' (আচার্য্যমুষ্টি) বলা হইয়াছে।

দিতে প্রস্তুত আছি।" রাজাও তাহা শুনিয়া বলিলেন, "তাহাই হউক, আপনারা কোন্ দিন স্ব স্ব বিদ্যার পরিচয় দিবেন স্থির করুন।" গুপ্তিল উত্তর দিলেন, "অদ্য হইতে সপ্তম দিনে।"

অতঃপর রাজা মূসিলকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তোমার আচার্য্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে চাহিয়াছ, এ কথা সত্য কি?" মূসিল উত্তর দিলেন, "হাঁ মহারাজ, একথা মিথ্যা নহে।" "আচার্য্যের সহিত বিবাদ করিতে নাই, অতএব তুমি এরূপ কাজ করিও না", রাজা এইরূপে বারণ করিলেও মূসিল বলিলেন "মহারাজ, ক্ষান্ত হউন, অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আমার ও আচার্য্যের পরীক্ষা হউক, দেখিব, আমাদের মধ্যে কে গান্ধর্ব্ব-বিদ্যায় অধিক পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই দেখ।" অনন্তর তিনি ভেরীবাদন দ্বারা প্রচার করাইলেন, "অদ্য হইতে সপ্তম দিনে আচার্য্য গুপ্তিল ও তাঁহার অন্তেবাসী মূসিল রাজদ্বারে পরস্পর প্রতিযোগিতা করিয়া স্ব স্ব বিদ্যার পরিচয় দিবেন; নগরবাসীরা যেন উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কাহার কত বিদ্যা, দর্শন করে।"

এদিকে গুপ্তিল চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই মূসিল তরুণবয়স্ক ও নববীর্য্যসম্পন্ন, কিন্তু আমি বৃদ্ধ ও হীনবল। বৃদ্ধের কার্য্য ফলদায়ী হয় কি না সন্দেহ। আমার অন্তেবাসী পরাজিত হইলেও আমার কোন বিশিষ্ট গৌরব লাভ হইবে না; কিন্তু আমি যদি তাহার নিকট পরাজিত হই, তাহা হইলে বড় লজ্জার কথা। তাহা অপেক্ষা বরং বনে গিয়া প্রাণত্যাগ করাই ভাল।' এইরূপ ভাবিয়া তিনি বনে গেলেন, কিন্তু মরণভয়ে গৃহে ফিরিলেন। এইরূপে গুপ্তিল মরণভয়ে বনে এবং লজ্জাভয়ে গৃহে গতায়াত করিয়া ছয়দিন কাটাইলেন। তাঁহার যাতায়াতে ঘাস মরিয়া গেল ও পায়ের চাপে বনভূমিতে একটা পথ প্রস্তুত হইল।

ইহাতে শক্রের আসন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ইহার কারণ চিন্তা করিয়া জানিলেন, গুপ্তিল গন্ধর্ব্ব তাঁহার অন্তেবাসীর ক্রূরতায় অরণ্যে মহাদুঃখ ভোগ করিতেছেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'আমাকে গুপ্তিলের সাহায্য করিতে হইবে'। অনন্তর তিনি মহাবেগে গমন করিয়া গুপ্তিলের পুরোভাগে আবির্ভূত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্য, আপনি কি নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন?"

গুপ্তিল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?"

"আমি শক্র।"

"দেবরাজ, আমি অন্তেবাসীর নিকট পাছে পরাজিত হই এই ভয়ে বনে প্রবেশ করিয়াছি।" ইহা বলিয়া গুপ্তিল নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী পাঠ করিলেন :—

সপ্ততন্ত্রী সুমধুরা মোহিনী বীণায়
বাদন শিখিল অন্তেবাসিক আমার।
রঙ্গভূমে সেই মোরে চায় পরাজিতে,
রক্ষা কর, হে কৌশিক* এই বিপত্তিতে।

ইহা শুনিয়া শক্র বলিলেন, "কোন ভয় নাই; আমিই আপনার পরিত্রাতা, আমিই আপনার শরণ হইব।" ইহা বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী পাঠ করিলেন :—

তারিব তোমায়, সৌম্য, নাহি কোন ভয়;
আচার্য্য গৌরব রক্ষা করিব নিশ্চয়।
আচার্য্যেরে পরাজিতে শিষ্যে না পারিবে,
বিজয়ী আচার্য্য তার গর্ব্ব বিনাশিবে।

"আপনি বীণা বাজাইবার সময় একটা তাঁর ছিঁড়িয়া ছয়টা বাজাইবেন। ইহাতেও আপ-

* প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে শক্রের নামান্তর।

ন্যায় বীণার স্বর অক্ষুণ্ণ রহিবে। মূসিলও আপনার দেখাদেখি একটা তার ছিঁড়িবে, কিন্তু তাহাতে তাহার বীণার স্বর বিকৃত হইবে। তাহা হইলে তখনই মূসিলের পরাজয় ঘটিবে। তাহাকে পরাজিত হইতে দেখিয়া আপনি ক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, এমন কি সপ্তম তার পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া শেষে কেবল দণ্ডটী বাজাইবেন; ছিন্ন তারগুলির প্রান্ত হইতেই স্বর নিঃসৃত হইয়া দ্বাদশযোজন-বিস্তীর্ণ সমগ্র বারাণসীনগরী পরিপূর্ণ করিবে।" অনন্তর শক্র বোধিসত্ত্বকে তিনটা পাসার গুলি দিয়া আবার বলিলেন, "যখন আপনার বীণাশব্দে সমস্ত নগর পরিপূর্ণ হইবে, তখন আপনি ইহার একটা গুটিকা আকাশে ক্ষেপণ করিবেন; তাহা হইলে তিন শত অপ্সরা অবতরণ করিয়া আপনার পুরোভাগে নৃত্য আরম্ভ করিবেন। তাঁহারা যখন নৃত্য করিতে থাকিবেন, তখন আপনি দ্বিতীয় গুটিকাটী পূর্ব্ববৎ ক্ষেপণ করিবেন; তাহা হইলে আরও তিনশত অপ্সরা আসিয়া আপনার বীণার সম্মুখে নৃত্যে প্রবৃত্ত হইবেন। অতঃপর তৃতীয়টাও নিক্ষেপ করিলে দেখিবেন, আরও তিনশত অপ্সরা রঙ্গমণ্ডলে নৃত্য করিতেছেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গে উপস্থিত হইব। যান, আপনার কোন ভয় নাই।"

পরদিন পূর্ব্বাহ্নে গুপ্তিল গৃহে প্রতিগমন করিলেন। তখন রাজদ্বারে মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল এবং তন্মধ্যে রাজার আসন স্থাপিত হইয়াছিল। রাজা প্রাসাদ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক সেই অলঙ্কৃত মণ্ডপে পল্যঙ্কোপরি উপবেশন করিলেন। সহস্র সহস্র অলঙ্কৃত রমণী, অমাত্য, ব্রাহ্মণ এবং পৌরগণ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিল। ফলতঃ সেখানে সমস্ত নগর বাসীই উপস্থিত হইল; ইহাদের জন্য রাজাঙ্গণে চক্রের পর চক্রাকারে, মঞ্চের উপর মঞ্চাকারে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল। গুপ্তিল স্নাত ও অনুলিপ্ত হইয়া নানাবিধ সুরস খাদ্যগ্রহণ-পূর্ব্বক বীণাহস্তে সেখানে গিয়া নিজের নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিলেন। শক্রও অদৃশ্যমানশরীরে উপস্থিত হইয়া আকাশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কেবল গুপ্তিলই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। এদিকে মূসিলও গিয়া নিজের আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইল।

প্রথমে দুইজনেই একরূপ বাজাইলেন; সেই জনসঙ্ঘ উভয়েরই বাদ্যে পরিতুষ্ট হইল এবং পুনঃ পুনঃ বাহবা দিতে লাগিল। অতঃপর আকাশস্থ শক্র, কেবল গুপ্তিল শুনিতে পাবেন এইরূপ স্বরে বলিলেন, "একটা তার ছিঁড়িয়া ফেলুন।" তখন বোধিসত্ত্ব ভ্রমর তন্ত্রী * ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। কিন্তু ছিন্ন হইলেও ইহার প্রান্ত হইতে দিব্য বাদ্যের ন্যায় মধুর স্বর নিঃসৃত হইতে লাগিল। মূসিলও ইহা দেখিয়া একটী তার ছিঁড়িলেন, কিন্তু উহা হইতে কোন স্বরই বাহির হইল না। অতঃপর আচার্য্য ক্রমে দ্বিতীয় হইতে সপ্তম পর্য্যন্ত সমস্ত তার ছিঁড়িয়া শুদ্ধ দণ্ডটী বাজাইতে লাগিলেন; তথাপি তাঁহার বীণার স্বর সমস্ত নগরে পরিব্যাপ্ত হইল। ইহা দেখিয়া সেই সহস্র সহস্র লোকে চেলক্ষেপ † করিতে ও বাহবা দিতে লাগিল। ইহার পর বোধিসত্ত্ব একটা গুটিকা আকাশে ক্ষেপণ করিলেন, অমনি তিন শত অপ্সরা অবতরণ করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। অনন্তর তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুটিকা ক্ষেপণ করিলে সর্ব্বশুদ্ধ নয় শ অপ্সরা অবতরণপূর্ব্বক. শক্র যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন রাজা সমবেত জনসঙ্ঘের দিকে ইঙ্গিত করিলে তাহারা দাঁড়াইয়া মূসিলকে তর্জ্জন করিতে লাগিল, "তুমি নিজের ওজন বুঝনা; আচার্য্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়া তোমার পক্ষে বড় ভুল হইয়াছে।" অনন্তর তাহারা ইষ্টক, প্রস্তর, লগুড়, যে যাহা পাইল তাহার

* বীণায় যে সাতটা তার থাকে তাহার প্রথমটীর নাম ভ্রমরতন্ত্র। বোধ হয় ইহা হইতে ভ্রমরের রবের ন্যায় গুন্ গুন্ শব্দ নিঃসৃত হয় বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে।

† প্রশংসাদি দ্যোতনার্থ উত্তরীয়াদি উর্দ্ধে তুলিয়া বিধূনন। ইংরাজদিগের waving handkerchiefs

আঘাতে হতভাগ্য মূসিলের দেহ চূর্ণবিচূর্ণ করিল এবং তাঁহাকে নিহত করিয়া পা ধরিয়া টানিতে টানিতে একটা আবর্জ্জনাস্তূপের উপর ফেলিয়া দিল।

রাজা অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া, মেঘে যেমন বারিবর্ষণ করে, গুপ্তিলের উপর সেইরূপ ধনবর্ষণ করিলেন; নাগরিকেরাও তাহাই করিল। শক্রও বোধিসত্ত্বকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক বলিলেন, "পণ্ডিতবর, আমি তোমার জন্য সহস্র আজানেয় অশ্বযুক্ত রথ দিয়া মাতলিকে পাঠাইতেছি। তুমি সেই সহস্র তুরগযুক্ত বৈজয়ন্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক দেবলোকে যাইবে।" অনন্তর শক্র চলিয়া গেলেন।

শক্র স্বর্গে গিয়া পাণ্ডুকম্বলশিলাসনে* আসীন হইলে দেবকন্যারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনি কোথা গিয়াছিলেন?" শক্র যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত বলিলেন এবং গুপ্তিলের গুণ ও শীল বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া দেবকন্যারা বলিলেন, "আমাদের ইচ্ছা হইতেছে যে আচার্য্যকে দর্শন করি। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে এখানে আনয়ন করুন।"

তখন শক্র মাতলিকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "বৎস, দিব্যাঙ্গনারা গুপ্তিল গন্ধর্ব্বকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; তুমি যাও, তাঁহাকে বৈজয়ন্ত রথে আরোহণ করাইয়া এখানে আনয়ন কর।" মাতলি "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং গুপ্তিলকে লইয়া স্বর্গে প্রতিগমন করিলেন। শক্র মিষ্টবাক্যে গুপ্তিলের অভ্যর্থনা করিলেন এবং বলিলেন "আচার্য্য, দেবকন্যারা আপনার বীণাবাদন শুনিতে চান।"

গুপ্তিল বলিলেন, "মহারাজ, আমরা গন্ধর্ব্ব, সঙ্গীতবিদ্যাই আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়। পারিশ্রমিক পাইলে নিশ্চয় বাজাইব।" "আপনি বাজাইতে আরম্ভ করুন। আমি আপনাকে যথেষ্ট পুরস্কার দিব।"

"আমি অন্য কোন পুরস্কার চাই না। এই দেবকন্যারা যে যে কল্যাণ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া স্বর্গে বাস করিতেছেন, আমার নিকট সেই সমস্ত বলুন, তাহা হইলেই আমি বাজাইব।"

ইহা শুনিয়া দেবকন্যাগণ বলিলেন, "আপনি অগ্রে বাজান, তাহার পর আমরা সন্তুষ্টচিত্তে আপনাকে স্বস্ব কল্যাণকর্ম্মের কথা জানাইব।"

গুপ্তিল দেবতাদিগের তৃপ্তির জন্য সপ্তাহকাল বীণাবাদন করিয়াছিলেন, তাঁহার বাদ্য দিব্য বাদ্যকেও অতিক্রম করিয়াছিল। সপ্তম দিবসে তিনি এক একটী করিয়া প্রথম হইতে সমস্ত দেবকন্যাকে তাঁহাদের কল্যাণকার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন কাশ্যপ বুদ্ধের সময় জনৈক ভিক্ষুকে উত্তম বস্ত্র দান করিয়াছিলেন বলিয়া জন্মান্তরে শক্রের পরিচারিকারূপে দেবকন্যাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এক সহস্র অপ্সরা তাঁহার সহচরী ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি পূর্ব্বজন্মে কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন, যে তাহার বলে এখানে আসিয়া জন্মান্তর লাভ করিয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব যে যে প্রশ্ন করিলেন এবং দেবকন্যা যে যে উত্তর দিলেন, সে সমস্ত বিমানবত্থুতে† বর্ণিত আছে। [তাহা হইতে প্রশ্ন ও উত্তর গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—]

"শ্বেতাঙ্গী দেবতে, তুমি, রূপের ছটায়
উজলিছ দশ দিক্, উজলে যেমন
শুকতারা‡ মনোহরা প্রভাত সময়।

* পাণ্ডুকম্বল-শিলা—মণিবিশেষ। বৌদ্ধমতে শক্রের আসন এই মণিতে নির্ম্মিত।

† সূত্রপিটকের অন্তর্গত ক্ষুদ্রক নিকায়ের অংশ।

‡ 'ওসধি তারা'—শুক্ররশ্মিবিশিষ্ট তারা, শুকতারা। হঠাৎ মনে হয় যে ঔষধিতারা শব্দের অর্থ চন্দ্র, কিন্তু এখানে সে অর্থ নহে। সুধাভোজন জাতকেও (৫৩৫) এই শব্দটীর শুকতারা অর্থেই প্রয়োগ দেখা যায়।

এ কান্তি, এ অভ্যুদয়, বল শুভাননে,
এ স্বর্গবাসের সুখ, ভুঞ্জি যাহা মন
সুমধুর শান্তিরসে হয় নিমগন,
কি কর্ম্মের ফলে তুমি লভিলা এ সব ?

অপার বিভূতি তব হেরি দেবলোকে!
জিজ্ঞাসি তোমায়, দেবি, নরজন্মে তুমি
কি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে এ পুণ্য অর্জ্জিলা,
লভিলা এ দিব্যরূপ, অগ্নিশিখাসম,
যাহার প্রভায় উদ্ভাসিত দিক্ দশ ?"

"সেইধন্য নারীকুলে, নরনারীমাঝে
শ্রেষ্ঠ বলি গণি তারে, করে যেই দান
উৎকৃষ্ট বিবিধ দ্রব্য দীনে, সাধুজনে।
দানে তুষি যাচকেরে যায় সেই চলি
দিব্য মনোহর ধামে দেহ অবসানে।

কহিনু, আচার্য্য, আমি কি পুণ্যের ফলে
পেয়েছি বিমান এই, লভিয়াছি দেখ,
সুচারু অপ্সরা-দেহ, সহস্র অপ্সরা
আমার সেবায় রত! পুণ্যফল এই।

এ সৌন্দর্য্য, এ ঐশ্বর্য্য, এই স্বর্গসুখ,
উক্ত পুণ্যবলে আমি ভুঞ্জি এই ক্ষণে।

এ উজ্জ্বল রূপ মোর, এ দেহের আভা,
উদ্ভাসিত দশদিক্ ছটায় যাহার,
সব সেই পুণ্য ফলে লভিয়াছি আমি।"

অপর এক দেবী পিণ্ডচারিক ভিক্ষুর পূজার্থ পুষ্পদান করিয়াছিলেন; কেহ বা, চৈত্যে গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক দাও, এইরূপে আদিষ্ট হইয়া উহা দিয়াছিলেন, কেহ মধুর ফল, কেহ উত্তম রস, কেহ বা কাশ্যপ বুদ্ধের চৈত্যে গন্ধপঞ্চাঙ্গুলিক দান করিয়াছিলেন। কেহ, ভিক্ষু বা ভিক্ষুণীরা পথে যাইতে যাইতে বা গৃহস্থালয়ে যে ধর্ম্মকথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কেহ জলে দাঁড়াইয়া, নৌকাস্থিত কোন ভিক্ষুর ভোজন শেষ হইলে, তাঁহার পানের জন্য জল দিয়াছিলেন, কেহ গৃহস্থাশ্রমে সতত অক্রুদ্ধচিত্তে শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবাপরায়ণা ছিলেন, কোন শীলবতী নিজের লব্ধ অংশও ভাগ করিয়া অন্যকে দিয়া, যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা আহার করিতেন; কোন রমণী পরগৃহে দাসী ছিলেন, যাহা পাইতেন, বিনা ক্রোধে ও বিনা গর্ব্বে অপরকে তাহার অংশ দিতেন এবং সেই পুণ্যবলে এখন দেবরাজের পরিচারিকা হইয়াছেন। ফলতঃ গুত্তিল বিমানবত্থুতে* যে সাঁইত্রিশ জন দেবকন্যার উল্লেখ আছে, তাহারা কি কি কর্ম্ম করিয়া দিব্যলোক লাভ করিয়াছেন, বোধিসত্ত্ব প্রত্যেককে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন; তাঁহারাও গাথাদ্বারা তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

তাঁহাদের উত্তর শুনিয়া গুত্তিল বলিলেন, "অহো! আজ আমার লাভ, পরম লাভ হইল! আমি এখানে আসিয়া জানিতে পারিলাম যে অতি অল্প মাত্র সৎকর্ম্ম দ্বারাও দিব্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমি নরলোকে ফিরিয়া এখন হইতে দানাদি কুশলকর্ম্মে রত হইব।" এই বলিয়া তিনি মনের আবেগে নিম্নলিখিত উদান পাঠ করিলেন :—

* বিমানবত্থু একটী আখ্যায়িকা।

শুভক্ষণে করিয়াছি হেথা আগমন,
সুপ্রভাত আজ মোর : কোন্ মহাত্মার
মুখ দেখি শয্যাত্যাগ করিয়াছি আজ?
চর্ম্মচক্ষে দেখিলাম দেবকন্যাগণে,
সমুজ্জ্বল দশদিক্ রূপেতে যাঁদের।
শুনিলাম ইঁহাদের অপূর্ব্ব কাহিনী।
করিনু প্রতিজ্ঞা এই, অদ্যাবধি আমি
হইব কুশলকর্ম্মে রত অনুক্ষণ,
দান, দম, সংযমেতে যাপিব জীবন।
তা হ'লে আমিও শেষে ত্যজি মর্ত্ত্য দেহ
পশিব সে দেশে, যথা দুঃখ নাহি পশে।

সপ্তাহকাল অতীত হইলে দেবরাজ সারথি মাতলিকে আজ্ঞা দিয়া গুত্তিলকে রথারূঢ় করাইয়া বারাণসীতে পাঠাইয়া দিলেন। গুত্তিল বারাণসীতে ফিরিয়া, দেবলোকে স্বচক্ষে যাহা দেখিয়া আসিয়াছিলেন, মনুষ্যলোকে তাহা প্রচার করিলেন। তদবধি লোকে উৎসাহ-সহকারে পুণ্যানুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল মুসিল, অনিরুদ্ধ ছিলেন শক্র, আনন্দ ছিলেন সেই বারাণসীরাজ এবং আমি ছিলাম গুত্তিল গন্ধর্ব্ব]।

২৪৪—বীতেচ্ছ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন পলায়িত পরিব্রাজককে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই পরিব্রাজক না কি সমস্ত জম্বুদ্বীপে পরিভ্রমণ করিয়া কুত্রাপি তাঁহার সহিত বিচারক্ষম কোন পণ্ডিত দেখিতে পান নাই। অনন্তর তিনি শ্রাবস্তীতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কে আমার সহিত বিচার করিতে সমর্থ?" লোকে উত্তর দিল, "সম্যক্‌সম্বুদ্ধ।" তাহা শুনিয়া তিনি বহুজন পরিবৃত হইয়া জেতবনে উপস্থিত হইলেন। ভগবান্ তখন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকা এই চারি শ্রেণীর শিষ্যদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইতেছিলেন। পরিব্রাজক উপস্থিত হইয়াই, তাঁহাকে একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ উহার উত্তর দিয়া তাঁহাকেও একটী প্রশ্ন করিলেন। পরিব্রাজক উহার উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া সেথান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিলেন। সভাস্থ ব্যক্তিগণ ইহা দেখিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, আপনার একটী মাত্র পদপ্রয়োগে এই পরিব্রাজকের পরাজয় ঘটিল।" শাস্তা বলিলেন, "আমি এখনই যে ইহাকে একটীমাত্র পদ উচ্চারণ করিয়া পরাস্ত করিলাম, তাহা নহে, পূর্ব্বেও এইরূপে পরাস্ত করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যবাসী এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর কামনা পরিহারপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া বহুকাল হিমবন্ত প্রদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া কোন গণ্ডগ্রামের নিকটে গঙ্গার একটা বাঁকের মাথায়, পর্ণশালায় বাস করিতে লাগিলেন।

একদা কোন পরিব্রাজক সমস্ত জম্বুদ্বীপে নিজের সহিত বিচারক্ষম কোন লোক না পাইয়া সেই গণ্ডগ্রামে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার সহিত বিচার করিতে পারে, এখানে এমন কোন লোক আছে কি?" গ্রামবাসীরা উত্তর দিল, "আছেন বৈ কি?" এবং তাঁহার নিকট বোধিসত্ত্বের ক্ষমতা বর্ণন করিল। তাহা শুনিয়া তিনি বহুজন-পরিবৃত হইয়া, বোধিসত্ত্বের বাসস্থানে গেলেন এবং তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

* বীতেচ্ছ—বিগতেচ্ছ, যেমন বুদ্ধাদি—কেননা তাঁহারা তৃষ্ণা দমন করিয়াছেন।

বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বনগন্ধযুক্ত গঙ্গাজল পান করিবেন কি?" পরিব্রাজক তাঁহাকে বাগ্‌জালে আবদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, "গঙ্গা কি? গঙ্গা কি বালুকা, না জল?' গঙ্গা বলিলে কি এপার বুঝায়, না ওপার বুঝায়?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "যদি বালুকা, জল, এপার ও ওপার বাদ দেন, তবে আপনি গঙ্গা পাইবেন কোথা?" এই প্রশ্নে পরিব্রাজক নিরুত্তর হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া পলায়ন করিলেন। তিনি পলায়ন করিলে বোধিসত্ত্ব ধর্ম্মদেশনস্থান-সমাসীন ব্যক্তিদিগকে এই গাথাদ্বয় বলিলেন :—

দেখে যাহা, পেতে তাহা ইচ্ছা নাহি হয়।
দেখিতে না পায় যাহা, পেতে ইচ্ছা তায়।*
ঈপ্সিত-লাভের তরে ভ্রমি চিরদিন
কভু না লভিবে তাহা এই মতিহীন।

লভে যাহা, তুষ্ট তাহে নহে এর মন;
প্রার্থী যার, লভি তায় করয়ে হেলন।
এরূপে ইচ্ছার কভু না হয় পূরণ, †
বীতেচ্ছের গুণ তাই করি সঙ্কীর্ত্তন।

[সমবধান—তখন এই পরিব্রাজক ছিল সেই পরিব্রাজক এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

২৪৫—মূলপর্য্যায়-জাতক।

[শাস্তা যখন উক্‌কট্‌ঠার নিকটবর্ত্তী সুভগবনে ‡ অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন মূলপর্য্যায়সূত্রের § প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় তৎকালে ত্রিবেদ বিশারদ পঞ্চশত ব্রাহ্মণ বৌদ্ধশাসনে প্রবিষ্ট হইয়া পিটকত্রয় আয়ত্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহারা মদোন্মত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "সম্যক্‌সম্বুদ্ধ পিটক তিনখানি জানেন, আমরাও তাহাতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছি। আমাদের সহিত তাঁহার পার্থক্য কি?" তাঁহারা অতঃপর বুদ্ধোপাসনা ত্যাগ করিলেন এবং নিজেরাই শিষ্যের দল গড়িয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন।

একদিন এই সকল ব্রাহ্মণ শাস্তার নিকট উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময় তিনি অষ্টভূমিদ্বারা ¶ সুসজ্জিত করিয়া মূলপর্য্যায়সূত্র বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা উহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন, "আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি যে কুত্রাপি আমাদের মত পণ্ডিত নাই, এখন দেখিতেছে আমরা কিছুই জানিনা। ফলতঃ কেহই বুদ্ধের সদৃশ পণ্ডিত নহে। অহো! বুদ্ধের কি অপার গুণ!" এইরূপে উদ্ধৃতদন্ত সর্পের ন্যায় হৃতগর্ব্ব হইয়া তাঁহারা তদবধি শান্তশিষ্টভাবে চলিতে লাগিলেন।

---

* গঙ্গায় জল দেখিতেছে, অথচ জলাদি-বর্জ্জিত গঙ্গা চায়; সেইরূপ রূপাদিবিনির্মুক্ত আত্মা খুঁজিয়া বেড়ায়।

† কেননা ইহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে, তৃষ্ণারও দমন করিতে পারে না—একটা পাইলে তাহা তুচ্ছজ্ঞান করিয়া অন্য একটার দিকে ধাবিত হয়।

‡ উক্‌কট্‌ঠা কোথায় ছিল তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। প্রবাদ আছে যে লোকে উল্কা (মশাল) জ্বালিয়া এক রাত্রিতে এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম উক্‌কট্‌ঠা হয়।

"উক্‌কট্‌ঠাং নিস্‌সায় সুভগবনে" এইরূপ আছে। 'নিস্‌সায়' শব্দটীর অর্থ মোটামুটি 'নিকট' এইরূপ ধরিলেও ইহার একটু বিশিষ্টতা আছে। ভিক্ষুরা নগরে বাস করিতেন না, কিন্তু নগর বা জনপদ হইতে বহুদূরেও থাকিতে পারিতেন না, কারণ তাহা করিলে ভিক্ষাপ্রাপ্তি হইবে কিরূপে? এই জন্য তাঁহারা নগর বা জনপদের অনতিদূরে কোন নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন এবং ভিক্ষাচর্য্যার জন্য লোকালয়ে প্রবেশ করিতেন। অতএব নগর বা জনপদ তাঁহাদের আশ্রয়স্থানীয় ছিল। নিস্‌সায় শব্দটীতে এই আশ্রয়ের ভাব নিহিত আছে।

§ মূলপর্য্যায়সূত্র—মধ্যম নিকায়ের প্রথম সূত্র। ত্রিপিটকের এই সূত্রই সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ বলিয়া গণ্য।

¶ ভূমি অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞানের স্তর। 'অষ্টভূমি' বলিলে কামাবচরভূমি, রূপাবচরভূমি, অরূপাবচরভূমি এবং প্রথম ধ্যানভূমি ইত্যাদি পঞ্চভূমি এই আটটী বুঝায়। শাস্তা অগ্রে এই সকল ভূমি ব্যাখ্যা করিয়া পরে সূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এই অর্থ বুঝিতে হইবে।

শাস্তা উক্কট্ঠায় যথাভিরুচি বাস করিয়া বৈশালীতে গমন করিলেন এবং সেখানে গৌতম চৈত্যে অবস্থিতি করিয়া গৌতমসূত্র * বলিলেন। তচ্ছ্রবণে ভুবনসহস্র কম্পিত হইল এবং উক্ত ব্রাহ্মণভিক্ষুগণ অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

উক্কট্ঠায় অবস্থিতি-কালে শাস্তা যখন মূলপর্য্যায়সূত্রকথন শেষ করিয়াছিলেন, তখন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এইরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন :—"দেখ ভাই, বুদ্ধের কি অদ্ভুত ক্ষমতা! এই ব্রাহ্মণ প্রব্রাজকেরা এতদিন মদোন্মত্ত হইয়াছিল, কিন্তু মূলপর্য্যায়সূত্র শুনিয়া এখন কেমন বিনীত হইয়াছে!" ভিক্ষুরা এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, এমন সময় শাস্তা সেখানে গিয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ ভিক্ষুগণ, কেবল এজন্মে নহে, পুরাকালেও এই সকল ব্যক্তি অহঙ্কারে উচ্চশির হইয়া বিচরণ করিত এবং আমি তাহাদের দর্পচূর্ণ করিয়াছিলাম।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি বেদত্রয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এবং একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। পঞ্চশত ব্রাহ্মণকুমার তাঁহার নিকট বেদমন্ত্র শিক্ষা করিত। এই পঞ্চশত শিষ্যও সাতিশয় মনোযোগের সহিত বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিল, কিন্তু তাহাদের মনে গর্ব্ব জন্মিল, তাহারা ভাবিতে লাগিল, 'আচার্য্য যাহা জানেন, আমরাও তাহা জানি, বিদ্যাসম্বন্ধে আচার্য্যের সহিত আমাদের কিছুমাত্র পার্থক্য নাই।' এই গর্ব্বভরে তাহারা আচার্য্যের নিকট যাওয়া বন্ধ করিল, গুরুগৃহে শিষ্যদিগের যে সকল কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে, সমস্তই অবহেলা করিতে লাগিল।

একদিন বোধিসত্ত্ব বদরিবৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে এই দুর্ব্বিনীত শিষ্যগণ তাঁহাকে উপহাস করিবার অভিপ্রায়ে † ঐ বৃক্ষে নখাঘাত করিয়া বলিল, "এ গাছটা নিঃসার।" ‡ বোধিসত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন, শিষ্যগণ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই উপহাস করিতেছে। তিনি বলিলেন, "শিষ্যগণ, আমি তোমাদিগকে একটী প্রশ্ন করিব।" ইহাতে তাহারা অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া বলিল, "করুন, আমরা উত্তর দিতেছি।" আচার্য্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী দ্বারা প্রশ্ন করিলেন :—

> কালের কুক্ষিতে লয় সকলেই পায়,
> সর্ব্বভূতে খায় কাল, নিজেকেও খায়। §
> ভাবিয়া বলত দেখি, প্রিয় শিষ্যগণ,
> কে পারে এ হেন কালে করিতে ভক্ষণ।

প্রশ্ন শুনিয়া শিষ্যদিগের কেহই ইহার উত্তর নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না। তখন বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মনে করিও না যে এই প্রশ্নের উত্তর বেদত্রয়ে দেখিতে পাইবে। তোমরা ভাব যে আমি যাহা জানি, তোমরাও তাহা জান। এই গর্ব্বে তোমরাই বদরিবৃক্ষের দশাপন্ন হইয়াছ।§ তোমরা স্বপ্নেও ভাবনা যে তোমাদের অজ্ঞাত বহুবিষয় আমার জানা আছে। তোমরা এখন যাও, আমি সাত দিন সময় দিলাম। এই সময়ের মধ্যে চিন্তা করিয়া দেখ,

---

* গৌতমসূত্র—অঙ্গুত্তর নিকায়, ভরণ্ডু বগ্গ, তৃতীয় সুত্ত।

† মূলে 'তং বঞ্চেতুকামা' আছে। কিন্তু এখানে 'বঞ্চনা' বা 'প্রতারণা' অর্থ সুসঙ্গত নহে।

‡ বদরি বৃক্ষের না হউক, ফলের অসারতার প্রতি কটাক্ষপাত সাহিত্যে আছে :—

> নারিকেলসমাকারা দৃশ্যন্তেঽপি হি সজ্জনাঃ।
> অন্যে বদরিকাকারা বহিরেব মনোহরাঃ॥ (হিতোপদেশ, মিত্রলাভ, ৯৫ শ্লোক)।

বদরি ফল বাহিরে সুন্দর হইলেও ভিতরে তত সারবান্ নহে। পক্ষান্তরে নারিকেলের ইহার বিপরীতভাব। বাহ্য সৌন্দর্য্যের ও অন্তঃসারশূন্যতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মাকাল ফল।

§ কাল বা মহাকাল স্রষ্টা ও সর্ব্বসংহারক। গ্রীক পুরাণেও Kronos নিজের সন্তানদিগকে ভক্ষণ করিতেন বলিয়া বর্ণনা আছে।

প্রশ্নের সমাধান করিতে পার কি না।" এই আদেশ পাইয়া শিষ্যগণ বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব গৃহে গমন করিল, কিন্তু সপ্তাহকাল ভাবিয়াও প্রশ্নটীর আগাগোড়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। সপ্তম দিনে তাহারা পুনর্ব্বার আচার্য্যের নিকট গেল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভদ্রমুখগণ!* তোমরা আমার প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করিয়াছ কি?" তাহারা বলিল, "না মহাশয়, আমরা কিছু স্থির করিতে পারিলাম না।" বোধিসত্ত্ব তখন তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

> গ্রীবায় আবদ্ধ বৃহৎ, লোমশ
> বহু নরশির দেখিবারে পাই;
> কিন্তু এই ঘোর সংশয় আমার,
> কর্ণদ্বয় † বুঝি অনেকের(ই) নাই।

"তোমরা অতি অপদার্থ, তোমাদের কর্ণচ্ছিদ্রমাত্র আছে, কিন্তু প্রজ্ঞা নাই।" অনন্তর তিনি নিজেই প্রশ্নটীর উত্তর দিলেন। শিষ্যগণ তাহা শুনিল এবং "অহো, আচার্য্যের ‡ কি অদ্ভুত ক্ষমতা"! ইহা বলিয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা লাভ করিল। তদবধি তাহাদের দর্পচূর্ণ হইল এবং তাহারা যথারীতি আচার্য্যের সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিল।

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষুগণ ছিল সেই পঞ্চশত শিষ্য এবং আমি ছিলাম তাহাদের আচার্য্য।

২৪৬—তেলোবাদ-জাতক।§

[শাস্তা বৈশালীর নিকটবর্ত্তী কূটাগারশালায় অবস্থিতিকালে সিংহসেনাপতিকে || উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।

শুনা যায় এই ব্যক্তি ভগবানের শরণ লইয়া পরদিন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে মাংস-মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিতে দিয়াছিলেন। নির্গ্রন্থেরা এই কথা শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইল এবং তথাগতের অনিষ্টকামনায়, "শ্রমণ গৌতম জানিয়া শুনিয়া নিজের উদ্দেশ্যে লব্ধ মাংস ভক্ষণ করেন" এই গ্লানি রটাইতে লাগিল। ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র ¶ নিজের দলবল লইয়া শাস্তার গ্লানি রটাইয়া বেড়াইতেছেন—তিনি বলিতেছেন, শ্রমণ গৌতম জানিয়া শুনিয়া নিজের উদ্দেশ্যে নিহত পশুর মাংস ভক্ষণ করেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, নির্গ্রন্থজ্ঞাতিপুত্র যে কেবল এজন্মেই, আমি নিজের উদ্দেশ্যে নিহত

---

* যাহার মুখ দেখিলে সুপ্রভাত হইল মনে করা যায়। এই পদটী সাধারণতঃ সম্বোধনে, কখনও বা মধ্যম পুরুষে কর্ত্তৃপদরূপে ব্যবহৃত হইত। দিব্যাবদানে ইহা নিম্নকক্ষ ব্যক্তিদিগকে সম্বোধনের সময় প্রযুক্ত হইয়াছে; কিন্তু সাহিত্যদর্পণকার বলেন যে নাটকে রাজাকে সম্বোধন করিবার সময় ইহা প্রয়োগ করা হয়।

† উপদেশ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, প্রজ্ঞা।

‡ এখানে আচার্য্য শব্দটী বহুবচনান্ত আছে—বোধ হয় গৌরবে।

§ এই জাতকের নাম তেলোবাদ (তৈলাববাদ) কেন হইল বুঝা যায় না। উপসংহারে টীকাকার ইহাকে বালাববাদ জাতক বলিয়াছেন। ইহা সুসঙ্গত। (বাল=মূর্খ)।

|| সিংহসেনাপতি—ইনি বৈশালীরাজ্যের একজন সেনানী; ইনি পূর্ব্বে নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্রের শিষ্য ছিলেন, পরে বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হন। যুদ্ধ-সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের সহিত ইহার যে কথোপকথন হয়, বর্ত্তমান যুগে তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় অনেকেরই উপকার হইতে পারে।

¶ মূলে 'নিগণ্ঠ নাথপুত্ত' আছে, কিন্তু পালিসাহিত্যে সচরাচর 'নাটপুত্ত' দেখা যায়। দিব্যাবদানে ছয়জন তীর্থিকের সংস্কৃত নাম এইরূপ আছে:—পূরণ কাশ্যপ, মস্করী গোশালীপুত্র, সঞ্জয়ী বৈরট্টীপুত্র, অজিত কেশ কম্বল, ককুদ কাত্যায়ন এবং নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র। নির্গ্রন্থ বলিলে দিগম্বর জৈন বুঝায়। জৈনসম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর, বুদ্ধদেবের সমসাময়িক। অতএব বৌদ্ধসাহিত্যের নির্গ্রন্থ জ্ঞাতিপুত্র এবং মহাবীর একই ব্যক্তি।

পশুর মাংস খাইয়াছি বলিয়া আমার গ্লানি করিতেছেন তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। একদা তিনি লবণ ও অম্লের নিমিত্ত হিমালয় হইতে অবতীর্ণ হইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং পরদিন ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। একজন সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে নিজের গৃহে লইয়া গেল, একখানা আসন দেখাইয়া তাহাতে বসাইল, ভোজনের জন্য মৎস্য ও মাংস পরিবেষণ করিল, এবং তাঁহার আহার শেষ হইলে একপার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিল, "আপনার উদ্দেশ্যেই প্রাণী বধ করিয়া এই মাংস সংগ্রহ করা হইয়াছিল, অতএব এজন্য যে পাপ হইয়াছে তাহা আপনার, আমার নহে।" অনন্তর গৃহস্থ নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

> মারি, কাটি, বধি প্রাণী দুরাচারগণ
> মাংস দেয় অতিথিরে করিতে ভক্ষণ।
> যে মারে সেই কি শুধু পাপভাক্ হয়?
> যে খায় তারেও পাপ পরশে নিশ্চয়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

> দারাপুত্র বধি মাংস দুরাচারগণ
> দিতে পারে অতিথিরে করিতে ভক্ষণ।
> যদি সে অতিথি নিজে প্রজ্ঞাবান্ * হয়,
> পাপ তারে পরশিতে পারে না নিশ্চয়।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে গৃহস্থকে ধর্ম্মকথা বলিয়া আসন হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিলেন।

[সমবধান—তখন নির্গ্রন্থজ্ঞাতিপুত্র ছিলেন সেই সম্পন্ন গৃহস্থ এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

☞ দেবদত্ত বৌদ্ধসঙ্ঘের সংস্কারোদ্দেশ্যে যে সকল প্রস্তাব করেন, তন্মধ্যে ভিক্ষুদিগের মাংসাহার-পরিহার অন্যতম। বুদ্ধদেব কিন্তু দেবদত্তের অন্যান্য প্রস্তাবের ন্যায় এইটীও গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "ভিক্ষুরা ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য আহার করিবেন—গৃহীরা যাহা দিবে তাহাই গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করিবেন। তাঁহাদের খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। যদি কেহ মাংস দেয়, তবে তজ্জনিত পাপ দাতার, গৃহীতার নহে। বিশেষতঃ আমার শিষ্যপ্রশিষ্যগণ ধর্ম্মদেশনার জন্য সময়বিশেষে এমন দেশে যাইতে পারেন যেখানে মাংস আহার না করিলে দেহরক্ষাই অসাধ্য হয়। তবে কোন গৃহস্থ আমারই সেবার জন্য পশুবধ করিয়াছে, ইহা জানিয়া সেই মাংস গ্রহণ করিলে সে স্বতন্ত্র কথা।"

২৪৭—পাদাঞ্জলি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে স্থবির লালুদায়ীকে উপলক্ষ্য করিয়া এইকথা বলিয়াছিলেন।

একদিন মহাশ্রাবকদ্বয় † কোন একটা প্রশ্নের বিচার করিতেছিলেন, এবং ভিক্ষুগণ তাঁহাদের বিচার শুনিয়া প্রশংসা করিতেছিলেন। স্থবির লালুদায়ীও ‡ সেই সভায় বসিয়াছিলেন, তিনি কিন্তু ওষ্ঠ আকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতেছিলেন, 'আমি যাহা জানি, তাহার তুলনায় ইঁহাদের জ্ঞান অকিঞ্চিৎকর'। লালুদায়ীর ওষ্ঠকুঞ্চন দেখিয়া অন্যান্য স্থবিরেরা সেস্থান ত্যাগ করিলেন, কাজেই সভাভঙ্গ হইল।

ভিক্ষুরা এই ঘটনার সম্বন্ধে ধর্ম্মসভায় কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, লালুদায়ী অগ্রশ্রাবকদ্বয়ের প্রতি অনবজ্ঞা দেখাইয়া ওষ্ঠ আকুঞ্চিত করিয়াছিলেন।" তাঁহাদের

---

* অর্থাৎ ক্ষান্তি, মৈত্রী প্রভৃতি গুণসম্পন্ন।

† সারিপুত্র ও মহামৌদ্গল্যায়ন।

‡ লালুদায়ী বা লাড়ুদায়ী [লাল (স্থূলবুদ্ধি) + উদায়ী]। তুল' কালুদায়ী। লালুদায়ীর কথা ১ম খণ্ডের তণ্ডুলনালী-জাতকে (৫), লাঙ্গলীষা জাতকে (১২৩) এবং বর্ত্তমান খণ্ডের সোমদত্ত-জাতকেও (২১১) দেখা যায়।

কথা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বে এক জন্মেও লালুদায়ী ওষ্ঠ আকুঞ্চন করা ব্যতীত অন্য কিছু জানিত না।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার ধর্ম্মার্থানুশাসক অমাত্য ছিলেন। রাজার পাদাঞ্জলি নামক এক জড়মতি ও আলস্যপরতন্ত্র পুত্র ছিলেন।

কালসহকারে ব্রহ্মদত্তের মৃত্যু হইল, অমাত্যেরা তাঁহার প্রেতকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক পাদাঞ্জলিকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিবার মন্ত্রণা করিলেন এবং তাঁহাকে একথা জানাইলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "লোকের বিশ্বাস, এই রাজকুমার জড়মতি ও আলস্য-পরতন্ত্র। ইঁহাকে একবার ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া রাজপদে অভিষিক্ত করা যাউক।"

এই কথামত অমাত্যেরা একটা বিবাদের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কুমারকে আপনাদের সমীপে বসাইয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক অন্যায় বিচার করিলেন, অর্থাৎ যাহার ধন তাহাকে না দিয়া অন্যকে দিবার ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর তাঁহারা কুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখুন ত কুমার, আমরা কেমন ঠিক বিচার করিলাম।" কুমার কোন উত্তর না দিয়া কেবল ওষ্ঠ আকুঞ্চিত করিলেন। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "বোধ হইতেছে কুমারের বুদ্ধি আছে, আমরা যে অন্যায় বিচার করিয়াছি, তাহা ইনি বুঝিতে পারিয়াছেন।" এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

> প্রজ্ঞাবলে পাদাঞ্জলি ধ্রুব শ্রেষ্ঠ আমা সবাকার,
> তাই ওষ্ঠ আকুঞ্চিল, বুঝিয়াছে প্রকৃত ব্যাপার।

অনন্তর আর একদিনও অমাত্যেরা অন্য একটী বিচারের আয়োজন করিলেন এবং সেদিন প্রকৃত বিচার করিয়া পাদাঞ্জলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বলুন ত রাজপুত্র, আমরা কেমন ন্যায্য বিচার করিলাম।" পাদাঞ্জলি কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্ববৎ ওষ্ঠ আকুঞ্চিত করিলেন। তখন তাঁহার অজ্ঞানান্ধতা ও জড়তার সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

> ধর্ম্মাধর্ম্ম অর্থানর্থ বুঝিবারে নাহিক শকতি,
> ওষ্ঠ আকুঞ্চন ছাড়া নাহি কিছু জানে জড়মতি।

রাজকুমার পাদাঞ্জলি যে অতি জড়মতি, অমাত্যেরা ইহা বুঝিতে পারিয়া বোধিসত্ত্বকেই রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।

[সমবধান—তখন লালুদায়ী ছিল পাদাঞ্জলি এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিতামাত্য।]

২৪৮—কিংশুকোপম-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কিংশুকোপমসূত্র-প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা চারিজন ভিক্ষু তথাগতের নিকট গিয়া স্ব স্ব কর্ম্মস্থান * প্রার্থনা করিলেন। শাস্তা যাহার যে কর্ম্মস্থান তাহা নির্দেশ করিয়া দিলেন, ভিক্ষুরা উহা গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব রাত্রি-যাপনের ও দিবা-যাপনের স্থানে চলিয়া গেলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন ষড়্‌বিধ স্পর্শায়তন, † একজন পঞ্চস্কন্ধ, ‡ একজন মহাভূতচতুষ্টয়, § ও একজন অষ্টাদশ

---

* কর্ম্মস্থান অর্থাৎ ধ্যানের বিষয়। ১ম খণ্ডের ৯ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

† আয়তন—বৌদ্ধদর্শনে ছয়টী কর্ম্মেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় বা ত্বক্ এবং মন) এবং ছয়টী জ্ঞানের বিষয় এই বারটী আয়তন আছে। স্পর্শায়তনের ছয়টী অঙ্গ—চক্ষুস্পর্শ, শ্রোত্রস্পর্শ, ঘ্রাণস্পর্শ, জিহ্বাস্পর্শ, কায়স্পর্শ ও মনঃস্পর্শ।

‡ পঞ্চস্কন্ধ—অর্থাৎ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। লোকের যখন মৃত্যু হয় তখন স্কন্ধগুলিরও বিনাশ হয়, কিন্তু কর্ম্মফলে তৎক্ষণাৎ আবার নূতন স্কন্ধের উৎপত্তি হয়। প্রাণিমাত্রেই এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি। স্কন্ধবিহীন কোন আত্মা নাই।

§ বৌদ্ধমতে মহাভূত ৪টী মাত্র—পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু। তুল "চাতুর্ভৌতিকমিত্যেকে"-সাংখ্যসূ ৩।১৮।

ধাতু ধ্যান করিয়া * অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং তাহার পর শাস্তার নিকট গিয়া স্ব স্ব অধিগত গুণ বর্ণনা করিলেন। অনন্তর তাঁহাদের একজনের মনে বিতর্ক উপস্থিত হইল এবং তিনি শাস্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, সমস্ত কর্ম্মস্থানেরই চরমফল নির্ব্বাণ; ইহারা প্রত্যেকেই আবার অর্হত্ব প্রদান করে। ইহার তাৎপর্য্য কি জানিতে ইচ্ছা হয়।" শাস্তা বলিলেন, "কিংশুক বৃক্ষ দেখিয়া পূর্ব্বকালে ভ্রাতৃগণ যেরূপ নানারূপ উপলব্ধি করিয়াছিল, তোমরাও কি তাহাই করিতেছ না?" ভিক্ষুরা বলিলেন, "ভদন্ত, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে সেই বৃত্তান্ত বলুন।" তখন শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পূর্ব্বকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের চারিটী পুত্র ছিলেন। তাঁহারা একদিন সারথিকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভদ্র, আমরা কিংশুক বৃক্ষ দেখিব ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব আমাদিগকে উহা দেখাও।" সারথি, "যে আজ্ঞা, দেখাইব" বলিয়া অঙ্গীকার করিল, কিন্তু চারিজনকেই এক সঙ্গে না দেখাইয়া প্রথমে জ্যেষ্ঠ রাজকুমারকে রথে লইয়া অরণ্যে গমন করিল। তখন পত্রহীন কিংশুক বৃক্ষের কোরকোদ্গম হইতেছিল। সারথি রাজকুমারকে উহা দেখাইয়া বলিল, "এই কিংশুকবৃক্ষ।" ইহার পর একে একে সে এক জনকে নবপত্রোদ্গম-কালে, একজনকে পুষ্পিত-কালে এবং একজনকে ফলিত-কালে কিংশুক বৃক্ষ দেখাইল।

অনন্তর একদিন ভ্রাতৃচতুষ্টয় একত্র উপবেশন করিয়া, কিংশুক বৃক্ষ কীদৃশ, এই সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বলিলেন "কিংশুক বৃক্ষ অবিকল দগ্ধ স্থাণুর ন্যায়।" দ্বিতীয় কুমার বলিলেন, "উহা ঠিক ন্যগ্রোধ বৃক্ষের ন্যায়।" তৃতীয় কুমার বলিলেন, "উহা ঠিক মাংস-পেশীর ন্যায়।" চতুর্থ কুমার বলিলেন, "উহা ঠিক শিরীষ বৃক্ষের ন্যায়।" এইরূপে প্রত্যেকেই অপরের বর্ণনায় অসন্তুষ্ট হইলে, তাঁহারা পিতার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেব, কিংশুক বৃক্ষ কীদৃশ?" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে কিরূপ বলিয়াছ?" তাঁহারা যে যাহা বলিয়াছিলেন, রাজার নিকট নিবেদন করিলেন। তখন রাজা বলিলেন, "তোমরা চারিজনেই কিংশুক বৃক্ষ দেখিয়াছ বটে, কিন্তু সারথি যখন দেখাইয়াছিল তখন, কোন্ সময়ে কিংশুক বৃক্ষ কেমন দেখায়, ইহা তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা কর নাই; ইহাই তোমাদের সন্দেহের কারণ।" পুত্রদিগকে এইরূপে বুঝাইয়া রাজা নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

> কিংশুক দেখিলা সর্ব্বে তাতে কোন নাহিক সন্দেহ,
> কিন্তু সর্ব্বকালে ইহা কিরূপ, না জিজ্ঞাসিলা কেহ।

[শাস্তা এই রূপে ভিক্ষু-চতুষ্টয়ের সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া বলিলেন, "যেমন রাজকুমারগণ তন্ন তন্ন করিয়া জিজ্ঞাসা না করায় কিংশুক-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন, সেইরূপ তোমরাও এই ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছ। অনন্তর অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

> সর্ব্ববিধ জ্ঞানসহ, তন্ন তন্ন করি শিখি
> না করিলে ধর্ম্মের অর্জ্জন
> সন্দিহান হয় লোকে, কিংশুক-সম্বন্ধে যথা
> হয়েছিল রাজপুত্রগণ। †

---

* অষ্টাদশ ধাতু যথা, চক্ষু, রূপ, চক্ষুর্ব্বিজ্ঞান; শ্রোত্র, শব্দ, শ্রোত্রবিজ্ঞান, ঘ্রাণ, গন্ধ, ঘ্রাণবিজ্ঞান; জিহ্বা, রস, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়, স্প্রষ্টব্য, কায়বিজ্ঞান, মন, ধর্ম্ম, মনোবিজ্ঞান।

† অর্থাৎ এই ভিক্ষুরা স্রোতাপত্তিমার্গ ইত্যাদি পরিভ্রমণ না করিয়াই একেবারে অর্হত্বে উপনীত হইয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ইঁহাদের মনে স্রোতাপত্ত্যাদির উপযোগিতা-সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

[☞এই গল্প অল্পাধিক মাত্রায় পরিবর্তিত আকারে নানাস্থানে প্রচলিত দেখাযায়। উদাহরণস্বরূপ বহুরূপের গল্প, অন্ধচতুষ্টয়ের হস্তিরূপবর্ণন, দুইজন যোদ্ধার একটা চর্ম্মের বর্ণ লইয়া বিবাদ ইত্যাদি আখ্যায়িকা উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম খণ্ডের মারুত-জাতকও (১৭) তুলনীয়।]

২৪৯—শ্যালক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোন এক মহাস্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে যে এই স্থবির এক বালককে প্রব্রজ্যা দিয়া শেষে তাহাকে পীডন করিতেন। উক্ত শ্রামণের পীড়ন সহ্য করিতে অসমর্থ হইযা প্রব্রজ্যা পরিহার করিয়া যায়। তখন স্থবির তাহার নিকট গিয়া তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়া ভুলাইতে চেষ্টা করেন—বলেন, "দেখ বৎস, তোমার চীবর, তোমার পাত্র তোমারই হইবে; আমার আর এক প্রস্থ পাত্র ও চীবর আছে, তাহাও তোমায় দিব, এস, আবার প্রব্রাজক হও।" শ্রামণের প্রথমে বলিল, "আমি আর প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিব না," কিন্তু শেষে পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়া আবার প্রব্রজ্যা লইল। কিন্তু যে দিন সে প্রব্রাজক হইল, সেই দিন হইতেই স্থবির আবার তাহার পীড়ন আরম্ভ করিলেন, এবং পীডন সহ্য করিতে না পারিয়া আবারও সে সংসারাশ্রমে ফিরিয়া গেল। তখন স্থবির তাহাকে পুনর্ব্বার প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে উত্তর দিল, "আপনি আমায় দেখিতে পারেন না, অথচ আমি না থাকিলেও আপনার চলে না। আপনি চলিয়া যান, আমি আর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব না।"

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় এই ঘটনা-সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন "দেখ ভাই, সে বালকটীত ভাল বলিযা বোধ হয়, কেবল মহাস্থবিরের আশয় জানিয়া সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিল না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইযা তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং উহা জানিতে পাইয়া বলিলেন, "এই বালকটী যে কেবল এখনই ভাল, তাহা নহে, পূর্ব্বেও সে এই রূপই ছিল, কিন্তু একবার মাত্র এই ব্যক্তির দোষ দেখিতে পাইয়াই সে ইহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক সম্পন্ন গৃহস্থকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ধান্যবিক্রয় দ্বারা * জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময়ে এক সাপুড়ে একটা মর্কটকে শিক্ষা দিয়া ও তাহাকে বিষপ্রতিষেধক ঔষধ খাওয়াইয়া সাপের সহিত খেলা-করাইত এবং এই উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

একদা বারাণসীতে একটা উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা হইল। উৎসবে গিয়া আমোদ প্রমোদ করিবে এই উদ্দেশ্যে সাপুড়ে বোধিসত্ত্বের নিকট মর্কটটা লইয়া বলিল, "ভাই, এটা তোমার নিকট রহিল, দেখিও ইহার রক্ষণাবেক্ষণে যেন কোন ত্রুটি না হয়।" অনন্তর আমোদ প্রমোদ করিয়া সে সাতদিন পরে বোধিসত্ত্বের গৃহে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমার মর্কটটা কোথায়?" মর্কট প্রভুর স্বর শুনিয়াই ধানের দোকান হইতে ছুটিয়া আসিল। সাপুড়ে এক খানা বাঁশ দিয়া তাহার পিঠে আঘাত করিল, তাহাকে লইয়া একটা বাগানের এক পাশে বান্ধিয়া রাখিল এবং নিজে ঘুমাইয়া পড়িল। সে নিদ্রিত হইয়াছে জানিয়া মর্কটটা কোনরূপে বন্ধনমুক্ত হইল, পলাইয়া একটা আমগাছে উঠিল এবং একটা আম খাইয়া আঁটিটা সাপুড়ের গায়ের উপর ফেলিয়া দিল। ইহাতে সাপুড়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং সে এদিকে ওদিকে তাকাইয়া মর্কটকে দেখিতে পাইয়া ভাবিল, 'মিষ্টকথা দ্বারা ইহাকে ভুলাইয়া গাছ হইতে নামাইতে হইবে। তাহা করিলেই ইহাকে ধরিতে পারিব।' ইহা স্থির করিয়া সে মর্কটকে প্রলোভন দেখাইবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

---

* 'ধান্য' বলিলে কেবল 'ধান' নহে, যব, গম প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকার শস্য বুঝায়।

এস শ্যাল, * ঘরে চল, এস বৃক্ষ হ'তে নামি,
একপুত্রসম যত্নে পালিব তোমায় আমি।
যা কিছু ভোগের বস্তু রয়েছে আমার ঘরে,
একা তুমি কর ভোগ, যত ইচ্ছা অকাতরে।

ইহা শুনিয়া মর্কট নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিল :—

নিশ্চয় আমায় নাহি ভালবাস মনে,
প্রহারিলে বংশদণ্ডে তেঁই অকারণে।
পক্বাম্র হেথায় আমি যত ইচ্ছা খাই,
যথাসুখে গৃহে তুমি ফিরে যাও, ভাই।

ইহা বলিয়া মর্কট উল্লম্ফন করিতে করিতে বনের ভিতর প্রবেশ করিল, সাপুড়েও ক্ষুণ্নমনে গৃহে ফিরিয়া গেল।

[সমবধান—তখন এই ব্রাহ্মণের ছিল সেই মর্কট, এই মহাস্থবির ছিলেন সেই সাপুড়ে, এবং আমি ছিলাম সেই ধার্ম্মিক শস্যবিক্রেতা।]

২৫০—কপি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক কুহকী ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই লোকটার কুহকের কথা সকলেই জানিতে পারিয়াছিল। একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ভিক্ষু এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবেশ করিয়াও কুহক অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হন না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিয়া বলিলেন, "দেখ, এই ব্যক্তি যে কেবল এজন্মেই কুহকী হইয়াছে তাহা নহে; এ পূর্ব্বেও কুহকী ছিল। এ যখন মর্কটজন্ম লাভ করিয়াছিল, তখনও কেবল অগ্নির উত্তাপ পাইবার জন্য কুহকের আশ্রয় লইয়াছিল।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার বয়ঃপ্রাপ্তির পর এবং যখন তাহার পুত্র ছুটাছুটি করিতে শিখিল, তখন তাঁহার ব্রাহ্মণীর মৃত্যু হইল। তখন তিনি পুত্রটীকে কোলে লইয়া হিমবন্ত প্রদেশে চলিয়া গেলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া পর্ণশালায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্রটীও তখন তাপসকুমাররূপে লালিত পালিত হইতে লাগিল।

একদা বর্ষাকালে অবিরাম বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাহাতে একটা মর্কট শীতে এত কাতর হইল যে তাহার দাঁতে দাঁত লাগিয়া কট্ কট্ ও শরীর থর্ থর্ করিতে লাগিল। এই অবস্থায় সে বেড়াইতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব একখানা বড় কাঠ আনিয়া আগুন জ্বালিয়া মঞ্চের উপর শুইয়া রহিলেন; পুত্রটী সেখানে বসিয়া তাহার পা টিপিতে লাগিল। এদিকে সেই মর্কট কোন মৃত তাপসের ব্যবহৃত বল্কলাদি পাইয়া তাপস সাজিল। সে অন্তরবাস ও সজ্ঘাটি পরিল, এক স্কন্ধে অজিন ধারণ করিল, বাঁক ও কমণ্ডলু লইয়া ঋষিবেশে বোধিসত্ত্বের পর্ণশালাদ্বারে উপস্থিত হইল এবং সেখানে অগ্নি-সেবার আশায় কুহক করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া বোধিসত্ত্বের

---

* টীকাকার বলেন 'সালকা তি নামেন আলপস্তু।' বাঙ্গালা ভাষায় কাহাকেও 'শালা' বলিলে গালি দেওয়া হয়, কিন্তু প্রাচীন কালে 'শ্যালক' শব্দটী প্রীতিবোধকই ছিল। অনেক নাটকে রাজার প্রিয়পাত্র 'শ্যালক' নামে অভিহিত হইয়াছেন।

পুত্র বলিল, "বাবা, একজন তপস্বী শীতে কাতর হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে ভিতরে আসিতে বলুন, তিনি আসিয়া অগ্নিসেবা করুন।" পিতার নিকট এই প্রার্থনা করিবার সময় বালক নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

প্রশান্ত, সংযমী এক শীতার্ত তাপস এসে
রয়েছেন কুটীরের দ্বারে,
প্রবেশি কুটীরমাঝে শীত ক্লেশ নিবারিতে
দয়া করি বলুন উঁহারে।

পুত্রের কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব শয্যা হইতে উঠিলেন, বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া ছদ্মবেশী তাপসকে মর্কট বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিলেন :—

প্রশান্ত সংযমী তাপস এ নয়,
কপি এই, বৎস, জানিনু নিশ্চয়।
চরে গাছে গাছে, অপবিত্র করে
যখন ইহারা যেখানে বিহরে।
কোপনস্বভাব, অতি হীনমতি,
প্রবেশিলে ঘরে ঘটাবে দুর্গতি।

ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব একখণ্ড জ্বলন্ত কাষ্ঠ লইয়া মর্কটকে ভয় দেখাইলে সে লাফ দিতে দিতে চলিয়া গেল এবং বন ভাল লাগুক, নাই লাগুক, আর কখনও ঐ আশ্রমের নিকট আসিল না।

বোধিসত্ত্ব কালক্রমে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং পুত্রকে কৃৎস্নপরিকর্ম্ম শিক্ষা দিলেন;* পুত্রও ক্রমে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিল এবং পিতাপুত্র উভয়েই অপরিহীন ধ্যানদ্বারা ব্রহ্মলোকবাসের উপযুক্ত হইলেন।

[এইরূপে শাস্তা বুঝাইয়া দিলেন যে কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও ঐ ভিক্ষু কুহকী ছিল। অনন্তর তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া ভিক্ষুদিগের কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী, কেহ কেহ বা অনাগামী হইলেন।

সমবধান—তখন এই কুহকী ভিক্ষু ছিল সেই মর্কট, রাহুল ছিল সেই তাপসকুমার এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

☞ পূর্ব্ববর্ণিত মর্কট-জাতকে (১৭৩) এবং এই জাতকে প্রভেদ অতি অল্প।

---

* প্রথমখণ্ড, ৯৯ম পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

জাতক

ত্রি-নিপাত

২৫১—সঙ্কল্প-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী এক সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি রত্নশাসনে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি একদা শ্রাবস্তী নগরে ভিক্ষাচর্য্যার সময় কোন অলঙ্কৃতা রমণীকে দর্শন করিয়া মন্মথশরে ব্যথিত হইয়াছিলেন। তদবধি বিহারের কোন কার্য্যেই তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় যত্ন ছিল না। তাঁহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহার আচার্য্য, উপাধ্যায় প্রভৃতি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং যখন দেখিলেন তিনি পুনর্ব্বার সংসারাশ্রম গ্রহণার্থ ব্যগ্র হইয়াছেন, তখন বলিতে লাগিলেন, "দেখ, যাহারা কামাদি রিপুর তাড়নায় প্রপীড়িত, শাস্তা তাহাদের কষ্ট নিবারণ করিয়া থাকেন। তিনি সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া স্রোতাপত্তি ফল প্রভৃতি প্রদান করেন। চল, আমরা তোমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাই।" এই বলিয়া তাঁহারা উক্ত ভিক্ষুকে শাস্তার নিকট লইয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে ভিক্ষুগণ। এই ব্যক্তির এখানে আসিবার ইচ্ছা নাই, তথাপি তোমরা ইহাকে কেন এখানে লইয়া আসিলে?" ভিক্ষুরা তখন তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। তচ্ছ্রবণে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কিহে, তুমি কি সত্য সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ, ভদন্ত"। "ইহার কারণ কি?" উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু এই প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত প্রকৃত ঘটনা নিবেদন করিলেন। তখন শাস্তা বলিলেন, "দেখ, যাঁহারা ধ্যানবলে সমস্ত রিপু দমন করিয়াছিলেন, এতাদৃশ পুণ্যাত্মাদিগের অন্তঃকরণেও পুরাকালে রমণীদর্শনে অসাধুভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল। অতএব, সেই রমণী যে তোমার ন্যায় তুচ্ছ ব্যক্তির চিত্তবিকার ঘটাইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যখন বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিরাও কলুষতা হইতে নিষ্কৃতি পান না, যখন নিষ্কলঙ্ক-যশঃসম্পন্ন মহাত্মারাও অযশস্কর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখন অপবিশুদ্ধ ব্যক্তিদিগের ত কথাই নাই। যে বায়ুর বেগে সুমেরু কম্পিত হয়, তাহার আঘাতে কি শুষ্কপত্ররাশি স্থির থাকিতে পারে? যে রিপুর দ্বারা ভাবী অভিসম্বুদ্ধের হৃদয় পর্য্যন্ত আলোড়িত হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে তোমার ন্যায় পুরুষের পক্ষে অটল থাকা নিতান্তই অসম্ভব।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব অশীতিকোটি-ধনসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেন এবং বারাণসীতে প্রতিগমনপূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করিলেন। কালক্রমে যখন তাহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি তাঁহাদের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিলেন এবং ভাণ্ডারস্থ সুবর্ণ পরিদর্শন করিতে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এই যে রাশি রাশি ধন দেখিতে পাইতেছি, যাঁহারা ইহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে ত আর দেখিবার উপায় নাই।" এইরূপ চিন্তা দ্বারা তাঁহার অন্তঃকরণে দুঃখের উদ্রেক হইল এবং সর্ব্বশরীর হইতে স্বেদ নির্গত হইতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব দীর্ঘকাল সংসারে থাকিয়া মুক্তহস্তে দান করিলেন এবং শেষে বীতকাম হইয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য সাশ্রুনয়নে কত বুঝাইলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে প্রবেশ করিয়া এক রমণীয় স্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণপূর্ব্বক উঞ্ছবৃত্তিদ্বারা বন্যফলমূলে জীবন

ধারণ করিতে লাগিলেন এবং অচিরে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন। অতঃপর তিনি কিয়ৎকাল ধ্যানসুখে নিমগ্ন রহিলেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'লোকালয়ে গিয়া অম্লও লবণ সেবন করা যাউক; তাহা করিলে চলাফেরা হইবে, শরীরে বলাধান ঘটিবে। যে সকল লোকে মাদৃশ শীলবান্ ব্যক্তিকে ভিক্ষা দিবে ও অভিবাদন করিবে, তাহারাও জীবনান্তে স্বর্গে যাইবে।' এই চিন্তা করিয়া তিনি হিমালয় হইতে অবতরণ পূর্ব্বক পদব্রজে, ভিক্ষা করিতে করিতে, একদিন সূর্য্যাস্তকালে বারাণসীতে উপনীত হইলেন এবং সেখানে রাত্রিযাপনের স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে রাজোদ্যান দেখিতে পাইলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই স্থানটী নির্জ্জনবাসের উপযুক্ত; অতএব এখানেই অবস্থান করা যাউক।' তিনি ঐ উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইলেন এবং সেখানে বসিয়া সমস্ত রাত্রি ধ্যানসুখে অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইলে বোধিসত্ত্ব প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর জটা, অজিন ও বল্কলাদি যথারীতি বিন্যস্ত করিয়া পাত্রহস্তে ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ ও অন্তঃকরণ প্রশান্ত, গমন মহানুভাবব্যঞ্জক, দৃষ্টি যুগমাত্রস্থানে আবদ্ধ। তাঁহার দেহ-নিঃসৃত অত্যুজ্জ্বল তেজঃপুঞ্জ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

বোধিসত্ত্ব এই বেশে ক্রমশঃ রাজদ্বারে উপনীত হইলেন। রাজা তখন প্রাসাদের মহাতলে পাদচারণ করিতেছিলেন। তিনি বাতায়নের ভিতর দিয়া বোধিসত্ত্বকে অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহার গরিমাময়ী গমনভঙ্গী দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন 'যদি জগতে পূর্ণশান্তি নামে কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহা এই মহাত্মারই মনে বিদ্যমান আছে।' অনন্তর তিনি এক আমাত্যকে বলিলেন, "তুমি গিয়া ঐ মহাত্মাকে এখানে আনয়ন কর।"

অমাত্য গিয়া বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহার হস্ত হইতে ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন, "ভগবন্, রাজা আপনাকে ডাকিতেছেন।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বিজ্ঞবর, রাজা ত আমায় জানেন না।" "আচ্ছা, আমি যতক্ষণ না ফিরি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এখানে অবস্থিতি করুন।" এই বলিয়া অমাত্য রাজার নিকট গিয়া বোধিসত্ত্বের কথা জানাইলেন। রাজা বলিলেন, "আমাদের কোন কুলোপগ তাপস নাই * (অতএব তাঁহাকে কুলোপগের পদে প্রতিষ্ঠাপিত করিব), তুমি আবার যাও এবং তাঁহাকে এখানে লইয়া আইস।" তদনুসারে অমাত্য চলিয়া গেলেন, রাজা নিজেও বাতায়ন হইতে হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "ভদন্ত, দয়া করিয়া একবার এদিকে পদার্পণ করুন।" তখন বোধিসত্ত্ব অমাত্যের হস্তে ভিক্ষাপাত্র দিয়া মহাতলে অধিরোহণ করিলেন। রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, রাজপর্য্যঙ্কে উপবেশন করাইলেন, এবং নিজের জন্য যে ভক্ষ্যভোজ্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তাঁহার ভোজনের জন্য সেই সমস্ত আনাইয়া দিলেন। বোধিসত্ত্বের ভোজন শেষ হইলে রাজা তাঁহাকে কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সেগুলির উত্তর শুনিয়া উত্তরোত্তর এত প্রীত হইলেন, যে পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, আপনার আশ্রম কোথায়?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আমি হিমবন্ত প্রদেশে থাকি এবং সেখান হইতেই আসিতেছি।" "কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন?" "বর্ষাবাসের নিমিত্ত।" "তবে দয়া করিয়া আমার উদ্যানে অবস্থিতি করুন না কেন? তাপসদিগের যে চতুর্ব্বিধ উপকরণ † আবশ্যক, আপনি তাহার কোনটীরই অভাব বোধ করিবেন না, আমিও স্বর্গপ্রাপ্তিজনক পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারিব।" বোধিসত্ত্ব এই প্রার্থনায় সম্মত হইলে রাজা প্রাতরাশ সমাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া উদ্যানে

* 'কুলূপকতাপস' বা 'কুলূপগতাপস'—কুলং উপগচ্ছতি ইতি কুলোপগঃ—যিনি প্রতিদিন বাড়ীতে আগমন করেন এবং ভিক্ষাদি লইয়া যান।

† চীবর, পিণ্ডপাত (খাদ্য), শয়নাসন (শয্যা) ও ভৈষজ্য।

গেলেন, সেখানে তাঁহার জন্য পর্ণশালা, চঙ্ক্রমণস্থান, এবং দিবাভাগে ও রাত্রিকালে অবস্থিতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ প্রস্তুত করাইয়া দিলেন; প্রব্রাজকদিগের যে যে উপকরণ আবশ্যক সে সমস্তও আনাইয়া দিলেন। অনন্তর রাজা উদ্যানপালের উপর বোধিসত্ত্বের তত্ত্বাবধারণের ভার দিয়া প্রাসাদে ফিরিবার সময় বলিলেন, "ভদন্ত, আপনি এই স্থানে যথাসুখে বাস করুন।" তদবধি বোধিসত্ত্ব একাদিক্রমে দ্বাদশ বৎসর সেই উদ্যানে অবস্থিতি করিলেন।

অনন্তর রাজ্যের প্রত্যন্তবাসীরা বিদ্রোহী হইল। রাজা নিজেই তাহাদিগের দমনার্থ যাত্রা করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি মহিষীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেবি। হয় তোমাকে, নয় আমাকে রাজধানীতে থাকিতে হইবে।" মহিষী বলিলেন, "স্বামিন্, আপনি একথা বলিতেছেন কেন?" "আমাদের গুরুস্থানীয় শীলবান্ তাপসের কথা ভাবিয়া।" "আমি তাঁহার সেবা শুশ্রূষার ত্রুটি করিব না। তাঁহার ভার আমার উপর থাকিল, আপনি নিঃশঙ্কমনে যাত্রা করুন।" এই কথা শুনিয়া রাজা বিদ্রোহদমনার্থ চলিয়া গেলেন, মহিষী যথাপূর্ব্ব বোধিসত্ত্বের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব প্রতিদিন যথাসময়ে রাজপুরীতে যাইতে লাগিলেন। তিনি ইচ্ছামত প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া ভোজন-ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেন। একদিন মহিষী তাঁহার জন্য আহার প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার আসিতে কিছু বিলম্ব ঘটিল। তখন মহিষী সেই অবসরে স্নান করিয়া অলঙ্কার পরিধান করিলেন এবং অনুচ্চ শয্যা বিস্তারপূর্ব্বক পরিষ্কৃত শাটকদ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করিয়া তদুপরি শয়ন করিয়া রহিলেন। এদিকে বোধিসত্ত্ব দেখিলেন বেলা অধিক হইয়াছে, তিনি ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া আকাশপথে মহাবাতায়নদ্বারে উপনীত হইলেন। তাঁহার বল্কলের শব্দ শুনিয়া সহসা উত্থান করিবার সময় মহিষীর গাত্র হইতে সেই পীতোজ্জ্বল শাটক খসিয়া পড়িল। এই অপূর্ব্ব ও রমণীয় দৃশ্য দেখিয়া বোধিসত্ত্বের চিত্তবিকার ঘটিল এবং তিনি মহিষীর দিকে সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তখন করণ্ডকপ্রক্ষিপ্ত বিষধর যেমন ফণা বিস্তার করিয়া উত্থিত হয়, বোধিসত্ত্বের ধ্যান-নিরুদ্ধ কুপ্রবৃত্তি সেইরূপ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল, তিনি কুঠারচ্ছিন্ন ক্ষীর-পাদপের ন্যায় * অধঃপতিত হইলেন। দুষ্প্রবৃত্তির উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধ্যানবল বিনষ্ট ও ইন্দ্রিয়সমূহ কলুষিত হইল, তিনি ছিন্নপক্ষ কাকের ন্যায় নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আর পূর্ব্ববৎ উপবেশন করিয়া ভোজনের সামর্থ্য রহিল না। মহিষী তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেও তিনি আসন গ্রহণ করিলেন না, কাজেই মহিষী সমস্ত খাদ্য তাঁহার পাত্রে ঢালিয়া দিলেন। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন আহারান্তে বাতায়নের ভিতর দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া আকাশমার্গে প্রতিগমন করিতেন, কিন্তু আজ আর তাহা করিতে পারিলেন না, খাদ্য গ্রহণ করিয়া মহাসোপানপথে অবতরণ পূর্ব্বক উদ্যানে ফিরিয়া গেলেন। মহিষী বুঝিতে পারিলেন যে বোধিসত্ত্ব তাঁহার প্রতি নিবদ্ধচিত্ত হইয়াছেন।

বোধিসত্ত্ব উদ্যানে ফিরিলেন বটে, কিন্তু আহার করিতে পারিলেন না, তিনি ভোজ্যপাত্র আসনের নিম্নে ফেলিয়া রাখিলেন এবং "অহো। কি সুন্দর রমণী। ইহাঁর হস্তপদের গঠন কি সুঠাম। কটির কি অপূর্ব্ব ক্ষীণতা। ঊরুর কি মনোহর বিশালতা।" কেবল এই প্রলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি সপ্তাহকাল এইভাবে পড়িয়া রহিলেন, তাঁহার খাদ্য পচিয়া গেল, ঝাঁকে ঝাঁকে নীল মক্ষিকা আসিয়া উহা ছাইয়া ফেলিল।

এদিকে রাজা প্রত্যন্ত প্রদেশে শান্তি স্থাপন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। রাজধানী সুসজ্জিত হইল। তিনি নগর প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রথমে প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন, পরে

* ন্যগ্রোধ উডুম্বর, অশ্বত্থ ও মধুক (মহুয়া) এই চারি জাতীয় বৃক্ষ ক্ষীরতরু নামে বিদিত।

বোধিসত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে উদ্যানে গেলেন। সেখানে আশ্রমপাদের সর্ব্বত্র আবর্জ্জনা রহিয়াছে দেখিয়া তাঁহার মনে হইল, বোধিসত্ত্ব হয়ত অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। তাহার পর তিনি কুটীরের দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন বোধিসত্ত্ব শুইয়া আছেন। তখন তিনি ভাবিলেন 'সম্ভবতঃ ইঁহার অসুখ করিয়াছে।' ইহা মনে করিয়া তিনি গলিত খাদ্য সমস্ত ফেলাইয়া দিলেন, পর্ণশালা পরিষ্কৃত করাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, আপনি কি অসুস্থ হইয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "মহারাজ! আমি বিদ্ধ হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া রাজা বিবেচনা করিলেন, 'ইহা বোধ হয় আমার শত্রুপক্ষের কাজ। তাহারা আমার অন্য কোন ক্ষতি করিবার সুযোগ পায় নাই, কাজেই আমি যাঁহাকে শ্রদ্ধা করি, তাঁহারই অনিষ্ট করিবে এই সঙ্কল্পে ইঁহাকে শরবিদ্ধ করিয়াছে।" অনন্তর তিনি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া বোধিসত্ত্বের শরীর পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কোথাও ক্ষত দেখিতে পাইলেন না। কাজেই তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত! আপনি দেহের কোন অংশে বিদ্ধ হইয়াছেন?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ! আমাকে অন্যে বিদ্ধ করে নাই; আমি নিজেই নিজেকে বিদ্ধ করিয়াছি।" অনন্তর তিনি উত্থানপূর্ব্বক আসনে উপবেশন করিয়া এই গাথাগুলি আবৃত্তি করিলেন;—

> যে বাণে হৃদয় বেধ করিয়া আমার
> দহিছে সকল অঙ্গ, গড়ে নাই তারে
> বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত করি
> ইষুকার কোন; কিংবা ধনুর্দ্ধর কেহ
> করে নাই তাহারে নিক্ষেপ, মহারাজ,
> আকর্ণ টানিয়া গুণ লক্ষি মোর দেহ।
> কামরূপ-জলধৌত বিতর্ক-পাষাণে *
> শাণিত সে শর আমি হানিয়াছি নিজ
> বুকে, অপরের ইথে দোষ কিছু নাই।
> কোন অঙ্গে হেন ক্ষত দেখা নাহি যায়
> যা হ'তে আমার, ছুটি শোণিতের স্রাব
> করিবে দুর্ব্বল, মূঢ় আমি, হে রাজন্,
> চিত্তের দৌর্ব্বল্য হেতু, পরিহরি ধ্যান,
> স্বখাত সলিলে এবে ডুবিয়াছি হায়!

বোধিসত্ত্ব উল্লিখিত গাথাগুলি দ্বারা রাজাকে প্রকৃত ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন। তাহার পর তিনি রাজাকে পর্ণশালা হইতে বাহির করিয়া দিয়া কাৎস্ন পরিকর্ম্ম দ্বারা পুনর্ব্বার ধ্যানবল লাভ করিলেন, এবং পর্ণশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আকাশে আসন গ্রহণপূর্ব্বক রাজাকে নানাবিধ উপদেশ দিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, "মহারাজ। আমি হিমবন্তে ফিরিয়া যাইব।" রাজা বলিলেন, "আপনাকে যাইতে দিব না।" "মহারাজ। এখানে বাস করিয়া আমার যে অধঃপতন হইয়াছে তাহা ত আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমি কিছুতেই এখানে আর তিষ্ঠিতে পারিব না।" ইহা শুনিয়াও কিন্তু রাজা তাঁহাকে অনুরোধ করিতে বিরত হইলেন না, কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া আকাশপথে হিমবন্তে প্রতিগমন করিলেন এবং যাবজ্জীবন সেখানে অবস্থিতি করিয়া দেহান্তে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন এবং অন্য সকলে কেহ কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ কেহ সকৃদাগামী, কেহ কেহ বা অনাগামী হইলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

* বিতর্ক-চিন্তা। এখানে ইহা 'অকুশল বিতর্ক' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অকুশল বিতর্ক ত্রিবিধ—কামবিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক, বিহিংসা বিতর্ক।

২৫২—তিলমুষ্টি-জাতক

[শাস্তা জেতবনে জনৈক ক্রোধন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষু নাকি নিতান্ত কোপন ছিলেন। তাহার স্বভাব এমন রুক্ষ ছিল যে কেহ সামান্য কিছু বলিলেই তিনি ক্রুদ্ধ হইতেন ও দুর্ব্বাক্য বলিতেন এবং তাহাকে ঘৃণা ও অবিশ্বাস করিতেন।

একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, অমুক ভিক্ষু বড় কোপন ও রুক্ষস্বভাব; তিনি সামান্য কারণেই চুল্লীতে প্রক্ষিপ্ত লবণের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছটফট করেন। বুদ্ধ-শাসনে ক্রোধের স্থান নাই; অথচ ইহাতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও তিনি ক্রোধ দমন করিতে পারিলেন না।" এই কথা শুনিয়া শাস্তা একজন ভিক্ষু প্রেরণ করিয়া সেই ব্যক্তিকে আনাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তুমি কি প্রকৃতই কোপনস্বভাব?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, "হাঁ ভগবন্।" তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এ ব্যক্তি কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও অত্যন্ত কোপন ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ব্রহ্মদত্তকুমার। তখন এই নিয়ম ছিল যে নিজেদের রাজধানীতে সুবিখ্যাত অধ্যাপক থাকিলেও রাজারা পুত্রদিগকে বিদ্যাশিক্ষার্থ কোন দূরবর্ত্তী পররাজ্যে প্রেরণ করিতেন, কারণ তাঁহারা ভাবিতেন যে বিদেশে থাকিলে কুমারদিগের মনে দর্প ও অভিমান জন্মিতে পারিবে না, তাঁহারা শীতাতপাদি শারীরিক অসুবিধা সহ্য করিতে শিখিবেন এবং লোক চরিত্রে অভিজ্ঞ হইবেন। এই প্রথানুসারে, ব্রহ্মদত্তকুমার যখন ষোড়শবর্ষে উপনীত হইলেন, তখন রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া একযোড়া একতলিক পাদুকা,* একটী পত্রনির্ম্মিত ছত্র এবং সহস্র কার্ষাপণ দিয়া বলিলেন, "বৎস,তুমি এখন তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা কর।"

কুমার "যে আজ্ঞা" বলিয়া মাতা পিতার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক বারাণসী হইতে নিক্রান্ত হইলেন এবং যথাকালে তক্ষশিলায় উপনীত হইয়া আচার্য্যের গৃহ অনুসন্ধান করিয়া লইলেন। আচার্য্য তখন শিষ্যদিগকে পাঠ দিয়া গৃহদ্বারে পাদচারণ করিতেছিলেন; কুমার যেখান হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন, সেখানেই পাদুকা ও ছত্র ত্যাগ করিলেন, এবং প্রণিপাতপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহাকে ক্লান্ত দেখিয়া আচার্য্য তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া কুমার পুনর্ব্বার আচার্য্যের নিকট গেলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" কুমার বলিলেন, "ভগবন্, আমি বারাণসী হইতে আসিয়াছি। "তুমি কাহার পুত্র?" "আমি বারাণসী-রাজের পুত্র।" "কি জন্য আসিয়াছ?" "ভবৎসকাশে বিদ্যালাভের জন্য আসিয়াছি।" 'তুমি দক্ষিণা দিয়া বিদ্যা শিখিবে কিংবা গুরুশুশ্রূষা দ্বারা বিদ্যা শিখিবে?"† "আমি দক্ষিণা আনিয়াছি।" এই বলিয়া কুমার আচার্য্যের পাদমূলে সহস্রকার্ষাপণপূর্ণ থলিটী রাখিয়া দিয়া পুনর্ব্বার প্রণাম করিলেন।

ধর্ম্মান্তেবাসীরা দিবাভাগে আচার্য্যদিগের সাংসারিক কার্য্য করিয়া রাত্রিকালে পাঠ গ্রহণ করিত, কিন্তু যাহারা দক্ষিণা দান করিত, আচার্য্যেরা তাহাদিগকে জ্যেষ্ঠপুত্রবৎ মনে করিয়া শিক্ষা দিতেন। তক্ষশিলাবাসী এই আচার্য্যও ব্রহ্মদত্তকুমারের শিক্ষাসম্বন্ধে

---

* একতলিক উপাহনা—একখানা চামড়ার তলবিশিষ্ট জুতা। মধ্যদেশের ভিক্ষুদিগের পক্ষে এইরূপ জুতা ব্যবহার করার নিয়ম ছিল। প্রত্যন্তবাসী ভিক্ষুরা "গণংগণ" অর্থাৎ একাধিক চর্ম্মের তলবিশিষ্ট জুতা ব্যবহার করিতেন।

† মূলে "কিংতে আচরিয়ভাগো আভতো উদাহু ধম্মান্তেবাসিকো হোতুকামো সি?" অর্থাৎ 'তুমি আচার্য্য-ভাগ আনয়ন করিয়াছ বা ধর্ম্মান্তেবাসিক হইবে?" এইরূপ আছে।

সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। তিনি শুক্লপক্ষে যে যে দিন শুভযোগ পাইতেন, সেই সেই দিন তাঁহাকে পাঠ দিতেন। এইরূপে কুমারের শিক্ষাবিধান হইতে লাগিল।

একদিন কুমার আচার্য্যের সহিত স্নান কবিতে গেলেন। পথে এক বৃদ্ধা তিলেব খোবা ছাড়াইয়া শাঁসগুলি সম্মুখে ছড়াইয়া বসিয়াছিল। তাহা দেখিয়া কুমারেব তিলশাঁস খাইতে ইচ্ছা হইল এবং তিনি একমুষ্টি তুলিয়া মুখে দিলেন। বৃদ্ধা ভাবিল, ছেলেটীর বোধ হয় বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। সেজন্য সে কিছু না বলিয়া চুপ কবিয়া বহিল।

ইহার পরদিনও ঠিক ঐ সময়ে ঐরূপ ঘটিল এবং বৃদ্ধা সেদিনও বাঙ্‌নিষ্পত্তি কবিল না। কিন্তু তৃতীয় দিনেও কুমাব যখন ঐ কাণ্ড করিলেন, তখন সে বাহু তুলিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিল এবং বলিতে লাগিল, "দেখ, এই দেশ-প্রমুখ আচার্য্যা নিজের ছাত্রদিগেব দ্বাবা আমাব সর্ব্বস্ব লুঠ করাইতেছেন।" ইহা শুনিয়া আচার্য্য ফিবিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে, মা?" "প্রভু, আমি তিলশাঁস শুকাইতেছি; আপনার এই ছাত্রটী আজ এক মুষ্টি খাইল, কাল একমুষ্টি খাইয়াছিল, পরশুও একমুষ্টি খাইয়াছিল। এরূপ কবিলে যে শেষে আমার যথাসর্ব্বস্ব খাইয়া ফেলিবে।" "তুমি কান্দিও না; আমি তোমাকে তিলেব মূল্য দেওয়াইতেছি।" "আমি মূল্য চাই না, বাবাঠাকুর। আব যাহাতে এমন কাজ না কবে, এই শিক্ষা দিলেই যথেষ্ট হইবে।" "তবে দেখ, মা।" ইহা বলিয়া আচার্য্য দুই জন শিষ্য-দ্বারা কুমারেব দুই হাত ধবাইলেন, এবং "সাবধান, আব কখনও এমন কাজ করিও না," এইরূপ তর্জ্জন কবিতে কবিতে বংশযষ্টি দ্বারা তাহার পৃষ্ঠে তিনবার আঘাত করিলেন। ইহাতে আচার্য্যেব উপব কুমাবের ভয়ানক ক্রোধ জন্মিল; তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাঁহাব আপদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া আচার্য্য কুমাবের ক্রোধভাব বুঝিতে পাবিলেন।

অতঃপর কুমাব মনোযোগবলে বিদ্যাশিক্ষা সম্পূর্ণ করিলেন; কিন্তু তিনি সেই প্রহারের কথা হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, দিন পাইলে আচার্য্যের প্রাণবধ কবিব। তিনি বাবাণসীতে প্রতিগমন করিবার সময় যখন আচার্য্যের চরণবন্দনা কবিলেন, তখন বলিয়া গেলেন, "গুরুদেব, আমি বাজপদ লাভ করিলে, আপনার নিকট লোক পাঠাইব। আপনি যেন তখন দয়া করিয়া আমাব রাজ্যে পদার্পণ করেন।" কুমারের ভক্তির আধিক্য দেখিয়া আচার্য্য ইহাতে সম্মত হইলেন।

কুমার বারাণসীতে গিয়া মাতাপিতাব নিকট অধীত বিদ্যার পরিচয় দিলেন। রাজা বলিলেন, "বৎস, যখন ভাগ্যগুণে মরিবাব পূর্ব্বে তোমার মুখচন্দ্র দেখিতে পাইলাম, তখন আমাব জীবদ্দশাতেই তোমাকে বাজশ্রীসম্পন্ন দেখিতে ইচ্ছা করি।" এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি কুমারকে বাজপদে অভিষিক্ত করিলেন।

কুমার বাজ্যৈশ্বর্য্য লাভ কবিলেন, কিন্তু আচার্য্যের প্রতি যে ক্রোধভাব জন্মিয়াছিল তাহা ভুলিতে পাবিলেন না। যখনই সেই প্রহারের কথা মনে পড়িত, তখনই তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইত। তিনি আচার্য্যের প্রাণসংহার করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে আনয়ন কবিবাব জন্য দূত পাঠাইলেন।

আচার্য্য ভাবিলেন, 'এই রাজা যতদিন তরুণবয়স্ক থাকিবে, ততদিন ইঁহাব ক্রোধোপশম কবা যাইতে পারিবে না।' এই নিমিত্ত তখন তিনি বাবাণসীতে গমন করিলেন না। অনন্তর ব্রহ্মদত্ত-কুমাবেব রাজত্বকালেব যখন প্রায় অর্দ্ধ পরিমাণ অতীত হইল, তখন তাঁহার ক্রোধশান্তি সম্ভবপব মনে কবিয়া সেই আচার্য্য তক্ষশিলা হইতে যাত্রা করিলেন এবং বাজদ্বাবে উপনীত হইয়া সংবাদ পাঠাইলেন, "মহারাজকে বল যে তাঁহার আচার্য্য আসিয়াছেন।"

ইহা শুনিয়া রাজা আহ্লাদিত হইলেন এবং আচার্য্যকে স্বসমীপে আনয়ন করিবার নিমিত্ত একজন ব্রাহ্মণ পাঠাইলেন।

আচার্য্যকে দেখিয়া রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি আরক্তলোচনে অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখ, এই আচার্য্য আমার শরীরের যে অংশে প্রহার করিয়াছিলেন, এখনও সেখানে বেদনা অনুভব করিতেছি। ইঁহার কপালে মৃত্যু আছে; ইনি মরিবেন বলিয়াই এখানে আগমন করিয়াছেন, অদ্যই ইঁহার জীবনাবসান হইবে।" এইরূপ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে রাজা নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন:—

একমুষ্টি তিল তরে যে দুঃখ দিয়াছ মোরে,
ভুলিব না থাকিতে জীবন;
বাহুদ্বয় ধরি, পৃষ্ঠে কশাঘাত তিনবার
করেছিলা অতি নিদারুণ।
জীবনে কি নাই মায়া? বলত, ব্রাহ্মণ, মোরে
কি সাহসে আসিলে এখানে;
পারে কি ক্ষমিতে সেই, দহিছে যাহার মন
পূর্ব্বকৃত স্মরি অপমানে?

রাজা আচার্য্যকে এইরূপ মৃত্যুভয় দেখাইতে লাগিলেন। ইহার উত্তরে আচার্য্য নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

"আর্য্যগণ * দণ্ডদানে করেন দমন
যাহারা অনার্য্য পথে করে বিচরণ।
এ নহে ক্রোধের কাজ, শুন, ওহে মহারাজ;
শাসন ইহারে বলে যত জ্ঞানিজন;
যাহার মাহাত্ম্যে হয় সমাজ-রক্ষণ।

মহারাজ, পণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছেন, আপনিও সেইরূপ বুঝুন। এক্ষেত্রে ক্রোধ প্রদর্শন করা আপনার অকর্ত্তব্য। আমি যদি তখন আপনাকে ঐরূপ শাসন না করিতাম, তাহা হইলে আপনি ক্রমশঃ পিষ্টক, মিষ্টান্ন, ফলমূল প্রভৃতি অপহরণ করিতে করিতে চৌর্য্য-নিপুণ হইতেন, শেষে লোকের ঘরে সিঁদ কাটিতে † শিখিতেন, রাজপথে দস্যুবৃত্তি করিতেন, গ্রামে গ্রামে নরহত্যা করিয়া বেড়াইতেন। শান্তিরক্ষকেরা আপনাকে সাধারণের শত্রু মনে করিত এবং অপহৃত দ্রব্যসহ ধরিয়া আপনাকে রাজার নিকট লইয়া যাইত, রাজাও আদেশ দিতেন, 'ইহাকে দোষানুরূপ দণ্ড দাও।' ভাবিয়া দেখুন ত তাহা হইলে আপনার কি দুর্দ্দশা ঘটিত। আপনি কি এই অতুল সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিতেন? বলিতে কি, মহারাজ, আমি তখন দণ্ড দিয়াছিলাম বলিয়াই আজ আপনি এই ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছেন।"

আচার্য্য রাজাকে এইরূপ প্রবোধ দিতে লাগিলেন; পার্শ্বস্থ অমাত্যেরাও তাঁহার সার-গর্ভ বাক্য শুনিয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ, সত্য সত্যই এই আচার্য্যের প্রসাদে আপনি এত অভ্যুদয়শালী হইয়াছেন।" রাজা তখন আচার্য্যের গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন

* পালি টীকাকার আর্য্য শব্দের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—আর্য্য চতুর্ব্বিধ—আচারার্য্য, দর্শনার্য্য, লিঙ্গার্য্য, প্রতিবেধার্য্য। মনুষ্য হউক বা ইতর প্রাণী হউক, যে সদাচার-সম্পন্ন, সেই আচারার্য্য। যাহার চাল চলন সভ্যজনোচিত সে দর্শনার্য্য; দুঃশীল ব্যক্তিও শ্রমণের ন্যায় পরিচ্ছদ ধারণ করিলে তাহাকে লিঙ্গার্য্য বলা যায়। বুদ্ধ, প্রত্যেকবুদ্ধ প্রভৃতি প্রতিবেধার্য্য। "প্রতিবেধ" শব্দের অর্থ সূক্ষ্মদৃষ্টি বা তত্ত্বজ্ঞান। এই অর্থের সমর্থনার্থ টীকাকার তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; অনাবশ্যক বোধে সেগুলি এখানে প্রদত্ত হইল না।

† সিঁদকাটা—সন্ধিচ্ছেদন। রাজপথে দস্যুবৃত্তি—পন্থদ্রোহ। গ্রামে প্রবেশ করিয়া নরহত্যা—গ্রামঘাত সাধারণের শত্রু—রাজাপরাধিক। বামাল গ্রেপ্তার করা—সভাণ্ডগ্রহণ।

এবং বলিলেন, "গুরুদেব, অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করুন। আমার এই রাজ্য, এই ঐশ্বর্য্য সমস্তই আপনার চরণে অর্পণ করিলাম।" আচার্য্য বলিলেন, "মহারাজ, আমার রাজ্যে প্রয়োজন নাই।"

রাজা তখন তক্ষশিলায় লোক পাঠাইয়া আচার্য্যের পত্নী ও পুত্রকন্যা প্রভৃতিকে বারাণসীতে আনয়ন করিলেন, এবং তাঁহাকে বিপুল ধন দান করিয়া পুরোহিতের পদে বরণ করিলেন। তদবধি তিনি আচার্য্যকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার শাসনানুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। অনন্তর জীবনের অবশিষ্টকাল দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানে অতিবাহিত করিয়া তিনি দেহান্তে স্বর্গলাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই ক্রোধন ভিক্ষু অনাগামিফল প্রাপ্ত হইলেন; অপর অনেকে কেহ স্রোতাপত্তি, কেহ কেহ সকৃদাগামিফলও লাভ করিলেন।

সমবধান—তখন এই ক্রোধন ভিক্ষু ছিল রাজা ব্রহ্মদত্তকুমার এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

২৫৩—মণিকণ্ঠ-জাতক।

[শাস্তা আলবির নিকটবর্ত্তী* অগ্রালব চৈত্যে অবস্থিতি করিবার সময় কুটিকার-শিক্ষাপদসম্বন্ধে† এই কথা বলিয়াছিলেন। আলবির ভিক্ষুগণ কুটীর প্রস্তুত করিবার সময় লোকের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা এজন্য কখনও কথায়, কখনও ইঙ্গিতে অভাব জানাইয়া অতি অধিক মাত্রায় যাচ্ঞা করিয়া বেড়াইতেন। সকল ভিক্ষুর মুখেই এক কথা:—"আমাদিগকে জন দাও, মজুর খাটাইবার জন্য যাহা (দ্রব্য বা অর্থ) আবশ্যক‡ তাহা দাও" ইত্যাদি। যাচ্ঞা ও বিজ্ঞাপ্তির এই অতিমাত্রা বশতঃ লোকে বড় উপদ্রুত হইয়াছিল, এমন কি ভিক্ষু দেখিলেই শেষে তাহারা ভীত ও ত্রস্ত হইয়া পলাইয়া যাইত।

অনন্তর একদিন আয়ুষ্মান্ মহাকাশ্যপ আলবিতে গিয়া ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তত্রত্য লোকে তাঁহার ন্যায় স্থবিরকে দেখিয়াও পূর্ব্ববৎ পলায়ন করিল।§ তিনি আহারান্তে ভিক্ষাচর্য্যা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, পূর্ব্বে এই আলবিতে ভিক্ষা অতি সুলভ ছিল, কিন্তু এখন এখানে ভিক্ষা দুর্লভ হইয়াছে। ইহার কারণ কি বল ত?" ভিক্ষুরা তখন তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন।

এই সময়ে ভগবান্ আলবিতে গিয়া অগ্রালব চৈত্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। মহাকাশ্যপ তাঁহার নিকট গিয়া ভিক্ষুদিগের এই কাণ্ড নিবেদন করিলেন। তখন ইহার প্রতিবিধানার্থ শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘকে সমবেত করিয়া আলবির ভিক্ষুদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষুগণ, তোমরা লোকের নিকট বহু যাচ্ঞা করিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিতেছ, একথা সত্য কি?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "হাঁ ভদন্ত, একথা সত্য।" তখন শাস্তা ভিক্ষুদিগকে

---

* আলবি (আটবী)—শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহে যাইবার পথে। ১ম খণ্ডের ২৮০ম পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য।

† কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইলে ভিক্ষুদিগকে যে যে উপদেশ পালন করিতে হইবে (শিক্ষাপদ=উপদেশ)। এ সম্বন্ধে তৃতীয় খণ্ডের ব্রহ্মদত্ত জাতক (৩২৩) এবং অহিনেন জাতক [২০৩] দ্রষ্টব্য। এই শিক্ষাপদ বিনয়পিটকের সূত্রবিভঙ্গে দেখা যায়। ভিরুটের স্তূপে দেখা যায় এক ব্যক্তি কুটীরের সম্মুখে বসিয়া পঞ্চশীর্ষ একটা সর্পের সহিত আলাপ করিতেছে। সম্ভবতঃ উহা এই জাতক অবলম্বন করিয়া উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

‡ মূলে 'পুরিসত্থকরম্' আছে। ইহার অর্থ—"যদ্দারা লোক খাটাইতে পারা যায়" অর্থাৎ হয় মজুর দাও, নয় মজুর খাটাইবার মজুরী দাও। যাচন—মুখ ফুটিয়া প্রার্থনা করা; বিঞ্ঞাত্তি (বিজ্ঞাপ্তি)—কথা না বলিয়া অভাব জানান। ভিক্ষা প্রার্থনার নাম বিজ্ঞাপ্তি;—ভিক্ষু কেবল পাত্র হস্তে করিয়া গৃহস্থের দ্বারদেশে দাঁড়াইবেন; কোন কথা বলিতে বা অঙ্গসঞ্চালনাদি করিতে পারিবেন না।

§ মূলে "পটিজগ্গিংসু" ও "পটিপজ্জিংসু" এই দুই পাঠ দেখা যায়। ইহার কোনটীতেই অর্থ ভাল হয় না। পটিপজ্জিংসু এই পাঠ ভাল। ইহার অর্থ—অন্য লোকে যেরূপ করিয়াছিল, ইহারাও সেইরূপ করিল, অর্থাৎ মহাস্থবিরকে দেখিয়াই পলাইয়া গেল।

ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, 'কেহ অতিরিক্ত যাচ্ঞা করিলে সপ্তরত্নপরিপূর্ণ * নাগলোকের অধিবাসী-দিগেরও বিরক্তি জন্মে; মনুষ্যদিগের পক্ষে ত আরও অধিক বিরক্তি হইবে, কারণ পাষাণ হইতে মাংস উৎপাটন করাও যেমন দুষ্কর, মানুষের নিকট হইতে একটী কার্ষাপণ আদায় করাও সেইরূপ দুষ্কর।" অনন্তর তিনি একটী অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন মহাবিভবশালী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যখন ছুটাছুটি করিতে শিখিলেন, তখন অন্য এক পুণ্যবান্ সত্ত্ব তাঁহার জননীর কুক্ষি হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহাদের মাতাপিতার মৃত্যু হইল। ইহাতে তাঁহারা এতদূর দুঃখিত হইলেন, যে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠের পর্ণশালা গঙ্গার উজানে এবং কনিষ্ঠের পর্ণশালা গঙ্গার ভাটীতে অবস্থিত হইল। †

একদা মণিকণ্ঠ নামক নাগরাজ স্বীয় বাসস্থান হইতে বহির্গত হইয়া মানববেশে গঙ্গাতীরে বিচরণ করিতে করিতে কনিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বন্দনা করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। অনন্তর উভয়ে শিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন এবং পরস্পরের প্রতি এমন অনুরক্ত হইলেন যে, শেষে একের পক্ষে অন্যকে ছাড়িয়া থাকা অসম্ভব হইল। অতঃপর মণিকণ্ঠ পুনঃ পুনঃ কনিষ্ঠ তাপসের নিকট আসিতেন, অনেকক্ষণ বসিয়া কথোপকথন করিতেন, যাইবার সময় স্নেহবশে প্রকৃত রূপ ধারণপূর্ব্বক নিজের দেহদ্বারা তাপসকে বেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করিতেন, তাঁহার মস্তকের উপর আপনার বৃহৎ ফণা বিস্তৃত করিতেন এবং এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া স্নেহ-বিনোদনান্তে তাপসের দেহ হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া ও তাঁহাকে বন্দনা করিয়া স্বভবনে প্রতিগমন করিতেন। কনিষ্ঠ তাপস মণিকণ্ঠের ভয়ে (অর্থাৎ তদীয় প্রকৃতরূপ দেখিয়া) ক্রমে কৃশ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার ত্বক্ রুক্ষ ও বিবর্ণ হইল, সমস্ত শরীর দিন দিন পাণ্ডুবর্ণ হইল, বাহির হইতে ধমনিগুলি দেখা যাইতে লাগিল।

এই অবস্থায় কনিষ্ঠ তাপস একদিন অগ্রজের নিকট গমন করিলেন। অগ্রজ জিজ্ঞাসিলেন "ভাই, তুমি কৃশ হইয়াছ কেন? তোমার দেহ রুক্ষ ও বিবর্ণ, এবং চর্ম্ম পাণ্ডুর হইয়াছে, তোমার ধমনিগুলি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে; ইহার কারণ কি?" কনিষ্ঠ তখন অগ্রজকে সমস্ত ব্যাপার জানাইলেন। তাহা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "সত্য বলত, তুমি সেই নাগের আগমন ইচ্ছা কর, কি না কর।" "না, আমি ইচ্ছা করি না।" "সেই নাগরাজ তোমার নিকট কি আভরণ পরিধান করিয়া আসিয়া থাকে?" "তাহার কণ্ঠে এক মহামূল্য মণি থাকে।" "তাহা হইলে, যখন ঐ নাগরাজ আবার আসিবে, তখন সে বসিবার পূর্ব্বেই তুমি বলিবে, 'আমাকে ঐ মণিটা দাও।' ইহা বলিলে সে তোমাকে নিজের দেহদ্বারা বেষ্টন না করিয়াই চলিয়া যাইবে। তাহার পরদিন, তুমি আশ্রম দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং তাহাকে আসিতে দেখিলেই মণিটা চাহিবে। তৃতীয় দিনে গঙ্গাতীরে থাকিয়া, সে যখন জল হইতে উপরে উঠিবে, তখন চাহিবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ প্রার্থনা করিলে সে আর কখনও তোমার নিকটে আসিবে না।"

কনিষ্ঠ তাপস জ্যেষ্ঠের নিকট অঙ্গীকার করিলেন, "বেশ, তাহাই করিব", এবং নিজের পর্ণশালায় ফিরিয়া গেলেন। সেখানে পরদিন নাগরাজ আসিয়া যেমন উপস্থিত হইলেন, অমনি

---

* সপ্তরত্ন, যথা—সুবর্ণ, রজত, মুক্তা, মণি, বৈদূর্য্য, বজ্র, প্রবাল। মণি=পদ্মরাগাদি; বৈদূর্য্য=cat's eye, বজ্র=হীরক।

† "উর্দ্ধগঙ্গায়" এবং 'অধোগঙ্গায়।"

তিনি প্রার্থনা করিলেন, "আমাকে তোমার এই আভরণখানি দান কর।" ইহা শুনিয়া নাগরাজ আসন গ্রহণ না করিয়াই পলায়ন করিলেন। অতঃপর দ্বিতীয় দিবসে তাপস আশ্রমদ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং নাগরাজকে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "কাল আমাকে তোমার রত্নাভরণখানি দাও নাই, আজ কিন্তু দিতেই হইবে।" ইহা শুনিয়া নাগরাজ আশ্রমের ভিতর প্রবেশ না করিয়াই পলায়ন করিলেন। সর্ব্বশেষে, তৃতীয় দিনে তিনি যখন জল হইতে উত্থিত হইতেছিলেন, সেই সময়েই কনিষ্ঠ তাপস বলিলেন, "আজ লইয়া তিন দিন যাচ্ঞা করিলাম, এখন তোমার রত্নাভরণখানি আমায় দান কর।" তখন নাগরাজ জলের মধ্যে থাকিয়াই নিম্নলিখিত গাথাদ্বয়ে তাপসের প্রার্থনার প্রত্যাখ্যান করিলেন :—

প্রচুর প্রকৃষ্ট ভোজ্য পেয় আমি পাই
এ মণির গুণে সদা, শুন মোর ভাই।
বিরক্ত করিলে ইহা চাহি বার বার,
দিবনা ক, আসিব না আশ্রমে তোমার।

যুবক শাণিত অসি করি আস্ফালন,*
করে অপরের মনে ভীতি উৎপাদন,
তুমিও অন্যায়রূপে, যাচি এই মণি,
ভয় দেখাইলে, হায়, আমায় তেমনি।
বিরক্ত করিলে ইহা চাহি বার বার,
দিবনা ক, আসিব না আশ্রমে তোমার।

ইহা বলিয়া নাগরাজ জলে নিমগ্ন হইলেন এবং নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন; তিনি আর ফিরিয়া আসিলেন না।

কিন্তু কনিষ্ঠ তাপস সেই সুদর্শন নাগরাজের অদর্শনহেতু অধিকতর কৃশ, বিবর্ণ ও পাণ্ডু হইলেন, তাঁহার ধমনিগুলি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ফুটিয়া উঠিল। এদিকে জ্যেষ্ঠ তাপস কনিষ্ঠের অবস্থা জানিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার নিকট গিয়া দেখিলেন, তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছেন। ইহাতে বিস্মিত হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই তোমাকে যে পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিকতর পাণ্ডুবর্ণ দেখা যাইতেছে, ইহার কারণ কি?" কনিষ্ঠ বলিলেন, "সেই দর্শনীয় নাগরাজের অদর্শনহেতু।" ইহা শুনিয়া জ্যেষ্ঠ বুঝিতে পারিলেন যে, এই তপস্বী নাগরাজ বিনা থাকিতে পারেন না। তখন তিনি নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

প্রীতি যায় পেতে তব আকিঞ্চন,
যাচ্ঞা তার কাছে করো না কখন।
অতি যাচ্ঞায় করি জ্বালাতন
হয় লোকে শেষে বিদ্বেষ-ভাজন।
মণির লাগিয়া ব্রাহ্মণ মাগিল,
সেই হেতু নাগ অদৃশ্য হইল।

এই কথা বলিয়া জ্যেষ্ঠ তাপস কনিষ্ঠকে আশ্বাস দিলেন এবং "আর শোক করিও না" এই উপদেশ দিয়া আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। অতঃপর উভয় সহোদরই অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

---

* মূলে "সুসূ যথা সক্খরধোতপাণি" আছে। টীকাকার এখানে গোটা "অসি" শব্দটী উহ্য ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নচেৎ অর্থ হয় না। শিশু (অর্থাৎ যুবক) অসি প্রস্তরে শাণিত করিয়া ধারণ করিয়াছে, এইরূপ ভাব।

[কথান্তে শাস্তা বলিলেন, "অতএব দেখিলে, ভিক্ষুগণ, যে সপ্তরত্নপরিপূর্ণ নাগলোকের অধিবাসীরাও অতি মাৎসর্য্যে উত্তেজিত হইয়া থাকে, মনুষ্যদিগের ত দূরের কথা।" অনন্তর তিনি ধর্ম্মদেশনা করিয়া জাতকের সমবধান করিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই কনিষ্ঠ তাপস এবং আমি ছিলাম সেই জ্যেষ্ঠ তাপস।]

২৫৪—কুণ্ডককুক্ষি সৈন্ধব জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে স্থবির সারিপুত্রের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। একদা সম্যক্‌সম্বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস করিয়া ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়াছিলেন। তিনি শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া গেলে তত্রত্য অধিবাসীরা তাঁহার সৎকারার্থ বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে নানাবিধ উপহারদানের আয়োজন করিয়াছিল। তাহারা এক ধর্ম্মঘোষক † ভিক্ষুকে বিহারে রাখিয়া তাঁহার উপর এই ভার দিল যে নগরবাসীদিগের যে যে আসিয়া যত জন ভিক্ষুকে দান দিতে চাহিবে, তিনি সেই সেই ব্যক্তিকে তত জন ভিক্ষু দিবেন।

শ্রাবস্তীর এক দরিদ্রা বৃদ্ধা রমণী একজন ভিক্ষুর উপযুক্ত খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছিল। সে উষাকালে ধর্ম্মঘোষকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আমায় এক জন ভিক্ষু দিন।" কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই তিনি নগরবাসীদিগের প্রার্থনামত তাহাদের মধ্যে ভিক্ষু বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন; কাজেই বৃদ্ধাকে বলিলেন, আমি ত সমস্ত ভিক্ষুই বিলি করিয়া দিয়াছি, তবে স্থবির সারিপুত্র এখনও বিহারে আছেন, তুমি তাঁহাকে ভিক্ষা দাও গিয়া।" ইহা শুনিয়া সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং "যে আজ্ঞা" বলিয়া জেতবনের দ্বার কোষ্ঠকের নিকট স্থবিরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অনন্তর সারিপুত্র সেখানে উপস্থিত হইলে বৃদ্ধা তাঁহাকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক তাঁহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিল এবং তাঁহাকে নিজের গৃহে লইয়া গিয়া আসনে বসাইল।

অনেক বহু-শ্রদ্ধান্বিত গৃহস্থ শুনিতে পাইলেন যে এক বৃদ্ধা নাকি ধর্ম্মসেনাপতিকে লইয়া নিজের গৃহে উপবেশন করাইয়াছে। কোশলরাজ প্রসেনজিৎও এ কথা শুনিলেন এবং বৃদ্ধার নিকট একখানি শাটক, সহস্রমুদ্রাপূর্ণ একটী স্থবিকা ও বহুবিধ খাদ্য প্রেরণ করিয়া বলিয়া দিলেন, স্থবিরকে পরিবেষণ করিবার সময় আর্য্যা যেন এই শাটক পরিধান করেন এবং এই সহস্র কার্ষাপণ ব্যয় করেন।" রাজার দেখাদেখি অনাথপিণ্ডদ, খুল্ল অনাথপিণ্ডদ এবং মহোপাসিকা বিশাখাও বৃদ্ধার নিকট ঐরূপ উপহার পাঠাইলেন; অন্যান্য গৃহস্থ স্ব স্ব সাধ্যানুসারে কেহ একশত, কেহ দ্বিশত কার্ষাপণ প্রেরণ করিলেন। এইরূপে একদিনেই সেই বৃদ্ধা শতসহস্র কার্ষাপণ প্রাপ্ত হইল।

স্থবির সারিপুত্র বৃদ্ধাদত্ত যাগু পান করিলেন, খাদ্য ও পক্বান্ন আহার করিলেন এবং অনুমোদনান্তে তাহাকে স্রোতাপত্তিফল প্রদান করিয়া বিহারে প্রতিগমন করিলেন। অনন্তর ধর্ম্মসভায় ভিক্ষুরা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, ধর্ম্মসেনাপতি এই বৃদ্ধা গৃহপত্নীর দৈন্য দূর করিলেন, তিনিই এই দরিদ্রার প্রধান আশ্রয় হইয়াছেন, তিনি তৎপ্রদত্ত খাদ্যগ্রহণে ঘৃণা প্রদর্শন করেন নাই।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রশ্নদ্বারা তাহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ, সারিপুত্র যে কেবল এ জন্মেই এই বৃদ্ধার আশ্রয় হইয়াছেন এবং নির্ঘৃণ হইয়া তৎপ্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে; পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব উত্তরাপথে এক বণিক্‌কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন উত্তরাপথ হইতে পঞ্চশত অশ্ববণিক্ বারাণসীতে গিয়া অশ্ব বিক্রয় করিত।

একদা এক অশ্ববণিক্ পঞ্চশত অশ্ব লইয়া বারাণসীর অভিমুখে যাইতেছিল। পথে বারাণসীর অনতিদূরে এক নিগমগ্রাম ‡ ছিল। সেখানে পূর্ব্বে এক মহাবিভবশালী শ্রেষ্ঠী বাস করিতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে তখন তাঁহার প্রকাণ্ড বাসভবনটী ছিল, কিন্তু বংশ

---

* সৈন্ধব-সিন্ধুদেশজ অশ্ব; যে কোন উৎকৃষ্ট অশ্ব। কুণ্ডককুক্ষি—যে কুঁড়া খাইয়া পুষ্ট হইয়াছে।

† যে ভিক্ষু কাঁসর বা ঘণ্টা বাজাইয়া ধর্ম্মদেশনার সময় বিজ্ঞাপন করে।

‡ Market-town, যে সহরে ক্রয়বিক্রয়াদির জন্য হাট বসে।

ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া একমাত্র বৃদ্ধা রমণীতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ঐ বৃদ্ধাই তখন উক্ত প্রাসাদে বাস করিতেন। অশ্ববণিক্ এই নিগমগ্রামে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বাড়ী ভাড়া লইল এবং অশ্বগুলিকে একপার্শ্বে রাখিয়া দিল। ঘটনাক্রমে ঐ দিনই তাহার অশ্বদিগের মধ্যে এক আজানেয়ী অশ্বিনী শাবক প্রসব করিল। কাজেই বণিক্‌কে আরও দুই তিন দিন সেখানে থাকিতে হইল। অনন্তর সে রাজদর্শনার্থ যাত্রা করিল। তাহাকে যাত্রা করিতে দেখিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, "ঘরভাড়া দিলে না ?" "দিচ্ছি, মা।" "ভাড়া দিবার সময় আমাকে এই অশ্বশাবকটা দাও এবং ভাড়া হইতে উহার দাম কাটিয়া লও।" বণিক্ তাহাই করিয়া প্রস্থান করিল।

বৃদ্ধা অশ্বশাবকটীকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতে লাগিলেন, এবং ভাত, কুঁড়া, পোড়াভাত, ও অন্য পশুরা খাইয়া যে ঘাস রাখিয়া দিত, এই সকল খাওয়াইয়া তাহার লালন পালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে বোধিসত্ত্ব পঞ্চশত অশ্বসহ বারাণসীতে যাইবার সময় ঐ বাড়ীতেই বাসা লইলেন, কিন্তু কুণ্ডকখাদক সৈন্ধব অশ্বপোতকের গন্ধ পাইয়া তাঁহার একটী অশ্বও ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল না। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, এ বাড়ীতে কোন ঘোড়া আছে কি ?" বৃদ্ধা বলিলেন, "বাবা, আর কোন ঘোড়া নাই; কেবল একটা বাচ্চা আছে, আমি তাহাকে নিজের পুত্রের ন্যায় পুষিতেছি।" "সে বাচ্চাটা কোথায়, মা ?" চরিতে গিয়াছে, বাবা।" "কখন ফিরিবে ?" "শীগ্‌গিরই ফিরিবে।"

বোধিসত্ত্ব ঐ অশ্বশাবকের আগমন-প্রতীক্ষায় নিজের অশ্বগুলিকে বাহিরে রাখিয়াই বসিয়া রহিলেন। এ দিকে সৈন্ধব-পোতকও চরিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল। বোধিসত্ত্ব সেই কুণ্ডককুক্ষি সৈন্ধব-পোতককে দেখিয়া লক্ষণসমূহ বিচারপূর্ব্বক স্থির করিলেন, 'এই অশ্বশাবক মহার্হ রত্ন, বৃদ্ধাকে মূল্য দিয়া ইহা গ্রহণ করিতে হইতেছে।'

এ দিকে সৈন্ধব-পোতক গৃহে প্রবেশ করিয়া নিজের যায়গায় গিয়া দাঁড়াইল এবং তখনই বোধিসত্ত্বের অশ্বগুলিও প্রবেশ করিতে পারিল।

বোধিসত্ত্ব দুই তিন দিন বৃদ্ধার গৃহে অবস্থিতি করিয়া অশ্বগুলির ক্লান্তি অপনোদন করিলেন এবং যাত্রা করিবার সময় বলিলেন, "মা, আপনি দাম লইয়া এই বাচ্চাটা আমার নিকট বেচুন।" বৃদ্ধা বলিলেন, "বল কি বাবা! ছেলে কি বেচিতে আছে ?" "মা, আপনি ইহাকে কি খাওয়াইয়া পুষিতেছেন ?" "আমি ইহাকে ভাত, কাঁজি, পোড়াভাত, ও অন্য পশুরা খাইয়া যে ঘাস রাখিয়া দেয়, এই সকল দ্রব্য খাইতে দি এবং কুঁড়ার (বা ক্ষুদের) যাউ রান্ধিয়া তাহা পান করাই। এই ভাবে ইহাকে পুষিয়া আসিতেছি, বাবা।" "মা, আমি ইহাকে পাইলে খুব ভাল ভাল খাবার দিব; এ যেখানে থাকিবে তাহার উপর চান্দোয়া খাটাইব, ইহার শুইবার ও দাঁড়াইবার যায়গায় আস্তরণ দিব।" "তা যদি কর, বাবা, তাহা হইলে আমার বাছা সুখে থাকুক, তুমি ইহাকে লইয়া যাও।"

তখন বোধিসত্ত্ব অশ্বপোতকের পদচতুষ্টয়, লাঙ্গুল ও মুখের জন্য পৃথক্ পৃথক্ মূল্য স্থির করিয়া সর্ব্বসুদ্ধ ষট্‌সহস্র মুদ্রা দিলেন এবং বৃদ্ধাকে নববস্ত্রে ও আভরণে সুসজ্জিত করিয়া অশ্বপোতকের সম্মুখে অবস্থিত করাইলেন। সে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বৃদ্ধার দিকে তাকাইল এবং অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। বৃদ্ধাও তাহার পৃষ্ঠ পরিমার্জ্জন করিয়া বলিলেন, "আমি এতদিন যে তোমাকে পুষিয়াছিলাম, তাহার জন্য যথেষ্ট প্রতিদান পাইয়াছি; তুমি বাছা, এখন ইঁহার সঙ্গে যাও।" অনন্তর সেই অশ্বপোতক (বোধিসত্ত্বের সঙ্গে) চলিয়া গেল।

পরদিন বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "দেখা যাউক, এই অশ্বপোতক নিজের বল জানে, কি না জানে।" এই উদ্দেশ্যে তিনি উহার জন্য খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া দ্রোণে রাখিয়া দিলেন এবং

তাহার মধ্যে কুণ্ডক-যাগূ ছড়াইয়া উহাকে খাইতে দিলেন। কিন্তু অশ্বপোতক স্থির করিল, 'আমি এ খাদ্য খাইব না।' কাজেই সে ঐ যাগূ পান করিতে চাহিল না। তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

অন্যের উচ্ছিষ্ট তৃণ, অথবা কুণ্ডক, ফেন,
খাদ্য তব ছিল এত দিন,
তবে কেন নাহি খাও দিয়াছি যা খেতে আজ?
নহে এ ত কোন অংশে হীন।

ইহা শুনিয়া সৈন্ধব-পোতক নিম্নলিখিত দুইটী গাথা বলিল :—

কুল, শীল অবিদিত যেখানে তোমার,
ফেন, কুঁড়া পেলে হয় প্রচুর আহার।
জান তুমি এবে মোরে, আমি হয়োত্তম,
জানি আমি, জান তুমি, এই হেতু মম
কুঁড়া আর ফেন খেতে ইচ্ছা নাহি হয়,
আর না খাইব ইহা, শুন মহাশয়।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি তোমার পরীক্ষার জন্য এরূপ করিয়াছিলাম, তুমি ক্রুদ্ধ হইও না।" অনন্তর তিনি অশ্বশাবকটীকে উৎকৃষ্ট দ্রব্য খাওয়াইলেন, রাজাঙ্গণে গিয়া একপার্শ্বে পঞ্চশত অশ্ব রাখিলেন, এবং অপর পার্শ্বে বিচিত্র পর্দা খাটাইয়া, মাটির উপর গালিচা বিছাইয়া ও উপরে চান্দোয়া তুলিয়া সেখানে সৈন্ধব-পোতককে রাখিলেন। রাজা আসিয়া অশ্ব দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসিলেন, "এই ঘোটকটীকে পৃথক্ বাধা হইয়াছে কেন?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "মহারাজ, এই ঘোটকটী সৈন্ধব, ইহাকে অন্য অশ্ব হইতে পৃথক্ না রাখিলে এ তাহাদিগকে এখনই বন্ধনমুক্ত করিয়া বিদূরিত করিবে।" "ঘোটকটী দেখিতে ভাল ত?" "হাঁ, মহারাজ"। "তবে উহা কিরূপ বেগে চলিতে পারে দেখিতে হইবে।"

তখন বোধিসত্ত্ব অশ্বটীকে সুসজ্জিত করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, রাজাঙ্গণে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিল, তাহাদিগকে বাহির করিয়া দিলেন এবং "দেখুন, মহারাজ" বলিয়া ঘোড়া ছুটাইলেন। ঘোড়াটা এমন বেগে ছুটিতে লাগিল, যে বোধ হইল সমস্ত রাজাঙ্গণ যেন এক নিরন্তর অশ্বপঙ্‌ক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছে।

বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন, "মহারাজ, সৈন্ধব অশ্বপোতকের বেগ দেখুন।" তিনি তাহাকে এমন ভাবে ছুটাইলেন যে, সমবেত লোকের কেহই তাহাকে দৃষ্টিগোচর করিতে পারিল না। তাহার পর তিনি অশ্বের উদর রক্তবস্ত্র দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া ছুটাইলেন, লোকে কেবল রক্তবস্ত্রখানিই দেখিতে লাগিল।

নগরের মধ্যে কোন উদ্যানে একটা পুষ্করিণী ছিল। বোধিসত্ত্ব অশ্বটীকে সেখানে লইয়া জলের পৃষ্ঠে ছুটাইলেন। অশ্ব এমন সুকৌশলে ধাবিত হইল যে, তাহার ক্ষুরাগ্র পর্য্যন্ত ভিজিল না। তাহার পর সে পদ্মপত্রের উপর দিয়া ছুটিল; কিন্তু একটী পদ্মপত্রও তাহার ভারে জলমগ্ন হইল না।

এইরূপে অশ্বের অদ্ভুত বেগ প্রদর্শন করিয়া বোধিসত্ত্ব তাহার পৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ করিলেন এবং করতালি দিয়া এক হস্ত প্রসারিত করিলেন। অশ্ব অমনি পদচতুষ্টয় একত্র করিয়া তাঁহার হস্ততলে দণ্ডায়মান হইল। তখন মহাসত্ত্ব রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, এই অশ্বপোতকের সর্ব্ববিধ বেগপ্রদর্শনার্থ আসমুদ্র ধরাতলও পর্য্যাপ্ত ক্ষেত্র নহে।" রাজা অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া মহাসত্ত্বকে অর্দ্ধরাজ্য দান করিলেন, সৈন্ধবপোতককেও নিজের মঙ্গলাশ্বের পদে অভিষিক্ত করিলেন। সৈন্ধব-পোতক রাজার সাতিশয় প্রিয় ও মনোজ্ঞ হইল, রাজা তাহার সবিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাহার বাসগৃহ রাজার নিজের বাসগৃহের ন্যায়

তাহা পড়িয়া গেল। ক্রমে সে অভ্যস্ত পথ হইতে সরিয়া পড়িল, নিম্নগামী হইয়া উদকপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া উড়িতে লাগিল, এবং শেষে সমুদ্রগর্ভে পতিত হইল। তখন একটী মৎস্য তাহাকে খাইয়া ফেলিল। বোধিসত্ত্ব যখন দেখিলেন, তাহার আগমনকাল অতীত হইয়াছে, অথচ সে ফিরিয়া আসিল না, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, সে সমুদ্রে পড়িয়া মারা গিয়াছে। অতঃপর সেই অদূরদর্শী শুক-পোতকের মাতাপিতাও আহারাভাবে শীর্ণদেহে প্রাণত্যাগ করিলেন।

কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

বুঝি নিজ পরিমাণ যতদিন বিহঙ্গম
করেছিল আহার গ্রহণ,
হারায় নি পথ কভু, মাতা পিতা, উভয়ের
করেছিল ভরণ পোষণ।
কিন্তু যবে লোভবশে বহুতর আম্ররস
উদরস্থ করিল দুর্মতি,
তখনি দুর্ব্বল হয়ে ডুবিল সাগর জলে,
অমিতাচারীর এই গতি।
মিতাচার সুখাবহ, মিতাহার স্বাস্থ্যকর ;
অমিতাচারেতে বলক্ষয়,
মিতাহারী, মিতাচারী সুখে থাকে চিরদিন
হয় তার বল উপচয়।*

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহু লোকে স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ হইল।

সমবধান—তখন এই অতিভোজী ভিক্ষু ছিল সেই শুকরাজপুত্র এবং আমি ছিলাম সেই শুকরাজ।]

---

* টীকাকার এই গাথাগুলি ব্যাখ্যা করিতে গিয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

আর্দ্র, শুষ্ক যেই দ্রব্য করিবে আহার,
সাবধানে সদা যেন হও মিতাচার।
মিতাহারী, লঘু সদা উদর যাহার,
হয় সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ ভিক্ষু সদাচার।
চারি কিংবা পাঁচ গ্রাস করিয়া ভোজন,
তার পর জল খেয়ে কর সমাপন।
নিষ্ঠাবান্ ভিক্ষুপক্ষে পর্য্যাপ্ত ইহাই।
মিতাহারে চিরদিন সুখেতে কাটাই।
মিতাহারগুণ সদা করিয়া স্মরণ,
মিতাহারে যেই করে জীবন যাপন,
রোগের যন্ত্রণা তারে না হয় ভুঞ্জিতে
শীঘ্র আসি জরা তারে না পারে গ্রাসিতে।
আয়ুর্বৃদ্ধি হয় তার মিতাহার-গুণে,
অতএব মিতাহারী হও সর্ব্বজনে।

ইহার সঙ্গে মনু ২।৫৭

"অনারোগ্যমনায়ুষ্যমস্বর্গ্যঞ্চাতিভোজনম্
অপুণ্যং লোকবিদ্বিষ্টং তস্মাত্তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ''

এই বচন তুলনীয়

২৫৬—জরুদপান-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রাবস্তীবাসী কতিপয় বণিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই সকল বণিক্ নাকি একদা শ্রাবস্তীতে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সেই সমস্ত শকটে পুরিয়াছিল এবং বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিবার সময় তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে বহু দান দিয়াছিল, ত্রিশরণ গ্রহণ করিয়াছিল, শীলসমূহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং শাস্তাকে বন্দনা করিয়া বলিয়াছিল, "ভদন্ত, আমরা বাণিজ্যার্থ দূর পথ অতিক্রম করিব। পণ্যদ্রব্যগুলি বিক্রয় করিয়া যদি সফলকাম হই, এবং নির্ব্বিঘ্নে ফিরিতে পারি, তাহা হইলে আবার আপনার অর্চ্চনা করিব।" অনন্তর তাহারা গন্তব্য পথে যাত্রা করিয়াছিল।

একদিন তাহারা এক কান্তার অতিক্রম করিবার সময় একটা পুরাতন কূপ দেখিতে পাইয়া বলাবলি করিতে লাগিল, "এই কূপে জল নাই, আমরা কিন্তু পিপাসায় কাতর হইয়াছি। এস, ইহা খনন করা যাউক।" অনন্তর তাহারা খনন আরম্ভ করিল এবং একে একে লৌহ হইতে বৈদূর্য্য পর্য্যন্ত বহুবিধ খনিজ দ্রব্য প্রাপ্ত হইল। তাহারা ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া এই সকল রত্নদ্বারা শকটগুলি পূর্ণ করিল এবং নিরাপদে শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া গেল। সেখানে আনীত ধন যথাস্থানে রক্ষিত করিয়া তাহারা স্থির করিল, "আমরা যখন এরূপ লাভবান্ হইয়াছি, তখন ভিক্ষুদিগকে ভূরিভোজন করাইতে হইবে"। এই উদ্দেশ্যে তাহারা তথাগতকে নিমন্ত্রণ করিল, তাঁহাকে বহু ধন দান করিল এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইবা, যেরূপে ধনলাভ করিয়াছিল তাহা নিবেদন করিল। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "উপাসকগণ, তোমরা অল্পধনে সন্তুষ্ট হইয়াছ; তোমাদের দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল না; এই জন্য তোমাদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, ধনপ্রাপ্তিও ঘটিয়াছে। পুরাকালে কিন্তু দুরাকাঙ্ক্ষ ও অসন্তুষ্ট ব্যক্তিরা পণ্ডিতদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি উক্ত উপাসকদিগের অনুরোধে সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বণিক্‌কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর একজন প্রসিদ্ধ সার্থবাহ হইয়াছিলেন। তিনি একদা বারাণসীতে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া শকটপূর্ণ করিয়াছিলেন, বহু বণিক্ সঙ্গে লইয়া, তোমরা যে কান্তারের কথা বলিলে, তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তোমরা যে কূপের কথা বলিলে, সেই কূপ, দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেখানে বণিকেরা জল পান করিবার আশায় উক্ত কূপ খনন করিতে করিতে একে একে বৈদূর্য্য প্রভৃতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু এত রত্ন পাইয়াও তাহাদের সন্তোষ জন্মে নাই; তাহারা ভাবিয়াছিল আরও নিম্নে ইহা অপেক্ষা সুন্দরতর রত্ন নিহিত আছে। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা ভূয়োভূয়ঃ খনন করিয়াছিল। তাহাদের এই কাণ্ড দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিয়াছিলেন, "বণিক্‌গণ, লোভই লোকের বিনাশমূল। আমরা বহু ধন লাভ করিয়াছি; ইহাতেই সন্তুষ্ট হও, আর খনন করিও না।" কিন্তু তাহারা নিষেধসত্ত্বেও ক্রমাগত খনন করিতে লাগিল। ঐ কূপের নিম্নে এক নাগরাজ বাস করিতেন। খননের জন্য যখন নাগরাজের বিমান ভগ্ন হইল এবং ঊর্দ্ধ হইতে লোষ্ট্র ও ধূলি পড়িতে লাগিল, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া নাসাবাত দ্বারা বোধিসত্ত্ব ব্যতীত অন্য সকলকে নিহত করিলেন। অনন্তর তিনি নাগভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শকট-গুলিতে বলদ যুতিলেন ও রত্ন বোঝাই করিলেন, বোধিসত্ত্বকে একখানি সুন্দর যানে বসাইলেন, নাগবালকদিগের দ্বারা শকটগুলি চালাইলেন, এবং বোধিসত্ত্বকে লইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে তাঁহার বাসভবনে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে সমস্ত ধন যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া নাগলোকে ফিরিয়া গেলেন। ইহার পর বোধিসত্ত্ব এমন ভাবে দান করিতে লাগিলেন যে সমস্ত জম্বুদ্বীপে কাহারও হলকর্ষণদ্বারা জীবিকা-

---

* জর (পুরাতন)+উদপান (কূপ)।

নির্ব্বাহের প্রয়োজন রহিল না। তিনি শীলসমূহ রক্ষা করিতেন এবং পোষধ ব্রত পালন করিতেন। এই নিমিত্ত জীবনাবসানে তিনি স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

উদকার্থে পুরাতন করিয়া কূপ খনন
পেয়েছিল বণিকের দল
লৌহ, তাম্র, রঙ্গ, সীস, স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা বহু,
বৈদূর্য্য রতন সমুজ্জ্বল।
এত পেয়ে কিন্তু, হায়, সন্তুষ্ট না হ'ল তারা,
ভূয়োভূয়: করিল খনন,
সেই হেতু আশীবিষে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ছাড়ি
লোভীদের করিল নিধন।
খোঁড় তাহে ক্ষতি নাই, অতি খোঁড়া কিন্তু, ভাই,
অমঙ্গল করে সম্পাদন;
খুঁড়িয়া লভিল ধন, অতি খুঁড়ি মূর্খগণ
ধন প্রাণ করে বিসর্জ্জন।

[সমবধান—তখন সারিপুত্র ছিলেন সেই নাগরাজ এবং আমি ছিলাম সেই প্রসিদ্ধ সার্থবাহ।]

☞ অতিলোভের পরিণামসম্বন্ধে এই জাতকের সহিত পঞ্চতন্ত্র বর্ণিত সিদ্ধিবর্তি-চতুষ্টয়ের কথা তুলনীয় (অপরীক্ষিতকারকম্—২)।

২৫৭—গ্রামণীচণ্ড-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে প্রজ্ঞাপ্রশংসা সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এক দিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া দশবলের প্রজ্ঞার প্রশংসা করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, "অহো! তথাগতের কি মহীয়সী প্রজ্ঞা! ইহা যেমন বিশ্বব্যাপিনী, তেমনই রসবতী, যেমন প্রত্যুৎপন্না, তেমনই তীক্ষ্ণা ও বিরুদ্ধবাদ-খণ্ডনকুশলা; ফলতঃ তিনি প্রজ্ঞাবলে ভূলোক ও স্বর্লোক, উভয় লোককেই অতিক্রম করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং কহিলেন, "ভিক্ষুগণ, তথাগত কেবল এ জন্ম নহে, অতীত জন্মেও প্রজ্ঞাবান্ ছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই পুরাতন কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন।] *

পূর্ব্বকালে যখন জনসন্ধ বারাণসীতে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল সুপরিমার্জ্জিত কাঞ্চনময় মুকুরের ন্যায় অতীব নিষ্কলঙ্ক ও শোভাসম্পন্ন ছিল বলিয়া নামকরণদিবসে তাঁহার নাম রাখা হইয়াছিল "আদর্শমুখ কুমার"।

বোধিসত্ত্বের বয়স্ যখন সাত বৎসর মাত্র, তখনই তিনি পিতার যত্নে বেদত্রয়ে ও সর্ব্ববিধ লৌকিক কর্ত্তব্যে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। এই সময়ে রাজা জনসন্ধের মৃত্যু হইল, অমাত্যেরা মহাসমারোহে তাঁহার শরীরকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক তদীয় স্বর্গকামনায় বিস্তর দান করিলেন। অতঃপর তাঁহারা রাজাঙ্গণে সমবেত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এই কুমার নিতান্ত শিশু; ইহাকে কিরূপে রাজপদে অভিষিক্ত করা যাইতে পারে? অভিষেকের পূর্ব্বে ইহাকে উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।" †

* এই ভূমিকার সহিত উম্মার্গজাতকের (৫৪৬) ভূমিকা তুলনীয়।

† ইহা হইতে বুঝা যায়, পুরাকালে ভারতবর্ষে রাজপদ সর্ব্বত্র পুরুষানুক্রমিক ছিল না; মৃত রাজার বংশধর অপ্রাপ্তবয়স্ক বা অযোগ্য হইলে মন্ত্রীরা অপর কাহাকেও রাজা করিতে পারিতেন। অন্য কোন কোন জাতকেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে।

ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা একদিন নগর সুসজ্জিত করিলেন, বিচারালয় সুসজ্জিত করিলেন, সেখানে কুমারের উপবেশনার্থ একখানি পল্যঙ্ক রাখিয়া দিলেন এবং কুমারকে গিয়া বলিলেন, "আপনাকে একবার বিচারালয়ে যাইতে হইবে।" "বেশ, যাইতেছি" বলিয়া কুমার বহু অনুচরসহ বিচারগৃহে গিয়া পল্যঙ্কে উপবেশন করিলেন।

কুমার বিচারাসনে আসীন হইলে অমাত্যেরা এক মর্কটকে বাস্তুবিদ্যাচার্য্যের * বেশ পরাইয়া ও দুই পায়ে হাঁটাইয়া তাহার নিকট আনয়নপূর্ব্বক বলিলেন, "কুমার, আপনার পিতা স্বর্গীয় মহারাজের সময়ে এই ব্যক্তি বাস্তুবিদ্যাচার্য্য ছিলেন। বাস্তুবিদ্যায় ইঁহার এমন নৈপুণ্য যে ইনি ভূপৃষ্ঠের সাত হাত † নীচে কোন দোষ থাকিলেও তাহা দেখিতে পান। ইনি যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন, সেই খানেই রাজবংশীয় ব্যক্তিদিগের গৃহ নির্ম্মিত হয়। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইঁহাকে কোন পদে নিযুক্ত করুন।"

কুমার আগন্তুকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, "এ মনুষ্য নহে, মর্কট; অন্যে যাহা প্রস্তুত করে, মর্কটেরা তাহার বিনাশ করিতে জানে, কিন্তু যাহা কেহ করে নাই, তাহা সম্পন্ন করিতে বা বিচার করিয়া দেখিতে মর্কটের সাধ্য নাই।" এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি অমাত্যদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত প্রথম গাথা পাঠ করিলেন :—

বাস্তুবিদ্যা-সুনিপুণ এ নহে নিশ্চয়,
লোভী বলিমুখ ‡ এই, শুন, মহাশয়।
ভাঙ্গিতে নিপুণ বড়, গড়িতে না পারে,
মর্কট-চরিত্র এই বিদিত সংসারে।

অমাত্যেরা বলিলেন, "আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহা হইতে পারে।" অনন্তর তাঁহারা মর্কটটাকে সেখান হইতে লইয়া গেলেন, কিন্তু দুই তিন দিন পরে তাহাকেই পুনর্ব্বার সাজাইয়া বিচারালয়ে আনিয়া বলিলেন, "কুমার, এই ব্যক্তি আপনার পিতা স্বর্গীয় মহারাজের সময় বিনিশ্চয়ামাত্য § ছিলেন এবং অর্থি-প্রত্যর্থীদিগের বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেন। ইঁহাকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বিচারকার্য্যে আপনার সহায় করিয়া লউন।" কুমার আগন্তুককে দেখিয়া ভাবিলেন, 'চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন ও হিতাহিত-জ্ঞানবিশিষ্ট মানব কখনও এরূপ লোমশ হইতে পারে না, এই চিত্তবৃত্তিহীন বানর কি বিনিশ্চয়-কার্য্যে নিপুণ হইতে পারে?' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিলেন :—

এরূপ লোমশ দেহে বুদ্ধি কি সম্ভবে?
বিশ্বাস এমন জীবে কে করেছে কবে?
শুনেছি পিতার ঠাঁই, বানরের বুদ্ধি নাই,
এও সেই বুদ্ধিহীন বানর নিশ্চয়;
কেন প্রতারণা মোরে কর, মহাশয়?

এই গাথা শুনিয়াও অমাত্যেরা বলিলেন "আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন, হয় ত তাহাই সত্য।" তাঁহারা সেদিনও সেই মর্কটকে বিচারালয় হইতে লইয়া গেলেন; কিন্তু আর এক দিন তাহাকেই পূর্ব্ববৎ সাজাইয়া পুনর্ব্বার সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "কুমার, আপনার পিতা স্বর্গীয় মহারাজের সময় এই ব্যক্তি মাতাপিতার সেবা শুশ্রূষা করিতেন

* বাস্তুবিদ্যা—যে বিদ্যার বলে বাস্তু ভূমির দোষগুণ বলা ও শল্যোদ্ধার করা যাইতে পারে।

† মূলে 'সত্তরতন' এই পদ আছে। রতন=সংস্কৃত 'রত্নি' বা 'অরত্নি'—কনুই হইতে কনিষ্ঠা অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্য্যন্ত একহাত কিংবা একমুট হাত।

‡ বলিমুখ=মর্কট।

§ বিনিশ্চয়ামাত্য—বিচারক (জজ)।

এবং বয়োজ্যেষ্ঠদিগের প্রতি সম্মান দেখাইতেন। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ইঁহাকে আশ্রয় দিন।" কুমার কিন্তু তাহাকে অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, মর্কটেরা অস্থিরচিত্ত, তাহারা কি মাতা-পিতার সেবা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে?' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

দশরথ * পিতা মম, শুনেছি তাঁহার মুখে
মর্কট চঞ্চলমতি; সে কভু না রাখে সুখে
পিতা, মাতা, ভাই, বোনে, বিশ্বা জ্ঞাতি বন্ধুজনে,—
করে না কখন(ও) কার(ও) ইষ্টের সাধন;
মর্কট-প্রকৃতি এই জানে সর্ব্বজন।

অমাত্যেরা এবারেও বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা অসম্ভব নহে।" অনন্তর তাঁহারা মর্কটটাকে সেখান হইতে সরাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমাদের কুমার, দেখিতেছি, বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্, ইনি নিশ্চিত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন।' এই স্থির করিয়া তাঁহারা বোধিসত্ত্বকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং "আদর্শকুমার রাজা হইয়াছেন, তোমরা তাঁহার আজ্ঞা পালন কর" এই কথা ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। বোধিসত্ত্ব তদবধি যথাধর্ম্ম রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন; তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানের কথা সমস্ত জম্বুদ্বীপে প্রচারিত হইল। নিম্নলিখিত চৌদ্দটী প্রশ্নের উত্তরদান হইতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় :—

গো, শিশু, ঘোটক, ডোম, † গ্রামের মণ্ডল,
গণিকা, তরুণী, সর্প, মৃগ—এ সকল,
তিত্তির, দেবতা, নাগ, তাপসের দল,
ব্রাহ্মণবালক—এই চৌদ্দ প্রশ্নস্থল।

উল্লিখিত প্রশ্নসমূহ-সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক বলা যাইতেছে।

বোধিসত্ত্ব রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে ভূতপূর্ব্ব রাজা জনসন্ধের গ্রামণীচণ্ড নামক এক ভৃত্য বিবেচনা করিয়াছিল, 'রাজকার্য্যে রাজার সমবয়স্ক লোক নিযুক্ত হইলেই শোভা পায়, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, ঈদৃশ অল্পবয়স্ক রাজার ভৃত্য হইয়া থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব, অতএব জনপদে গিয়া কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।' এই অভিপ্রায়ে গ্রামণীচণ্ড রাজধানী হইতে তিন যোজন দূরে এক গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিল। কিন্তু ভূমিকর্ষণের জন্য তাহার গরু ছিল না। কাজেই, যখন বৃষ্টি হইল, তখন সে এক বন্ধুর বাটী হইতে দুইটী গরু চাহিয়া আনিল, সমস্ত দিন ভূমি কর্ষণ করিল এবং বিকালবেলা গরু দুইটীকে বেশ করিয়া খাওয়াইয়া ফিরাইয়া দিবার জন্য বন্ধুর গৃহে গমন করিল। বন্ধু তখন তাহার স্ত্রীর সহিত ঘরের মধ্যে বসিয়া ভাত খাইতেছিল। গোশালা গরু দুইটার জানা ছিল; তাহারা আপনা হইতেই উহার মধ্যে প্রবেশ করিল। যখন গরু দুইটা গোশালায় প্রবেশ করিল, তখন গ্রামণীচণ্ডের বন্ধু তাহার থালা তুলিয়া আহার করিতেছিল এবং বন্ধুপত্নী ভোজন শেষ করিয়া তাহার থালা নামাইয়া রাখিতেছিল। তাহারা গ্রামণীচণ্ডকে আহার করিতে আহ্বান করিল না দেখিয়া সে "এই তোমাদের গরু ফিরাইয়া দিলাম' এরূপ কোন কথা না বলিয়াই চলিয়া গেল। অতঃপর রাত্রিকালে চোর আসিয়া গোশালা ‡ হইতে গরু দুইটা অপহরণ করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে গ্রামণীর বন্ধু গোশালা শূন্য দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে গরু চুরি

* ইহা জনসন্ধের নামান্তর।
† মূলে 'নলকার' এই পদ আছে।
‡ মূলে 'বজ' পদ আছে। বজ = ব্রজ।

গিয়াছে, তথাপি সে সঙ্কল্প করিল, গ্রামণীর নিকট হইতেই ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে হইবে। অনন্তর সে গ্রামণীর নিকট গিয়া বলিল, "আমার গরু ফিরাইয়া দাও।" গ্রামণী বলিল, "বাঃ! গরু যে তোমার গোহালেই রহিয়াছে।" 'তুমি কি গরু দুইটী আমার হাতে হাতে ফিরাইয়া দিয়াছ?" "না, আমি তোমার হাতে হাতে ফিরাইয়া দিই নাই।" "তবে, এই দেখ রাজার দূত উপস্থিত; এস রাজার কাছে যাই। (সে দেশে এই প্রথা ছিল যে, লোকে একটা ঢিল বা একখানা খাপরা তুলিয়া বলিত, 'এই দেখ রাজার দূত; এস, রাজার নিকট যাই।' এই কথা শুনিয়া যদি কেহ রাজদ্বারে না যাইত, তাহা হইলে রাজা তাহার দণ্ডবিধান করিতেন। সুতরাং) "রাজদূত" এই শব্দ শুনিয়া গ্রামণী ঐ ব্যক্তির সহিত যাত্রা করিল।

গ্রামণী তাহার অভিযোক্তার সহিত রাজদ্বারাভিমুখে যাইবার সময় পথে এক গ্রামে উপস্থিত হইল। সেখানে তাহার এক বন্ধু বাস করিত। গ্রামণী বলিল "দেখ, আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি গ্রামের ভিতর গিয়া কিছু খাইয়া আসি।'

গ্রামণী তাহার বন্ধুর গৃহে গেল, কিন্তু তাহার বন্ধু তখন বাড়ীতে ছিল না। বন্ধুর স্ত্রী বলিল, "রান্ধা ভাত নাই; আপনি এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন, এখনই ভাত রান্ধিয়া দিতেছি।" ইহা বলিয়া সে যেমন তাড়াতাড়ি চাউল আনিবার জন্য মাচায় উঠিতে গেল, অমনি পদস্খলন হওয়ায় মাটিতে আছাড় পড়িল। সে সাত মাসের গর্ভবতী ছিল। অকস্মাৎ পতনের জন্য তখনই তাহার গর্ভস্রাব হইল। তাহার স্বামীও ঠিক সেই সময় ফিরিয়া আসিয়া গ্রামণীকে ধরিয়া বলিল, "তুমিই প্রহার করিয়া আমার স্ত্রীর গর্ভপাত ঘটাইয়াছ, এই দেখ রাজার দূত, চল তোমাকে রাজার নিকট লইয়া যাই।" ইহা বলিয়া সেও গ্রামণীকে লইয়া গৃহ হইতে যাত্রা করিল। গ্রামণী এখন দুই জনের বন্দী, একজন তাহার অগ্রে ও একজন তাহার পশ্চাতে থাকিয়া চলিতে লাগিল।

ইহার পর তাহারা আর একটা গ্রামের নিকট উপস্থিত হইল। সেখানে একটা ঘোড়া ছিল। ঘোড়াটা বাগ না মানিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল, সহিস কিছুতেই উহাকে থামাইতে পারিল না। সে গ্রামণীকে দেখিয়া বলিল, "চণ্ড মামা, যা তা কিছু একটা দিয়া মারিয়া ঘোড়াটাকে ফিরাইয়া দাও ত।" গ্রামণী একখানা পাথর লইয়া ছুড়িল; ইহা ঘোড়াটার পায়ে গিয়া লাগিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ভেরেণ্ডার কাঠ যেমন সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, পাথরের চোটে ঘোড়ার পাখানিও সেইরূপ ভাঙ্গিয়া গেল।" তাহা দেখিয়া সহিস বলিল, "কল্লে কি মামা, ঘোড়াটার পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে! এই দেখ রাজার দূত।" অনন্তর সেও গ্রামণীকে ধরিয়া রাজদ্বারে চলিল।

একে একে তিন জনের হাতে বন্দী হইয়া গ্রামণী চিন্তা করিতে লাগিল, 'ইহারা ত আমাকে রাজার নিকট লইয়া চলিল; আমি গরুর দাম দিতে পারিব না; গর্ভপাতের জন্য যে দণ্ড হইবে তাহা দেওয়া ত একেবারেই অসাধ্য; ঘোড়ার দামই বা পাইব কোথা? আমার পক্ষে এখন মরণই মঙ্গল।' এই রূপ ভাবিতে ভাবিতে যাইবার সময় সে পথের পার্শ্বে একটা বন এবং ঐ বনের এক পার্শ্বে প্রপাতযুক্ত একটা পর্ব্বত দেখিতে পাইল। প্রপাতের নিম্নে ছায়ায় বসিয়া দুইজন নলকার মাদুর বুনিতেছিল, তাহাদের একজন পিতা এবং একজন পুত্র।

গ্রামণী বলিল, "বড় বাহ্যে পেয়েছে; তোমরা এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।" অনন্তর সে পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক প্রপাতের উপর হইতে (আত্মহত্যা করিবার উদ্দেশ্যে) লম্ফ দিল, কিন্তু ভূতলে না পড়িয়া, নলকারদিগের মধ্যে যে পিতা, তাহার পৃষ্ঠোপরি পতিত হইল। সেই এক আঘাতেই বৃদ্ধ নলকারের জীবনান্ত হইল, গ্রামণী উঠিয়া অবাক্ হইয়া রহিল। মৃত নলকারের পুত্র চীৎকার করিয়া উঠিল,

"দুরাত্মা, তুই আমার পিতাকে মারিয়া ফেলিলি। এই দেখ্, তোর জন্য রাজদূত উপস্থিত।" ইহা বলিয়া সে গ্রামণীর হাত ধরিয়া গুল্মের ভিতর হইতে বাহির হইল। লোকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "কি হে, কি হইয়াছে?" নলকারপুত্র উত্তর দিল, "আর কি হইবে; এই পাপিষ্ঠ আমার পিতাকে বধ করিয়াছে।"

এখন হইতে চারিজন অভিযোক্তা গ্রামণীকে বেষ্টন করিয়া রাজভবনাভিমুখে যাইতে লাগিল। তাহারা অপর এক গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলে সেখানকার মণ্ডল গ্রামণীচণ্ডকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে চণ্ড মামা, কোথায় যাইতেছ?" গ্রামণী বলিল, "রাজার সহিত দেখা করিতে।" "বটে, আজ তুমি রাজার সহিত দেখা করিবে? আমি রাজার নিকট একটী কথা বলিয়া পাঠাইতে চাই, তুমি বলিবার ভার লইবে কি?" "লইব না কেন? কি কথা বল।" "দেখ, আমি স্বভাবতঃ সুশ্রী, এবং এতকাল ধনবান, যশোবান্ ও অরোগ ছিলাম, কিন্তু এখন আমার দুরবস্থা এবং আমি পাণ্ডুরোগে কষ্ট পাইতেছি। তুমি রাজাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবে। রাজা শুনিয়াছি সুপণ্ডিত, তিনি তোমায় যে উত্তর দেন, ফিরিবার সময় তাহা আমায় জানাইবে।" গ্রামণী "যে আজ্ঞা" বলিয়া মণ্ডলের অনুরোধ রক্ষা করিতে অঙ্গীকার করিল।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে অন্য একটী গ্রামের নিকট এক গণিকা গ্রামণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, "চণ্ড মামা, কোথায় যাইতেছ?" গ্রামণী বলিল, "রাজাকে দেখিতে।" "রাজা না কি বড় পণ্ডিত, আমার হইয়া তাঁহাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে কি? পূর্ব্বে আমার বহু লাভ হইত; কিন্তু এখন যাহা পাই তাহাতে পানের খরচটা পর্য্যন্ত চলে না। এখন আমার কাছে কেহই আসে না। তুমি রাজাকে জিজ্ঞাসিবে, ইহার কারণ কি। তিনি ইহার যে উত্তর দেন, ফিরিবার সময় আমায় বলিয়া যাইও।"

সম্মুখের আর এক গ্রামে গ্রামণী এক তরুণীকে দেখিতে পাইল। তরুণীও গ্রামণীকে পূর্ব্ববৎ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল এবং যখন শুনিল যে সে রাজদ্বারে যাইতেছে, তখন বলিল, "দেখ, আমি স্বামিগৃহেও থাকিতে পারি না, পিতৃগৃহেও থাকিতে পারি না। তুমি রাজার নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া আমায় জানাইবে।"

অতঃপর গ্রামণীর সহিত এক সর্পের দেখা হইল। ঐ সর্প রাজপথের পার্শ্বস্থ একটা বল্মীকে বাস করিত। সে জিজ্ঞাসা করিল, "গ্রামণী, তুমি কোথা যাইতেছ?" গ্রামণী বলিল, "রাজার সহিত দেখা করিতে।" "রাজা শুনিয়াছি বড় পণ্ডিত। তুমি তাঁহার নিকট আমার হইয়া একটা কথা জিজ্ঞাসা করিও। আমি যখন আহারান্বেষণে যাই, তখন ক্ষুধার জ্বালায় নিতান্ত কৃশ থাকি, তথাপি বাহির হইবার সময় আমার দেহে সমস্ত গর্ত্ত পূরিয়া যায়; আমি অতি কষ্টে উহা টানিতে টানিতে বাহিরে আসি; কিন্তু যখন পরিতোষসহকারে আহার করিয়া আমার দেহ বেশ স্থূল হয়, তখন আমি অনায়াসে বিবরে প্রবেশ করি, উহার কোন পাশই আমার গায়ে লাগে না। তুমি রাজার নিকট ইহার কারণ জানিয়া আমায় বলিবে।"

তাহার পর এক মৃগ গ্রামণীকে দেখিতে পাইল এবং পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিয়া যখন শুনিল, সে রাজদ্বারে যাইতেছে, তখন বলিল, "আমি কেবল একটা গাছের তলে যে তৃণ জন্মে তাহাই খাইতে পারি, অন্য কোন স্থানের তৃণে আমার রুচি হয় না। ইহার কারণ কি, তুমি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিও।"

অপর এক স্থানে এক তিত্তির ছিল। সে গ্রামণীকে দেখিয়া বলিল, "দেখ, আমি কেবল একটা বল্মীকের মূলে বসিয়া মধুর শব্দ করিতে পারি, অন্যত্র শব্দ করিলে তাহা শ্রুতিকঠোর হয়। ইহার কারণ কি, রাজাকে জিজ্ঞাসা করিও।"

গ্রামণী আবও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে এক বৃক্ষ-দেবতা তাহাকে দেখিতে পইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন, "গ্রামণী, তুমি কোথায় যাইতেছ?" গ্রামণী বলিল, "রাজার কাছে।" "আমি পূর্ব্বে বিস্তর পূজা পাইতাম; এখন কেহ আমাকে পল্লবমুষ্টি পর্য্যন্ত দান করে না। বাজা না কি বড পণ্ডিত; ইহার কারণ কি, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিও।"

অতঃপর এক নাগরাজেব সহিত গ্রামণীর দেখা হইল। নাগরাজও পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, গ্রামণী রাজার নিকট যাইতেছে। তখন সে বলিল, "পূর্ব্বে এই সবোবরের জল মণিবৎ নির্ম্মল ছিল, এখন কিন্তু আবিল ও মণ্ডাচ্ছন্ন হইয়াছে। রাজা না কি বড় পণ্ডিত, তুমি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিও।"

এইরূপে অনুরুদ্ধ হইতে হইতে গ্রামণী রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইল। সেখানে এক উদ্যানে কতিপয় তপস্বী বাস করিতেন। তাঁহারা যখন শুনিলেন গ্রামণী রাজার নিকট যাইতেছে, তখন তাহাকে বলিলেন, "এই উদ্যানে পূর্ব্বে প্রচুর মধুর ফল জন্মিত; কিন্তু এখন যে ফল হয়, তাহার না আছে রস, না আছে স্বাদ। রাজা না কি বড় পণ্ডিত, তুমি তাঁহাকে ইহাব কারণ জিজ্ঞাসা করিও।"

কিন্তু এখনও গ্রামণী নিস্তার পাইল না; সে যখন নগরদ্বারে উপস্থিত হইল, তখন দেখিল এক গৃহে কতকগুলি ব্রাহ্মণ ছাত্র বসিয়া আছে। তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছ হে, চণ্ড!" চণ্ড উত্তর দিল, "রাজার নিকটে।" "তবে আমাদের একটা কাজের ভার লইয়া যাও। এত দিন আমরা যে পাঠ অভ্যাস করিতাম, তাহা সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিতাম, কিন্তু এখন যাহা পাঠ করি, তাহা আয়ত্ত করিতে পারি না। আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না, সমস্তই যেন অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়; ঘট সচ্ছিদ্র হইলে তাহাতে যেমন জল থাকিতে পারে না, পঠিত বিষয়ও সেইরূপ আমাদের মনে তিষ্ঠিতে পারে না। তুমি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিও, এরূপ হইবার কারণ কি?"

গ্রামণীচণ্ড এইরূপে চৌদ্দটী প্রশ্ন লইয়া রাজভবনে উপস্থিত হইল। বাজা তখন বিচারাসনে সমাসীন ছিলেন। যাহার গরু চুরি গিয়াছিল, সর্ব্বপ্রথমে সেই ব্যক্তি গ্রামণীকে রাজার সমীপে লইয়া গেল। বাজা গ্রামণীকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, 'এই ব্যক্তি আমাব পিতার পুবাতন ভৃত্য; আমাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ কবিয়াছে, এ এতদিন কোথায় ছিল?' অনন্তর তিনি গ্রামণীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, "কিহে, চণ্ড যে? তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? তোমার ত বহুকাল দেখা পাই নাই। কি মনে করিয়া আসিয়াছ, বল।" গ্রামণী উত্তব করিল, "মহারাজ, আপনার পিতৃদেবের স্বর্গারোহণ কবিবার পর হইতেই আমি জনপদে গিয়া কৃষিকার্য্য দ্বাবা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। এখন এই ব্যক্তি গরু চুরি গিয়াছে বলিয়া আমাকে রাজ-দূত দেখাইয়া আপনাব নিকট লইয়া আসিয়াছে।" "বেশ করিয়াছে; এরূপ ভাবে না আনিলে ত তুমি এখানে আসিতে না। এইরূপে আসিয়াছ বলিয়াই তোমাকে দেখিতে পাইলাম। কৈ, সে লোক কোথায়?" "এই মহারাজ।" "তুমি কি সত্যই আমাদের চণ্ডকে দূত দেখাইয়া এখানে আনয়ন কবিয়াছ?" "হাঁ মহাবাজ।" "কি কারণে আনিয়াছ?" "এ আমার গরু দুইটী দিতেছে না।" "কি হে চণ্ড, এ কথা সত্য কি?" "মহারাজ, একবার আমার কথাটা শুনিতে আজ্ঞা হউক।" ইহা বলিয়া চণ্ড, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত নিবেদন করিল। তখন রাজা অভিযোক্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গরু দুইটা যখন গোশালায় প্রবেশ কবে, তখন তুমি দেখিতে পাইয়াছিলে কি?" "না, মহারাজ।" "তুমি কি জাননা আমার নাম আদর্শমুখ? সত্য কথা বল, কিছু গোপন করিও না।" "গরু দুইটাকে

দেখিতে পাইয়াছিলাম, মহারাজ।" "দেখ চণ্ড, তুমি গরু ফিরাইয়া দাও নাই বলিয়া এই ব্যক্তির নিকট দায়ী; এ ব্যক্তিও গরু দেখিয়াছে, অথচ বলিল 'দেখি নাই'; অতএব জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কথা বলিয়াছে। সুতরাং তুমি ইহাকে গোমূল্য-স্বরূপ চব্বিশ কাহণ ক্ষতিপূরণ দাও এবং স্বহস্তে ইহার চক্ষু দুইটী উৎপাটন কর।" এই আদেশ শুনিয়া রাজপুরুষেরা সেই গো-স্বামীকে বাহিরে লইয়া গেল। সে ভাবিল, "চক্ষু দুইটাই যদি উৎপাটিত হইল, তবে কাহণগুলি লইয়া কি করিব।" সে গ্রামণীচণ্ডের পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল; বলিল "দোহাই তোমার, গ্রামণী, গরুর মূল্য চব্বিশ কাহণ তোমারই থাকুক; তাহা ছাড়া তুমি এই কাহণগুলিও গ্রহণ কর।' ইহা বলিয়া সে গ্রামণীকে কতিপয় কার্ষাপণ দিয়া সেথান হইতে পলায়ন করিল।

তাহার পর দ্বিতীয় অভিযোক্তা বলিল, "মহারাজ, এই গ্রামণী আমার স্ত্রীকে প্রহার করিয়া তাহার গর্ভপাত ঘটাইয়াছে।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "এ কথা সত্য কি, গ্রামণী?" "বলিতেছি, মহারাজ, শ্রবণ করুন।" ইহা বলিয়া চণ্ড সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই ইহাব স্ত্রীকে প্রহার করিয়াছিলে এবং সেই জন্য তাহার গর্ভপাত হইয়াছিল?" "না, মহারাজ, আমি প্রহারও করি নাই, গর্ভপাতও ঘটাই নাই।" তখন রাজা অভিযোক্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, এ ব্যক্তি যে গর্ভপাত ঘটাইয়াছে, বলিতেছ, এখন তাহার কোন প্রতীকারের উপায় আছে কি?" সে বলিল, "এখন আর কি প্রতীকার করিব?" "তবে তুমি এখন কি চাও? "আমি একটী পুত্র চাই।" "শুন চণ্ড, তুমি এই ব্যক্তির স্ত্রীকে নিজের গৃহে লইয়া যাও; তাহার গর্ভে যখন পুত্র জন্মিবে, তখন তাহাকে ইহার নিকট পাঠাইয়া দিবে।" এই আদেশ শুনিয়া ঐ ব্যক্তি চণ্ডের পায়ে ধরিয়া প্রার্থনা করিল, "দোহাই তোমার, আমার সংসার ভাঙ্গিও না।" ইহা বলিয়া সেও গ্রামণীকে কতিপয় কার্ষাপণ দিয়া পলায়ন করিল।

তখন তৃতীয় অভিযোক্তা অগ্রসর হইয়া বলিল, "মহারাজ, চণ্ড আমার ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে চণ্ড, এ কথা সত্য না কি?" চণ্ড উত্তর দিল, "মহারাজ, বলিতেছি শুনুন।" অনন্তর সে সমস্ত ঘটনা যথাযথ বর্ণন করিল। তাহা শুনিয়া রাজা সেই সহিসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি গ্রামণীকে বলিয়াছিলে যে কিছু দ্বারা আঘাত করিয়া ঘোড়াটাকে ফিরাও।" "না, মহারাজ, আমি এ কথা বলি নাই।" কিন্তু রাজা তাহাকে পুনর্ব্বার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে বলিল, "হাঁ, মহারাজ, আমি এ কথা বলিয়াছিলাম বটে।" "শুন চণ্ড, এই ব্যক্তি বলিয়াছিল, অথচ বলিল যে বলে নাই। এই মিথ্যা বাক্যের জন্য তুমি ইহার জিহ্বা ছেদন কর এবং আমার নিকট হইতে সহস্র কার্ষাপণ লইয়া ইহার অশ্বের মূল্য দাও।" এই আদেশ শুনিয়া অশ্বের মূল্য গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সেই সহিস গ্রামণীকে নিজেই কতিপয় কার্ষাপণ দিয়া সেথান হইতে পলায়ন করিল।

পরিশেষে নলকারপুত্র অভিযোগ করিল, "মহারাজ, এই দুরাত্মা আমার পিতাকে বধ করিয়াছে।" রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে চণ্ড, এ কথা সত্য কি?" চণ্ড বলিল, "মহারাজ, বলিতেছি, শুনুন।" অনন্তর সে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তচ্ছ্রবণে রাজা নলকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখন কি করিতে চাও?" সে বলিল, "মহারাজ, যাহাতে আমার পিতাকে পাই, তাহার উপায় করুন।" ইহাতে রাজা আদেশ দিলেন, "চণ্ড, এ ব্যক্তিব একজন পিতাব প্রয়োজন। অতএব তুমি ইহার মাতাকে লইয়া ঘরে যাও এবং ইহার পিতৃস্থানীয় হও।" ইহা শুনিয়া নলকাব গ্রামণীকে বলিল, "দোহাই মহাশয়, আমার পিতৃসংসার ভাঙ্গিবেন না।" অনন্তর সেও গ্রামণীকে কতিপয় কার্ষাপণ দিয়া পলায়ন করিল।

এবম্প্রকারে বিচারে বিজয়ী হইয়া গ্রামণীচণ্ড মহা পরিতোষ লাভ করিল এবং রাজার নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ, আমি আপনার নিকট কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছি। প্রশ্নগুলি বলিতে পারি কি?" "পারিবে না কেন? এখনই বল।" তখন চণ্ড ব্রাহ্মণ-ছাত্রদিগের প্রশ্নটাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়া অন্য প্রশ্নগুলি একে একে প্রতিলোম-ক্রমে উত্থাপিত করিতে লাগিল; রাজাও সেগুলির যথাক্রমে উত্তর দিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, "পূর্ব্বে ঐ ব্রাহ্মণ-ছাত্রদিগের বাসস্থানের নিকট এমন একটা কুক্কুট ছিল যে সে বেলা বুঝিয়া ডাকিত; তাহারা সেই ডাক শুনিয়া শয্যাত্যাগপূর্ব্বক অরুণোদয় পর্য্যন্ত বেদাভ্যাস করিত; কাজেই অধীত বিষয় তাহাদের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত থাকিত। কিন্তু এখন সেখানে আর একটা কুক্কুট আসিয়াছে। সেটা অবেলায়—কখনও গভীর রাত্রিতে, কখনও বা অনেক বেলা হইলে—ডাকে। কাজেই ছাত্রেরা এখন কখনও গভীর রাত্রিতে কুক্কুটের ডাক শুনিয়া শয্যাত্যাগ করে; কিন্তু নিদ্রার বশে বেদাভ্যাসে অসমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার শুইয়া পড়ে; কখনও আবার অনেক বেলায় কুক্কুটের ডাক শুনে, কাজেই তাহাদের বিলম্বে ঘুম ভাঙ্গে এবং পাঠের সময় থাকে না। এই কারণেই তাহাদের পাঠাভ্যাসে ব্যাঘাত ঘটিতেছে।"

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর:—সেই তাপসেরা পূর্ব্বে শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতেন এবং যথানিয়মে কৃৎস্নপরিকর্ম্ম করিতেন; কিন্তু এখন তাঁহারা শ্রমণধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, অকর্ত্তব্য-পরায়ণ হইয়াছেন, উদ্যানে যে সমস্ত ফল জন্মে তাহা পরিচারকদিগকে দিয়া নিজেরা পরস্পরের মধ্যে ভিক্ষালব্ধ খাদ্য বিনিময়পূর্ব্বক অসাধুভাবে জীবনযাপন করিতেছেন *। এই কারণেই এখন উদ্যানের ফলগুলি মধুর হয় না। কিন্তু তাঁহারা যদি পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ শ্রমণধর্ম্ম পালন করেন, তাহা হইলে উদ্যানজাত ফলও আবার মধুর হইবে। তাঁহারা জানেন না যে রাজাদের কত বুদ্ধি। তুমি গিয়া তাঁহাদিগকে শ্রমণধর্ম্ম পালন করিতে বলিও।"

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর:—নাগরাজেরা এখন পরস্পরের মধ্যে কলহ করেন; সেই কারণেই সরোবরের জল আবিল হইয়াছে। তাঁহারা যদি আবার পূর্ব্বের মত সম্প্রীত ভাবে চলেন, তবে জলও পুনর্ব্বার প্রসন্ন হইবে।"

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর:—"সেই বৃক্ষদেবতা, পূর্ব্বে বনের ভিতর দিয়া যে সকল লোক যাতায়াত করিত, তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন; সেই জন্য তিনি নানারূপ পূজোপহার প্রাপ্ত হইতেন। এখন কিন্তু তিনি পথিকদিগের রক্ষাকল্পে উদাসীন হইয়াছেন, কাজেই তাঁহার পূজাপ্রাপ্তি-সম্বন্ধেও ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। যদি তিনি পূর্ব্বের মত পথিকদিগের রক্ষাবিধানে যত্নবতী হন, তাহা হইলে পুনর্ব্বার পূজা পাইবেন। তিনি জানেন না যে (ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারের জন্য) পৃথিবীতে রাজা রহিয়াছেন। তুমি গিয়া তাঁহাকে বলিও, ঐ বনের ভিতর দিয়া যাহারা গমনাগমন করিবে, তিনি যেন অতঃপর তাহাদিগকে সাবধানে রক্ষা করেন।"

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর:—"তিত্তীরটা যে বল্মীকের মূলে বসিয়া মধুর শব্দ করে, তাহার নিম্নে রত্নপূর্ণ একটা কলসী আছে। তুমি গিয়া তাহা তুলিয়া লও।"

ষষ্ঠ প্রশ্নের উত্তর:—"ঐ মৃগ যে বৃক্ষের মূলে রুচির সহিত ঘাস খাইয়া থাকে, তাহাতে

* মূলে 'পিণ্ডপাত-প্রতিপিণ্ডেন' এই পদ আছে। সঙ্ঘের নিয়ম এই যে সুস্থ অবস্থায় সকলেই প্রতিদিন ভিক্ষায় বাহির হইবেন এবং প্রাণধারণোপযোগী ভিক্ষা পাইলেই তন্মাত্র গ্রহণ করিয়া বিহারে ফিরিবেন। কিন্তু কোন কোন ভিক্ষু এই নিয়ম লঙ্ঘন করিতেন। তাঁহারা এক এক জনে এক এক দিন ভিক্ষায় যাইতেন এবং যাহা পাইতেন তাহা আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া খাইতেন; তাঁহাদের দলের অপর সকলে সেই সেই দিন বিহারেই থাকিতেন। কিন্তু ইহা শ্রমণধর্ম্মবিরুদ্ধ, কারণ ইহাতে অলসতা ও লোভের প্রশ্রয় হয় এবং সঙ্কর-চেষ্টা জন্মে। শতধর্ম্ম-জাতক (১৭৯) দ্রষ্টব্য।

এক খানি বড় মৌচাক আছে। মৃগ মধুলিপ্ত তৃণের আস্বাদ পাইয়া প্রলুব্ধ হইয়াছে, কাজেই অন্য তৃণ খাইতে পারে না। তুমি গিয়া সেই চাক ভাঙ্গিয়া ভাল মধুটুকু আমাকে পাঠাইয়া দাও এবং অবশিষ্ট নিজে খাও।"

সপ্তম প্রশ্নের উত্তর :—"সেই সর্প যে বল্মীকে বাস করে, তাহার নিম্নে রত্নপূর্ণ একটা বৃহৎ কলসী আছে; সর্প উহা রক্ষা করে। বাহির হইবার সময় ধনের মায়ায় সর্পের শরীর স্ফীত হইয়া বিবরপার্শ্বে সংলগ্ন হইয়া যায়, কিন্তু আহারান্তে ফিরিবার সময় সেই ধনলোভেই তাহার শরীরটা অনায়াসে বিবরে প্রবেশ করে, কোথাও বাধা লাগে না। তুমি গিয়া সেই রত্ন তুলিয়া লও।"

অষ্টম প্রশ্নের উত্তর :—সেই তরুণীর স্বামিগৃহ ও পিতৃগৃহের মধ্যে এক গ্রামে তাহার এক জার বাস করে। যখন জারের কথা মনে পড়ে, তখন তাহার প্রতি অনুরাগ-বশতঃ সে স্বামিগৃহে থাকিতে চায় না। মা-বাপের সঙ্গে দেখা করিবে, এই ছলে সে স্বামিগৃহ ত্যাগ করে এবং কিয়দ্দিন জারগৃহে থাকিয়া পিত্রালয়ে যায়। কিন্তু সেখানে দুই চারি দিন থাকিবার পরই আবার জারের কথা মনে পড়ে. তখন স্বামিগৃহে যাইব বলিয়া সে পুনর্ব্বার জারগৃহে যায়। তুমি গিয়া সেই রমণীকে বলিও যে, দেশে রাজা আছেন; সে যেন মন স্থির করিয়া স্বামীর নিকটেই থাকে নচেৎ রাজা তাহাকে ধরিবেন ও তাহার প্রাণদণ্ড করিবেন।"

নবম প্রশ্নের উত্তর :—সেই গণিকা পূর্ব্বে একজনের নিকট অর্থগ্রহণ করিলে ঐ অর্থানুরূপ তাহার সন্তোষ বিধান না করিয়া পুরুষান্তরের হস্ত হইতে অর্থগ্রহণ করিত না। সে কারণে পূর্ব্বে তাহার বহু উপার্জ্জন হইত। এখন কিন্তু তাহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সে একের নিকট গৃহীত অর্থ পরিশোধ না করিয়াই অপরের নিকট অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে; প্রথম ব্যক্তিকে তৃপ্তিলাভের অবকাশ না দিয়াই দ্বিতীয়ের সংসর্গ অবলম্বন করে। কাজেই তাহার উপার্জ্জন কমিয়াছে, কেহই তাহার সংসর্গে আসিতে চায় না। সে যদি আবার পূর্ব্বের নিয়মমত চলে, তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। তুমি গিয়া তাহাকে এইরূপ করিতে বলিও।"

দশম প্রশ্নের উত্তর :—"এই মণ্ডল পূর্ব্বে যথাধর্ম্ম নিরপেক্ষভাবে বিচার করিত; কাজেই সে সকলের প্রিয় হইয়াছিল। সকলে তাহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট ছিল এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহাকে বহু উপঢৌকন দিত। এই হেতু সে হৃষ্ট, পুষ্ট, ধনবান্ ও যশস্বী হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু এখন সে উৎকোচলোভী হইয়াছে, বিচারের সময় পক্ষপাত করে; সেই কারণে এখন সে দুঃস্থ, অসন্তুষ্ট ও পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হইয়াছে। সে যদি পুনর্ব্বার যথাধর্ম্ম বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ সুখী ও সুস্থ হইতে পারিবে। দেশে যে রাজা আছেন এ কথা তাহার স্মরণ নাই। তাহাকে বলিও সে যেন কখনও বিচারের সময় পক্ষপাত না করে।"

গ্রামণীচণ্ড এই রূপে রাজাকে একে একে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিল, রাজাও সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধের ন্যায় নিজের প্রজ্ঞাবলে তৎসমস্ত মীমাংসা করিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি গ্রামণীকে বহু ধন দিলেন এবং সে যে গ্রামে বাস করিত, তাহা ব্রহ্মোত্তরস্বরূপ দান করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন। চণ্ড রাজধানী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রাহ্মণ-বালক, তাপসগণ, নাগরাজ ও

---

* ইহাতে বোধ হয় পুরাকালে এদেশে অবস্থাবিশেষে ব্যভিচারিণীদিগের প্রাণদণ্ড হইত।

তুং ভর্ত্তারং লঙ্ঘয়েদ্ যা তু স্ত্রী জ্ঞাতিগুণদর্পিতা

তাং শ্বভিঃ খাদয়েদ্রাজা সংস্থানে বহুসংস্থিতে। মনু—৮।৩৭১

কিন্তু পঞ্চতন্ত্রে দেখা যায়—অবধ্যো ব্রাহ্মণো বালঃ স্ত্রী তপস্বী চ রোগভাক।

বিহিতা ব্যঙ্গিতা তেষামপরাধে মহত্যপি।

বৃক্ষদেবতাকে রাজার উত্তর শুনাইল, তিত্তিরের বাসস্থান হইতে রত্নপূর্ণ কুম্ভ তুলিয়া লইল, যে বৃক্ষের মূলে মৃগ তৃণ খাইত, তাহা হইতে মধুচক্র ভাঙ্গিয়া রাজাকে মধু পাঠাইয়া দিল, সর্পের বল্মীক ভাঙ্গিয়া ধন সংগ্রহ করিল এবং তরুণী, গণিকা ও মণ্ডলকে রাজার আদেশ জানাইল। অনন্তর সে মহাসমারোহে নিজের গ্রামে ফিরিয়া গেল, যাবজ্জীবন ধর্ম্মপথে চলিল এবং দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিল। রাজা আদর্শমুখও দানাদি পুণ্যকার্য্য সম্পাদন-পূর্ব্বক জীবিতাবসানে স্বর্লোকবাসীদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন।

[তথাগত যে কেবল এ জন্মেই মহাপ্রাজ্ঞ তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি মহাপ্রাজ্ঞ ছিলেন, এই কথা বুঝাইয়া দিয়া শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া কেহ স্রোতাপন্ন, কেহ সকৃদাগামী, কেহ বা অর্হন্ হইল।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন গ্রামণীচণ্ড, এবং আমি ছিলাম রাজা আদর্শ-মুখ।]

☞ ভূগর্ভনিহিত ধনের ক্ষমতা-সম্বন্ধে নন্দজাতক (৩৯), এবং পঞ্চতন্ত্র (মিত্রসংপ্রাপ্তি)-বর্ণিত হিরণ্যক-নামক মূষিকের কথা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

২৫৮—মান্ধাতৃ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি একদিন শ্রাবস্তীতে পিণ্ডচর্য্যার সময় এক অলঙ্কৃত ও সুবেশ-সজ্জিত রমণী দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। অনন্তর ভিক্ষুরা ইহাকে ধর্ম্মসভায় আনিয়া শাস্তাকে বলিয়াছিলেন, "ভদন্ত, এই ব্যক্তি উৎকণ্ঠিত হইয়াছে।" শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে ভিক্ষু, তুমি কি সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়াছ?" ভিক্ষু উত্তর দিল, "হাঁ ভদন্ত, একথা সত্য।" "তুমি গৃহে বাস করিয়াও কি কস্মিন্ কালে এই তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারিবে?" কামতৃষ্ণা সমুদ্রের ন্যায় দুষ্পার। পুরাকালে যাঁহারা দ্বিসহস্রদ্বীপ বেষ্টিত চতুর্মহাদ্বীপের চক্রবর্তী রাজা ছিলেন, যাঁহারা মানব-ধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াও চতুর্মহারাজদিগের দেবলোকে রাজত্ব করিতেন, যাঁহারা ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকে এবং ষট্‌ত্রিংশ শক্রভবনে * দেবরাজের ন্যায় অখণ্ডপ্রতাপ ছিলেন, তাঁহারাও কামতৃষ্ণা-পূরণে অসমর্থ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। তোমার ত দূরের কথা। তুমি কি কখনও এই তৃষ্ণা পূরণ করিতে পারিবে?" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন]।

পুরাকালে প্রথম কল্পে † মহাসম্মত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র রোজ; রোজের পুত্র বররোজ; বররোজের পুত্র কল্যাণ; কল্যাণের পুত্র বরকল্যাণ; বরকল্যাণের পুত্র উপোষধ পোষধের পুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতা সপ্তরত্নাধিপ ও ঋদ্ধি-চতুষ্টয়সম্পন্ন ছিলেন ‡ এবং রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তাঁহার এমনই অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল যে, যখন তিনি বামহস্তমুষ্টির উত্তর দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আস্ফোটন করিতেন, তখনই আকাশ হইতে দিব্য মেঘে যেন

---

* প্রতি চক্রবালে এক একজন শক্র থাকেন। চক্রবাল অসংখ্য; অতএব ইহাতে 'ষট্‌ত্রিংশ শক্রভবনের' ব্যাখ্যা হয় না। অতীতবস্তুতে দেখা যায়, মান্ধাতা এত দীর্ঘজীবী ছিলেন যে তাঁহার সময়ে একে একে ছত্রিশ জন শক্র স্বর্লোকে রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতএব বোধ হয় বর্ত্তমান বস্তুর এই অংশে পাঠের ব্যতিক্রম হইয়াছে।

† কল্প সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ২৮৯ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য। মহাসম্মত বৌদ্ধমতে পৃথিবীর আদি রাজা—হিন্দুদিগের বৈবস্বত মনু স্থানীয়। বর্ত্তমান কল্পের বিবর্ত্ত-সময়ে, লোকে যখন বুঝিয়াছিল যে রাজা না থাকিলে সমাজরক্ষা হয় না, তখন তাহারা এক ব্যক্তিকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাকে 'মহাসম্মত' এই আখ্যা দিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন গৌতমবুদ্ধই বোধিসত্ত্বরূপে 'মহাসম্মত' হইয়াছিলেন।

‡ রাজচক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে সপ্তরত্ন বলিলে চক্র, হস্তী, অশ্ব, মণি, স্ত্রী, গৃহপতি ও পরিনায়ক এই কয়টী বুঝায়। স্ত্রী=মহিষী; গৃহপতি=গৃহস্থ। ইঁহারা রাজার অনুচর ও পারিষদ; পরিনায়ক=যুবরাজ (Crown prince)। ঋদ্ধির সংখ্যা সচরাচর দশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, যথা:—অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি। ঋদ্ধিপাদ চতুর্ব্বিধ (১) ছন্দ অর্থাৎ ঋদ্ধিলাভের দৃঢ় সঙ্কল্প, (২) বীর্য্য, (৩) চিত্ত, (৪) মীমাংসা।

জানুপ্রমাণ সপ্তরত্ন বর্ষণ করিত। * তিনি চুরাশি হাজার বৎসর বাল্যক্রীড়ায় অতিবাহিত করেন, চুরাশি হাজার বৎসর যুবরাজ ছিলেন এবং চুরাশি হাজার বৎসর চক্রবর্ত্তিরূপে রাজত্ব করেন। তাঁহার আয়ুষ্কাল এক অসংখ্যেয়-পরিমিত ছিল। †

এতাদৃশ শক্তিসম্পন্ন হইয়াও একদিন মান্ধাতা কামতৃষ্ণাপূরণে অসমর্থ হইয়া উৎকণ্ঠার চিহ্ন প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহারাজ, আপনাকে উৎকণ্ঠিত বলিয়া বোধ হইতেছে কেন?" মান্ধাতা উত্তর দিলেন, "দেখ, আমার পুণ্যবল বিবেচনা করিলে এই রাজ্য নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বল ত, কোন্ স্থান প্রকৃত রমণীয়।" "মহারাজ, দেবলোক অতি রমণীয় স্থান।"

ইহা শুনিয়া মান্ধাতা চক্ররত্ন সুসজ্জিত করিয়া ‡ অনুচরবর্গসহ চতুর্মহারাজিক স্বর্গে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ-চতুষ্টয় দেবগণ পরিবৃত হইয়া এবং দিব্য মাল্য ও গন্ধ হস্তে লইয়া তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিলেন এবং চতুর্মহারাজিক-শাসিত দেবলোকে গিয়া তাঁহাকে স্বর্গরাজ্য দান করিলেন। মান্ধাতা সেখানে নিজের পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিলেন। কিন্তু সেখানেও তিনি তৃষ্ণা পূরণ করিতে পারিলেন না এবং পুনর্ব্বার উৎকণ্ঠিত হইলেন। মহারাজ চতুষ্টয় তাঁহার উৎকণ্ঠার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মান্ধাতা বলিলেন, "এই দেবলোক হইতে রমণীয়তর আর কোন স্থান আছে কি না জানিতে ইচ্ছা করি।" মহারাজগণ বলিলেন, "সে সকল মনুষ্য অপরের সেবক, আমরাও তাহাদেরই ন্যায়। ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকই পরমরমণীয় স্থান।"

মান্ধাতা তখন পুনর্ব্বার চক্ররত্ন সুসজ্জিত করিয়া এবং অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া ত্রয়স্ত্রিংশ দেবলোকাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দেবরাজ শক্র দেবগণে পরিবৃত হইয়া এবং দিব্য মাল্য ও ও গন্ধ হস্তে লইয়া প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "এই দিকে আসুন, মহারাজ।"

মান্ধাতা দেবগণে পরিবৃত হইয়া যাত্রা করিলে তাঁহার পরিনায়করত্ন চক্ররত্ন লইয়া নরলোকে অবতরণপূর্ব্বক স্বকীয় নগরে প্রবেশ করিলেন। শক্র মান্ধাতাকে ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে লইয়া গিয়া দেবতাদিগকে দুই সম্প্রদায়ে এবং নিজের রাজ্য দুই অংশে বিভক্ত করিয়া তাঁহাকে এক এক অর্দ্ধ দান করিলেন। তদবধি স্বর্লোকে দুই জন রাজা রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে দীর্ঘকাল অতীত হইল; শক্র তিন কোটি ষাট লক্ষ বৎসর আয়ুর্ভোগপূর্ব্বক লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন, অন্য একজন শক্র জন্মলাভ করিলেন, তিনিও দেবরাজ্য পালন করিয়া আয়ুঃক্ষয়ান্তে লোকান্তরে প্রস্থান করিলেন; এইরূপে একে একে ছত্রিশ জন শক্রের আবির্ভাব ও তিরোভাব হইল, মান্ধাতা কিন্তু তাঁহার সেই মানবানুচরগণসহ দেবরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এইভাবে জীবনযাপন করিলেও তাঁহার কামতৃষ্ণা উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শেষে তাঁহার মনে হইল, 'অর্দ্ধস্বর্গরাজ্যমাত্র ভোগ করিয়া লাভ কি? শক্রের প্রাণ সংহার করিয়া দেবরাজ্যে অখণ্ড আধিপত্য প্রাপ্ত হইব।' কিন্তু তিনি শক্রের প্রাণসংহার করিতে সমর্থ হইলেন না।

তৃষ্ণা বিপত্তির মূল, মান্ধাতার আয়ু ক্ষীণ হইল; তাঁহার শরীরে জরা প্রবেশ করিল, দেবলোকে নরদেহের বিনাশ হইতে পারে না বলিয়া তিনি স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইলেন এবং এক

* এখানে সপ্তরত্ন যথা:—স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, মণি, বৈদূর্য্য, বজ্র ও প্রবাল। মণি=পদ্মরাগাদি, বজ্র=হীরক।

† এক কোটির বিংশঘাত অর্থাৎ একের পিঠে ১৪০ টা শূন্য দিলে যত হয়, তত বৎসর।

‡ চক্রবর্ত্তী রাজা কোথাও যাত্রা করিলে এই চক্র ইন্দ্রজাল-বলে তাঁহার অগ্রে অগ্রে ছুটিত।

উদ্যানে অবতরণ করিলেন। উদ্যানপাল রাজভবনে গিয়া তাঁহার আগমন বার্ত্তা জানাইল। রাজকুলের সকলে গিয়া সেই উদ্যানেই তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন; মান্ধাতা সেই শয্যায় পড়িয়া রহিলেন; তাঁহার উত্থানশক্তি রহিল না।

অমাত্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদিগকে কি বলিতে আদেশ দিবেন।" মান্ধাতা উত্তর দিলেন, "আমার নিকট হইতে জনসমূহের জন্য এই বার্ত্তা লইয়া যাও যে মহারাজ, মান্ধাতা দ্বিসহস্রদ্বীপ-পরিবৃত চতুর্মহাদ্বীপের রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন, বহুকাল চতুর্মহারাজদিগের অধিকারেও রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং ছত্রিশ জন শক্রের আয়ুষ্কাল দেবলোকে আধিপত্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও আজ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।" ইহা বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন এবং কর্ম্মানুরূপ গতি প্রাপ্ত হইলেন।

কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন:—

দিবাকর, নিশাকর, স্বীয় স্বীয় কক্ষপথে যতদূর করে বিচরণ,
যতদূর পৃথিবীর দশদিক্ উদ্ভাসিত হয় পেয়ে রবির কিরণ,
সর্ব্বত্র সকলে ছিল মহারাজ মান্ধাতার দাসত্বে নিযুক্ত দিবারাত্র;
এমনি প্রভাব তাঁর, এমনি অশ্রুতপূর্ব্ব ত্রৈলোক্যে অখণ্ড আধিপত্য।
বর্ষিতেন সপ্তরত্ন, করতল-আস্ফোটনে, নাহি ছিল কিছুর অভাব,
তবু তৃপ্তি নাহি তাঁর, ইচ্ছা আর(ও) পাইবার; হায়, তৃষ্ণা, কি তোর স্বভাব।
তৃষ্ণা অনর্থের মূল; নাহি এতে কোন সুখ, তৃষ্ণা সর্ব্ব দুঃখের আলয়,
তারে বলি সুপণ্ডিত, এক মনে সযতনে করে যেবা হেন তৃষ্ণা ক্ষয়।
উপজে যদিও তৃষ্ণা দিব্যপদার্থের লাগি, তাও নহে সুখের কারণ,
এই হেতু তৃষ্ণাক্ষয়ে সম্যক্-সম্বুদ্ধ-শিষ্য রত হয়ে থাকে অনুক্ষণ।

[কথান্তে শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন, আরও অনেকে স্রোতাপত্তি-ফল পাইল।

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই রাজা মান্ধাতা।

☞ মান্ধাতার আখ্যায়িকা দিব্যাবদান, মিলিন্দপঞ্হ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায়। পৌরাণিক মান্ধাতার আখ্যায়িকার সহিতও ইহার তুলনা করা আবশ্যক। চেদি-জাতকের (৪২২) অতীত বস্তুতে মান্ধাতার পরেও আরও কয়েকজন রাজার নাম আছে।

২৫৯—তিরীটবচ্ছ-জাতক।

[আয়ুষ্মান্ আনন্দ স্থবির কোশলরাজপত্নীদিগের হস্ত হইতে পঞ্চশত এবং কোশলরাজের হস্ত হইতে পঞ্চশত, সর্ব্বশুদ্ধ একসহস্র শাটক পাইয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমানবস্তু ইতঃপূর্ব্বে দ্বি-নিপাতে শৃগাল-জাতকে* বলা হইয়াছে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নামকরণ দিবসে তাঁহার তিরীটবচ্ছ (তিরীটবৎস) এই নাম রাখা হয়। তিনি যথাকালে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তক্ষশিলা নগরে সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস করিলেন, কিন্তু বিবাহান্তে গৃহবাস আরম্ভ করিবার পর, যখন তাহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি এত দুঃখিত হইলেন যে সংসারত্যাগ-পূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়া বনে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

---

* ১৪২ম জাতক, কিন্তু সেখানে ইহার কোন উল্লেখ নাই। ইহা গুণ-জাতকে (১৫৭) প্রদত্ত হইয়াছে।

বোধিসত্ত্ব যখন অরণ্যে বাস করিতেছিলেন, তখন বারাণসীরাজের প্রত্যন্তবাসী প্রজারা বিদ্রোহী হইয়াছিল। রাজা বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া রণে পরাজিত হইলেন এবং মরণভয়ে গজারোহণে এক পার্শ্ব দিয়া পলায়নপূর্ব্বক বনে বনে বিচরণ করিতে করিতে এক দিন পূর্ব্বাহ্নে বোধিসত্ত্বের আশ্রমে উপনীত হইলেন। বোধিসত্ত্ব তখন আশ্রমে ছিলেন না, তিনি ফলমূল সংগ্রহের জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন। তপোবনে আসিয়াছি ইহা বুঝিয়া রাজা হস্তিস্কন্ধ হইতে অবতরণ করিলেন। পথশ্রমে এবং বাতাতপে তিনি নিতান্ত ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়াছিলেন। এজন্য ভূতলে অবতরণ করিয়াই তিনি জলের কলসী খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে চঙক্রমণের * এক কোণে একটা কূপ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। কিন্তু জল তুলিবার জন্য সেখানে রজ্জু ও ঘট কিছুই ছিল না, এদিকে তাঁহার পিপাসা দমন করিবারও সাধ্য ছিল না। কাজেই হস্তীর উদরবেষ্টন করিয়া যে যোত্র বান্ধা ছিল, তিনি তাহা খুলিয়া লইলেন, হস্তীটীকে কূপের তটে দাঁড় করাইলেন এবং তাহার পায়ে যোত্রের এক প্রান্ত বান্ধিয়া অপর প্রান্তাবলম্বনে নিজে কূপের ভিতর নামিলেন। কিন্তু ইহাতে তিনি জল হাতে পাইলেন না, কাজেই যোত্রের প্রান্তের সহিত নিজের উত্তরাসঙ্গ বন্ধন করিলেন এবং পুনর্ব্বার অবতরণ করিলেন। কিন্তু ইহাও পর্য্যাপ্ত হইল না, তাঁহার পাদাগ্র জল স্পর্শ করিল মাত্র। পিপাসায় তখন তিনি এত কাতর হইয়াছিলেন যে ভাবিতে লাগিলেন, পিপাসা শান্তি করিয়া মৃত্যু হইলেও তাহা সুখের মরণ হইবে। ইহা স্থির করিয়া তিনি কূপে পতিত হইলেন এবং যত ইচ্ছা জল পান করিলেন, কিন্তু উপরে উঠিতে অসমর্থ হইয়া সেখানেই অবস্থিত রহিলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্ব বন্যফল সংগ্রহপূর্ব্বক অপরাহ্নে আশ্রমে ফিরিয়া হস্তী দেখিতে পাইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, 'রাজা আসিয়াছেন কি? হস্তীটা ত দেখিতেছি বর্ম্মরক্ষিত। ব্যাপার খানা কি? হস্তীটার কাছে গিয়া একবার দেখা যাউক।' তিনি নিকটবর্ত্তী হইতেছেন বুঝিয়া হস্তী এক পার্শ্বে স্থির হইয়া রহিল। বোধিসত্ত্ব কূপতটে গিয়া রাজাকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিলেন, "ভয় নাই, মহারাজ।" অনন্তর তিনি মই বান্ধিয়া রাজাকে উপরে তুলিলেন, তাঁহার শরীর টিপিয়া দিলেন, তাঁহাকে তেল মাখাইলেন এবং স্নান করাইয়া বন্যফলাদি খাইতে দিলেন। তিনি হস্তীটারও বর্ম্মাদি সজ্জা খুলিয়া দিলেন।

রাজা বোধিসত্ত্বের আশ্রমে দুই তিন দিন বিশ্রাম করিবার পর রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি বোধিসত্ত্বের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করাইলেন যে তিনি একবার রাজধানীতে পায়ের ধূলা দিবেন। রাজসৈন্য নগরের অদূরে স্কন্ধাবার স্থাপনপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছিল; তাহারা রাজাকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বেষ্টন করিল।

বোধিসত্ত্ব দেড়মাস পরে বারাণসীতে গিয়া রাজকীয় উদ্যানে উপনীত হইলেন। রাজা মহাবাতায়ন উদ্ঘাটনপূর্ব্বক অঙ্গনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময়ে বোধিসত্ত্বকে দেখিতে পাইলেন এবং দেখিবামাত্র চিনিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাসাদ হইতে অবতরণপূর্ব্বক বোধিসত্ত্বের চরণ বন্দনা করিলেন, নিজে যে তলে বাস করিতেন, তাঁহাকে সেখানে লইয়া গেলেন, নিজের শ্বেতচ্ছত্র-পরিশোভিত পল্যঙ্কে উপবিষ্ট করাইলেন, নিজের জন্য যে খাদ্য আসিয়াছিল, তাঁহাকে তাহা আহার করাইলেন এবং শেষে নিজে আহার করিয়া তাঁহাকে উদ্যানে লইয়া গেলেন। সেখানে তিনি বোধিসত্ত্বের পা-চারি করিবার জন্য একটা পরিবৃত চঙক্রমণ-স্থান এবং তাঁহার বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইলেন, প্রব্রাজকদিগের যে যে দ্রব্য আবশ্যক,

* পা-চারি করিবার জন্য চৌতারা।

সমস্ত দিলেন এবং উদ্যানপালের উপর তাঁহার সেবাশুশ্রূষার ভার দিয়া প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। তদবধি বোধিসত্ত্ব রাজভবনে আহার করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাকে সাতিশয় যত্ন ও সম্মান করিতেন।

কিন্তু রাজার অমাত্যেরা বোধিসত্ত্বের এইরূপ প্রতিপত্তি সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বলাবলি করিতে লাগিলেন, "এইরূপ সৎকার যদি কোন যোদ্ধার ভাগ্যে ঘটিত, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কি করিত?" তাঁহারা উপরাজের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আমাদের রাজা একজন তপস্বীর প্রতি অত্যধিক মমতা প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি যে ঐ ব্যক্তির ভিতর কি গুণ দেখিয়াছেন, তাহা বলিতে পারি না। আপনি রাজার সহিত এ সম্বন্ধে আলাপ করুন।" "বেশ, তাহাই করা যাইবে" বলিয়া উপরাজ অমাত্যগণসহ রাজসকাশে গমন করিলেন এবং প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন:—

করে নাই কোন কর্ম্ম, যাতে পরিচয়
বিদ্যার ইহার কিছু পাই হে রাজন্,
নহে এ ত্রিদণ্ডী * তব আত্মীয়, বান্ধব,
কিংবা মিত্র, তব কেন করে প্রতিদিন
রাজকীয় আহার্য্যের সারাংশ ভোজন?

ইহা শুনিয়া রাজা পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "বৎস, তোমার স্মরণ আছে কি, আমি প্রত্যন্তপ্রদেশে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দুই তিন দিনের মধ্যেও ফিরিয়া আসিতে পারি নাই?" 'হাঁ পিতঃ, তাহা আমার স্মরণ আছে।" "তখন এই ব্যক্তির সাহায্যেই আমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, "বৎস, সেই প্রাণদাতা এখন আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন। ইঁহাকে আমার সমস্ত রাজ্য দান করিলেও ইঁহার ঋণ শোধ করা যায় না।" অনন্তর তিনি এই দুইটী গাথা বলিলেন:—

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ভ্রমি অসহায়
দারুণ অরণ্যমাঝে, কণামাত্র বারি
না মিলিল সেথা মোর তৃষ্ণা নিবারিতে,
পড়িনু কূপেতে তাই, শেষে এই সাধু
দেখা দিয়া দয়া করি প্রসারিয়া কর
করিল উদ্ধার, বৎস। এই দুর্গতের।

ইঁহারই কৃপায় পেয়ে নূতন জীবন
যমলোক হ'তে আমি পুনঃ নরলোকে
ফিরিয়াছি, শুন বৎস, পরমপূজার্হ
মম এই মুনিবর, পূজ এঁরে তুমি,
দাও যত সাধ্য তব, লভ যজ্ঞফল
উপকারকের করি প্রতি-উপকার।

রাজা এইরূপে বোধিসত্ত্বের গুণ কীর্ত্তন করিলেন—বোধ হইল যেন তিনি গগনতলে চন্দ্রমা উদিত করাইলেন। বোধিসত্ত্বের গুণব্যাখ্যা দ্বারা তাঁহার নিজের গুণও সর্ব্বত্র প্রকটিত হইল, তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও মর্য্যাদাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অতঃপর কি যুবরাজ, কি অমাত্যগণ, কি অন্যান্য লোক, কেহই বোধিসত্ত্বের বিরুদ্ধে রাজার নিকট কোন কথা বলিতে সাহস করিলেন না। রাজা বোধিসত্ত্বের উপদেশানুসারে চলিতেন এবং দানাদি পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেহান্তে স্বর্গবাসী হইয়াছিলেন। বোধিসত্ত্বও অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ-লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইয়াছিলেন।

["পুরাণ পণ্ডিতেরাও এইরূপে উপকার করিয়াছিলেন" ইহা বলিয়া শাস্তা ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক জাতকের সমবধান করিলেন।

সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

---

* এক প্রকার পরিব্রাজক। ইঁহারা তিন দণ্ডী ব্যবহার করিতেন।

২৬০—দূত-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এক লোভী ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু নবনিপাতে কাক-জাতকে * বলা যাইবে। শাস্তা সেই ভিক্ষুকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও তুমি বড় লোভী ছিলে এবং সেই কারণে অসিধারা তোমার শিরশ্ছেদ্ হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া সেখানে নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময়ে তিনি নিজের আহার-সম্বন্ধে অতি বিলাসী হইয়াছিলেন। এজন্য লোকে তাঁহাকে 'ভোজনশুদ্ধিক রাজা' এই আখ্যা দিয়াছিল। তিনি নাকি এমন বিধানে ভক্ত গ্রহণ করিতেন যে এক এক পাত্র ভক্ত প্রস্তুত করিতে লক্ষমুদ্রা ব্যয় হইত। তিনি গৃহের অন্তর্ভাগে বসিয়া ভোজন করিতেন না; তাঁহাকে ভোজন করিতে দেখিলে বহুলোকের পুণ্যোপার্জ্জন হইবে, † এই অভিপ্রায়ে তিনি রাজদ্বারে রত্নমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়া ভোজনের সময় ইহা সুসজ্জিত করাইতেন এবং সেখানে শ্বেতচ্ছত্রপরিশোভিত কাঞ্চন পল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়কন্যা-পরিবৃত হইয়া শতসহস্র মুদ্রা মূল্যের সুবর্ণপাত্রে শতরস ভোজ্য গ্রহণ করিতেন।

একদা এক লোভী ব্যক্তি রাজার ভোজনঘটা দেখিয়া ঐ খাদ্যের আস্বাদ পাইবার জন্য লোলুপ হইল এবং কিছুতেই লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া স্থির করিল, 'ইহার একটা উপায় আছে।' সে দৃঢ়ভাবে কোমর বান্ধিয়া এবং দুই হাত তুলিয়া, 'আমি দূত', 'আমি দূত', এই চীৎকার করিতে করিতে রাজার দিকে ছুটিয়া গেল। তৎকালে ঐ দেশে কেহ 'আমি দূত' এই কথা বলিলে লোকে তাহাকে বারণ করিত না; কাজেই উপস্থিত সমস্ত লোকে দুই ভাগ হইয়া তাহাকে যাইবার পথ দিল। সে ছুটিয়া গিয়া রাজার ভোজনপাত্র হইতে একটা গ্রাস তুলিয়া মুখে দিল। ইহা দেখিয়া অসিধারীরা অসি নিষ্কোষিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "এখনই ইহার মাথা কাটিয়া ফেলিব।" কিন্তু রাজা তাহাদিগকে বারণ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ইহাকে মারিও না।" অনন্তর তিনি সেই লোকটাকে বলিলেন, "ভয় নাই, তুমি ভোজন কর।" তিনি নিজে হাত ধুইয়া বসিলেন এবং ঐ ব্যক্তির ভোজন শেষ হইলে তাহাকে নিজের পেয় জল ও নিজের চর্ব্ব্য তাম্বূল দেওয়াইলেন। অনন্তর তিনি জিজ্ঞাসিলেন, "ওহে বাপু, তুমি বলিতেছ, তুমি দূত; তুমি কাহার দূত বল ত?" সে উত্তর করিল, "মহারাজ, আমি তৃষ্ণার দূত, আমি উদরের দূত। তৃষ্ণা আমায় আজ্ঞা দিল, 'তুমি রাজার নিকট যাও' এবং আমি তাহার দূত হইয়া আসিলাম।" ইহা বলিয়া সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা দুইটী বলিল :—

> যার জন্য দূরদেশে যায় লোকে বহুক্লেশে
> মাগিতে শত্রুর(ও) কৃপা, কি বলিব হায়।
> সেই উদরের দূত, আমি অতি অদ্ভুত,
> রথিশ্রেষ্ঠ, ক্ষম, ক্রোধ সংবরি আমায়।

---

* নবনিপাতে এ নামে কোন জাতক নাই। বহিপাতে এক কাকজাতক আছে বটে (৩৯৫); কিন্তু তাহাতেও প্রত্যুৎপন্ন বস্তু দেখা যায় না, কেবল বলা আছে, 'ইহা পূর্ব্বের ন্যায়।' এই জাতকেও ভূমিকায় বলা হইল, লোভীর 'শিরশ্ছেদ' হইয়াছিল, কিন্তু অতীতবস্তুতে দেখা যায় প্রহরীরা তাহার শিরশ্ছেদে উদ্যত হইলেও রাজা তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন।

† সার্ব্বভৌম রাজদর্শনে পুণ্য হয়, এতদ্দেশীয় লোকের এই সংস্কার।

লঙ্ঘিতে যার শাসন না পারে মানবগণ,
দিবারাত্র বশবর্ত্তী হ'য়ে চলে যার,
সেই উদরের দূত আমি অতি অদ্ভুত
রথিশ্রেষ্ঠ, দোষ তুমি ক্ষমহ আমার।

রাজা তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন "লোকটা যাহা বলিল, তাহা সত্য। সমস্ত প্রাণীই উদরের দূত। তাহারা তৃষ্ণাবশে বিচরণ করে। তৃষ্ণাই তাহাদিগের পরিচালন করে। এই সত্য এ ব্যক্তি কি সুন্দর ভাবেই প্রকটিত করিল!" তিনি সে ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

তুমি আমি আর অন্য সর্ব্বজন,
উদরের দূত সবাই, ব্রাহ্মণ।
এক দূতে অন্য দূতের সৎকার
করিবে নিশ্চয়, সাধ্য যত তার।
সহস্র রোহিণী *, ষণ্ড এক আর—
দিলাম তোমায় এই পুরস্কার।

অনন্তর রাজা আবার বলিলেন, "এই মহাপুরুষ আমাকে এমন অপূর্ব্ব কথা শুনাইয়াছেন, যাহা আমি পূর্ব্বে কখনও ভাবি নাই।" ফলতঃ বোধিসত্ত্ব সেই ব্যক্তির কথায় এত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তাহার বহু সম্মান করিয়াছিলেন।

[এইরূপ ধর্ম্মদেশনা করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। সত্যব্যাখ্যা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু অনাগামিফল এবং অপর বহুজন স্রোতাপত্তিফল প্রভৃতি প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—এখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই লোভী পুরুষ, এবং আমি ছিলাম সেই ভোজনশুদ্ধিক রাজা।]

২৬১—পদ্ম-জাতক।

[কয়েক জন ভিক্ষু আনন্দকর্তৃক রোপিত বোধিদ্রুমকে মাল্যাদি দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। তৎসংক্রান্ত প্রত্যুৎপন্নবস্তু কলিঙ্গবোধি-জাতকে (৪৭৯) সবিস্তর বলা যাইবে। এই বৃক্ষ আনন্দকর্তৃক রোপিত হইয়াছিল বলিয়া আনন্দবোধি নামে অভিহিত হইত। স্থবির আনন্দ যে ইহাকে জেতবন-দ্বারকোষ্ঠকের নিকটে রোপণ করিয়াছিলেন, এ সংবাদ সমস্ত জম্বুদ্বীপেই প্রচারিত হইয়াছিল।

একদা জনপদবাসী কতিপয় ভিক্ষু আনন্দ-বোধিকে মালা দ্বারা পূজা করিবার অভিপ্রায়ে জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তাকে প্রণাম করিলেন, পর দিন মালা কিনিবার জন্য শ্রাবস্তী নগরস্থ উৎপলবীথিতে গেলেন; কিন্তু সেখানে মালা না পাইয়া বিহারে ফিরিয়া আনন্দকে বলিলেন, "মহাশয়, আমরা বোধিদ্রুমকে মালা দিয়া পূজা করিব, এই ইচ্ছায় উৎপলবীথিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে একটী মালাও পাইলাম না।" আনন্দ বলিলেন, "আচ্ছা, আমি মালা আনিয়া দিতেছি।" অনন্তর তিনি উৎপলবীথিতে গিয়া বিস্তর নীলোৎপল-কলাপ আনিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে দিলেন। তাঁহারা এই সমস্ত লইয়া আনন্দবোধির পূজা করিলেন।

এই বৃত্তান্ত বিহারস্থ ভিক্ষুদিগের কর্ণগোচর হইলে তাঁহারা ধর্ম্মসভায় স্থবির আনন্দের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, জনপদবাসী অল্পপুণ্য ভিক্ষুগণ উৎপলবীথিতে গিয়া মালা পাইলেন না; কিন্তু স্থবির সেখান হইতেই বিস্তর মালা লইয়া আসিলেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের কথা শুনিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "দেখ, কেবল এখন নহে, পূর্ব্বেও বাক্‌পটু লোকে বাক্‌পটতার পুরস্কার-স্বরূপ মালা পাইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

---

* লাল রঙের গাই।

* আনন্দের উদ্যোগে মহামৌদ্‌গল্যায়ন গয়ার বোধিদ্রুম হইতে বীজ আনয়ন করেন এবং অনাথপিণ্ডদকর্তৃক উহা জেতবনবিহারের দ্বারসন্নিকটে রোপিত হয়। প্রবাদ আছে যে বীজ রোপিত হইবা মাত্রই তাহা হইতে ৫০ হস্ত উচ্চ কাণ্ড বিনির্গত হইয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়াছিল।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক শ্রেষ্ঠিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন নগরের অভ্যন্তরে একটা সরোবরে পদ্ম ফুটিত। এক ছিন্ননাস ব্যক্তি ঐ সরোবরের রক্ষণাবেক্ষণ করিত।

একদা বারাণসীতে একটা উৎসব হইবে এই সংবাদ প্রচারিত হইলে, তিনজন শ্রেষ্ঠিপুত্র মালা পরিয়া উৎসবে যোগ দিবার ও আমোদ প্রমোদ করিবার অভিপ্রায়ে স্থির করিল, "চল যাই, সেই ছিন্ননাস ব্যক্তিকে অলীক চাটুবাদ শুনাইয়া মালা চাই গিয়া।" অনন্তর, পদ্মরক্ষক ব্যক্তি যখন সরোবরে পদ্ম তুলিতেছিল, তখন তাহারা সেখানে উপস্থিত হইল এবং তীরে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের একজন রক্ষককে সম্বোধন করিয়া বলিল :—

কাট চুল, কাট দাড়ি যত ইচ্ছা লাগে,
দু'দিন পরে বেড়ে হবে ছিল যেমন আগে।
তেমনি তোমার নাকটী বেড়ে হবে আগের মত ;
দাওনা, ভায়া, দয়া করি পদ্ম গোটা কত ?

ইহাতে ঐ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পদ্ম দিল না। তখন দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠিপুত্র বলিল :—

শরতে বীজ বুনলে ক্ষেতে অঙ্কুর বাহির হয়,
তেমনি তোমার নাকটী বাহির হবে মহাশয়।
বেড়ে বেড়ে ঠিক আবার হবে আগের মত ,
দাওনা, ভায়া, দয়া করি পদ্ম গোটা কত ?

কিন্তু ইহা শুনিয়াও ঐ ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হইল এবং তাহাকে পদ্ম দিলনা। অনন্তর তৃতীয় শ্রেষ্ঠিপুত্র বলিল :—

প্রলাপ বকে মূর্খ এরা, ভাবে এই কথায়
ভাগ্যে যদি গোটা কত পদ্ম জুটে যায়।
হাঁ বলুক, আর নাই বলুক, তোষামোদী জন ;
কাটা নাক হয় না ক আছিল যেমন।
সোজা পথে চলি, ভায়া, সত্য কথা বলি ,
গোটা কত পদ্ম দাও, যাই আমি চলি।

এই কথা শুনিয়া পদ্মসরোবরের রক্ষক বলিল, "এ দুই জন মিথ্যা কথা কহিয়াছে, তুমি যাহা প্রকৃত, তাহা বলিয়াছ। অতএব তোমারই পদ্ম পাওয়া উচিত।" অনন্তর সে ঐ সত্যবাদীকে একটা বড় পদ্মমালা দিয়া পুনর্ব্বার জলে নামিল।

[সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই পদ্মলাভী শ্রেষ্ঠিপুত্র।]

২৬২—মৃদুপাণি-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। অন্যান্য ভিক্ষুরা এই ব্যক্তিকে ধর্ম্মসভায় আনয়ন করিলে শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে, তুমি নাকি বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছ।" সে ইহা স্বীকার করিলে শাস্তা বলিলেন, "দেখ, রমণীরা স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ আরম্ভ করিলে তাহাদিগকে রক্ষা করা অসম্ভব। পুরাকালে পণ্ডিতজনেও নিজের কন্যাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই। পিতা কন্যার হাত ধরিয়া ছিলেন ; তথাপি সেই রমণী প্রবৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া তাঁহার অজ্ঞাতসারে পুরুষান্তরের সহিত পলায়ন করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহ।

করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে স্বয়ং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাধর্ম্ম রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হন।

বোধিসত্ত্ব অন্তঃপুরে নিজের কন্যা ও ভাগিনেয়ের লালন পালন করিতেন। একদিন তিনি অমাত্যদিগের সহিত উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, "আমার মৃত্যুর পর আমার ভাগিনের রাজা হইবে এবং আমার কন্যা তাহার অগ্রমহিষী হইবে।"

কিন্তু এই বালক ও বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি আর একদিন অমাত্যদিগের সহিত উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "ভাগিনেয়ের জন্য অন্য কাহারও কন্যা আনিব, আমার কন্যাকেও অন্য কোন রাজকুলে সম্প্রদান করিব। ইহাতে আমার কুটুম্বের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে।" অমাত্যেরা এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

তখন বোধিসত্ত্ব ভাগিনেয়ের বাসের জন্য অন্তঃপুরের বাহিরে একটী গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু এই কুমার ও কুমারী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। কুমার চিন্তা করিতে লাগিলেন', 'কি উপায়ে' রাজকুমারীকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করা যায়? একটা উপায় আছে। দেখা যাউক, কি হয়।' অতঃপর তিনি ধাত্রীকে উৎকোচ দিলেন।

ধাত্রী জিজ্ঞাসিল "আর্য্যপুত্র, আমায় কি করিতে হইবে বলুন।" কুমার বলিলেন, "মা, রাজকন্যাকে অন্তঃপুরের বাহির করিবার সুবিধা চাই। তোমায় ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" "রাজকন্যার সঙ্গে আগে এ সম্বন্ধে কথা বলিয়া দেখিব।" "বেশ কথা; তাহাই কর।" ধাত্রী রাজকন্যার নিকট গিয়া বলিল, "এস মা, তোমার মাথার উকুন মারিয়া দি।" সে রাজকন্যাকে একখানা অনুচ্চ আসনে বসাইল, নিজে একখানা উচ্চ আসন গ্রহণ করিল, এবং নিজের উরুদেশে তাঁহার মাথা রাখিয়া, উকুন খুঁজিতে খুঁজিতে নখ দিয়া একটা আঁচড় দিল। রাজকন্যা বুঝিলেন এ আঁচড় ধাত্রীর নিজের নখের নহে, তাঁহার পিস্তুত ভাইএর নখের। তিনি জিজ্ঞাসিলেন "ধাই মা, তুমি কুমারের নিকট গিয়াছিলে?" "হাঁ মা, আমি তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। "তিনি তোমায় কি বলিয়া দিয়াছেন?" "তোমাকে বাহির করিবার কোন উপায় আছে কি না তাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।" "তিনি যদি বুদ্ধিমান্ হন, তবে নিশ্চিত বুঝিতে পারিবেন", এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী পাঠ করিয়া বলিলেন, "মা, তুমি এই গাথাটী শিখিয়া লও, কুমারকে গিয়া ইহা শুনাইবে;—

> করদ্বয় মৃদুস্পর্শ, গজ সুশিক্ষিত,
> অন্ধকারে বৃষ্টি—আশা পূরিবে নিশ্চিত।"

এই গাথা শিক্ষা করিয়া ধাত্রী কুমারের নিকট ফিরিয়া গেল। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা, রাজকন্যা কি বলিলেন?" ধাত্রী উত্তর দিল, "বাবা, তিনি আর কিছু বলিলেন না, কেবল এই গাথাটী বলিয়া পাঠাইয়াছেন।" ইহা বলিয়া সে কুমারকে উক্ত গাথাটী শুনাইল। কুমার শুনিবামাত্র উহার অর্থ বুঝিলেন, এবং "আচ্ছা মা, তুমি এখন যাও," বলিয়া ধাত্রীকে বিদায় দিলেন। তিনি একটী সুশ্রী ও কোমলপাণি বালক ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া তাহাকে নিজের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রস্তুত করিলেন; মঙ্গলহস্তি-পালককে উৎকোচ দিয়া নিজের বশে আনিলেন, মঙ্গলহস্তীকে এরূপ শিক্ষা দিলেন যেন সে কিছুতেই ভয় না পায় বা বিচলিত না হয়। এই সমস্ত করিয়া তিনি উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কৃষ্ণপক্ষের পোষধ * দিবসে নিশীথ-সময়ে নিবিড় কৃষ্ণমেঘ হইতে বারি বর্ষণ আরম্ভ হইল। কুমার ভাবিলেন, 'রাজকন্যা যে সময়ের কথা বলিয়াছিলেন, এতদিনে তাহা উপস্থিত হইয়াছে'।

* চতুর্দ্দশীতে কিংবা অমাবস্যায়। প্রথমে প্রতিপক্ষে তিন দিন অর্থাৎ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও পঞ্চদশী পোষধের (উপোসথের) দিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। শেষে প্রতিপক্ষে এক দিন, অর্থাৎ হয় চতুর্দ্দশীতে, নয় পঞ্চদশীতে পোষধ পালন করিবার বিধান হয়। ১ম খণ্ডের ২য় পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য। সেখানে উপোসথের দিন-সংখ্যায় সামান্য ভ্রম আছে।

তিনি হস্তীতে আরোহণ করিয়া সেই কোমলপাণি বালক ভৃত্যকে তাহার পৃষ্ঠে বসাইলেন এবং রাজভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি রাজভবনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের পুরোভাগে বাতায়ন-সমীপে একটা বৃহৎ প্রাচীরের গায়ে হস্তীটাকে বন্ধন করিয়া রাখিলেন এবং সেখানে থাকিয়া ভিজিতে লাগিলেন।

রাজা সাতিশয় সতর্কতার সহিত কন্যার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তিনি তাঁহাকে অন্যত্র শয়ন করিতে দিতেন না, নিজের নিকটে একখানা ছোট বিছানায় শোওয়াইয়া রাখিতেন। যে দিনের কথা হইতেছে, সেদিন রাজকুমারী ভাবিলেন, 'আজ কুমার নিশ্চয় আসিবেন'। কাজেই তিনি শুইয়া রহিলেন বটে, কিন্তু নিদ্রা গেলেন না। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে তিনি বলিলেন, "বাবা, আমার স্নান করিতে ইচ্ছা হইতেছে।" রাজা বলিলেন, "চল মা, তোমায় স্নান করাইয়া আনিতেছি।" অনন্তর তিনি কুমারীর হাত ধরিয়া সেই বাতায়নের নিকট লইয়া গেলেন, 'স্নান কর গিয়া' বলিয়া কুমারীকে তুলিয়া বাতায়নের বহিঃস্থ পদ্মের উপর * বসাইলেন এবং তাঁহার একখানা হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাজকুমারী স্নান করিতে করিতে কুমারের দিকে একখানা হাত বাড়াইয়া দিলেন। কুমার ঐ হাত হইতে অলঙ্কারগুলি খুলিয়া বালক ভৃত্যটীর হাতে পরাইলেন এবং বালকটীকে তুলিয়া কুমারীর পার্শ্বে পদ্মোপরি বসাইয়া দিলেন। কুমারী তখন বালকটীর হাতখানি লইয়া পিতার হাতে দিলেন। রাজা এই হাত ধরিলেন এবং কন্যার হাত ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর কুমারী নিজের দ্বিতীয় হস্ত হইতেও অলঙ্কারগুলি খুলিয়া বালকটীর অপর হস্তে পরাইলেন এবং এই হস্তও পূর্ব্ববৎ পিতার হস্তে দিয়া নিজে কুমারের সহিত প্রস্থান করিলেন।

রাজা ভাবিলেন তিনি কুমারীর হাত ধরিয়া রহিয়াছেন। যখন স্নান শেষ হইল, তখন তিনি বালকটীকেই নিজের কন্যা মনে করিয়া তাহাকে শ্রীগর্ভে † শয়ন করাইলেন, উহার দ্বার রুদ্ধ করিয়া তদুপরি নিজের মুদ্রা অঙ্কিত করিলেন এবং সেখানে প্রহরী রাখিয়া নিজের কক্ষে গিয়া শয়ন করিলেন।

রজনী প্রভাত হইলে রাজা শ্রীগর্ভের দ্বার উন্মোচন করিয়া বালকটীকে দেখিতে পাইলেন এবং অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকুমারী কুমারের সহিত যে উপায়ে পলায়ন করিয়াছেন, বালকটী তাহা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিল। রাজা দুর্ম্মনায়মান হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "হাত ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইলেও কেহ রমণীদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। অহো! রমণীরা এমনই অরক্ষণীয়া।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিলেন ;—

> কে পারে তুষিতে, বল, রমণীর মন
> সাবধানে বলি সদা মধুর বচন। ‡
> নদীতে ঢালিলে জল কে কবে লভিবে ফল?
> পূরাইতে গর্ত্ত তার শক্তি কার(ও) নাই,
> ললনার বাসনার অন্ত নাহি পাই।
> নিয়ত নরক-পথে নারীর গমন ;
> দূর হতে সাধু তারে করে বিসর্জ্জন।
>
> তুষিতে নারীর মন যে করে যতন,
> ভালবাসে, দেয় তারে যত পারে ধন,
> ইহামুত্র নাশ তার জেন তুমি দুর্নিবার,

* জানালার বাহিরে একপ্রকার ছোট বারান্দা, ইহা পদ্মাকারে গঠিত বলিয়া পদ্ম নামে অভিহিত।

† শ্রীগর্ভ=রাজকীয় শয়নাগার।

‡ প্রথম দুই পঙ্ক্তির এইরূপ অর্থও হইতে পারে ঃ—

> রমণী কুটিলা, মুখে মধুর বচন,
> হৃদয়ে গরল কিন্তু করে সে ধারণ।

ইন্ধনে লভিয়া পুষ্টি তাহাই যেমন
মুহূর্ত্তের মধ্যে নাশ করে হুতাশন,
তেমনি রমণীগণে যেবা ভালবাসে
তাহাকেই পিশাচীরা অচিরে বিনাশে। †

ইহা বলিয়া মহাসত্ত্ব স্থির করিলেন, 'ভাগিনেয়ও আমার পোষ্য।' তিনি মহাসমাদরে কুমারকেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন। অতঃপর কুমার ঔপরাজ্যে * অভিষিক্ত হইলেন এবং মাতুলের দেহত্যাগের পর নিজেই রাজপদ লাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই রাজা।]

২৬৩—চুল্লপ্রলোভন-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার সময় জনৈক উৎকণ্ঠিত ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। সেই ব্যক্তি ধর্ম্মসভায় আনীত হইলে শাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সত্যই কি তুমি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ।" সে উত্তর দিয়াছিল, "হাঁ ভদন্ত।" তখন শাস্তা বলিয়াছিলেন, "দেখ, রমণীগণ পুরাকালে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগকেও পাপপথে লইয়া গিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত অপুত্রক ছিলেন বলিয়া রাজ্ঞীদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা (দেবতাদিগের নিকট) পুত্র প্রার্থনা কর।" রাণীরা তদনুসারে (দেবতাদিগের নিকট) পুত্র প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

দীর্ঘকাল পরে বোধিসত্ত্ব ব্রহ্মলোকভ্রষ্ট হইয়া বারাণসীরাজের অগ্রমহিষীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন। তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখনই লোকে তাঁহাকে স্নান করাইল এবং স্তন্যপানের জন্য একজন ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ করিল। কিন্তু বোধিসত্ত্ব এই ধাত্রীর স্তন্যপানের সময় কান্দিতে লাগিলেন। তখন রাজার কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে অন্য একজনের হাতে দিলেন, কিন্তু কোন

---

* রাজার প্রতিনিধিকে উপরাজ (viceroy) বলা যাইত।

† এই গাথাদ্বয়ের প্রসঙ্গে টীকাকার নিম্নলিখিত গাথাচতুষ্টয় উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

বল, বীর্য্য সব যায় নারীর কুহকে পড়ি,
চক্ষুষ্মান্ হ'য়ে অন্ধ, পাপে দেয় গড়াগড়ি।

গুণী হয় গুণহীন, প্রাজ্ঞ প্রজ্ঞাধন
নারীর কুহকে পড়ি দেয় বিসর্জ্জন।
প্রমত্ত হইয়া পশে প্রণয়-বন্ধনে ;
নারীর কুহক, হায়, বুঝিব কেমনে ?

যেমন তস্করে করে সর্ব্বস্ব হরণ
পথিকের, সেইরূপ কুহকিনীগণ
প্রমত্তের ধৃতি, তপ, শীল, সত্য, স্মৃতি,
স্বার্থত্যাগ, সাধুকার্য্য-সম্পাদনে মতি
সমস্ত বিনষ্ট করে হায়, হায়, হায় !
জেনে শুনে পড়ে লোকে হেন দুর্দ্দশায় !

অগ্নি যথা কাষ্ঠপুঞ্জ ভস্মীভূত করে।
তেমতি কুহকবলে, রমণীরা হরে
প্রমত্তের কীর্ত্তি, যশ, ধৃতি, শৌর্য্য, বীর্য্য,
প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা, বুদ্ধির গাম্ভীর্য্য।

স্ত্রীলোক তাঁহাকে কোলে করিলেই তিনি কাঁদিয়া অনর্থ ঘটাইতে লাগিলেন। কাজেই রাজ-কর্ম্মচারীরা তাঁহার জন্য একজন পুরুষ ভৃত্য নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই লোকটা তাঁহাকে কোলে তুলিলেই তিনি চুপ করিয়া রহিতেন। তদবধি তাঁহার লালন পালনের জন্য পুরুষ ভৃত্য নিযুক্ত করা হইল। তাহারাই তাঁহাকে লইয়া বেড়াইত। স্তন্য পান করাইবার সময় তাহারা হয় স্তন্য দোহন করাইত, অথবা যবনিকার অন্তরাল হইতে তাঁহার মুখে স্তন দিত। তিনি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইলেও কেহই তাঁহাকে স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করাইতে পারিল না। রাজা তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র বসিবার ঘর ও ধ্যানের ঘর প্রস্তুত করাইয়া দিলেন।

বোধিসত্ত্বের বয়স্ যখন ষোল বৎসর হইল, তখন রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'আমার অন্য পুত্র নাই; যে পুত্র হইয়াছে, সে কামভোগে বিরত; রাজ্যেও ইহার আকাঙ্ক্ষা নাই; এ পুত্র লাভ করিয়া ত আমার দুঃখই হইল।'

তখন রাজধানীতে এক নৃত্যগীতবাদ্যকুশলা যুবতী নর্ত্তকী বাস করিত। পুরুষের মন যোগাইয়া তাহাদিগকে বশে আনিতে তাহার বেশ ক্ষমতা ছিল। সে একদিন রাজার নিকটে গিয়া বলিল, "মহারাজ, আপনি কি চিন্তা করিতেছেন?" রাজা তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন।

তাহা শুনিয়া নর্ত্তকী বলিল, "তাহা হউক, মহারাজ, আমি কুমারকে প্রলোভন দেখাইয়া কামরসের আস্বাদ জানাইব।" রাজা বলিলেন, "আমার পুত্র এ পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের গন্ধ পর্য্যন্ত অনুভব করে নাই। তুমি যদি তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে সে ত রাজা হইবেই; তুমিও তাহার অগ্রমহিষী হইবে।" "সে ভার আমার উপর রহিল, মহারাজ। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" অনন্তর সে প্রাসাদ-রক্ষকদিগের নিকট গিয়া বলিল, "আমি ভোরে আসিয়া আর্য্যপুত্রের শয়নমন্দিরে যাইব এবং তাঁহার ধ্যানাগারের বাহিরে বসিয়া গান করিব। যদি তিনি রাগ করেন, তোমরা আমায় জানাইবে, আমি তাহা হইলে চলিয়া যাইব, আর যদি তিনি মন দিয়া শুনেন, তাহা হইলে তোমরা তাঁহার নিকট আমার সুখ্যাতি করিবে।" রক্ষকেরা "বেশ, তাহাই করিব" বলিয়া স্বীকার করিল।

পরদিন নর্ত্তকী যথাস্থানে অবস্থিতি করিয়া বীণা সংযোগে গান আরম্ভ করিল। সে এমন মধুর ভাবে গাইতে লাগিল যে বীণার স্বরের সহিত গীতের স্বর এবং গীতের স্বরের সহিত বীণার স্বর মিলিয়া এক হইল। কুমার শয্যায় থাকিয়াই উহা শুনিতে লাগিলেন এবং পরদিন নর্ত্তকীকে অপেক্ষাকৃত নিকটে বসিয়া গান করিতে বলিলেন। তাহার পরদিন তিনি তাহাকে ধ্যানাগারে বসাইয়া গান করাইলেন এবং তাহার পরদিন নিজের সমীপেই বসাইলেন।*

এইরূপে উত্তরোত্তর তাঁহার তৃষ্ণা উৎপন্ন হইল। সংসারের অন্যান্য লোকের পথানুসরণ করিয়া তিনিও কামরসের আস্বাদ পাইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ঐ নর্ত্তকীকে অন্য কোন পুরুষের ভোগ্যা হইতে দিবেন না। তিনি এমনই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে অসিহস্তে লইয়া রাজমার্গে অবতরণপূর্ব্বক পুরুষ দেখিলেই তাহাকে তাড়া করিতে লাগিলেন। তখন রাজা তাঁহাকে ধরাইয়া ঐ নর্ত্তকীর সহিত নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

রাজকুমার নর্ত্তকীর সঙ্গে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অধোগামী পথে গমন করিতে করিতে, একদিকে গঙ্গা ও এক দিকে সমুদ্র, এতদুভয়ের অন্তরে একটী স্থান নির্ব্বাচনপূর্ব্বক

* Vice is a monster of such frightful mein,
As to be hated needs only to be seen.
But seen too oft, familiar with her face,
We first endure, then pity, then embrace.—Pope.

সেখানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নর্ত্তকী পর্ণশালায় থাকিয়া কন্দ-মূলাদি পাক করিত, বোধিসত্ত্ব অরণ্য হইতে ফলাদি সংগ্রহ করিয়া আনিতেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব ফলাহরণার্থ গমন করিয়াছেন, এমন সময়ে এক তাপস সমুদ্রগর্ভস্থ কোন দ্বীপ হইতে ভিক্ষাচর্য্যার্থ আকাশপথে গমন করিবার কালে ঐ আশ্রমের ধূম দেখিতে পাইয়া সেখানে অবতরণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নর্ত্তকী বলিল, "যতক্ষণ পাক শেষ না হয়, ততক্ষণ দয়া করিয়া বসুন।" অনন্তর সে রমণীসুলভ কৌশলপ্রয়োগে সেই তাপসকে প্রলুব্ধ ও ধ্যানচ্যুত করিল। ইহাতে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য বিনষ্ট হইল। তিনি ছিন্নপক্ষ কাকের ন্যায় সেখানে বসিয়া রহিলেন,—সেই রমণীকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। এদিকে বোধিসত্ত্ব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র ঐ তাপস অতিবেগে সমুদ্রাভি-মুখে পলায়ন করিলেন। বোধিসত্ত্ব মনে করিলেন, এ নিশ্চয় কোন শত্রু হইবে; কাজেই তিনি অসি নিষ্কোষিত করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। তাপস তখন উৎপতন করিতে গিয়া সমুদ্রগর্ভে পতিত হইলেন। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 'তপস্বী সম্ভবতঃ আকাশপথে আসিয়াছিলেন; কিন্তু ধ্যানভঙ্গবশতঃ এখন সমুদ্রে পড়িয়া গেলেন। ইঁহাকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য।' অনন্তর তিনি বেলান্তে দাঁড়াইয়া এই গাথাগুলি বলিলেন :—

না এসেছ জলপথে; ঋদ্ধির প্রভাবে
আকাশমার্গেতে চলি এলে মহাশয়,
রমণীর সঙ্গে মিশি বীর্য্যহীন এবে,
পড়িয়া সাগর-গর্ভে জীবন সংশয়।

রমণীর মায়াবর্ত্তে পড়ে যেই জন
ব্রহ্মচর্য্য ধ্রুব তার হইবে বিনাশ;
বুঝি ইহা ভালরূপে বুদ্ধিমান্ জন
দূর হ'তে ছাড়ি যায় রমণীর পাশ। *

কামবশে, কিংবা অর্থ লভিবার তরে
রমণী ভজন যারে একবার করে,
শীঘ্র তার সর্ব্বনাশ হয় সঙ্ঘটন,
অগ্নি যথা করে ত্বরা ইন্ধন দহন।

বোধিসত্ত্বের এই কথা শুনিয়া তাপস সমুদ্র মধ্যে থাকিয়াই পুনর্ব্বার ধ্যানস্থ হইলেন এবং নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। তদ্দর্শনে বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এই তপস্বী এত ভার সঙ্গে লইয়াও আকাশপথে শাল্মলি তূলের ন্যায় চলিয়া গেলেন। আমিও ইঁহার ন্যায় ধ্যানবল লাভ করিয়া আকাশ-পথে বিচরণ করিব।' ইহা স্থির করিয়া তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, সেই রমণীকে লোকালয়ে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে যেখানে ইচ্ছা যাইতে বলিয়া নিজে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি কোন মনোরম ভূভাগে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন এবং কৃৎস্নপরিকর্ম্মদ্বারা অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোক-বাসের উপযুক্ত হইলেন।

* এখানে টীকাকার নিম্নলিখিত গাথাটী উদ্ধার করিয়াছেন :—

রমণীর মায়া, রোগ, শোক, উপদ্রব,
মরীচিকাসম আশা—বন্ধন এ সব,
হৃদয়ে নিহত এরা মরণের পাশ,
নরাধম, এ সকলে করে যে বিশ্বাস।

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশনপূর্ব্বক সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।]

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই কুমার, যিনি প্রথমে স্ত্রীলোকের গন্ধ পর্য্যন্ত সহিতে পারিতেন না।]

২৬৪—মহাপ্রণাদ-জাতক।

[শাস্তা গঙ্গাতীরে উপবিষ্ট হইয়া স্থবির ভদ্রজিতের অনুভাব-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এক বার শাস্তা শ্রাবস্তীতে বর্ষাবাস সমাপনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিলেন, ভদ্রজিৎ নামক এক সম্ভ্রান্ত যুবককে অনুগ্রহ দেখাইতে হইবে। অনন্তর তিনি ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে ভদ্রিক নগরে উপনীত হইলেন এবং কুমার ভদ্রজিতের জ্ঞানপরিপাক-প্রতীক্ষায় সেখানে জাতিয়াবন নামক স্থানে তিন মাস অবস্থিতি করিলেন। কুমার ভদ্রজিৎ অতি মহাশয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ভদ্রিক নগরের অশীতিকোটি বিভব-সম্পন্ন কোন শ্রেষ্ঠীর একমাত্র পুত্র। তাঁহার তিন ঋতুতে বাস করিবার উপযোগী তিনটী প্রাসাদ ছিল, তাহার এক একটীতে তিনি চারি মাস বাস করিতেন। এক প্রাসাদে বাস করিয়া অন্য প্রাসাদে যাইবার সময় তিনি জ্ঞাতিজন পরিবৃত হইয়া মহাসমারোহে যাত্রা করিতেন। তখন কুমারের শোভাযাত্রার ঘটা দেখিবার জন্য সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত। লোকে যাহাতে অবাধে দেখিতে পারে, সেই জন্য তখন প্রাসাদদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী পথে চক্রে চক্রে আসনমঞ্চ প্রস্তুত হইত। *

ভদ্রিক নগরে তিন মাস বাস করিবার পর শাস্তা নগরবাসীদিগকে জানাইলেন, যে তিনি স্থানান্তরে চলিয়া যাইবেন। নগরবাসীরা অনুরোধ করিল, 'ভদন্ত, আপনি আগামী কল্য যাইবেন'। তাহারা পর দিনই বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘের জন্য মহাদানের আয়োজন করিল, নগরমধ্যে এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা সাজাইল এবং সকলের জন্য আসন স্থাপন করিয়া দানের সময় উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিল। শাস্তা ভিক্ষুসঙ্ঘ-পরিবৃত হইয়া সেখানে গমনপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন। নগরবাসীরা মহাদান দিল। ভোজনান্তে শাস্তা মধুরস্বরে অনুমোদন আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে কুমার ভদ্রজিৎ এক প্রাসাদ হইতে প্রাসাদান্তরে যাইতেছিলেন। কিন্তু সেদিন তাঁহার ঐশ্বর্য্য-দর্শনার্থ কেহই উপস্থিত ছিল না। কেবল তাঁহার নিজের লোক জনেরাই তাঁহার সঙ্গে ছিল। তিনি তাহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অন্য সময়ে আমি এক প্রাসাদ হইতে অন্য প্রাসাদে যাত্রা করিলে সমস্ত নগর সংক্ষুব্ধ হইয়া থাকে, লোকে চক্রাকারে কত আসনমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া থাকে, অদ্য কিন্তু আমার নিজের লোক জন ব্যতীত অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না; ইহার কারণ কি বল ত?" তাহারা উত্তর দিল, "স্বামিন্, সম্যক্‌সম্বুদ্ধ এই নগরে তিন মাস বাস করিয়া অদ্য প্রস্থান করিবেন। তিনি ভোজন শেষ করিয়া সমস্ত লোকের নিকট ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতেছেন, নগরবাসী সকলেই তাঁহার ধর্ম্মকথা শুনিতেছে।" 'বটে, তবে চল, আমরাও গিয়া শুনি।'' ইহা বলিয়া ভদ্রজিৎ সর্ব্বাভরণ ধারণ করিয়াই অনুচরগণসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং জনসঙ্ঘের এক প্রান্তে থাকিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার সমস্ত পাপক্ষয় হইল; তিনি তখনই অগ্রফল অর্থাৎ অর্হত্ব লাভ করিলেন।

তখন শাস্তা ভদ্রিকের পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, তোমার পুত্র নানাবিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়াও আমার ধর্ম্মকথাশ্রবণে অর্হত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব ইহাকে অদ্যই হয় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে, নয় পরিনির্ব্বাণ লাভ করিতে হইবে।" ইহা শুনিয়া সেই শ্রেষ্ঠী উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, আমি পুত্রের পরিনির্ব্বাণ চাই না, তাহাকে প্রব্রজ্যা দিন এবং প্রব্রজ্যাদানের পর আগামী কল্য তাহাকে লইয়া আমার গৃহে আগমন করুন।''

শাস্তা এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, সম্ভ্রান্তবংশীয় সেই কুমারকে লইয়া বিহারে গেলেন এবং সেখানে তাঁহাকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দিলেন। অতঃপর শ্রেষ্ঠিদম্পতী সপ্তাহকাল শাস্তার বহু সৎকার করিলেন।

সপ্তাহ বাসের পর শাস্তা ভদ্রিককে লইয়া ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে কোটিগ্রামে উপনীত হইলেন। কোটিগ্রামবাসীরাও বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে মহাদান দিল। শাস্তা ভোজনান্তে অনুমোদন করিতেছেন, এমন সময়ে ভদ্রজিৎ গ্রামের বাহিরে গিয়া গঙ্গার ঘাটের নিকট এক বৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'শাস্তা আসিলেই আমি ধ্যান হইতে উঠিব।' (কাজেও তাহাই হইল।) যখন প্রবীণ স্থবিরেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি আসন হইতে উত্থিত হইলেন না; কিন্তু শাস্তা আসিবামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা দেখিয়া পৃথগ্‌জনেরা ক্রুদ্ধ হইল; তাহারা ভাবিল, 'কি আস্পর্দ্ধা, এ যেন কত পূর্ব্বেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছে, যে প্রবীণ স্থবিরদিগকে আসিতে দেখিয়াও আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল না!'

কোটিগ্রামবাসীরা নৌসঙ্ঘাটি প্রস্তুত করিল। † শাস্তা সঙ্ঘাটিতে উঠিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ভদ্রজিৎ কোথায়?''

* 'চক্কাতিচক্কানি মঞ্চাতিমঞ্চানি' অর্থাৎ এক চক্রের উপর অন্য চক্র এবং এক মঞ্চের উপর অন্য মঞ্চ।

† এই খণ্ডের ১৪শ পৃষ্ঠের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভিক্ষুরা বলিলেন, "এই যে ভদন্ত, ভদ্রজিৎ এখানে।" শাস্তা বলিলেন, "এস, ভদ্রজিৎ, তুমি আমার সহিত এক নৌকায় উঠ।" তখন ভদ্রজিৎ অগ্রসর হইয়া শাস্তার নৌকায় আরোহণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা যখন গঙ্গার মধ্যভাগে উপনীত হইলেন, তখন শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "বল ত, ভদ্রজিৎ, মহাপ্রণাদ রাজার সময় তুমি যে প্রাসাদে বাস করিতে, তাহা কোথায়।" ভদ্রজিৎ উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, তাহা এই স্থানেই নিমগ্ন রহিয়াছে।" ভিক্ষুদিগের মধ্যে যাঁহারা পৃথগ্‌জনের ন্যায় ভাবাপন্ন ছিলেন তাঁহারা বলিলেন, "তাই ত, স্থবির ভদ্রজিৎ যে এখন নিজের অর্হত্ত্ব প্রতিপাদন আরম্ভ করিলেন।" ইহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "দেখ ভদ্রজিৎ, তুমি এই সতীর্থ ব্রহ্মচারীদিগের সংশয় ছেদন কর।"

ভদ্রজিৎ শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ঋদ্ধিবলে গমন করিয়া * অঙ্গুলীর অগ্রভাগে সেই প্রাসাদস্তূপ গ্রহণ করিলেন এবং পঞ্চশত যোজন বিস্তীর্ণ প্রাসাদসহ আকাশে উত্থিত হইলেন। ইহার পর তিনি প্রাসাদের এক অংশ ভেদ করিয়া, উহার অভ্যন্তরে তখন যাহারা বাস করিত, তাহাদিগকে দর্শন দিলেন এবং পরিশেষে সমস্ত প্রাসাদটীকে বারিপৃষ্ঠ হইতে এক যোজন, দুই যোজন, তিন যোজন পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেন। তদীয় পূর্ব্বজন্মের জ্ঞাতিগণ প্রাসাদলোভে মৎস্য-কচ্ছপ-নাগ মণ্ডূকাদি হইয়া সেইখানেই পুনর্জ্জন্ম লাভ করিয়াছিল। প্রাসাদটী যখন বারিপৃষ্ঠ হইতে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, তখন তাহারা ঘুরিতে ঘুরিতে জলের মধ্যে পড়িতে লাগিল। তাহাদিগকে পড়িতে দেখিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভদ্রজিৎ, তোমার জ্ঞাতিগণ বড় কষ্টে পড়িয়াছে।" ইহা শুনিয়া ভদ্রজিৎ প্রাসাদটী জলে বিসর্জ্জন করিলেন; উহা পুনর্ব্বার যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল।

অতঃপর শাস্তা গঙ্গাপারে উপনীত হইলেন। গঙ্গাতীরে তাঁহার জন্য আসন প্রস্তুত হইল। তিনি সেই উৎকৃষ্ট বুদ্ধাসনে তরুণ সূর্য্যের ন্যায় আসীন হইয়া তেজ বিকিরণ করিতে লাগিলেন। তখন ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, স্থবির ভদ্রজিৎ কোন্ সময়ে এই প্রাসাদে বাস করিতেন?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "মহাপ্রণাদ রাজার সময়ে।" অনন্তর তিনি সেই অতীতকথা বলিতে লাগিলেন:–]

পুরাকালে বিদেহ রাজ্যের অন্তঃপাতী মিথিলানগরে সুরুচি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নামও সুরুচি ছিল। শেষোক্ত সুরুচির পুত্র মহাপ্রণাদ। তাঁহারাই এই প্রাসাদ লাভ করিয়াছিলেন। লাভের কারণ তাঁহাদের প্রাক্তন কর্ম্মঃ—তাঁহারা পিতাপুত্রে নল ও উডুম্বর কাষ্ঠাদি দ্বারা কোন প্রত্যেক বুদ্ধের জন্য এক পর্ণশালা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

[এই জাতকের অতীতবস্তু সমস্ত প্রকীর্ণক নিপাতে সুরুচি-জাতকে (৪৮৯) পাওয়া যাইবে।]

[শাস্তা এইরূপে ধর্ম্মদেশনা করিলেন এবং অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথা তিনটী বলিলেন:–

প্রণাদ রাজার প্রকাণ্ড ভবন সুবর্ণ-নির্ম্মিত, বিচিত্রগঠন;
সার্দ্ধক্রোশ তার আছিল বিস্তার উচ্চতা পঞ্চবিংশতি যোজন।
উচ্চতায় পঞ্চবিংশতি যোজন, শততল সেই বিশাল ভবন।
ধ্বজমালা পরি ছিল অলঙ্কৃত চারুমরকতমণি-বিমণ্ডিত।
সাত দলে আসি শক্রের প্রেরিত ছ হাজার সেথা গন্ধর্ব্ব নাচিত।
সত্য, ভদ্রজিৎ, বলিয়াছ তুমি, প্রণাদের হেথা ছিল লীলাভূমি।
শক্ররূপে আমি ছিনু সে সময় নিরত সতত তোমার সেবায়।

ইহা শুনিবামাত্র পৃথগ্‌জন ভিক্ষুদিগের সংশয় নিরাকৃত হইল।

সমবধান—তখন ভদ্রজিৎ ছিল মহাপ্রণাদ এবং আমি ছিলাম শক্র।]

---

* এখানে 'উপ্‌পতিত্বা' ও 'উপগন্ত্বা' এই দুই পাঠ আছে। প্রথমপাঠে 'আকাশপথে উঠিয়া (ঋদ্ধিবলে, অথবা এক লাফে) এই অর্থ করা যাইতে পারে।

* 'তিরিযম্ সোড়সপব্বেধো উচ্চং আহু সহস্‌সধা'—বিত্থারতো সোড়সকণ্ডপাতবিত্থারো অহোসি উচ্চমাহু সহস্‌সধা তি উব্বেধেন সহস্‌সকণ্ডগমনমত্তং উচ্চো আহু, সহস্‌সকণ্ডগমনগণনায়ং পঞ্চবিসতি যোজনপ্পমাণং হোতি, বিত্থারতো পন'স্‌স অড্‌ঢযোজনমত্তো। কণ্ডপাত=নিক্ষিপ্তশর যতদূরে গিয়া পড়ে। টীকাকার এক হাজার কণ্ডপাতে ২৫ যোজন ধরিয়াছেন। ৪ ক্রোশে এক যোজন এবং ৮০০০ হাতে এক ক্রোশ ধরিলে এক কণ্ডপাত=৮০০ হাত। অতএব ১০ কণ্ডপাত=১ ক্রোশ। ষোল কণ্ডপাত দেড় ক্রোশের কিছু বেশী কিন্তু অর্দ্ধ যোজনের কম।

২৬৫—ক্ষুরপ্র-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক নিরুৎসাহ ভিক্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহাকে শাস্তা জিজ্ঞাসিয়াছিলেন, "কি হে, তুমি কি প্রকৃতই নিরুৎসাহ হইয়াছ?" সে উত্তর দিয়াছিল, "হাঁ ভদন্ত, ইহা সত্য।" "তুমি এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও কি জন্য বীর্য্যহীন হইলে? প্রাচীনকালে পণ্ডিতেরা নির্ব্বাণপ্রদানে অসমর্থ শাসনে থাকিয়াও বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।" অনন্তর শাস্তা এই অতীত কথা বলিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক বনরক্ষকের কুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর পঞ্চশতপুরুষ-পরিবৃত হইয়া বনরক্ষকদিগের অধিনেতা হইয়াছিলেন। তিনি বনসমীপস্থ এক গ্রামে বাস করিতেন এবং বেতন লইয়া পথিকদিগকে বন পার করাইয়া দিতেন।

একদা বারাণসীবাসী এক সার্থবাহপুত্র পঞ্চশত শকটসহ সেই গ্রামে গিয়া বোধিসত্ত্বকে ডাকাইলেন এবং বলিলেন, "সৌম্য, তোমাকে সহস্র মুদ্রা দিব; তুমি আমাদিগকে এই বন পার করাইয়া দাও।" বোধিসত্ত্ব "যে আজ্ঞা" বলিয়া তাঁহার হস্ত হইতে সহস্র মুদ্রা গ্রহণ করিলেন এবং গ্রহণ করিবার সময়েই দাতার কার্য্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তিনি সার্থবাহ-পুত্রকে লইয়া বনে প্রবেশ করিলেন।

বনের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলে অকস্মাৎ পঞ্চশত দস্যু তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। দস্যুদিগকে দেখিবামাত্র অন্যান্য লোকে বুকের উপর ভর দিয়া পড়িয়া রহিল, কিন্তু তাহাদের অধিনেতা গর্জ্জন ও উল্লম্ফন করিতে করিতে দস্যুদিগকে এমন ভাবে প্রহার দিলেন, যে তাহারা পলাইয়া গেল এবং তিনি সার্থবাহপুত্রকে নির্ব্বিঘ্নে কান্তার অতিক্রম করাইয়া দিলেন।

বন উত্তীর্ণ হইবার পর সার্থবাহপুত্র স্কন্ধাবার প্রস্তুত করাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন এবং বনরক্ষক-নায়ককে নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত ভোজ্য দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া নিজেও প্রাতরাশ সমাপন করিলেন। অনন্তর নিশ্চিন্তমনে উপবিষ্ট হইয়া তিনি বোধিসত্ত্বের সহিত আলাপ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সৌম্য, যখন পঞ্চশত নিষ্ঠুর দস্যু অস্ত্র শস্ত্র লইয়া আমাদিগকে বেষ্টন করিল, তখনও তোমার মনে কিছুমাত্র ত্রাস জন্মে নাই, ইহার কারণ কি?" এই প্রশ্ন করিবার সময় সার্থবাহ-পুত্র নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিয়াছিলেন :—

> শরাসন হতে ছুটে শর অগণন,
> শাণিত, সুতীক্ষ্ণ অসিহস্তে দস্যুগণ;
> ভীষণ শমন করে বদন ব্যাদান,
> দেখিয়া এ সব তবু কেন, মতিমান্,
> হয় নাই মন তব স্তম্ভিত শঙ্কায়?
> কারণ ইহার বল খুলিয়া আমায়।

তাহা শুনিয়া বনরক্ষকদিগের অধিনেতা অপর গাথা দুইটী বলিলেন :—

> শরাসন হতে ছুটে শর অগণন,
> শাণিত, সুতীক্ষ্ণ অসিহস্তে দস্যুগণ,
> ভীষণ শমন করে বদন ব্যাদান,
> দেখিয়া এসব মম, শুন মতিমান্,
> বিপুল আনন্দ মনে হইল সঞ্চার,
> শঙ্কার না কিছুমাত্র ছিল অধিকার।

---

* ক্ষুরপ্র—একপ্রকার তীর। ইহার ফলক অশ্বক্ষুরাকার।

সে আনন্দবলে করি শত্রু পরাজয়,
গ্রহণ করিনু যবে আমি, মহাশয়,
বেতন তোমার কাছে, তখন(ই) জীবন
উৎসর্গ করিনু তব রক্ষার কারণ।
বীর যেই, বীরকৃত্য করে সম্পাদন,
জীবনের মায়া সেই করে বিসর্জ্জন।

বোধিসত্ত্ব এরূপভাবে এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন, যেন তাঁহার মুখ হইতে শরবর্ষণ হইতে লাগিল। তিনি সার্থবাহপুত্রকে বুঝাইয়া দিলেন যে জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি এরূপ বীর্য্য প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি সার্থবাহ-পুত্রের নিকট বিদায় লইয়া স্বগ্রামে ফিরিয়া গেলেন এবং দানাদি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়া যথাকর্ম্ম গতি লাভ করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই নিরুৎসাহ ভিক্ষু অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন। সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই বনরক্ষক-নায়ক।]

২৬৬—বাতাগ্রসৈন্ধব-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রাবস্তীবাসী জনৈক সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, শ্রাবস্তীনগরে এক পরমসুন্দরী রমণী এক পরমসুন্দর সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল। তাহার মনে এমন কামাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়াছিল যে তাহাতে তাহার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইতেছিল। তাহার দেহে ও চিত্তে কোনরূপ সুখ রহিল না; তাহার আহারে অরুচি জন্মিল; সে শয়নমঞ্চের কোণা ধরিয়া † শুইয়া রহিল। তাহার পরিচারিকা ও সখীরা জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার মনে কি অশান্তি জন্মিয়াছে যে খাটের কোণা ধরিয়া পড়িয়া আছ? তোমার কি অসুখ করিয়াছে, বল।" প্রথম দুই একবার সে তাহাদের প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না; কিন্তু পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করায় শেষে প্রকৃত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। তাহারা আশ্বাস দিল, "কোন চিন্তা নাই; আমরা তাহাকে আনিয়া দিব।"

অনন্তর তাহারা গিয়া সেই ভূস্বামীর সহিত আলাপ করিল। তিনি প্রথমে তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন; কিন্তু শেষে তাহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয্যবশতঃ সম্মত হইলেন। তিনি অঙ্গীকার করিলেন, 'অমুক দিন অমুক সময়ে যাইব।' তাহারা গিয়া উক্ত রমণীকে এই সংবাদ দিল।

রমণী তখন নিজের শয়নকক্ষ সাজাইল এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে অলঙ্কার পরিয়া তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় পল্যঙ্কের উপর বসিয়া রহিল। কিন্তু তিনি যখন গিয়া খট্টার একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন, তখন সে ভাবিল 'আমি যদি হাল্কা হইয়া এখনই ইঁহাকে অবকাশ দি, তাহা হইলে আমার স্ত্রীজনোচিত মর্য্যাদার হানি হইবে। ইনি যে দিন প্রথম আসিলেন, সেই দিনেই ইঁহাকে অবকাশ দান করা অকর্ত্তব্য। আজ ইঁহাকে একটু বিরক্ত করিয়া অন্যদিন অবকাশ দিলেই চলিবে।' কাজেই, ভূস্বামী যখন হস্তগ্রহণাদিদ্বারা তাহার সহিত কেলি করিতে উদ্যত হইলেন, তখন সে তাঁহার হাত ধরিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিল, "তুমি চলিয়া যাও; তোমাকে দিয়া আমার কোন প্রয়োজন নাই।" ইহাতে সেই ভূস্বামী হাত গুটাইয়া লইলেন এবং লজ্জিত হইয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া নিজের গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

ভূস্বামী চলিয়া গেলে এই রমণীর সখী ও পরিচারিকারা তাহার কাণ্ড শুনিয়া বলিতে লাগিল, "এই লোকটার প্রতি আসক্ত হইয়া তুমি আহার ত্যাগ করিয়া পড়িয়া ছিলে; আমরা বার বার অনুরোধ করিয়া ইঁহাকে লইয়া আসিলাম। তুমি ইঁহাকে অবকাশ দিলে না কেন বল ত?" সে তাহাদিগকে প্রকৃত কারণ বুঝাইয়া দিল, কিন্তু তাহারা "বেশ কিন্তু নাম জাহির করিলে" বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

---

* সৈন্ধব=সিন্ধুদেশজাত বা উৎকৃষ্ট ঘোটক। বাতাগ্র=যে বাতাসের আগে আগে চলে।

† "অটনিং গহেত্বা নিপজ্জি"। সংস্কৃতভাষায় অটনি শব্দের অর্থ ধনুকের কোটি' যে অংশে ছিলা পরাইবার জন্য খাঁজ কাটা থাকে। শয্যার সম্বন্ধে বোধ হয় ইহার দ্বারা পায়ার যে ভাগ বাজুর উপরে থাকে, তাহা বুঝায়।

সেই ভূস্বামী অতঃপর তাহাকে দেখিবার জন্য আর ফিরিলেন না। সে রমণীও তাঁহাকে লাভ করিতে না পারিয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া সেই ভূস্বামী একদিন বহু মাল্যগন্ধবিলেপন-সহ জেতবনে গমনপূর্ব্বক শাস্তাকে অর্চ্চনা ও বন্দনা করিয়া একান্তে উপবেশন করিলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসিলেন, "উপাসক, তুমি এতদিন দেখা দাও নাই কেন?" ভূস্বামী তখন সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, এই কারণে লজ্জায় আমি এতদিন বুদ্ধোপাসনায় যোগ দিতে পারি নাই।' "এই রমণী এখন যেমন আসক্তিবশতঃ তোমাকে ডাকাইয়াছিল এবং তুমি উপস্থিত হইবার পর অবকাশ না দিয়া লজ্জা দিয়াছে, পূর্ব্বেও সেইরূপ কোন পণ্ডিতসত্বে আসক্তা হইয়া তাহাকে আহ্বান করিয়াছিল; কিন্তু সে উপস্থিত হইলে অবকাশ দেয় নাই; তাহাকে নিরর্থক কষ্ট দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল।" অনন্তর শাস্তা সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব সৈন্ধবকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক রাজার মঙ্গলাশ্ব হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল বাতাগ্র সৈন্ধব। অশ্বপালেরা তাঁহাকে লইয়া গঙ্গায় স্নান করাইত। একদা কুণ্ডলী নাম্নী এক গর্দ্দভী তাঁহাকে দেখিয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইল। কামবশে তাহার শরীর কাঁপিতে লাগিল; সে ঘাস জল ত্যাগ করিল। তাহার শরীর শুষ্ক হইতে লাগিল এবং সে ক্রমশঃ কৃশ হইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইল। তাহাকে কৃশ হইতে দেখিয়া তাহার পুত্র জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তোমার কি অসুখ করিয়াছে? তুমি ঘাস খাও না, জল খাও না, তোমার শরীর শীর্ণ হইয়াছে; তুমি কাঁপিতে কাঁপিতে যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিতেছ।" গর্দ্দভী প্রথমে কোন উত্তর দিল না, কিন্তু পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করায় শেষে মনের কথা খুলিয়া বলিল। তাহা শুনিয়া তাহার পুত্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "কোন চিন্তা নাই, মা, আমি তাহাকে লইয়া আসিব।"

অনন্তর বাতাগ্র সৈন্ধব যে সময়ে স্নানের জন্য যাইতেছিলেন, গর্দ্দভ পোতক তখন তাঁহার নিকট গিয়া নিবেদন করিল, "পিতঃ, আমার মাতা আপনার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন এবং সেই জন্য আহার ত্যাগ করিয়া শীর্ণ হইয়া মরিতে বসিয়াছেন। আপনি তাঁহার প্রাণদান করুন।" "আচ্ছা বাবা, তাহাই করিব। অশ্বপালেরা আমাকে স্নান করাইয়া কিয়ৎকাল চরিবার জন্য গঙ্গাতীরে ছাড়িয়া দেয়, তোমার মাকে লইয়া সেই স্থানে আসিও।"

গর্দ্দভ-পোতক তাহার মাতাকে সেই স্থানে আনিয়া ছাড়িয়া দিল এবং নিজে একান্তে প্রচ্ছন্নভাবে রহিল। অশ্বপালেরাও বাতাগ্রসৈন্ধবকে সেখানে আনিয়া ছাড়িয়া দিল। তিনি গর্দ্দভীকে দেখিয়া তাহার নিকটে গেলেন; কিন্তু তিনি নিকটে গিয়া তাহার গাত্র আঘ্রাণ করিবামাত্র গর্দ্দভী ভাবিল, 'আমি যদি নিতান্ত হাল্কা হইয়া এ আসিবামাত্র অবকাশ দি, তাহা হইলে আমার যশ ও স্ত্রীজনোচিত মর্য্যাদা নষ্ট হইবে। অতএব আমার যেন ইচ্ছাই নাই এই ভাব দেখাইতে হইবে।' ইহা স্থির করিয়া সে সৈন্ধবের নিম্ন হনুতে পদাঘাত করিয়া পলায়ন করিল। সৈন্ধব-পোতকের দন্তমূল ভাঙ্গিয়া গেল এবং তিনি মৃতপ্রায় হইলেন। তখন তিনি ভাবিলেন, 'এই গর্দ্দভীতে আমার কি প্রয়োজন?' অনন্তর তিনিও লজ্জিত হইয়া পলায়ন করিলেন। তখন গর্দ্দভীর অনুতাপ জন্মিল; সে শোকে অভিভূত হইয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া তাহার পুত্র অগ্রসর হইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাদ্বারা কারণ জিজ্ঞাসা করিল:—

যার জন্য পাণ্ডুবর্ণ অস্থিচর্ম্মসার
হ'ল দেহ, খাদ্যে রুচি না ছিল তোমার,
নিকটে সে সমাগত; তবে কি কারণ
যাইতেছ তুমি, মাতঃ, করি পলায়ন?

পুত্রের কথা শুনিয়া গর্দ্দভী নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

পুরুষ করিবামাত্র প্রথম দর্শন
রমণী প্রণয় যদি করে বিজ্ঞাপন,
স্ত্রীজাতির মর্য্যাদার হানি হয় তায়,
সেই হেতু মাতা তব পলাইয়া যায়।

এই গাথাদ্বারা গর্দ্দভী পুত্রকে স্ত্রীজাতির স্বভাব জানাইল।

[শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

যশস্বী সৎকুলজাত পুরুষে দেখি আগত,
অভিমানে যে না করে প্রীতি প্রদর্শন,
কত যে মনের ক্লেশ ভুঞ্জে সেই, নাহি শেষ,
ভাড়াইয়া বাতাগ্রেরে কুণ্ডলী যেমন।

কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন; তাহা শুনিয়া সেই ভূস্বামী স্রোতাপত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন।
সমবধান—তখন এই রমণী ছিল সেই গর্দ্দভী এবং আমি ছিলাম সেই বাতাগ্র সৈন্ধব।]

২৬৭—কর্কট-জাতক

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে আর এক রমণীকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী কোন ভূস্বামী জনপদে অনেক অর্থ ধার দিয়াছিলেন। তিনি নাকি একদা ভার্য্যাকে সঙ্গে লইয়া সেই অর্থ আদায় করিতে গিয়াছিলেন এবং আদায় করিয়া ফিরিবার সময় দস্যুহস্তে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ভার্য্যা পরমরূপবতী ছিলেন। দস্যুদিগের অধিনেতা তাঁহার রূপ দেখিয়া এমন মুগ্ধ হইল যে তাঁহাকে পাইবার জন্য সেই ভূস্বামীর প্রাণসংহারে উদ্যত হইল।

সেই রমণী অতি শীলবতী ও আচার-সম্পন্না ছিলেন এবং পতিকেই প্রধান দেবতা বলিয়া জানিতেন। তিনি দস্যুদলপতির পায়ে পড়িয়া বলিলেন, "প্রভু, আপনি যদি আমার রূপে মুগ্ধ হইয়া আমার স্বামীর প্রাণনাশ করেন, তাহা হইলে আমি হয় বিষ খাইয়া, নয় নাসাবাত রুদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিব; কিছুতেই আপনার অনুগামিনী হইব না। অতএব অকারণে আমার স্বামীকে মারিবেন না।" এইরূপে প্রার্থনা করিয়া তিনি দস্যুদলপতির হাত হইতে পতিকে মুক্ত করিলেন।

অতঃপর স্বামী, স্ত্রী উভয়ে নির্ব্বিঘ্নে শ্রাবস্তীতে ফিরিয়া গেলেন এবং জেতবন-বিহারের নিকট দিয়া যাইবার সময় সঙ্কল্প করিলেন যে ভিতরে প্রবেশ করিয়া শাস্তাকে বন্দনা করিয়া যাওয়া যাউক। ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা গন্ধকুটীতে গমন করিলেন এবং শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসীন হইলেন। শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা কোথায় গিয়াছিলে?" তাঁহারা উত্তর দিলেন 'খাদনের টাকা আদায় করিবার জন্য (জনপদে) গিয়াছিলাম।" "পথে কোন বিঘ্ন হয় নাই ত?" ভূস্বামী উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, আমরা পথে দস্যুহস্তে পড়িয়াছিলাম, তাহাদের অধিনেতা আমার প্রাণসংহারে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু শেষে আমার এই ভার্য্যার প্রার্থনায় মুক্তিলাভ করিয়াছি। ইঁহার জন্যই আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছে।" শাস্তা বলিলেন, "উপাসক, ইনি যে কেবল এজন্মে তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইনি পণ্ডিতদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।" অনন্তর ভূস্বামীর অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় হিমবন্তে এক মহাহ্রদে একটা প্রকাণ্ড সুবর্ণ কর্কট বাস করিত। ঐ কর্কটের বাসস্থান ছিল বলিয়াই উক্ত হ্রদের 'কুলীরদহ' এই নাম হইয়াছিল। তাহার দেহ একটা খলমণ্ডলের ন্যায় * বিশাল ছিল। সে হস্তী ধরিয়া তাহাদিগকে মারিত ও খাইত। হস্তীরা তাহার ভয়ে সেই হ্রদে খাদ্যসংগ্রহের জন্য অবতরণ করিতে পারিত না।

---

* খলমণ্ডল=খামার, যেখানে চাষারা গাছ হইতে শস্য ছাড়ায়।

এই সময়ে বোধিসত্ত্ব কুলীরদহের অবিদূরবাসী কোন গজযূথপতির ঔরসে এক হস্তিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। হস্তিনী গর্ভরক্ষার মানসে পর্ব্বতপাদান্তরে গমনপূর্ব্বক সেখানে যথাকালে বোধিসত্ত্বকে প্রসব করে। বোধিসত্ত্ব কালক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক এবং পরিণতবুদ্ধি হইলেন; তাঁহার বিশাল দেহ বীর্য্যসম্পন্ন হইল এবং পরম রমণীয় অঞ্জনপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি এক করেণুকাকে নিজের পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি কর্কটকে ধরিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

বোধিসত্ত্ব পত্নী ও মাতাকে লইয়া গজযূথের নিকট গমন করিলেন এবং পিতার দর্শন লাভ করিয়া বলিলেন, 'বাবা, আমি কর্কটটাকে ধরিব।' যূথপতি বলিল, "বাবা, তুমি ইহা পারিবে না।" কিন্তু বোধিসত্ত্ব পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করায় সে বলিল, "চেষ্টা করিয়া দেখ; বুঝিবে, আমার কথা সত্য কি না।"

কুলীরদহের নিকটে যত হস্তী ছিল, বোধিসত্ত্ব তাহাদের সকলকে একত্র করিয়া সকলের সঙ্গে হ্রদের তটে গমন করিলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "কর্কট হস্তীদিগকে কখন ধরে?—যখন তাহারা জলে নামে, না যখন তাহারা জল হইতে উঠে?" তাহারা উত্তর দিল, "জল হইতে উঠিবার সময়ে ধরে।"

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "তবে তোমরা হ্রদে অবতরণ করিয়া ইচ্ছামত বিচরণ কর এবং অগ্রে উঠিয়া যাও; আমি তোমাদের পশ্চাতে থাকিব।" হস্তীরা তাহাই করিল। বোধিসত্ত্ব সকলের পশ্চাতে উঠিতেছিলেন; কর্ম্মকার বৃহৎ সন্দংশ দ্বারা যেমন লৌহপিণ্ড ধরে, কর্কটও সেইরূপ শৃঙ্গদ্বয় দ্বারা বোধিসত্ত্বের পা দৃঢ়রূপে ধারণ করিল। বোধিসত্ত্বের পত্নী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন না, তিনি নিকটেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। বোধিসত্ত্ব কর্কটকে স্থলাভিমুখে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না; পরন্তু কর্কটই তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া নিজের দিকে লইয়া চলিল। বোধিসত্ত্ব মরণভয়ে ভীত হইয়া ক্রমাগত উচ্চরব করিতে লাগিলেন; অন্য সকল হস্তী মরণভয়ে ক্রৌঞ্চনাদ করিতে করিতে ও মলমূত্র ত্যাগ করিতে করিতে পলাইয়া গেল; বোধিসত্ত্বের পত্নীও আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া পলায়ন আরম্ভ করিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব, যাহাতে তাঁহার পত্নী পলায়ন না করেন সেই উদ্দেশ্যে, নিজের বদ্ধভাব বর্ণনা করিয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

> স্বর্ণ-শৃঙ্গী, জলচর, অলোমশরীর—
> অস্থিই চর্ম্মের কাজ করে যার দেহে,
> মস্তক উপরে যার উঠিয়াছে ফুটি
> বড় বড় চক্ষু দুটী, হেন জন্তু প্রিয়ে,
> অভিভূত করিয়াছে প্রাণনাথে তব।
> তাই সে করুণনাদ করে বার বার,
> ছাড়িয়া যেওনা তুমি এ বিপত্তিকালে।

ইহা শুনিয়া হস্তিনী ফিরিয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথায় তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন :—

> ছাড়িব তোমায় নাথ, ষষ্টি বর্ষ বয়ঃ যার?*
> ছাড়িব না, করিতেছি যথাসাধ্য প্রতিকার।
> সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে তুমি প্রিয় অতি,
> তোমা ছাড়া অভাগীর আর কেবা আছে গতি?

* ষাট বৎসর বয়স হইলে হস্তীরা পূর্ণযৌবনসম্পন্ন হয়।

এইরূপে বোধিসত্ত্বকে উৎসাহিত করিয়া হস্তিনী বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, আমি কর্কটের সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপ করিয়া তোমায় মুক্ত করিতেছি।" অনন্তর তিনি কর্কটকে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

সমুদ্রে, গঙ্গার গর্ভে, অথবা নর্ম্মদা নীরে
বাস করে যত জলচর,
তুমি সবাকার শ্রেষ্ঠ, তাই কান্দি মাগি ভিক্ষা,
ছেড়ে দাও পতিরে আমার

করেণুকা যখন এই গাথা বলিতে লাগিলেন, তখন বামাকণ্ঠস্বরে কর্কটের মন মুগ্ধ হইল, এবং সে নির্ভয়ে বোধিসত্ত্বের পা হইতে নিজের শৃঙ্গ শিথিল করিয়া লইল—বোধিসত্ত্ব বিমুক্ত হইলে কি করিবেন তাহা ভাবিল না। কিন্তু বোধিসত্ত্ব তখনই পা তুলিয়া কর্কটের পৃষ্ঠোপরি দাঁড়াইলেন; তাহাতে তাহার অস্থিগুলি ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি বিজয়নাদ করিয়া উঠিলেন। তাহা শুনিয়া অপর হস্তীগুলি আবার সেখানে ফিরিয়া আসিল এবং কর্কটকে টানিয়া তুলিয়া ও ভূতলে রাখিয়া এমন ভাবে মর্দ্দন করিতে লাগিল যে সে চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। তাহার শৃঙ্গদ্বয় দেহ হইতে পৃথক হইয়া অন্য এক স্থানে পতিত হইল।

কুলীরদহ গঙ্গার সহিত সংযুক্ত ছিল। কাজেই যখন গঙ্গা জলপূর্ণ হইত, তখন ইহাও গঙ্গাজলে পূরিয়া উঠিত; গঙ্গার জল কমিলে দহ হইতে গঙ্গায় জল আসিয়া পড়িত। এইরূপে কর্কটের শৃঙ্গদ্বয় গঙ্গায় আসিয়া পড়িল। তাহাদের একটী সমুদ্রে প্রবেশ করিল, অপরটী যখন রাজকুলজাত দশ সহোদর* জলকেলি করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের হাতে গিয়া পড়িল। তাঁহারা ইহা দ্বারা আনক নামক মৃদঙ্গ প্রস্তুত করাইলেন। যে শৃঙ্গটা সমুদ্রে গিয়াছিল, তাহা অসুরদিগের হস্তগত হইয়াছিল এবং তাহারা তদ্দারা আড়ম্বর নামক ভেরী নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। অতঃপর অসুরেরা যখন শক্রের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাস্ত হয় এবং এই ভেরি ফেলিয়া পলাইয়া যায়, তখন শক্র ইহা নিজের ব্যবহার্থ গ্রহণ করেন। এই বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়াই লোকে বলিয়া থাকে, "আড়ম্বর মেঘের ন্যায় বজ্রধ্বনি হইতেছে।"

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া ভূস্বামী ও তাঁহার পত্নী উভয়েই স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই উপাসিকা ছিলেন সেই করেণুকা এবং আমি ছিলাম তাঁহার পতি।]

☞ বিরুটস্তূপে এই জাতকের ছবি আছে। তত্রত্য প্রস্তর-ফলকে ইহার 'নাগ-জাতক' এই নাম উৎকীর্ণ আছে।

২৬৮—আরামদূস-জাতক†

[শাস্তা দক্ষিণগিরিতে অবস্থিতিকালে কোন উদ্যানপালপুত্রকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় যে শাস্তা বর্ষাবাসান্তে জেতবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দক্ষিণগিরি জনপদে ভিক্ষাচর্য্যা করিয়াছিলেন। এই সময়ে এক উপাসক বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের উদ্যানে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে যবাগূ ও চর্ব্ব্যভোজ্যাদি দিবার পর বলিয়াছিলেন, 'প্রভুরা যদি উদ্যানে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এই উদ্যানপালকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত দেখিতে পারেন।" অনন্তর তিনি উদ্যানপালকে আজ্ঞা দিলেন, "প্রভুরা যদি কোন ফল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ দিবে।"

ভিক্ষুরা বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন উদ্যানের এক অংশ বৃক্ষশূন্য রহিয়াছে। তাঁহারা উদ্যানপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই স্থান পতিত ও বৃক্ষশূন্য রহিয়াছে কেন?' উদ্যানপাল উত্তর

---

* 'দশ ভাই' সম্বন্ধে ঘটজাতক (৪৫৪) দ্রষ্টব্য। বসুদেব আনকদুন্দুভি নামে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খরূপী পঞ্চজন অসুরকে বধ করিয়া তাহার কঙ্কাল দ্বারা পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

† প্রথম খণ্ডেও এই নামে এক জাতক আছে (৪৬)। ইহা অপেক্ষাকৃত ছোট; ইহার গাথাও বিভিন্ন।

দিল, "এক উদ্যানপালের পুত্র কতকগুলি চারা গাছে জল সেচন করিতে গিয়া স্থির করিয়াছিল, যে গাছের মূল যত লম্বা, তাহাতে সেই পরিমাণে জল দিতে হইবে এবং এইজন্য সে গাছগুলি উপড়াইয়া তাহাদের মূলপ্রমাণ জল সেচন করিয়াছিল। এস্থান যে বৃক্ষশূন্য হইয়াছে, ইহাই তাহার কারণ।" ভিক্ষুরা শাস্তার নিকট গিয়া এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শাস্তা বলিলেন, "এই বালক কেবল এ জন্মে নহে; পূর্ব্বজন্মেও উদ্যানের অনিষ্ট করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ বিশ্বসেনের সময় একবার একটা উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। এক উদ্যানপাল উৎসবে যোগ দিয়া আমোদ প্রমোদ করিবার আশায় উদ্যানবাসী মর্কটদিগকে বলিল, "এই উদ্যান হইতে তোমরা বহু উপকার পাইয়া থাক। আমি সপ্তাহকাল উৎসবে আমোদ প্রমোদ করিব; তোমরা এই সাত দিন চারা গাছগুলিতে জল সেচন করিবে।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া সম্মতি বিজ্ঞাপন করিল। উদ্যানপালও তাহাদিগকে কতকগুলি চর্ম্মঘট দিয়া চলিয়া গেল।

অনন্তর মর্কটেরা জল সেচন করিয়া গাছের গোড়ায় দিতে আরম্ভ করিল। এই সময়ে তাহাদের পালের অধিনেতা বলিল, "একটু সবুর কর, জল চিরদিনই দুর্লভ; কাজেই হিসাব করিয়া খরচ করা আবশ্যক। গাছগুলি উপড়াইয়া দেখা যাউক কোন্‌টার মূল কত লম্বা। মূল দীর্ঘ হইলে বেশী জল, মূল হ্রস্ব হইলে কম জল সেচন করিলেই চলিবে।" তাহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া এক দলে গাছ উপড়াইয়া চলিল এবং এক দলে সেগুলি পুনর্ব্বার রোপণ করিয়া তাহাদের মূলে জল সেচন করিতে লাগিল।

ঐ সময়ে বোধিসত্ত্ব বারাণসী নগরে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কোন কারণে উদ্যানে গিয়া মর্কটদিগের সেই কাণ্ড দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তোমাদিগকে এরূপ করিতে বলিয়াছে?" তাহারা উত্তর দিল "আমাদের অধিনেতা"। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, তোমাদের অধিনেতারই যদি এইরূপ বুদ্ধি হয়, তবে তোমাদের না জানি আরও কিরূপ হইবে।" তিনি এই ভাব প্রকাশ করিবার জন্য নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন:—

> সকলের শ্রেষ্ঠ বলি মানিয়াছ যায়,
> তাহার(ই) বুদ্ধির দৌড় এই যদি হয়,
> না জানি কেমন বুদ্ধি অন্য সবাকায়!
> দেখে শুনে চমৎকার লেগেছে আমার।

ইহা শুনিয়া বানরেরা দ্বিতীয় গাথা বলিল:—

> আমাদের নিন্দা তুমি কর অকারণ,
> নহি মোরা গণ্ডমূর্খ, শুনহে ব্রাহ্মণ।
> না দেখিয়া মূল, কেহ পারে কি জানিতে
> কোন্ গাছে কত জল হইবে সেচিতে?

ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

> নিন্দা তোমাদের কিংবা অন্য বানরের
> করি না এক্ষেত্রে আমি, ভাজন নিন্দার
> প্রকৃত সে বিশ্বসেন, উদ্যানে যাহার
> হইয়াছে স্থান হেন বৃক্ষরোপকের।

[সমবধান—তখন এই উদ্যাননাশক বালক ছিল বানরদিগের সেই অধিনেতা এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত পুরুষ।]

২৬৯—সুজাতা-জাতক।

[ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা, বিশাখার কনিষ্ঠা ভগিনী সুজাতা অনাথপিণ্ডদের পুত্রবধূ ছিলেন। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন।

সুজাতা যখন অনাথপিণ্ডদের সংসারে প্রবেশ করেন, তখন পিত্রালয় হইতে অনেক দাসদাসী সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। 'আমি উচ্চ কুলের কন্যা' এই গর্ব্বে তিনি প্রচণ্ডা, ক্রোধনা ও পরুষভাষিণী হইয়াছিলেন। তিনি শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামী, কাহারও কথা গ্রাহ্য করিতেন না, বাড়ীর দাসদাসীদিগকে নিয়ত তর্জ্জনগর্জ্জন করিতেন, কথনও কখনও প্রহার পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

একদিন শাস্তা পঞ্চশতভিক্ষুপরিবৃত হইয়া অনাথপিণ্ডদের গৃহে গমনপূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলেন; মহাশ্রেষ্ঠী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মকথা শুনিতে লাগিলেন। এদিকে সুজাতা দাসদাসীদিগের সহিত কলহ আরম্ভ করিয়া দিলেন। শাস্তা ধর্ম্মকথা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত গোল হইতেছে কেন?" অনাথপিণ্ড বলিলেন, "ভগবন্, আমার পুত্রবধূটী ভৃত্যদিগের সহিত বিবাদ করিতেছেন। তিনি গুরুজনকে ভয় করেন না, শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর কথা শুনেন না; তাঁহার না আছে দান, না আছে শীল, না আছে শ্রদ্ধা, না আছে ভক্তি। তিনি গৃহস্থিত সকলের সঙ্গে কেবল অহোরাত্র কলহ করিয়া বিচরণ করেন।" "তুমি তাহাকে এখানে আসিতে বল।" তদনুসারে সুজাতা শাস্তার সমীপে আগমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবিষ্ট হইলেন। তখন শাস্তা বলিলেন, "সুজাতে, ভার্য্যা সাত প্রকার; তুমি তন্মধ্যে কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত?" সুজাতা বলিলেন, "প্রভো, আপনি প্রশ্নটী অতি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করিলেন; কাজেই আমি ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। দয়া করিয়া সবিস্তর বলুন।" "বলিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।" সুজাতা উপবেশন করিলে শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

দুষ্টমতি, হিতব্রতে চিত্ত নাহি যায়,
পতির সম্পত্তি সব দুহাতে উড়ায়;
নিজ পতি ঘৃণা করে, পর পুরুষের তরে
অথচ যাহার মন হয় উচাটন,
'বধকা' * সে ভার্য্যা ইহা বলে সর্ব্বজন।

শিল্প বা বাণিজ্য কিংবা কৃষির শরণ
লইয়া যে ধন পতি করেন অর্জ্জন,
নিজ ব্যবহার তরে, যে তাহার অংশ হরে
পতির যে কষ্ট হবে ভাবে না কখন,
'চৌরী' হেন ভার্য্যা ইহা বলে সর্ব্বজন।

কাজের নামেতে গায়ে জ্বর আসে যার,
অলসা, অথচ করে প্রচুর আহার,
কোপনা, দুর্ম্মুখা অতি, নাহি দয়া কারো প্রতি,
দাসদাসী জনে করে নিয়ত পীড়ন,
'আর্য্যা' সেই ভার্য্যা † ইহা বলে সর্ব্বজন।

চিত্ত যার সদা হিতব্রতপরায়ণ,
পতির সম্পত্তি যত্নে করে সংরক্ষণ;
যেরূপ যতনে মাতা, পুত্রের পালনে রতা,
পতির শুশ্রূষা তথা করে অনুক্ষণ,
'মাতৃসমা' হেন ভার্য্যা বলে সর্ব্বজন।

কনিষ্ঠা ভগিনী যথা জ্যেষ্ঠ সহোদরে
নিয়ত সম্মান করে প্রফুল্ল অন্তরে,

* সংস্কৃত সাহিত্যে 'বন্ধকী' এই শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহা 'পুংশ্চলী' অর্থবাচক।

† 'আর্য্যা' শব্দ এখানে 'প্রচণ্ডা' বা 'চণ্ডী' অর্থবাচক—ইংরাজী 'milady' শব্দের মত। মেজাজ কড়া, কথাবার্ত্তা, চালচলন একটু উচু রকমের এবং পতির উপর প্রভুত্ব, এই সকল ভাব বুঝিতে হইবে। সপ্তবিধ ভার্য্যার বিবরণ সূত্রপিটকের সপ্তভার্য্যাসূত্রে দেখা যায়।

সেইরূপ যে গৃহিণী, পতির বশবর্ত্তিনী,
লজ্জাবশে মুখে যার না সরে বচন,
সে ভার্য্যা 'ভগিনীসমা' বলে সর্ব্বজন।

বিলম্বে সখার সঙ্গে ঘটিলে মিলন
সখী যথা সুখী তার নেহারি বদন,
হেরিলে পতির মুখ, তেমতি যে পায় সুখ,
সুজাতা, সুশীলা, সাধ্বী রমণীরতন,
হেন ভার্য্যা 'সখীসমা' বলে সর্ব্বজন।

উৎপীড়নে অসন্তোষ না উপজে যার,
দণ্ডভরে কম্পমান সদা কলেবর,
সুশীলা তিতিক্ষাবতী, ক্রোধহীনা হেন সতী,
তুষিতে পতির মন রত অনুক্ষণ,
'দাসী' সেই ভার্য্যা ইহা বলে সর্ব্বজন।

এখন বুঝিলে, সুজাতে, যে, পুরুষের সাত প্রকার ভার্য্যা হইতে পারে। তন্মধ্যে যাহারা বধকা, চৌরী ও প্রচণ্ডা, তাহারা মৃত্যুর পর নরকে যায়, অপর চতুর্ব্বিধা রমণী নির্ম্মাণরতি * নামক দেবলোক লাভ করেন।

বধকা, প্রচণ্ডা, চৌরী অতীব দুঃশীলা,
দয়া মায়া নাহি জানে, গুরুজনে নাহি মানে,
নরকে যাইবে সাঙ্গ করি ভবলীলা।
জননী-অনুজা-সখী-দাসী-সমা যারা,
স্ব স্ব সুশীলতা-বলে, নিত্য সংযমের ফলে,
দেহান্তে স্বরগে স্থান লভিবে তাহারা।

শাস্তা উক্ত সপ্তবিধ ভার্য্যার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করিলে সুজাতা স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন; এবং শাস্তা যখন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে চাও," তখন তিনি উত্তর দিলেন, "আমি দাসী হইব।" অনন্তর সুজাতা তথাগতকে প্রণাম করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ক্ষমা লাভ করিলেন।

শাস্তা এইরূপে একবার মাত্র উপদেশ দিয়া অনাথপিণ্ডদের পুত্রবধূ সুজাতাকে বিনয় শিক্ষা দিলেন। তৎপরে তিনি ভোজন শেষপূর্ব্বক জেতবনে প্রতিগমন করিলেন এবং তত্রত্য ভিক্ষুদিগকে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া গন্ধকুটীরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভার সমবেত হইয়া শাস্তার গুণ-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "কি আশ্চর্য্য! শাস্তা একবার মাত্র উপদেশ দিয়া এই কুলবধূর মতি ফিরাইলেন এবং তাহাকে স্রোতাপত্তিফল প্রদান করিলেন!" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও আমি একবার মাত্র উপদেশ দিয়া ধর্ম্মের দিকে সুজাতার মন আকৃষ্ট করিয়াছিলাম"। অনন্তর ভিক্ষুদিগের প্রার্থনায় তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলানগরে বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে স্বয়ং রাজপদ লাভ করিয়া যথাশাস্ত্র প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হন।

বোধিসত্ত্বের জননী অতি ক্রোধনা, নিষ্ঠুরা, উগ্রস্বভাবা, কলহপ্রিয়া ও পরুষভাষিণী ছিলেন। বোধিসত্ত্বের অনেক সময়ে ইচ্ছা হইত যে জননীকে কিছু সদুপদেশ দেন; কিন্তু

---

* স্বর্গের অংশবিশেষ: ইহা ঊর্দ্ধতম পঞ্চমস্তরে অবস্থিত।

পাছে তাহাতে গুরুজনের প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি নীরব থাকিতেন। তিনি জননীকে উপমা দ্বারা কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এক দিন বোধিসত্ত্ব জননীকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথে একটা নীলকণ্ঠ পক্ষী ডাকিয়া উঠিল। বোধিসত্ত্বের অনুচরেরা সেই শব্দ শুনিয়া অঙ্গুলি দ্বারা কর্ণরোধপূর্ব্বক বলিল, "কি বিকট রব। কি কর্কশ স্বর! থাম্‌রে বাপু! কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল যে।"

অনন্তর বোধিসত্ত্ব যখন নটগণ-পরিবৃত হইয়া জননীর সহিত উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, তখন একটা সুপুষ্পিত শালবৃক্ষে নিলীন একটী কোকিল মধুরস্বরে কূজন আরম্ভ করিল। সমস্ত লোক সেই কলস্বরে এমন মোহিত হইল যে তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "অহো! কি সুস্নিগ্ধ স্বর! কি শ্রুতিসুখকর স্বর! কি মৃদুস্বর! বিহঙ্গবর, তুমি আবার গান কর।" ইহা বলিয়া তাহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া ও কাণ পাতিয়া বৃক্ষের দিকে অবলোকন করিতে লাগিল।

বোধিসত্ত্ব এই ব্যাপারদ্বয় প্রত্যক্ষ করিয়া বিবেচনা করিলেন, 'এবার জননীকে বুঝাইবার অতি সুন্দর অবসর উপস্থিত হইয়াছে।' তিনি বলিলেন, "দেখ মা, পথে নীলকণ্ঠ পক্ষীর বিকট চীৎকার শুনিয়া লোকে 'থাম্ থাম্' বলিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়াছিল, ইহার কারণ এই যে পরুষশব্দ সকলেরই অপ্রিয়।" অনন্তর তিনি এই গাথাগুলি বলিলেন :—

> চিত্রিত উত্তম বর্ণে, সুঠাম, সুন্দর,
> অথচ কর্কশ যদি হয় কণ্ঠস্বর,
> ইহলোকে, পরলোকে, জানিবে নিশ্চয়
> হেন জীব কাহার(ও) না প্রিয়পাত্র হয়।
>
> অতি ক্ষুদ্রাকার, কৃষ্ণবর্ণ কলেবর,
> তাহাও তিলকে মিশে হয়েছে ধূসর, *
> এ হেন কোকিল তোষে সবাকার মন
> কেবল মধুর স্বর করি বরষণ।
>
> দেখি ইহা শিখে সবে হ'তে প্রিয়ংবদ,
> মিতভাষী, অনুদ্ধত, ছাড়ি ক্রোধ, মদ,
> শুনিলে তাদের শ্রুতিমধুর বচন
> কৃতার্থ ধর্ম্মার্থ লভি হয় ত্রিভুবন। †

বোধিসত্ত্ব উল্লিখিত গাথাত্রয় দ্বারা জননীর চৈতন্যসম্পাদন করিলেন এবং তদবধি সেই রমণী সদাচারসম্পন্না হইলেন। বোধিসত্ত্ব এই একবার মাত্র উপদেশ দিয়াই জননীকে সংযতা হইতে শিখাইলেন এবং দেহান্তে কর্ম্মানুরূপ গতি লাভ করিলেন।

[সমবধান—তখন সুজাতা ছিলেন সেই বারাণসীরাজের মাতা এবং আমি ছিলাম বারাণসীর সেই রাজা।]

---

* ধূসর তিলক শালিকার গায়ে দেখা যায়, কোকিলের গায়ে নাই।

† এই গাথার শেষার্দ্ধ ধর্ম্মপদে (৩৬৩ শ্লোকে) দেখা যায়।

২৭০—উলূক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে কাকের ও উলূকের মধ্যে নিত্যকলহ-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। কাকেরা দিবাভাগে উলূকদিগকে খাইত, উলূকেরাও সূর্য্যাস্তের পর স্ব স্ব কুলায় হইতে নির্গত হইয়া কাকগুলি ঘুমাইয়া আছে দেখিলেই তাহাদের মাথা কাটিয়া প্রাণনাশ করিত। জেতবনের নিকটে এক পরিবেণে এক ভিক্ষু বাস করিতেন। যখন পরিবেণের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি সম্মার্জ্জন করিবার সময় হইত, তখন বৃক্ষ হইতে এত কাকের মাথা পড়িয়া থাকিত যে প্রতিদিন তাঁহাকে সেগুলির সাত আট ঝুড়ি তুলিয়া ফেলিতে হইত। তিনি ভিক্ষুদিগকে এই ব্যাপার জানাইলেন, ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ভিক্ষুর বাসস্থান হইতে প্রতিদিন নাকি এত এত কাকের মাথা ঝাঁট দিয়া ফেলিতে হয়।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কি হে ভিক্ষুগণ, তোমরা এখানে বসিয়া কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?" ভিক্ষুরা আলোচ্যমান বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদন্ত, কোন্ সময় হইতে কাক ও উলূকদিগের মধ্যে এই বৈরভাব চলিয়া আসিতেছে?" শাস্তা উত্তর দিলেন, "প্রথম কল্প হইতে।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে—সৃষ্টির প্রথম কল্পে—মানবগণ সম্মিলিত হইয়া এক সুশ্রী, সুলক্ষণযুক্ত, আজ্ঞা সম্পন্ন এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষকে আপনাদের রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। চতুষ্পদেরাও একত্র হইয়া এক সিংহকে এবং মহাসমুদ্রবাসী মৎস্যেরা আনন্দ নামক মৎস্যকে স্ব স্ব রাজপদে বরণ করিয়াছিল। অতঃপর পক্ষীরা হিমবন্তপ্রদেশে এক শিলাতলে সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, "মানুষের রাজা হইল, চতুষ্পদদিগের রাজা হইল, মৎস্যদিগেরও রাজা হইল; কিন্তু আমাদের মধ্যে কোন রাজা নাই। উচ্ছৃঙ্খলভাবে বাস করা অনুচিত, অতএব আমাদিগেরও একজন রাজা থাকা আবশ্যক। দেখা যাউক আমাদের মধ্যে কে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত।"

অনন্তর পক্ষীরা অনুসন্ধান করিতে লাগিল কে তাহাদের রাজা হইবার যোগ্য। তাহারা এক উলূককে দেখিতে পাইয়া বলিল, "ইঁহাকেই আমরা মনোনীত করিতেছি।" তখন একটা পাখী সকলের মত জানিবার জন্য তিনবার উলূকের নির্ব্বাচন ঘোষণা করিল। একটা কাক দুইবার সহিষ্ণুভাবে এই ঘোষণা শুনিল, কিন্তু পরে উঠিয়া বলিল, "একটু অপেক্ষা কর, যদি রাজ্যাভিষেকের সময়েই উলূক মহাশয়ের এইরূপ মুখশ্রী হয়, তবে যখন ইনি ক্রুদ্ধ হইবেন, তখন না জানি ইহা আরও কত ভয়ঙ্করী হইবে। ইনি যখন ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রূকুটি করিবেন, তখন আমাদের তপ্তপাত্রনিক্ষিপ্ত তিলের ন্যায় দুর্দ্দশা ঘটিবে—আমরা কে কোথায় যে প্রক্ষিপ্ত হইব তাহা বলিতে পারি না। সমবেত সভ্যগণ, এই নিমিত্ত ইঁহার নির্ব্বাচন আমার অভিপ্রেত নহে।" এই ভাব আরও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিবার জন্য কাক নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

> উপস্থিত যত মম জ্ঞাতি বন্ধুগণ
> করিলে কৌশিকে রাজপদে নির্ব্বাচন,
> অনুমতি আমি যদি সবাকার পাই,
> এ বিষয়ে নিজ মত বলি চলি যাই।

---

* এখানে মূলে 'অভিরূপং সোভাগ্যপ্পত্তম্‌ং আঞাসম্পন্নং সব্বাকারপরিপুণ্ণং' এই চারিটী বিশেষণ আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটী ও চতুর্থটীর মধ্যে পার্থক্য একরূপ নাই বলিলেই হয়। 'আজ্ঞাসম্পন্ন' বলিলে যাহার চেহারা এমন যে দেখিলেই লোকে তাহার আজ্ঞাপালন করে (of commanding presence) এইরূপ বুঝায়।

অনন্তর শকুনেরা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথায় তাহাকে অনুমতি দিল :—

দিনু সবে অনুমতি হে সৌম্য তোমায়,
যাহা পরম্পরাগত ধর্ম্ম-অর্থসঙ্গত
বলি তাহা অপনীত করহ সংশয়।

আর আর বহু পক্ষী আসিয়াছে বটে,
প্রজ্ঞাবান্, দ্যুতিমান্ বলি তারা পায় মান,
তবু অর্ব্বাচীন তারা তোমার নিকটে।

এইরূপ অনুজ্ঞাত হইয়া কাক নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিল :—

হউক মঙ্গল ভাই, তোমা সবাকার
পেচক-রাজত্ব ভাল না লাগে আমার।
মুখশ্রী, অক্রুদ্ধ যবে, এইরূপ যার,
ক্রুদ্ধ হ'লে তার হাতে নাহিক নিস্তার।

কাক ইহা বলিয়া "আমার ইহাতে মত নাই, আমি ইহা অনুমোদন করি না" এইরূপ রব করিতে করিতে আকাশে উড়িয়া গেল। উলূকও আসন হইতে উঠিয়া তাহার অনুধাবন করিল। তদবধি ইহাদের পরস্পরের প্রতি বৈরভাব সঞ্জাত হইয়াছে।

অতঃপর শকুনেরা সুবর্ণহংসকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন

সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই হংস, যে পক্ষীদিগের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিল।]

☞ পঞ্চতন্ত্রে (মিত্রসংপ্রাপ্তিতে) স্বাভাবিক বৈরীর এই কয়টী উদাহরণ দেখা যায় :—নকুল-সর্প, শষ্পভুক্-নখায়ুধ; জল-বহ্নি, দেব দৈত্য, সারমেয়-মার্জার, ঈশ্বর-দরিদ্র; সপত্নী; সিংহ-গজ, লুব্ধক হরিণ, শ্রোত্রিয়-ভ্রষ্টক্রিয়, মূর্খ পণ্ডিত, পতিব্রতা-কুলটা, সজ্জন-দুর্জ্জন ইত্যাদি।

পঞ্চতন্ত্রে (কাকোলূকীয়ে) কাক ও পেচকের স্বাভাবিক বৈরভাব-সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা দেখা যায়, তাহার সঙ্গে এই জাতক প্রায় এক। পক্ষীরা সমবেত হইয়া বলিল, "বৈনতেয় বাসুদেবভক্ত, তিনি আমাদের কোন খোঁজ খবর রাখেন না, অতএব অন্য কোন পক্ষীকে রাজা করা হউক।" অনন্তর তাহারা উলূককে রাজা ও কৃকালিকাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করিল; কিন্তু বায়স আসিয়া অভিষেক পণ্ড করিল। সে বলিল :—

বক্রনাসং সুজিহ্মাক্ষং ক্রূরমপ্রিয়দর্শনম্
অক্রুদ্ধস্যেদৃশং বক্ত্রং ভবেৎ ক্রুদ্ধস্য কীদৃশম্।
তথাচ স্বভাবরৌদ্রমত্যুগ্রং ক্রূরমপ্রিয়বাদিনম্
উলূকং নৃপতিং কৃত্বা কা নঃ সিদ্ধির্ভবিষ্যতি।

কথাসরিৎসাগরেও এই আখ্যায়িকা দেখা যায়। ঈষপের গল্পে ময়ূরকে রাজা করিবার কথা হইলে Jackdaw বলিয়াছিল, "তুমি ত রাজা হইবে, কিন্তু উৎক্রোশ যখন আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, তখন কে রক্ষা করিবে বল ত?"

২৭১—উদপান-দূষক-জাতক।

[একটা শৃগাল কোন কূপের জল দূষিত করিয়াছিল। তাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ঋষিপতনে অবস্থিতিকালে শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন।

ভিক্ষুরা যে কূপের জলপান করিতেন, একটা শৃগাল নাকি মলমূত্র ত্যাগ করিয়া তাহার জল নষ্ট করিয়া যাইত। একদিন তাহাকে ঐ কূপের নিকট দেখিতে পাইয়া শ্রামণেরেরা ঢিল ছুড়িয়া তাড়া করিয়াছিল। ইহার পর সে শৃগাল আর কখনও সে দিকে ফিরিয়াও তাকায় নাই।

ভিক্ষুরা এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া একদিন ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন, "দেখ ভাই, যে শৃগালটা কূপের জল অপবিত্র করিত, ব্রাহ্মণেরদিগের হাতে প্রহার পাওয়া অবধি সে আর ওদিকে ফিরিয়াও তাকায় না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "সেই শৃগাল যে কেবল এ জন্মেই কূপের জল নষ্ট করিয়াছে এমন নহে, পূর্ব্ব জন্মেও সে এইরূপ করিত।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]।

পুরাকালে বারাণসীর নিকটে এই ঋষিপতন এবং এই কূপই ছিল। তখন বোধিসত্ত্ব বারাণসীনগরের কোন ভদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া ঋষিপতনে বাস করিতেন। ঐ সময়ে একটা শৃগাল এই কূপটার জল দূষিত করিয়া যাইত। অনন্তর একদিন তাপসেরা তাহাকে ঘিরিয়া এবং কোনরূপে ধরিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। বোধিসত্ত্ব শৃগালের সহিত আলাপ করিবার সময় নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিয়াছিলেন :—

> অরণ্যে তপস্যা করি ঋষি বহুকাল
> কত কষ্টে কূপ এই করিলা খনন,
> কি নিমিত্ত জল তার, বল ত শৃগাল,
> নষ্ট কর প্রতিদিন তুমি অকারণ?

ইহা শুনিয়া শৃগাল নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিয়াছিল :—

> শৃগালের রীতি এই, যেথা খায় জল,
> সেখানেই ত্যাগ করে মূত্র আর মল।
> পিতা, পিতামহ হ'তে পেয়েছি এ ধর্ম্ম,
> এতে ক্রুদ্ধ হওয়া তব অনুচিত কর্ম্ম।

তখন বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিয়াছিলেন :—

> এই যদি ধর্ম্ম হয় শৃগাল-সমাজে,
> না জানি অধর্ম্ম-ভাব হয় কোন্ কাজে!
> ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমাদের আর যেন, ভাই,
> কখনও আমরা হেথা দেখিতে না পাই।

মহাসত্ত্ব এইরূপে শৃগালকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, 'সাবধান, আর কখনও এমুখো হইও না।' তদবধি সে শৃগাল আর কখনও সে দিকে ফিরিয়াও তাকাইত না।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান—তখন এই শৃগালই সেই কূপ দূষিত করিয়াছিল এবং আমি ছিলাম সেই গণশাস্তা।]

২৭২—ব্যাঘ্র-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোকালিককে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। কোকালিকের বৃত্তান্ত ত্রয়োদশ নিপাতে তক্কারিয় জাতকে (৪৮১) বলা যাইবে। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নকে নিজের সঙ্গে লইয়া যাইবে এই উদ্দেশ্যে কোকালিক নিজের দেশ হইতে জেতবনে গিয়া শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্থবিরদ্বয়ের নিকট গমন করিল এবং বলিল, "চল ভাই, কোকালিকের দেশবাসীরা তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।" স্থবিরদ্বয় বলিলেন, "তুমিই যাও ভাই, আমরা যাইব না।" এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া কোকালিক একাকীই গমন করিল।

ভিক্ষুরা এই ঘটনা লইয়া ধর্ম্মসভায় কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ ভাই, কোকালিক সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের সঙ্গেও থাকিতে পারে না, অথচ ইঁহাদিগকে না পাইলেও তাহার চলে না। ইঁহাদের সহিত সংযোগও তাহার অসহ, আবার ইঁহাদের বিয়োগও তাহার অসহ্য।" এই সময়ে শাস্তা

সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও কোকালিক সারীপুত্র ও মৌদ্গল্যায়নের সঙ্গেও থাকিতে পারিত না, আবার ইঁহাদিগকে ছাড়িয়াও থাকিতে পারিত না।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন বনে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিমানের অনতিদূরে অন্য একটী বৃহৎ বনস্পতিতে আর এক জন বৃক্ষ-দেবতা বাস করিতেন। ঐ বনে এক সিংহ এবং এক ব্যাঘ্রও বাস করিত। তাহাদের ভয়ে কেহ ঐ বনে যাইত না, গাছ কাটিত না, এমন কি সে দিকে ফিরিয়া তাকাইতেও সাহস করিত না। ঐ সিংহ ও ব্যাঘ্র নানাপ্রকার মৃগ মারিয়া খাইত এবং ভোজনান্তে যাহা থাকিত তাহা সেখানেই ফেলিয়া যাইত। কাজেই অশুচি গলিতমাংসাদির গন্ধে সেই বনে তিষ্ঠা ভার হইত।

বোধিসত্ত্বের প্রতিবেশিনী বৃক্ষদেবতা অল্পমতি ও কারণাকারণানভিজ্ঞা ছিলেন। তিনি একদিন বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, 'সৌম্য, এই সিংহ ও ব্যাঘ্রের দৌরাত্ম্যে বনভূমি অশুচি ও গলিতমাংসাদির গন্ধে পূর্ণ হইয়াছে, যাহাতে ইহারা পলাইয়া যায়, আমি তাহার ব্যবস্থা করিতেছি।" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "ভদ্রে, এই দুইটা আছে বলিয়াই এতদিন আমাদের বিমান রক্ষা পাইয়াছে; ইহারা পলায়ন করিলে আমাদের বিমান বিনষ্ট হইবে, কারণ সিংহ ও ব্যাঘ্রের পদচিহ্ন না দেখিলে লোকে সমস্ত বন কাটিয়া সমভূমি করিবে এবং চাষবাস করিবে। অতএব তুমি এ অভিপ্রায় ত্যাগ কর।

যে মিত্রের কুসংসর্গে হয় শান্তিনাশ
সতর্ক হইয়া কর সঙ্গে তার বাস।
আত্মাকে যতনে রক্ষা হেন মিত্র হ'তে,
নিজ চক্ষুর্দ্বয়বৎ করেন পণ্ডিতে।

যে মিত্রের সঙ্গে থাকি শান্তির বর্দ্ধন
হয়, তারে আত্মবৎ করহ যতন।"
সকল বিষয়ে সব পণ্ডিতের ঠাঁই,
নিজে আর হেন মিত্রে ভেদ কিছু নাই।"

বোধিসত্ত্ব এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলেও সেই অল্পমতি দেবতা ইহাতে মন দিলেন না, তিনি একদিন ভীষণরূপ ধারণ করিয়া সিংহ ও ব্যাঘ্রকে ভয় দেখাইলেন; কাজেই তাহারা পলাইয়া গেল। লোকে আর তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতে পাইল না—বুঝিল যে তাহারা বনান্তরে গিয়াছে। অমনই তাহারা উক্ত বনের এক অংশ কাটিয়া ফেলিল। তখন অল্পমতি দেবতা আবার বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া বলিলেন, "সৌম্য, আমি তোমার কথামত কাজ করি নাই, ভয় দেখাইয়া সিংহ ও ব্যাঘ্রটাকে তাড়াইয়া দিয়াছি। এখন তাহারা চলিয়া গিয়াছে জানিয়া মানুষে বন কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে, এখন বল কি কর্ত্তব্য?" বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "তাহারা এখন অমুক বনে আছে; তুমি গিয়া তাহাদিগকে লইয়া আইস।" তদনুসারে সেই অল্পমতি দেবতা তখনই তাহাদের নিকট গেলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

এস ব্যাঘ্র, চল ফিরি পুনঃ মহাবনে,
ব্যাঘ্রহীন বনে বল থাকিব কেমনে?
ব্যাঘ্রহীন বনে বৃক্ষ থাকিবে না আর;
তোমাদের সেই বন হবে ছারখার।

দেবতাকর্ত্তৃক উক্তরূপে যাচিত হইয়াও সেই সিংহ ও ব্যাঘ্র বলিল, "তুমি দূর হও, আমরা সেখানে যাইতেছি না।" কাজেই দেবতা একাকিনী বনে ফিরিয়া গেলেন। এদিকে লোকেও কয়েকদিনের মধ্যেই সমস্ত বন কাটিয়া ক্ষেত প্রস্তুত করিল এবং চাষ আবাদ করিতে লাগিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান—তখন কোকালিক ছিল সেই মূর্খ দেবতা, সারিপুত্র ছিলেন সেই সিংহ, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন সেই ব্যাঘ্র এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত দেবতা।

২৭৩—কচ্ছপ-জাতক।

[কোশল-রাজের দুইজন মহামাত্রের বিবাদভঞ্জন হইয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার অতীত বস্তু দ্বিনিপাতে বলা হইয়াছে। *]

আসীৎ পুরা বারাণস্যাং ব্রহ্মদত্তো নাম রাজা। তস্মিংশ্চ রাজ্যং কুর্ব্বতি বোধিসত্ত্বঃ কাশী-রাষ্ট্রে কস্মিংশ্চিদ্ ব্রাহ্মণকুলে জন্মান্তরমবাপ্য প্রাপ্তবয়াস্তক্ষশিলাং গত্বা বহূনি শাস্ত্রাণ্যধ্যৈষ্ট। অথ স বীতকামঃ প্রব্রজ্যামাশ্রিত্য হিমবৎপ্রদেশে গঙ্গাতীরে আশ্রমপদং পরিকল্প্য অভিজ্ঞাঃ সমাপত্তীশ্চ সমালভ্য ধ্যানসুখমনুভবন্ তস্থৌ। অস্মিন্ কিল জন্মনি বোধিসত্ত্বঃ পরমমধ্যস্থ আসীদুপেক্ষাপারমিতাঞ্চানুষ্ঠিতবান্।

অথৈকো দুঃশীলঃ প্রগল্ভঃ শাখামৃগঃ পর্ণশালাদ্বারে নিষণ্ণস্য তস্য শ্রোত্রবিবরে যদা তদা সমাগত্য মেহনং প্রবেশ্য রেতঃপাতমিত্যুপারেভে ; বোধিসত্ত্বস্তু পরমমধ্যস্থত্বাত্তং ন নিবারয়ামাস। এবং গচ্ছতি কালে একদা কশ্চিৎ কচ্ছপ উদকাদুত্থায় মুখং ব্যাদায় গঙ্গাতটে আতপমুপসেবমানঃ সুষ্বাপ। তমালোক্য স লোলো মর্কটস্তস্য মুখবিবরে মেহনপ্রবেশনমকার্ষীৎ। কচ্ছপস্তু প্রবুদ্ধঃ সমুদ্গকে নিক্ষিপ্তমিব তন্মেহনমদষ্ট। ততো বলবতী বেদনাস্য সঞ্জাতা। তামসহমানো মর্কটোঽচিন্তয়ৎ কো নু খলু মামস্মাৎ দুঃখাৎ পরিত্রাতুং সমর্থস্তাপসাদন্যঃ। তস্মান্ময়া গন্তব্যম-স্যান্তিকম্। ইতি বিচার্য্য স দ্বাভ্যাং হস্তাভ্যাং কচ্ছপমুদ্ধৃত্য বোধিসত্ত্বস্যান্তিকমুপাগমৎ।

বোধিসত্ত্বস্তু তেন দুঃশীলেন মর্কটেন সহ দ্রবং কুর্ব্বন্ প্রথমাং গাথামাহ :—

> ব্রাহ্মণঃ কোঽয়মায়াতি পাণৌ ধৃতান্নভাণ্ডকঃ ?
> কুত্র ভিক্ষা ত্বয়া লব্ধা ? কস্য শ্রাদ্ধেঽসিবা ব্রতী ?

তচ্ছ্রুত্বা দুঃশীলো মর্কটো দ্বিতীয়াং গাথামাহ :—

> শাখামৃগোঽস্মি দুর্মেধা ; অমৃশং পদমামৃশম্।
> ত্বং মাং মোচয়, ভদ্রং তে ; মুক্তো গচ্ছামি পর্ব্বতম্॥

বোধিসত্ত্বস্ততঃ কচ্ছপেন সহ সংলপন্ তৃতীয়াং গাথামাহ :—

> কাশ্যপাঃ কচ্ছপা জ্ঞেয়াঃ, কৌণ্ডিন্যা মর্কটাঃ স্মৃতাঃ।
> মুঞ্চ কাশ্যপ কৌণ্ডিন্যং, কৃতং মৈথুনকং ত্বয়া॥

এতদ্ বোধিসত্ত্ববচনং শ্রুত্বা কচ্ছপঃ সুপ্রসন্নস্তন্মর্কটমেহনং মুমোচ। মর্কটোঽপি মুক্তমাত্রো বোধিসত্ত্বং প্রণম্য পলায়িতঃ, নচ তৎস্থানং পরাবৃত্যাপি পুনরালোকয়ৎ। কচ্ছপোঽপি বোধিসত্ত্বং নমস্কৃত্য যথাস্থানং গতঃ। বোধিসত্ত্বোঽপ্যপরিহীনধ্যানো ব্রহ্মলোকপরায়ণো বভূব।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন।

সমবধান—এই মহামাত্রদ্বয় ছিলেন সেই কচ্ছপ ও বানর এবং আমি ছিলাম সেই তাপস।]

* উরগ-জাতক (১৫৪) এবং নকুল-জাতক (১৬৫)।

২৭৪—লোল-জাতক। *

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে জনৈক লোভী ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষু ধর্ম্মসভার আনীত হইলে শাস্তা বলিয়াছিলেন, "তুমি কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও অতিলোভবশতঃ প্রাণ হারাইয়াছিলে এবং তোমারই দোষে পণ্ডিতেরা নিজ বাসস্থান হইতে বিদূরিত হইয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বর্ণন করিয়াছিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বারাণসী-শ্রেষ্ঠীর পাচক পুণ্য সঞ্চয় করিবার মানসে পাকশালায় পক্ষীর বাসের জন্য একটা ঝুড়ি রাখিয়া দিয়াছিল। তখন বোধিসত্ত্ব পারাবত-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ ঝুড়িতে বাস করিতেন।

একদিন একটা লোভী কাক পাকশালার মটকার উপর দিয়া উড়িয়া যাইবার কালে দেখিতে পাইল, সেখানে নানা প্রকার মৎস্য ও মাংস রহিয়াছে। ইহাতে সে লোভাভিভূত হইল এবং ভাবিতে লাগিল, কি উপায়ে এই সমস্ত খাইবার অবকাশ পাইব? অতঃপর সে বোধিসত্ত্বকে দেখিয়া স্থির করিল, এই পায়রাটার সাহায্যে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিব।

বোধিসত্ত্ব যখন আহার-সংগ্রহের জন্য বনে চলিলেন, তখন কাক নিজের দুষ্ট অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমার খাদ্য একরূপ, তোমার খাদ্য অন্যরূপ; তুমি কেন আমার পিছনে পিছনে আসিতেছ?" কাক উত্তর করিল, "আপনার স্বভাবে আমি মুগ্ধ হইয়াছি; কাজেই ইচ্ছা করিয়াছি, আপনি যেখানে চরিবেন, আমিও সেখানে চরিব এবং আপনার সেবাশুশ্রূষা করিব।" বোধিসত্ত্ব ইহাতে সম্মত হইলেন।

চরিবার ভূমিতে গিয়া কাক দেখাইতে লাগিল বটে যে সে বোধিসত্ত্বের সহিত একই স্থানে চরিতেছে; কিন্তু সুযোগ পাইলেই সে পিছনে গিয়া গোবরের তালগুলি ভাঙ্গিয়া কীট খাইতে লাগিল, এবং যখন নিজের পেটটা ভরিল, তখন বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিল, "আপনার চরিতে এত সময় লাগে? আহারের সম্বন্ধে পরিমাণ বুঝিয়া চলা উচিত। চলুন, আর বিলম্ব করিলে আমরা যথাসময়ে ফিরিতে পারিব না।"

বোধিসত্ত্ব কাককে সঙ্গে লইয়া বাসস্থানে ফিরিলেন। পাচক দেখিল পারাবত একটা বন্ধু সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে; অতএব সে কাকের জন্যও একটা তুষের ঝুড়ি বান্ধিয়া দিল। এইরূপে চারি পাঁচ দিন কাক বোধিসত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে রহিল।

ইহার পর একদিন শ্রেষ্ঠীর গৃহে বহু মৎস্য মাংস আনীত হইল। তাহা দেখিয়া কাকের বড় লোভ জন্মিল। সে প্রত্যূষকাল হইতেই পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া রহিল এবং কোঁথ পাড়িতে লাগিল। ভোর হইলে বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এস ভাই, চরায় যাই।" কাক বলিল, "আজ আপনি যান; আমার বড় অজীর্ণদোষ হইয়াছে।" "ভাই, কাকের ত কখনও অজীর্ণ রোগের কথা শুনা যায় না; দীপবর্ত্তিকা খাইলে তাহা তোমাদের পেটে কিছুকাল থাকিতে পারে বটে, কিন্তু অন্য যাহা খাও, তাহা ত তৎক্ষণাৎ জীর্ণ করিয়া ফেল। আমি যাহা বলি, তাহা কর; এই মৎস্য মাংস দেখিয়া এরূপ (লোভ) করিও না।" "প্রভু, আপনি এ কি কথা বলিতেছেন? আমার সত্য সত্যই অজীর্ণ দোষ জন্মিয়াছে।" "আচ্ছা নাই গেলে; কিন্তু সাবধান; কোন অন্যায় কাজ করিও না।" কাককে এই উপদেশ দিয়া বোধিসত্ত্ব চলিয়া গেলেন।

* এই জাতকটী প্রথম খণ্ডেও দেখা যায় (৪২)। সেখানে ইহার নাম কপোত-জাতক।

এ দিকে পাচক নানা প্রকার মৎস্য মাংস দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত করিল এবং পাকশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া গায়ের ঘাম মুছিতে লাগিল। কাক দেখিল মাংস খাইবার বেশ সুযোগ ঘটিয়াছে। সে একটা ঝোলের পাত্রের উপর গিয়া বসিল। ইহাতে যে 'ক্লিট' শব্দ হইল, তাহা শুনিয়া পাচক মুখ ফিরাইল এবং কাককে দেখিতে পাইয়া ঘরের ভিতর গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। অনন্তর সে, মস্তকের একটা গুচ্ছ ব্যতীত কাকের সর্ব্বশরীর হইতে পালক ছিঁড়িয়া ফেলিল; আদা, জীরা প্রভৃতি পিষিয়া ও তাহাতে ঘোল মিশাইয়া কাকের গায়ে মাখাইয়া দিল; এবং "তুই আমার শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের মৎস্য মাংস উচ্ছিষ্ট করিলি," এই বলিতে বলিতে তাহাকে ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া দিল। ইহাতে কাকের সর্ব্বাঙ্গে ভয়ঙ্কর বেদনা হইল।

বোধিসত্ত্ব চরা হইতে ফিরিয়া কাকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন এবং কৌতুকচ্ছলে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন:—

মেঘের নাতনী * বলাকা তুই শিরে শিখা শোভে,
চোরের মত কাকের ঝুড়ি নিলি কোন্ লোভে?
শীগ্‌গীর করে আয় নেমে, বলেম আমি ভাল;
কাক এসে তোর দেখ্‌তে পেলে ঘটাবে জঞ্জাল।

ইহা শুনিয়া কাক নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিল:—

বলাকা নই; নাইকো শিখা; আমি লোভী কাক;
শুনি নাই ক কথা তোমার, তাইতে এ বিপাক।

ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন:—

হয় নি শিক্ষা; আবার তুমি ফাঁদে দিবে পা;
স্বভাব তোমার অতিলোভ মরলেও যাবে না।
মানুষে যা আহার করে, পাখীর ভাগ্যে তা,
যতই কেন চেষ্টা কর, জুটবে কখন না।

অনন্তর বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি আর এখন হইতে এই স্থানে বাস করিতে পারি না।" তিনি অন্যত্র উড়িয়া গেলেন। কাক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে মারা গেল।

[এইরূপ ধর্ম্মদেশনার পর শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু অনাগামি-ফল প্রাপ্ত হইল।

সমবধান—তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই লোভী কাক এবং আমি ছিলাম সেই পারাবত।]

২৭৫—রুচির-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে জনৈক লোভী ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন ও অতীত বস্তু পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকের ন্যায়। ইহার গাথাগুলি এই:—]

কোন্ সুন্দরী † বলাকা গো, কাকের বাসায় কেন?
কাক সখা মোর উগ্র অতি; এ বাসা তার জেন।

জান না কি আমায় তুমি, পায়রা আমার ভাই?
ঘাসের বীচি খেয়ে বেড়াও; নাই কোন বালাই।

---

* পালিটীকাকার বলেন যে বলাকারা মেঘগর্জ্জন শুনিয়া গর্ভধারণ করে এই প্রসিদ্ধি। অতএব মেঘগর্জ্জন তাহাদের পিতা এবং মেঘ তাহাদের পিতামহ।

তু°—"গর্ভাধানক্ষণপরিচয়ান্ নূনমাবদ্ধমালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়নসুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ—মেঘদূত।

তক্র-মিশ্রিত আর্দ্রক ইত্যাদি গায়ে মাখা ছিল বলিয়া কাকের রং শাদা হইয়াছিল। এজন্য বোধিসত্ত্ব পরিহাসচ্ছলে তাহাকে বলাকা বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

† ঘোল ইত্যাদির প্রলেপ দ্বারা কাকের রঙ শাদা হইয়াছে, এজন্য পারাবত তাহাকে সুন্দরী বলিয়া পরিহাস করিতেছে।

বলাকা নই, নই সুন্দরী; আমি লোভী কাক;
শুনি নাই ক কথা তোমার; তাইতে এ বিপাক।

হয়নি শিক্ষা; আবার তুমি ফাঁদে দিবে পা;
স্বভাব তোমার অতিলোভ মলেও যাবে না।
মানুষে যা আহার করে, পাখীর ভাগ্যে তা,
যতই কেন চেষ্টা কর, জুটবে কখন না।

(উক্ত গাথাগুলি একান্তরিকা)

পূর্ব্ব আখ্যায়িকার ন্যায় এ সময়েও বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "এখন হইতে আমি আর এ স্থানে থাকিতে পারি না।" অনন্তর তিনি উড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

[এইরূপে ধর্ম্মদেশন করিয়া শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই লোভী ভিক্ষু অনাগামি-ফল প্রাপ্ত হইল।]

সমবধান—তখন এই লোভী ভিক্ষু ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই পারাবত।]

২৭৬—কুরুধর্ম্মজাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক হংসঘাতক ভিক্ষুকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন।* শ্রাবস্তীবাসী দুই বন্ধু প্রব্রজ্যাগ্রহণপূর্ব্বক যথাকালে উপসম্পদা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সচরাচর এক সঙ্গে বিচরণ করিতেন। এক দিন তাঁহারা অচিরবতী নদীতে † স্নান করিয়া বালুকাপুলিনে বসিয়া রৌদ্র-সেবন এবং কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে আকাশ দিয়া দুইটী হংস উড়িয়া যাইতেছিল। তাহা দেখিয়া তরুণ ভিক্ষুদ্বয়ের এক জন একটা লোষ্ট্র হস্তে লইয়া বলিলেন, "আমি ঐ হংসটার চক্ষুতে আঘাত করিতেছি।" অপর ভিক্ষু বলিলেন, "তাহা পারিবে না।" "দাঁড়াইয়া দেখ না, পারি কি না পারি, এ পার্শ্বের চক্ষুতে আঘাত করিতে পারি; ইচ্ছা করিলে ও পার্শ্বের চক্ষুতেও আঘাত করিতে পারি।" "পারিলে আর কি? "তবে দেখ।" অনন্তর তিনি এক খণ্ড ত্রিকোণ প্রস্তর লইয়া হংসটীর পশ্চাদ্ভাগ লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। হংসটী লোষ্ট্রের শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। তখন সেই ভিক্ষু একটা বর্ত্তুলাকার লোষ্ট্র লইয়া এমন ভাবে নিক্ষেপ করিলেন যে, তাহা হংসটীর সম্মুখবর্ত্তী চক্ষুতে লাগিয়া অপর চক্ষু ভেদপূর্ব্বক বাহির হইয়া গেল। হংসটী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ও ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহাদের পাদমূলে পতিত হইল।

সেখানে অন্য যে সকল ভিক্ষু ছিলেন, তাঁহারা এই কাণ্ড দেখিয়া ঐ দুই ভিক্ষুকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "তোমরা বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছ, অথচ এই গর্হিত কার্য্য করিলে! একটা প্রাণীকে মারিয়া ফেলিলে! চল, তোমাদিগকে তথাগতের নিকট লইয়া যাই।"

শাস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তোমরা কি প্রকৃতই প্রাণিহত্যা করিয়াছ?" ভিক্ষুদ্বয় উত্তর দিলেন, "হাঁ ভগবন্।" "এরূপ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াও এমন গর্হিত কাজ করিলে কেন? পূর্ব্বকালে যখন বুদ্ধের আবির্ভাব হয় নাই, যখন লোকে পাপময় সংসারেই বাস করিত, তখনও পণ্ডিতেরা অতি সামান্য সামান্য অপরাধ করিয়া অনুতাপ বোধ করিতেন, আর তোমরা এবংবিধ শাসনে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াও পাপাচারে দ্বিধা বোধ কর না! ভিক্ষুমাত্রেরই কায়মনোবাক্যে সংযমী হইয়া থাকা কর্ত্তব্য।" ইহা বলিয়া তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে কুরুরাজ্যে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে ধনঞ্জয় নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে বোধিসত্ত্বের জন্ম হয়। বোধিসত্ত্ব জ্ঞানোদয়ের পর তক্ষশিলা নগরে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং পিতার জীবদ্দশায় উপরাজের পদে নিয়োজিত থাকিয়া তদীয় দেহত্যাগের পর

* প্রথম খণ্ডে শালিত্তক-জাতকের (১০৭ সংখ্যক) প্রত্যুৎপন্নবস্তুও ঠিক এইরূপ।
† অযোধ্যা অঞ্চলস্থ নদীবিশেষ; ইহার বর্ত্তমান নাম রাপ্তী বা ইরাবতী।

নিজেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তিনি দশবিধ রাজধর্ম্ম* এবং কুরুধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। কুরুধর্ম্ম বলিলে পঞ্চবিধ শীল বুঝায়; বোধিসত্ত্ব নিজে এবং তাঁহার জননী অগ্রমহিষী, কনিষ্ঠ ভ্রাতা (উপরাজ), পুরোহিত ব্রাহ্মণ, রজ্জুগ্রাহক, † অমাত্য (সারথি), শ্রেষ্ঠী, দ্রোণমাপক, ‡ মহামাত্র (দৌবারিক) এবং নগরশোভনা গণিকা, এই সকল ব্যক্তি অতি পরিশুদ্ধভাবে কুরুধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। §

রাজা, রাজমাতা, রাজার মহিষী, উপরাজ, পুরোহিত,
রজ্জুক, সারথি, শ্রেষ্ঠী, দ্রোণমাতা, দৌবারিক সুপণ্ডিত,
বারবিলাসিনী, এই একাদশ ব্যক্তি সেই রাজ্য মাঝে
কুরুধর্ম্ম পালি' থাকিতেন রত সদা নিজ নিজ কাজে।

উল্লিখিত সকল ব্যক্তিই পরিশুদ্ধভাবে পঞ্চ শীল পালন করিতেন। রাজা নগরের দ্বারচতুষ্টয়ে, নগরের মধ্যে এবং প্রাসাদের পুরোভাগে ছয়টী দানশালা স্থাপিত করিয়া প্রতিদিন ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতেন। তাঁহার এই অকাতর দান দেখিয়া সমস্ত জম্বুদ্বীপ বিস্মিত হইয়াছিল। ফলতঃ দানেই তাঁহার আসক্তি ছিল, দানেই তাঁহার প্রীতি জন্মিত; জম্বুদ্বীপে এমন কোন স্থান ছিল না, যেখানে তাঁহার দানশীলতা অনুভূত হইত না।

এই সময়ে কলিঙ্গদেশস্থ দন্তপুর নগরে কলিঙ্গরাজ নামক এক রাজা ছিলেন। একদা তাঁহার রাজ্যে অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল। তাহাতে লোকের ত্রিবিধ ভয় জন্মিল। তাহারা আশঙ্কা করিতে লাগিল যে, খাদ্য ও পানীয়ের অভাব হইবে, অন্নকষ্টবশতঃ মহামারীও দেখা দিবে। ইহার পর তাহারা খাদ্যাভাবে বিব্রত হইয়া সন্তানদিগের হাত ধরিয়া যেখানে সেখানে যাইতে লাগিল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া পরিশেষে সমবেত হইয়া দন্তপুরে গমনপূর্ব্বক রাজদ্বারে আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিল।

রাজা বাতায়নের নিকট আসীন ছিলেন। তিনি প্রজাদিগের আর্ত্তনাদ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহারা এত চীৎকার করিতেছে কেন?" রাজভৃত্যেরা বলিল, "মহারাজ, সমস্ত রাজ্যে তিনটা মহাভয় দেখা দিয়াছে, বৃষ্টি হইতেছে না, শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছে, লোকে অখাদ্য খাইতেছে, রোগে ভুগিতেছে এবং নিঃস্ব হইয়া পুত্রকন্যাদির হাত ধরিয়া অন্নের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অতএব মহারাজ, যাহাতে বৃষ্টি হয়, তাহার উপায় করুন।"

"ভূতপূর্ব্ব রাজারা অনাবৃষ্টি ঘটিলে কি করিতেন?"

"মহারাজ, ভূতপূর্ব্ব রাজারা অনাবৃষ্টির সময় দান করিতেন, পোষধ দিবসের কর্ত্তব্য পালন করিতেন, শীলাচারসম্পন্ন হইবার সঙ্কল্প করিতেন এবং শয়নাগারে প্রবেশপূর্ব্বক সপ্তাহকাল কুশ-শয্যায় শুইয়া থাকিতেন। তাঁহারা এইরূপ করিলে বৃষ্টি হইত।" "বেশ, আমিও

* দান, শীল, পরিত্যাগ, অক্রোধ, অবিহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জব, মার্দ্দব, তপঃ, অবিরোধন।

† অভিধানে রজ্জুক শব্দ দেখা যায় না। এই আখ্যায়িকায় রজ্জুকের প্রকরণে দেখা যায় যে, ইনি রজ্জু (রশি) দ্বারা ক্ষেত্রাদির পরিমাণ নির্ণয় করিতেন, তাহা হইলে ইঁহাকে সদর আমীন বা Surveyor-General স্থানীয় মনে করা যাইতে পারে। ইংরাজী অনুবাদে রজ্জুক শব্দের 'রথচালক' অর্থ ধরা হইয়াছে। ইহা সমীচীন নহে, কারণ 'সারথি' শব্দেরও এই অর্থ এবং রজ্জুকের কাজের সহিত ইহার মিল নাই।

‡ প্রজারা অনেক সময়ে রাজাকে করস্বরূপ শস্য দিত। তাহার পরিমাপের তত্ত্বাবধায়ককে দ্রোণমাপক বা দ্রোণমাতা বলা হইত। দ্রোণ এক প্রকার মাপ, ইহার পরিমাণ প্রায় /৪ সের।

§ মূলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও উপরাজ, পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ, অমাত্য ও সারথি, মহামাত্র ও দৌবারিক, এবং নগরশোভনা ও বর্ণদাসী, এই পদযুগলসমূহ প্রত্যেকে এক এক জন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে, নচেৎ পরবর্ত্তী গাথা এবং উপাখ্যানাংশের সহিত সামঞ্জস্য থাকে না।

তাহাই করিতেছি।” অনন্তর রাজা উক্তরূপ অনুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু তাহাতে বৃষ্টি হইল না। ইহা দেখিয়া রাজা অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলাম, অথচ বৃষ্টি হইল না; এখন কি করিব বল।” অমাত্যেরা বলিলেন, “মহারাজ, ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে কুরুরাজ ধনঞ্জয়ের অঞ্জন বৃষভ নামে এক মঙ্গল হস্তী আছে। আমরা গিয়া তাহাকে লইয়া আসি; তাহা হইলেই দেবতা বারিবর্ষণ করিবেন।” “সেই রাজা বলবাহন-সম্পন্ন এবং দুর্প্রসহ; তোমরা তাঁহার হস্তী আনিবে কি প্রকারে?” “মহারাজ, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে না; কুরুরাজ পরম দানশীল; দানেই তাঁহার অভিরুচি; কেহ তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিলে তিনি নিজের মুকুট-শোভিত মস্তক কিংবা সুপ্রসন্ন নয়নদ্বয় দান করিতেও কুণ্ঠিত হন না; তিনি সমস্ত রাজ্য পর্য্যন্ত দান করিতে পারেন। হস্তীটার জন্য তাঁহাকে বেশী বলিতে হইবে না; আমরা চাহিলে তিনি নিশ্চিত উহা দান করিবেন।” “কে তাঁহার নিকট এইরূপ যাচ্ঞা করিতে সমর্থ?” “ব্রাহ্মণেরা।” ইহা শুনিয়া রাজা সংবাদ দিয়া ব্রাহ্মণগ্রাম হইতে আট জন ব্রাহ্মণ আনাইলেন এবং তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত সম্মান করিয়া হস্তিযাচ্ঞার জন্য প্রেরণ করিলেন।

ব্রাহ্মণেরা পাথেয় লইয়া পথিকজনোচিত বেশ পরিধান করিলেন এবং কুত্রাপি এক রাত্রির অধিক অবস্থান না করিয়া চলিতে চলিতে কতিপয় দিন পরে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন। সেখানে তাঁহারা নগরদ্বারস্থ একটী দানশালায় আহার করিয়া শরীর সুস্থ করিলেন এবং রাজা কখন দানশালায় আসিবেন, জিজ্ঞাসিলেন। দানশালার লোকে উত্তর দিল, “প্রতি পক্ষে তিন দিন—চতুর্দ্দশীতে, পক্ষান্তে ও অষ্টমীতে—রাজা এখানে আসিয়া থাকেন। আগামী কল্য পূর্ণিমা, অতএব কল্য তিনি এখানে আসিবেন।”

তদনুসারে ব্রাহ্মণেরা পরদিন প্রাতঃকালেই গমন করিয়া পূর্ব্বদ্বারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব প্রাতঃকালে স্নান করিলেন, গাত্রে চন্দনানুলেপ দিলেন, বিবিধ ভূষণে মণ্ডিত হইলেন এবং সুশোভিত হস্তিবরে আরোহণপূর্ব্বক বহু অনুচর-পরিবেষ্টিত হইয়া পূর্ব্বদ্বারস্থ দানশালায় গমন করিলেন। সেখানে যে সকল অতিথি উপস্থিত ছিল, তিনি অবতরণপূর্ব্বক স্বহস্তে তাহাদের সাত আট জনকে অন্ন পরিবেষণ করিলেন এবং তত্রত্য কর্ম্মচারীদিগকে “এই নিয়মে পরিবেষণ কর” এই আদেশ দিয়া পুনর্ব্বার গজস্কন্ধে উঠিয়া দক্ষিণ-দ্বারে চলিয়া গেলেন। পূর্ব্বদ্বারে বোধিসত্ত্বের অনেক শরীররক্ষক ছিল; সেজন্য ব্রাহ্মণেরা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিবার অবকাশ পান নাই; কাজেই তাঁহারাও দক্ষিণ দ্বারে গিয়া রাজাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অনন্তর রাজা যখন দ্বারের অনতিদূরে এক উন্নত ভূভাগে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহারা হস্ত উত্তোলনপূর্ব্বক “মহারাজের জয় হউক” এই আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদ্দর্শনে রাজা তীক্ষ্ণ অঙ্কুশের সাহায্যে হস্তীকে পরিচালিত করিয়া তাঁহাদের সমীপে উপনীত হইলেন এবং “ভো ব্রাহ্মণগণ, আপনারা কি চান?” এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণেরা বোধিসত্ত্বের গুণ বর্ণনাপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিলেন:—

> শুনি লোকমুখে পরম ধার্ম্মিক তুমি না কি, নৃপবর,
> প্রত্যাখ্যান কভু জীবন থাকিতে যাচক জনে না কর।
> সেই হেতু মোরা কলিঙ্গ হইতে, বহু অর্থ করি নাশ,
> লভিবার তরে মঙ্গলহস্তীরে এসেছি তোমার পাশ।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব উত্তর করিলেন, “ব্রাহ্মণগণ, এই হস্তী পাইবার জন্য যদি আপনারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও কোন চিন্তা করিবেন না। আমি ইহাকে সর্ব্ববিধ আভরণসহ দান করিতেছি।” এইরূপে আগন্তুকদিগকে আশ্বাস দিয়া বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় পাঠ করিলেন:—

আচার্য্যের মুখে আমি পাই উপদেশ,
প্রত্যাখ্যানে যাচকের নাহি দিবে ক্লেশ।
আসিবে যে হেথা কিছু পাইবার তরে,
ভগ্নাশ হইয়া যেন নাহি ফিরে ঘরে।
হউক স্বাধীন কিংবা পরাধীন জন,
যথাসাধ্য কর তার প্রার্থনা পূরণ।

রাজ যোগ্য, রাজ-ভোগ্য এই করিবরে
(যাহার অশেষ গুণ বিদিত সংসারে)
করিলাম দান আমি, হে ব্রাহ্মণগণ ;
চলি যান, ল'য়ে এরে যেথা লয় মন।
শুদ্ধ হস্তী নয়, পুনঃ ল'য়ে যান তার
অলঙ্কার, সোণার ঝালর যত আর ;
ল'য়ে যান মাহুতেরে চালাইতে তারে ;
করিনু সন্তুষ্টচিত্তে দান সবাকারে।

মহাসত্ত্ব হস্তিপৃষ্ঠ হইতে এইরূপ বলিলেন এবং অবতরণপূর্ব্বক বলিলেন, "দেখি, ইহার কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনলঙ্কৃত আছে কিনা, ইহাকে সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কৃত করিয়া দান করিব।" তিনি হস্তীকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিলেন, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া কোন অঙ্গই অলঙ্কারহীন দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ব্রাহ্মণদিগের হস্তে উহার শুণ্ড দিয়া তদুপরি সুবর্ণ ভৃঙ্গার হইতে পুষ্পগন্ধবাসিত জল পাতনপূর্ব্বক দানক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। ব্রাহ্মণেরা অলঙ্কারাদিযুক্ত সেই হস্তী গ্রহণ করিলেন, উহারই পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দন্তপুরে প্রতিগমন করিলেন এবং কলিঙ্গরাজকে ঐ হস্তী দিলেন।

কিন্তু হস্তী আসিবার পরেও কলিঙ্গে বৃষ্টিপাত হইল না। তখন কলিঙ্গরাজ জিজ্ঞাসিলেন, "ইহার কারণ কি?" অমাত্যেরা উত্তর দিলেন, "কুরুরাজ ধনঞ্জয় কুরুধর্ম্ম পালন করেন; সেই জন্য তাঁহার রাজ্যে দশ পনর দিন অন্তর বৃষ্টি হইয়া থাকে। রাজার গুণেই বৃষ্টিপাত হয়। হস্তী একটা পশু মাত্র; ইহার গুণ থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা কতই হইবে?" এই কথা শুনিয়া কলিঙ্গরাজ বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, তবে এই হস্তীকে যে ভাবে আনিয়াছ, ঠিক সেই ভাবে সমস্ত অলঙ্কার ও লোকজনসহ কুরুরাজকে ফিরাইয়া দাও এবং তিনি যে কুরুধর্ম্ম পালন করেন, তাহা সুবর্ণপট্টে লিখিয়া এখানে আনয়ন কর।" এই উপদেশ দিয়া তিনি ব্রাহ্মণ ও অমাত্যদিগকে পুনর্ব্বার কুরুরাজের সকাশে প্রেরণ করিলেন।

তাঁহারা যথাকালে কুরুরাজের নিকট উপনীত হইলেন এবং হস্তী প্রত্যর্পণপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, আপনার মঙ্গলহস্তী যাইবার পরেও আমাদের দেশে বৃষ্টি হয় নাই। লোকে বলে যে আপনি কুরুধর্ম্ম প্রতিপালন করেন। আমাদের রাজাও এই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে উৎসুক। আপনার নিকট হইতে কুরুধর্ম্ম জানিয়া সুবর্ণপট্টে লিখিয়া তাঁহাকে দিতে হইবে, এই আদেশ দিয়া তিনি আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব দয়া করিয়া কুরুধর্ম্ম কি বলুন।"

ধনঞ্জয় বলিলেন, "আমি এক সময়ে কুরুধর্ম্ম পালন করিতাম বটে, কিন্তু তাহার কোন ব্যতিক্রম করিয়াছি কি না, তৎসম্বন্ধে এখন সন্দেহ জন্মিয়াছে। মনে হয় আমার চিত্ত যেন আর কুরুধর্ম্মে অলঙ্কৃত নহে। অতএব কুরুধর্ম্ম কি, তাহা আমি আপনাদিগকে বলিতে অক্ষম।"

ধনঞ্জয়ের চিত্ত যে আর কুরুধর্ম্ম দ্বারা অলঙ্কৃত নহে, এ কথা বলিবার হেতু কি ? ব্যাপারটা এই :—তৎকালে প্রতি তৃতীয় বৎসর কার্ত্তিক মাসে কার্ত্তিকোৎসব নামে একটী উৎসব হইত। রাজারা সেই উৎসবে যোগ দিবার সময় সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া দেববেশ ধারণ করিতেন, এবং চিত্ররাজ নামক এক যক্ষের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া চারিদিকে চারিটী পুষ্পমণ্ডিত চিত্র-বিচিত্র শর নিক্ষেপ করিতেন। একবার ধনঞ্জয় এই উৎসবে প্রবৃত্ত হইয়া একটী তড়াগের নিকট চিত্ররাজের সাক্ষাতে ঐরূপ চারিটী শর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু যে শরটী জলের পৃষ্ঠোপরি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেটীকে আর দেখিতে পাওয়া যায় নাই। তাহাতে রাজার মনে হইয়াছিল, এই শরটী হয় ত কোন মৎস্যের শরীর বেধ করিয়াছে। এই সন্দেহে দোলায়মান হইয়া রাজার মনে প্রাণি-হত্যারূপ পাতকের চিন্তায় শীলভেদ ঘটিল; সেই জন্য তিনি আর পূর্ব্ববৎ কুরুধর্ম্ম-পালনজনিত আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে পারিতেন না। এখন কলিঙ্গদূতদিগের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া তিনি বলিলেন, "কাজেই আমি কুরুধর্ম্ম পালন করি কি না তৎসম্বন্ধে সন্দেহ আছে; আমার জননী কিন্তু ইহা অতিযত্নসহকারে পালন করিয়া থাকেন। আপনারা তাঁহার নিকট গমন করুন।" কলিঙ্গবাসীরা বলিলেন, "মহারাজ, আপনি ত প্রাণিহত্যার সঙ্কল্প করেন নাই। সঙ্কল্প না থাকিলে অপরাধ হইবে কেন? আপনি যে কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন, তাহাই আমাদিগকে বলুন।" রাজা বলিলেন, "তবে বলিতেছি, আপনারা লিখিয়া লউন।" অনন্তর রাজা বলিতে লাগিলেন, কলিঙ্গবাসীরা সুবর্ণপট্টে উহা লিখিতে আরম্ভ করিলেন,—"কাহারও প্রাণবধ করিও না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ করিও না, ইন্দ্রিয়বশে মিথ্যাচারপরায়ণ হইও না, কদাচ মিথ্যা কথা মুখে আনিও না, মদ্যপান করিও না।" অতঃপর তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন, "এ সমস্ত গুণই আমাতে থাকিতে পারে; তথাপি আমি চিত্তপ্রসাদ ভোগ করিতে পারিতেছি না। অতএব আপনারা আমার জননীর নিকটে গিয়া কুরুধর্ম্ম শিক্ষা করুন।"

কলিঙ্গদূতগণ রাজাকে প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার জননীর নিকট গিয়া বলিলেন, "দেবি, আপনি না কি কুরুধর্ম্ম রক্ষা করেন? অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে তাহা বলুন।" রাজমাতা বলিলেন, "বৎসগণ, আমি কুরুধর্ম্ম রক্ষা করিতাম বটে; কিন্তু এখন যেন আমার সন্দেহ হইতেছে। আমি আর কুরুধর্ম্ম-জনিত আত্মপ্রসাদ ভোগ করি না; অতএব আমি কিরূপে তোমাদিগকে শিক্ষা দিব?" এই রমণীর দুই পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজা ও কনিষ্ঠ উপরাজ হইয়াছিলেন। একবার কোন রাজা বোধিসত্ত্বকে লক্ষ মুদ্রা মূল্যের চন্দনসার এবং সহস্র মুদ্রা মূল্যের কাঞ্চনমালা উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজা, মায়ের পূজা করিব এই অভিপ্রায়ে, সে সমস্তই তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার জননী বিবেচনা করিলেন, 'আমি এই চন্দনসারও লেপন করিব না, মালাও পরিধান করিব না; অতএব এ সমুদয় পুত্রবধূদিগকে দান করি।' অতঃপর তিনি আবার ভাবিলেন, 'আমার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ অগ্রমহিষী এবং রাজ্যের অধীশ্বরী; তাহাকে কাঞ্চনমালাটী দিই; কনিষ্ঠা পুত্রবধূ অপেক্ষাকৃত হীনাবস্থাপন্না; অতএব তাহাকে চন্দনসার দিই।' ইহা স্থির করিয়া তিনি রাজমহিষীকে কাঞ্চনমালা এবং উপরাজপত্নীকে চন্দনসার দান করিয়াছিলেন। কিন্তু অতঃপর তাঁহার মনে হইল, 'আমি কুরুধর্ম্ম পালন করি; বধূদ্বয়ের মধ্যে কাহার অবস্থা ভাল, কাহার মন্দ, ইহা দেখিবার কি প্রয়োজন ছিল? জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর সম্মান রক্ষা করাই আমার কর্ত্তব্য। ইহার ব্যতিক্রম করায় আমি সম্ভবতঃ কুরুধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছি।' রাজমাতার মনে এই দ্বৈধীভাব জন্মিয়াছিল বলিয়াই তিনি কলিঙ্গ-রাজদূতদিগকে ওরূপ বলিলেন। কলিঙ্গদূতেরা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "দেবি, নিজের দ্রব্য যাহাকে ইচ্ছা দান করা

যাইতে পারে। আপনি যখন এই সামান্য ব্যাপারেই সন্দিহান হইয়াছেন, তখন আপনার দ্বারা কোন পাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। এরূপ সামান্য ব্যাপারে শীলবত্তা ক্ষুণ্ণ হয় না। আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে কুরুধর্ম্ম দিন।" ইহা বলিয়া তাঁহারা রাজমাতার মুখে কুরুধর্ম্ম-সম্বন্ধে যাহা শুনিলেন, তাহা সুবর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন। অনন্তর রাজমাতা বলিলেন, "বৎসগণ, যদিও তোমরা বলিতেছ যে, আমি কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া চলি, তথাপি আমি আত্মপ্রসাদ ভোগ করিতে পারিতেছি না। আমার জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ কিন্তু সযত্নে কুরুধর্ম্ম পালিয়া থাকেন। তোমরা তাঁহার নিকটে যাও।"

এই উপদেশানুসারে তাঁহারা অগ্রমহিষীর নিকট গিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে কুরুধর্ম্ম প্রার্থনা করিলেন। অগ্রমহিষী পূর্ব্ববৎ উত্তর দিয়া বলিলেন, "দেখ, এখন আমি নিজেই নিজের চরিত্রে সন্তুষ্ট নহি। অতএব তোমাদিগকে কুরুধর্ম্ম কি প্রকারে শিক্ষা দিব?" এই রমণী না কি এক দিন, রাজা নগর-প্রদক্ষিণে যাত্রা করিলে, বাতায়ন হইতে তদীয় পশ্চাদ্‌বর্ত্তী গজারূঢ় উপরাজকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'আমি যদি ইঁহার সহিত প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হই, তাহা হইলে আমার পতির মৃত্যুর পর ইনি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া আমাকেও অন্তঃপুরে লইয়া যাইবেন।' কিন্তু এইরূপ চিন্তা করিবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার মনে হইয়াছিল, 'আমি কুরুধর্ম্ম পালন করি, অথচ সধবা হইয়াও আমি পরপুরুষের দিকে সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিলাম! ইহাতে নিশ্চিত আমার চরিত্র-স্খলন হইল।' অগ্রমহিষীর মনে এই সন্দেহ জন্মিয়াছিল বলিয়াই তিনি কলিঙ্গরাজদূতদিগকে ওরূপ বলিলেন তাঁহারা সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "আর্য্যে, মনে কোন কুভাবের উৎপত্তি হইলেই যে পাপ হয়, তাহা নহে; আপনি যখন এই সামান্য ব্যাপারেই অনুতপ্ত হইয়াছেন, তখন কি আর আপনার পক্ষে কোন পাপকার্য্য সম্ভবে? এরূপ সামান্য চিত্তবিক্ষোভে কখনই চরিত্রভ্রংশ ঘটে না। আপনি আমাদিগকে কুরুধর্ম্ম বুঝাইয়া দিন।" অনন্তর তাঁহারা অগ্রমহিষীর মুখেও কুরুধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া তাহা সুবর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন। অগ্রমহিষী বলিলেন, "বৎসগণ, তোমরা আমাকে ধর্ম্মশীলা বলিতেছ বটে, কিন্তু আমি আত্মপ্রসাদ হারাইয়াছি। উপরাজ কিন্তু অতি-সাবধানে কুরুধর্ম্ম পালন করেন। তোমরা তাঁহার নিকটে গমন কর।"

তখন কলিঙ্গরাজদূতেরা উপরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কুরুধর্ম্ম জানিবার জন্য পূর্ব্ববৎ প্রার্থনা করিলেন। উপরাজের নিয়ম ছিল যে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় রাজার সহিত দেখা করিবার জন্য যখন তিনি রথারোহণে রাজার নিকট উপস্থিত হইতেন, তখন যদি রাজভবনে আহার করিয়া সেই রাত্রি সেখানেই যাপন করিবার ইচ্ছা হইত, তাহা হইলে অশ্বরশ্মি ও প্রতোদ রথের ধুরের উপর রাখিয়া দিতেন, তাহা দেখিয়া লোক জন স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইত এবং পরদিন প্রাতঃকালে ফিরিয়া আসিয়া, তিনি কখন বাহির হইবেন, দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিত। সারথি রাত্রিকালে রথের রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং পরদিন প্রভাত হইলে উহা লইয়া রাজদ্বারে অপেক্ষা করিত। পক্ষান্তরে, উপরাজ রাজদর্শনান্তে সেই দিনই যদি গৃহে ফিরিবার সঙ্কল্প করিতেন, তাহা হইলে রশ্মি ও প্রতোদ রথের মধ্যে রাখিয়া যাইতেন। লোক জন তাহা দেখিয়া বুঝিত, উপরাজ এখনই ফিরিবেন; কাজেই তাহারা তাঁহার দর্শন-মানসে রাজদ্বারেই উপস্থিত থাকিত। একদিন উপরাজ শেষোক্ত প্রকারে রশ্মি ও প্রতোদ রাখিয়া রাজভবনে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহার অব্যবহিত পরেই বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। বৃষ্টি হইতেছে বলিয়া রাজা সে দিন তাঁহাকে বাহির হইতে দেন নাই, কাজেই তিনি রাজভবনেই আহার করিয়া রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। এ দিকে বিস্তর লোক, উপরাজ এখনই বাহিরে আসিবেন ইহা মনে করিয়া, সমস্ত রাত্রি রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিয়াছিল।

উপরাজ পরদিন প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন, বহু লোক দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের সকলেরই বস্ত্র বৃষ্টিজলসিক্ত। তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'আমি কুরুধর্ম্ম রক্ষা করি, অথচ এতগুলি লোককে কষ্ট দিলাম! অদ্য আমার শীলভঙ্গ হইল।' অন্তঃকরণে এইরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছিল বলিয়াই তিনি কলিঙ্গরাজদূতদিগকে বলিলেন, "আমি কুরুধর্ম্ম রক্ষা করিতাম বটে, এখন কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমার সন্দেহ হইয়াছে; কাজেই আমি আপনাদিগকে কুরুধর্ম্ম বলিতে অক্ষম।" অনন্তর তিনি তাঁহাদিগের নিকট উল্লিখিত ঘটনা বর্ণন করিলেন।

তাঁহারা বলিলেন, "উপরাজ, আপনি ত সেই সকল লোককে কষ্ট দিবার সঙ্কল্প করেন নাই। যাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক কৃত নহে, তাহাতে পাপ হইতে পারে না। আপনি যখন সামান্য ব্যাপারেই অনুতপ্ত হইয়াছেন, তখন আপনার পক্ষে কোনরূপ পাপ কার্য্য করা অসম্ভব।" অনন্তর তাঁহারা উপরাজের নিকট হইতেও শীল শিক্ষা করিয়া তাহা সুবর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন। উপরাজ বলিলেন, "আপনারা যাহাই বলুন না কেন, আমার মনে হয় আমি কুরুধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারি নাই। পুরোহিত মহাশয় কিন্তু এই ধর্ম্ম যথানিয়মে পালন করেন। আপনারা একবার তাঁহার নিকটে যান।"

কলিঙ্গদূতেরা তদনুসারে পুরোহিতের নিকট গিয়াও কুরুধর্ম্ম প্রার্থনা করিলেন। এই পুরোহিত একদিন রাজদর্শনে যাইবার সময় পথে একখানি অরুণবর্ণ রথ দেখিতে পাইয়াছিলেন। ঐ রথ অন্য কোন রাজা বারাণসীরাজকে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। "এই রথ কাহার" জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি যখন শুনিয়াছিলেন উহা বারাণসীরাজের জন্য প্রেরিত হইয়াছে, তখন তাঁহার মনে হইয়াছিল, 'আমি অতি বৃদ্ধ হইয়াছি; রাজা যদি আমাকে রথখানি দান করেন, তাহা হইলে ইহাতে আরোহণ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বেড়াইতে পারি।' অনন্তর তিনি রাজসকাশে গমনপূর্ব্বক "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া উপবিষ্ট হইলে, লোকে ঐ রথখানি লইয়া রাজাকে দেখাইয়াছিল এবং রাজা উহা দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এ অতি সুন্দর রথ, ইহা পুরোহিত মহাশয়কে দান কর।" পুরোহিত কিন্তু তখন উহা লইতে ইচ্ছা করেন নাই; এবং রাজার পুনঃ পুনঃ অনুরোধ-সত্ত্বেও তিনি গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। বরঞ্চ তাঁহার মনে হইয়াছিল, 'আমি কুরুধর্ম্মপরায়ণ হইয়াও পরদ্রব্যে লোভ করিয়াছি; ইহাতে আমার চরিত্রস্খলন হইয়াছে।' পুরোহিত মহাশয় কলিঙ্গদূতদিগকে এই বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, "বৎসগণ, আমি যে কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া চলি, তদ্বিষয়ে এখন সন্দেহ হইয়াছে। কুরুধর্ম্ম-পালনে যে আত্মপ্রসাদ জন্মে, আমি আর তাহার আস্বাদ পাই না। অতএব আমি তোমাদিগকে কুরুধর্ম্ম শিক্ষা দিতে অক্ষম।"

দূতেরা ঐ কথা শুনিয়া বলিলেন, "আর্য্য, মনে লোভের উদয় হইলেই যে চরিত্রহানি ঘটে, তাহা নহে। আপনি যখন এই ক্ষুদ্র ব্যাপারেই আত্ম-ধিক্কার দিতেছেন, তখন আপনি কখনও কোন কুকার্য্যে রত হইতে পারেন না।" অনন্তর তাঁহারা পুরোহিতের মুখেও কুরুধর্ম্ম শুনিয়া সুবর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন। তখন পুরোহিত বলিলেন, "তোমরা যাহাই বল না কেন, আমার নিজের মন কিন্তু সন্দেহপীড়িত। রজ্জুগ্রাহকামাত্য প্রকৃত কুরুধর্ম্মপরায়ণ; তোমরা তাঁহার সঙ্গে গিয়া দেখা কর।"

দূতেরা তখন রজ্জুগ্রাহকামাত্যের নিকট গেলেন। এই ব্যক্তি একদিন কোন জনপদে ক্ষেত্র মাপিবার সময়ে রজ্জুর এক প্রান্ত ক্ষেত্রস্বামীর এবং এক প্রান্ত নিজের হস্তে রাখিয়াছিলেন। রজ্জুর দণ্ডসংলগ্ন প্রান্ত তাঁহার নিজের হস্তে ছিল, তিনি উহা টানিয়া লইয়া গেলে উহা একটা কর্কট বিবরের ধারে গিয়া পড়িয়াছিল; তখন তিনি ভাবিয়াছিলেন, 'আমি যদি দণ্ডটী বিবরের

মধ্যে প্রবেশ করাই, তাহা হইলে অভ্যন্তরস্থ কর্কটের প্রাণনাশ হইবে ; যদি বিবরের পুরোভাগে প্রোথিত করি, তাহা হইলে রাজস্বত্বের এবং যদি বিবরের অপরভাগে প্রোথিত করি, তাহা হইলে কৃষকের স্বত্বের হানি হইবে। অতএব এখন কর্ত্তব্য কি ?' অতঃপর তিনি আবার ভাবিয়াছিলেন, 'সম্ভবতঃ কর্কট গর্ত্তের ভিতরে নাই ; যদি থাকিত, তবে নিশ্চয়ই দেখা যাইত।' এইরূপ ভাবিয়া তিনি কর্কটগর্ত্তের মধ্যেই দণ্ডটী প্রোথিত করিয়াছিলেন। অমনি বিবরবাসী কর্কট 'কিরি কিরি' শব্দ করিয়া উঠিয়াছিল। তাহা শুনিয়া রজ্জুগ্রাহক ভাবিয়াছিলেন, 'কর্কটটী হয় ত মরিয়া গেল, অথচ আমি মনে করি, আমি কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া চলি। এই ত দেখিতে দেখিতে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিল।' রজ্জুগ্রাহক এখন কলিঙ্গদূতদিগকে সেই কথা বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক বলিলেন, "এই কারণেই আমি নিজের কুরুধর্ম্ম-সম্বন্ধে সন্দিহান ; অতএব আপনাদিগকে কিরূপে ইহা শিক্ষা দিব ?"

কলিঙ্গদূতেরা বলিলেন, "মহাশয়, আপনার ত তখন ইচ্ছা ছিল না যে, কর্কটটা মরিয়া যাউক ; যে কর্ম্ম জ্ঞানকৃত নহে, তাহাতে অপরাধ হইতে পারে না। আপনি যদি এই ক্ষুদ্র ব্যাপারেই এত অনুতপ্ত হন, তাহা হইলে আপনার দ্বারা কোন গুরুতর দুষ্কার্য্য সংঘটিত হইতে পারে না।" অনন্তর তাঁহারা রজ্জুগ্রাহকামাত্যের মুখেও কুরুধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া উহা সুবর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন। রজ্জুগ্রাহকামাত্য বলিলেন, "আপনারা যাহাই বলুন না কেন, আমার নিজের মনে কুরুধর্ম্মপালন-জনিত তৃপ্তি নাই। সারথি মহাশয় কিন্তু এই ধর্ম্মের প্রকৃত সেবক ; আপনারা তাঁহার নিকট গমন করুন।"

দূতগণ সারথিরও নিকটে গিয়া তাঁহাকে কুরুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। এই সারথি একদিন রাজাকে রথে আরোহণ করাইয়া উদ্যানে লইয়া গিয়াছিলেন। রাজা সেখানে সমস্ত দিন ক্রীড়া করিয়া সন্ধ্যার সময় পুনর্ব্বার রথে আরোহণ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহারা নগরে ফিরিবার পূর্ব্বকালেই সূর্য্যাস্তের সময়ে আকাশে মেঘ উঠিয়াছিল। পাছে রাজা ভিজিয়া যান, এই আশঙ্কায় সারথি অশ্বদিগকে প্রতোদ দ্বারা উত্তেজিত করিয়াছিলেন ; তজ্জন্য ঘোটকগুলি অতিবেগে ছুটিয়াছিল। তদবধি উদ্যানে যাইবার বা উদ্যান হইতে ফিরিবার সময়ে তাহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেই মহাবেগে চলিত। এরূপ যাইবার কারণ কি ? ইহার উত্তরে বলা আবশ্যক যে, অশ্বগুলি বোধ হয় ভাবিয়াছিল 'এই স্থানে কোনরূপ ভয়ের কারণ আছে এবং সেই জন্যই সেদিন সারথি আমাদিগকে প্রতোদ দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন।' সারথিও শেষে ভাবিয়াছিলেন, 'রাজা ভিজুন বা না ভিজুন, তাহাতে আমার দোষ কি ? আমি অসময়ে সুশিক্ষিত ঘোটকদিগকে প্রতোদ দ্বারা প্রহার করিয়াছি ; সেই জন্যই তাহারা প্রতিদিন এখানে নিরর্থক দ্রুতবেগে ছুটিয়া ক্লান্ত হইতেছে। এই কি আমার কুরুধর্ম্মপালনের ফল ? এখন নিশ্চিত আমার ধর্ম্মস্খলন হইয়াছে।' সারথি দূতদিগের নিকটে এই বৃত্তান্ত: বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, "তদবধি আমি যে কুরুধর্ম্ম পালন করি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ জন্মিয়াছে। কাজেই ঐ ধর্ম্ম যে কি, তাহা আমি বলিতে অক্ষম।" ইহা শুনিয়া দূতেরা বলিলেন, "আপনার ত এমন সঙ্কল্প ছিল না যে, যাহাতে অশ্বগুলি ক্লান্ত হয় তাহাই করিতে হইবে। অজ্ঞানকৃত কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া গণ্য নহে। বিশেষতঃ এই ক্ষুদ্র ঘটনাতেই যখন আপনার এতাদৃশ অনুতাপ জন্মিয়াছে, তখন আপনার পক্ষে পাপ কার্য্য করা একান্তই অসম্ভব।" অনন্তর তাঁহারা সারথির মুখে কুরুধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া তাহাও লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন। সারথি বলিলেন, "আপনারা যাহাই ভাবুন না কেন, আমার চিত্তে কিন্তু এখন কুরুধর্ম্মপালন-জনিত তৃপ্তি নাই। আমার বিবেচনায় শ্রেষ্ঠীই কুরুধর্ম্মের প্রকৃত প্রতিপালক। আপনারা তাঁহার সহিত দেখা করিয়া উপদেশ গ্রহণ করুন।"

তখন দূতগণ শ্রেষ্ঠীর নিকট গিয়া তাঁহাকে কুরুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করিলেন। এই ব্যক্তি একদা নিজের ধান্যক্ষেত্র পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তখন ধানের শীষগুলি গর্ভ হইতে বাহির হইতেছিল। ফিরিবার সময় ইঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল যে, ধানের শীষ লইয়া একটা মালা গাঁথিবেন। সেই জন্য তিনি একমুষ্টি শীষ তুলিয়া আনিয়া উহা একটা স্তম্ভে বান্ধিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অতঃপর তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, 'এই ধান্যক্ষেত্র হইতে আমাকে রাজার প্রাপ্য ভাগ দিতে হইবে; তাহা দিবার পূর্ব্বেই একমুষ্টি শীষ তুলিয়া আনা অন্যায় হইয়াছে। অথচ এতদিন আমার বিশ্বাস ছিল যে, আমি কুরুধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া চলি! আজ নিশ্চিত আমার সে ধর্ম্মে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।' শ্রেষ্ঠী দূতদিগের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, "যখন আমি নিজেই কুরুধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারি না বলিয়া সন্দিহান হইয়াছি, তখন আপনাদের নিকট উহা কিরূপে ব্যাখ্যা করিব?" দূতগণ বলিলেন, "আপনার ত অপহরণ করিবার ইচ্ছা ছিল না; সেরূপ ইচ্ছা না থাকিলে কেহ অদত্তাদান করিয়াছে, এরূপ বলা যায় না। বিশেষতঃ এই সামান্য বিষয়েই যখন আপনার এতদূর নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে, তখন আপনি কখনও পরস্ব গ্রহণ করিতে পারেন না।" অনন্তর তাঁহারা শ্রেষ্ঠীর মুখে কুরুধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন। শ্রেষ্ঠী বলিলেন, "আপনারা লিখিয়া লইলেন বটে, কিন্তু আমার মনে আর কুরুধর্ম্মপালন-জনিত আত্মপ্রসাদ নাই। দ্রোণমাপক মহামাত্র মহাশয় আমার বিবেচনায় কুরুধর্ম্মের প্রকৃত পালনকর্ত্তা। আপনারা একবার তাঁহার নিকট গিয়া ইহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করুন।"

দূতগণ তখন দ্রোণমাপকের নিকট গিয়া আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন। এই ব্যক্তি একদিন ভাণ্ডারদ্বারে বসিয়া রাজার প্রাপ্য ধান্য মাপাইতেছিলেন; সেই সময় যে ধান্যরাশি মাপা হয় নাই, তাহা হইতে তিনি এক একটী ধান লইয়া লক্ষ্য* স্থাপন করিতেছিলেন, এমন সময় বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। তখন তিনি লক্ষ্যগুলি গণিয়া—'এত ধান মাপা হইল' বলিয়া লক্ষ্যগুলি ঝাঁট দেওয়াইয়া যে ধান্যরাশি মাপা হইয়াছিল, তাহার উপর ফেলিয়া দিয়াছিলেন এবং তাড়াতাড়ি দ্বারপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেখানে গিয়া কিন্তু তাঁহার মনে হইয়াছিল, 'আমি লক্ষ্যগুলি মাপা ধানের মধ্যে ফেলিলাম, কি অমাপা ধানের উপর ফেলিলাম?' তিনি ভাবিয়াছিলেন, আমি যদি লক্ষ্যগুলি মাপা ধানের মধ্যে ফেলিয়া থাকি, তাহা হইলে অকারণে রাজার অংশ বাড়াইয়াছি এবং প্রজার অংশ কমাইয়াছি। হায়! আমার আবার বিশ্বাস যে আমি কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া থাকি! এখন দেখিতেছি আমার ধর্ম্ম বিনষ্ট হইল।' দ্রোণমাপক দূতদিগের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, "যখন কুরুধর্ম্মপালন সম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ জন্মিয়াছে, তখন আমি ইহা ব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ।" দূতেরা বলিলেন, "আপনি ত প্রজার স্বত্ব অপহরণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই; সেরূপ ইচ্ছা না থাকিলে অদত্তাদান হইল বলা যায় না। বিশেষতঃ এই সামান্য ব্যাপারে যখন আপনার এতদূর নির্ব্বেদ দেখা যাইতেছে, তখন আপনি কখনও পরস্ব অপহরণ করিতে পারেন না।" ইহা বলিয়া তাঁহারা দ্রোণমাপকের মুখে কুরুধর্ম্ম শুনিয়া স্বর্ণপট্টে লিখিয়া লইলেন। দ্রোণমাপক বলিলেন, "আপনারা আমায় ধার্ম্মিক বলিতেছেন বটে, কিন্তু আমার নিজের মনে এখন আর ধর্ম্মরক্ষা-জনিত তৃপ্তি নাই। আপনারা দৌবারিকের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করুন। তিনি ইহা সযত্নে পালন করিয়া থাকেন।"

* কত মাপা বা গণনা হইল তাহা জানিবার জন্য এক একটী দ্রব্য স্বতন্ত্র স্থানে রাখিবার প্রথা আছে; এই স্বতন্ত্রভাবে রক্ষিত দ্রব্যের নাম সাক্ষী বা লক্ষ্য।

দূতগণ তখন দৌবারিকের নিকট গিয়া আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন। এই ব্যক্তি একদিন নগরদ্বার রুদ্ধ করিবার সময় তিনবার উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিয়াছিলেন। এক দরিদ্র ব্যক্তি নিজের কনিষ্ঠ ভগিনীর সহিত অরণ্যে কাষ্ঠ ও পত্র সংগ্রহ করিতে গিয়াছিল। সে ফিরিবার সময় ঐ শব্দ শুনিয়া ভগিনীকে লইয়া ছুটিয়া আসিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া দৌবারিক বলিয়াছিলেন, "নগরে যে রাজা আছেন, তাহা বুঝি তুই জানিস্ না? যথাসময়ে যে দরজা বন্ধ হয়, তাহাও বোধ হয় মনে নাই যে, স্ত্রী লইয়া এতক্ষণ বনে বনে আমোদ করিতেছিলি?" দরিদ্র ব্যক্তি উত্তর দিয়াছিল, "মহাশয়, এই রমণী আমার স্ত্রী নহে, ভগিনী।" তখন দৌবারিক ভাবিয়াছিলেন, "করিলাম কি। একজনের ভগিনীকে তাহার স্ত্রী বলিয়া ফেলিলাম! অথচ আমার বিশ্বাস যে আমি কুরুধর্ম্ম পালন করি। অদ্য আমার ধর্ম্ম বিনষ্ট হইল।" দৌবারিক দূতগণের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বলিলেন, "এই নিমিত্ত, কুরুধর্ম্ম পালন করি কি না, তৎসম্বন্ধে আমার নিজেরই সন্দেহ জন্মিয়াছে। অতএব আমি ইহা ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম।" দূতগণ বলিলেন, "আপনি যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহাই বলিয়াছিলেন; ইহাতে ধর্ম্মহানি হইবে কেন? বিশেষতঃ এই সামান্য ঘটনাতেই যখন আপনার এরূপ আত্মগ্লানি জন্মিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় আপনি কখনও জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কথা বলেন না।" অনন্তর তাঁহারা দৌবারিকের নিকট শুনিয়া সুবর্ণপট্টে কুরুধর্ম্ম লিখিয়া লইলেন। দৌবারিক বলিলেন, "আপনারা লিখিয়া লইলেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয় না যে আমি কুরুধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আছি। এই নগরে এক বর্ণদাসী আছেন। তিনি নিষ্ঠার সহিত কুরুধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন। আপনারা তাঁহার নিকটে যান।"

দূতগণ তখন সেই গণিকার নিকটে গমন করিয়া আপনাদের প্রার্থনা জানাইলেন। সেও প্রথমে পূর্ব্বোক্ত অপর ব্যক্তিদিগের ন্যায় অসম্মতি প্রকাশ করিল। তাহার কারণ এই:—একদা দেবরাজ শক্র তাহার চরিত্র-পরীক্ষার্থ ব্রাহ্মণ-কুমারের বেশ ধারণপূর্ব্বক তাহাকে সহস্র মুদ্রা দিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি এখনই আসিতেছি।" কিন্তু তাহার পর তিনি দেবলোকে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিন বৎসর পর্য্যন্ত তিনি তাহাকে দেখা দেন নাই। পাছে অধর্ম্ম হয়, এই আশঙ্কায় উক্ত রমণী ঐ তিন বৎসর পুরুষান্তরের হস্ত হইতে একটী তাম্বূল পর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই। সে ক্রমে নিতান্ত হীনাবস্থাপন্না হইয়াছিল; সে ভাবিয়াছিল, 'যে ব্যক্তি সহস্র মুদ্রা দিয়াছিল, সে তিন বৎসরের মধ্যে আসিল না, আমার এখন অন্ন জুটে না, এখন আমার পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব হইল, অতএব প্রধান বিচারপতির নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলি এবং পূর্ব্ববৎ অপরের নিকট হইতে অর্থগ্রহণে প্রবৃত্ত হই।" অনন্তর সে বিচারমন্দিরে গিয়া বলিয়াছিল, "ধর্ম্মাবতার, আজ তিন বৎসর হইল এক ব্যক্তি আমাকে সহস্র মুদ্রা দিয়াছিল; কিন্তু সে আজ পর্য্যন্ত ফিরিল না; সে জীবিত আছে কি না, তাহাও আমি জানি না। এ দিকে অর্থাভাবে আমার পক্ষে প্রাণধারণ অসম্ভব হইয়াছে; এখন আমি কি করিব অনুমতি দিন।" বিচারপতি বলিয়াছিলেন, "সে যখন তিন বৎসরের মধ্যে আসিল না, তখন তুমি আর কি করিতে পার? এখন হইতে পূর্ব্ববৎ উপার্জ্জনের পথ দেখ।" বিচারকের আদেশ পাইয়া বর্ণদাসী যেমন বিচারগৃহ হইতে বাহির হইয়াছিল, অমনি এক পুরুষ আসিয়া তাহাকে সহস্র মুদ্রা দিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সে উহা গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিবামাত্র শক্র গিয়া দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সে বলিয়াছিল, 'এই ব্যক্তি তিন বৎসর পূর্ব্বে আমাকে সহস্র মুদ্রা দিয়াছিল, অতএব আমি তোমার অর্থ গ্রহণ করিতে পারি না।' ইহা বলিয়া সে হাত গুটাইয়া লইয়াছিল। তখন শক্র নিজের প্রকৃত শরীর ধারণ করিয়া তরুণ সূর্য্যের ন্যায় আকাশে অবস্থিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে

দেখিবার জন্য নগরের সমস্ত অধিবাসী সমবেত হইয়াছিল। শক্র সেই জনসঙ্ঘের মধ্যে বলিয়াছিলেন, "তিন বৎসর পূর্ব্বে এই রমণীর চরিত্র-পরীক্ষার্থ আমি ইহাকে সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছিলাম। যদি তোমরা চরিত্রবান্ হইতে চাও, তবে এই রমণীর অনুকরণ কর।" এই উপদেশ দিয়া তিনি উক্ত বর্ণদাসীর গৃহ সপ্তরত্নে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন এবং "এখন হইতে সতর্ক হইয়া চলিও" এই কথা বলিয়া দেবলোকে প্রতিগমন করিয়াছিলেন। দূতগণের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক বর্ণদাসী বলিল, 'আমি গৃহীত অর্থ পরিশোধ না করিয়াই অন্য কর্ত্তৃক দীয়মান অর্থ গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়াছিলাম; ইহা ভাবিয়া আমার অন্তঃকরণে শান্তি নাই; অতএব আপনাদিগের নিকট কিরূপে কুরুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব?" দূতগণ বলিলেন, "কেবল হস্তপ্রসারণদ্বারা শীলহানি হয় না; আপনার চরিত্র পরম পরিশুদ্ধ।" অনন্তর তাঁহারা বর্ণদাসীর নিকট হইতে ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া উহাও সুবর্ণপট্টে লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন।

এইরূপে একে একে একাদশ ব্যক্তির নিকট হইতে ধর্ম্মব্যাখ্যা শুনিয়া ও তাহা সুবর্ণ-পট্টে লিপিবদ্ধ করিয়া দূতগণ দন্তপুরে ফিরিয়া গেলেন এবং কলিঙ্গরাজের নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে ঐ সুবর্ণপট্ট দিলেন। রাজা তাহা দেখিয়া কুরুধর্ম্ম পালন করিলেন এবং পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তখন কলিঙ্গ রাজ্যে বৃষ্টি হইল, ত্রিবিধ ভয় বিদূরিত হইল, বসুন্ধরা প্রচুর শস্য প্রসব করিলেন, সর্ব্বত্র সুভিক্ষ দেখা দিল। বোধিসত্ত্ব যাবজ্জীবন দানাদি পুণ্যকার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক সপরিবারে স্বর্গে গমন করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিয়া নিম্নলিখিতরূপে জাতকের সমবধান করিলেন:—

আছিলা উৎপলবর্ণা গণিকা সে কালে;
পূর্ণ ছিলা দৌবারিক, রজ্জুগ্রাহ-পদে
কচ্চান সুমতি; করিতেন সাবধানে
কোলিত ধার্ম্মিকবর দ্রোণমাপকের
কাজ; সারিপুত্র শ্রেষ্ঠী; সারথি হইয়া
চালাইত রাজরথ অনিরুদ্ধ ধীর;
পৌরোহিত্যে নিয়োজিত কাশ্যপ স্থবির;
উপরাজ্য করিতেন নন্দ সুপণ্ডিত;
রাহুল-জননী ছিলা রাজার মহিষী;
মায়াদেবী রাজমাতা, বোধিসত্ত্ব পুনঃ
কুরুরাজপদে থাকি অপ্রমত্তভাবে
পালিতেন যথাধর্ম্ম সদা পৃথিবীরে।*]

---

* অনিরুদ্ধ—ইনি শুদ্ধোদনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমৃতোদনের পুত্র। নন্দ—ইনি বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, ইঁহার গর্ভধারিণী মহাপ্রজাপতী মায়াদেবীর সহোদরা। অনিরুদ্ধ, নন্দ ও অন্যান্য কতিপয় শাক্যরাজকুমার সংসার ত্যাগপূর্ব্বক ভিক্ষু হইয়াছিলেন। পূর্ণ একজন বণিক্, ইনি রাজগৃহ নগরে বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোলিত এক জন ব্রাহ্মণ, ইঁহার গোত্রনাম মৌদ্গল্যায়ন; ইনি বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য। কচ্চান—কাত্যায়ন। ইনি বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য। কাশ্যপ স্থবির—ইনিও বুদ্ধের একজন প্রধান শিষ্য। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের পর সপ্তপর্ণী গুহায় যে সঙ্গীতি হয়, তাহাতে ইনি অভিধর্ম্মপিটক আবৃত্তি করিয়াছিলেন।

২৭৭—রোমক-জাতক।*

[শাস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে প্রাণিহত্যার চেষ্টা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু সহজেই বোধ্য।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পারাবত যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বহুপারাবত-পরিবৃত হইয়া অরণ্য মধ্যস্থ এক পর্ব্বত গুহায় বাস করিতেন। এক সাধুশীল তপস্বীও এই পারাবতদিগের বাসস্থানের অনতিদূরে কোন প্রত্যন্তগ্রামের সন্নিকটে অপর একটী পর্ব্বতগুহায় আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেন। বোধিসত্ত্ব মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকটে গিয়া শ্রোতব্য বিষয় শ্রবণ করিতেন।

তপস্বী ঐ আশ্রমে বহুদিন অবস্থিতি করিয়া শেষে অন্যত্র চলিয়া গেলেন। অতঃপর একজন ভণ্ড তপস্বী † গিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিল। বোধিসত্ত্ব পারাবতগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহারও নিকটে গমন করিতেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাত ও অভিবাদন করিতেন। তিনি আশ্রমের নিকট বিচরণ করিতেন, গিরিকন্দরে খাদ্য গ্রহণ করিতেন এবং সায়ংকালে নিজের বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতেন। কূটতাপস এই আশ্রমে পঞ্চাশ বৎসরেরও ঊর্দ্ধকাল বাস করিল।

একদিন প্রত্যন্ত গ্রামবাসীরা পারাবত-মাংস রন্ধন করিয়া ঐ কূটতাপসকে খাইতে দিল। সে উহার রসাস্বাদনে মুগ্ধ হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "ইহা কি মাংস?" গ্রামবাসীরা উত্তর দিল, "আজ্ঞা, ইহা পায়রার মাংস।" ইহা শুনিয়া কূটতাপস ভাবিল, 'আমার আশ্রমে অনেক পায়রা আসিয়া থাকে; সে গুলাকে মারিয়া মাংস খাইলে ত বেশ হয়।' ইহা স্থির করিয়া সে তণ্ডুল, ঘৃত, দধি, জীরক, মরিচ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া একস্থানে রাখিয়া দিল এবং পারাবতদিগের আগমন-প্রতীক্ষায় চীবরের একপ্রান্ত দ্বারা একটা মুদ্গর আচ্ছাদিত করিয়া পর্ণশালাদ্বারে বসিয়া রহিল।

পারাবতগণে পরিবৃত বোধিসত্ত্ব সে দিন সেখানে গিয়াই কূটতাপসের দুষ্ট অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, 'এই দুষ্ট তাপসের আকার ত অন্যদিনের মত নয়। এ বুঝি আমার সজাতীয়গণের মাংস খাইয়াছে, ইহাকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।' অনন্তর তিনি তপস্বীর অনুবাত স্থানে থাকিয়া তাহার গাত্রগন্ধ অনুভব করিলেন এবং বুঝিলেন যে সে তাঁহাদের মাংস খাইতে ইচ্ছা করিয়াছে। অতএব তিনি স্থির করিলেন, যে তপস্বীর নিকট আর যাওয়া হইবে না। অনন্তর তিনি পারাবতগণ-সহ সে স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক অন্যত্র চরিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব তাহার নিকটবর্ত্তী হইতেছেন না দেখিয়া কূটতাপস ভাবিল, 'ইহাদের সঙ্গে মধুর আলাপ করা যাউক, তাহা হইলে আমি ইহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে পারিব। তখন ইহারা নিকটে আসিবে এবং আমি ইহাদিগকে মারিয়া মাংস খাইব।' এইরূপ চিন্তা করিয়া সে নিম্নলিখিত দুইটী গাথা বলিল :—

পঞ্চাশ বর্ষের ঊর্দ্ধ এই শৈল কন্দরেতে
হে রোমক, করিতেছি বাস;
সন্দেহ না করি মনে পূর্ব্বে পক্ষিগণ আসি
নির্ভয়ে থাকিত মোর পাশ;

---

* পারাবতকে 'রোম' বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং এই জন্য উপাখ্যান বর্ণিত পারাবত রোমক নামে অভিহিত হইয়াছে।

† 'জটিল'—জটাধারী। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা জটাধারণ করিতেন না।

এবে বল, হে বক্রাগ্র,* কেন উদ্বেজিত তারা,
গুহান্তরে কেন তারা চরে?
সে বিশ্বাস, সেই শ্রদ্ধা, হয় তারা ভুলিয়াছে,
তাই মোর অনাদর করে;

কিংবা এরা তারা নয়, হবে অন্য পক্ষিগণ,
বহুকাল প্রবাসেতে ছিল;
এসেছে এখন হেথা, সে কারণ, মনে লয়,
আমি কে তা কেহ না চিনিল।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব ফিরিয়া নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

এমনই কি মূর্খ মোরা চিনি না তোমায়?
যা ছিলে তাই আছ তুমি সন্দেহ কি তায়?
আমরাও যা ছিলাম আগে তাই আছি এখন;
দুষ্টামিতে পরিপূর্ণ এবে তোমার মন।
তাই তোমায়ে, আজীবক, দেখে লাগে ত্রাস,
পলাইয়া যাই মোরা যেথা যায় বাস।

কূটতাপস দেখিল সে ধরা পড়িয়াছে। সে মুদ্গর নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইল। তখন সে বলিয়া উঠিল, "যা, দূর হ, এবার পরিত্রাণ পাইলি।" তাহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আমি পরিত্রাণ পাইলাম বটে, কিন্তু তুমি ত অপায় চারিটী † হইতে পরিত্রাণ পাইবে না। তুমি যদি আর এখানে বাস কর, তবে গ্রামবাসীদিগকে বলিব, 'এ বেটা চোর' এবং তোমাকে ধরাইয়া দিব। যদি ভাল চাও, তবে শীঘ্র পলায়ন কর।" এইরূপে তর্জ্জন করিয়া বোধিসত্ত্ব প্রস্থান করিলেন; কূট তাপসও আর সেখানে বাস করিতে পারিল না।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই কূটতাপস; সারিপুত্র ছিলেন সেই প্রথমোক্ত সাধুশীল তাপস এবং আমি ছিলাম সেই পারাবত-নায়ক।]

☞ এই জাতকের সহিত প্রথম খণ্ডের গোধা-জাতক (১৩৮) এবং শৃগাল জাতক (১৪২) তুলনীয়।

২৭৮—মহিষ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে একটা ধূর্ত্ত মর্কটের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায় যে শ্রাবস্তী নগরে কোন সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহে একটা পোষা বানর ছিল। সেটা বড় ধূর্ত্ত ছিল; হস্তিশালায় গিয়া একটা শিষ্টশান্ত হস্তীর পৃষ্ঠে বসিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিত এবং তাহার পৃষ্ঠোপরিই লাফালাফি করিত। হস্তীটা অতি শীলবান্ ও ক্ষান্তিমান্ ছিল বলিয়া ইহাতে কোন ক্রোধের লক্ষণ প্রদর্শন করিত না।

অনন্তর একদিন এই হস্তীর স্থানে অন্য একটা দুষ্ট হস্তী রাখা হইয়াছিল। মর্কটটা তাহাকে পূর্ব্বের সেই হস্তী মনে করিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। দুষ্ট হস্তী তাহাকে শুণ্ড দ্বারা ধরিয়া ভূতলে ফেলিল এবং পাদনিষ্পেষণে চূর্ণ বিচূর্ণ করিল।

এই ঘটনা ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রকাশিত হইল। অনন্তর একদিন ভিক্ষুরা ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলেন, "শুনেছ ভাই, সেই ধূর্ত্ত মর্কটটা না কি শিষ্টশান্ত হাতী মনে করিয়া একটা দুষ্ট হাতীর পিঠে চড়িয়াছিল। হাতীটা উহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "এই ধূর্ত্ত মর্কটটা যে কেবল এ জন্মেই এইরূপ দুঃশীল

* এই বিশেষণটী বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে। পক্ষীরা উৎপতনের সময় গ্রীবা বক্র করিয়া যায়, এই জন্য পক্ষি-জাতিকেই 'বক্রাগ্র' বলা যাইতে পারে, টীকাকারের এই মত।

† নরক, তির্য্যগ্‌যোনি, প্রেতলোক, অসুরলোক।

হইয়াছিল তাহা নহে, পূর্ব্বেও সে এইরূপ দুঃশীলতার পরিচয় দিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমবন্ত প্রদেশে মহিষযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে তাঁহার দেহ অতি বিশাল ও বলিষ্ঠ হইয়াছিল এবং তিনি ভূধর, কন্দর, গহনকানন প্রভৃতি সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন। ইহার এক স্থানে একটী রমণীয় বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া তিনি বিচরণান্তে তাহার মূলে বিশ্রাম করিতেন। একটা ধূর্ত্ত মর্কট এই সময়ে বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিত, তদুপরি মলমূত্র ত্যাগ করিত, কেলি করিবার জন্য তাঁহার শৃঙ্গ ধরিয়া ঝুলিত এবং লাঙ্গুল ধরিয়া দোল খাইত। বোধিসত্ত্ব ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়ায় বিভূষিত ছিলেন বলিয়া দুষ্ট মর্কটের এইরূপ অনাচারেও কোনরূপ বিরক্তির ভাব প্রদর্শন করিতেন না। কাজেই মর্কট পুনঃ পুনঃ এইরূপ কুকর্ম্ম করিত।

ঐ বৃক্ষে এক দেবতা বাস করিতেন। তিনি একদিন বৃক্ষস্কন্ধে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "মহিষরাজ, তুমি এই দুষ্ট মর্কটের অবমাননা সহ্য কর কেন? ইহাকে নিষেধ কর না কেন?" নিজের মনের ভাব আরও সুন্দররূপে প্রকাশ করিবার জন্য বৃক্ষদেবতা নিম্নলিখিত গাথা দুইটি বলিলেন :—

দুঃশীল মর্কট এই করে নিত্য অনাচার;
তবু কেন সহ্য তুমি কর এত উৎপীড়ন?
তোমার তিতিক্ষা দেখি, এই মোর মনে লয়,
সর্ব্বকামপ্রদ প্রভু এ বুঝি তোমার হয়।

শৃঙ্গাঘাতে মার এরে, পদে কর নিষ্পীড়ন;
প্রতিষেধ বিনা মূর্খ করে সদা উৎপীড়ন।

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "বৃক্ষদেবতে, আমি যদি এই মর্কটের জাতি-গোত্র বল প্রভৃতি বিবেচনা না করিয়া, ইহার অপরাধ সহ্য না করি, তাহা হইলে আমার মনোরথসিদ্ধির সম্ভাবনা কি? এই মর্কট অপর মহিষকেও আমার ন্যায় মনে করিয়া নিশ্চয় এইরূপ অনাচার করিবে, যখন কোন উগ্রপ্রকৃতি মহিষের সম্বন্ধে এইরূপ আচরণ করিবে, তখন সে ইহাকে বধ করিবে। অন্যে ইহাকে বধ করিলে আমার দুঃখেরও অবসান হইবে; আমাকে প্রাণি-হত্যার পাপেও লিপ্ত হইতে হইবে না।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

যেরূপ আমার সাথে করে দুষ্ট ব্যবহার,
করিলে অন্যের সঙ্গে পাবে সদ্যঃ ফল তার।
বধিবে দুষ্টেরে তারা; পাব আমি পরিত্রাণ
দুঃখ হ'তে, অনায়াসে, না বধি কাহার(ও) প্রাণ।

ইহার কয়েকদিন পরে বোধিসত্ত্ব অন্যত্র চলিয়া গেলেন এবং একটা চণ্ড মহিষ আসিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিল। দুষ্ট মর্কট ইহাকে বোধিসত্ত্ব মনে করিয়া ইহারও পৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক সেইরূপ অনাচার করিল। চণ্ডমহিষ পৃষ্ঠ কম্পন করিয়া তাহাকে ভূতলে ফেলিল, শৃঙ্গদ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিল এবং পাদদ্বারা মর্দ্দন করিয়া তাহার দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিল।

[সমবধান—তখন এই দুষ্ট হস্তী ছিল সেই দুষ্ট মহিষ, এই দুষ্ট মর্কট ছিল সেই দুষ্ট মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই শীলবান্ মহিষরাজ।]

২৭৯—শতপত্র-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে পাণ্ডুকের ও লোহিতকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ষড়্‌বর্গীয়দিগের † মধ্যে মৈত্রেয় ও ভূমিজক, এই দুই জন রাজগৃহের নিকটে, অশ্বজিৎ ও পুনর্ব্বসু, এই দুইজন কীটাগিরির নিকটে, এবং পাণ্ডুক ও লোহিতক, এই দুইজন শ্রাবস্তীর নিকটবর্ত্তী জেতবনে থাকিতেন। যে সমস্ত বিষয় ধর্ম্মশাস্তানুসারে মীমাংসিত হইয়াছে, ষড়্‌বর্গীয়েরা সেই সকলের সম্বন্ধে কুতর্ক উপস্থাপিত করিতেন, যাহারা তাঁহাদের বন্ধু, তাহাদিগের উৎসাহার্থ বলিতেন, "দেখ ভাই, তোমরা কি জাতি, কি গোত্র, কি শীল, কিছুতেই অন্যান্য ভিক্ষুদিগের অপেক্ষা হীন নহ, তোমরা যদি স্বমত পরিহার কর, তাহা হইলে এই সকল লোকের আস্পর্দ্ধা আরও বৃদ্ধি হইবে।" এইরূপ বলিয়া ষড়্‌বর্গীয়েরা তাহাদিগকে ভ্রান্ত মত ত্যাগ করিতে দিতেন না, কাজেই নানারূপ বিবাদবিসংবাদ হইত। অবশেষে ভিক্ষুরা এই বৃত্তান্ত ভগবানের গোচর করিলেন। এই নিমিত্ত এতৎসম্বন্ধে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে ভগবান্ ভিক্ষুদিগকে সমবেত করাইলেন এবং পাণ্ডুক ও লোহিতককে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সত্যই কি তোমরা নিজেরাও কুতর্ক উপস্থাপিত কর এবং অপরকে তাহাদের ভ্রান্ত মত পরিহার করিতে দেও না?" তাঁহারা উত্তর দিলেন, "এ কথা মিথ্যা নহে।" "ভিক্ষুগণ, যদি এরূপ হয়, তাহা হইলে তোমাদের কাজ এবং পুরাকালীন শতপত্র ও মানুষের কাজ তুল্যরূপ।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীরাজ্যের কোন গ্রামে এক গৃহস্থের কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি কৃষিবাণিজ্যাদি কোন বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া পঞ্চশত চোর সংগ্রহপূর্ব্বক তাহাদেব অধিনেতা হইয়াছিলেন এবং কখনও রাহাজানি করিয়া, কখনও সিঁদ কাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময়ে বারাণসীর এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি কোন জনপদবাসীকে এক সহস্র কার্ষাপণ ঋণ দিয়াছিলেন; কিন্তু উহা আদায় না করিয়াই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তাঁহার ভার্য্যাও রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় পুত্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, 'বাবা, তোমার পিতা এক ব্যক্তিকে এক সহস্র কার্ষাপণ ধার দিয়া আদায় না করিয়াই মরিয়াছেন; এখন আমিও যদি মরি, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তোমাকে ঐ অর্থ দিবে না; অতএব এখনই গিয়া, আমি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে, উহা আদায় করিয়া আন।" পুত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল এবং কার্ষাপণগুলি পাইল। এদিকে তাহার মাতা প্রাণত্যাগপূর্ব্বক পুত্রস্নেহবশতঃ ঔপপাতিক ‡ শৃগালী হইয়া তাহার আগমনপথে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুত্রকে বনাভিমুখে আগত দেখিয়া শৃগালী বলিতে লাগিল, "বাছা, এই বনে প্রবেশ করিও না; এখানে চোর আছে; তাহারা তোমাকে মারিয়া কাহণগুলি লইয়া যাইবে।" ইহা বলিতে বলিতে শৃগালী বার বার তাহার পথ রোধ করিতে লাগিল। পুত্র কিন্তু ইহার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিল না, 'এই কালকর্ণী শৃগালী আমার পথ রোধ করিতেছে,' ইহা ভাবিয়া সে লোষ্ট্র ও যষ্টিদ্বারা তাহাকে দূর করিয়া দিল এবং বনমধ্যে প্রবেশ করিল।

এই সময়ে এক শতপত্র বলিতে লাগিল, "লোকটার হাতে সহস্র কার্ষাপণ আছে; তোমরা ইহাকে মারিয়া সেই গুলি গ্রহণ কর।" ইহা বলিতে বলিতে সে চোরদিগের অভিমুখে উড়িয়া গেল। লোকটা শতপত্রের এই কাণ্ডও বুঝিতে পারিল না; সে ভাবিল, 'এই পক্ষী

---

* শতপত্র বলিলে বক, ময়ুর, কাঠকুট্ট প্রভৃতি কয়েক প্রকার পক্ষী বুঝায়। ইংরাজী অনুবাদক 'বক' এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

† ছয়জন অবাধ্য ভিক্ষু 'ষড়্‌বর্গীয়' নামে অভিহিত হইতেন। ইঁহাদের সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। নন্দিবিলাস প্রভৃতি আরও অনেক জাতকে ষড়বর্গীয়দিগের উল্লেখ আছে।

‡ গর্ভবাস বিনা জাত। সাধারণতঃ স্ত্রীপুরুষের সংসর্গেই প্রাণীদিগের জন্ম হয়; কিন্তু দেবতারা এ নিয়মের বহির্ভূত; সময়ে সময়ে মনুষ্যাদি প্রাণীরও এরূপ জন্ম সম্ভবপর।

শুভশংসী ; এখন আমার শুভফল-প্রাপ্তি ঘটিবে।' ইহা চিন্তা করিয়া সে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিল, "প্রভু, আপনি নিনাদ করুন, প্রভু, আপনি নিনাদ করুন।"

বোধিসত্ত্ব সর্ব্ববিধ শব্দেরই অর্থ বুঝিতেন। তিনি শৃগালী ও শতপত্রের ক্রিয়া দেখিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'এই শৃগালী বোধ হয় লোকটার মাতা ছিল ও তজ্জন্য, পাছে কেহ ইহাকে মারিয়া কার্ষাপণগুলি গ্রহণ করে এই আশঙ্কায়, ইহাকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে, আর শতপত্র বোধ হয় ইহার শত্রু ছিল; সেই জন্যই বলিতেছে, ইহাকে মারিয়া কার্ষাপণগুলি গ্রহণ কর। লোকটা কিন্তু এ ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না; কাজেই হিতৈষিণী মাতাকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিতেছে এবং অনিষ্টকামী শতপত্রকে ইষ্টকামী মনে করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিতেছে। অহো, লোকটা কি মূর্খ!'

[বোধিসত্ত্বেরা মহাপুরুষ হইলেও কখনও কখনও দুষ্টজন্মগ্রহণবশতঃ পরস্বাপহরণ করিয়া থাকেন। লোকে বলে যে নক্ষত্রদোষে এইরূপ ঘটিয়া থাকে।]

এদিকে চোরেরা যেখানে ছিল, লোকটা সেই স্থানে উপস্থিত হইল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিবাস কোথায়?" সে উত্তর দিল "আমি বারাণসী-বাসী।" "কোথা হইতে আসিতেছ?" একটা গ্রামে সহস্র কার্ষাপণ প্রাপ্য ছিল; সেখান হইতে আসিতেছি।" "তাহা পাইয়াছ কি?" "হাঁ, পাইয়াছি।" "কে তোমায় সেখানে পাঠাইয়াছিল?" "প্রভু, আমার পিতা মারা গিয়াছেন, মাতাও পীড়িতা; তিনি মরিলে আমি আর কার্ষাপণগুলি পাইব না বলিয়া তিনিই আমায় পাঠাইয়াছিলেন।" "এখন তোমার মাতা কি অবস্থায় আছেন, তাহা জান?" "না, প্রভু, তাহা আমি জানি না।" "তুমি রওনা হইলে তোমার মা মারা গিয়াছেন এবং পুত্রস্নেহবশতঃ শৃগালী হইয়া, পাছে তোমার প্রাণ যায় এই ভয়ে, পথ অবরোধ করিয়া তোমায় নিষেধ করিতেছিলেন, তুমি কি না তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দিলে! আর এই শতপত্র পক্ষী তোমার শত্রু। এ আমাদিগকে বলিল, 'ইহাকে মারিয়া কার্ষাপণগুলি গ্রহণ কর।' কিন্তু তুমি এমনই মূঢ়, যে হিতৈষিণী মাতাকে অনিষ্টকারিণী মনে করিলে এবং অনিষ্টকামী শতপত্রকে হিতৈষী বলিয়া স্থির করিলে! শতপত্র তোমার কোন ভাল করে নাই, তোমার মাতা কিন্তু তোমার মহা উপকার করিয়াছেন। যাও, তোমার কার্ষাপণগুলি লইয়া প্রস্থান কর।" ইহা বলিয়া বোধিসত্ত্ব তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

এইরূপে ধর্ম্ম দেশন করিয়া শাস্তা নিম্নলিখিত গাথাগুলি বলিলেন :—

কাননের মাঝে শৃগালী আসিয়া হিত বলে, রোধে পথ,
শত্রু ভাবে তারে মূর্খ মাণবক ; রোষে, তর্জ্জে, গর্জ্জে কত।
শতপত্র তার শত্রু ভয়ঙ্কর, মিত্র বলি তারে মানে।
অহো কি মূঢ়তা ভ্রান্ত মানবের! শত্রু, মিত্র নাহি জানে!

হেথাও সেরূপ কাণ্ডাকাণ্ড হীন দেখি আমি এক জনে ;
হিত বাক্য গুলি অর্থ নাহি বুঝে, বিপরীত ভাবে মনে।
যাহারা তাহার প্রশংসা নিরত, যাহারা দেখায় ভয়—
ছাড়িলে স্বমত রটিবে কলঙ্ক, অতএব ছাড়া নয়—
সেই সব লোকে মিত্র বলি জানে, মাণবক যে প্রকার
শতপত্ররূপী বিষম শত্রুরে ভেবেছিল মিত্র তার। *

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই চোরদিগের অধিনেতা।]

---

* এই প্রসঙ্গে টীকাকার নিম্নলিখিত গাথাটী উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

২৮০—পুটদূসক-জাতক।

[একটা বালক কতকগুলি পাতার ঠোঙ্গা নষ্ট করিয়াছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী জনৈক অমাত্য একবার বুদ্ধপ্রমুখ সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের উদ্যানে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগকে উপহার দিবার সময় বলিয়াছিলেন, "আপনারা যদি কেহ উদ্যানে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অবাধে করিতে পারেন।" এই অনুমতি পাইয়া ভিক্ষুরা উদ্যানে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন উদ্যানপাল একটা পত্রবহুল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া এক একটা বড় পাতা লইয়া ঠোঙ্গা করিতে লাগিল এবং এই ঠোঙ্গায় ফুল রাখা চলিবে, এই ঠোঙ্গায় ফল রাখা চলিবে, এইরূপ বলিয়া সে এক একটী ঠোঙ্গা বৃক্ষমূলে ফেলিতে লাগিল। এদিকে তাহার ছোট একটী ছেলে, ঠোঙ্গাগুলি যেমন পড়িতে লাগিল, অমনি তাহাদিগকে ভাঙ্গিতে লাগিল। ভিক্ষুরা শাস্তাকে এই কথা জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, এই বালক কেবল এখন নয়, পূর্ব্বেও ঠোঙ্গা নষ্ট করিয়াছিল। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বারাণসীর এক গৃহস্থের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পরে, তিনি যখন গৃহস্থ হইয়াছিলেন, তখন একদিন কোন কারণে তিনি একটা উদ্যানে গমন করিয়াছিলেন। সেই উদ্যানে অনেক বানর থাকিত। এই উদ্যানপাল যেমন করিয়াছে, সেই উদ্যানের রক্ষকও সেইরূপে ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া বৃক্ষমূলে ফেলিয়া দিতেছিল এবং বানরদিগের অধিনেতা, সেগুলি যেমন পড়িতেছিল, অমনি নষ্ট করিতে-ছিল। বোধিসত্ত্ব তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "ঠোঙ্গাগুলি ভাঙ্গিয়া বানরটা ভাবিতেছে যে সে উদ্যানপালের পরম সন্তোষজনক কাজ করিতেছে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিয়াছিলেন :—

> পুটের নির্ম্মাণে পটু বানর নিশ্চয়,
> নচেৎ ভাঙ্গিবে কেন পুট যত পায়?
> করিবে সুন্দরতর পুটের গঠন,
> বুঝিলাম, মৃগরাজ * করেছে মনন।

ইহা শুনিয়া সেই মর্কট নিম্নলিখিত গাথা বলিয়াছিল—

> পিতৃমাতৃকুলে মম কভু কোন জন
> পুটের নির্ম্মাণপটু হয়নি কখন।
> অন্যে যাহা করে তার বিনাশ-সাধন,
> বানর-কুলের এই ধর্ম্ম সনাতন।

ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব তৃতীয় গাথা বলিয়াছিলেন :—

> এই যদি ধর্ম্ম হয় বানরকুলের
> না জানি অধর্ম্ম কি বা হয় তাহাদের!
> ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান কি বা বলিহারি যাই!
> ধর্ম্মাধর্ম্ম তোমাদের দেখে কাজ নাই।

এইরূপে বানরকে ভর্ৎসনা করিয়া বোধিসত্ত্ব সেখান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

[সমবধান—তখন এই পুটনাশক বালকটী ছিল সেই বানর এবং আমি ছিলাম সেই পণ্ডিত পুরুষ।]

অর্থগৃধ্নু মিত্র,	মিত্র বাক্যে পটু,	যে মিত্র নিয়ত তোষে,
ব্যসনের সাথী	যে মিত্রের হেতু	মজে লোক নানা দোষে,
এই চারি মিত্র	অতি ভয়ঙ্কর	যমের কিঙ্করপ্রায়;
পণ্ডিত যাহারা	দূর হ'তে তারা	ত্যজি এ সবলে যায়।

* এখানে বানরকে বুঝাইতেছে।

২৮১—অভ্যন্তর-জাতক।

[স্থবির সারিপুত্র স্থবিরা বিম্বাদেবীকে * আম্ররস দান করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াছিলেন।

সম্যক্‌সম্বুদ্ধ মহাধর্মচক্রপ্রবর্তন পূর্ব্বক যখন বৈশালী নগরীস্থ কূটাগারশালায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে মহাপ্রজাপতী গৌতমী পঞ্চশত শাক্যমহিলা সঙ্গে লইয়া প্রব্রজ্যাগ্রহণার্থ সেখানে উপস্থিত হন এবং প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা লাভ করেন। এই পঞ্চশত শাক্যমহিলা অতঃপর নন্দকের নিকট ধর্মোপদেশ লাভ করিয়া অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ইহার পর শাস্তা যখন শ্রাবস্তীর নিকটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, তখন রাহুলমাতা ভাবিলেন, 'আমার স্বামী প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছেন, পুত্রও প্রব্রাজক হইয়া তাঁহার নিকট রহিয়াছে; আমি গৃহে থাকিয়া কি করিব? আমিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া শ্রাবস্তীতে যাইব, তাহা হইলে নিয়ত সম্যক্‌সম্বুদ্ধের ও পুত্রের দর্শনলাভ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি ভিক্ষুণীদিগের উপাশ্রয়ে গিয়া প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, এবং আচার্য্য ও উপাধ্যায়দিগের সহিত শ্রাবস্তীতে গমনপূর্ব্বক সেখানে ভিক্ষুণীদিগের এক উপাশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি শাস্তা ও প্রিয়পুত্রকে দেখিবার সুযোগ পাইতেন। রাহুল তখন শ্রামণের ছিলেন; তিনি প্রায়ই মাতাকে দেখিতে যাইতেন।

একদিন বিম্বাদেবীর উদরবায়ু কুপিত হইয়াছিল। রাহুল যখন তাঁহাকে দেখিতে গেলেন, তখন তিনি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য গৃহের বাহিরে যাইতে পারিলেন না, অন্য একজন ভিক্ষুণী গিয়া তাঁহাকে বিম্বাদেবীর অসুখের কথা জানাইলেন। তখন রাহুল মাতার পার্শ্বে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ অবস্থায় আপনার কি খাওয়া উচিত?" বিম্বাদেবী বলিলেন "বৎস, যখন গৃহে ছিলাম, তখন শর্করা-মিশ্রিত আম্ররস পান করিলে উদরবাতের প্রশমন হইত। এখানে এখন আমাদিগকে ভিক্ষাহারে জীবন ধারণ করিতে হয়; এখন শর্করা-মিশ্রিত আম্ররস কোথায় পাইব?" শ্রামণের রাহুল বলিলেন, "আমি সংগ্রহ করিতে চলিলাম; পাইলেই লইয়া আসিব।" অনন্তর তিনি সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

আয়ুষ্মান্ রাহুলের উপাধ্যায় ধর্মসেনাপতি, আচার্য্য মহামৌদ্গল্যায়ন, খুল্লতাত স্থবির আনন্দ, পিতা স্বয়ং সম্যক্‌সম্বুদ্ধ। ফলতঃ তাঁহার সৌভাগ্যের সীমাপরিসীমা ছিল না, তথাপি তিনি অন্য কাহারও নিকট না গিয়া উপাধ্যায়ের নিকটেই উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বিষণ্ণবদনে দাঁড়াইয়া রহিলেন। স্থবির জিজ্ঞাসিলেন, "বৎস, তোমাকে বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?" রাহুল উত্তর দিলেন, "ভদন্ত, আমার জননী স্থবিরা বিম্বাদেবীর উদরবায়ু কুপিত হইয়াছে।" "তাঁহাকে কি কি দ্রব্য খাইতে দেওয়া যায়?" "এ অবস্থায় শর্করা-মিশ্রিত আম্ররস পান করিলে নাকি তিনি উপকার বোধ করেন।" "বেশ, তাহাই সংগ্রহ করিতেছি; তুমি সে জন্য কোন চিন্তা করিও না।"

পরদিন সারিপুত্র রাহুলকে সঙ্গে লইয়া শ্রাবস্তীতে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহাকে এক আসনশালায় † বসাইয়া নিজে রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে উদ্যানপাল এক ঝুড়ি সুপক্ব ‡ মধুর আম্রফল লইয়া উপস্থিত হইল। রাজা আমগুলির খোসা ছাড়াইয়া তাহাদের উপর চিনি ছড়াইলেন এবং নিজেই মর্দ্দন করিয়া আম্ররস দ্বারা স্থবিরের পাত্র পূর্ণ করিয়া দিলেন। অনন্তর স্থবির রাজভবন হইতে আসনশালায় ফিরিয়া গেলেন এবং "যাও, তোমার মাকে দাও গিয়া" বলিয়া পাত্রটী রাহুলের হস্তে দিলেন। রাহুল তাহাই করিলেন এবং উক্ত রস পান করিবামাত্র বিম্বাদেবীর উদরবাতের উপশম হইল।

এ দিকে রাজা লোক পাঠাইয়া তাহাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, "সারিপুত্র এখানে আম্ররস পান করিলেন না; দেখিয়া আইস, উহা অন্য কাহাকেও দিলেন কি না।" ঐ লোকটা সারিপুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিয়া রাজাকে জানাইল। তচ্ছ্রবণে রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'শাস্তা যদি গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করেন, তাহা হইলে রাজচক্রবর্ত্তী হইতে পারেন, তখন শ্রামণের রাহুল হইবেন

---

* যশোধরার নামান্তর।

† আসনশালা—পথিকদিগের বিশ্রাম-গৃহ। ইহাকে ইংরাজী ভাষায় waiting room বলা যাইতে পারে।

‡ মূলে পিণ্ডিপক্ক এই পদ আছে। ইহার অর্থ 'গাছেই এমন পাকিয়াছিল যে তখনই সেগুলি আহার করা যাইতে পারে'। পিণ্ডি=থলো (bunch)।

তাঁহার পরিনায়করত্ন, স্থবির বিম্বাদেবী হইবেন তাঁহার স্ত্রীরত্ন এবং অথও ভূমণ্ডল হইবে তাঁহাদের রাজ্য।* ইঁহাদিগের পরিচর্য্যা করা আমার কর্ত্তব্য। ইঁহারা যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া এখন আমার রাজধানীর সন্নি-কটেই অবস্থিতি করিতেছেন, তখন ইঁহাদের সেবাশুশ্রূষা সম্বন্ধে কোনরূপ ত্রুটি হইলে ভাল দেখাইবে না। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি তদবধি বিম্বাদেবীর জন্য প্রতিদিন আম্ররস পাঠাইতে লাগিলেন।

স্থবির সারিপুত্র বিম্বাদেবীর জন্য আম্ররস আনয়ন করেন, ক্রমে এই কথা ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রকাশ পাইল এবং একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মশালায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, সারিপুত্র নাকি আম্ররস আনয়ন করিয়া বিম্বাদেবীর তৃপ্তিসাধন করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তোমরা বসিয়া কি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছ?" তাঁহারা সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তচ্ছ্রবণে শাস্তা বলিলেন, "সারিপুত্র যে কেবল এ জন্মে আম্ররস দ্বারা বিম্বাদেবীর তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন:—

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশীগ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গমনপূর্ব্বক সেখানে সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনি গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করেন, কিন্তু মাতা পিতার মৃত্যু পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে চলিয়া যান এবং সেখানে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করেন। অনেক ঋষি তাঁহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন।

বহুকাল পরে একদা তিনি লবণ ও অম্ল সেবনার্থ শিষ্যগণসহ পর্ব্বতপাদ হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক ভিক্ষা করিতে বারাণসীতে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে রাজকীয় উদ্যানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সকল ঋষির শীলতেজে শক্রের বৈজয়ন্তপ্রাসাদ কম্পিত হইল। শক্র চিন্তা করিয়া কম্পনের কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, 'এই তাপসদিগের বাসস্থানে বিঘ্ন ঘটাইতে হইবে; অবস্থিতি-সম্বন্ধে উপদ্রব জন্মিলে ইহারা চিত্তের একাগ্রতা হারাইবে; তাহা হইলেই আমি শান্তিতে থাকিতে পারিব।'† অনন্তর, কি উপায়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবেন, তিনি তাহার মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং স্থির করিলেন, 'আমি রাত্রির মধ্যম যামে রাজার অগ্রমহিষীর শয়ন-প্রকোষ্ঠে‡ প্রবেশ করিব, এবং আকাশে অবস্থিত হইয়া বলিব, "ভদ্রে, তুমি যদি অভ্যন্তরাম্রফল ভক্ষণ কর, তাহা হইলে চক্রবর্ত্তী পুত্র লাভ করিবে।" একথা শুনিয়া মহিষী রাজাকে বলিবেন এবং রাজা আম্রফল-সংগ্রহার্থ উদ্যানে লোক পাঠাইবেন। আমার প্রভাববলে উদ্যানের সমস্ত আম্র অন্তর্হিত হইবে, রাজভৃত্যেরা রাজাকে গিয়া বলিবে, "উদ্যানে আম্র পাওয়া গেল না।" রাজা জিজ্ঞাসা করিবেন, "কে আম্র খাইয়াছে?" ভৃত্যেরা বলিবে, "তাপসেরা খাইয়াছেন।" তাহা শুনিয়া রাজা তাপসদিগকে প্রহার করিয়া উদ্যান হইতে দূর করিয়া দিবেন। তাপসদিগের উপর উপদ্রব করিবার জন্য ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়'। এইরূপ সংকল্প করিয়া শক্র নিশীথ সময়ে রাজ্ঞীর শয়ন-প্রকোষ্ঠে প্রবেশপূর্ব্বক আকাশে অবস্থিত হইয়া নিজের দেবরাজ ভাব প্রকাশ করিলেন এবং রাজ্ঞীর সহিত আলাপ আরম্ভ করিয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা দুইটী বলিলেন:—

---

* চক্রবর্ত্তী রাজার সাতটী রত্ন থাকে, যথা ছত্র, হস্তী, অশ্ব, মণি, স্ত্রী, গৃহপতি ও পরিনায়ক। গৃহপতি অর্থাৎ গার্হস্থ্যধর্ম্মাবলম্বী অনুচরবৃন্দ; পরিনায়ক অর্থাৎ রাজ্যের ভাবী অধিকারী (crown prince.)

† মানবের তপোবলদর্শনে শক্রের অশান্তি এবং ছলে বলে নানারূপ বিঘ্নোৎপাদন হিন্দুপুরাণে সুবিদিত।

‡ মূলে 'সিরিগব্ভ' এইরূপ আছে। যাহা রাজকীয়, তাহার পূর্ব্বে 'শ্রী' শব্দ যোগ করিবার রীতি ছিল, যেমন শ্রীগর্ভ শ্রীশয়ন ইত্যাদি।

অভ্যন্তর নামে দ্রুম, দিব্য ফল তার
দোহদ-নিবৃত্তি তরে করিলে আহার
প্রসবে তনয় নারী, যার করতলে
একচ্ছত্র আধিপত্য এ মহীমণ্ডলে।
তুমি, ভদ্রে, নরেশের প্রণয়ভাগিনী,
বল তাঁরে; সেই ফল আনিবেন তিনি।

এই গাথাদ্বয় বলিবার পর শক্র রাজ্ঞীকে উপদেশ দিলেন, "যাহা বলিলাম, তাহা অবহেলা করিও না; রাজাকে এই কথা বলিতে যেন বিলম্ব না হয়; কালই তাঁহাকে একথা জানাইতে ভুলিও না।" অনন্তর শক্র নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেলেন।

পরদিন মহিষী পরিচারিকাদিগের নিকট প্রকৃত কথা বলিয়া পীড়ার ভাণ করিয়া শুইয়া রহিলেন। রাজা শ্বেতচ্ছত্রশোভিত সিংহাসনে বসিয়া নৃত্য দেখিতেছিলেন; কিন্তু সেখানে মহিষী উপস্থিত হন নাই দেখিয়া জনৈক পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবী কোথায়?" পরিচারিকা উত্তর করিল, "তাঁহার অসুখ করিয়াছে।" তখন রাজা মহিষীর নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া পৃষ্ঠদেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভদ্রে, কি অসুখ করিয়াছে বল ত?"

মহিষী। অন্য কোন অসুখ করে নাই; কিন্তু একটী দ্রব্য খাইবার জন্য আমার বড় সাধ হইয়াছে।

রাজা। কি দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হইয়াছে?

মহিষী। অভ্যন্তরাম্র ফল।

রাজা। অভ্যন্তরাম্র কোথায় পাওয়া যাইবে?

মহিষী। অভ্যন্তরাম্র কি তাহা আমিও জানি না, কিন্তু সেই ফল আহার করিতে পারিলেই আমার প্রাণ রক্ষা পাইবে; নচেৎ প্রাণ থাকিবে না।

রাজা। যদি এরূপ হয় তবে যে প্রকারেই হউক, উহা আনাইতেছি। তুমি কোন চিন্তা করিও না।

মহিষীকে এইরূপ আশ্বাস দিয়া রাজা সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন এবং রাজপল্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক অমাত্যদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, "অভ্যন্তরাম্র নামক এক প্রকার ফল খাইবার জন্য দেবীর বড় ইচ্ছা হইয়াছে। বলুন ত এখন কি কর্ত্তব্য?" তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ! দুইটী আম্রের মধ্যবর্ত্তী আম্রটীকে অভ্যন্তরাম্র বলা যাইতে পারে। আপনি উদ্যানে লোক পাঠাইয়া এইরূপ ফল আনয়ন করুন এবং দেবীকে খাইতে দিন।" "বেশ পরামর্শ দিয়াছেন।" ইহা বলিয়া রাজা ঐরূপ আম্র আহরণ করিবার জন্য উদ্যানে লোক পাঠাইলেন। কিন্তু শক্র নিজের অনুভাববলে, লোকে যেন খাইয়া নিঃশেষ করিয়াছে এই ভাবে, সমস্ত আম্র অদৃশ্য করিয়াছিলেন; কাজেই যাহারা আম্রের জন্য গিয়াছিল, তাহারা সমস্ত উদ্যান তন্ন তন্ন করিয়া একটীও ফল পাইল না, এবং ফিরিয়া গিয়া রাজাকে জানাইল, 'মহারাজ! বাগানে আম নাই।' রাজা বলিলেন, "আম নাই, এত আম থাকে, খাইল কে?" "তাপসেরা খাইয়াছেন।" তাপসদিগকে উত্তমমধ্যম দিয়া বাগানের বাহির করিয়া দাও।" রাজভৃত্যেরা 'যে আজ্ঞা বলিয়া' তাহাই করিল, শক্রেরও মনোরথ পূর্ণ হইল। কিন্তু মহিষীর সাধ পূর্ণ হইল না; তিনি অভ্যন্তরাম্র পাইবার জন্য সনির্ব্বন্ধ ইচ্ছা করিতে লাগিলেন এবং শয্যায় পড়িয়া রহিলেন।

রাজা কর্ত্তব্যনির্ণয় করিতে না পারিয়া অমাত্য ও ব্রাহ্মণদিগকে ডাকাইলেন এবং অভ্যন্তরাম্র নামে কোন বিশিষ্ট ফল আছে কি না জানিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, "দেব!

অভ্যন্তরাম্র দেবভোগ্য ফল; ইহা হিমবন্ত প্রদেশে কাঞ্চনগুহার অভ্যন্তরে জন্মে, আমরা পুরুষপরম্পরায় এই কথা শুনিয়া আসিতেছি।" রাজা বলিলেন, "যদি তাহাই হয়, তবে কে তাহা আনিতে পারে বলুন ত?"

"মানুষের সাধ্য নাই যে সেখানে যায়। আমাদিগকে একটা শুকশাবক প্রেরণ করিতে হইবে।"

ঐ সময়ে রাজভবনে একটী শুকশাবক ছিল; কুমারেরা যে রথে আরোহণ করিতেন, তাহার চক্রের নাভি যত বড়, এই শুকের দেহও তত বড় হইয়াছিল, এবং তাহার যেমন বল, সেইরূপ প্রজ্ঞা ও উপায়কুশলতা জন্মিয়াছিল। রাজা সেই শুকশাবককে আনাইয়া বলিলেন, "বৎস শুকপোতক, আমি তোমার বহু উপকার করিয়াছি; তোমাকে কাঞ্চন পঞ্জরে রাখিয়াছি, সুবর্ণপাত্রে মধুমিশিত লাজ খাওয়াইয়াছি, শর্করামিশ্রিত জল পান করাইয়াছি; তোমাকেও আমার একটী কার্য্য করিতে হইবে।"

"বলুন, মহারাজ, আমাকে কি করিতে হইবে।

"বৎস, দেবীর সাধ হইয়াছে যে অভ্যন্তরাম্র ফল ভক্ষণ করিবেন। সেই ফল নাকি হিমবন্ত প্রদেশে কাঞ্চন পর্ব্বতে পাওয়া যায়। তাহা দেবতাদিগের সেব্য; মানুষের সাধ্য নাই যে সেখানে যাইতে পারে। তোমাকে গিয়া সেই ফল আহরণ করিতে হইবে।"

"যে আজ্ঞা, মহারাজ, আমি সেই ফল আনয়ন করিব।"

অনন্তর রাজা শুকশাবককে সুবর্ণপাত্রে মধুমিশ্রিত লাজ ভক্ষণ করাইলেন, শর্করামিশ্রিত জল পান করাইলেন এবং তাহার পক্ষদ্বয়ের নিম্নে শতপাক * তৈল মর্দ্দন করাইলেন; শেষে তাহাকে উভয়হস্তে ধারণ করিয়া বাতায়নের নিকট দাঁড়াইলেন এবং সেখানে আকাশে ছাড়িয়া দিলেন।

শুকপোতক রাজাকে প্রণাম করিয়া আকাশমার্গে উড়িয়া চলিল এবং মনুষ্যপথ অতিক্রম-পূর্ব্বক হিমবন্তের প্রথম পর্ব্বত শ্রেণীর নিকট উপস্থিত হইয়া তত্রত্য শুকদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, "অভ্যন্তরাম্র কোথায় পাওয়া যায়? আমাকে সেই স্থান বলিয়া দাও।' তাহারা উত্তর দিল, "আমরা জানি না; দ্বিতীয় পর্ব্বত শ্রেণীতে যে সকল শুক আছে, তাহারা জানিতে পারে।" এই কথা শুনিয়া সে ঐ স্থান হইতে পুনর্ব্বার উড়িতে আরম্ভ করিল এবং দ্বিতীয় পর্ব্বতরাজিতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর ক্রমে ক্রমে সে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পর্ব্বত-শ্রেণী পর্য্যন্ত গেল; কিন্তু শেষোক্ত স্থানের শুকেরাও বলিল, "আমরা জানি না, সপ্তম পর্ব্বত-শ্রেণীতে যে সকল শুক বাস করে, তাহারা জানিতে পারে।" তখন শুকশাবক সপ্তম পর্ব্বত-শ্রেণীতেই গেল এবং অভ্যন্তরাম্র কোথায় পাওয়া যাইবে জিজ্ঞাসা করিল। এই স্থানের শুকেরা উত্তর দিল, "অমুক স্থানে কাঞ্চন পর্ব্বতে নাকি সেই ফল পাওয়া যায়।" "আমি সেই ফল লইবার জন্য আসিয়াছি, আমাকে সেখানে লইয়া গিয়া ফল দাও।" "সে ফল বৈশ্রবণের পরিভোগ্য; আমাদের সাধ্য নাই যে তাহার নিকট যাই। ঐ বৃক্ষ মূল হইতে শাখাপল্লব পর্য্যন্ত সাতটী লৌহজাল দ্বারা বেষ্টিত; সহস্র কোটি কুম্ভাণ্ড † ও রাক্ষস নিয়ত উহার রক্ষা-বিধান করিতেছে; তাহারা কাহাকেও দেখিতে পাইলে তাহার আর নিস্তার নাই। সেস্থান প্রলয়াগ্নির ন্যায়, সে স্থান অবীচির ন্যায়; তুমি সেখানে যাইবার প্রার্থনা করিও না।" "তোমরা যদি আমার সঙ্গে না যাও, তবে আমাকে পথ বলিয়া দাও।" "নিতান্তই যদি যাও, তবে অমুক অমুক স্থান দিয়া যাইবে।"

* শতবার পাক করা বা শোধিত করা।

† কুম্ভাণ্ড একপ্রকার দেবযোনি। এই জাতকে রক্ষ ও কুম্ভাণ্ড শব্দ এক অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

তাহারা যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিল, শুকশাবক মনোনিবেশসহকারে তাহা বুঝিয়া লইল, এবং গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া দিবাভাগে অদৃশ্য রহিল। অনন্তর নিশীথ সময়ে যখন রাক্ষসেরা নিদ্রাভিভূত হইল, তখন সে অভ্যন্তরাম্র বৃক্ষের একটী মূল অবলম্বনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে আরোহণ করিতে লাগিল। অমনি লৌহজালে 'কিলিট্' করিয়া শব্দ হইল এবং তচ্ছ্রবণে রাক্ষসদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহারা শুকশাবককে দেখিয়া 'আম চোর', 'আম চোর' বলিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং কি দণ্ড দিবে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিল। কেহ বলিল, "ইহাকে মুখে দিয়া গিলিয়া ফেলি।" কেহ বলিল, "ইহাকে দুই হাতে পিষিয়া, তাল পাকাইয়া তিল তিল করিয়া ছড়াইয়া দি।" কেহ বলিল, "ইহাকে দুই ফা'ল করিয়া চিরিয়া আগুনে পোড়াইয়া খাই।"

শুকপোতক, তাহাদের কে কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছিল, সমস্ত শুনিল, কিন্তু কিছুমাত্র ভয় পাইল না। সে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "রাক্ষসগণ, তোমরা কাহার ভৃত্য?" তাহারা উত্তর দিল "আমরা বৈশ্রবণ মহারাজের ভৃত্য।" "বা! তোমরা এক রাজার ভৃত্য! বারাণসীরাজ আমাকে অভ্যন্তরাম্র ফল লইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমি তাঁহার আজ্ঞা পাইবামাত্র সেখানেই তাঁহার কার্য্যে জীবন সমর্পণ করিয়াছি এবং কার্য্যোদ্ধারের জন্য এখানে আসিয়াছি। যে আপনার মাতা, পিতা এবং প্রভুর জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করে, সে দেহক্ষয়ের পর দেবলোক প্রাপ্ত হয়। অতএব আমিও দেখিতেছি, আজ তির্য্যগ্‌দেহ পরিহারপূর্ব্বক দিব্য কলেবর ধারণ করিব।" অনন্তর শুকপোতক নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিল :—

> ভর্তৃকার্য্যে করি প্রাণপণ
> আত্মপরিত্যাগী বীরগণ,
> যে দিব্য ধামেতে যান,
> দেহ হলে অবসান,
> হবে সেথা আমার গমন।

এইরূপে উক্ত গাথা দ্বারা সে রাক্ষসদিগকে ধর্ম্মকথা শুনাইল। তাহা শুনিয়া রাক্ষসেরা চিত্তপ্রসাদ লাভ করিল এবং বলাবলি করিতে লাগিল, "এই শুকশাবক দেখিতেছি ধার্ম্মিক; ইহাকে ত মারিতে পারিব না; এস ইহাকে ছাড়িয়া দি।" এই ভাবিয়া তাহারা শুকশাবককে ছাড়িয়া দিল এবং বলিল, "যাও, তুমি মুক্ত হইলে। আমাদের হাতে তোমার কোন অনিষ্ট হইল না; তুমি নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া যাও।" শুকশাবক বলিল, "আমাকে যেন রিক্তমুখে ফিরিতে না হয়; দয়া করিয়া একটা আম্র ফল দাও।" "শুকশাবক, তোমাকে একটী ফলও দিতে পারি না। এই গাছে যত আম দেখিতেছ, সমস্তই চিহ্নিত; একটী মাত্র ফলও এদিক ওদিক্ হইলে আমাদের প্রাণান্ত ঘটিবে। তপ্ত খোলায় তিল ফেলিলে তাহা যেমন ফাটিয়া ও ভাঙ্গিয়া চারিদিকে ছুটিতে থাকে, বৈশ্রবণ ক্রুদ্ধ হইয়া একবার মাত্র তাকাইলে, সহস্র সহস্র কুম্ভাণ্ডও সেইরূপে কে কোন্ দিকে ছুটিয়া পলাইবে তাহার পথ পাইবে না। সেই জন্যই তোমায় আম দিতে পারিতেছি না। তবে কোথায় গেলে তুমি আম পাইতে পার তাহা বলিতেছি।" "কে দিবে তাহা আমার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই; তবে ফল একটা পাইতেই হইবে। বল, কোথায় গেলে পাইব"। "এই যে কাঞ্চন পর্ব্বতমালা দেখিতেছ, ইহার এক দুর্গম অংশে জ্যোতীরস * নামক এক তাপস আছেন। তিনি কাঞ্চনপত্রী নামক পর্ণশালায় অগ্নিতে হোম করেন। এই তাপস বৈশ্রবণের কুলোপগ গুরু। বৈশ্রবণ তাঁহার সেবার জন্য প্রতিদিন চারিটী আম্রফল প্রেরণ করিয়া থাকেন। তুমি তাঁহার নিকট যাও।"

* জ্যোতীরস একপ্রকার মণিরও নাম। এই মণি ঈপ্সিতফলপ্রদ।

"বেশ, তাহাই করিতেছি" বলিয়া শুক রাক্ষসদিগের নিকট বিদায় লইল এবং ঐ তাপসের নিকট গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিল। তাপস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" শুকপোতক উত্তর দিল, "বারাণসীরাজের নিকট হইতে"। "কি জন্য আসিয়াছ?" "প্রভো, আমাদের রাজ্ঞীর সাধ হইয়াছে যে অভ্যন্তরাম্র ফল ভক্ষণ করিবেন। সেইজন্য এদেশে আসিয়াছি, কিন্তু রাক্ষসেরা স্বয়ং এই ফল না দিয়া আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়াছে।" "আচ্ছা, একটু অপেক্ষা কর, ফল পাইবে।"

ইহার পর বৈশ্রবণ তাপসের নিকট চারিটী আম্রফল পাঠাইলেন; তাপস তাহা হইতে নিজে দুইটী খাইলেন, একটী শুকশাবককে খাইতে দিলেন এবং তাহার ভোজন শেষ হইলে অবশিষ্ট ফলটী একগাছি শিকায় ফেলিয়া তাহা তাহার গলায় বান্ধিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি এখন ফিরিয়া যাও।"

অনন্তর শুকপোতক বারাণসীতে গিয়া রাজ্ঞীকে আম্র প্রদান করিল; উহা খাইয়া তাঁহার সাধ পূর্ণ হইল; কিন্তু এত করিয়াও তিনি পুত্রলাভ করিলেন না।*

[সমবধান—তখন রাহুলমাতা ছিলেন সেই রাজ্ঞী; আনন্দ ছিলেন সেই শুক, সারিপুত্র ছিলেন সেই আম্রফলদাতা তাপস এবং আমি ছিলাম বারাণসীরাজের উদ্যানস্থ সেই ঋষিগণশাস্তা।]

২৮২—শ্রেয়োজাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশলরাজের একজন অমাত্য সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি না কি রাজার পরমোপকারক ছিলেন এবং তাঁহার সর্ব্ববিধ কার্য্য সম্পাদন করিতেন। রাজাও তাঁহাকে নিজের বহুহিতসাধক জানিয়া তাঁহার সবিশেষ সম্মান করিতেন। ইহাতে ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইয়া অন্য অনেক অমাত্য তাঁহার সম্বন্ধে নানারূপ অলীক গ্লানির কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। রাজা পিশুনকারকদিগের কথা বিশ্বাস করিয়া এই নির্দ্দোষ ও সাধুশীল ব্যক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন, তিনি প্রকৃত দোষী কি না তাহা অনুসন্ধান করিলেন না। কারাগৃহে একাকী থাকিয়া তিনি শীলবলে চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিলেন, একাগ্রচিত্তের প্রভাবে সংস্কারসমূহের† প্রকৃতি বুঝিতে পারিলেন এবং এইরূপে ক্রমে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে রাজা বুঝিতে পারিলেন, ঐ অমাত্য সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। তখন তিনি তাঁহার শৃঙ্খল মোচন করিলেন এবং তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক দিন শাস্তাকে বন্দনা করিবার অভিপ্রায়ে এই অমাত্য প্রচুর গন্ধমাল্যাদি লইয়া বিহারে গমন করিলেন, এবং তথাগতের পূজা করিয়া ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন। শাস্তা তাঁহার সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতে করিতে বলিলেন, "সম্প্রতি তোমার যে বিপদ্ ঘটিয়াছিল, তাহা আমি শুনিয়াছি।" অমাত্য বলিলেন, "ভদন্ত, অনর্থ ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু আমি সেই অনর্থ হইতেই অর্থ লাভ করিয়াছি; আমি কারাগারে থাকিয়া স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইয়াছি।" "উপাসক, তুমিই যে কেবল অনর্থ হইতে অর্থ লাভ করিয়াছ, তাহা নহে; প্রাচীনকালের পণ্ডিতেরাও অনর্থ হইতে অর্থ আহরণ করিয়াছিলেন।" ইহা বলিয়া শাস্তা উক্ত উপাসকের প্রার্থনানুসারে সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন।]

---

* এই জাতকে শক্রের চরিত্রে ঈর্ষ্যা, কুটিলতা প্রভৃতি যে দুই তিনটী দোষ লক্ষিত হয়, অন্যান্য জাতকে সাধারণতঃ সেরূপ দেখা যায় না। বৌদ্ধসাহিত্যে তিনি সচরাচর ধার্ম্মিকের সহায় বলিয়াই কীর্ত্তিত।

† সংস্কার (পালি সংখার) শব্দটী বহু অর্থে ব্যবহৃত হয় (যথা, প্রসাধন, সমষ্টি, পদার্থ, জড়জগৎ, কর্ম্ম, স্কন্ধ)। 'অনিচ্চা সব্ব সংখারা', 'বয়ধম্মা সংখারা' ইত্যাদি বাক্যে বোধ হয় ইহা 'জড়জগৎ' অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু শেষে ইহা দ্বারা কেবল জড় পদার্থ নহে, জড়ের গুণও বুঝাইয়াছে এবং যাহা কিছু অনিত্য, সমস্তই সংস্কার নামে অভিহিত হইয়াছে। 'অনিত্যত্ব' বলিলেই 'মৃত্যুর' ভাব মনে উদিত হয়; কাজেই 'সংস্কার' শব্দ 'পঞ্চস্কন্ধ' অর্থেও প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 'সংখারা পরমা দুক্খা' এই বাক্যের অর্থ পঞ্চস্কন্ধের সংযোগ অর্থাৎ জীবন দুঃখকর।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি রাজ্যলাভ করিয়া দশবিধ রাজধর্ম পালন করিতেন, অকাতরে দান করিতেন, শীলসমূহ পালন করিতেন এবং পোষধব্রত রক্ষা করিতেন।

বোধিসত্ত্বের একজন অমাত্য রাজার শুদ্ধান্তঃপুরের কোন রমণীর সহিত গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজার ভৃত্যগণ ইহা জানিতে পারিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিল, "মহারাজ, অমুক অমাত্য অন্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করিয়াছেন।" তিনি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন, অমাত্য প্রকৃতই দুশ্চরিত্র; তখন তিনি তাঁহাকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি এখন হইতে আমার কোন কাজ করিও না।" অনন্তর তিনি ঐ অমাত্যকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন।

নির্বাসিত অমাত্য এক সামন্তরাজের নিকটে গিয়া তাঁহার কার্যে নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর, মহাশীলবজ্জাতকে (৫১, ১ম খণ্ড) যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ ঘটিল। এ ক্ষেত্রেও সেই সামন্তরাজ, উক্ত অমাত্য যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য কিনা, তিন বার পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে উহার সত্যতা সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া বারাণসী গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে বিপুলবাহিনীসহ ঐ রাজ্যের সীমায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। বারাণসীরাজ্যের পঞ্চশত মহাযোদ্ধা ঐ বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া বোধিসত্ত্বকে বলিলেন, "দেব, অমুক রাজা নাকি আমাদের রাজ্য গ্রহণ করিবার জন্য জনপদ বিধ্বস্ত করিতে করিতে আসিতেছেন। অনুমতি দিন, আমরা এখান হইতেই অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বন্দী করি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "হিংসা দ্বারা যে রাজ্য লাভ (রক্ষা) করিতে হয়, তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই। তোমাদিগকে কিছুই করিতে হইবে না।"

অতঃপর চোররাজ * আসিয়া নগর বেষ্টন করিলেন। তখন অমাত্যেরা বোধিসত্ত্বের নিকট গিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আপনি এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকিলে চলিবে না; আমরা গিয়া চোররাজকে বন্দী করি।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "না, কিছুই করা যাইতে পারে না। তোমরা নগরের সমস্ত দ্বার খুলিয়া দাও।"

চোররাজ চতুর্দ্বারে বহুলোকের প্রাণসংহার করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন, প্রাসাদে আরোহণ-পূর্বক অমাত্যপরিবৃত বোধিসত্ত্বকে বন্দী করিলেন এবং তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। বোধিসত্ত্ব কারাগারে থাকিয়াও চোররাজের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া মৈত্রীভাবনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই মৈত্রীভাবনা বশতঃ চোর-রাজের শরীরে ভীষণ জ্বালা উৎপাদিত হইল; তাঁহার সর্বাঙ্গ যেন যুগপৎ দুইটা উল্কাদ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি মহাযন্ত্রণায় অভিভূত হইয়া এরূপ ঘটিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার অনুচরগণ বলিল, "আপনি শীলবান্ রাজাকে কারাযন্ত্রণা দিতেছেন, তাহাতেই বোধ হয় এই দুঃখ ভোগ করিতেছেন।" ইহা শুনিয়া চোররাজ বোধিসত্ত্বের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং বলিলেন, "আপনার রাজ্য আপনারই থাকুক।" তিনি রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া বোধিসত্ত্বের নিকট অঙ্গীকার করিলেন, "এখন হইতে আপনার শত্রুদমনের ভার আমার উপর রহিল।" অনন্তর তিনি সেই দুষ্ট অমাত্যের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিলেন এবং রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

বোধিসত্ত্ব রাজপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়া অলঙ্কৃত মহাবেদীর উপর শ্বেতচ্ছত্রশোভিত

* 'যিনি আক্রমণ করিয়া অপরের রাজ্য হস্তগত করিয়াছেন বা করিতে আসিতেছেন' এখানে এই অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে।

পর্য্যঙ্কে আসীন হইলেন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ অমাত্যদিগের সহিত আলাপ করিতে করিতে নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন :—

উত্তম কুশল ধর্ম্মে রত যই জন,
উত্তম পুরুষে সেবা করি অনুক্ষণ
লভে সে পরম শ্রেয়ঃ, সেই হেতু আজ
মম মৈত্রীভাবে মুগ্ধ দেখ চোররাজ।
মৈত্রীবলে একা আমি রক্ষি শত জনে;
নচেৎ নিহত তারা হ'ত এতক্ষণে।

অতএব সর্ব্বভূতে মৈত্রী প্রদর্শন
করেন সতত যিনি সুধীর সুজন।
মৃত্যু-অন্তে সুরলোকে গমন তাঁহার,
শুন কাশীবাসী সবে বচন আমার।*

মহাসত্ত্ব এইরূপে জনসাধারণের প্রতি মৈত্রীপ্রদর্শনের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন এবং দ্বাদশ-যোজনব্যাপী বারাণসীধামে শ্বেতচ্ছত্র পরিহারপূর্ব্বক হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন।

কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

বারাণসীপতি কংস মহারাজ † এই সব কথা বলি
ফেলি ধনুর্ব্বাণ, লভিলা সংযম, ধ্যানবলে হ'য়ে বলী।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই চোররাজ এবং আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।]

২৮৩—বর্দ্ধকি-শূকর-জাতক। ‡

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে ধনুর্গ্রহ তিষ্য নামক এক স্থবিরকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। রাজা প্রসেনজিতের পিতা মহাকোশল যখন রাজা বিম্বিসারের সহিত নিজের দুহিতা কোশলদেবীর বিবাহ দেন, তখন কন্যার স্নানচূর্ণের § ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ লক্ষমুদ্রা আয়ের কাশীগ্রাম যৌতুক দান করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু যখন পিতৃহত্যা করেন, তখন কোশলদেবীও শোকাভিভূতা হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। এই সমস্ত দুর্ঘটনার পর কোশলরাজ ভাবিলেন, 'অজাতশত্রু তাহার পিতার প্রাণনাশ করিল, আমার ভগিনীও পতিশোকে প্রাণত্যাগ করিলেন; যে পিতৃহন্তা ও চোর, তাহাকে কাশীগ্রাম কেন দিব?' এইরূপ স্থির করিয়া তিনি অজাতশত্রুকে কাশীগ্রাম হইতে বঞ্চিত করিলেন। তদবধি এই গ্রাম লইয়া উভয় রাজার মধ্যে সময়ে সময়ে যুদ্ধ হইতে লাগিল। অজাতশত্রু তরুণবয়স্ক ও সমর্থ; পক্ষান্তরে প্রসেনজিৎ অতি বৃদ্ধ; কাজেই প্রসেনজিৎ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইলেন; মহাকোশলের অধিবাসীরাও শত্রুকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইতে লাগিল।

---

* এই গাথাদ্বয়ের ইংরাজী অনুবাদ সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় নাই।" সেয্যংসো সেয্যসো হোতি যো সেয্যং উপসেবতি" প্রথম গাথার এই প্রথম চরণ অর্থকথায় এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—'সেয্যংসো' অর্থাৎ কুসলধম্মসন্নিস্সিতো পুগ্‌গলো (পুরুষ) যো পুনপ্‌পুনং 'সেয্যম্' অর্থাৎ কুসলাভিরতং উত্তমপুগ্‌গলং উপসেবতি সো 'সেয্যসো' পসংসতরো হোতি। কিন্তু ইংরাজী অনুবাদে এ অর্থ আদৌ প্রতিভাত হয় না। দ্বিতীয় গাথার শেষ চরণে ইহা অপেক্ষাও ভ্রম ঘটিয়াছে। ইহার প্রথমার্দ্ধে পেচ্চ সগ্‌গং ন গচ্ছেয্য" এই পাঠ না হইয়া পেচ্চ সগ্‌গং নিগচ্ছেয্য' এইরূপ হইবে। সর্ব্বভূতে মৈত্রীভাবাপন্ন ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাইবেন না, এ পাঠ কখনও শিষ্ট হইতে পারে না।

† বুঝিতে হইবে যে এই জাতকবর্ণিত কাশীরাজের নাম ছিল কংস।

‡ বর্দ্ধকি=সূত্রধর (বৃধ-ধাতুজ)।

§ স্নানার্থ সুগন্ধ জল এবং স্নানান্তে ব্যবহারার্থ সুগন্ধ চূর্ণ (cosmetic powder) এই সমস্ত দ্রব্যের ব্যয়নির্ব্বাহের নিমিত্ত।

একদিন প্রসেনজিৎ অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি ক্রমাগতই পরাস্ত হইতেছি; এখন কর্ত্তব্য কি?" তাঁহারা বলিলেন, "মহারাজ, শুনিয়াছি আর্য্যেরা মন্ত্রকুশল; অতএব জেতবনে গিয়া তাঁহারা এসম্বন্ধে কি বলেন শুনিলে ভাল হয়।" ইহা শুনিয়া রাজা চরদিগকে আজ্ঞা দিলেন, "তোমরা গিয়া যথাসময়ে ভিক্ষুদিগের কথা শুনিয়া আইস।" চরেরা এই আজ্ঞামত কাজ করিবার জন্য তখনই প্রস্থান করিল।

এই সময়ে বিহারের নিকটে এক পর্ণকুটীরে উত্ত ও ধনুর্গ্রহ তিষ্য নামক দুইজন বৃদ্ধ স্থবির বাস করিতেন। ধনুর্গ্রহ তিষ্য রাত্রির প্রথম ও মধ্যম যামে ঘুমাইয়াছিলেন। তিনি শেষ যামে প্রবুদ্ধ হইয়া কয়েকখানি কাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া আগুন জ্বালিলেন এবং তাহার নিকট বসিয়া বলিলেন, "ভদন্ত উত্ত স্থবির!" উত্ত বলিলেন, "কি ভদন্ত তিষ্য স্থবির?" "আপনি কি ঘুমাইতেছেন না?" "না ঘুমাইয়া কি করিব?" "উঠিয়া বসুন।" উত্ত উঠিয়া বসিলেন। তখন তিষ্য বলিতে লাগিলেন, "দেখুন, এই লম্বোদর কোশলরাজ পূর্ণ অমত্রাও পচাইয়া ফেলিতেছে! * কিরূপে যুদ্ধ করিতে হয়, সে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানেনা। সে কেবল পরাজিতই হইতেছে এবং পুনঃ পুনঃ অর্থ দিয়া নিষ্কৃতি পাইতেছে।" "তাহাকে এখন কি করিতে বলেন?" এই প্রশ্নের সময় রাজার চরেরা কুটীরের পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া স্থবিরদ্বয়ের কথা শুনিতে লাগিল।

ধনুর্গ্রহ তিষ্য স্থবির যুদ্ধের কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "ভদন্ত, ব্যূহভেদে যুদ্ধ তিন প্রকার—পদ্মব্যূহ, চক্রব্যূহ, শকটব্যূহ। † অজাতশত্রুকে ধরিবার ইচ্ছা থাকিলে কোশলবাসীদিগকে অমুক পর্ব্বতের অভ্যন্তরে দুইটা গিরিদুর্গে সৈন্য রাখিতে হইবে, প্রথমে দেখাইতে হইবে যেন তাহারা নিতান্ত দুর্ব্বল; পরে শত্রুরা যখন পর্ব্বতের ভিতর প্রবেশ করিবে, তখন গিরিবর্ত্ম রুদ্ধ করিতে হইবে, গিরিদুর্গ হইতে সৈন্যগণ উল্লম্ফন ও সিংহনাদ করিতে করিতে বাহির হইবে এবং পুরঃ, পশ্চাৎ উভয়দিক্‌ হইতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে। এরূপ করিলে স্থলে পতিত মৎস্য কিংবা মুষ্টিমধ্যগত মণ্ডূকশাবক ধরা যেরূপ সহজ, শত্রুকেও সেইরূপ অনায়াসে ও অল্পসময়ের মধ্যে ধরা যাইবে।"

চরেরা ফিরিয়া গিয়া রাজাকে এই কথা জানাইল। অতঃপর রাজা রণভেরী বাজাইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন, শকটব্যূহ রচনা করিয়া অজাতশত্রুকে আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহাকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করিয়া আনিলেন। কিন্তু শেষে সন্ধি স্থাপিত হইল। কোশলরাজ ভাগিনেয়ের সহিত নিজের কন্যা বজ্রকুমারীর বিবাহ দিলেন, ‡ এবং স্নানাগারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সেই কাশীগ্রামই পুনর্ব্বার যৌতুক দিয়া কন্যাকে স্বামিগৃহে প্রেরণ করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে এই-বৃত্তান্ত ভিক্ষুসঙ্ঘে প্রকাশ পাইল এবং ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "শুনিতেছি, কোশলরাজ ধনুর্গ্রহ তিষ্যের উপদেশানুসারে চলিয়া অজাতশত্রুকে পরাস্ত করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন, এবং বলিলেন, "ধনুর্গ্রহ তিষ্য যে কেবল এজন্মেই যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে বিচারক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহা নহে, পূর্ব্ব জন্মেও তিনি যুদ্ধবিদ্যায় নৈপুণ্যলাভ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন অরণ্যে বৃক্ষদেবতারূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন বারাণসীনগরের নিকটে সূত্রধরদিগের এক গ্রাম ছিল। তত্রত্য একজন সূত্রধর কাষ্ঠসংগ্রহার্থ বনে গিয়া গর্ত্তে পতিত এক শূকরশাবক দেখিতে পাইল এবং তাহাকে গৃহে আনিয়া পুষিতে লাগিল। এই শূকরশাবক ক্রমে মহাকায় ও বক্রদংষ্ট্র হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতি শান্ত হইল। বর্দ্ধকি অর্থাৎ সূত্রধরকর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিল বলিয়া লোকে তাহার বর্দ্ধকিশূকর এই নাম রাখিয়াছিল। সূত্রধর যখন কোন

* অর্থাৎ সুবিধা পাইয়াও সুবিধা করিতে পারিতেছে না, বুদ্ধিদোষে সমস্ত পণ্ড করিতেছে।

† মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে ১৮৭ ও ১৮৮ শ্লোকে দণ্ডব্যূহ, শকটব্যূহ, বরাহব্যূহ, মকরব্যূহ, গরুড়ব্যূহ, সূচীব্যূহ ও পদ্মব্যূহ এই সাত প্রকার ব্যূহের বর্ণনা আছে। অগ্রভাগ সূচ্যাকার, পশ্চাৎ স্থূল এই ব্যূহের নাম শকটব্যূহ। সমভাবে বিস্তৃত মণ্ডলাকার ব্যূহ পদ্মব্যূহ নামে অভিহিত। সমস্ত ব্যূহেরই মধ্যভাগে রাজার অবস্থান।

‡ ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ ক্ষত্রিয় রাজকুলে দোষাবহ বলিয়া গণ্য হইত না। অসিলক্ষণ-জাতকে (১২৬) এবং মৃদুপাণি-জাতকেও (২৬২) এইরূপ বিবাহের উল্লেখ দেখা যায়।

কাঠ কাটিত, তখন সে তুণ্ড দ্বারা তাহা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দিত, বাসি, কুঠার, তক্ষণী, * মুদ্গর প্রভৃতি যন্ত্রগুলি মুখ দিয়া কামড়াইয়া আনিয়া দিত এবং মাপিবার সময় কৃষ্ণবর্ণ সূত্রের † এক প্রান্ত টানিয়া ধরিত।

সূত্রধরের ভয় হইল পাছে কেহ এই হৃষ্টপুষ্ট শূকরটীকে মারিয়া খাইয়া ফেলে। এই জন্য সে একদিন তাহাকে বনে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিল। শূকরও বনে প্রবেশ করিয়া কোন নিরাপদ্ ও সুখকর বাসস্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সে দেখিতে পাইল পর্ব্বতপার্শ্বে এক মনোরম স্থানে একটা বৃহৎ গুহা রহিয়াছে এবং তাহার নিকটে কন্দমূলফলের কোন অভাব নাই। এই সময়ে তাহাকে দেখিতে পাইয়া বহুশত শূকর তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া বর্দ্ধকিশূকর বলিল, "আমি তোমাদিগকেই খুঁজিতে ছিলাম; তোমরা দেখিতেছি আপনা হইতেই আসিয়াছ। এই স্থানটী রমণীয়। আমি এখন এখানেই বাস করিব।" তাহাবা বলিল, "স্থানটী অতি বমণীয় বটে, কিন্তু এখানে বিপদেরও সম্ভাবনা আছে।" "তোমাদিগকে দেখিয়া আমিও তাহাই বুঝিয়াছিলাম। এমন সুন্দর বিচরণক্ষেত্র থাকিতেও তোমাদের শবীরে রক্তমাংস নাই। তোমাদেব ভয়ের কারণ কি বল ত?" "প্রাতঃকালে একটা বাঘ আসে এবং যাহাকে দেখিতে পায়, ধরিয়া লইয়া চলিয়া যায়।" "সে কি নিয়তই এরূপ ধরিয়া থাকে, না মধ্যে মধ্যে আসিয়া ধরে?" "নিয়তই ধরে।" "এখানে কয়টা বাঘ আছে?" "একটা মাত্র।" "তোমরা এত প্রাণী, অথচ একটা বাঘের সঙ্গে পারিয়া উঠ না!" "আমাদের পারিবার সাধ্য কি?" "আচ্ছা, আমি তাহাকে ধরিতেছি, তোমরা কেবল, আমি যাহা বলিব সেই মত কাজ করিবে। সে বাঘ কোথায় থাকে?" "ঐ যে পাহাড় দেখা যাইতেছে, ওখানে থাকে।"

অনন্তর বর্দ্ধকিশূকর, রাত্রিকালেই, বনবাসী শূকরদিগকে কিরূপে যুদ্ধ করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিতে লাগিল। সে বলিল, "দেখ, ব্যূহভেদে যুদ্ধ তিন প্রকার:—পদ্মব্যূহ, চক্রব্যূহ ও শকটব্যূহ"। অনন্তর সে শূকরদিগকে পদ্মব্যূহাকারে স্থাপিত করিল। কোন্ স্থান হইতে আক্রমণ বা আত্মরক্ষা করিলে সুবিধা হইতে পারে তাহা তাহার জানা ছিল; কাজেই সে স্থান নির্ব্বাচন করিয়া বলিল, "আমরা এই স্থানে থাকিয়া যুদ্ধ কবিব।" সে শূকরী ও তাহাদের দুগ্ধপোষ্য শাবকদিগকে ‡ মধ্যভাগে রাখিল এবং তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া যথাক্রমে প্রথমে বন্ধ্যা শূকরীগুলি, পরে শূকবশাবকগুলি, তদনন্তর অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্ক শূকরগুলি, তদনন্তর দীর্ঘদংষ্ট্র শূকরগুলি, এবং সকলের বহির্ভাগে যুদ্ধক্ষম বলবান্ শূকরগুলি, কোথাও দশ দশটী, কোথাও বিশ বিশটী এইভাবে, সজ্জিত করিয়া বলগুল্ম রচনা করিল। সে যেখানে নিজে অবস্থিতি করিল, তাহার সম্মুখে একটা মণ্ডলাকার গর্ত্ত খনন করাইল; পশ্চাতেও শূর্পাকাব § আর একটী গর্ত্ত প্রস্তুত হইল; উহা গুহার ন্যায় ক্রমশঃ গভীর হইয়া নামিয়াছিল। এইরূপে বলবিন্যাস করিয়া সে ষাট, সত্তরটী যুদ্ধক্ষম শূকর সঙ্গে লইয়া ব্যূহের প্রত্যেক অংশে গমনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল, "তোমরা কিছুমাত্র ভয় কবিও না।" এই সময়ে সূর্য্য উঠিল, ব্যাঘ্রেরও নিদ্রাভঙ্গ হইল।

* বাটালি।

† আমাদের দেশে এখন ছুতরেরা খড়ি দিয়া সূতার দাগ দেয়, কিন্তু সিংহলে তাহারা খড়ির পরিবর্ত্তে অঙ্গার ব্যবহার করে।

‡ মূলে 'শূকরপিল্লকে' এই পদ আছে। পিল্লকো=শিশু। ইহা হইতে 'পোলা ও পিলা' (ছেলে পিলে) হইয়াছে।

§ মূলে 'কুল্লক-সণ্ঠানম্' এই পদ আছে। কুল্লকো=কুল্লো=কুলা বা শূর্প (বাঙ্গালা কুলা)।

ব্যাঘ্র দেখিল, সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে গিয়া শূকরদিগের সম্মুখস্থিত পর্ব্বততলে দাঁড়াইল এবং সেখান হইতে তাহাদিগের দিকে কট মট করিয়া তাকাইল। তাহা দেখিয়া বর্দ্ধকিশূকর বলিল, 'তোমরাও উহার দিকে ঐ ভাবে তাকাও' এবং একটা সঙ্কেতদ্বারা সকলকে ঐরূপ করিতে আদেশ দিল। ইহাতে শূকরেরাও ব্যাঘ্রের দিকে কট মট করিয়া তাকাইল। ইহার পর বাঘ হাঁ করিয়া হাঁই তুলিল; শূকরেরাও তাহাই করিল। সে মূত্রত্যাগ করিল, শূকরেরাও মূত্রত্যাগ করিল। ফলতঃ বাঘ যাহা যাহা করিল, শূকরেরাও তাহা তাহা করিল। ইহা দেখিয়া বাঘ ভাবিতে লাগিল, 'ব্যাপার খানা কি? পূর্ব্বে আমাকে দেখিবামাত্র এই শূকরেরা পলাইবার পথ পাইত না; আজ ইহারা পলায়ন করা দূরে থাকুক আমার প্রতিশত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমি যাহা করিতেছি, তাহারই অনুকরণ করিতেছে! ঐ দেখা যাইতেছে, উচ্চস্থানে একটা শূকর দাঁড়াইয়া আছে; সেই আজ ইহাদিগকে এইভাবে সাজাইয়া রাখিয়াছে। আজ যে আমার জয় হইবে এরূপ বোধ হইতেছে না।' ইহা স্থির করিয়া সে প্রত্যাবর্তন করিয়া নিজের বাসস্থানে চলিয়া গেল।

ঐ স্থানে এক জটাধারী ভণ্ডতপস্বী বাস করিত। ব্যাঘ্র প্রতিদিন যে মাংস আনিত, সে তাহার এক অংশ খাইত। সে আজ বাঘকে খালিমুখে আসিতে দেখিয়া, তাহার সহিত কথা বলিতে গিয়া, নিম্নলিখিত প্রথমগাথা বলিল :—

মৃগয়ায় পূর্ব্বে তুমি যাইতে যখন
এ অঞ্চলে, বাছি বাছি করিতে হনন
বৃহৎ শূকরগণে, আজি কি কারণে
রিক্তমুখে ফিরিয়াছ বিষণ্ণবদনে?
দেখিয়া তোমার দশা এই মনে লয়,
পূর্ব্ব বলবীর্য্য তব হইয়াছে ক্ষয়।

ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্র নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটী বলিল :—

দেখিলে আমারে পূর্ব্বে ভয়েতে কাঁপিয়া
ছত্রভঙ্গ হ'য়ে তারা যেত পলাইয়া
নানাদিকে, গুহামধ্যে লইত আশ্রয়;
অদ্য কিন্তু দেখি মোরে নাহি পায় ভয়।
ব্যূহবদ্ধ হ'যে তারা রয়েছে যেখানে,
অসাধ্য আমার অদ্য পশিতে সেখানে।

অনন্তর ব্যাঘ্রকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত সেই কূটতপস্বী বলিল, "কোন ভয় নাই, তুমি গর্জ্জন করিয়া লম্ফ দিবামাত্র তাহারা ভয়ে, যে যে দিকে পারে, ছুটিয়া পলাইবে। ব্যাঘ্র এই বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সাহসে ভর করিয়া পুনর্ব্বার সেই পাষাণতলে গিয়া দাঁড়াইল। বর্দ্ধকিশূকর পূর্ব্বকথিত গর্ত্ত দুইটীর অন্তরে অবস্থিত ছিল। শূকরেরা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "স্বামিন্, সেই মহাচোর আবার আসিয়াছে।" বর্দ্ধকিশূকর বলিল, "তোমরা কিছুমাত্র ভয় করিওনা, এবার উহাকে ধরিয়া ফেলিতেছি।"

ব্যাঘ্র গর্জ্জন করিতে করিতে বর্দ্ধকিশূকরের উপর পড়িবার জন্য লম্ফ দিল। ব্যাঘ্র যখন তাহার উপর আসিয়া পড়িবে, সেই সময়ে বর্দ্ধকিশূকর ঘাড় নামাইয়া অতিবেগে মণ্ডলাকার ঋজু গর্ত্তটার ভিতর পড়িয়া গেল। ব্যাঘ্র কিন্তু নিজের বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া গড়াইতে গড়াইতে সেই তির্য্যক্খাত শূর্পাকার গর্ত্তের অতিসঙ্কট অংশে জড়পিণ্ডের ন্যায় পতিত হইল। বর্দ্ধকিশূকর তখন গর্ত্ত হইতে উঠিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া ব্যাঘ্রের উরুদেশে দন্ত প্রহার করিল, বুক পর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলিল, পঞ্চমধুরের ন্যায় সুস্বাদ মাংসের মধ্যে দন্ত প্রবেশিত করিয়া দিল এবং মস্তকটা বিদীর্ণ করিয়া, "এই লও তোমাদের শত্রু" বলিতে বলিতে তাহাকে

উর্দ্ধে তুলিয়া গর্ত্তের বাহিরে নিক্ষেপ করিল। যে সকল শূকর প্রথমে সেখানে যাইতে পারিল, তাহারা ব্যাঘ্রমাংস খাইল; কিন্তু যাহারা শেষে গিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উহাদের মুখের ঘ্রাণ লইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়াইতে লাগিল, "বাঘের মাংসের কেমন আস্বাদ গা?"

কিন্তু ইহাতেও শূকরেরা সম্পূর্ণরূপে নির্ভয় হইল না। তাহাদের আকার প্রকার দেখিয়া বর্দ্ধকিশূকর জিজ্ঞাসা করিল, "তোমরা এখনও নিশ্চিন্ত হইতেছ না কেন?" তাহারা বলিল, "প্রভু, একটা বাঘ মারিয়া কি হইল বলুন? কূটতপস্বী যে এখনও বাঁচিয়া আছে! সে মনে করিলে দশটা বাঘ লইয়া আসিতে পারে।" "কূটতপস্বী কে?" "সে একজন অতি দুঃশীল মানুষ।" "বাঘ মারিলাম, আর একটা মানুষে আমাদিগকে মারিবে! চল, এখনই তাহাকে ধরা যাউক।" ইহা বলিয়া বর্দ্ধকিশূকর দলবল লইয়া কূটতপস্বীর অনুসন্ধানে যাত্রা করিল।

এদিকে কূটতপস্বী ভাবিতেছিল, 'ব্যাঘ্রের ফিরিতে এত বিলম্ব হইতেছে কেন? তবে কি শূকরেরা তাহাকে মারিয়া ফেলিল?' অনন্তর সে ব্যাপার কি জানিবার জন্য, ব্যাঘ্র যে পথে গিয়াছিল, সেই পথে অগ্রসর হইল; এবং কিয়দ্দূর গিয়া দেখিতে পাইল শূকরের পাল ছুটিয়া আসিতেছে। সে তখন তল্পী তাড়া লইয়া পলায়ন করিল; কিন্তু শূকরেরা তাড়া করিল দেখিয়া ঐ সমস্ত ফেলিয়া দিয়া অতিবেগে এক উড়ুম্বর বৃক্ষে আরোহণ করিল। শূকরেরা তাহাদের নেতাকে বলিল, "প্রভু, এবার সর্ব্বনাশ হইল; তাপস পলাইয়া গাছে উঠিয়াছে।" বর্দ্ধকিশূকর জিজ্ঞাসা করিল, "কোন গাছে?" "ঐ উড়ুম্বর গাছে।" "তা উঠিলই বা! শূকরীরা জল আনুক, শূকরশাবকেরা গাছের গোঁড়া খুঁড়ুক, দাঁতাল শূকরগুলা শিকড় কাটুক; আর সব শূকর গাছের চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া থাকুক।" এইরূপ ব্যবস্থা করিবার পর, শূকরগণ যখন, যাহার যে নির্দ্দিষ্ট কাজ তাহা করিতে আরম্ভ করিল, তখন সে নিজে উড়ুম্বর বৃক্ষের সরল মূল শিকড়টাকে, লোকে যেমন কুঠারদ্বারা প্রহার করে সেইভাবে, একবার মাত্র দন্তদ্বারা আঘাত করিয়া কাটিয়া ফেলিল; গাছটা মড়্ মড়্ শব্দে পড়িয়া গেল। যে সকল শূকর উহা বেষ্টন করিয়াছিল তাহারা কূট তাপসকে ভূতলে ফেলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া, কেবল হাড় ছাড়া আর সমস্ত উদরসাৎ করিল। অনন্তর তাহারা বর্দ্ধকিশূকরকে সেই উড়ুম্বর-কাণ্ডের উপর বসাইল এবং কূটতাপসের শঙ্খে জল আনিয়া তদ্দ্বারা অভিষেকপূর্ব্বক তাহাকে আপনাদের রাজপদে বরণ করিল। এখন পর্য্যন্ত রাজাদিগের অভিষেক-কালে যে একটা প্রথা দেখা যায়, প্রবাদ আছে, এইরূপে তাহার উৎপত্তি হইয়াছিল। তাঁহারা সিংহাসন-প্রাপ্তির সময় উড়ুম্বর কাষ্ঠনির্ম্মিত ভদ্রপীঠে উপবিষ্ট হন এবং লোকে তিনটী শঙ্খে জল আনিয়া তাঁহাদিগকে অভিষিক্ত করে।

উক্ত আরণ্যপ্রদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শূকরদিগের এই অদ্ভুত কর্ম্ম দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং একটা বৃক্ষের শাখান্তর হইতে তাহাদিগের অভিমুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

শূকরের সঙ্ঘে করি নমস্কার,
অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড হেরিনু যাহার।
দন্তাঘাতে আজ বরাহের গণ
ভীষণ ব্যাঘ্রের করিল নিধন।
দন্ত ভিন্ন যার শস্ত্র কোন নাই,
ব্যাঘ্র পরাজিত হ'ল তার ঠাঁই।
ধন্য একতার বিচিত্র শকতি,
যার বলে এরা লভে অব্যাহতি!

[সমবধান—তখন ধনুগ্র্হ ভিক্ষু ছিলেন সেই বর্দ্ধকি-শূকর এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

২৮৪—শ্রী-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে জনৈক শ্রীচৌর ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু খদিরাঙ্গার-জাতকে (১ম খণ্ড, ৪০) সবিস্তর বলা হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় ইহাতেও দেখা যায়, অনাথপিণ্ডদের চতুর্থদ্বার প্রকোষ্ঠ নিবাসিনী সেই মিথ্যাদৃষ্টি দেবতা পাপের প্রায়শ্চিত্তহেতু চুয়ান্ন কোটী সুবর্ণ আনয়ন করিয়া শ্রেষ্ঠীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন। অনন্তর অনাথপিণ্ডদ এই দেবতাকে শাস্তার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। শাস্তা উক্ত দেবতাকে যে ধর্ম্মোপদেশ দেন, তাহাতে তিনি স্রোতাপত্তিমার্গ লাভ করেন।

অতঃপর অনাথপিণ্ডদ পূর্ব্ববৎ যশস্বী হইলেন। তৎকালে শ্রাবস্তীতে শ্রী-লক্ষণবিৎ এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি মহাশ্রেষ্ঠীর পুনরভ্যুদয় দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এ ব্যক্তি নিতান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল; এখন আবার ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছে। আমি দেখা করিবার ছলে ইহার গৃহে গিয়া ইহার শ্রী অপহরণ করিয়া আনিব।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠীর গৃহে গমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যথারীতি শিষ্টাচারের পর অনাথপিণ্ডদ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় কি অভিপ্রায়ে এখানে আগমন করিয়াছেন?" ব্রাহ্মণ তখন শ্রেষ্ঠীর শ্রী কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাই দেখিতেছিলেন।

অনাথপিণ্ডদ একটী ধৌতশঙ্খনিভ সর্ব্বাঙ্গশ্বেত কুক্কুটকে সুবর্ণপঞ্জরে রাখিয়াছিলেন। এই কুক্কুটের চূড়ায় তাঁহার শ্রী অবস্থান করিত। ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক যখন শ্রীর অবস্থান জানিতে পারিলেন, তখন বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, আমি পঞ্চশত শিষ্যকে ইন্দ্রজাল বিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকি; কিন্তু একটা অকালরাবী কুক্কুট আমাদিগকে বড় জ্বালাতন করে। আপনার এই কুক্কুটটী কালরাবী, আমি ইহাই পাইবার জন্য আসিয়াছি। আমাকে এই কুক্কুটটী দান করুন।" অনাথপিণ্ডদ বলিলেন, "বেশ, আপনি এই কুক্কুটটী লইয়া যান, আমি আপনাকে ইহা দান করিলাম।" কিন্তু তিনি যেমন "দান করিলাম" এই কথা বলিলেন, অমনি শ্রী কুক্কুটচূড়া হইতে অপগত হইয়া তাঁহার উপধানের নিকটে স্থাপিত মণিতে আশ্রয় লইল। শ্রী যে মণিতে প্রবেশ করিল, ব্রাহ্মণ তাহা বুঝিতে পারিলেন, এবং তিনি শ্রেষ্ঠীর নিকট সেই মণি যাচ্ঞা করিলেন। ঐ উপধানের নিকটে শ্রেষ্ঠী আত্মরক্ষার্থ একখানা যষ্টি রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের প্রার্থনা শুনিয়া তিনি যেমন বলিলেন, "আপনাকে মণিও দান করিলাম", অমনি শ্রী মণি পরিত্যাগ করিয়া সেই যষ্টিতে আশ্রয় লইল। ব্রাহ্মণ ইহাও লক্ষ্য করিয়া সেই যষ্টিখানাও প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু শ্রেষ্ঠী যেমন বলিলেন, "বেশ, ইহাও লইয়া যান," অমনি শ্রী যষ্টি ত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠীর পূর্ণলক্ষণা-নাম্নী প্রধানা ভার্য্যার মস্তকে আশ্রয় লইল। শ্রী-চৌর ব্রাহ্মণ ইহা অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, "তাই ত, শ্রী এবার যাহাকে আশ্রয় লইল, সে ত অপরিবর্জ্জনীয়, কাজেই তাহাকে প্রার্থনা করা যাইতে পারে না।" মনে মনে এই স্থির করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠীকে বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্, আমি আপনার গৃহ হইতে শ্রী অপহরণ করিয়া লইবার মানসে আগমন করিয়াছিলাম। শ্রী তখন আপনার পালিত কুক্কুটের চূড়ায় অবস্থান করিত। কিন্তু আপনি যখন কুক্কুটটীকে দান করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই শ্রী গিয়া মণিতে প্রবেশ করিল, আবার আপনি যখন আমায় মণি দিলেন, তখন মণি ছাড়িয়া আরক্ষণদণ্ডে এবং আরক্ষণদণ্ড দান করিবার পর পূর্ণলক্ষণা দেবীর মস্তকে আশ্রয় লইয়াছে। পূর্ণলক্ষণা দেবী অবর্জ্জনীয়া, কাজেই আপনার নিকট তাঁহাকে প্রার্থনা করা যায় না। অতএব আমি আপনার শ্রী অপহরণ করিতে অক্ষম।" এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আসন ত্যাগ-পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। অনাথপিণ্ডদ ভাবিলেন, শাস্তাকে এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত শুনাইতে হইবে। তিনি বিহারে গিয়া শাস্তার অর্চ্চনাপূর্ব্বক একান্তে আসন গ্রহণ করিলেন এবং যাহা যাহা ঘটিয়াছিল সমস্ত জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "গৃহপতি, আজকাল একের শ্রী অপরের করতলগত হয় না, কিন্তু পুরাকালে অল্পপুণ্যশীলদিগের শ্রী পুণ্যবান্‌দিগের পাদমূল আশ্রয় করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাশী রাজ্যে এক ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম-গ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলা নগরে সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অতঃপর যখন তিনি প্রত্যাগমন করিয়া গৃহে বাস করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হইল। তাহাতে তাঁহার মনে এমন কষ্ট হইল যে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের পাদ-দেশে চলিয়া গেলেন এবং সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক সমাপত্তি প্রভৃতি লাভ করিলেন।

এখানে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিবার পর বোধিসত্ত্ব লবণ, অম্ল প্রভৃতি সেবনের নিমিত্ত

জনপদে অবতরণপূর্ব্বক বারাণসীরাজের উদ্যানে উপনীত হইলেন, এবং পরদিন ভিক্ষাচর্য্যায় বাহির হইয়া গঙ্গাচার্য্যের গৃহদ্বারে গমন করিলেন। গঙ্গাচার্য্য বোধিসত্ত্বের আকার প্রকার দেখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইলেন, তাঁহাকে ভিক্ষা দিয়া নিজের উদ্যানেই তাঁহার বাসের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং প্রতিদিন রীতিমত তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন।

এই সময় এক দিন এক কাঠুরিয়া বন হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ফিরিবার সময় বেলা থাকিতে থাকিতে নগরে প্রবেশ করিতে পারিল না। কাজেই সে নগরের বাহিরে একটা দেবালয়ে আশ্রয় লইল এবং কাঠের আটিটাকে বালিশ করিয়া সেইখানে শুইয়া রহিল। ঐ দেবমন্দিরের নিকটে কতকগুলি কুক্কুট স্বাধীনভাবে বিচরণ করিত। তাহারা রাত্রিকালে উহার অবিদূরস্থ একটা বৃক্ষে থাকিত। প্রত্যূষে উপর ডালের একটা কুক্কুট মলত্যাগ করিল; উহা নিম্ন ডালের একটা কুক্কুটের মস্তকোপরি পতিত হইল। নিম্নের কুক্কুট বলিল, "কে আমার মাথায় বিষ্ঠা ফেলিল রে?" উপরের কুক্কুট বলিল, "আমি ফেলিয়াছি।" "কেন ফেলিলি?" "বুঝিতে পারি নাই।" কিন্তু ইহা বলিয়া সে আবারও মলত্যাগ করিল। অনন্তর উভয়েই "তোর কি ক্ষমতা?" "তোর কি ক্ষমতা?" বলিয়া কলহে প্রবৃত্ত হইল। নিম্নের কুক্কুট বলিল, "যে আমায় মারিয়া অঙ্গারে দগ্ধ করিয়া আহার করিবে, সে প্রাতঃকালেই সহস্র কার্ষাপণ লাভ করিবে।" উপরিস্থিত কুক্কুট বলিল, "ইহাতেই তোর এত আস্পর্দ্ধা! যে আমার স্থূল মাংস খাইবে, সে রাজা হইবে, উপরিভাগস্থ মাংস খাইলে যে পুরুষ, সে লক্ষপতি হইবে, যে স্ত্রী, সে অগ্রমহিষী হইবে; অস্থি-সংলগ্ন মাংস খাইলে যে গৃহী, সে ভাণ্ডাগারিকের পদ লাভ করিবে, যে পরিব্রাজক, সে রাজকুলের পূজনীয় হইবে।"

কাঠুরিয়া কুক্কুটদিগের এই সমস্ত কথা শুনিল। সে ভাবিল, "যদি রাজ্য পাই, তবে সহস্র কার্ষাপণ লইয়া কি করিব?" সে আস্তে আস্তে গাছে চড়িয়া উপরিস্থিত কুক্কুটটা ধরিয়া মারিয়া ফেলিল এবং "রাজা হইব" ভাবিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া নগরাভিমুখে চলিল। তখন নগরের দ্বার খোলা হইয়াছিল; সে প্রবেশ করিয়াই কুক্কুটটার ত্বক্ উন্মোচন করিল, নাড়ী-ভুঁড়ী ফেলিয়া দিল এবং তাহার স্ত্রীকে বলিল, "এই কুক্কুট-মাংস অতি উত্তমরূপে রন্ধন কর।" গৃহিণী কুক্কুটমাংস ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া স্বামীর সম্মুখে গিয়া বলিল, "আহার করুন।" সে বলিল, "ভদ্রে, এই মাংসের অতি অদ্ভুত ক্ষমতা; ইহা ভোজন করিলে আমি রাজা হইব এবং তুমি অগ্রমহিষী হইবে।" অনন্তর সে সেই মাংস ও অন্ন লইয়া গঙ্গাতীরে গিয়া, স্নানান্তে আহার করিবে এই উদ্দেশ্যে, পাত্রটী তীরে রাখিল এবং নদীতে অবতরণ করিল।

দৈবযোগে সেই সময়ে বায়ুবেগে একটা তরঙ্গ আসিয়া ঐ ভোজনপাত্রটী ভাসাইয়া লইয়া গেল। নদীতে তখন পূর্ব্বকথিত সেই গজাচার্য্য হস্তীদিগকে স্নান করাইতেছিলেন; ভোজ্য পাত্রটী ভাসিতে ভাসিতে স্রোতোবেগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তিনি উহা দেখিয়া তুলিলেন এবং অনুচরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কি?" তাহারা বলিল, "প্রভু, এ অন্ন ও কুক্কুট-মাংস।" তিনি উহা আচ্ছাদিত ও মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া ভার্য্যার নিকট প্রেরণ করিলেন, এবং বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ যেন ইহা খোলা না হয়।"

এদিকে সেই কাঠুরিয়া স্নান করিতে গিয়া পেট পূরিয়া বালুকা মিশ্রিত জল খাইয়াছিল। (সে তীরে উঠিয়া দেখিল, পাত্রটী নাই)। তখন সে পলায়ন করিল।

এই সময়ে গজাচার্য্যের কুলোপগ সেই দিব্যচক্ষু তাপস ভাবিতেছিলেন, "আমার এই প্রিয়শিষ্য কি কখনও গজাচার্য্যের পদ ত্যাগ করিবে না? কবেই ইহার সৌভাগ্যোদয় হইবে?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি দিব্য চক্ষু দ্বারা ঐ কাঠুরিয়াকে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া অগ্রেই গজাচার্য্যের গৃহে গিয়া বসিয়া রহিলেন।

গঙ্গাচার্য্য গৃহে ফিরিয়া তাপসকে প্রণামপূর্ব্বক একান্তে উপবেশন করিলেন এবং সেই ভোজ্যপাত্রটী আনাইয়া বলিলেন, "অগ্রে এই তাপসকে অন্ন, মাংস ও জল পরিবেষণ কর।" তাপস অন্ন গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মাংস দিতে চাহিলে উহা গ্রহণ করিলেন না; তিনি বলিলেন, "আমি এই মাংস বণ্টন করিব।" গঙ্গাচার্য্য বলিলেন, "সে ত সৌভাগ্যের কথা"। তখন তাপস স্থূল মাংস সমস্ত এক ভাগে রাখিয়া উহা গঙ্গাচার্য্যকে খাইতে দিলেন, উপরিভাগের মাংস তাঁহার ভার্য্যাকে দিলেন এবং অস্থিসংলগ্ন মাংস নিজে খাইলেন। আহারাবসানে তাপস গঙ্গাচার্য্যকে বলিলেন, "তুমি অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসে রাজা হইবে, সাবধান, যেন মতিবিভ্রম না হয়।" অনন্তর তিনি সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় দিবসে এক সামন্তরাজ আসিয়া বারাণসী নগর অবরোধ করিলেন। বারাণসীরাজ গঙ্গাচার্য্যকে রাজবেশ পরাইয়া ও হস্তীতে আরোহণ করাইয়া যুদ্ধে পাঠাইলেন এবং নিজে অজ্ঞাতবেশে সাধারণ সৈনিকদিগের সহিত মিশিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাবেগে একটা শর আসিয়া রাজার দেহ বিদ্ধ করিল। তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। রাজা নিহত হইয়াছেন জানিয়া গঙ্গাচার্য্য ভাণ্ডার হইতে বহু ধন আনাইলেন এবং ভেরী বাজাইয়া ঘোষণা করিলেন যে, যাহারা অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিবে, তাহারা প্রচুর পুরস্কার পাইবে। এইরূপে উৎসাহিত হইয়া তাঁহার সৈন্যগণ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রতিপক্ষ রাজাকে পরাভূত ও নিহত করিল।

যুদ্ধান্তে অমাত্যগণ মৃতরাজার শরীরকৃত্য সম্পাদনপূর্ব্বক, কাহাকে রাজা করা যায়, এই মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন, 'ভূতপূর্ব্ব রাজা যখন নিজের জীবদ্দশাতে গঙ্গাচার্য্যকে রাজবেশ দান করিয়াছিলেন, এবং গঙ্গাচার্য্য যখন নিজে যুদ্ধ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন, তখন তাঁহাকেই রাজপদে বরণ করা উচিত।' অনন্তর তাঁহারা গঙ্গাচার্য্যকে রাজপদে এবং তাঁহার ভার্য্যাকে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। তদবধি বোধিসত্ত্বও রাজার কুলোপগ হইলেন।

কথান্তে শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিলেন।—

"ভাগ্যহীন সদা ছুটে যে ধনের তরে,
লক্ষ্মীবান্ অনায়াসে লাভ তাহা করে।
শিল্পী বা অশিল্পী, জ্ঞানী কিংবা মূঢ়জন
লক্ষ্মীর কৃপায় হয় সৌভাগ্যভাজন।
সর্ব্বত্র দেখিতে পাই ভাগ্যের প্রভাব,
স্থানে, অস্থানেতে লোকে ধন করে লাভ;
পাপী আর পুণ্যবানে ভেদ কোন নাই
অনুগ্রহ লভিবারে কমলার ঠাঁই।

উল্লিখিত গাথা দুইটী বলিয়া শাস্তা কহিলেন, "গৃহপতি, এই সকল ব্যক্তির সৌভাগ্যের এক মাত্র কারণ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি। সেই সুকৃতিবলে, যেখানে রত্নের আকর নাই, সেখানেও লোকে রত্ন লাভ করিয়া থাকে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথাসমূহ বলিলেন:—

"সর্ব্বকামপ্রদ সর্ব্বসুখের আগার
আছে বিদ্যমান এক বিচিত্র ভাণ্ডার।*
দেবতা, মানব কিংবা, যে জন যা চায়,
সে ভাণ্ডারে সমুদয় অনায়াসে পায়।

---

* পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিফলকেই ভাণ্ডার বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহজন্মে লোকের যে সৌভাগ্য দেখা যায়, তাহা পূর্ব্বজন্মের পুণ্যফল।

কমনীয় কান্তি, আর সুমধুর স্বর,
সুগঠিত দেহ, আর রূপ মনোহর,
প্রভুত্ব সর্ব্বতোব্যাপী—যে জন যা চায়,
সে ভাণ্ডারে সমুদয় অনায়াসে পায়।

রাজত্ব, ঐশ্বর্য্য, সার্ব্বভৌম অধিকার,
স্বর্গের ইন্দ্রত্ব, নাহি তুল্য কিছু যার;
ত্রিভুবনে যেথা যেথা লোকে যাহা চায়,
সে ভাণ্ডারে সমুদয় অনায়াসে পায়।

লভিলে যাহারে সুখী মানবের মন,
লভিলে যাহারে তুষ্ট হন দেবগণ,
নির্ব্বাণ—যাহাতে সর্ব্ব দুঃখের বিলয়,—
সে ভাণ্ডারে সর্ব্বজন অনায়াসে পায়।

মৈত্রী ভাব—হয় যাহে বিশ্বের উদ্ধার,—
বিমুক্তি—বিজ্ঞান হ'তে উদ্ভব যাহার,—
ইন্দ্রিয়সংযম—যাহা শান্তির উপায়,—
সে ভাণ্ডারে সর্ব্বজন অনায়াসে পায়।

তত্ত্বজ্ঞান, নিঃশ্রেয়স, পারমিতাচয়
প্রত্যেকবুদ্ধত্ব-প্রাপ্তি যার বলে হয়,—
দুঃখের নিবৃত্তিহেতু লোকে যাহা চায়,
সে ভাণ্ডারে সমুদয় অনায়াসে পায়।

বিচিত্র ভাণ্ডার এই বর্ণিতে কে পারে
অপার ঐশ্বর্য্য এর? ব্যক্ত চরাচরে,
সুধীর, পণ্ডিত আর পুণ্যশীল জন
নিয়ত করেন এর মহিমা কীর্ত্তন।"

সর্ব্বশেষে সেই কুক্কুট অনাথপিণ্ডদের ভাগ্যলক্ষ্মীর অধিষ্ঠানভূত আধারচতুষ্টয় বর্ণনা করিয়া এই গাথা বলিল:—

কুক্কুট, মণিকা, আরক্ষণদণ্ড, পুণ্যলক্ষণার শির,
সৌভাগ্য আগার হইল শ্রেষ্ঠীর, ফলে পূর্ব্ব সুকৃতির।"

[সমবধান—তখন স্থবির আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলাম তাঁহার সেই কুলোপগ তাপস।]

২৮৫—মণিশূকর-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে সুন্দরীর প্রাণহত্যা-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, সে সময়ে ভগবানের মান ও মর্য্যাদা সম্যক্ বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই জাতকের প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বিনয়পিটকের খন্দক নামক অংশে সবিস্তর বর্ণিত আছে। নিম্নে তাহার সারাংশ প্রদত্ত হইল:—

পঞ্চ মহানদীর সম্মেলনে যেমন বৃহৎ জলোচ্ছ্বাসের উদ্ভব হয়, তৎকালে বৌদ্ধভিক্ষুসঙ্ঘের উপহারাদি প্রাপ্তিরও সেইরূপ উপচয় হইয়াছিল। ইহাতে তীর্থিকদিগের আয় হ্রাস হইল, তাহারা সূর্য্যোদয়ে খদ্যোৎবৎ নিষ্প্রভ হইয়া গেল। এইজন্য তাহারা সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল, 'শ্রমণ গৌতমের অভ্যুদয়কালাবধি আমাদের আয়ের হ্রাস হইয়াছে; লোকে আর আমাদিগকে পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা করে না, কেহ কেহ এখন আমাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানে না। অতএব দেখিতে হইতেছে, কাহারও সহিত মিলিত হইয়া শ্রমণ গৌতমের কলঙ্ক রটনাপূর্ব্বক তাহার লাভ ও প্রতিপত্তি বিলুপ্ত করিতে পারা যায় কি না।' অনন্তর তাহারা ভাবিল, 'সুন্দরীর সহিত একযোগে কৃতকার্য্য হইতে পারিব।' এই নিমিত্ত একদিন সুন্দরী যখন তাহাদের উদ্যানে প্রবেশপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া অবস্থিত হইল, তখন তাহারা ঐ রমণীর সহিত বাক্যালাপ করিল না। সুন্দরী পুনঃ

পুনঃ আলাপের চেষ্টা করিয়াও যখন কোন উত্তর পাইল না, তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, "প্রভুগণ! আপনারা কি কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন?" তাহারা উত্তর দিল, "বল কি, ভগিনি? শ্রমণ গৌতম আমাদিগকে নিরন্ত বিরক্ত করিতেছে; তাহার উপদ্রবে যে আমাদের লাভের পথ রুদ্ধ হইয়াছে এবং মানমর্য্যাদা কমিয়াছে ইহা কি তুমি দেখিতে পাইতেছ না?" "আমি এ সম্বন্ধে কি করিতে পারি?" "তুমি, ভগিনি, পরম রূপবতী এবং সর্ব্বসৌন্দর্য্যসম্পন্না, তুমি শ্রমণ গৌতমের অযশঃ ঘটাও; অনেকেই তোমার কথা বিশ্বাস করিবে এবং তাহা হইলে গৌতমের উপার্জ্জন ও প্রতিপত্তি কমিয়া যাইবে। সুন্দরী "যে আজ্ঞা" বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং তীর্থিকদিগকে প্রণাম করিয়া উদ্যান হইতে চলিয়া গেল। তদবধি সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে, যখন বহুলোকে শাস্তার ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া নগরে ফিরিত, ঠিক সেই সময়ে মাল্য, গন্ধ, বিলেপন, কর্পূর, কটুকফল * প্রভৃতি লইয়া জেতবনাভিমুখে যাত্রা করিত। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "সুন্দরি, কোথায় যাইতেছ," তাহা হইলে সে উত্তর দিত, "আমি শ্রমণ গৌতমের নিকট যাইতেছি, আমি তাঁহার সহিত একই গন্ধকুটীরে অবস্থিতি করি।" অনন্তর তীর্থিকদিগের কোন না কোন উদ্যানে রাত্রিযাপনপূর্ব্বক সে প্রাতঃকালে আবার জেতবনপথ অবলম্বন করিয়া নগরাভিমুখে ফিরিত। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, "কি গো সুন্দরি! কোথায় গিয়াছিলে?" তাহা হইলে সে উত্তর দিত, "শ্রমণ গৌতমের সহিত গন্ধকুটীরে রাত্রি যাপন করিয়া * * ফিরিয়া যাইতেছি।"

এইরূপে কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে তীর্থিকগণ কতিপয় ধূর্ত্তকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া বলিল, "যাও, সুন্দরীকে নিহত করিয়া গৌতমের গন্ধকুটীর-সমীপস্থ আবর্জ্জনাস্তূপের উপর নিক্ষেপ করিয়া আইস।" পাষণ্ডেরা তাহাই করিল। তখন তীর্থিকেরা "সুন্দরীকে দেখিতে পাই না কেন?" এইরূপ কোলাহল করিতে করিতে রাজাকে জানাইল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন "আপনারা কি সন্দেহ করেন?" তাহারা বলিল, "সে এ কয় দিন জেতবনে যাতায়াত করিয়াছিল, কিন্তু সেখানে তাহার কি হইল জানি না।" ইহা শুনিয়া রাজা আদেশ দিলেন, "তোমরা গিয়া সুন্দরীর অনুসন্ধান কর।" তখন তীর্থিকেরা কতিপয় রাজভৃত্য সঙ্গে লইয়া জেতবনে গমনপূর্ব্বক অনুসন্ধান আরম্ভ করিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে আবর্জ্জনাস্তূপের উপর সুন্দরীর মৃতদেহ পাইয়া উহা মঞ্চকে তুলিয়া নগরে লইয়া গেল। তাহারা রাজাকে বলিল, "শ্রমণ গৌতমের শিষ্যগণ গুরুর পাপ ঢাকিবার জন্য সুন্দরীকে মারিয়া আবর্জ্জনাস্তূপের উপর ফেলিয়া দিয়াছিল।" রাজা বলিলেন, "নগরে গিয়া এই কথা ঘোষণা কর।" তীর্থিকেরা রাজার আজ্ঞা পাইয়া নগরের রাস্তায় রাস্তায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, "তোমরা আসিয়া শাক্যপুত্রের কীর্ত্তি দেখিয়া যাও।" অনন্তর তাহারা রাজদ্বারে ফিরিয়া গেল, রাজা সুন্দরীর মৃতদেহ আমক শ্মশানে মঞ্চোপরি রাখাইয়া তাহার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করিলেন। আর্য্য শ্রাবকগণ ব্যতীত শ্রাবস্তীর অপর সমস্ত অধিবাসী নগরের ভিতরে, বাহিরে, উপবনে, অরণ্যে ভিক্ষুদিগের দোষকীর্ত্তন করিয়া বলিতে লাগিল "শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদিগের কীর্ত্তি দেখিয়া যাও।"

ভিক্ষুগণ তথাগতকে যথাসময়ে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। তিনি বলিলেন, "যদি এরূপ ঘটিয়া থাকে, তবে তোমরা গিয়া এই গাথায় জনসাধারণকে ভর্ৎসনা কর:—

> "করিবে অভূতবাদী † নিরয়গমন,
> করি বলে 'করি নাই' আর সেইজন।
> এ দু'য়ে প্রভেদ, কিছু দেখা নাহি যায়;
> পরলোকে উভয়েই তুল্যদণ্ড পায়।'

এদিকে রাজা কর্ম্মচারীদিগকে বলিলেন, "তোমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখ, সুন্দরীকে অন্য কেহ মারিয়াছে কি না।" তখন, ধূর্ত্তেরা সুন্দরীর প্রাণবধার্থ যে অর্থ পাইয়াছিল, তাহাতে সুরা ক্রয় করিয়া পান করিয়াছিল এবং উন্মত্ত হইয়া পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একজন অপর একজনকে বলিতেছিল, "তুমি সুন্দরীকে এক আঘাতে নিহত করিয়া আবর্জ্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করিয়াছ এবং সেই জন্য যে অর্থ পাইয়াছ তদ্দারা সুরাপান করিতেছ।" ইহা শুনিয়া কর্ম্মচারীরা ভাবিল, "তবে ত প্রকৃত অপরাধী জানা গেল।" তাহারা ধূর্ত্তদিগকে ধরিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরাই কি সুন্দরীকে নিহত করিয়াছ?" তাহারা উত্তর দিল, "হাঁ, মহারাজ।" "কে তোমাদিগকে মারিতে বলিয়াছিল?" "তীর্থিকগণ।"

* কটুকফল—কক্কোল (ইহা হইতে একপ্রকার গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হয়)। ইংরাজী অনুবাদক এ শব্দের 'চাটনি' বা 'আচার' এই অর্থ করিয়াছেন।

† অভূতবাদী—মিথ্যাবাদী (অভূত অর্থাৎ যাহা হয় নাই তাহা যে বলে)।

তখন রাজা তীর্থিকদিগকে আহ্বান করিয়া আদেশ দিলেন, "তোমরা সুন্দরীকে বহন করিয়া নগরের সর্ব্বত্র গমন কর এবং বল যে শ্রমণ গৌতমের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিবার অভিপ্রায়ে আমরাই সুন্দরীর প্রাণবধ করিয়াছি, ইহাতে গৌতমের বা তাঁহার শিষ্যবৃন্দের কোন অপরাধ নাই; সমস্ত দোষ আমাদের।" তীর্থিকেরা বাধ্য হইয়া তাহাই করিল।

এই ঘটনার পর, যে সকল লোক পূর্ব্বে গৌতমের শিষ্যসম্প্রদায়ভুক্ত হয় নাই, তাহাদের অনেকেই এখন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইল; তীর্থিকেরাও নরহত্যাজনিত দণ্ডভোগ করিয়া অতঃপর আর কোন কুচক্র করিতে পারিল না, বৌদ্ধদিগের সাম্রাজ্য পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "দেখ, তীর্থিকেরা ভাবিয়াছিল বুদ্ধের মুখে চুণ কালি দিবে, কিন্তু তাহারা নিজেদেরই মুখে চুণ কালি দিয়াছে; বৌদ্ধদিগের উপহারাদিপ্রাপ্তি ও মান-প্রতিপত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, বুদ্ধের চরিত্র কলঙ্কিত করা অসম্ভব। জাতিমণিকে * কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা যেমন বিফল, বুদ্ধের চরিত্র কলঙ্কিত করিবার চেষ্টাও সেইরূপ বিফল। পুরাকালে কেহ কেহ জাতিমণি কলঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সেই চেষ্টার ফলে উহার ঔজ্জ্বল্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।" ইহা বলিয়া শাস্তা সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে বাসনাই সমস্ত দুঃখের আকর। সুতরাং তিনি সংসার ত্যাগপূর্ব্বক হিমাচলে চলিয়া গেলেন এবং তিনটী পর্ব্বতরাজি অতিক্রমপূর্ব্বক একস্থানে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এই পর্ণশালার অদূরে এক মণিগুহায় ত্রিশটা শূকর থাকিত। গুহার নিকট এক সিংহ বিচরণ করিত, মণির উপরে তাহার প্রতিবিম্ব পড়িত এবং তদ্দর্শনে শূকরদিগের বড় ভয় হইত। এইরূপে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকায় তাহাদের শরীর শীর্ণ হইয়াছিল। অনন্তর শূকরেরা ভাবিল, 'এই মণি স্বচ্ছ বলিয়াই আমরা সিংহের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই; আমরা ইহাকে মলিন ও বিবর্ণ করিব।' এই পরামর্শ করিয়া তাহারা নিকটবর্ত্তী এক সরোবর হইতে কর্দম আনিয়া মণিতে ঘর্ষণ করিতে লাগিল; কিন্তু শূকর-লোমে ঘৃষ্ট হইয়া মণির প্রসন্নতা পূর্ব্বাপেক্ষাও বৃদ্ধি হইল। তখন শূকরেরা নিরুপায় হইয়া বলিল, "এস, তাপসকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, মণিকে বিবর্ণ করিবার কোন উপায় আছে কি না।" তাহারা বোধিসত্ত্বের নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথাদ্বয় বলিল :—

ত্রিংশতি শূকর মোরা সপ্তবর্ষকাল
আছি এই গুহা মধ্যে; বাসনা মোদের
উজ্জ্বল মণির আভা করিতে বিনাশ।

কর্দ্দম আনিয়া কিন্তু হায়, দ্বিজবর,
যতই ঘর্ষণ করি মণিরে আমরা,
ততই বর্দ্ধিত হয় ঔজ্জ্বল্য ইহার।
জিজ্ঞাসি তোমায় তাই, বল দয়া করি,
কিরূপে মণির আভা হইবে মলিন।

ইহার উত্তরে বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

এ নহে সামান্য মণি, বৈদূর্য্য ইহার নাম।
মসৃণ, বিমল অতি নয়নের অভিরাম।

---

* জাতিমণি—প্রকৃত মণি, উৎকৃষ্ট মণি।

নাশিতে উজ্জ্বল্য এর শকতি কাহার(ও) নাই
সে হেতু, শূকরগণ, চলি যাও অন্য ঠাঁই।

শূকরেরা বোধিসত্ত্বের পরামর্শ শুনিয়া তদনুসারেই কার্য্য করিল। অতঃপর বোধিসত্ত্ব ধ্যানমগ্ন হইয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই তাপস।]

২৮৬—শালূক-জাতক।*

[কোন ভিক্ষু এক স্থূলাঙ্গী কুমারীর প্রণয়াসক্ত হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত চুল্লনারদকাশ্যপ-জাতকে (৪৭৭) বলা যাইবে।

শাস্তা সেই ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, তুমি নাকি উৎকণ্ঠিত হইয়াছ ?" সে বলিল "হাঁ, প্রভু।" "কাহার জন্য তোমার উৎকণ্ঠা ?" "অমুক স্থূলাঙ্গী কুমারীর জন্য।" "এই কুমারী তোমার অনর্থকারিকা ; পূর্ব্বকালে ইহারই বিবাহের সময় তোমার মাংসে বরযাত্রীদিগের ভূরিভোজন হইয়াছিল।" অনন্তর ভিক্ষুদিগের অনুরোধে শাস্তা সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গোজন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাঁহার নাম হইয়াছিল মহালোহিত। চুল্ললোহিত নামে তাঁহার এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিল। তাঁহারা উভয়েই কোন গ্রামবাসীর গৃহে কাজ করিতেন। এই গৃহে এক বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী ছিল। একদা তাহাকে গোত্রান্তরিত করিবার প্রস্তাব হইল।

কন্যাকর্ত্তার গৃহে শালূকনামে এক শূকর থাকিত। সে নিম্নতলস্থ একটী মঞ্চে শয়ন করিত। বিবাহের ভোজে এই শূকর মারিয়া প্রচুর মাংস পাওয়া যাইবে, এই আশায় গৃহস্বামী ইহাকে যাউ ও ভাত খাওয়াইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া একদিন চুল্ললোহিত তাহার অগ্রজকে বলিল, 'দাদা, আমরা এই গৃহস্থের কত কাজ করি, আমাদেরই পরিশ্রমে ইহার জীবিকা নির্ব্বাহ হয় ; অথচ এ ব্যক্তি আমাদিগকে পলাল ও ঘাস ভিন্ন অন্য কিছু খাইতে দেয় না, কিন্তু এই শূকরটাকে যাউ ও ভাত খাইতে দিতেছে ; নিম্নতলের মঞ্চের উপর শোওয়াইতেছে। এ শূকর ইহাদের কি উপকার করিবে ?" ইহার উত্তরে মহালোহিত বলিলেন, "ভাই, তুমি এই শূকরের যাউ ও ভাত খাওয়া দেখিয়া লোভ করিও না, গৃহস্থ সঙ্কল্প করিয়াছে যে, কুমারীর বিবাহদিবসে ইহাকে বধ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে সেই মাংস ভোজন করাইবে ; সেই জন্যই ইহাকে স্থূলাঙ্গ করিবার চেষ্টায় আছে। তুমি কয়েকদিন পরেই দেখিতে পাইবে, লোকে ইহাকে মঞ্চ হইতে টানিয়া লইয়া যাইবে, কাটিয়া টুকরা টুকরা করিবে এবং আগন্তুকদিগকে সেই মাংস খাইতে দিবে।" অনন্তর বোধিসত্ত্ব নিম্নলিখিত প্রথম গাথাদ্বয় বলিলেন :—

শালূক যে অন্ন এবে করিছে ভক্ষণ,
তাহাই হইবে তার বিনাশ-কারণ।
অতএব লোভ তাহে বিহিত না হয়,
ভুসি খেয়ে খুশী থাক, বলিনু তোমায়।
ইহাতেই আয়ুষ্কাল হইবে বর্দ্ধিত,
কদাচ এ খাদ্যে তব হবে না অহিত।

যখন আসিবে বর, সঙ্গে ল'য়ে বন্ধুজন,
তখন(ই) হইবে হায় শালূকের বিনশন।

ইহার কতিপয় দিন পরেই বিবাহের বরযাত্রিগণ কন্যাগৃহে উপনীত হইল। তখন কন্যাকর্ত্তা

* এই জাতকের সহিত প্রথম খণ্ডের মুনিক-জাতকের (৩০) সাদৃশ্য বিবেচ্য। ঈষপের "গোবৎস ও ষণ্ড" নামক কথাও ইহার অনুরূপ।

শালূককে নিহত করিয়া তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন। গরু দুইটী এই ব্যাপার দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, আমাদের ভুসিই ভাল।

অতঃপর শাস্তা অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

নক্র হ'তে শূকরেরে টানিয়া লইল,
ভূমিতে ফেলিয়া তারে নিহত করিল।
ইহা দেখি গরুদুটী ভাবে মনে মনে,
কাজ নাই আমাদের উত্তম ভোজনে।

অনন্তর শাস্তা সত্যচতুষ্টয় ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই ভিক্ষু স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন।

[সমবধান—তখন এই স্থূলকুমারী ছিল সেই স্থূলকুমারী, এই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু ছিল শালূক, আনন্দ ছিলেন চুল্ললোহিত এবং আমি ছিলাম মহালোহিত।]

২৮৭—লাভগর্হ-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে স্থবির সারিপুত্রের জনৈক সার্দ্ধবিহারিক-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ভিক্ষু স্থবিরের নিকটে গিয়া তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক একান্তে আসীন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, কিরূপে লাভ করিতে হয়, কি করিলে চীবরাদি পাওয়া যায়, তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক।" স্থবির উত্তর দিলেন, "শ্রমণেরা চারিটী উপায়ে লাভবান্ হইতে পারেন। তাঁহারা শ্রামণ্য-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ও নির্লজ্জ হইয়া, উন্মত্ত না হইলেও উন্মত্তবৎ ব্যবহার করিবেন; তাঁহারা পরনিন্দারত হইবেন, তাঁহারা নটগণের ন্যায় চলিবেন এবং তাঁহারা যেখানে সেখানে, যাহা মুখে আসিবে, অবাধে বলিবেন।" সারিপুত্র এইরূপে লাভপ্রাপ্তির উপায় ব্যাখ্যা করিলে সেই ভিক্ষু এই সকল উপায়ের নিন্দা করিতে করিতে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তখন স্থবির শাস্তার নিকটে গিয়া এই কথা জানাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "এই ভিক্ষু কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বেও লাভোপায়ের নিন্দা করিয়াছিলেন।" অনন্তর স্থবিরের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যখন বয়স্ ষোল বৎসর মাত্র, তখনই তিনি তিন বেদে এবং অষ্টাদশ বিদ্যাস্থানে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি অধ্যাপনকার্য্যে দেশে বিদেশে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চশত ছাত্র তাঁহার নিকট বিদ্যাভ্যাস করিত। এই ছাত্রদিগের মধ্যে একজন শীলাচার-সম্পন্ন ছিল; সে একদা আচার্য্যের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লোকে কি উপায়ে লাভবান্ হয়?" আচার্য্য বলিলেন, "বৎস, লোকে চতুর্ব্বিধ উপায়ে লাভ করিয়া থাকে।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

যে জন উন্মত্তবৎ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, পরনিন্দাপরায়ণ কিংবা সেই জন;
যে জন নটের মত লজ্জা ত্যজি অবিরত ভাবে কিসে পরপ্রীতি হবে উৎপাদন,—
অযাচিতভাবে যেবা, নির্দ্দোষেরে দোষী বলি, অম্লানবদনে নিজ মর্য্যাদা বাড়ায়,
জেন তুমি এই সার, হেন চতুর্ব্বিধ নর মূর্খমণ্ডলীর কাছে বহুধন পায়।

শিষ্য আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া অর্থলাভকে নিন্দা করিয়া নিম্নলিখিত গাথাদ্বয় বলিল :—

ধিক্ সেই যশে আর ধিক্ সেই ধনে,
অধর্ম্ম, অগতি হয় যাহার কারণে।
ত্যজি গৃহ ভিক্ষাপাত্র করিয়া ধারণ
নিশ্চয় লইব আমি প্রব্রজ্যাশরণ।
ভিক্ষাবৃত্তি করি খাব, তাও ভাল বলি,
অধর্ম্মের পথে যেন কভু নাহি চলি।

শিষ্য এইরূপে প্রব্রজ্যার প্রশংসা কীর্ত্তনপূর্ব্বক সংসার ত্যাগ করিল এবং ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া যথাধর্ম্ম ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিল। ইহার গুণে সে সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইল।

[সমবধান—তখন এই লাভগর্হক ভিক্ষু ছিল সেই মাণবক এবং আমি ছিলাম সেই আচার্য্য।]

২৮৮—মৎস্যদান-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি-কালে অনেক অসাধু বণিক্‌কে উপলক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্ত্তমান বস্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। †]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ভূস্বামিবংশে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁহার বোধ জন্মিয়াছিল, তখন তিনি বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন।

বোধিসত্ত্বের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল। কালক্রমে বোধিসত্ত্বের মাতা পিতার প্রাণবিয়োগ হইল। তখন দুই ভ্রাতা একদিন পৈতৃক প্রাপ্য আদায়ের জন্য কোন গ্রামে গিয়া এক সহস্র কার্ষাপণ পাইলেন এবং গৃহে ফিরিবার সময় নৌকার প্রতীক্ষায় নদীর ঘাটে বসিয়া পত্রপুট হইতে অন্ন আহার করিলেন। বোধিসত্ত্ব অতিরিক্ত অন্নগুলি মৎস্যদিগের জন্য গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া দানের ফল নদীদেবতাকে অর্পণ করিলেন। দেবতা পুণ্যফল লাভ করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন, তাঁহার দিব্য শক্তি বৃদ্ধি হইল; এবং ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিলেন। বোধিসত্ত্ব সৈকত ভূমিতে উত্তরীয় বস্ত্র প্রসারিত করিয়া তাহার উপর শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

বোধিসত্ত্বের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিছু চোর প্রকৃতির লোক ছিল। সে বোধিসত্ত্বকে বঞ্চিত করিয়া ঐ সহস্র কার্ষাপণ আত্মসাৎ করিবার অভিপ্রায়ে, উহা যে থলিতে ছিল, ঠিক সেই মত আর একটা থলি পাথরের কুচি দিয়া পূরিয়া উহার পার্শ্বে রাখিয়া দিল।

অনন্তর দুই সহোদর নৌকায় উঠিয়া গঙ্গার মধ্যভাগে উপস্থিত হইলেন। এই সময়ে কনিষ্ঠ নৌকার উপর পড়িয়া যাইবার ছলে, পাথরকুচির থলিটা নদীতে ফেলিয়া দিব মনে করিয়া, কাহণের থলিটাই ফেলিয়া দিল এবং অগ্রজকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দাদা, সর্ব্বনাশ হইল, কাহণের থলিটী যে জলে পড়িয়া গেল।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "জলে পড়িয়া গেলে আর কি করা যাইবে? তুমি ইহার জন্য দুঃখ করিও না।"

কিন্তু নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভাবিলেন 'এই ব্যক্তি আমাকে যে পুণ্যফল দান করিয়াছে, তাহাতে আমার তৃপ্তি জন্মিয়াছে, দৈবশক্তিরও উপচয় ঘটিয়াছে; আমাকে ইহার সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে।' এই সঙ্কল্প করিয়া তিনি নিজের অনুভাববলে সেই থলিটীকে একটী মহামুখ মৎস্যদ্বারা গিলাইলেন এবং স্বয়ং তাহার রক্ষার ভার লইলেন।

বোধিসত্ত্বের অসাধু অনুজ গৃহে গিয়া ভাবিতে লাগিল, 'দাদাকে কি ঠকানই ঠকাইয়াছি।' কিন্তু সে যখন থলি খুলিয়া দেখিল যে উহাতে পাথরকুচি, তখন তাহার বুক শুকাইয়া গেল; সে খাটিয়ার কোণা ধরিয়া পড়িয়া রহিল।

এদিকে কৈবর্ত্তেরা মাছ ধরিবার জন্য নদীতে জাল ফেলিল এবং নদী-দেবতার প্রভাববলে সেই মহামুখ মৎস্য জালে পড়িল। কৈবর্ত্তেরা তাহাকে ধরিয়া বিক্রয়ার্থ নগরে প্রবেশ করিল। লোকে প্রকাণ্ড মাছ দেখিয়া উহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিল; কৈবর্ত্তেরা বলিল, "হাজার কাহণ ও সাত মাষা দিলে এই মাছ কিনিতে পার।" "হাজার কাহণ দামের মাছ ত কখনও দেখি নাই", ইহা বলিয়া লোকে তাহাদিগকে পরিহাস করিতে লাগিল। কৈবর্ত্তেরা মাছ লইয়া বোধিসত্ত্বের দ্বারে গমন করিয়া বলিল, "আপনি এই মাছ কিনুন।" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসিলেন, "ইহার মূল্য কত?" "ইহার দাম সাত মাষা; আপনি সাত মাষা দিয়া ইহা লউন।" "অন্যের

---

* পাঠান্তর 'মচ্ছুদ্দান' জাতক। অর্থকথায় ইহার ব্যাখ্যা দেখা যায়:—'মচ্ছবগ্গো' অর্থাৎ মৎস্যসমূহ।

† কূটবাণিজ জাতক (৯৮)।

নিকট বিক্রয় করিতে গিয়া কি মূল্য চাহিয়াছিলে?" "অন্য কাহাকেও বেচিতে হইলে হাজার কাহণ ও সাত মাষা লইব; আপনি কিন্তু সাত মাষা দিলেই পাইবেন।"

বোধিসত্ত্ব তাহাদিগকে সাত মাষা দিয়া মৎস্যটা ক্রয় করিলেন এবং উহা ভার্য্যার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। বোধিসত্ত্বের পত্নী মাছটার পেট চিরিবার সময় উহার মধ্যে হাজার কাহণের থলি দেখিতে পাইয়া স্বামীকে জানাইলেন। বোধিসত্ত্ব উহা দেখিবা মাত্র নিজের থলি বলিয়া চিনিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, "কৈবর্ত্তেরা অন্যের নিকট বিক্রয় করিতে গিয়া এই মৎস্যের জন্য হাজার কাহণ ও সাত মাষা মূল্য চাহিয়াছিল, কিন্তু এই হাজার কাহণ আমারই সম্পত্তি বলিয়া আমার নিকট সাত মাষা মাত্র লইয়াছে। যে ব্যক্তি ইহা না বুঝিবে, কিছুতেই তাহার বিশ্বাস জন্মাইতে পারা যাইবে না।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন :—

> হাজার কাহণ,—তারও অধিক একটা মাছের দাম!
> কর্‌বে বিশ্বাস, কেউ কি ইহা? ভাবে 'কি শুন্‌লাম!'
> কিন্‌লেম আমি সাত মাষায় তায় দৈবের কৃপাবলে,
> পেলে এ দরে, কিন্‌ব আমি যত আছে মাছ জলে।

বোধিসত্ত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'কি কারণে আমি এই নষ্ট কার্ষাপণ গুলি পুনঃ প্রাপ্ত হইলাম?' তখন নদী-দেবতা আকাশে অদৃশ্যভাবে অবস্থিতা হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমি গঙ্গাদেবী, তুমি ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন মৎস্যদিগকে দিবার সময় তাহার পুণ্যফল আমাকে দান করিয়াছিলে। সেই জন্য আমি তোমার সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছি।" এই ভাব বিশদ করিবার জন্য তিনি নিম্নলিখিত গাথাটী বলিলেন :—

> মৎস্যে দিলা খাদ্য নিজে, পুণ্যফল তার মোরে
> অযাচিত করিলে অর্পণ;
> সেই তব পুণ্যদান, সে পূজা তোমার স্মরি
> রক্ষিলাম আমি তব ধন।

অনন্তর নদীদেবতা বোধিসত্ত্বকে তাঁহার কনিষ্ঠের কূট কর্ম্ম সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "পাপিষ্ঠের এখন বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; সে শয্যায় পড়িয়া আছে, শঠের কখনও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। আমি তোমার নষ্ট ধনের পুনরুদ্ধার করিয়া আনিয়াছি, সাবধান, ইহা যেন আবার নষ্ট না হয়, তোমার কনিষ্ঠকে ইহার কোন অংশ দিও না, সমস্তই নিজে ভোগ করিও।" ইহা বলিতে বলিতে তিনি বোধিসত্ত্বকে নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী শুনাইলেন :—

> শঠের শ্রীবৃদ্ধি না হয় কখন,
> দেবতার প্রীতি না লভে সে জন,
> বঞ্চিয়া ভ্রাতায় পৈতৃক সম্পত্তি
> করে আত্মসাৎ যে প্রদুষ্টমতি।

বোধিসত্ত্বের বিশ্বাসঘাতক কনিষ্ঠ ভ্রাতা কার্ষাপণ গুলির কোন অংশ না পায়, এই উদ্দেশ্যেই নদীদেবতা উক্তরূপ বলিলেন, কিন্তু বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, "আমি ভ্রাতাকে নিরাশ করিতে পারিব না।" অনন্তর তিনি কনিষ্ঠকে উহা হইতে পঞ্চশত কার্ষাপণ দান করিলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া সেই বণিক্ স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। সমবধান - তখন এই কূটবণিক্ ছিল সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং আমি ছিলাম সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।]

২৮৯—নানাচ্ছন্দ-জাতক।

[আয়ুষ্মান্ আনন্দ শাস্তার নিকট আটটী বর লাভ করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষ্যে, জেতবনে অবস্থিতিকালে শাস্তা এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু একাদশনিপাতে জ্যোৎস্না জাতকে (৪২১) বলা যাইবে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব তাঁহার অগ্রমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং পিতার মৃত্যু হইলে রাজপদ প্রাপ্ত হন। বোধিসত্ত্বের পিতার এক পুরোহিত পদচ্যুত হইয়া অতি হীনাবস্থায় এক জীর্ণ গৃহে বাস করিতেন। একদা বোধিসত্ত্ব অজ্ঞাতবেশে, রাত্রিকালে নগরের কোন্ স্থানে কি হইতেছে, দেখিয়া বেড়াইতেছিলেন, এই সময়ে কয়েকজন চোর, কোথাও চুরি করিয়া, মদের দোকানে মদ খাইয়া এবং একটা ঘটে কিছু মদ লইয়া গৃহে ফিরিতেছিল। তাহারা বোধিসত্ত্বকে পথে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে হে তুমি, বাপু?" এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তাঁহাকে এক আঘাতে ধরাশায়ী করিল। অনন্তর ধূর্ত্তেরা তাহাদের মদের ঘট তুলিয়া লইল, বোধিসত্ত্বের উত্তরীয় বস্ত্র ধরিয়া তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিল এবং নানারূপ ভয় দেখাইতে লাগিল।

উক্ত দুর্গত ব্রাহ্মণ তখন গৃহের বাহিরে গিয়া পথে দাঁড়াইয়া নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। রাজা শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া তিনি ব্রাহ্মণীকে ডাকিলেন। ব্রাহ্মণী, "কি হইয়াছে, আর্য্য?" বলিয়া তাঁহার নিকট ছুটিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভদ্রে, আমাদের রাজা শত্রুর হস্তে পতিত হইয়াছেন।" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, রাজার কি হইল না হইল, তাহাতে এখন আপনার কি প্রয়োজন? যে সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার পৌরোহিত্য করেন, তাঁহারাই সে কথা ভাবিবেন।" বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণের কথা শুনিতে পাইলেন; তিনি কিয়দ্দূর গিয়া ধূর্ত্তদিগকে বলিলেন, "দোহাই তোমাদের, আমি বড় গরীব, উত্তরীয় খানা লইয়া আমায় ছাড়িয়া দাও।" তিনি পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলায় ধূর্ত্তদিগের মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। বোধিসত্ত্ব তাহাদের বাসস্থানটী ভালরূপে দেখিয়া লইলেন এবং সেখান হইতে ফিরিয়া চলিলেন। তখন ব্রাহ্মণ আবার ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভদ্রে, আমাদের রাজা শত্রুহস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন।" একথাও বোধিসত্ত্বের কর্ণগোচর হইল। অনন্তর তিনি প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে বোধিসত্ত্ব পুরোহিতদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচার্য্যগণ, আপনারা গত রাত্রিতে নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন কি?" ব্রাহ্মণেরা উত্তর দিলেন, "হাঁ, মহারাজ।"

"আমার পক্ষে শুভ দেখিলেন, কি অশুভ দেখিলেন?" "সমস্তই শুভ।" "গ্রহণ হয় নাই ত?" "না, গ্রহণ হয় নাই।"

অনন্তর বোধিসত্ত্ব পূর্ব্বতন পুরোহিতকে আনয়ন করিবার জন্য ভৃত্যদিগকে বলিলেন, "যাও, অমুক বাড়ীতে যে ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাকে ডাকিয়া আন।" সেই ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "আচার্য্য, আপনি গত রাত্রিতে নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন কি?" "হাঁ, মহারাজ।" "গ্রহণ হইয়াছিল কি?" "হইয়াছিল, মহারাজ। গত রাত্রিতে আপনি শত্রুহস্তে পতিত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন।"

"যিনি নক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহার এইরূপ লোক হওয়া চাই। ইহা বলিয়া রাজা অন্য ব্রাহ্মণদিগকে দূর করিয়া দিলেন এবং ভূতপূর্ব্ব পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"দ্বিজবর, আমি আপনার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি, আপনি কি বর চান বলুন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "মহারাজ, পুত্র ও পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া বলিব।" বোধিসত্ত্ব বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই করুন।"

ব্রাহ্মণ গৃহে গিয়া, পত্নী, পুত্র, পুত্রবধূ ও দাসী, এই চারিজনকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, রাজা আমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন। বলত, আমি কি প্রার্থনা করিব।" ব্রাহ্মণী বলিলেন, "আমার জন্য একশত ধেনু আনিবেন।" ব্রাহ্মণের পুত্রের নাম ছিল ছত্র। সে বলিল, "আমার জন্য একখানা রথ চাহিবেন, তাহার অশ্বগুলি যেন উৎকৃষ্ট জাতীয় ও কুমুদশুভ্র হয়।" পুত্রবধূ বলিলেন, "আমি মণিকুণ্ডলাদি সর্ব্ববিধ অলঙ্কার চাই।" ব্রাহ্মণের দাসীর নাম ছিল পূর্ণা। সে বলিল, "আমি চাই উদূখল, মুষল ও শূর্প।" ব্রাহ্মণের কিন্তু নিজের ইচ্ছা ছিল যে রাজার নিকট একখানি ভাল গ্রাম প্রার্থনা করিবেন। তিনি ফিরিয়া গেলে বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ঠাকুব। ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কি?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন, "হাঁ মহারাজ; কিন্তু আমাদের এক এক জনের এক এক রূপ ইচ্ছা।" অনন্তর তিনি নিম্নলিখিত গাথা দুইটী বলিলেন :—

এক গৃহে থাকি মোরা প্রাণী পাঁচজন,
বিভিন্ন বাসনা করি হৃদয়ে পোষণ।
আমি চাই একখানি সুবৃহৎ গ্রাম,
শতধেনু পেলে পূরে স্ত্রীর মনস্কাম;
উৎকৃষ্ট তুরগযুক্ত রথে আরোহণ,
পুত্রের এ ইচ্ছা, দেব, করি নিবেদন,
মণি-কুণ্ডলের সাধ পুত্রবধূমনে;
এক সঙ্গে এত ইচ্ছা পুরিবে কেমনে?
দাসীর ইচ্ছার কথা ভাবি হাসি পায়,
বলিহারি বুদ্ধি তার, উদূখল চায়!

রাজা আজ্ঞা দিলেন, "বেশ, সকলকেই তাহাদের ইচ্ছানুরূপ দান কর :—

সুবৃহৎ গ্রাম দাও ব্রাহ্মণেরে, ব্রাহ্মণীকে দাও ধেনু একশত,
তনয়ের তরে দাও ইঁহাদের উৎকৃষ্ট তুরগযুত এক রথ;
পুলকিত হোক পুত্রবধূ পরি মণিতে খচিত কুণ্ডল যুগল,
সুবুদ্ধি পূর্ণার পূর্ণ মনস্কাম হো'ক এইবার পেয়ে উদূখল।"

এইরূপে বোধিসত্ত্ব, ব্রাহ্মণ যাহা যাহা প্রার্থনা করিলেন, সমস্ত দান করিলেন এবং আরও নানারূপে তাঁহার সম্মান করিয়া বলিলেন, "আপনি এখন হইতে আমার কার্য্যভার গ্রহণ করুন।" তদবধি ঐ ব্রাহ্মণ বোধিসত্ত্বের পারিষদ হইয়া রহিলেন।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন সেই ব্রাহ্মণ এবং আমি ছিলাম সেই রাজা।]

২৯০—শীলমীমাংসা-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে এক শীলমীমাংসক ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন ও অতীত বস্তু ইতঃপূর্ব্বে এক নিপাতে শীলমীমাংসা জাতকে বলা হইয়াছে।]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় তাঁহার পুরোহিত † নিজের শীলবল পরীক্ষা

* প্রথম খণ্ডের ৮৬ম-জাতক এবং পরবর্ত্তী ৩০৫ম, ৩৩০ম ও ৩৬২ম জাতক দ্রষ্টব্য। ৮৬ম জাতক একবার না পড়িয়া লইলে এই জাতকের ভাব সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে না।

† তখন বোধিসত্ত্ব ছিলেন ব্রহ্মদত্তের পুরোহিত।

করিবার জন্য রাজশ্রেষ্ঠীর হিরণ্যফলক হইতে দুই দিন এক একটা কার্ষাপণ অপহরণ করিয়াছিলেন। অনন্তর, তৃতীয় দিবসে ধনরক্ষকেরা তাঁহাকে চোর বলিয়া ধরিল এবং রাজার নিকট লইয়া গেল। যাইবার সময় পুরোহিত পথে দেখিতে পাইলেন, অহিতুণ্ডিকেরা একটা সাপ খেলাইতেছে।

রাজা পুরোহিতকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছি! আপনি এমন কাজ করিতে গেলেন কেন?" পুরোহিত উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমি নিজের শীলবল পরীক্ষার জন্য এরূপ করিয়াছি।"

শীল সম কিছু নাই ত্রিভুবনে,
অশেষ কল্যাণ লভি শীলগুণে।
বিষধর সর্প, কিন্তু শীলবান্,
তেঁই কেহ তার না বধে পরাণ।

তাই আমি বলি, শীলের সমান
নাহি কিছু আর মঙ্গলনিদান।
শীলের প্রশংসা যত বিজ্ঞজন
শতমুখে সদা করেন কীর্ত্তন।

দেখিবারে পাই যত শীলবান্
আর্য্যপথে সদা করেন প্রয়াণ।
জ্ঞাতিজন-প্রিয়, মিত্রানন্দকর,
ধন্য ধরাধামে শীলবান্ নর।
দেহান্তে গমন দিব্যধামে তাঁর;
শীলের মাহাত্ম্য কি বর্ণিব আর।

বোধিসত্ত্ব এইরূপে তিনটী গাথাদ্বারা শীলের গুণ ব্যাখ্যা করিলেন এবং রাজাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। অনন্তর তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আমার গৃহে পিতৃলব্ধ, মাতৃলব্ধ, স্বোপার্জ্জিত এবং ভবৎপ্রদত্ত এত ধন আছে যে তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। তথাপি নিজের শীলবল-পরীক্ষার জন্য আমি ধনাগার হইতে এই কার্ষাপণত্রয় অপহরণ করিয়াছি। এখন আমি বুঝিলাম জগতে জাতি, গোত্র, কুল প্রভৃতি অতি তুচ্ছ; শীলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি এখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব, আপনি অনুমতি দিন।" রাজা পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, শেষে অগত্যা অনুমতি দিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব সংসার ত্যাগ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে প্রস্থান করিলেন এবং সেখানে ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্ব্বক সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন ও ব্রহ্মলোকপরায়ণ হইলেন।

[সমবধান—তখন আমি ছিলাম সেই শীলমীমাংসক পুরোহিত।]

২৯১—ভদ্রঘট-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে অনাথপিণ্ডদের এক ভাগিনেয়কে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি নাকি মাতার ও পিতার নিকট হইতে চল্লিশ কোটি সুবর্ণ পাইয়া তাহার সমস্তই পানব্যসনে নষ্ট করিয়াছিল এবং শেষে রিক্তহস্তে মাতুলের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। অনাথপিণ্ড তাহাকে এক সহস্র সুবর্ণ দিয়া বলিলেন, "তুমি ইহা দ্বারা ব্যবসায় আরম্ভ কর।" কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি যুবক তাহাও উড়াইয়া দিল এবং পুনর্ব্বার মাতুলের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইল। অনাথপিণ্ড এবার তাহাকে পঞ্চশত সুবর্ণ দিলেন। যুবক তাহাও নষ্ট করিয়া আসিলে অনাথপিণ্ড তাহাকে দুই খানি স্থূল বস্ত্র দান করিলেন। সে পানব্যসনে তাহাও বিক্রয় করিল, কিন্তু শেষে যখন অনাথপিণ্ডদের নিকট গেল, তখন তিনি তাহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিলেন। হতভাগ্য নিতান্ত অসহায় অবস্থায় অন্তের দ্বারস্থ হইয়া * প্রাণত্যাগ করিল। লোকে

তাহাকে টানিয়া বাহিরে আনিয়া ফেলিয়া দিল। অনাথপিণ্ডদ বিহারে গিয়া শাস্তার নিকট ভাগিনেয়ের সমস্ত কাহিনী বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা বলিলেন, "যাহাকে আমি পুরাকালে সর্ব্বকামদ কুম্ভ দিয়াও পরিতৃপ্ত করিতে পারি নাই তাহাকে তুমি কিরূপে তৃপ্ত করিতে পারিতে?" অনন্তর অনাথপিণ্ডদের প্রার্থনানুসারে তিনি সেই অতীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর নিজেই শ্রেষ্ঠিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে চল্লিশ কোটি ধন ভূগর্ভে নিহিত ছিল।

বোধিসত্ত্বের একটী মাত্র পুত্র ছিল। তিনি দানাদি পুণ্য কর্ম্ম করিয়া মৃত্যুর পর শক্রত্ব লাভপূর্ব্বক দেবতাদিগের রাজা হইলেন, তখন সেই পুত্র রাজপথের উপর এক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিল এবং বহুনর্ম্মসহচরে পরিবৃত হইয়া সেখানে বসিয়া সুরাপানে প্রবৃত্ত হইল। সে লঙ্ঘননর্ত্তক, ধাবক, গায়ক, নট প্রভৃতিকে সহস্র সহস্র মুদ্রা দিতে লাগিল, স্ত্রী, মদ্য ও মাংসে অত্যন্ত আসক্ত হইল, অবিরত, কোথায় গীত, কোথায় নৃত্য, কোথায় বাদ্য, উন্মত্তের ন্যায় কেবল ইহাই খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল, অচিরে সেই চল্লিশ কোটি ধন ও অন্যান্য সমস্ত সম্পত্তি ও গৃহোপকরণ নিঃশেষ করিল এবং নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া শতচ্ছিন্ন বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিল।

শক্র এক দিন চিন্তা করিয়া তাহার দুর্দ্দশা জানিতে পারিলেন এবং পুত্রস্নেহের প্রভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া একটী সর্ব্বকামদ ঘট প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, 'বৎস, এই ঘটটীকে সাবধানে রাখিবে, যেন ভাঙ্গিয়া না যায়। ইহা যতদিন তোমার নিকট অক্ষত থাকিবে, ততদিন তোমার ধনের অভাব হইবে না। দেখিও, ইহার রক্ষাসম্বন্ধে যেন কোন ত্রুটি না হয়। পুত্রকে এই উপদেশ দিয়া শক্র দেবলোকে প্রতিগমন করিলেন।

ইহার পর বোধিসত্ত্বের পুত্র দিবারাত্র মদ খাইয়া বেড়াইতে লাগিল। অনন্তর একদিন উন্মত্ত অবস্থায় সে ঐ ঘটটী বার বার ঊর্দ্ধে ছাড়িয়া ধরিতে লাগিল, কিন্তু একবার সে ধরিতে পারিল না, কাজেই ঘটটী মাটিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সে পুনর্ব্বার যে দরিদ্র, সেই দরিদ্রই হইল, শতগ্রন্থিযুক্ত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক ভগ্ন মৃৎপাত্র হস্তে ভিক্ষা করিতে লাগিল, এবং শেষে কোন এক ব্যক্তির প্রাচীরপার্শ্বে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

শাস্তা এই রূপে অতীত কথা সমাপনপূর্ব্বক অভিসম্বুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত গাথা তিনটী বলিলেন :—

সর্ব্বকামপ্রদ কুম্ভ পেয়ে ধূর্ত্ত যত দিন
করেছিল রক্ষা সযতনে,
ভুঞ্জি নানাবিধ সুখ, কাটাইল ততদিন ;
অত্যাসক্ত য দও ব্যসনে।
কিন্তু দর্পে, মত্ততায়, ভাঙ্গি সেই ঘট, হায়,
পায় মূর্খ অশেষ যাতনা,
নাহি বস্ত্র পরিবার, পেটে ভাত নাই তার,
ফাটে বুক দেখি বিড়ম্বনা।

---

* মূলে 'পরকুড্ডম্ নিস্সায়' এইরূপ আছে, পাঠান্তর 'কুটং'। কুড্ড- প্রাচীর, কুট=কূট অর্থাৎ শিখর বা চূড়া। শেষোক্ত পাঠে কোন অর্থ হয় না। প্রথম পাঠে 'প্রাচীর' এই অর্থে গৃহ বা দ্বার বা প্রাচীরের পার্শে এই অর্থ বুঝাইতে পারে।

মূর্খজন লব্ধধন অমিত ব্যয়ের দোষে
মুহূর্ত্তেতে নিঃশেষ করিয়া
ভুঞ্জে নানা দুঃখ শেষে, ভুঞ্জিল ধূর্ত্তক যথা
কামপ্রদ কুম্ভেরে ভাঙ্গিয়া।

[সমবধান—তখন শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের ভাগিনেয় ছিল সেই ভদ্রঘটভঙ্গকারী ধূর্ত্ত, এবং আমি ছিলাম শক্র।]

২৯২—সুপত্র-জাতক।

[স্থবির সারিপুত্র বিম্বাদেবীকে কই মাছের ঝোল এবং টাট্‌কা ঘি মিশান ভাত আনিয়া দিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া শাস্তা জেতবনে অবস্থিতি কালে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে অভ্যন্তর জাতকে (২৮১) যেরূপ বলা হইয়াছে, এই জাতকে প্রত্যুৎপন্ন বস্তুও সেইরূপ। এবারও বিম্বাদেবীর উদরবায়ু কুপিত হইয়াছিল; এবং রাহুলভদ্র সারিপুত্রকে সেই কথা জানাইয়াছিলেন। সারিপুত্র রাহুলকে আসনশালায় বসাইয়া রাখিয়া নিজে কোশলরাজের ভবনে প্রবেশ করিলেন এবং সেখান হইতে রোহিত মৎস্যের সূপ ও নবঘৃত মিশ্রিত অন্ন আনয়ন করিয়া তাঁহাকে দিলেন। রাহুল এই সমস্ত দ্রব্য লইয়া মাতাকে খাওয়াইলেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ বিম্বাদেবীর পীড়োপশম হইল। এদিকে রাজা লোক পাঠাইয়া, কাহার জন্য সারিপুত্র ঐ সকল দ্রব্য লইয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারিলেন এবং তদবধি স্থবিরার জন্য উক্তরূপ খাদ্য প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই সম্বন্ধে কথা তুলিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "দেখ, ধর্ম্মসেনাপতি এইরূপ খাদ্য দিয়া নাকি স্থবিরার তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, তোমরা এখানে বসিয়া কি বিষয়ের আলোচনা করিতেছ?" ভিক্ষুরা তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলে শাস্তা বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, সারিপুত্র যে কেবল এবারই রাহুলমাতাকে তাঁহার অভীপ্সিত খাদ্য দিতেছেন, তাহা নহে, পূর্ব্বেও তিনি এইরূপ দিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কাকযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর অশীতি সহস্র কাকের নেতা হইয়াছিলেন। এই কাকরাজের নাম ছিল সুপত্র, সুস্পর্শা নাম্নী কাকী ছিলেন তাঁহার অগ্রমহিষী এবং সুমুখ ছিলেন তাঁহার সেনাপতি। বোধিসত্ত্ব অশীতিসহস্র কাকপরিবৃত হইয়া বারাণসীর নিকটে বাস করিতেন।

বোধিসত্ত্ব একদিন সুস্পর্শাকে সঙ্গে লইয়া আহারসংগ্রহার্থে বিচরণ করিবার সময় বারাণসীরাজের পাকশালার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছিলেন। ঐ সময়ে রাজার সূপকার রাজার জন্য মৎস্যমাংসের নানারূপ ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া সে সমস্ত ঠাণ্ডা করিবার জন্য কিয়ৎক্ষণ পাত্রগুলির মুখ খুলিয়া বসিয়াছিল। মৎস্যমাংসাদির গন্ধে সুস্পর্শার মনে রাজখাদ্য আহার করিবার বাসনা জন্মিল; কিন্তু সে দিন তিনি কোন কথা বলিলেন না।

দ্বিতীয় দিন বোধিসত্ত্ব যখন সুস্পর্শাকে বলিলেন, "এস ভদ্রে, আমরা চরায় যাই," তখন সুস্পর্শা বলিলেন, "আপনিই যান; আমার মনে একটা খাদ্যের জন্য বড় সাধ জন্মিয়াছে।" বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সাধ?" 'বারাণসীরাজের খাদ্য খাইব এই সাধ। কিন্তু তাহা পাওয়া ত আমার সাধ্যাতীত; কাজেই এ প্রাণ রাখিব না।"

এই কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সুমুখ সেখানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজকে বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?" বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। তাহা শুনিয়া সুমুখ বলিলেন, "কোন চিন্তা নাই, মহারাজ।" অনন্তর তিনি বোধিসত্ত্ব ও সুস্পর্শা উভয়কেই আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আজ আপনারা এখানেই থাকুন, আমি গিয়া খাদ্য আনয়ন করিতেছি।"

অনন্তর সুমুখ সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কাকদিগকে সমবেত করিয়া ও তাহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন, "এস, আমরা গিয়া রাজখাদ্য লইয়া আসি।"

তিনি কাকদিগকে সঙ্গে লইয়া বারাণসীতে প্রবেশ করিলেন, রাজার রন্ধনশালার অবিদূরে তাহাদিগকে দলে দলে নানাস্থানে প্রহরিরূপে নিযুক্ত করিলেন, এবং স্বয়ং আটটী কাক-বীরের সহিত পাকশালার ছাদের উপর বসিলেন। কোন্ সময়ে লোকে রাজার ভোজ্য দ্রব্য লইয়া যাইবে, সুমুখ এখান হইতে তাহা দেখিতে লাগিলেন এবং অনুচরদিগকে বলিলেন, "পাচক যখন রাজার খাদ্য লইয়া যাইবে, তখন তাহার হস্ত হইতে খাদ্যভাণ্ডগুলি মাটিতে ফেলিবার ভার আমি লইলাম। ভাণ্ডগুলি পড়িয়া গেলে সেই সঙ্গে আমারও প্রাণান্ত হইবে; কিন্তু তোমরা তাহাতে ভীত হইও না; তোমরা চারিটী কাকে মুখ পুরিয়া অন্ন এবং চারিটী কাকে মুখ পুরিয়া মৎস্য মাংস লইয়া সস্ত্রীক মহারাজকে ভোজন করাইবে। যদি তাঁহারা জিজ্ঞাসা করেন, 'সেনাপতি কোথায়,' তাহা হইলে বলিবে, তিনি পশ্চাৎ আসিতেছেন।"

এদিকে সূপকার ভোজ্য দ্রব্যগুলি সাজাইয়া বাঁকে করিয়া রাজভবনাভিমুখে চলিল। সে যেমন প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি সুমুখ কাকদিগকে সঙ্কেত করিয়া স্বয়ং উড়িয়া গিয়া খাদ্যবাহকের বক্ষঃস্থলে বসিলেন, প্রসারিত নখ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন, শল্য-সদৃশ তুণ্ড দ্বারা তাহার নাসাগ্র ক্ষতবিক্ষত করিলেন এবং উঠিয়া দুই পা দিয়া তাহার মুখ চাপিয়া রাখিলেন। রাজা তখন উচ্চতলে পা-চারি করিতেছিলেন; তিনি মহাবাতায়ন হইতে সুমুখের এই কাণ্ড দেখিয়া অতিমাত্র বিস্মিত হইলেন এবং ভোজ্যবাহককে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাণ্ডগুলি ফেলিয়া কাকটাকে ধর্." ভোজ্যবাহক রাজার আজ্ঞা পাইয়া ভাণ্ডগুলি নিক্ষেপ করিল এবং সুমুখকে বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া রাজা বলিলেন, "এখানে লইয়া আয়।"

এদিকে সেই আটটা কাক গিয়া যে যত পারিল রাজভোজ্য খাইল এবং অবশিষ্ট খাদ্য হইতে সুমুখ যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপে মুখ পুরিয়া অন্ন মাংসাদি লইয়া গেল। তখন অপর সমস্ত কাক ও যাহা বাকী ছিল, খাইয়া ফেলিল। উক্ত অষ্ট কাক গিয়া সস্ত্রীক কাক-রাজকে ভোজন করাইল; সুস্পর্শার দোহদনিবৃত্তি হইল।

ভোজ্যবাহক সুমুখকে লইয়া রাজার নিকট গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমায় সম্মান রক্ষা করিলে না, ভোজ্যবাহকের নাকটা ভাঙ্গিয়া দিলে, ভোজ্যভাণ্ডগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ করিলে, নিজের জীবনকেও তুচ্ছজ্ঞান করিলে! এরূপ দুঃসাহসের কাজ করিলে কেন?" সুমুখ উত্তর দিলেন, "মহারাজ, আমাদের রাজা বারাণসীর নিকটে বাস করেন। আমি তাঁহার সেনাপতি। তাঁহার ভার্য্যা সুস্পর্শা আপনার খাদ্য আহার করিবেন এইরূপ দোহদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজা তাঁহার সাধের কথা আমাকে বলেন। আমি তখন আমার জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়াছি। এখন রাজার জন্য খাদ্য প্রেরণ করিয়াছি; আমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। এখন বুঝিলেন, মহারাজ, আমি কিজন্য এরূপ দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।" এই সমস্ত কথা আরও বিশদ করিবার জন্য সুমুখ নিম্নলিখিত গাথা তিনটী বলিলেন:—

কাকেশ সুপত্র, অশীতি সহস্র কাক যাঁর অনুচর,
কাশীর অদূরে বসতি তাঁহার, শুন কাশী নরেশ্বর।
মহিষী তাঁহার সুস্পর্শা রূপসী রাজার রন্ধনাগারে
সুপক্ক মৎস্যের পাইয়া গন্ধ চাহিলা খাইবারে।
সদ্যোপক্ক যাহা রাজার খাদ্য, খাইতে তাঁহার আশ,
পুরাতে সে সাধ দূতরূপে হেথা এসেছি তোমার পাশ।
প্রভুর কার্য্য করেছি সাধন বাহকের ভাঙ্গি নাসা,
যে দণ্ড ইচ্ছা দাও, মহারাজ, ছেড়েছি প্রাণের আশা।

সুমুখের কথা শুনিয়া রাজা ভাবিলেন 'আমরা মানুষের মহোপকার করিয়াও তাহাদের সৌহার্দ্দ লাভ করিতে পারি না। তাহাদিগকে গ্রাম প্রভৃতি দান করি; তথাপি আমাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে এমন লোক পাই না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এই প্রাণী সামান্য কাক হইয়াও নিজের রাজার জন্য প্রাণ দিতে বসিয়াছে! এ অতীব সদ্গুণসম্পন্ন, মিষ্টভাষী ও ধার্ম্মিক।' ফলতঃ তিনি সুমুখের গুণে এত প্রসন্ন হইলেন যে তাঁহাকে একটী শ্বেতচ্ছত্র দান করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। কিন্তু সুমুখ ঐ শ্বেতচ্ছত্র দ্বারা বারাণসীরাজেরই প্রতিপূজা করিলেন এবং তাঁহার নিকট সুপত্রের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা সুপত্রকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন, তাঁহার নিকট ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিলেন এবং নিজে যে খাদ্য গ্রহণ করিতেন, সুপত্র ও সুমুখের জন্যও তাহাই পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি অন্যান্য কাকের জন্যও প্রতিদিন প্রচুর তণ্ডুল পাক করাইবার আদেশ দিলেন। অতঃপর তিনি সুপত্রের উপদেশানুসারে সর্ব্বপ্রাণীকে অভয় দিলেন এবং নিজে পঞ্চশীল পালন করিতে লাগিলেন। সুপত্রের উপদেশগুলি সপ্তশতবর্ষ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

[সমবধান—তখন আনন্দ ছিলেন বারাণসীর সেই রাজা, সারিপুত্র ছিলেন সেই কাক সেনাপতি, রাহুলমাতা ছিলেন সুস্পর্শা এবং আমি ছিলাম সুপত্র।

২৯৩—কায়নির্ব্বিণ্ণ-জাতক।*

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। শ্রাবস্তীবাসী এক ব্যক্তি নাকি পাণ্ডুরোগে এরূপ কাতর হইয়াছিলেন যে, বৈদ্যেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী-পুত্রগণও নিতান্ত হতাশ হইয়া ভাবিতেন, "আহা! এমন কোন লোক কি ভাগ্যবলে পাওয়া যাইবে, যিনি ইঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিবেন?" শেষে ঐ ব্যক্তি কামনা করিলেন, "আমি যদি আরোগ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিব।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহার অনেক দিন পরেই কোন উপকারক দ্রব্য লাভ করিয়া সেই ব্যক্তি নীরোগ হইলেন এবং জেতবনে গিয়া প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করিলেন। তিনি শাস্তার নিকট প্রথমে প্রব্রজ্যা, পরে উপসম্পদা প্রাপ্ত হইলেন এবং অচিরে অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

অনন্তর একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, অমুক পাণ্ডুরোগী, আরোগ্য লাভ করিলে প্রব্রজ্যা লইব এই চিন্তা করিয়া প্রথমে প্রব্রজ্যা, শেষে অর্হত্ত্ব পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "কেবল এই ব্যক্তি নহেন, পণ্ডিতেরাও পুরাকালে আরোগ্যলাভের পর প্রব্রজ্যা গ্রহণ পূর্ব্বক উন্নতিমার্গে অধিরোহণ করিয়াছিলেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর ধনার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলে পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বৈদ্যেরা তাঁহার আরোগ্যবিধান করিতে পারিলেন না, তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রেরাও নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। তখন বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, "আমি এই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিলে প্রব্রাজক হইব।" ইহার পর তিনি কোন উপকারক দ্রব্য লাভ করিয়া নীরোগ হইলেন এবং হিমবন্ত প্রদেশে গিয়া ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেখানে তিনি অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিলেন এবং ধ্যানসুখে মগ্ন হইয়া বলিলেন, "অহো! আমি এতদিন এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত ছিলাম!" এই সময়ে আবেগের ভরে তিনি নিম্নলিখিত গাথা তিনটী বলিয়াছিলেন:—

---

* অর্থাৎ দেহ অনিত্য ও ব্যাধির আগার বলিয়া ইহার প্রতি বীতরাগ। পাঠান্তর 'কায়বিচ্ছিন্দ'।

জীবের পীড়নে রত শত শত রোগ ;
তাদের একটী মাত্র করিলাম ভোগ"।
এমনই কঠিন কিন্তু পীড়ন ইহার,
কলেবর হ'ল মোর অস্থিচর্ম্মসার।
তপ্তপাংশু-স্পর্শে যথা কুসুম শুকায়,
রোগগ্রস্ত জীবদেহ সেই দশা পায়।

নানা শব উপাদানে দেহ বিনির্ম্মিত,
বীভৎস, অশুচি ইহা, অতীব ঘৃণিত।
কিন্তু অন্ধ জীব, যাহা অশুচি-আকর,
তাহাকেই শুচি জ্ঞানে করে সমাদর।
অপ্রিয়ে আসক্ত হয় প্রিয় ভাবি মনে,
দুঃখ হ'তে মুক্ত জীব হইবে কেমনে?

ধিক্ দেহে, পূতিময়, ঘৃণার ভাজন,
অশুচি, আতুর, সর্ব্বব্যাধি-নিকেতন।
আসক্ত এহেন দেহে মূঢ় জীবগণ
সুপথ ত্যজিয়া করে কুপথে গমন।
পুণ্যাত্মা দেহান্তে পুনর্জন্ম লভে যথা,
দেহাসক্ত জীব কভু নাহি যায় তথা।

মহাসত্ত্ব এইরূপে তন্ন তন্ন করিয়া দেহের অশুচিভাব উপলব্ধি করিলেন এবং ইহা যে নিয়ত আতুর, তাহা বুঝিতে পারিলেন। কাজেই দেহের উপর তাঁহার বিরাগ জন্মিল; তিনি ব্রহ্মবিহারচতুষ্টয় চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মলোক-পরায়ণ হইলেন।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন ; তচ্ছ্রবণে বহুলোকে স্রোতাপত্তিফলাদি প্রাপ্ত হইল। সমবধান—তখন আমিই ছিলাম সেই তাপস।]

২৯৪—জম্বু-খাদক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের ও কোকালিকের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। দেবদত্তের যখন আয় হ্রাস হইতেছিল, তখন কোকালিক দ্বারে দ্বারে গিয়া এইরূপে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন :—'দেবদত্ত মহাসম্মতের* বংশজাত এবং ইক্ষ্বাকুকুলের ধুরন্ধর; তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা পুরুষপরম্পরায় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়; তিনি ত্রিপিটক-বিশারদ, ধ্যানশীল, মধুরভাষী ও ধর্ম্মকথক। তোমরা তাঁহাকে অকাতরে দান কর।' এদিকে দেবদত্তও বলিতেন, "কোকালিক উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রব্রাজক হইয়াছেন। তিনি বহুশাস্ত্র-বিশারদ ও ধর্ম্মকথক। তোমরা দানাদি দ্বারা তাঁহার সম্মান কর।" তাঁহারা উভয়ে এইরূপে পরস্পরের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক গৃহে গৃহে ভোজন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় এই সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, দেবদত্ত ও কোকালিক পরস্পরের অলীক গুণ কীর্ত্তন করিয়া ভোজনব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "এই দুই জনে যে কেবল এজন্মে পরস্পরের কল্পিত গুণ কীর্ত্তন করিয়া ভোজন নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহা নহে, পূর্ব্বেও ইহারা এইরূপ করিয়াছিল"। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন :—

---

* বৌদ্ধমতে ইনি পৃথিবীর আদি রাজা—হিন্দুদিগের বৈবস্বতমনুস্থানীয়। বর্ত্তমান কল্পের বিবর্ত্তকালে যখন পৃথিবীতে পুনর্ব্বার মনুষ্যের আবির্ভাব হয়, তখন সকলে ইঁহাকে রাজপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। এই জন্যই ইঁহার নাম হইয়াছিল 'মহাসম্মত'।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন জম্বুবনে বৃক্ষদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানে এক কাক একদা একটা জম্বুবৃক্ষের শাখায় বসিয়া জম্বুফল খাইতেছিল। সেই সময়ে এক শৃগাল গিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কাককে দেখিতে পাইল। তখন সে ভাবিল, "আমি এই কাকের অলীক গুণ কীর্ত্তন-দ্বারা জম্বু খাইবার উপায় করি।" অনন্তর সে কাকের স্তুতিবাদসূচক নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিল :—

কে হে তুমি জম্বুশাখে করিছ কূজন,
ময়ূরশাবকসম প্রিয়দরশন?
নিশ্চল, সুন্দর কায়, স্বরে সুধা ক্ষরি যায়।
কলকণ্ঠ কত পক্ষী দেখিবারে পাই;
সবে কিন্তু পরাজয় মানে তব ঠাঁই

ইহা শুনিয়া কাক নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা দ্বারা শৃগালের প্রতিপ্রশংসা করিল :—

ভদ্রবংশে জন্ম যার, জানে সেই জন
করিবারে ভদ্রদের মহিমা কীর্ত্তন।
শার্দ্দূল-শাবকসম রূপ তব অনুপম,
এস, বন্ধু, খাও জাম উদর পূরিয়া,
দিতেছি তোমার তরে ভূতলে ফেলিয়া।

ইহা বলিয়া কাক শাখায় ঝাঁকি দিয়া ফল ফেলিতে লাগিল। উভয়ে উভয়ের অলীক স্তুতিবাদপূর্ব্বক জাম খাইতেছে দেখিয়া সেই বৃক্ষদেবতা নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :—

চিরদিন এই রীতি দেখিবারে পাই,
মিথ্যাবাদী আসি জুটে মিথ্যাবাদি-ঠাঁই,
বায়স বান্তাদ* জানি পক্ষিকুলাঙ্গার,
পূতিমাংস শৃগালের পবিত্র আহার।
সেই হেতু আসি হেথা ধূর্ত্ত দুইজন,
একে করে অপরের প্রশংসা কীর্ত্তন।

এই গাথা বলিবার পর সেই দেবতা ভৈরবরূপ ধারণ করিয়া কাক ও শৃগালকে ভয় দেখাইলেন। তখন তাহারা সেখান হইতে পলাইয়া গেল।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল; কোকালিক ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

☞ এই জাতকের সহিত ঈষপ্‌বর্ণিত কাক ও শৃগালের গল্প এবং পরবর্ত্তী অর্থাৎ ২৯৫-সংখ্যক জাতক তুলনা করা যাইতে পারে।

২৯৫—অন্ত-জাতক। †

[শাস্তা এই কথাও জেতবনে অবস্থিতিকালে দেবদত্ত ও কোকালিককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পূর্ব্ববর্ত্তী জাতকের সদৃশ।]

---

* যে বমনোথ দ্রব্য ভোজন করে।

† অন্ত=অধম।

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন গ্রামসন্নিহিত এণ্ডরকবৃক্ষ-দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা কোন গ্রামে একটা বুড়া গরু মারা গিয়াছিল; লোকে তাহার মৃতদেহটা টানিয়া লইয়া সেই এরণ্ডবনে ফেলিয়া দিয়াছিল। এক শৃগাল গিয়া তাহার মাংস খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার পর একটা কাক গিয়া এরণ্ড-শাখায় বসিল এবং শৃগালকে দেখিতে পাইয়া ভাবিল, "ইহার মিথ্যা স্তুতিবাদ দ্বারা মাংস খাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" অনন্তর সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :—

বৃষস্কন্ধ, কেসরি-বিক্রম, মহাশয়,
মৃগরাজ নাম তব বুঝিনু নিশ্চয়।
প্রসাদ পাইতে হেথা আসিয়াছে দাস;
লভিয়া কিঞ্চিৎ মাংস পুরিবে কি আশ?

ইহা শুনিয়া শৃগাল দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

ভদ্র বংশে জন্ম যার, জানে সেইজন
করিবারে ভদ্রদের মহিমা কীর্ত্তন।
এস হে ময়ূরগ্রীব বায়স পুঙ্গব,
খাও মাংস সঙ্গে মোর, যত ইচ্ছা তব।

তাহাদের এই কাণ্ড দেখিয়া বৃক্ষদেবতা তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

পশুর অধম ধূর্ত্ত শিবা, পক্ষীর অধম কাক,
কাণে আঙ্গুল দেয় লোকে শুনলে যাহার ডাক,
বৃক্ষের অধম এরণ্ডক, বলে সর্ব্বজন;
তিন অধমের এক ঠাঁই হয়েছে মেলন।

[সমবধান—তখন দেবদত্ত ছিল সেই শৃগাল; কোকালিক ছিল সেই কাক এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

২৯৬—সমুদ্র-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে স্থবির উপনন্দকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি অপরিমাণ পানভোজন করিতেন। শকটপূর্ণ ভক্ষ্যভোজ্যেও তাঁহার তৃপ্তি হইত না। বর্ষাকালে তিনি যুগপৎ দুই তিনটী বিহারে বাস লইয়া কোথাও পাদুকা রাখিয়া দিতেন, কোথাও যষ্টি, কোথাও উদকতুম্ব রাখিয়া দিতেন এবং স্বয়ং এক বিহারে অবস্থিতি করিতেন। তিনি কোন জনপদস্থ বিহারে গিয়া যদি তত্রত্য ভিক্ষুদিগকে উপকরণ সম্পন্ন দেখিতেন, তাহা হইলে তাহাদিগের নিকট আর্য্যবংশ-লক্ষণ বলিতেন।* তাহা শুনিয়া ভিক্ষুগণ আবর্জ্জনা-স্তূপ হইতে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ডসমূহ সংগ্রহ করিতেন এবং স্ব স্ব চীবর পরিত্যাগ করিয়া সেইগুলি পরিধান করিতেন। তখন উপনন্দ ঐ পরিত্যক্ত চীবরপাত্রাদি গাড়ীতে পুরিয়া জেতবনে লইয়া যাইতেন।

একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, "দেখ, আয়ুষ্মান্ শাক্যপুত্র উপনন্দ অতিভোজী ও অতিলোভী। তিনি অন্যের নিকট ধর্ম্মকথা বলেন, আর নিজে শকটপূর্ণ করিয়া ভিক্ষুদিগের পাত্রচীবর প্রভৃতি উপকরণ লইয়া আসেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় শ্রবণ করিলেন এবং বলিলেন, "উপনন্দ আর্য্যবংশ লক্ষণ বলিয়া অন্যায় করিয়াছে। অন্যের সদাচার প্রশংসা করিবার পূর্ব্বে নিজের বাসনা সংযত করাই কর্ত্তব্য।

---

* সঙ্গীতি-সূত্রে চতুর্ব্বিধ আর্য্যবংশ, অর্থাৎ নির্দ্দোষ ভিক্ষুর পরিচয় দেখা যায়—যিনি যে চীবর পান তাহাতেই সন্তুষ্ট, যিনি যে ভোজ্য পান তাহাতেই সন্তুষ্ট, যিনি যে শয্যা পান তাহাতেই সন্তুষ্ট এবং যিনি কেবল ধ্যানেই সন্তোষ লাভ করেন। উপনন্দের উদ্দেশ্য ছিল যে আর্য্যবংশদিগের গুণকীর্ত্তনদ্বারা তিনি জনপদবাসী ভিক্ষুদিগের মনে বিষয়-বিরাগ জন্মাইবেন; সুতরাং তাঁহারা স্ব স্ব চীবরাদি উৎকৃষ্ট উপকরণসমূহ পরিত্যাগ করিবেন এবং তিনি নিজে ঐ সকল দ্রব্য আত্মসাৎ করিবেন।

অগ্রে নিজে ধর্ম্মপথে হও অগ্রসর,
শেষে হও অপরের শাসনে তৎপর।
প্রকৃত পণ্ডিত তিনি, ধর্ম্মপরায়ণ,
স্বার্থচিন্তা সদা যিনি করেন বর্জ্জন।" *

শাস্তা ভিক্ষুদিগকে ধর্ম্মপদের উল্লিখিত গাথা শুনাইয়া এবং উপনন্দের নিন্দা করিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "ভিক্ষুগণ, উপনন্দ যে কেবল এজন্মেই দুরাকাঙ্ক্ষ হইয়াছে তাহা নহে; সে পূর্ব্বজন্মেও মহাসমুদ্রের উদক রক্ষার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব সমুদ্র-দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

একদিন এক উদক-কাক সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া যাইবার সময়ে মৎস্য ও পক্ষীদিগকে অতিরিক্ত জলপান হইতে বিরত করিবার মানসে বলিতেছিল, "সমুদ্রের জল প্রমাণ করিও; সাবধান যেন বেশী পান করিয়া ফেলিও না।" তাহাকে দেখিয়া সমুদ্র-দেবতা নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিলেন :—

কে তুমিহে যাও ছুটি, লবণসমুদ্রোপরি? ফুরাইবে জল এই ভয়ে
কে তুমি বারণ কর মৎস্যমকরের দলে পিতে জল তৃষ্ণার সময়ে?

ইহা শুনিয়া সমুদ্রকাক নিম্নলিখিত গাথা বলিল :—

শকুনি অনন্তপায়ী খ্যাত আমি চরাচরে
কিছুতেই কভু মোর তৃষ্ণা শান্তি নাহি করে।
সরিৎকুলের পতি সীমাহীন এ সাগর
নিঃশেষে করিব পান এই ইচ্ছা নিরন্তর।

তখন সাগরদেবতা নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন :—

ভাটায় কমিয়া যায়, জোয়ারেতে বৃদ্ধি পায়,
জলহীন মহোদধি হয় কি কখন?
পান করি বারিবিন্দু, শুষিবে অনন্ত সিন্ধু
হেন চিন্তা করে শুধু প্রমত্ত যে জন।

ইহা বলিয়া সমুদ্র-দেবতা ভৈরবরূপ ধারণপূর্ব্বক উদক-কাকের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তাহা দেখিয়া সে পলাইয়া গেল।

[সমবধান—তখন উপনন্দ ছিল সেই উদক-রাক্ষস এবং আমি ছিলাম সেই সমুদ্রদেবতা।

২৯৭—কামবিলাপ-জাতক।

[এক ভিক্ষু তাহার পূর্ব্বপত্নীর বিরহে শুষ্যমান হইতেছিল। তদুপলক্ষ্যে শাস্তা জেতবনে এই কথা বলেন। ইহার প্রত্যুৎপন্ন বস্তু পুপ্ফরত্ত জাতকে (১৪৭) বলা হইয়াছে। অতীত বস্তুর জন্য ইন্দ্রিয় জাতক (৪২৩) দ্রষ্টব্য।]

এইরূপে রাজপুরুষেরা উক্ত ব্যক্তিকে জীবিতাবস্থায় শূলে চড়াইয়া দিল। সে শূলে আরোপিত হইয়া দেখিল একটা কাক আকাশ দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। তখন সে নিজের দারুণ যাতনা ভুলিয়া গিয়া প্রিয়পত্নীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবার অভিপ্রায়ে কাককে সম্বোধনপূর্ব্বক নিম্নলিখিত গাথা গুলি বলিল :—

* ধম্মপদ (অত্তবগ্গ)—১৫৮।

পক্ষযুগে দিয়া ভর যেথা ইচ্ছা যাইবারে, হে পাখী, শকতি তব আছে ;
বিলম্বকারণ মম, বামোরু প্রিয়ারে বলো', এই ভিক্ষা মাগি তব কাছে।
আমার বধের তরে, খড়্গ, শূল হাতে লয়ে' আসিয়াছে ঘাতকের দল ;
জানে না এসব চণ্ডী ; বিলম্ব দেখিয়া মম ক্রোধ তাই করিছে কেবল।

ভাবি আমি সেই কথা মনে বড় পাই ব্যথা, বলো' তারে, ধরি তব পায় ;
শূলে করি আরোহণ এই যে যাতনা মোর, কোন্ ছার তার তুলনায়।

উৎপল জিনিয়া আভা বর্ম্ম মম মনলোভা, র'ল তার ভোগের কারণ ;
উপধান অভ্যন্তরে পাইবে সে দেখিবারে স্বর্ণময় বিবিধ ভূষণ ;
সুকোমল পরিপাটি র'ল বারাণসী শাটী আর (ও) মূল্যবান্ দ্রব্য নানা,
সর্ব্বস্ব দিলাম তায় ; পাইয়া এ সব তার তৃপ্ত হোক অর্থের বাসনা।

এইরূপ বিলাপ কবিতে করিতে হতভাগ্য দেহত্যাগপূর্ব্বক নিরয়গমন করিল।

[কথান্তে শাস্তা সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই উৎকণ্ঠিত ভিক্ষু স্রোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন।

সমবধান—তখন এই ভার্য্যা ছিল সেই হতভাগ্যের ভার্য্যা এবং আমি ছিলাম সেই দেবপুত্র, যিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছিলেন।]

☞এই জাতকটীকে একখানি ছোটখাট "কাকদূত" বলা যাইতে পারে।

২৯৮—উড়ুম্বর-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি কোন প্রত্যন্ত গ্রামে বিহার নির্ম্মাণপূর্ব্বক সেখানে বাস করিতেন। পাষাণ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত এই বিহারটী অতি রমণীয় ছিল—চতুর্দ্দিক্ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিকটেই নির্ম্মল জল, অনতিদূরে ভিক্ষাচর্য্যার জন্য গ্রাম, গ্রামবাসীরাও সকলে প্রসন্নচিত্ত ও দানশীল।

একদা কোন ভিক্ষু ভিক্ষাচর্য্যা করিতে করিতে সেই বিহারে উপস্থিত হইলেন। বিহারবাসী স্থবির তাঁহার যথারীতি সৎকার করিলেন এবং পরদিন তাহাকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার্থ গ্রামের মধ্যে গমন করিলেন। গ্রামবাসীরা তাঁহাদিগকে ভিক্ষা দিল এবং পর দিন পুনর্ব্বার আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিল।

এই বিহারে কিয়ৎকাল বাস করিবার পর আগন্তুক ভিক্ষু চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'একটা উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্থাবিরটাকে বঞ্চনা করিয়া ও তাড়াইয়া দিয়া এই বিহার আত্মসাৎ করিতে হইবে।' অতঃপর তিনি একদিন স্থবিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, তুমি কখনও ভগবান্ বুদ্ধের দর্শনলাভ করিয়াছ কি ?" স্থবির উত্তর দিলেন, "না ভাই, বিহারের তত্ত্বাবধান করিতে পারে, এখানে এমন লোক পাওয়া দুর্ঘট, সেই জন্যই আমি ভগবানের নিকট যাইতে পারি নাই।" "তার জন্য ভাবনা কি ? তুমি ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যতদিন না ফিরিবে, ততদিন আমিই এই বিহারের রক্ষণাবেক্ষণ করিব।" বিহারবাসী স্থবির বলিলেন, "ভাই, তুমি অতি উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছ।" অনন্তর তিনি গ্রামবাসীদিগকে বলিয়া গেলেন, "দেখ, আমি যতদিন না ফিরি, ততদিন যেন এই স্থবিরের কোন কষ্ট না হয়।"

তদবধি আগন্তুক, বিহারবাসী ভিক্ষুর প্রকৃত ও কল্পিত নানাবিধ দোষের উল্লেখ করিয়া, গ্রামবাসীদিগের মন ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এদিকে বিহারবাসী স্থবির শাস্তার দর্শন লাভ করিয়া আশ্রমে ফিরিলেন, কিন্তু আগন্তুক তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন না। তিনি অতিকষ্টে কোথাও রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন ভিক্ষার জন্য গ্রামে গমন করিলেন, কিন্তু গ্রামবাসীরাও তাঁহার কোনরূপ অভ্যর্থনা করিল না। তখন তিনি নিরাশ হইয়া জেতবনে গমন করিলেন এবং তত্রত্য ভিক্ষুদিগকে নিজের দুর্দ্দশার কথা জানাইলেন।

ভিক্ষুরা একদিন ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "শুনিয়াছি, অমুক ভিক্ষু নাকি অমুক ভিক্ষুকে তাঁহার বিহার হইয়া নিষ্কাশিত করিয়া নিজেই সেখানে বাস করিতেছেন।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত

হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "ভিক্ষুগণ, ঐ ব্যক্তি কেবল এ জন্মে নহে, পূর্ব্বজন্মেও ইহাকে ইহার বাসস্থান হইতে বিদূরিত করিয়াছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীতকথা আরম্ভ করিলেন।

পুরাকালে বারাণসীনগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব কোন অরণ্যে বৃক্ষদেবতা হইয়া বাস করিতেন। তখন বর্ষাকালে এক একবার সাতদিন ধরিয়া অবিরত বারিপাত হইত। একটা রক্তমুখ মর্কট সেই সময়ে কোন গিরিগুহায় বাস করিত। ঐ গুহা এমনভাবে অবস্থিত ছিল যে উহার মধ্যে বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে পারিত না।

একদিন রক্তমুখ মর্কট গুহাদ্বারে পরমসুখে বসিয়া আছে, এমন সময়ে এক কৃষ্ণমুখ মহামর্কট * বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে ও শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে উপস্থিত হইল। সে রক্তমুখকে সুখাসীন দেখিয়া ভাবিল, 'কোন উপায়ে ইহাকে বাহির করিয়া দিয়া এই গুহায় বাস করিতে হইবে।' অনন্তর, সে যেন কতই আহার করিয়াছে ইহা দেখাইবার জন্য, পেট ফুলাইয়া রক্তমুখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত প্রথম গাথা বলিল :—

বট, বদ্‌বেল, যগডুম্বুরের ফল পেকেছে কত।
ক্ষুধায় তবু পাচ্ছ কষ্ট বোকাটার মত।
যাইবে চল আমার সাথে, ছিঁড়্‌বে সে সব দুই হাতে,
খাবে তুমি পেট পুরিয়া ইচ্ছা হবে যত।

রক্তমুখ এই কথা বিশ্বাস করিয়া পক্কফল-ভোজনার্থ ব্যগ্র হইল। সে গুহা হইতে বাহির হইয়া ইতস্ততঃ ফল অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোথাও কিছু না পাইয়া গুহায় ফিরিয়া গেল। সেখানে দেখে কৃষ্ণমুখ গুহার ভিতরে বসিয়া আছে। তখন সে কৃষ্ণমুখকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল :—

গাছ-পাকা ফল খেয়ে আমি পেলাম যে সুখ ভাই
বৃদ্ধের যারা করে সেবা, তারাও পায় তাহাই।

ইহা শুনিয়া কৃষ্ণমুখ তৃতীয় গাথা বলিল :—

বনজ বনজে বঞ্চে, বানর বানরে; অন্যে নাহি পারে;
বাল তুমি, তবু সাধ্য নাহি অপরের বঞ্চিতে তোমারে।
আমি পুরাতন ঘুঘু, কি সাধ্য তোমার, ভুলাতে আমায় ?
বন ফলহীন এবে; যাও চলি তুমি যথা ইচ্ছা হয়।

তখন রক্তমুখ নিরুপায় হইয়া প্রস্থান করিল।

[সমবধান—তখন এই বিহারবাসী ভিক্ষু ছিল সেই ক্ষুদ্র মর্কট, এই আগন্তুক ভিক্ষু ছিল সেই মহামর্কট এবং আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা।]

২৯৯—কোমায়পুত্র-জাতক।

[শাস্তা পূর্ব্বারামে অবস্থিতিকালে কতিপয় রুক্ষস্বভাব ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শাস্তা যে প্রাসাদের দ্বিতীয় তলে অবস্থিতি করিতেন, ইঁহারা তাহার নিম্নতলে থাকিতেন এবং কে কি দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন ইহা লইয়া পরস্পর কলহ ও দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতেন। শাস্তা একদিন মহামৌদ্গল্যায়নকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি এই সকল ভিক্ষুকে একটু ভয় প্রদর্শন কর।" এই আদেশানুসারে মহামৌদ্গল্যায়ন

* হনুমান্ বানর।

আকাশে উত্থিত হইয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা প্রাসাদের ভিত্তি স্পর্শ করিলেন; অমনি আসমুদ্র সমস্ত প্রাসাদ কাঁপিয়া উঠিল; ভিক্ষুগণ মরণভয়ে তৎক্ষণাৎ বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন।

অতঃপর ঐ ভিক্ষুদিগের দুর্ব্যবহারের কথা সঙ্ঘমধ্যে প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং একদিন ভিক্ষুগণ ধর্ম্মসভায় সমবেত হইয়া এই সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "অমুক অমুক ভিক্ষু এবংবিধ নির্ব্বাণপ্রদ শাসনে প্রবিষ্ট হইয়াও দুর্ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারা সংসারের অনিত্যতা, দুঃখ ও অসারতা বুঝিতে পারেন না; ধর্ম্মকর্ম্মও করেন না।" এই সময়ে শাস্তা সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের আলোচ্যমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন "এই ভিক্ষুগণ কেবল এজন্মে নহে, পূর্ব্বেও দুরাচার ছিল।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন:—]

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম ছিল কোমারপুত্র। তিনি কালক্রমে সংসার ত্যাগপূর্ব্বক ঋষিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে কতিপয় দুরাচার তপস্বীও সেখানে আশ্রম নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছিলেন। তাঁহারা কাৎস্নপরিকর্ম্ম প্রভৃতি তাপসজনোচিত ধ্যানাদির অনুষ্ঠান করিতেন না, কেবল অরণ্য হইতে ফলমূল আহরণ করিয়া উদর সেবা করিতেন এবং হাস্যপরিহাসে ও আমোদপ্রমোদে সময় কাটাইতেন। তাঁহাদের একটা মর্কট ছিল, সেও তাঁহাদের ন্যায় দুরাচার হইয়াছিল এবং নানাপ্রকার মুখভঙ্গী ও লম্ফ ঝম্ফ দ্বারা তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিত।

তাপসগণ এই আশ্রমে দীর্ঘকাল বাস করিয়া একদা লবণ ও অম্লসংগ্রহার্থ লোকালয়ে গমন করিলেন। তাঁহারা প্রস্থান করিলে বোধিসত্ত্ব তাঁহাদের আশ্রমে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মর্কটটা তাঁহাদিগকে যেরূপ মুখভঙ্গী প্রভৃতি দেখাইত, বোধিসত্ত্বকেও সেইরূপ দেখাইতে লাগিল। তাহাতে বোধিসত্ত্ব উহার মুখের নিকট অঙ্গুলি ছোটন করিয়া বলিলেন।' "যাহারা সুশিক্ষিত তাপসদিগের নিকট থাকে, তাহাদের সদাচারসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। তাহাদের আচরণ সভ্য হইবে এবং তাহারা ধ্যানপরায়ণ হইবে।" এই উপদেশ শুনিয়া মর্কটটা তদবধি শীলবান্ ও আচারসম্পন্ন হইল।

অতঃপর বোধিসত্ত্ব অন্যত্র প্রস্থান করিলেন; তাপসেরাও লবণ ও অম্ল লইয়া আশ্রমে ফিরিলেন; কিন্তু মর্কটটা আর অঙ্গভঙ্গীদ্বারা পূর্ব্ববৎ তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিল না। তখন একজন তাপস জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমাদের সম্মুখে পূর্ব্বের ন্যায় খেলা কর না কেন?" এই প্রশ্ন করিবার কালে তিনি নিম্নলিখিত গাথা বলিলেন:—

> পূর্ব্বে তুমি সামনে মোদের খেল্‌তে খেলা কত
> এখন কেন খেলনা আর পূর্ব্বকার মত?
> বানর যেমন করে খেলা, খেল পুনর্ব্বার,
> শিষ্ট শান্ত বানর দেখ্‌লে জলে যায় হাড়।

ইহা শুনিয়া মর্কট নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথা বলিল:—

> পণ্ডিতের অগ্রগণ্য শ্রীকোমারস্বামী,
> তাঁর মুখে তত্ত্বকথা শুনিয়াছি আমি।
> ভেবনা আমারে পূর্ব্বে ভাবিতে যেমন;
> হইয়াছি এবে আমি ধ্যান-পরায়ণ।

তখন ঐ তপস্বী নিম্নলিখিত তৃতীয় গাথা বলিলেন:—

> বর্ষুক পর্জ্জন্য বৃষ্টি যত ইচ্ছা হয় তত,
> পাষাণে রোপিত বীজ হয় নাক অঙ্কুরিত।

সত্য বটে শুনিয়াছ তত্ত্বকথা বহু তুমি,
তথাপি মর্কটে কভু নাহি লভে ধ্যান ভূমি।

[সমবধান—তখন এই ভিক্ষুগণ ছিল সেই দুরাচার তাপসের দল এবং আমি ছিলাম কোমারপুত্র।]

৩০০—বৃক-জাতক।

[শাস্তা জেতবনে পুরাণ বন্ধুত্ব-সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। তদ্বৃত্তান্ত বিনয়পিটকে (মহাবগ্‌গ ১, ৩১, ৩) সবিস্তর বিবৃত আছে। এখানে উহা সংক্ষিপ্তাকারে দেওয়া যাইতেছে :—আয়ুষ্মান্ উপসেন প্রব্রজ্যাগ্রহণের দুই বৎসর পরেই একদা জনেক একবার্ষিক সার্দ্ধবিহারিকের সহিত শাস্তাকে বন্দনা করিতে গিয়াছিলেন এবং তজ্জন্য তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। তিরস্কার ভোগান্তে শাস্তাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক তিনি সেখান হইতে চলিয়া গেলেন; তৎপরে ক্রমে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেন, অর্হত্ত্বলাভ করিলেন, নিঃস্পৃহত্ব প্রভৃতি নানাগুণে বিভূষিত হইলেন, ভিক্ষুজনোচিত ত্রয়োদশ ধূতাঙ্গ * নিজে ধারণ করিলেন ও শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিলেন, এবং ভগবান্ যখন মাসত্রয়ের জন্য নির্জ্জনবাস করিতেছিলেন, তখন অনুচরদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি পূর্ব্বে ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণে ও কর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন সাধুকার পাইলেন। শাস্তা বলিলেন, "এখন হইতে ধূতাঙ্গধর ভিক্ষুরা যখন ইচ্ছা আমার সহিত দেখা করিতে পারিবে।"

শাস্তার অনুগ্রহলাভান্তে উপসেন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে এই বৃত্তান্ত জানাইলেন। তদবধি ভিক্ষুরা শাস্তার সহিত দেখা করিতে যাইবার পূর্ব্বে ধূতাঙ্গ ধারণ করিতেন, কিন্তু শাস্তা নির্জ্জন বাস হইতে বাহির হইলেই স্ব স্ব মলিন বস্ত্র-খণ্ড-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন চীবর পরিধান করিতেন।

একদিন শাস্তা বহুসংখ্যক শিষ্যসহ ভিক্ষুদিগের শয়নকক্ষ পরিদর্শন করিবার সময় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই সকল মলিনবস্ত্রখণ্ড দেখিতে পাইয়া যখন প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলেন, তখন বলিলেন, "এই ভিক্ষুদিগের ধূতাঙ্গধারণ বৃকের পোষধব্রতের ন্যায় অচিরস্থায়ী"। অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন :—]

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সময়ে বোধিসত্ত্ব দেবরাজ শক্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন একটা বৃক গঙ্গাতীরে কোন পাষাণপৃষ্ঠে বাস করিত। একবার শীতকালে হঠাৎ জল বৃদ্ধি হইয়া ঐ পাষাণ পরিবেষ্টিত করিল। বৃক পাষাণ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া প্রাণ বাঁচাইল বটে, কিন্তু তাহার খাদ্যাভাব ঘটিল, খাদ্যান্বেষণে বহির্গমনের পথও রুদ্ধ হইল। এদিকে ক্রমেই জল বাড়িতে লাগিল। তখন বৃক ভাবিল, "তাই ত, এখানে না পাইতেছি খাদ্য, না দেখিতেছি বাহিরে যাইবার পথ। এরূপ নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা বরং পোষধব্রত অবলম্বন করা ভাল।" অনন্তর সে পোষধপালনের অভিপ্রায়ে তদবধি শীলসমূহ পালন করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল।

এদিকে শক্র ধ্যানবলে বৃকের এই দুর্ব্বল সঙ্কল্প জানিতে পারিলেন। তখন তিনি তাহার ভণ্ডামি প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ছাগরূপ ধারণপূর্ব্বক অদূরে দেখা দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বৃক ভাবিল, 'পোষধব্রত অন্য একদিন পালন করিলেই চলিবে।' সে উঠিয়া

* ধূতাঙ্গ বা ধূতগুণ-সম্বন্ধে প্রথম খণ্ডের ৩৯ শ পৃষ্ঠের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। সেখানে ধূতাঙ্গগুলির নামনির্দ্দেশে একটু ভ্রম আছে। ধূতাঙ্গগুলি এই :—পাংশুকূলিকাঙ্গ, ত্রৈচীবরিকাঙ্গ, পৈণ্ডপাতিকাঙ্গ, সাবদানচারিকাঙ্গ, ঐকাসনিকাঙ্গ, পাত্রপিণ্ডিকাঙ্গ, খলুপশ্চাদ্‌ভক্তিকাঙ্গ, আরণ্যকাঙ্গ, বৃক্ষমূলিকাঙ্গ, আভ্যবকাশিকাঙ্গ, শ্মাশানিকাঙ্গ, যথাসংস্তরিকাঙ্গ, নৈষদ্যিকাঙ্গ। যে সকল ভিক্ষু বৈখানসদিগের ন্যায় অরণ্যে বাস করিতেন, ধূতাঙ্গগুলি তাঁহাদেরই প্রতিপাল্য। মনুসংহিতায় (৬ষ্ঠ অধ্যায়) বানপ্রস্থধর্ম্মের বর্ণনা আছে। ২৩শ শ্লোকে দেখা যায় বানপ্রস্থ "গ্রীষ্মে পঞ্চতপাস্তুদ্যাদ্বর্ষাস্বভ্রাবকাশিকঃ।" সম্ভবতঃ এই 'অভ্রাবকাশিক' শব্দটী বৌদ্ধদিগের সাহিত্যে 'আভ্যবকাশিক' হইয়াছে। মেধাতিথি অভ্রাবকাশিক শব্দের এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—অভ্রাণি এব অবকাশ আশ্রয়ো যস্মিন্ দেশে দেবো বর্ষতি তং প্রদেশমাশ্রয়েদ্ বর্ষনিবারণার্থং ছত্রবস্ত্রাণি ন গৃহ্নীয়াৎ।

ছাগরূপী শক্রকে ধরিবার জন্য লম্ফ দিল, শক্রও ইতস্ততঃ এরূপভাবে লাফাইতে লাগিলেন যে, কিছুতেই ধরা দিলেন না। বৃক তাঁহাকে ধরিতে না পারিয়া শেষে নিবৃত্ত হইল, স্বস্থানে ফিরিয়া গেল এবং "যাহা হউক, পোষধব্রত ত ভঙ্গ হইল না", মনকে এই প্রবোধ দিয়া শয়ন করিল।

তখন শক্র আত্মরূপ পুনর্গ্রহণপূর্ব্বক আকাশে অধিষ্ঠিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "অরে ধূর্ত্ত! তোর মত দুর্ব্বলচিত্ত প্রাণী পোষধব্রত লইয়া কি করিবে? তুই জানিতে পারিস্ নাই যে আমি শক্র; সেই জন্যই ছাগমাংস খাইতে এত লোলুপ হইয়াছিলি।" এইরূপে বৃকের ভণ্ডামি প্রকটিত করিয়া এবং তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া শক্র দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

হিংসা-পরায়ণ, খায় রক্তমাংস অবিরত,
এহেন বৃকের সাধ লইবে পোষধ-ব্রত।

জানি ইহা দিলা দেখা শক্র ছাগরূপ ধরি,
অমনি ছুটিল বৃক জপ তপ পরিহরি!

দুর্ব্বলহৃদয় লোকে সেইরূপ এ সংসারে
প্রথমে সঙ্কল্প করে অসাধ্যেরে সাধিবারে;
কিন্তু সেই ব্রতভঙ্গ করি তারা অবশেষে
ছাগলুব্ধ বৃকবৎ পড়ে প্রলোভনবশে।

(এই তিনটী অভিসম্বুদ্ধ গাথা)

[সমবধান—তখন আমিই ছিলাম শক্র।]

☞ বৃকের ধর্ম্মাচরণ-সম্বন্ধে জবশকুন-জাতক (৩০৮) এবং হিতোপদেশের কঙ্কণলোভী পথিকের গল্প দ্রষ্টব্য। Lessing-কর্ত্তৃক সংগৃহীত আখ্যায়িকাবলীতে 'মৃত্যুশয্যায় বৃক' নামে গল্প আছে। বৃক মৃত্যুকালে নিজের পাপ খ্যাপন করিতে করিতে বলিল, 'একদিন আমি একটা মেষশাবককে কাছে পাইয়াও উদরস্থ করি নাই।' শৃগাল তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল, 'তখন আপনি দন্তশূলে কষ্ট পাইতেছিলেন।'

নির্ঘণ্ট

জাতক

জাতকান্তর